পবিত্র ত্রিপিটক

(দশম খণ্ড)

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়

(চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড]

পবিত্র ত্রিপিটক

দশম খণ্ড

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড]

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড]

অনুবাদকবৃন্দ : অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু

ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-10
(Strapitake Anguttaranikay - Part-4 & 5)
Translated by Prof. Sumangal Barua &
Ven. Pragyadarshi Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3072-4

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তরনিকায়

[চতুর্থ খণ্ড]

(সপ্তক, অষ্টক, নবক নিপাত)

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

অনুবাদক :
সুমঙ্গল বড়ুয়া, এমএ (ডাবল)
সহযোগী অধ্যাপক
প্রাচ্যভাষা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ :
প্রবারণা পূর্ণিমা, ২৫৪৯ বুদ্ধবর্ষ,
১৪১২ বাংলা, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশনায় :
বনভন্তে প্রকাশনী
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

পাণ্ডুলিপি তত্ত্বাবধানে :
শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথের

কম্পিউটার কম্পোজ :
শ্রীমৎ জ্ঞানলংকার ভিক্ষু ও
শ্রীমৎ সুধর্মানন্দ ভিক্ষু

সূ চি প ত্র

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ খণ্ড)

ক. সপ্তক নিপাত

খ. অষ্টক নিপাত

গ. নবক নিপাত

উৎসর্গ

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে যাঁদের ঋণ অপরিসীম ও অপরিশোধ্য তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় পিতা মৃত সুবল চন্দ্র বড়ুয়া, শ্রদ্ধেয়া মাতা মৃত জ্ঞানদা বালা বড়ুয়া, পরমারাধ্য ধর্মগুরু রাউজান মধ্যম বিনাজুরী গ্রামজাত প্রয়াত শ্রদ্ধানন্দ মহাস্থবির, বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মাস্টারটা সূর্যসেনের ক্ষুধে অনুসারী রাউজান মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিনাজুরী নবীন হাই স্কুলের এক কালের কীর্তিমান প্রধান শিক্ষক, সারোয়াতলী মুক্তাকেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চিরকুমার মৃত নেপাল চন্দ্র দস্তিদার, পশ্চিম গহিরা ইউনুচ-সুফিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব সর্বত আলী, মদীয় মাতুল মৃত যামিনী রঞ্জন বড়ুয়া ও মধ্যম বিনাজুরী শান্তিধাম বিহারের উপাসিকা মৃত রাজকুমারী বড়ুয়ার স্মৃতি স্মরণে অত্র **অঙ্গুত্তরনিকায়** (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থখানা নির্বাণ শান্তি কামনায় উৎসর্গিত হলো।

বিনীত

গ্রন্থকার

সুমঙ্গল বড়ুয়া

প্রাচ্যভাষা বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

জন্ম জনপদ : ফতেনগর, রাউজান, চট্টগ্রাম।

সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন—শ্রীমতী রত্না বড়ুয়া, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রাক-কথন

ভাষ্যগ্রন্থ ও অট্‌ঠকথা ব্যতীত মূল পালি ত্রিপিটক ৪৪ খণ্ডে বিভক্ত। এসব গ্রন্থ শুধু পালি সাহিত্যের নয়, বিশ্ব সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। এতে আছে ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য যেগুলো মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব বিকাশে অশেষ অবদান রেখে চলেছে। সুদূর আড়াই হাজার বৎসরেরও পূর্বে প্রচারিত বুদ্ধবাণীসমূহ বহু দেশের দেশীয় ভাষায় সংকলিত ও অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও বেশ কিছু পালি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। তবুও বেশ কিছু গ্রন্থ অদ্যাবধি অনূদিত হয়নি। মৎ অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায় প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদের ১ম সংস্করণ কলকাতা 'ধর্মাধার বৌদ্ধ প্রকাশনী' হতে ১৯৯৪ ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কাজে কলকাতা সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বনামধন্য পণ্ডিত ড. সুকোমল চৌধুরী মহাশয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যভাষা (পালি ও সংস্কৃত) বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু মহোদয় আন্তরিকভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ফলে পুস্তকটি প্রকাশের সুযোগ ঘটেছে। তৎপর অঙ্গুত্তরনিকায় ২য় খণ্ডটি অনুবাদ করার কাজে আমি আত্মনিয়োগ করেছিলাম কিন্তু তা কলকাতা হতে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক অনূদিত হচ্ছে, এ রকম বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের কারণে এক-তৃতীয়াংশ অনুবাদ কার্য সমাপ্ত করার পর তা বন্ধ রেখে দিয়ে অঙ্গুত্তরনিকায় ৪র্থ খণ্ডের অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত হই এবং ২০০০ সালের পূর্বেই তা সমাপ্ত করে রেখে দিই। বিগত ২০০৪ সালে পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ইচ্ছানুসারে অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ডটি **বনভন্তে প্রকাশনী** হতে বিস্তৃত ২য় সংস্করণ বের করার পরম সুযোগ লাভ করি। সেটি প্রকাশের পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একান্ত অনুগত শিষ্য শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু আমার থেকে অঙ্গুত্তরনিকায় ৪র্থ খণ্ডের অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়েছে জানতে পেরে এ অনুবাদ গ্রন্থটিও বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। আমিও একটু অনুপ্রাণিত বোধ করি এ কারণে যে, কষ্ট করে বই লিখে বা অনুবাদ করে ছাপানোর জন্য স্থায়ী কোনো সংস্থা যে আমাদের সমাজে নেই। সেজন্য আধ্যাত্মিক গুরু শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বঙ্গাক্ষরে ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশের অনুপম সংকল্প তৎ-প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও তৎপ্রতি অনুগত সদ্ধর্মহিতৈষী উপাসক-উপাসিকাদের শ্রদ্ধাদানে অনূদিত

গ্রন্থটি প্রকাশের মহতী উদ্যোগের প্রশংসা না করে পারছি না। তাঁদের এ পুঞ্জীভূত পুণ্য একদিকে যেমন ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধানে সহায়তা করবে অন্যদিকে বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে। এজন্য তাঁরা সাধুবাদের যোগ্য। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে মুক্তিকামী মানবসমাজ বহুলভাবে যে উপকৃত হবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

অঙ্গুত্তরনিকায় পালি টেক্সট সোসাইটি লণ্ডন কর্তৃক পাঁচ খণ্ডে রোমান অক্ষরে প্রকাশিত ও ইংরেজিতে অনূদিত। ১ম ও ২য় খণ্ডের সম্পাদনা করেন Richard Morris এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডের সম্পাদনা করেন E. Hardy. পালি টেক্সট সোসাইটি হতে অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম, ২য় ও ৫ম খণ্ড অনুবাদ করেন F. L. Woodward এবং ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের অনুবাদ করেন E. M. Hare. ১৯৬৯ সালে অঙ্গুত্তরনিকায়ের জার্মান অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ অঙ্গুত্তরনিকায়ের জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা Nanden Daizokyo নামক গ্রন্থমালায় স্থান পেয়েছে। সিংহলী ও বর্মী ভাষায়ও একাধিক অনুবাদ রয়েছে।

অঙ্গুত্তরনিকায় ৪র্থ খণ্ড অদ্যাবধি অন্য কারো দ্বারা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। এ অনুবাদ কার্যে আমি E. Hardy কর্তৃক রোমান হরফে প্রকাশিত **The Aŋguttara-Nikāya** Part IV I E. M. Hare কর্তৃক অনূদিত **The Book of the Gradual Sayings** Vol. IV অনুসরণ করি। জানি না এ অনুবাদ কর্ম কতটুকু সফল হয়েছে। তবে সবার যাতে বোধগম্য হয় সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি। রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের প্রধান বৌদ্ধ জগতের অন্যতম আধ্যাত্মিক কৃতী সাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের অভিমত—“যারা এ ধরনের ত্রিপিটক গ্রন্থ অনুবাদের কাজে নিয়োজিত থাকে তাদের চিত্ত সর্বদা কুশলে নিবদ্ধ থাকে।” তাঁর মুখনিঃসৃত এ রকম উক্তি আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। এজন্য তাঁর প্রতি রইল আমার অপ্রমেয় শ্রদ্ধা ও বন্দনা। তদনুসৃত মার্গানুসারী সাধক ও বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ভন্তে প্রজ্ঞাবংশ মহাথের এর প্রতি রইল আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। কারণ তিনিই অত্র গ্রন্থটি অনুবাদের পেছনে তাঁর অভিজ্ঞতা, দিক নির্দেশনা ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনে কৃতার্থ করেছেন। এ গ্রন্থ কম্পিউটার কম্পোজ করার কাজে সদ্ধর্ম শ্রীবৃদ্ধিকামী যে সকল ভিক্ষু জড়িত ছিলেন তাঁদের সবাইকে বিশেষত শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষুকে আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের সবার সহযোগিতার ফলে গ্রন্থটি বর্তমান রূপ পেল। এ ছাড়া মুদ্রণ কাজে প্রেসের যেসব কর্মচারী নিপুণভাবে এটি প্রকাশে

সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আশা করি এ অনুবাদ গ্রন্থটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিষয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের দীর্ঘ দিনের অভাব পূরণে সহায়তা করবে। সবশেষে এ গ্রন্থ অধ্যয়নকারী তথা সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলে তাতেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। এ শুভ প্রত্যাশা পোষণ করেই গ্রন্থের প্রাক্-কথন এখানে সমাপ্ত করছি।

সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু!
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম।

সুমঙ্গল বড়ুয়া

প্রকাশনীর প্রাসঙ্গিক কথা

বুদ্ধত্ব লাভের পর পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বুদ্ধ যে ধর্মদেশনা করেছেন তার সংগ্রহ ত্রিপিটক নামে অভিহিত। ত্রিপিটকে ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের উপদেশই সংগৃহীত হয়েছে। সেই ত্রিপিটকের মূল ভিত্তি হচ্ছে চতুরার্যসত্য। বস্তুত সেই ত্রিপিটক তথা চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ এ চতুরার্যসত্যেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। চতুরার্যসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে মিথ্যাদৃষ্টিরূপ অবিদ্যা অন্ধকার বিনষ্ট হয় এবং সম্যক দৃষ্টিরূপ প্রজ্ঞালোকে হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হয়। সেই ত্রিপিটকের একটি হলো সূত্রপিটক। সূত্রপিটক আবার পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত। সেগুলো হলো—দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, খুদ্দকনিকায়। এই পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে অঙ্গুত্তরনিকায় হলো চতুর্থ নিকায়। এ অঙ্গুত্তরনিকায় আবার এগারোটি নিপাতে বিভক্ত। এ এগারটি আবার খণ্ড হিসাবে পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত। এ এগারোটি নিপাত হতে সপ্তম, অষ্টম ও নবম নিপাত তথা খণ্ড হিসাবে ৪র্থ খণ্ডটি অনুবাদ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া। এ যাবৎকাল ভারত বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় উক্ত খণ্ডটির অনুবাদ তথা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। এবারই প্রথম অনুবাদ ও প্রকাশিত হলো। এজন্য অধ্যাপক বড়ুয়ার কাছে বাংলাভাষাভাষী বৌদ্ধরা এবং উক্ত প্রকাশনী কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবে। এর আগে তিনি উক্ত নিকায়ের ১ম খণ্ডেরও অনুবাদ করেন এবং তা গত বছরের জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে 'বনভন্তে প্রকাশনী' হতে বিস্তারিত ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। আগামীতে এ ধরনের আরও মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ দেখার জন্য উক্ত প্রকাশনী তথা আপামর বাংলাভাষাভাষী বৌদ্ধরা অনুবাদকের কাছে প্রত্যাশা রাখে।

অন্য কারোর নিকট যদি এ রকম বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও গবেষণামূলক এবং অনুবাদ গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকে, আলোচনাসাপেক্ষে উক্ত প্রকাশনীর মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে। অনুবাদক, লেখক ও গবেষকদের প্রতি 'প্রকাশনী'র এ আহ্বান।

প্রকাশনী আরও আহ্বান জানায়, বার্মায় ষষ্ঠ সঙ্গায়নে সংকলিত সমগ্র ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো ভারতের ধম্মগিরি, ইগতপুরী, বিপস্‌সনা রিচার্স ইন্‌স্টিটিউট (Vipassana Research Institute, Dhammagiri, Igatpuri,

India) কর্তৃক হিন্দি হরফে পালি ভাষায় CD (Compact Disk)-এ ধারণ করা হয়েছে। সেই ধারণকৃত CD থেকে সফ্টওয়ার (Software) এর মাধ্যমে সমগ্র ত্রিপিটকের পালি গ্রন্থগুলো বাংলা হরফে অক্ষরান্তর করা হয়েছে। এ অক্ষরান্তরিত গ্রন্থগুলো রাজবন বিহার লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পালি ভাষায় অভিজ্ঞ অনুবাদকগণ প্রয়োজনে এখান থেকে বাংলায় অক্ষরান্তরিত পালি গ্রন্থ সংগ্রহ করে অনুবাদ কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রকাশনী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

বৌদ্ধধর্মকে জানতে ও বুঝতে হলে ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। ত্রিপিটক শাস্ত্রই বৌদ্ধধর্মের বাহন স্বরূপ। সেজন্য সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে ইংরেজি, পালি ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য রাজবন বিহারে 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি সদ্ধর্ম প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশনা ফান্ড ও পূজ্য বনভন্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও ভিক্ষুসংঘের প্রচেষ্টায় একটি অফসেট প্রেস স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এ প্রেস হতে অনেকগুলো বই প্রকাশও করা হয়েছে।

যতদূর সম্ভব গ্রন্থটি ভুল-ক্রটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও যদি কোনো ভুল-ক্রটি পরিলক্ষিত হয় প্রকাশনীকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণের সুযোগ হলে সেগুলো সংশোধন করা হবে।

এ প্রকাশনায় যারা আর্থিক, কায়িক ও বাচনিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!"

প্রবারণা পূর্ণিমা, ২৫৪৯ বুদ্ধবর্ষ,
১৪১২ বাংলা, ২০০৫ ইং,
রাঙ্গামাটি

বনভন্তে প্রকাশনী
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

ভূমিকা

বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম এ তিনটি বিষয় নিয়ে ত্রিপিটক। বিনয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের সমষ্টি। সূত্র হলো সর্ব সাধারণের জন্য হিতকর মঙ্গলজনক উপদেশাবলী। অভিধর্ম হচ্ছে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের বিভাজন বিশ্লেষণ। সূত্রপিটককে পঞ্চ নিকায়ে বিভাগ করা হয়েছে যেমন– দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দকনিকায়। পঞ্চ নিকায়ের চতুর্থ নিকায়ই অঙ্গুত্তরনিকায়। প্রথম চার নিকায়ের মধ্যে বিষয়গত মিল খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু সূত্রগুলোর মধ্যে আকারগত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘকায়ে দীর্ঘাকারের সূত্র, মধ্যমনিকায়ে মধ্যমাকারের সূত্র বর্ণিত হয়েছে। সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের সূত্রগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রাকারের সূত্রসমূহের মাধ্যমে বুদ্ধের উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের যে মতবাদ ও বিষয়বস্তু তা অন্যান্য নিকায়ে যেমন বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তেমনি অঙ্গুত্তরনিকায়েও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যাত। এ নিকায়ে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। এতে নারীপুরুষের চরিত্র, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের আচার-আচরণ, আদর্শ, দায়িত্বশীলতা, প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধান পদ্ধতি ও সামাজিক অবস্থার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় অন্য নিকায়ে তদ্রূপ পাওয়া যায় না। সম্ভবত অঙ্গুত্তরনিকায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করেই প্রাচীন ও আধুনিক লেখকগণ কর্তৃক এ নিকায়ের উদ্ধৃতিদান আমাদেরকে এ নিকায়ের গুরুত্বের বিষয় প্রতিপাদন করে। সম্রাট অশোক যে বুদ্ধকে একজন মহাপুরুষ মনে করতেন তা ভাব্রু শিলালিপিতে তাঁর উক্তি "ভগবতা বুধেন ভাসিতে সর্বে সে সুভাসিতে" অর্থাৎ 'ভগবান বুদ্ধ যা ভাষণ করেছেন তা সমস্তই সুভাষিত' এর উল্লেখ থেকে তা প্রমাণিত হয়। তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় এ উক্তিতে : 'Yaṁ kiñci subhāsitaṁ, sabbaṁ taṁ tassa Bhagavato vacanaṁ arahato sammāsambuddhassa'. Hardy E. **Aŋguttara-Nikāya** Vol. iv p. 164, London The Pali Text Society, Luzac and Company, Ltd. 46, Great Russell Street, W.C. 1. 1958.

মিলিন্দ-পঞ্হে 'অঙ্গুত্তরনিকায়'-এর পরিবর্তে 'একোত্তর নিকায়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বাস্তিবাদ ত্রিপিটকের চৈনিক সংস্করণেও 'একোত্তর

নিকায়’ ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অঙ্গুত্তরনিকায়-এর সূত্র সংখ্যা ২৩০৮টি (Winternitz M. **History of Indian Literature** Vol. ii, p. 60 Oriental Books Reprint Corporation 54, Rani Jhansi Road, New Delhi-55)। এ নিকায়ের সূত্র বিন্যাস পদ্ধতি অভিনব। এ কারণে অঙ্গুত্তরনিকায় নামকরণ করা হয়েছে। অঙ্গুত্তর (অঙ্গ+উত্তর) নিকায়ের অঙ্গ বা অংশ বা সূত্রগুলো উত্তরোত্তর বা ক্রমোর্ধ্ব সংখ্যায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে সূত্রগুলো এক নিপাত থেকে আরম্ভ হয়ে একাদশ নিপাতে সমাপ্ত হয়েছে। এক নিপাতের সূত্রগুলোতে প্রতিটি সূত্রে একটি বিষয়ই আলোচিত হয়েছে যেমন, একমাত্র দমিত চিত্তই মহান অর্থসাধক হয়ে থাকে, অগুপ্ত চিত্ত মহা অনর্থ ঘটিয়ে থাকে, গুপ্ত চিত্ত মহান অর্থসাধক হয়ে থাকে, একমাত্র অল্পেচ্ছু ব্যক্তির অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অসন্তুষ্ট ব্যক্তির অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন কুশল ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যোনিস মনসিকার (জ্ঞানপূর্বক বিবেচনা)-বশত অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ দুক নিপাতে দুই সংখ্যাযুক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেমন, দু-প্রকার দান—আমিষ (বস্তু) দান এবং নিরামিষ দান (ধর্মদান), দু-প্রকার ত্যাগ—আমিষ ত্যাগ এবং ধর্ম ত্যাগ, দু-প্রকার ভোগ—আমিষ ভোগ এবং ধর্ম ভোগ, দু-প্রকার সংগ্রহ—আমিষ সংগ্রহ এবং ধর্ম সংগ্রহ, দু-প্রকার অকুশল—ক্রোধ এবং বিদ্বেষ, দ্বিবিধ কুশল—অক্রোধ এবং অদ্বেষ। তিক নিপাতেও তদ্রূপ তিন সংখ্যাযুক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা রয়েছে যেমন : তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মূর্খকে জানা যায়, তিনটি বিষয় হলো কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। তদ্রূপ তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানা যায়—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুকর্ম দ্বারা। কর্মোৎপত্তির ত্রিবিধ কারণ—অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ। এভাবে এক, দুই, তিন সংখ্যা ক্রমান্বয়ে একাদশ নিপাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ অঙ্গুত্তরনিকায়ের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। এ রকম ঊর্ধ্বক্রম সংখ্যাগত সূত্র বিন্যাসের কারণে অঙ্গুত্তরনিকায়ের ইংরেজি নামকরণ করা হয়েছে **Numerical Sayings or Gradual Sayings.** সম্ভবত এরূপ সূত্র বিন্যাস কৌশল দ্বারা বিষয়বস্তু সহজে স্মৃতিতে ধারণ করার সহায়ক ভূমিকা পালন করত। ‘মনোরথপূরণী’ (অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভাষ্যগ্রন্থ) অনুসারে অঙ্গুত্তরনিকায়ে ৯৫৫৭ প্রকার বিষয় সম্পর্কীয় দেশনা, আলোচনা ও উপদেশাবলি সংগৃহীত হয়েছে। ‘অঙ্গুত্তরনিকায়’কে সুত্তপিটকের ‘সার-সংগ্রহ’ বলা যায় (বড়ুয়া রবীন্দ্র বিজয়

পালি সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৯৮০ ইং)। এর সর্বমোট অক্ষর সংখ্যা ৯,৫০,৪০০. বিষয়বস্তু, ভাষা ও রচনাশৈলী ইত্যাদি অঙ্গুত্তরনিকায়ের সঙ্গে দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায় ও সংযুক্তনিকায়ের অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। সে কারণে খুদ্দকনিকায়ের কিছু গ্রন্থ, অঙ্গুত্তরনিকায় ও প্রথম তিন নিকায়ের সূত্রগুলোর রচনাকালের মধ্যে তেমন কোনো ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না। অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভাষা অন্যান্য নিকায়ের ভাষা হতে অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে হয়। অঙ্গুত্তরনিকায়ের বহু সূত্রে অভিধর্মপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থের সূচনা লক্ষ করা যায়। সে-কারণে কেউ কেউ অঙ্গুত্তরনিকায়কে অভিধর্ম পরিকাঠামো সৃষ্টির ভিত্তিভূমি হিসাবে অভিহিত করেছেন। Professor M. Winternitz এ মত সমর্থন করেছেন (**History of Indian Literature** Vol. ii, p. 66)। অঙ্গুত্তরনিকায়ের ১ম খণ্ডে তিনটি পুদ্গল বর্গ রয়েছে এবং এগুলি অভিধর্মপিটকের চতুর্থ গ্রন্থ **পুদ্গলপঞ্ঞত্তি**'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অঙ্গুত্তরনিকায় মূলত গদ্য রচনা হলেও মাঝে মাঝে কোনো কোনো বর্গে গাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সমস্ত গাথা মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যে অন্য নিকায়ের অনেক বিষয় প্রবিষ্ট হয়েছে। যেমন সংযুক্তনিকায়ের মারসংযুক্তের অন্তর্গত মারধাতু সুত্তের একটি গাথা 'অঙ্গুত্তরনিকায়' এর মহাবগ্গের অন্তর্গত কালীসুত্তে উদ্ধৃত হয়েছে। তদ্রূপভাবে সুত্তনিপাতের পারায়ণবগ্গের অন্তর্গত পুণ্নকমানবপঞ্হের এবং উদয়মানবপঞ্হের কিছু সংখ্যক গাথা নামসহ **অঙ্গুত্তরনিকায়** এর এক নিপাতের দেবদূত বর্গে উদ্ধৃত হয়েছে। দীর্ঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বান সুত্তন্তে উল্লেখিত ভূমিকম্পের অষ্ট কারণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্গুত্তরনিকায়ের অষ্টম নিপাতে বর্ণিত হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি আধুনিক যুগের পাঠকের নিকট বিরক্তিকর মনে হলেও ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজনে তার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য ছিল। অঙ্গুত্তরনিকায়সহ চার নিকায়ের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের মূল বিষয় চতুরার্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, সপ্তবোজ্ঝাঙ্গ, বোধিপক্ষীয় ধর্ম, নির্বাণ, নির্বাণপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। চারি নিকায়ের অন্যান্য নিকায়ের ন্যায় অঙ্গুত্তরনিকায়ও সাহিত্যিক উপাদান সমৃদ্ধ নিকায় বললে অত্যুক্তি হয় না। চার নিকায়ে আমরা লক্ষ করি বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা অন্য তীর্থিকদের সাথে মার্জিত, ভদ্র, রুচিপূর্ণ প্রীতিপূর্ণ ভাষায় তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং অন্য তীর্থিকদের সাথে তাদের স্ব স্ব মতের অসারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন এবং অনেককে তাঁর মতের অনুসারী করতে সক্ষম

হয়েছিলেন। অঙ্গুত্তরনিকায় প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা আমাদের নিকট উপস্থাপন করে। তখনকার সময়ের রাজা-মহারাজা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা সবাই স্ব স্ব কর্ম মাধ্যমে ধর্মীয় পরিবেশ গঠনের অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছিল ধর্মরাজ বুদ্ধের স্বয়ং উপস্থিতিতে। তারই অনবদ্য চিত্রে ভরপুর অঙ্গুত্তরনিকায়।

অঙ্গুত্তরনিকায় ৪র্থ খণ্ডে তিনটি নিপাত—৭ম, ৮ম ও ৯ম। প্রতিটি নিপাতে ৯টি বর্গ নিয়ে তিনটি নিপাতে সর্বমোট ২৭টি বর্গ স্থান পেয়েছে। প্রতিটি বর্গে ১০টি সূত্র।

১. ধন বর্গে ধন বলতে পার্থিব সম্পদ বুঝায় না। ধন বলতে জাগতিক ধনকে না বুঝায়ে পারমার্থিক ধনকে বুঝানো হয়েছে।

ধনবর্গে ১০টি সূত্র। সপ্ত বিষয়যুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবান্বিত হয় না। যেমন : লাভ-লোলুপ, সম্মান-লোলুপ, সৎকার-লোলুপ, বিবেকবর্জিত, হিরিবিহীন, ঔত্তপ্পহীন, পাপিচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু। অপর পক্ষে সপ্ত বিষয় সংযুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয়। সেগুলো হলো : লাভ-লোলুপতা, সম্মান লোলুপতাবিহীন ও বিবেকবর্জিত হয় না, পাপে লজ্জা ও ভয়শীল, অল্পেচ্ছু ও সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়। লাভ-লোলুপ, সম্মান-লোলুপ, খ্যাতি-লোলুপ, বিবেকবর্জিত, পাপে লজ্জাহীন, ভয়হীন, ঈর্ষাপরায়ণ ও মাৎসর্যপরায়ণ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ হয়, গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয় না। কিন্তু লাভ লোলুপতাহীন, সৎকার লোলুপতাহীন, বিবেকবান, পাপে লজ্জা ও ভয়শীল, ঈর্ষা ও মাৎসর্যহীন ভিক্ষু সম্মানিত হয়। এখানে সাত প্রকার বলের বিষয় উক্ত হয়েছে। সেগুলো হলো : শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, হিরিবল, ঔত্তপ্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। যে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান এবং নবগুণসম্পন্ন তথাগতকে শ্রদ্ধা করে তা-ই শ্রদ্ধাবল। আর্যশ্রাবক অকুশলধর্ম ক্ষয় এবং কুশল অর্জনের জন্য পরাক্রমী ও বীর্যবান হয়। এটাই বীর্যবল। আর্যশ্রাবক লজ্জাশীল ও কায়-বাক্য ও মনে দুষ্কর্ম সম্পাদনে পাপ অকুশল ধর্মের অধীন হতে লজ্জা করে। একেই হিরিবল বলা হয়। তদ্রূপই ঔত্তপ্যবল। স্মৃতিবল হলো স্মৃতিমান হওয়া, দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ ও অনুস্মরণ করা। স্মৃতিবল দ্বারা আর্যশ্রাবক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান যথার্থ উপায়ে লাভ করে অবস্থান করে। আর প্রজ্ঞাবল দ্বারা আর্যশ্রাবক উদয়-বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়। এ সূত্রে আরও আছে সপ্তধনের কথা, যথা : শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হিরিধন, ঔত্তপ্যধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন ও প্রজ্ঞাধন।

শ্রদ্ধাধন হলো নবগুণ সম্পন্ন তথাগতের গুণ স্মরণ। শীলধন হলো প্রাণিহত্যা বিরতি, অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরতি, মিথ্যা কামাচার বিরতি, মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরতি, সুরামদ্যপান থেকে বিরতি। হিরি ও ঔত্তপ্যধন পূর্বে উক্ত হয়েছে। শ্রুতধন হলো আর্যশ্রাবক বহুশ্রুত, শ্রুতধর হয়, শ্রুত বিষয় সঞ্চয় করে যে ধর্মের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কল্যাণ, সার্থক সব্যঞ্জন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। ত্যাগধন হলো : আর্যশ্রাবক বিগত মাৎসর্যমল চেতনাসম্পন্ন হয়ে বিহার করে, দানশীল, মুক্তহস্ত, যাচঞাকারীদের অনুনয়ে দান করে। উপরোক্ত সপ্তধন অগ্নি, জল, রাজা, চোর, শত্রু, উত্তরাধিকারীর অধীন নহে। এখানে সপ্তবিধ সংযোজনের বিষয়ও উক্ত হয়েছে। সেগুলো হলো : অনুনয়, প্রতিঘ, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ ও অবিদ্যা। উপরোক্ত সপ্ত সংযোজন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ও এখানে ব্যক্ত হয়েছে। অপর সপ্ত সংযোজন হলো অনুনয়, প্রতিঘ, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ঈর্ষা ও মাৎসর্য সংযোজন।

২. **অনুশয়** বলতে ঝোঁক, প্রবণতা ইত্যাদি বুঝায়। অবশ্য পালি শাস্ত্রে সবসময় এ শব্দটা মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সাত প্রকার অনুশয় অহংকার, অবিদ্যা, কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ এসব অনুশয়। অনুশয় বর্গে ৮টি সূত্র সেগুলো হলো—কামরাগ, প্রতিঘ, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা এ সমস্ত অনুশয় মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়। এসমস্ত অনুশয় হতে এমনভাবে মুক্ত হতে হয় যাতে ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, তা পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে পুনঃ অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়। যে ভিক্ষু এরূপভাবে তৃষ্ণা ছিন্ন করেছে সে সংযোজন (বন্ধন) ছিন্ন করেছে এবং দুঃখের অন্তসাধন করেছে। এই বর্গে কোন ধরনের পরিবারে পরিভ্রমণ করা যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। যে পরিবারে গেলে পরিবারের সদস্যগণ আনন্দ চিত্তে আসন হতে উঠে না, আনন্দ মনে আসন প্রদান করে না, অনেক থেকেও সামান্যই দেয়, উত্তম হতে মোটা অন্ন দেয়, অসম্মান করে সে পরিবারে পরিভ্রমণ ও উপবেশন করা সঙ্গত নহে। যে পরিবার এসবের বিপরীত অর্থাৎ আনন্দ চিত্তে আসন থেকে উঠে সম্মান করে, প্রীতিযুক্ত মনে আসনাদি দেয়, বহু দেয়, উৎকৃষ্ট দেয়, সম্মানের সাথে দেয় সে পরিবারে পরিভ্রমণ ও উপবেশন করা সঙ্গত। সাত প্রকার ব্যক্তি আহ্বানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই সাত প্রকার পুদ্গল হলো : উভয়ভাগ বিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত, কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবিমুক্ত, ধর্মানুসারী

ও শ্রদ্ধানুসারী। সাত প্রকার পুদ্গল উদকোপম। এক প্রকার পুদ্গল জলে নিমগ্ন হয়ে নিমজ্জিত হয়, কোনো পুদ্গল জল হতে উঠে পুনঃ জলে নিমজ্জিত হয়, কোনো পুদ্গল জল হতে উঠে স্থিত হয়, কোনো পুদ্গল জল হতে উঠে দর্শন করে, কোনো পুদ্গল জল হতে উঠে পার হয়ে যায়, কেউ জল হতে উঠে কঠিন মাটিতে পৌঁছে যায়। কেউ উর্ত্তীর্ণ হয়ে পারগত হয় এবং ব্রাহ্মণ উচ্চ মাটিতে স্থিত হয়, সপ্তবিধ পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য ও জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

অনুশয় বর্গের মূল বিষয় কামরাগ, প্রতিঘ, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা। এগুলি মুক্তি লাভে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এসব অনুশয় থেকে মুক্ত হয়েই মোক্ষ লাভ সম্ভব।

৩. **বজ্জী-বর্গ :** বজ্জিদের সাতটি অপরিহানিয় ধর্ম যেগুলো পালন করলে তাদের অবনতি হবে না, উপরন্তু সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, যেমন : (১) যতদিন বজ্জিগণ সর্বদা সম্মিলিত হয়ে কাজ করবে, (২) সকলে একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত ও একমত হয়ে একই সঙ্গে বৈঠক হতে উত্থান করবে এবং একতাবদ্ধ হয়ে তাদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করবে, (৩) পূর্বে যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয়নি এরূপ কোনো বিধির ব্যবস্থা করবে না এবং পূর্ব ব্যবস্থাপিত সুনীতিগুলো লঙ্ঘন করবে না, (৪) বৃজিদের মধ্যে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃজিগণ তাঁদের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করবে এবং তাঁদের হিতোপদেশ মেনে চলবে, (৫) যারা কুলবধূ কুলকুমারী বৃজিগণ তাদেরকে বলপূর্বক ধরে এনে স্বীয় গৃহে বাস করবে না বা অসম্মান করবে না, (৬) বৃজিগণ স্বীয় নগরে ও বাইরে যেসব চৈত্য আছে সেগুলোর সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করবে এবং দেব সেবার্থে প্রদত্ত রাজস্ব ফিরায়ে নেবে না, (৭) যতদিন বজ্জিগণ অর্হৎদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে যাতে আগত ও অনাগত অর্হৎগণ সুখে বাস করতে পারবে। বজ্জিদের অনুরূপ ভিক্ষুদেরও সাতটি অপরিহানিয় ধর্ম এই নিপাতে বর্ণিত হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, হিরিসম্পন্ন, ঔত্তপ্পী, বহুশ্রুত, আরব্ধবীর্য, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি আবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুগণ সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করবে ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা অনিত্যানুদর্শন. অনাত্মানুদর্শন, অশুভানুদর্শন, আদীনবানুদর্শন, ত্যাগানুদর্শন, নিরোধানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি

হবে না। সপ্ত বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানি ঘটায়, যেমন : পার্থিব বিষয়ে আনন্দগ্রহণ, আলাপপ্রিয়তা, নিদ্রারামতা, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে মাত্রাহীনতা। শিক্ষার্থী ভিক্ষুর মধ্যে এগুলো না থাকলে ভিক্ষুদের পরিহানি ঘটে না। এখানে আরও ব্যক্ত করা হয়েছে উপাসকের সপ্ত পরিহানির বিষয়। ভিক্ষুদর্শনে ব্যর্থতা, সদ্ধর্ম শ্রবণে অবহেলা, অধিশীল (উচ্চতর) শিক্ষা না করা, স্থবির, নব কিংবা মধ্য বয়সী ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসন্নতা, দোষদর্শী চিত্তে ধর্মশ্রবণ, ছিদ্রান্বেষণ ও শাসন বহির্ভূত দানপাত্র অন্বেষণ ইত্যাদি দ্বারা উপাসকের পরিহানি ঘটে। অপরপক্ষে যে উপাসক ভিক্ষু দর্শনে অব্যর্থ, সদ্ধর্ম শ্রবণে অপ্রমাদ, উচ্চতর শীল শিক্ষা করে, স্থবির, নবীন কিংবা মধ্যস্তরের ভিক্ষুর প্রতি প্রসন্ন, দোষবিহীন চিত্তে ধর্মশ্রবণ করে, ছিদ্রান্বেষী নহে, শাসন বহির্ভূত দানপাত্র অন্বেষণ করে না সে উপাসকের পরিহানি ঘটে না। এ বর্গে আরও আছে বিপত্তি ও পরাভবের (পরাজয়) কথা। উপাসকের সপ্ত বিপত্তি কথা সপ্ত পরাভব এরূপ—সে ভিক্ষু দর্শনে ব্যর্থ হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণে অবহেলা, অধিশীল শিক্ষা করে না, নব কিংবা মধ্যস্তরের ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসন্ন হয়, দোষদর্শী চিত্তে ধর্মশ্রবণ করে, ছিদ্রান্বেষী, শাসন বহির্ভূত দানপাত্র অন্বেষণ করে। উপাসকের সপ্ত সম্পদও শ্রীবৃদ্ধি এরূপ—সে ভিক্ষু দর্শনে অব্যর্থ, সদ্ধর্ম শ্রবণে অপ্রমাদ, উচ্চতর শীল শিক্ষা করে, স্থবির, নবীন ও মধ্যস্তরের ভিক্ষুর প্রতি প্রসন্ন, দোষবিহীন চিত্তে ধর্ম শ্রবণ, ছিদ্রান্বেষী নহে, শাসন বহির্ভূত দানপাত্র অন্বেষণ করে না। এগুলো দ্বারা উপাসকের বিপত্তি ও পরাভব ঘটে না।

৪. **দেবতা বর্গে ১০**টি সূত্র। জনৈক দেবতা ভগবানকে বন্দনা করে বলেন যে, সাতটি বিষয় ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে ধাবিত করে। সেই সাতটি হলো—ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা, সমাধি, অপ্রমাদ, শিক্ষা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণের প্রতি গৌরব। ভগবান এগুলো অনুমোদন করেন। ভগবান এ বিষয়ে ভিক্ষুগণকে অবহিত করেন। অপর এক দেবতাও ভগবানকে বলেন, সাতটি ধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে নিয়ে যায়। সেগুলো হলো—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি গৌরব, শিক্ষা, সমাধি, হিরি ও ঔত্তপ্যের প্রতি গৌরব। অন্য এক দেবতাও উপরোক্ত নিয়মে ভগবানের নিকট প্রকাশ করেন যে, সাতটি ধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানি তথা মঙ্গল পথে উপনীত করে। সাতটি বিষয় হলো—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি গৌরব, শিক্ষা ও সমাধির প্রতি গৌরব, সুবাধ্যতা ও কল্যাণমিত্রতা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে উপরোক্ত সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয় বিস্তৃতভাবে ভাষণ করেন। যেমন,

কোনো ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরবশীল এবং শাস্তার এই গৌরবকে শ্রদ্ধা করেন। অন্য যেসব ভিক্ষুর শাস্তার প্রতি গৌরব নেই সেসব ভিক্ষুকে শাস্তার গুণের প্রতি উৎসাহিত করেন। যাঁদের এ ধরনের গুণ আছে তাঁদেরকে প্রশংসা করেন। এভাবে সাতটি বিষয় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ব্যাখ্যা করেন। একজন ভিক্ষু সপ্ত বিষয়ে গুণসম্পন্ন মিত্রের সংসর্গ করে। যেমন : যা দেওয়া কঠিন সে তা দেয়, দুষ্কর কার্য করে, ক্ষমার অযোগ্যকে ক্ষমা করে, নিজের দোষ স্বীকার করে, পরের দোষ গোপন করে, বিপদের সময় পরিত্যাগ করে না, ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে কাকেও ঘৃণা করে না। সপ্ত বিষয়ে গুণান্বিত ভিক্ষুর মিত্র সেবন, ভজন ও সম্মান করা উচিৎ। যেমন : যে প্রিয়, মনোজ্ঞ, গম্ভীর, সভ্য, বক্তা অপরের নির্দেশে কাজ করতে ইচ্ছুক, ধ্যানমার্গ সম্বন্ধে কথনশীলী এবং যে নিজেকে অস্থানে বা অবিষয়ে নিয়োজিত করে না। সপ্তধর্মে গুণসম্পন্ন ভিক্ষু অল্প সময়ের মধ্যে চার প্রতিসম্ভিদা স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। ভিক্ষু যথার্থভাবে জানে এটা তার চিত্তের অলসতা, আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত চিত্ত, বহির্দ্বারে তার বিক্ষিপ্ত চিত্ত, জ্ঞাত বেদনা, জ্ঞাত সংজ্ঞা, জ্ঞাত বিতর্ক উৎপন্ন হয়, স্থিত ও অন্তর্হিত হয়। হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ, শুক্ল বা মিশ্রিত যেসব ধর্ম আছে তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা দ্বারা ভালোভাবে নিমিত্ত গ্রহণ ও বিবেচনা করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের চার প্রতিসম্ভিদার কথা উল্লেখ করেন। সপ্ত বিষয়ে গুণান্বিত ভিক্ষু চিত্তকে আপন বশে পরিচালিত করে, চিত্তের বশে পরিচালিত হয় না। সেগুলো হলো—ভিক্ষু সমাধিকুশল হয়, সমাধির সমাপত্তিকুশল, সমাধির স্থিতিকুশল, সমাধির উত্থানকুশলসম্পন্ন হয়, সমাধির গোচর কুশলসম্পন্ন হয়, সমাধির অভিনিহার কুশলসম্পন্ন হয়। সারিপুত্র এই সপ্তবিধ গুণে গুণান্বিত বলে বুদ্ধ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন। অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ধারণা যদি কেউ দ্বাদশ বৎসর যাবত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করেন তাহলে তাঁর জন্য এ কথাটা বলা যথার্থ যে সেই ভিক্ষু প্রশংসার্হ। আয়ুষ্মান সারিপুত্র তথাগতকে এ পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞেস করেন এ ধর্মবিনয়ে কেবল বর্ষ গণনায় কোনো ভিক্ষুকে প্রশংসার্হ ঘোষণা করা যায় কিনা। বুদ্ধ এর উত্তরে বলেন, কেবল বর্ষ গণনায় কোনো ভিক্ষু প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করা যায় না। বুদ্ধ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রশংসার সপ্তবিধ ক্ষেত্র রয়েছে। বুদ্ধের মতে ভিক্ষুর শিক্ষা গ্রহণের প্রতি তীব্র ছন্দ সম্পন্ন হতে হবে এবং শিক্ষা গ্রহণকালে তার উৎসাহ হ্রাস পায় না, ধর্ম প্রতিপালনে খুব উৎসুক হবে। ইচ্ছা বিনয়ে, নির্জনতায়, বীর্যারম্ভে, স্মৃতি আয়ত্ত করণে, দৃষ্টি প্রতিবিদ্ধকরণে ভিক্ষু তীব্র ছন্দসম্পন্ন হবে এবং এসময়

তার উৎসাহ হ্রাস পাবে না। এ সমস্ত বিষয় পরিপূর্ণ থাকলেই কেবল ভিক্ষু প্রশংসার্হ এবং ছত্রিশ বা আটচল্লিশ বৎসরের পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য জীবন প্রশংসার্হ। অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কর্তৃক মন্তব্যকৃত অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরেও বুদ্ধ স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত সপ্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। ভগবান বলেন, যে ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, হিরিসম্পন্ন, ঔত্তপ্পী, বহুশ্রুত, আরব্ধবীর্য, স্মৃতিমান ও প্রজ্ঞাবান সে দ্বাদশ কিংবা চতুর্বিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য জীবন অতিবাহিত করে তাহলে যথার্থই বলতে হয় ভিক্ষুটি প্রশংসাযোগ্য।

৫. **মহাযজ্ঞ বর্গে ১০টি** সূত্র। এখানে সাতটি বিজ্ঞান স্থিতির বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলো হলো—'নানত্তকাযা নানত্তসঞ্ঞিনো, একত্তকাযা নানাত্তসঞ্ঞিনো, একত্তকাযা একত্তসঞ্ঞিনো, আকাশ অনন্ত আয়তনে উপনীত সত্ত্ব, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনে উপনীত সত্ত্ব, আকিঞ্চনায়তনে উপনীত সত্ত্ব। সমাধির সাতটি অলংকার, যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি। সাত প্রকার অগ্নির কথাও এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন : রাগাগ্নি, দোষাগ্নি, মোহাগ্নি, আহুনেয়্যাগ্নি, গৃহপতি অগ্নি, দক্ষিণেয়্যাগ্নি, কাষ্ঠাগ্নি। ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থানকালে উগ্গতশরীর ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে মহাযজ্ঞ প্রস্তুত হচ্ছিল এবং এ উদ্দেশ্যে পঞ্চশত ষাঁড়, পঞ্চশত এঁড়ে বাছুর, পঞ্চশত বাক্না বাছুর ইত্যাদি আনিত হয়েছিল। উগ্গতশরীর ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, ভবৎ গৌতম, আমা দ্বারা শ্রুত হয়েছে অগ্নি স্থাপন ও যজ্ঞ উত্তোলন মহাফল, মহা পুণ্যদায়ক। আনন্দ স্থবিরের মতে উগ্গতশরীর ব্রাহ্মণের এ রকম বলা অনুচিত। তাঁর এরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত : ভন্তে, আমি অগ্নি স্থাপনে উৎসুক, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনে উৎসুক, ভন্তে, আমাকে উপদেশ প্রদান করুন যদ্বারা আমার দীর্ঘকালের হিত ও সুখের কারণ হয়। বুদ্ধ বলেন, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারী তিনটি অস্ত্র স্থাপন করে—অকুশল দুঃখোদ্রেককারী ও দুঃখ বিপাকী, কায়-অস্ত্র, বাক্-অস্ত্র ও মন-অস্ত্র। যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারী যজ্ঞের পূর্বে কায়, বাক্য ও মন-অস্ত্র প্রয়োগে যজ্ঞে এত ষাঁড়, এত এঁড়ে বাছুর ইত্যাদি হত্যা করার কথা ভাবে এবং পুণ্য করছি মনে করে অপুণ্য, অকুশল কর্মই সম্পাদন করে যা দুঃখ উৎপাদনকারী এবং দুঃখবিপাকী। তথাগত বুদ্ধের তিনটি অগ্নি পরিত্যাগযোগ্য। সে তিনটি হলো—রাগাগ্নি, দোষাগ্নি ও মোহাগ্নি। বুদ্ধ এভাবে ব্যাখ্যা করেন—রাগাসক্ত ব্যক্তি কায়, বাক্য ও

মনোদ্বারে দুরাচরণ করে। তদ্রূপ দোষাভিভূত ও মোহাভিভূত ব্যক্তি অনুরূপভাবে দুরাচরণ করে। এর ফল কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে পুনর্জন্ম লাভ। তাই রাগাগ্নি, দোষাগ্নি ও মোহাগ্নি পরিহার ও সেবন না করা উচিত। বুদ্ধের মতে ত্রি-অগ্নি সৎকারযোগ্য যেমন, আহুনেয়্যাগ্নি, গৃহপতি অগ্নি ও দক্ষিনেয়্যাগ্নি। আহ্বানযোগ্য অগ্নি সৎকার, গৌরব, মানিত ও পূজিত হলে যথার্থ সুখ আনয়ন করে। তদ্রূপ গৃহপতি অগ্নি ও দক্ষিণাযোগ্য অগ্নি মানিত ও পূজিত হলে সম্যক সুখ আনয়ন করে। ভগবান বুদ্ধের সম্যক ব্যাখ্যা শ্রবণ করে উগ্গতশরীর ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত পশুদের মুক্ত করে দেন এবং সেদিন থেকে তথাগত বুদ্ধের শরণে আশ্রয় নেন।

সপ্তবিধ সংজ্ঞা—অশুভসংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, আহারে পরিতৃপ্তি সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা, অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা। এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল মহা আনিশংস লাভ হয়। জানুস্‌সোনি নামক ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রহ্মচর্যের খুঁত, খণ্ড, ছিদ্র, কলঙ্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেন, কোনো কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যথার্থভাবে ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রতিজ্ঞা করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাতৃজাতির সাথে সম্মিলিত হয় না, তথাপি মাতৃজাতির দ্বারা শরীর ঘর্ষিত, মর্দিত, স্নাত হয়ে উপভোগ করে, পরিতৃপ্ত হয়, আশা করে, সুখ উপভোগ করে। এটাই ব্রহ্মচর্যের খণ্ড, ছিদ্র, দাগ, কলঙ্ক। এই ব্যক্তি মৈথুন সংযোগে অপরিশুদ্ধ জীবন যাপন করে। এই বর্গে আরও আছে সংযোগ ও বিসংযোগের কথা অর্থাৎ বন্ধন ও মুক্তির কথা। বুদ্ধ ব্যাখ্যা করেন, স্ত্রীলোক নিজে স্ত্রী চরিত্র চিন্তা করে, স্ত্রী সুলভ আচরণ করে, পোশাক, কুসংস্কার, আবেগ, স্বর আকর্ষণ চিন্তা করে। সে তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয়। তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয়ে সে বহির্দ্বারে পুরুষচরিত্রের মানসিকতা, পুরুষ পোশাক, পুরুষ কুসংস্কার, পুরুষ আবেগ, পুরুষ স্বর, পুরুষালংকার পরিগ্রহ করে। সে তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত বহির্দ্বারে ওসবের সাথে সংযোগে যে সুখ, কল্যাণ উৎপন্ন হয় তা সে আকাঙ্ক্ষা করে। সে তার আপন স্ত্রীত্বে অভিরত অনুরক্ত হয়ে পুরুষ সংযোগে গত। তদ্রূপ পুরুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রযোজ্য। এটা হলো সংযোগ। বিসংযোগের ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজে স্ত্রী ইন্দ্রিয় চিন্তা করে না। স্ত্রীসুলভ আচরণ, স্ত্রী পোষাক, স্ত্রী সংস্কার, স্ত্রী আবেগ, স্ত্রী স্বর, স্ত্রী আকর্ষণ চিন্তা করে না। তদ্বারা সে অনুরক্ত, অভিরমিত না হয়ে বহির্দ্বারে পুরুষ চরিত্রের চিন্তা করে না, পুরুষ পোশাক, পুরুষ

সংস্কার, পুরুষ আবেগ, পুরুষ স্বর পুরুষাকর্ষণ চিন্তা করে না। তদ্বারা সে অনুরক্ত, অভিরমিত হয় না। তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত না হয়ে বহির্দ্বারে ওসবের সাথে সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করে না এবং ওসবের সাথে সংযোগে যে সুখ, কল্যাণ উৎপন্ন হয় তা সে আকাঙ্ক্ষা করে না। সে তার আপন স্ত্রীত্বে অভিরত, অনুরক্ত না হয়ে পুরুষ বিসংযোগে গত এবং এরূপে সে তার স্ত্রীত্ব হতে রক্ষা পায়। তদ্রূপ পুরুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটে। এটাই বিসংযোগ। এরপর আসে দান বিষয়। আয়ুষ্মান সারিপুত্র তথাগতকে জিজ্ঞাসা করেন এমন কোনো দান কি আছে যাদৃশ দান দিলে মহা ফল, মহা লাভ হয় না, তাদৃশ এমন কোনো দান কি আছে যেরূপ দান দিলে মহাফল, মহা লাভ হবে? বুদ্ধ এর উত্তরে বলেন, হাঁ, এমন কোনো কোন দান আছে যাদৃশ দান প্রদত্ত হলে মহা ফল, মহা আনিশংস লাভ হয় না। আবার কোনো কোন দান আছে যেরূপ দান দিলে মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয়। কোনো কোনো ব্যক্তি সাপেক্ষ দান দেয়, প্রতিবদ্ধচিত্তে দান দেয়, পুরস্কার চেয়ে দান দেয়, পরবর্তী জীবনে ভোগ করার চিন্তা করে দান দেয়। সে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবগণের সহাব্যতায় উৎপন্ন হয় এবং সেই কর্মশক্তি, যশ, আধিপত্য ক্ষয়ের পর এখানে জন্ম নেয়। কেউ কেউ সাপেক্ষ দান দেয় না, প্রতিবদ্ধচিত্তে দান দেয় না, পুরস্কার চেয়ে দান দেয় না, পরবর্তীতে ভোগ করার চিন্তা করে দান দেয় না, দান দেওয়া ভালো এ চিন্তা করে দান দেয়, আবার কেউ তদ্রূপ চিন্তা না করে দান দেয়, কেউ কেউ পরিবারের মাতাপিতা কর্তৃক দান দেওয়ার রীতি অনুসরণ করে দান দেয়, কেউ কেউ যোগ্য হয়ে অযোগ্যকে দান দেওয়া অনুচিত চিন্তা করে দান দেয়, কেউ কেউ অতীতকালের ঋষিগণের যজ্ঞের কথা ভেবে দান দেয়, কেউ কেউ চিত্তে আনন্দ, উৎফুল্লতা উৎপন্ন করে ভেবে দান দেয়, কেউ কেউ তা ভাবে না চিত্তালংকারের জন্য, চিত্ত পরিষ্কারের জন্য দান দেয়। যে এরূপ দান দেয় সে মৃত্যুর পর ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সহাব্যতায় উৎপন্ন হয়। সে সেই কর্ম নিঃশেষ করে যশ, আধিপত্য ক্ষয়ে অনাগামী হয়, এখানে আর আগমন করে না। এজন্য কোনো কোনো দান মহাফল দান করে, আর কোনো কোনো দান মহাফল দান করে না। [এরপর সপ্তবিধ সংজ্ঞার বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে। সপ্ত সংজ্ঞা হলো—অশুভ সংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, আহারে পরিতৃপ্তি সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা। এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয়। অশুভ সংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি

সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ক মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয়। তৎপর মৈথুন বিষয় আলোচিত হয়েছে। মৈথুন সংযোগে অপরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য যাপন করলে অর্থাৎ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হয় না অর্থাৎ জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।] তৎপর উপাসিকা নন্দমাতা আয়ুষ্মান সারিপুত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে আপন জীবনের সাতটি অদ্ভুত ঘটনার বিষয় ব্যক্ত করেন। এগুলো হলো—মহাঋদ্ধিমান মহা ক্ষমতাশালী বৈশ্রবণ মহারাজ দেবপুত্রের সাথে সম্মুখালাপ, তাঁর আপন পুত্রের গ্রেপ্তারে চিত্তের ব্যাকুলতাহীনতা, স্বামীর মৃত্যুর পর যক্ষকুলে উৎপত্তির কথা জানতে পেরেও আপন চিত্তের ব্যাকুলতাহীনতা, স্বামীর অধীন হওয়ার পর মানসিকভাবেও স্বামীর বিপক্ষে অনধিকার প্রবেশের মতো কোনো ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেনি, উপাসিকা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর থেকে স্বেচ্ছায় শিক্ষাপদের অলঙ্ঘন, চারি ধ্যানে তাঁর স্বচ্ছন্দে অবস্থান ইত্যাদি অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার। এ ছাড়া আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ভগবৎ দেশিত পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন নন্দমাতা জ্ঞানত অপরিত্যক্ত বলে প্রত্যক্ষ করেন না। মহাযজ্ঞ বর্গে প্রাক-বৌদ্ধযুগের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন মিলে।

৬. **অব্যাকৃত বর্গে ১০টি** সূত্র। প্রথম সূত্রে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কোন হেতু-প্রত্যয়ে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অব্যাকৃত বিষয়ে বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না জিজ্ঞেস করেন। তদুত্তরে বুদ্ধ বলেন দৃষ্টি নিরোধবশত অব্যাকৃত বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হয় না। অশ্রুতবান পৃথগ্জন দৃষ্টি সম্পর্কে বুঝে না, দৃষ্টি সমুদয়, দৃষ্টি নিরোধ, দৃষ্টি নিরোধগামিনী প্রতিপদা বুঝে না। তাই তার দৃষ্টি বর্ধিত হয়। কিন্তু শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের দৃষ্টি, দৃষ্টি উৎপত্তি, নিরোধ, নিরোধের উপায় সম্পর্কে জানে। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অব্যাকৃত বিষয়ে ভীত হয় না, কম্পিত হয় না। 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন, না থাকেন' এ জাতীয় প্রশ্ন তৃষ্ণাগত, মোহমূলক উপাদানগত। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক মনস্তাপ, মনস্তাপের উৎপত্তি, নিরোধ ও নিরোধের উপায় যথার্থ জানে বলে জন্ম-জরা-শোক পরিদেবন ইত্যাদি থেকে মুক্তি লাভ করে। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক জ্ঞাত হয়ে দর্শন করে অব্যাকৃত বিষয়ে ভীত হয় না, কম্পিত হয় না, বিচলিত হয় না। এ কারণে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের অব্যাকৃত বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হয় না।

৭. **মহাবর্গের** প্রথম সূত্র হিরি ও ঔত্তপ্প (পাপে লজ্জা ও ভয়)। এ দুটি

বিষয় সঠিক পথে পরিচালিত করে। এগুলো বিদ্যমান না থাকলে কি রকম হয় তা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন বৃক্ষ শাখা এবং পল্লববিহীন হলে শাখা-পল্লব পরিপক্ব হয় না, ছালও না, বৃক্ষের সারও না কিংবা ফলেরও শাঁসও না, তদ্রূপ হিরিও ঔত্তপ্পবিহীন হলে হিরি ও ঔত্তপ্পবিপন্নের ইন্দ্রিয় সংবর (সংযম)-শীল, সম্যক সমাধি, যথাভূত জ্ঞান দর্শন নির্বেদ ও বিরাগ-বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন বিনষ্ট হয়। (পৃ. ৮৮)। এখানে সংস্কার যে অনিত্য অধ্রুব এসম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী ইত্যাদি শুষ্ক-বিশুষ্ক হয়ে যায়, অস্তিত্ব থাকে না। তদ্রূপ সংস্কার নিরাপদ নয়। অনোতত্তা, সীহপাত, রথকারা, কণ্নমুণ্ডা, কুণালা, ছদ্দন্তা, মন্দাকিনি সূর্যের প্রভাবে শুষ্ক-বিশুষ্ক হয়ে যায়। তদ্রূপ সংস্কার অনিত্য, অধ্রুব। সংস্কার হতে বীতস্পৃহ, অনাসক্ত হওয়ার জন্য এখানে বলা হয়েছে। পর্বতরাজ সিনেরুর প্রজ্জ্বলিত, দাহ্যমান, ধ্বংসশীল তেজ প্রভাবে শত শত যোজন বিস্তৃত চূড়াও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। তদ্রূপ সংস্কার অনিত্য, অধ্রুব। সুনেত্ত নামক শিক্ষক চতুর্প্রান্তজয়ী এ পৃথিবী সাগর পর্যন্ত বিনাদণ্ডে বিনা অস্ত্রে ধর্মত শাসন করলেও জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ হতে পরিমুক্ত নয়। এর কারণ আর্যশীলের অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা, আর্যসমাধির অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা আর্যপ্রজ্ঞার অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা, আর্যবিমুক্তির অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা। ভবতৃষ্ণা ছিন্ন হলে, ভবের বন্ধন ক্ষীণ হলে পুনঃ সংসারে আগমন করতে হয় না (পৃ. ৯৩)। রাজদুর্গের উপমা দ্বারা আর্যগুণের বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে। অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণকে বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজদুর্গে আচ্ছাদনীযুক্ত উচ্চ ও প্রশস্ত দুর্গ-প্রাচীর থাকে। তদ্রূপ আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-অস্তগামিনী প্রজ্ঞায় বিভূষিত হয়, সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যনির্বেধক প্রজ্ঞা দ্বারা বিভূষিত হয়। প্রজ্ঞারূপ আচ্ছাদনী দ্বারা আর্যশ্রাবক অকুশল পরিত্যাগ করে কুশল বৃদ্ধি করে, নিন্দনীয় বিষয় পরিত্যাগ করে, অনবদ্য বিষয় অনুশীলন করে, আত্মশুদ্ধিতা রক্ষণ করে। তৎপর ধর্মজ্ঞ সূত্রে কীরূপে একজন ভিক্ষু ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ হয় তা ব্যক্ত করা হয়েছে। একজন অর্থজ্ঞ ভিক্ষু যথার্থই জানে এটা ওই ভাষিত বিষয়ের অর্থ, ওটা এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ। সে কারণে সে অর্থজ্ঞ বলে অভিহিত। তৎপর পারিচ্ছত্তক সূত্রে পারিচ্ছত্তক নামক বৃক্ষ উপমার সাহায্যে একজন আর্যশ্রাবকের চার ধ্যান প্রাপ্তির বিষয় সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর সৎকার-সম্মান সূত্রে একজন অকুশল পরিত্যাগী ও কুশল বৃদ্ধিকারী ভিক্ষুর করণীয় কী,

কাকে আশ্রয় করে তার থাকা উচিত তা ব্যক্ত করা হয়েছে। একজন ভিক্ষু যার শাস্তার প্রতি গৌরব আছে তার ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, সমাধি ও অপ্রমাদের প্রতিও গৌরব বিদ্যমান থাকে। ভাবনা সূত্রে আসক্তিশূন্য ও বিমুক্তি লাভ করতে হলে চার স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধ্যান করা উচিত। অগ্নিস্কন্ধোপম সূত্রে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একজন দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন... উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির অভিবাদন গ্রহণ করে, এটা তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। যেহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয় (পৃ. ১১৩)। অনুরূপ কারণে ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধা প্রদত্ত পিণ্ডপাত পরিভোগ, শয্যা উপভোগ্য বিহার পরিভোগ অনুচিত। কারণ তদ্বারা তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। সুনেত্র সূত্রে বলা হয়েছে, যে প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তি শ্রাবকসংঘ পরিবেষ্টিত কামে বীতরাগ সপ্ত তীর্থঙ্কর শাস্তাকে আক্রোশ করে, দুর্নাম করে সে বহু অপুণ্যই প্রসব করে। স্বয়ম্ভূর এ ধরনের উক্তিতে তীর্থঙ্কর শাস্তার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অরক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে জলে দণ্ড সদৃশ মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ, বহু কষ্টেপূর্ণ। জাতগণ মরণাধীন। সেজন্য ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন ও কুশলকর্ম সম্পাদনের জন্য শিষ্যদের প্রতি অরকোর উপদেশ।

৮. **বিনয়-বর্গ :** বিনয় ভিক্ষুদের জন্য অবশ্যই প্রতিপাল্য বিষয়ের সমাবেশ যেগুলোর প্রতিপালন, অনুশীলন, আচরণ ভিক্ষুদের জন্য বাধ্যতামুলক। সাতটি গুণে গুণান্বিত হলে একজন ভিক্ষু বিনয়ধর হন। সেই সাতটি গুণ হলো : তিনি আপত্তি সম্পর্কে ও অনাপত্তি সম্পর্কে জানেন। লঘু আপত্তি ও গুরুতর আপত্তি সম্পর্কে সজ্ঞাত, তিনি শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষের শিক্ষা দ্বারা সংযত হয়ে অবস্থান করেন, তাঁর আচার আচরণ দোষমুক্ত, দোষ সামান্যতম হলেও তাতে তিনি ভয় দেখেন, তিনি শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করেন। তিনি চতুর্ধ্যান যেগুলি সম্পূর্ণভাবে চৈতসিক, যেগুলি ইহ জীবনে সুখ আনয়ন করে সেগুলি বিনাকষ্টে, সহজে, বিনাশ্রমে লাভ করেন, আসক্তি ক্ষয় করে তিনি অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করেন। এ ছাড়াও ভিক্ষু উভয় প্রকার প্রাতিমোক্ষ সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনি বিনয়ে দৃঢ়ভাবে স্থিত হন। একজন বিনয়ধর ভিক্ষু নানা প্রকার পূর্ব নিবাস অনুস্মরণ করেন। যেমন :

এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম ইত্যাদি এবং এদের বিস্তৃতি অনুস্মরণ করেন। মনুষ্যাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি জীবগণকে তাদের কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করতে দেখেন। অধিকন্তু সপ্তধর্মে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু খ্যাতি লাভ করেন। এখানে উপালির প্রার্থনার প্রেক্ষিতে উপালির প্রতি তথাগতের উপদেশ, "যেসব ধর্ম সম্পূর্ণ নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের পথে উপনীত করে এগুলোকে অকপটে ধর্মবিনয় হিসাবে শাস্তার শাসন বলে গ্রহণ করবে।" এখানে বিনয়পিটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পাতিমোক্‌খ গ্রন্থে ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ নিরসনের জন্য 'সপ্ত অধিকরণ শমথ'-এর বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। সেই সপ্ত বিষয়—সম্মুখ বিনয়, স্মৃতি বিনয়, অমূল্‌হ বিনয়, পটিঞ্ঞাতকরণ, যেভুয্যসিক, তিনবত্থারক ইত্যাদি বিধান অনুসরণের মাধ্যমে ভিক্ষুদের মধ্যে উৎপন্ন বিবাদের উপশম ও প্রশান্তির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯. **বর্গ সংগৃহীত সূত্র :** সপ্ত অবস্থা ভেঙে (অতিক্রম করে) কোনো লোক ভিক্ষু হয়, যেমন : সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান ইত্যাদি। তদ্রূপ সপ্ত বিষয় অতিক্রম করে কোনো লোক শ্রমণ হয়, ব্রাহ্মণ হয়, শ্রোত্রিয় হয়, পবিত্র হয়, বেদজ্ঞ হয়, অর্হৎ হয়, আর্য হয়। এই সপ্ত বিষয় অসদ্ধর্ম, যেমন : শ্রদ্ধাহীনতা, পাপে লজ্জা ও ভয়হীনতা, বিদ্যাহীনতা, অলসতা, স্মৃতিবিহ্বলতা, প্রজ্ঞাহীনতা। সপ্ত সদ্ধর্ম হলো : শ্রদ্ধা, হিরি, ঔত্তপ্প, বহুশ্রুততা, বীর্যশীলতা, স্মৃতিশীলতা ও প্রজ্ঞা। সপ্তবিধ পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। যে পুদ্গল অনিত্য দর্শন করে, অনিত্য সংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য উপলব্ধি করে, শ্রুত, অবিরত চেতনাসম্পন্ন, নিবিষ্টমনা, প্রজ্ঞা দ্বারা ভেদকারী। সে আসব ক্ষয় করে অনাসব চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি, ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। এ ধরনের পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। যে পুদ্গল চক্ষু দ্বারা অনিত্য দর্শন করে, অনিত্যসংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য উপলব্ধি করে, সতত অবিরত চেতনাসম্পন্ন, প্রজ্ঞা দ্বারা ভেদ করণে ইচ্ছুক। সে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় করে অন্তরা পরিনির্বাণ লাভ করে, পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করে উপহচ্চ (সময় হ্রাসে) পরিনির্বাণ লাভ করে। পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় করে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে। সে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় করে ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হয়। এ

রকম পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। এখানে অন্যান্য বহু আহ্বানযোগ্য পুদ্গালের বিষয়ও ব্যক্ত হয়েছে, যেমন : কোনো পুদ্গাল চক্ষুতে, কোনো পুদ্গাল শ্রোত্রে, কোনো পুদ্গাল ঘ্রাণে, কোনো পুদ্গাল জিহ্বায়, কোনো পুদ্গাল কায়ে, কোনো পুদ্গাল চিত্তে, কোনো পুদ্গাল রূপে, কোনো পুদ্গাল শব্দে, কোনো পুদ্গাল গন্ধে, কোনো পুদ্গাল রসে, কোনো পুদ্গাল স্পর্শনীয় বিষয়ে, কোনো পুদ্গাল ধর্মে, কোনো পুদ্গাল চক্ষুবিজ্ঞানে, কোনো পুদ্গাল শ্রোত্রবিজ্ঞানে, কোনো পুদ্গাল ঘ্রাণবিজ্ঞানে, কোনো পুদ্গাল জিহ্বা বিজ্ঞানে, কোনো পুদ্গাল কায়বিজ্ঞানে, কোনো পুদ্গাল মনোবিজ্ঞানে, কোনো পুদ্গাল চক্ষুস্পর্শে, কোনো পুদ্গাল শ্রোত্রস্পর্শে, কোনো পুদ্গাল ঘ্রাণস্পর্শে, কোনো পুদ্গাল জিহ্বাস্পর্শে, কোনো পুদ্গাল কায়স্পর্শে, কোনো পুদ্গাল মনোস্পর্শে, কোনো পুদ্গাল চক্ষুস্পর্শজ বেদনায়, কোনো পুদ্গাল শ্রোত্রস্পর্শজ বেদনায়, কোনো পুদ্গাল শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনায়, কোনো পুদ্গাল ঘ্রাণস্পর্শজ বেদনায়, কোনো পুদ্গাল জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনায়, কোনো পুদ্গাল কায় সংস্পর্শজ বেদনায়, কোনো পুদ্গাল মনোসংস্পর্শজ বেদনায়, কোনো পুদ্গাল রূপসংজ্ঞায়, কোনো পুদ্গাল শব্দসংজ্ঞায়, কোনো পুদ্গাল গন্ধসংজ্ঞায়, কোনো পুদ্গাল রসসংজ্ঞায় স্পর্শনীয় সংজ্ঞায়, কোনো পুদ্গাল ধর্মসংজ্ঞায়, কোনো পুদ্গাল রূপ সঞ্চেতনায়, কোনো পুদ্গাল শব্দসঞ্চেতনায়, কোনো পুদ্গাল রস সঞ্চেতনায়, কোনো পুদ্গাল স্পর্শযোগ্য সঞ্চেতনায়, কোনো পুদ্গাল ধর্ম সঞ্চেতনায়, কোনো পুদ্গাল রূপতৃষ্ণায়, কোনো পুদ্গাল শব্দতৃষ্ণায়, কোনো পুদ্গাল গন্ধতৃষ্ণায়, কোনো পুদ্গাল রসতৃষ্ণায়, কোনো পুদ্গাল স্পর্শযোগ্য তৃষ্ণায়, কোনো পুদ্গাল ধর্মতৃষ্ণায়, কোনো পুদ্গাল রূপবিতর্কে, কোনো পুদ্গাল শব্দবিতর্কে, কোনো পুদ্গাল গন্ধবিতর্কে, কোনো পুদ্গাল রসবিতর্কে, কোনো পুদ্গাল স্পর্শযোগ্য বিতর্কে, কোনো পুদ্গাল ধর্মবিতর্কে, কোনো পুদ্গাল রূপ বিচারে, কোনো পুদ্গাল শব্দবিচারে, কোনো পুদ্গাল গন্ধ বিচারে, কোনো পুদ্গাল রসবিচারে, কোনো পুদ্গাল স্পর্শযোগ্য বিচারে, কোনো পুদ্গাল ধর্মবিচারে, কোনো পুদ্গাল রূপস্কন্ধে, কোনো পুদ্গাল বেদনাস্কন্ধে, কোনো পুদ্গাল সংজ্ঞাস্কন্ধে, কোনো পুদ্গাল সংস্কারস্কন্ধে, কোনো পুদ্গাল বিজ্ঞানস্কন্ধে দুঃখানুদর্শী হয়ে অনাত্মানুদর্শী, ব্যয়ানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী, নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এভাবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১০. **মৈত্রী বর্গে** ভাবনা দ্বারা, চিত্তবিমুক্তি দ্বারা ভাবনা, জাগরণশীলতা,

সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা আট প্রকার ফল প্রত্যাশিত। মৈত্রী ভাবনাকারী সুখে নিদ্রা যায়, সুখে জাগ্রত হয়, পাপমূলক স্বপ্ন দর্শন করে না, মনুষ্য ও অমনুষ্যগণের প্রিয় হয়, দেবগণ রক্ষা করেন, অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয় না; অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত না হলেও মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে সুপ্ত বুদ্ধের ন্যায় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। যিনি স্মৃতিযুক্ত হয়ে অপ্রমাণ মৈত্রী ভাবেন তিনি উপাধিক্ষয়ে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন, ধ্বংস করেন দশবিধ সংযোজন, তাঁর প্রতিঘ সংযোজন ক্ষয় হয়, যিনি কোনো প্রাণীর প্রতি দোষ চিত্ত না এনে মৈত্রী ভাবনা করেন তদ্বারা তিনি কুশল লাভ করেন। প্রাচীনকালে অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সম্মাপাশ, বাজপেয় প্রভৃতি যেসব মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হত, তার ফল মৈত্রী পোষণকারীর ষোল ভাগের একভাগও হয় না, চন্দ্রপ্রভা ও তারাগণও তুলনা হয় না। যিনি সমস্ত প্রাণীর মৈত্রীকামী তাঁর কোনো শত্রু থাকে না। আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞা লাভের জন্য, লব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অষ্টবিধ হেতু। প্রথম হেতু হলো, শাস্তা কিংবা অন্য কোনো গুরুস্থানীয় সতীর্থের উপনিশ্রয়ে বাস করার সময় তার পাপে লজ্জা, ভয়, প্রেম ও শ্রদ্ধা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, শাস্তা বা গুরুস্থানীয়ের সাথে বাস করার সময় তিনি শাস্তাগণের নিকট উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক বিষয়ের ব্যাখ্যা অবগত হন যা আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক। তৃতীয়ত, তিনি দেহ ও মনের নির্জনতার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। চতুর্থত, তিনি শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষের বিধান অনুসারে সংযত হয়ে বাস করেন, আচার-গোচরসম্পন্ন, সামান্যতম দোষেও ভয়দর্শী হন, শিক্ষণীয় বিষয়াদি শিক্ষা করেন। পঞ্চমত, তিনি সেসব বিষয়ে বহুশ্রুত, শ্রুতধর, শ্রুতধর্মের সঞ্চয়াগার হন যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র, পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে, সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হন, ধারণকারী, বাক্যদ্বারা পরিচিত, মন দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ। ষষ্ঠত, তিনি বীর্যবান হয়ে অবস্থান করেন, অকুশলধর্ম ক্ষয় ও কুশলধর্ম বৃদ্ধির জন্য দৃঢ় পরাক্রমী হন, কুশলধর্মসমূহ অপরিত্যাগী হন। সপ্তমত, তিনি সংঘের নিকট পুনঃপুন গমন করেন, অকথন ভাষণ করেন না, গাম্ভীর্য প্রকাশক বাক্য ভাষণ করেন, তিনি নিজেও ধর্ম বিষয়ে ভাষণ করেন, অপরকেও ধর্ম বিষয়ে ভাষণ করেন এবং আর্য নীরবতার অবমাননা করেন না। অষ্টমত, তিনি পঞ্চ উপদানস্কন্ধের প্রতি উদয়-ব্যয়ানুদর্শী অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি ও এগুলোর অস্তগমন প্রত্যক্ষ করেন। এগুলো আদি

ব্রহ্মচর্যের সহায়ক। অষ্টবিধ কারণে ভিক্ষু সতীর্থের প্রিয়, মনোজ্ঞ হয় না। যে ভিক্ষু অপ্রিয় ব্যক্তিকে প্রশংসা করে, প্রিয় ব্যক্তিকে নিন্দা করেন, লাভ সম্মান আশা করে, পাপে লজ্জাহীন ও ভয়হীন; পাপিচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত হয়। সে সতীর্থের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয় না। অপরপক্ষে যে ভিক্ষু অপ্রিয়জনের প্রশংসা করে না, প্রিয়জনের নিন্দা করে না, লাভের আকাঙ্ক্ষা করে না, সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে না, পাপকে লজ্জা ও ভয় করে, অল্পেচ্ছু ও সম্যক দৃষ্টিযুক্ত সে সতীর্থদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, সম্মানিত ও ভাবনীয় হয়। যে ভিক্ষু লাভ, সম্মান, খ্যাতি আকাঙ্ক্ষা করে, অকালজ্ঞ, অমাত্রাজ্ঞ, অশুচি, বাচাল সে সব্রহ্মচারীদের অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, অসম্মানিত ও অভাবনীয় হয়। অপরপক্ষে যে ভিক্ষু লাভ-সৎকার-খ্যাতি কামনা করে না, কালজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, শুচিসম্পন্ন, গাম্ভীর্যযুক্ত, সতীর্থদের নিন্দা ও গালাগাল করে না সে সতীর্থদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, মানিত ও ভাবনীয় হয়। এখানে অষ্ট লোকধর্মের বিষয়ও ব্যক্ত হয়েছে। সেগুলো হলো লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ। এ অষ্ট লোকধর্ম কিন্তু অনিত্য, নিয়ত পরিবর্তনধর্মী। স্মৃতিমান যাঁরা তাঁরা এগুলো দ্বারা আবিষ্ট হন না। পৃথগ্‌জন বা সাধারণ লোক যারা অষ্ট লোকধর্মের অধীন তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস হতে মুক্ত হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবকেরও লাভ উৎপন্ন হয়। কিন্তু তিনি যথার্থভাবে জানেন যে, তাঁর এ লাভ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী। অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখও অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী। তাই আর্যশ্রাবক অষ্টলোক ধর্মের কোনোটা দ্বারা অভিভূত হন না, কোনোটাকে অভিনন্দন বা কোনোটার বিরোধিতা করেন না। তাই আর্যশ্রাবক জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস হতে মুক্ত হন বলে ভগবান বুদ্ধের অভিমত। এখানে দেবদত্তের বিপত্তি সম্পর্কেও উক্ত হয়েছে। দেবদত্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলেছেন, ভিক্ষুর উচিত মাঝে মাঝে আত্মসমালোচনা করা, মাঝে মাঝে পরদোষ পর্যবেক্ষণ করা, মাঝে মাঝে আত্মসম্পত্তি, মাঝে মাঝে পরসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা। অসদ্ধর্মে অভিভূত বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক, নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিলেন। লাভ, যশ, সম্মান, মন্দেচ্ছায়, পাপমিত্রতায় অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল অপায়িক নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভিক্ষুর উৎপন্ন লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, সম্মান, অসম্মান, পাপেচ্ছা, পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করা উচিত। যেহেতু উৎপন্ন লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, সম্মান, অসম্মান, পাপেচ্ছা, পাপমিত্রতা

জয় না করে অবস্থান করলে ভিক্ষুর দুঃখপূর্ণ, দুঃসহ যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু এগুলো জয় করা হলে দুঃখপূর্ণ, দুঃসহ যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুদের উচিত অষ্টলোকধর্ম জয় করে অবস্থান করা। উত্তর নামক জনৈক ভিক্ষুও ভিক্ষুগণের মাঝে আত্মদোষ, পরদোষ, আত্ম-সম্পত্তি, পর সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করার কথা বললে দেবরাজ ইন্দ্র তৎ-সমীপে উপস্থিত হয়ে এটা কার উক্তি জানতে চাইলে তিনি যথার্থই ব্যক্ত করেন যা কিছু সুভাষিত তার সবটুকুই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধেরই। আয়ুষ্মান নন্দের গুণাবলি এখানে আলোচিত হয়েছে। নন্দ ইন্দ্রিয়সমূহ পাহারা দেয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগ্রতশীল, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত, পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ আচরণে সক্ষম। নন্দকে যেদিকে আলোকিত করতে হয় তাঁর সমগ্র মনোযোগ এমনভাবে নিবদ্ধ করেন যাতে তাঁর মধ্যে কোনো দৌর্মনস্য, পাপ অকুশল ধর্ম প্রবাহিত হবে না। এভাবে তিনি সম্প্রজ্ঞাত। তিনি ভোজনে মাত্রাজ্ঞ। তিনি সম্প্রজ্ঞানে পিণ্ড পরিভোগ করেন এ চেতনায় এ আহার ক্রীড়া, মত্ততা, মণ্ডন, বিভূষণের জন্য নহে, দেহের স্থিতি, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহ, পুরাতন বেদনা রোধ, নূতন বেদনার অনুৎপাদন, অনবদ্য স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য আহার প্রতিসেবন। শুধু তাই নয়, তিনি জাগ্রতশীলও। দিবাভাগে চঙ্ক্রমণ দ্বারা, উপবেশন করে আবরণীয় বিষয় হতে মুক্ত করেন, রাত্রির মধ্যম ভাগে দক্ষিণপার্শ্ব হয়ে পায়ের উপর পা স্থাপন করে উত্থান সংজ্ঞায় স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে সিংহশয্যা গ্রহণ করেন। রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুত্থান করে, চঙ্ক্রমণ করে, উপবেশন করে চিত্তকে আবরণীয় বিষয় হতে মুক্ত করেন। নন্দ স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত। নন্দের জ্ঞাতসারে বেদনা উৎপন্ন হয়, জ্ঞাতসারে স্থিত হয়, জ্ঞাতসারেই অস্তগত হয়, জ্ঞাতসারেই সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, স্থিত হয়, জ্ঞাতসারেই অস্তগত হয়, জ্ঞাতসারেই বিতর্ক স্থিত ও অস্তগত হয়। এখানে উল্লেখ আছে, ভিক্ষুগণ জনৈক ভিক্ষুকে তার দোষের জন্য নিন্দা করেন। এতে ভিক্ষুটি জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, মূল বিষয় পাশ কাটিয়ে ক্রোধ, বিদ্বেষ ও গোমড়াভাব প্রকাশ করে। ভগবান অভিমত প্রকাশ করলেন ভিক্ষুটিকে বহিষ্কার করার। ভিক্ষুটির অভিগমন, আলোকন, বিলোকন, সংকোচন, প্রসারণ, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণ প্রভৃতি অন্য ভিক্ষু সদৃশ। কেউ তার দোষ প্রত্যক্ষ করে না। কিন্তু যেই মাত্র তাঁরা তার দোষ প্রত্যক্ষ করেন তখন জানতে পারেন এ যে শ্রমণ দূষণ। সেজন্য অন্য যোগ্য ভিক্ষুকে কলুষিত না করার জন্য তাকে বহিষ্কার করে দেন।

মেত্তা বর্গের সংক্ষিপ্ত মূল বিষয় মৈত্রী ভাবনার আটটি ফল, আদি

ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞা লাভের জন্য, লব্ধ প্রজ্ঞার শ্রীবৃদ্ধি বিপুলতার জন্য শাস্তা কিংবা গুরু স্থানীয় সতীর্থের উপনিশ্রয়ে বাসকালে পাপে লজ্জা, ভয় উৎপাদন, বিভিন্ন অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক বিষয়ে তাঁদের ব্যাখ্যা শ্রবণ, দেহ ও মনের নির্জনতার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা, প্রাতিমোক্ষের বিধান অনুসারে সংযত জীবন যাপন ও শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ, বহুশ্রুত ও শ্রুতধর হওয়া, বীর্যবান হয়ে অবস্থান, অকুশলধর্মের ক্ষয় সাধন, কুশলধর্মসমূহ বৃদ্ধির জন্য পরাক্রমী ও কুশল অপরিত্যাগী হওয়া, সংঘ সমীপে গমনপূর্বক সুভাষণ করা, আর্য নীরবতার অবমাননা না করা, পঞ্চস্কন্ধসমূহের উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হওয়া, অপ্রিয় ব্যক্তিকে প্রশংসা না করা, প্রিয় ব্যক্তিকে নিন্দা না করা, লাভ-সৎকার, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা না করা, পাপকে লজ্জা ও ভয় করা, পাপেচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত না হওয়া, অল্পেচ্ছু ও সম্যক দৃষ্টিযুক্ত হওয়া, অষ্টলোকধর্মে বিচলিত না হওয়া, মাঝে মাঝে আত্মসমালোচনা, মাঝে মাঝে পরদোষ সমালোচনা করা, আত্মসম্পত্তি ও পরসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা, অসদ্ধর্মে বশীভূত না হওয়া, অষ্টলোকধর্ম জয় করে অবস্থান করা, ইন্দ্রিয়সমূহ রক্ষা করা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হওয়া, জাগ্রতশীল, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত, সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হওয়া, সজ্ঞানে অবস্থান করা, কলুষমুক্ত, নির্দোষ ভিক্ষুজীবন নির্বাহ করা। এভাবে ভিক্ষুজীবন পরিচালিত হলে ভিক্ষুজীবনের যথার্থতা সাধিত হয় এবং তিনি প্রকৃতই ভিক্ষু নামের যোগ্য হন।

১১. মহাবর্গ—এ বর্গের বেরঞ্জ সূত্রে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণের অভিযোগ, ভবৎ গৌতম জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক প্রাচীন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণকে অভিবাদন প্রত্যুত্থান বা আসন প্রদান করেন না। এতদুত্তরে বুদ্ধ বলেন, ব্রাহ্মণ, মার, ব্রহ্মাসহ দেবলোকে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজাদের মধ্যে তিনি কাকেও দেখছেন না যাকে তাঁর অভিবাদন করা, যার আগমনে তাঁর গাত্রোত্থান করা উচিত বা তাকে আসন প্রদান করা উচিত। অধিকন্তু তথাগত যাকে অভিবাদন করবেন, যাকে গাত্রোত্থান করে সম্মান দেখাবেন বা যাকে আসন প্রদান করবেন তাতে সত্য সত্যই তার মস্তক দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবে (পৃ. ১৭০-১৭১)। এতদ্‌সঙ্গে তথাগত আরও কতিপয় বিষয় তুলে ধরেন এবং যথোচিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এসব বিষয়ের মধ্যে আছে ভবৎ গৌতম রুচিবিবর্জিত, ভবৎ গৌতম সম্পত্তিবিবর্জিত, ভবৎ গৌতম অক্রিয়াবাদী, ভবৎ গৌতম উচ্ছেদবাদী, ভবৎ গৌতম ঘৃণাবোধ করেন, ভবৎ গৌতম বিলোপ সাধনের সমর্থক, ভবৎ গৌতম তপস্বী, ভবৎ গৌতম পুনর্জন্মের পরিপন্থী। এসব বিষয়ের বুদ্ধ

যথার্থ, যুক্তিসঙ্গত ও জ্ঞানমূলক সমাধান প্রদান করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি এরূপ অকাট্য যুক্তি ব্রাহ্মণকে উপস্থাপন করেন, 'ভবৎ গৌতম বিলোপ সাধনের সমর্থক'-এর উত্তরে বুদ্ধ বলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমি রাগ, দোষ এবং মোহের বিলোপ সাধনের ধর্ম প্রচার করি; আমি সব ধরনের পাপ, অকুশল ধর্মের বিলোপের বিষয় শিক্ষা দেই। প্রকৃতপক্ষে এ যুক্তি দ্বারা যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম বিলোপ সাধনের সমর্থক।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে উপায়ে আপনি মনে করতেছেন সে উপায়ে নহে' (পৃ. ১৭২)। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বুদ্ধ অত্যন্ত জোরালো যুক্তির মাধ্যমে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণের উপস্থাপিত প্রশ্নের যথার্থ সমাধান প্রদানে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হন এবং বলেন, 'ভবৎ গৌতম জ্যেষ্ঠ, ভবৎ গৌতম শ্রেষ্ঠ। অতি সুন্দর হে গৌতম, অতি মনোহর হে গৌতম, যেমন কেউ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু) দেখতে পায়, এরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। আমি মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাপন্ন হচ্ছি, আজ হতে আমরণ মহানুভব গৌতম আমাকে উপাসক রূপে অবধারণ করুন' (পৃ. ১৭৬)। তৎপর লিচ্ছবি সন্থাগারে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রশংসা শুনে নির্গ্রন্থগণের বিনানুমতিতে সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট গমন করে তাঁর নিকট বিবিধ বিষয় উত্থাপন করলে তাঁকেও যথার্থভাবে উপস্থাপিত প্রশ্নের সদুত্তর দানের মাধ্যমে তাঁকে সম্যকভাবে উদ্বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ করেন। এ বর্গের অন্যান্য সূত্র, যেমন : অশ্বাজানীয়, অশ্বখলুঙ্ক, মল, দূত, বন্ধন প্রভৃতি সূত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ে ধর্মভাষণ করেন। পহারাদ সূত্রে মহাসমুদ্রের বিবিধগুণের সাথে বুদ্ধের ধর্মবিনয় ও সংঘের বহুবিধ গুণের তুলনামূলক উৎকৃষ্ট উত্তম, মধ্যম ব্যাখ্যা ভগবান প্রদান করেন। বুদ্ধ মহাসমুদ্রের একটা রসের বিষয় এভাবে ব্যাখ্যা করেন, 'পহারাদ, মহাসমুদ্রের এক রস লবণ রস; তদ্রূপ পহারাদ, এই ধর্মবিনয়ে, এক রস বিমুক্তিরস। পহারাদ, এই ধর্মবিনয়ে যে একরস বিমুক্তিরস, পহারাদ, তা এই ধর্মবিনয়ের ষষ্ঠ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয় (পৃ. ১৯৪)। এ বর্গের উপোসথ সূত্রে জনৈক দুঃশীল, পাপী, সন্দিগ্ধ আচারযুক্ত ভিক্ষুকে ভিক্ষু পরিষদ হতে অপসারণ করে দিয়ে রাত্রির শেষ যামে উপোসথ প্রতিপালন ও প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে ভিক্ষুগণকে মহাসমুদ্রের বিবিধগুণের সাথে বুদ্ধের

ধর্মবিনয়ের আশ্বর্য, অদ্ভুতগুণের তুলনামূলক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভিক্ষু পরিষদকে উদ্বুদ্ধ-প্রবুদ্ধ করেন।

১২. গৃহপতি বর্গ—এ বর্গের প্রথম সূত্রে বুদ্ধ উগ্র নাম গৃহপতির অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক অদ্ভুত গুণের কথা ব্যক্ত করলে জনৈক ভিক্ষু বৈশালির উগ্র গৃহপতির আবাসে উপস্থিত হয়ে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত অষ্টবিধ গুণের কথা সেই ভিক্ষু তাঁর নিকট থেকে জানতে আগ্রহী হলে উগ্গ গৃহপতি নিজে এক একটি গুণের বিষয় তুলে ধরেন। তন্মধ্যে একটি বিষয় হলো : 'ভন্তে, ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনের মধ্যে আমি কিঞ্চিৎমাত্র আমার মধ্যে অপরিত্যক্ত দেখতে পাই না (পৃ. ২০৪)। এ বর্গের দ্বিতীয় সূত্রেও হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতির আটটি অদ্ভুত গুণের কথা উল্লেখ করেন ভগবান। আবারও জনৈক ভিক্ষু গৃহপতি সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাও অষ্টবিধ গুণের বিষয় তুলে ধরলে গৃহপতি বলেন, 'ভন্তে, যখন আমি একজন ভিক্ষুকে সম্মান করি, আমি তাঁকে বিনীতভাবে সেবা করি, শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে নহে (পৃ. ২০৬)। এ বর্গের অন্যান্য সূত্র হচ্ছে হত্থক সূত্র, মহানাম সূত্র, জীবক সূত্র, বল সূত্র, অক্খণ সূত্র, অনুরুদ্ধ মহাবিতর্ক সূত্র। এসব সূত্রে বিভিন্ন গৃহপতির ধর্মীয় বিভিন্ন কথা জানা যায়। মহানাম সূত্রে মহানাম শাক্য কীরূপে একজন লোক উপাসক হয়, শীলবান হয়, কিরূপে উপাসক আত্মহিতে সহায়তা, কিন্তু পরিহিতে নহে, কীরূপে উপাসক আত্মহিত ও পরহিত উভয় হিতে প্রতিপন্ন হয় জানতে আগ্রহী হলে বুদ্ধ ব্যক্ত করেন, 'প্রকৃতপক্ষে মহানাম, যখন উপাসক নিজে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও শ্রদ্ধাসম্পদে উদ্বুদ্ধ করে, নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও শীলসম্পদে প্রবুদ্ধ করে, নিজে ত্যাগী হয় এবং অপরকেও ত্যাগ সম্পদে উদ্বুদ্ধ করে... নিজে অর্থ ও ধর্ম উভয়ই জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় এবং অপরকেও ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে তখনই মহানাম, উপাসক আত্মহিত ও পরহিত উভয় হিতে প্রতিপন্ন হয়' (পৃ. ২১২)। জীবক সূত্রেও জীবক কুমারভচ্চের অনুরোধে বুদ্ধ অনুরূপ ধর্ম ভাষণ করেন। বলসূত্রে বুদ্ধ অষ্টবিধ বল এভাবে ব্যাখ্যা করেন, শিশুদের বল ক্রন্দন, মাতৃজাতির ধর্ম ক্রোধ, চোরের ধর্ম যুদ্ধ করা, রাজার ধর্মশাসন, নির্বোধের ধর্ম অসন্তোষ, পণ্ডিতের ধর্ম সন্তোষ, বহুশ্রুতের ধর্ম সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ধর্ম ক্ষান্তি (পৃ. ২১৩)। দ্বিতীয় বল সূত্রে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বহুবিধ গুণের মধ্যে চার স্মৃতি প্রস্থান, চার ঋদ্ধিপাদ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত

হয়, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয় বলে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে এবং জ্ঞাত হয়, "আমার আসক্তি ক্ষয় হয়েছে" আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এ কথা ব্যক্ত করেন। অক্ষণ সূত্রে ব্রহ্মচর্য বাসের অষ্ট অক্ষণের কথা ভগবান ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধ ব্রহ্মচর্যবাসের একমাত্র একটি ক্ষণের কথা তুলে ধরেন। তা হলো, জগতে যখন তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন... ভগবান উৎপন্ন হন এবং সুগত প্রবেদিত উপশমকারী, পরিনির্বাণদায়ক, সম্বোধির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মের দেশনা হয় এবং যে ব্যক্তি মধ্য জনপদে জন্মগ্রহণ করে, বুদ্ধিমান হয়, নির্বোধ বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয় না কিন্তু সুভাষিত বা দুর্ভাষিত বিষয়ের অর্থ নির্ধারণে সক্ষম (পৃ. ২১৭) এটা সুক্ষণ। সর্বশেষ অনুরুদ্ধ মহাবিতর্ক সূত্রে বুদ্ধ অনুরুদ্ধকে বিভিন্নভাবে স্মৃতিশীলতার কথা ব্যক্ত করেন এবং অষ্টবিধ মহাবিতর্ক সূত্রে বুদ্ধ অনুরুদ্ধকে বিভিন্নভাবে স্মৃতিশীলতার কথা ব্যক্ত করেন এবং অষ্টবিধ মহাবিতর্ক কিরূপ তা ভাষণ করেন।

বুদ্ধ বলেন, 'অল্পেচ্ছুদের জন্য এই ধর্ম, মহা প্রত্যাশীদের জন্য নহে, সন্তুষ্টদের জন্য এই ধর্ম, অসন্তুষ্টদের জন্য নহে প্রবিবিক্তদের জন্য এই ধর্ম, পরিষদ প্রিয়দের জন্য নহে; আরব্ধবীর্যদের জন্য এই ধর্ম, অলসপরায়ণদের জন্য নহে; স্মৃতিপরায়ণদের জন্য এই ধর্ম, স্মৃতি বিপন্নদের জন্য নহে; সমাহিতদের জন্য এই ধর্ম, অসমাহিতদের জন্য নহে, প্রজ্ঞাবানদের জন্য এই ধর্ম, দুষ্প্রাজ্ঞদের জন্য নহে... বিক্ষিপ্তচিত্তদের জন্য নহে অথবা বিক্ষিপ্ততায় যারা আনন্দ পায় তাদের জন্য নহে' (পৃ. ২২২)।

১৩. দান-বর্গে ১০টি সূত্র। প্রথম সূত্রে দান দেওয়ার অষ্টবিধ কারণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় সূত্রে সৎপুরুষ অনুসৃত দান—শ্রদ্ধা, লজ্জা ও নিষ্কলুষ দান। তৃতীয় সূত্রে কী কারণে দান দেওয়া হয় এ রকম অষ্টবিধ হেতু ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ সূত্রে দানের ক্ষেত্র কিরূপ হবে, কীরূপ ক্ষেত্রে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে ভূমির উদাহরণটা আনা হয়েছে; যেমন : ক্ষেত্রটি বন্ধুর হয় না, শিলামুক্ত, নুড়িবিহীন, লবণমুক্ত, মাটি গভীরতাসম্পন্ন, জল প্রবেশপথ ও বের হওয়ার পথ, জল গমনাগমনের পথযুক্ত ও সীমানাযুক্ত হয়। এরূপে অষ্টাঙ্গযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হলে মহাফল ফলে। তদ্রূপ অষ্টাঙ্গসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ, মহা হিতকর, চমৎকার, মহা রোমাঞ্চকর হয়। অষ্টঙ্গ সম্পন্ন কিরূপ? এর উত্তরে বুদ্ধ বলেন, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক সংকল্পযুক্ত, সম্যক বাক্যযুক্ত, সম্যক কর্মসম্পন্ন, সম্যক জীবী, সম্যক উদ্যমী, সম্যক স্মৃতিযুক্ত, সম্যক

সমাধিসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ, মহা হিতকর, রোমাঞ্চকর হয় (পৃ. ২২৭)। দানোপপত্তি সূত্রে দান দিয়ে দাতা বিনিময় প্রত্যাশা করে এবং সে ক্ষত্রিয় বা ধনবান ব্রাহ্মণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। তার উন্নততর বিষয় অভাবিত-হেতু সে ক্ষত্রিয় বা ধনবান ব্রাহ্মণের ঘরে পুনর্জন্ম লাভ করে। এভাবে কোনো ব্যক্তি শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-যান-মালা ইত্যাদি দান দিয়ে চতুর্মহারাজিক, যামলোক, নির্মাণরতি, পরিনির্মিত বশবর্তী, ব্রহ্মকায়িক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এগুলো শীলমূলক ও বীতরাগের, দানের দ্বারা অষ্টবিধ পুনর্জন্ম এরূপই। এ বর্গের পুণ্যক্রিয়া বস্তু সূত্রে পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি—দানময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি, শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি, ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি। কোনো ব্যক্তির দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছায় না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। এভাবে দান দিয়ে কেউ সুযাম দেবপুত্র, কেউ সন্তুষ্টি দেবপুত্র, কেউ নির্মাণরতি দেবপুত্র, কেউ সুনির্মিত দেবপুত্র, কেউ পরনির্মিত-বশবর্তী দেবপুত্র, কেউ বশবর্তী দেবপুত্র হয়ে জন্ম নেয়। এগুলি ত্রিবিধ পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি। তৎপর দুটি সৎপুরুষ দান সূত্রে আট প্রকার সৎপুরুষ দান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন কোনো পরিবারে কোনো সৎপুরুষ জন্মগ্রহণ করে তাতে বহু লোকের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়, এতে মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রের, ক্রীতদাস, কর্মকার, দাস, মিত্র, অমাত্য, পূর্বপ্রেত, রাজা, দেবতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয় (পৃ. ২৩৩)। পুণ্যফল সূত্রে অষ্টবিধ পুণ্যফলের ব্যাখ্যা রয়েছে। আর্যশ্রাবক বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের শরণাগত, সংঘের শরণাগত হয়, পঞ্চ মহাদান অগ্র হিসাবে স্বীকৃত, বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না। আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, মাদক দ্রব্য সেবন ও অপ্রমাদবস্তু পরিহার করে অসংখ্য সত্ত্বগণের প্রতি অভয় দেন, অবৈরী দান করেন, অব্যাপাদ প্রদান করেন, অপরিমাণ প্রাণীগণকে অভয় দিয়ে, মৈত্রী দিয়ে, অব্যাপাদ দিয়ে অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন (পৃ. ২৩৫-২৩৬)। দুশ্চরিত বিপাক সূত্রে অষ্টবিধ বিপাকের বিষয় আলোচিত হয়েছে; যেমন : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, পিশুনবাক্য ভাষণ, কর্কশবাক্য ভাষণ, সম্প্রলাপ, সুরা, উত্তেজক পানীয় পান সেবিত, অনুশীলিত, বহুলীকৃত, অনুসৃত হলে মানবগণকে তা নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়।

১৪. **উপোসথ বর্গ**—এ বর্গের সূত্র সংখ্যা ১০টি। সংক্ষিপ্ত উপোসথ সূত্রে অষ্টাঙ্গ উপোসথ দিবস প্রতিপালনের মহাফল ব্যক্ত করা হয়েছে। আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করেন : ‘অর্হৎগণ সমগ্র জীবন প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, অব্রহ্মচর্যা, মিথ্যা ভাষণ, সুরা ও মদ্যপান, বিকাল ভোজন, নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসব দর্শন মালা-গন্ধ বিলোপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূষণ, উচ্চশয্যা-মহাশয্যা পরিহার করে জীবন অতিবাহিত করেন।’ এভাবে তিনিও অর্হৎগণকে অনুসরণ করেন এবং তদ্বারা তাঁর উপোসথ প্রতিপালিত হয়। বিস্তৃত উপোসথ সূত্রে আর্যশ্রাবক অর্হৎগণের জীবনধারা অনুসরণ করেন এবং উপোসথ প্রতিপালন করেন। এভাবে অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে তা মহাফলপ্রদ, মহা হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। এ ফল এরূপ বলা হয়েছে : যদি কোনো ব্যক্তি ষোড়শ মহাজনপদে প্রভূত সপ্তরত্নের অধিকারী হয়, রাজ্যে প্রভুত্ব করে, যেমন : অঙ্গবাসী, মগধবাসী, কাশীবাসী, কোশলবাসী, বজ্জিগণ, মল্লগণ, চেতীগণ, বংসগণ, কুরুগণ, পঞ্চালগণ, মচ্ছগণ, সুরসেনগণ, অশ্বকগণ, অবন্তীবাসী, গন্ধারগণ এবং কম্বোজদের উপর রাজত্ব করে তথাপি তা অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালন ও রক্ষার ষোড়াংশের একাংশও হয় না (পৃ. ২৪০)। যেহেতু দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট। চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণের আয়ু মনুষ্যলোকের তুলনায় অনেক অনেক বেশি বলে এখানে বর্ণিত হয়েছে। অষ্টাঙ্গ উপোসথ প্রতিপালনের ফলস্বরূপ এসব স্থানে জন্ম লাভ ঘটে। মনুষ্যলোকের পঞ্চাশ বৎসর চতুর্মহারাজিক দেবগণের মাত্র এক দিবারাত্র, ত্রিশ রাত্রি বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ চতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য পঞ্চশত বৎসর। কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যখন অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। চতুর্মহারাজিক দেবগণের তুলনায় তাবতিংস দেবগণের আয়ু দিব্য সহস্র বৎসর। যাম দেবগণের আয়ু প্রমাণ দু’হাজার বৎসর, তুষিত দেবগণের আয়ু দিব্যগণনায় চার হাজার বৎসর, নির্মাণরতি দেবগণের আয়ু দিব্যগণনায় আট হাজার বৎসর, পরনির্মিত দেবগণের ষোড়শ সহস্র বৎসর। দিব্যলোকের সুখভোগ মনুষ্যগণনায় অকল্পনীয় বলে প্রতীয়মান হয়। বর্গের তৃতীয় সূত্র হচ্ছে বিশাখা সূত্র। বিশাখাকে উপলক্ষ করে বুদ্ধ অষ্টাঙ্গ উপোসথ প্রতিপালনের যে মহাফল তা ব্যক্ত করেছেন। বিশাখাকে বুদ্ধ পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত-বশবর্তী

দেবগণের দীর্ঘকালব্যাপী সুখভোগের বিষয় ভাষণ করেন। স্ত্রী বা পুরুষের অষ্টাঙ্গ উপোসথ দিবস প্রতিপালনের ফলস্বরূপ এসব স্থানে দিব্যসুখ লাভ হয় বলে বুদ্ধ ব্যক্ত করেছেন। এ বর্গের বাসেট্‌ঠ সূত্র ও বোজ্ঝা সূত্রেও অনুরুদ্ধ দিব্যসুখ লাভের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ সূত্রে বহু সংখ্যক দেবতা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে দেবগণ তাঁদের পরিচয় দিলেন এবং কেউ গাইলেন, কেউ নাচলেন, কেউ হাততালি দিলেন যেমন পঞ্চাঙ্গিক তূর্যনিনাদ করলেন। আর্য অনুরুদ্ধ তাঁদের সঙ্গীত উপভোগ করছেন না দেখে দেবগণ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে দেবগণের এ ঘটনা বিবৃত করলেন। বুদ্ধ তখন স্ত্রীলোকের আটটি গুণের কথা বর্ণনা করেন। এসব গুণের দ্বারা তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনোহর কায়িক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে।

বুদ্ধ এখানে মেয়েদের আটটি গুণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। এ বর্গের পরবর্তী বিশাখা সূত্রে বিশাখাকে লক্ষ করে মাতৃজাতির এসব গুণাবলি পুনর্ব্যক্ত করেন। পরবর্তী নকুলমাতা সূত্রেও নকুলমাতাকে উদ্দেশ্য করে মাতৃজাতির ভূমিকা ও তাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। ইহ লৌকিক সূত্রে পুনঃ বিশাখাকে লক্ষ বুদ্ধ স্বামীগৃহে যে ধরনের কর্ম সম্পাদন করে সেগুলো বিভাজন ও বিশ্লেষণ করেন। বুদ্ধ বলেন, চারগুণে গুণান্বিতা হয়ে স্ত্রী-জাতি এ জগতে ক্ষমতা জয় করে, এ জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়। অপর চারগুণে স্ত্রী-জাতি পরলোকে ক্ষমতা জয় করে, পর জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়। একজন স্ত্রীলোক বিশ্বস্ত, গুণবতী, দানশীলা এবং বিদূষী। স্ত্রীজাতি প্রজ্ঞাবতী, উদয়-বিলয়গামিনী প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যনির্বেধিক জ্ঞান দ্বারা ভূষিত। লৌকিক সূত্রেও বুদ্ধ অনুরূপ নারী গুণের বর্ণনা দেন।

১৫. স-আধান গৌতমী সূত্রে বুদ্ধের লালন-পালনকারিণী মহাপ্রজাপতী গৌতমী ভগবানের নিকট মাতৃজাতিকে তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার থেকে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রার্থনা করলে বুদ্ধ তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথমে অনুমতি না পেয়ে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী, রোদনপরায়ণ হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে চলে যান। গৌতমী বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। আনন্দ তাঁকে আশ্বস্ত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অভিপ্রায়ের বিষয় তুলে ধরেন এবং স্ত্রীজাতি যদি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা লাভ করে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয় তাহলে গৌতমীও ভগবানের বহু উপকারিণী, পালনকারিণী মা হিসাবে

প্রত্যুপকার লাভের প্রত্যাশা অনেকটা অযৌক্তিক যে নয় তা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধ প্রথমে সরাসরি এ আবেদনে সাড়া না দিয়ে এর কুফলটুকু বুঝাবার চেষ্টা করেও মহামান্য আনন্দের বারম্বার আকুল আবেদনে সাড়া না দিয়ে যখন পারছিলেন না তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে 'অষ্টগুরুধর্ম' প্রতিপালনে শর্তারোপের মাধ্যমে তাঁর বহু ইপ্সিত অভিপ্রায় পূরণে সম্মত হলেন তথাগত বুদ্ধ। এর সাথে থাকল এরূপ শর্ত—ভিক্ষুণীর উপসম্পদা বয়স শতবর্ষও যদি অতিক্রান্ত হয় তবুও অধুনা উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে বন্দনা, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম ও মান্য করতে হবে। যাবজ্জীবন এ নিয়ম লঙ্ঘন করা যাবে না। ভিক্ষুহীন আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করতে পারবে না। ভিক্ষুণীকে দৃষ্ট, শ্রুত ও চিন্তিত—এ বিষয়ত্রয় দ্বারা 'ভিক্ষু-ভিক্ষুণী' উভয় সংঘের নিকট প্রবারণা উপোসথ করতে হবে। দু'বৎসর ছয় প্রকার ধর্ম বা নীতি শিক্ষার পর শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না নারীকে উভয় সংঘে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে। কোনো কারণে ভিক্ষুর প্রতি ভিক্ষুণী কুব্যবহার, আক্রোশ ও পুরুষবাক্য প্রয়োগ করতে পারবে না। আনন্দ এ সংবাদ মহাপ্রজাপতী গৌতমীর নিকট পৌঁছিয়ে দিলে তিনি সানন্দে অষ্টগুরুধর্ম সাদরে, সগৌরবে ও নতশিরে মেনে নিলেন। সেদিন থেকেই ভিক্ষুদের প্রতি ভিক্ষুণীদের অন্যায় বাক্য ও উপদেশ দানের পথ রুদ্ধ হলো। কিন্তু মাতৃজাতির প্রব্রজ্যা লাভের অধিকারিণী হওয়ার সাথে সাথে সদ্ধর্মের স্থায়িত্ব ও বিশুদ্ধতা সহস্র বৎসরের স্থলে হ্রাস পেয়ে পঞ্চশত বৎসরে এসে দাঁড়াল। এ বর্গের পরবর্তী সূত্র উপদেশ সূত্র। এ সূত্রে ভিক্ষুণীদের উপদেশক হিসাবে বিবেচিত হতে হলে একজন ভিক্ষুকে কী কী গুণের অধিকারী হতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ আটটি গুণের কথা উল্লেখ করেন। এজন্য ভিক্ষুকে শীলবান হতে হবে, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও শিক্ষা করতে হবে, তাকে বহুশ্রুত হতে হবে, তাকে ধর্মীয় মতবাদসমূহ উপলব্ধি করতে হবে, উভয় প্রকার প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, অনুব্যঞ্জনসহ যা সূত্রে নিশ্চত নির্ধারিত হয়েছে। তাকে মধুরকণ্ঠী, সুস্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহুল হতে হবে। ভিক্ষুসংঘকে উপদেশ দানে, উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তাকে সক্ষম হতে হবে। তাকে ভিক্ষুণীদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হতে হবে। এ বর্গের সংক্ষিপ্ত সূত্রে মহাপ্রজাপতী গৌতমী কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে বুদ্ধ বলেন, যে ধর্ম বিরাগের দিকে না গিয়ে সরাগের দিকে নেয়, বন্ধন মুক্তির দিকে না নিয়ে বন্ধনের দিকে নেয়, জন্ম কমানোর দিকে না নিয়ে বাড়ানোর দিকে নেয়, বেশি কামনার দিকে নেয়, প্রবিবেকের দিকে না নিয়ে

সমাজপ্রিয়তার দিকে নেয়, বীর্যপরায়ণতায় না নিয়ে আলস্যের দিকে নেয়, মিতাচারের দিকে না নিয়ে বিলাসিতার দিকে নেয় তা ধর্ম নহে, বিনয় নহে, শাস্তার শাসন নহে। দীর্ঘজানু সূত্রে কোলিয়পুত্র দীর্ঘজানু গৃহীগণের, কামভোগীগণের উপযোগী পরকালের হিতকর ও ইহ জগতের হিতকর ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করলে বুদ্ধ ব্যাঘ্রপজ্জকে উত্থান সম্পদ, সংরক্ষণ সম্পদ, কল্যাণমিত্রতা ও সমজীবন—এ চার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। উত্থানসম্পদ হলো যে জীবিকা দ্বারা কুলপুত্র জীবন নির্বাহ করে সে কর্ম ব্যবস্থা চালিয়ে নেয়ার সক্ষমতা। সংরক্ষণ সম্পদ হলো কুলপুত্র কর্ম ও উৎসাহ দ্বারা যে সম্পদ উপার্জন করে তা কীভাবে ব্যয় করবে এবং অবশিষ্টাংশ যাতে চোরেরা হরণ করতে না পারে, নষ্ট হতে না পারে সেজন্য সংরক্ষণশীল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। কল্যাণমিত্রতা হলো কুলপুত্র যাদের সাথে বাস করে তাদের মধ্যে যারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ত্যাগসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাদের সেসব বিষয় অনুকরণ ও শিক্ষা করা। সমজীবন হলো এমনভাবে জীবিকা নির্বাহ করা যা অতি উচ্চও না, অতি নিম্নও না, আয় বুঝে ব্যয় করা যাতে অনাথের মতো মৃত্যুবরণ করতে না হয়। সঞ্চিত ধন অপায় মুখে প্রবাহের পথ বন্ধ করা, স্ত্রীলোকের প্রতি অনাসক্তি, সুরাপানে বিরতি, জুয়াখেলায় বিরতি, কল্যাণমিত্রের সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা। চার ধর্ম কুলপুত্রের হিত ও সুখ আনয়ন করে। সেগুলো হলো শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, ত্যাগসম্পদ ও প্রজ্ঞাসম্পদ। তথাগতের বোধির প্রতি শ্রদ্ধাই শ্রদ্ধা সম্পদ। শীলসম্পদ হলো প্রাণিহত্যা, চুরি, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, সুরাদি সেবন বিরতি। ত্যাগসম্পদ হলো মাৎসর্য-মলবিহীন ও দানশীল, দানে প্রীতিযুক্ত হওয়া। আর প্রজ্ঞাসম্পদ হলো উদয় ও বিলয়গামিনী প্রজ্ঞায় সম্যকজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। উজ্জয় সূত্রেও ব্রাহ্মণ উজ্জয় কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে অনুরূপ উপদেশ দান করেন। ভয় সূত্রে বলা হয়েছে, ছন্দরাগ ও কামরাগ থেকে ভয় উৎপন্ন। এগুলোতে আবদ্ধ ব্যক্তি মুক্ত নয় বলে কথিত। যে ভিক্ষু শীলবান, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও শিক্ষা করে, বহুশ্রুত হয়, দৃষ্টি ভালোভাবে উপলব্ধি করে, কল্যাণমিত্র, সহচর এবং ঘনিষ্ট লোক লাভ করে, সম্যক দৃষ্টিযুক্ত এবং সম্যক দর্শনসম্পন্ন হয়, ইহ জীবনে সহজে চার ধ্যানসুখ লাভ করে, বিবিধ পূর্বনিবাস স্মরণ করে, বিস্তৃতভাবে পূর্বনিবাস স্মরণ করে, মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণকে তাদের কর্মানুসারে জ্ঞাত হয়, আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত অনাসক্ত চেতো-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা ক্ষয় প্রত্যক্ষ করে, অবস্থান করে সে ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য,

দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। যে স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষ করেছে, সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফল উপলব্ধি করেছে, অনাগামী, অনাগামীফল উপলব্ধি করেছে, অর্হৎ ও অর্হত্ত্বফল লাভ করেছে—এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত পুদ্গল, আহ্বান... জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ও প্রথম পুদ্গল। যে পুদ্গল উপরোক্ত অষ্টবিধ গুণাবলি লাভে প্রতিপন্ন সে আহ্বানযোগ্য... জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র দ্বিতীয় পুদ্গল বলে অভিহিত।

১৬. **ভুমিকম্প বর্গের** প্রথম সূত্রে আট প্রকার ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে। ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানের সময় সম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা করে। সেজন্য উদ্যমী হয়েও সম্পদ লাভ করে না। তাই সে অনুশোচনা ও বিলাপ করে। অপর ভিক্ষু সম্পত্তি লাভের চেষ্টা করে, তা লাভ করে মত্ত ও প্রমত্ত হয় এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়। কোনো ভিক্ষু সম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা করলেও সে উদ্যমী হয় না। সে-কারণে সে সম্পত্তি লাভ করে না। তার ফলে সে অনুশোচনা করে ও সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়। আবার কোনো ভিক্ষু লাভের আকাঙ্ক্ষা করে উদ্যমী না হয়েই সে তা লাভ করে, লাভ করে মত্ত হয়, প্রমত্ত হয় ও সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়। কোনো ভিক্ষু লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, লাভের জন্য উদ্যমী হয়েও সে লাভ করে না, লাভ না করে সে অনুশোচনা ও পরিদেবন করে না এবং সদ্ধর্ম হতেও চ্যুত হয় না। কোনো ভিক্ষু লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, লাভের জন্য উদ্যমী হয়। তার ফলে লাভী হয়। কিন্তু এজন্য মত্ত ও প্রমত্ত হয় না এবং সদ্ধর্ম হতেও চ্যুত হয় না। কোনো ভিক্ষু লাভের আকাঙ্ক্ষা করে লাভের জন্য ক্রিয়াশীল হয় না, অলাভ-হেতু সে বিলাপ করে না এবং সদ্ধর্মচ্যুত হয় না। আর কোনো ভিক্ষু লাভের আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু এজন্য উদ্যমী হয় না, উদ্যমী না হয়েও সে লাভ করে। লাভের জন্য সে মত্ত, প্রমত্ত হয় না এবং সদ্ধর্ম হতেও চ্যুত হয় না। এরূপ আট প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। অলং সুত্তে বলা হয়েছে কোনো ভিক্ষু নিজের জন্যও যথেষ্ট পরের জন্যও যথেষ্ট। কোনো ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট পরের জন্য নহে, কোনো ভিক্ষু পরের জন্য যথেষ্ট কিন্তু নিজের জন্য নহে। পঞ্চগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট, পরের জন্যও যথেষ্ট। ভিক্ষু কুশলধর্মসমূহ দ্রুত উপলব্ধি করে না, কিন্তু শ্রুত ধর্মের ধারক, ধৃত ধর্মের অর্থ চিন্তক, অর্থ জ্ঞাত হয়ে ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম পথে বিচরণ করে। সংক্ষিপ্ত সূত্রে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ভাগ বহুলীকৃত, আয়ত্ত ও অনুশীলন করার জন্য ভিক্ষুগণকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গয়াশীর্ষ সূত্রে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। বুদ্ধত্ব লাভের

সময় তিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহান্বিত হয়ে অবস্থানকালে আলো সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং দেবতাদের সাথে আলাপে রত হন কিন্তু কোন দেবতা কোন দেবনিকায়ের তা জানতে পারেননি। তিনি তখন ভাবেন দেবতাদের এমন বিষয় তাঁর জানা উচিত। তখন তিনি অপ্রমত্তভাবে বীর্যবান হয়ে অবস্থানকালে জ্যোতি সম্পর্কে জানতে পারেন, রূপ দর্শন করেন এবং যেসব দেবতার সাথে তিনি অবস্থান করেন তারা কোন দেবনিকায় থেকে আগত তা জানতে পারেন। অষ্টক্রম জ্ঞান লাভের পূর্বে দেবলোকে বা মারলোকে বা মনুষ্যদের মধ্যে তিনি অনুত্তর সম্বোধি লাভের কথা কোথাও প্রকাশ করেননি। অষ্টক্রম জ্ঞান ও দর্শন যখন তাঁর সুবিশুদ্ধ হয় তখন থেকেই তিনি দেবলোকে বা মারলোকে বা মনুষ্যদের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করেন। তখন তাঁর এমন জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়েছিল যে তাঁর চিত্তবিমুক্তি অচলা এবং এটাই তাঁর শেষ জন্ম, তাঁর আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নেই। বিমোক্ষ সূত্রে অষ্টবিধ বিমোক্ষের কথা বর্ণিত হয়েছে। রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা অতিক্রম করে অনন্ত আকাশ, অনন্ত বিজ্ঞান, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ—এরূপ অষ্ট বিমোক্ষ। এ ছাড়া অষ্টবিধ অনার্যকর্ম, অষ্টবিধ আর্যকর্মের বর্ণনাও আছে। আর্যকর্ম হলো : অদৃষ্টকে অদৃষ্ট, অশ্রুতকে অশ্রুত, অননুভুতকে অননুভূত, অজ্ঞাতকে অজ্ঞাত, দৃষ্টকে দৃষ্ট, শ্রুতকে শ্রুত, অনুভূতকে অনুভূত, জ্ঞাতকে জ্ঞাত বলে প্রজ্ঞাপনই আর্যকর্ম। পরিষদ সূত্রে অষ্ট পরিষদ—ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ, শ্রমণ পরিষদ, চতুর্মহারাজিক পরিষদ, তাবতিংস পরিষদ, মহা পরিষদ, ব্রহ্ম পরিষদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। ভূমিকম্প সূত্রে বুদ্ধের শেষ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। বুদ্ধ এখানে কয়েকটি চৈত্য যেমন রমণীয় উদেনচৈত্য, গৌতমক চৈত্য, বহুপুত্রক চৈত্য, সপ্তম্বচৈত্য, সারন্দদচৈত্য, চাপালচৈত্যের উল্লেখ করেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো বুদ্ধ স্বয়ং স্বাগতোক্তি করেছিলেন, 'আনন্দ, তথাগত যে কল্প বা কল্পাবশেষ আকাঙ্ক্ষা করলে স্থিত থাকতে পারতেন তা বলাই বাহুল্য' (পৃষ্ঠা ২৯৭)। কিন্তু বুদ্ধসেবক আনন্দ এমন একটা সংকেত উপলব্ধি করতে না পারায় তথাগতকে কল্পকাল অবস্থানের প্রার্থনা করলেন না। মার দ্বারা তাঁর অন্তর এতটুকু অধিকৃত হয়েছিল। বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের সুখের নিমিত্ত, জগতের প্রতি অনুকম্পাশীল হয়ে দেবমনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য আনন্দ কর্তৃক কল্পকাল অবস্থানের জন্য প্রার্থিত হলে বুদ্ধ হয়তো কল্পকাল অবস্থান করতে পারতেন। ওদিকে মার

ভগবানকে অনুরোধ করেন তখনি যেন বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হন, সেজন্য পুনঃপুন পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু বুদ্ধ সহজে মারের এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তিনি ব্যক্ত করলেন, "ওহে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ মার, যে পর্যন্ত আমার ভিক্ষুণীগণ শ্রাবিকা না হবে, যে পর্যন্ত আমার উপাসকগণ শ্রাবক না হবে, উপাসিকাগণ শ্রাবিকা, বিজ্ঞ, বিনীত, বিশারদ... প্রকাশ, বিভাজন, উৎপন্ন পরবাদ খণ্ডন, ধর্মসম্মত উপায়ে খণ্ডন, শ্রেষ্ঠ ধর্মের ঘোষণা করতে না পারবে তাবৎ আমি পরিনির্বাপিত হব না" (পৃ. ২৯৮-২৯৯)। শেষ পর্যন্ত পুনঃপুন মারের অনুরোধে বুদ্ধ তখন হতে তিন মাস পর তথাগত পরিনির্বাপিত হবেন বলে জানালেন। তথাগত স্মৃতি সম্প্রজ্ঞাত হয়ে চাপালচৈত্যে আয়ুসংস্কার বিসর্জন করেন। সে সময় ভীষণ লোমহর্ষকর ভূমিকম্প উত্থিত হয়েছিল এবং দেবদুন্দুভি নিনাদিত হয়েছিল। তখন আনন্দ কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে বুদ্ধ ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার আট কারণ বর্ণনা করেন।

১৭. যমক বর্গে শ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নহে। সে-কারণে সে অপূর্ণ। কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান উভয় গুণে গুণবান। কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান কিন্তু বহুশ্রুত নহে। কোনো ভিক্ষুর তিনটিই বিদ্যমান থাকে। কোনো ভিক্ষুর এ তিনটি থাকলেও ধর্মকথিক নহে। ধর্মকথিক হলেও পরিষদে গমনকারী নহে। এভাবে কোনো কোনো গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক হয়, পরিষদে গমন করে, বিশারদ হয়ে পরিষদে ধর্ম ভাষণ করে, স্বেচ্ছামত, সহজে বিনাকষ্টে চতুর্ধ্যান, অভিচৈতসিক লাভ করে আসক্তির ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে তখনই সে হয় পূর্ণাঙ্গ। দ্বিতীয় শ্রদ্ধা সূত্রে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। দুটি সূত্রে মৃত্যুস্মৃতি ভাবনার বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এক এক ভিক্ষু ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ধারায় মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যানের বিষয় ভগবানকে ব্যক্ত করেন। ভগবান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে জনৈক ভিক্ষু বলেন, 'ভন্তে, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণে অর্ধপিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায়, তাতে ভগবানের শাসন বিষয়ে চিন্তা করতাম, এর ফলে আমাদ্বারা বহু কিছু করা যেত। ভন্তে, এভাবেই আমি মরণস্মৃতি ভাবি' (পৃ. ৩০৪)। বুদ্ধ ভিক্ষুগণের মৃত্যুস্মৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার প্রেক্ষিতে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেসব ভিক্ষু এ ধরনের বলে তারা প্রমত্ত, তারা শিথিলভাবে আসক্তি ক্ষয়ের জন্য মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করে (পৃ. ৩০৬) দ্বিতীয় মরণস্মৃতি সূত্রে যে ব্যক্তির মাথায় পাগড়ি

বা চুলে আগুন ধরেছে তা নেভানোর জন্য যেমন ঐকান্তিক সংকল্প, উদ্যম, প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে আগুন নেভাতে হয় তদ্রূপ ভিক্ষুকে পাপ অকুশল দূরীভূত করার জন্যও ঐকান্তিক সংকল্প উদ্যম, কঠোর প্রচেষ্টা, স্মৃতিশীলতা ও উপলব্ধি কাজে লাগানোর যে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। মৃত্যুস্মৃতি যথাযথভাবে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মহাফল প্রদায়ক, মহাসহায়ক হয়, অমৃতে মিশে যায়, অমৃতে পর্যাবসান হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্পদা সূত্রে অষ্টবিধ গুণের বিষয় পূর্বে ব্যক্ত হয়েছে। ইচ্ছা ও অলং সূত্রও পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিহানি সূত্রে শিক্ষার্থী ভিক্ষুর অষ্টবিধ দোষ ও অষ্টবিধ গুণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অষ্টগুণ হলো—পার্থিব বিষয়ে অনৌৎসুক্য, গল্পগুজবে অনাসক্তি, নিদ্রা অপ্রিয়তা সঙ্গহীনতা, ইন্দ্রিয় দ্বারে সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, সংসর্গহীনতা, নিষ্প্রপঞ্চতা, নিবীর্য বস্তু সূত্রে আলস্যের আটটি ভিত্তি এবং বীর্যের আটটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে যেগুলো অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তিতে, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তে, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য যথার্থ ভূমিকা পালন করে।

১৮. **স্মৃতি বর্গে** স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সূত্রে বলা হয়েছে পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় না থাকলে ইন্দ্রিয় সংযম বা শীল বিপন্ন হয়, শীল বিপন্নের সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়, সম্যক সমাধি না থাকলে যথার্থ জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয় না, যথার্থ জ্ঞান ও দর্শনের অভাবে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন সম্ভব নয়। পুণ্নিয় সূত্রে পুণ্নিয়ের প্রশ্নের উত্তরে তথাগত আটটি কারণ বর্ণনা করেন যে কারণে তথাগত কোন সময় ধর্ম দেশনা করেন, কোন সময় ধর্ম দেশনা করেন না। 'যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতকে দর্শন করে, শ্রবণের জন্য উপবেশন করে, তথগতকে প্রশ্ন করে, মনোযোগের সাথে ধর্ম শ্রবণ করে, শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, শ্রুত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে তথাগত ধর্ম দেশনা করেন, (পৃ. ৩২৩)। মূলক সূত্রে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে মূল কী তা ব্যক্ত করা হয়েছে। সমস্ত বিষয় ছন্দমূলক, তাদের মূল চিত্তে, স্পর্শের কারণে এসব উৎপন্ন হয়, তাদের একত্রে সম্মিলনই বেদনা, সমাধি তাদের মুখ্য, স্মৃতিশীলতা তাদের প্রধান বিষয়, সমস্ত ধর্ম প্রজ্ঞা উত্তর, বিমুক্তিসারই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে মূল্যবান (পৃ. ৩২৪)। চোর সূত্রে চোরের অধঃপতনের অষ্ট কারণ, অধঃপতন না করার অষ্ট কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। শ্রমণ সূত্রে শ্রমণ তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি হিসাবে ব্যক্ত হয়েছে। তদ্রূপ ব্রাক্ষ্মণ, বেদজ্ঞ, ভিসক, নির্মল, জ্ঞানী, বিমুক্ত এসব তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের এক একটা উপাধি। যশ

সূত্রে তথাগতের যশ লাভের কথা ব্যক্ত করেছেন। তথাগত স্বেচ্ছায় সহজে বিনাকষ্টে নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করেন যা যেকোনো ব্যক্তি এমনকি দেবতাও লাভ করতে পারে না। বুদ্ধ ভিক্ষুগণের গ্রামান্তরে বাসের চেয়ে অরণ্যে বাস যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আটটি কারণে সংঘ ইচ্ছা করলে উপাসকের পাত্র প্রত্যাখ্যান ও আট কারণে প্রত্যর্পণ করতে পারেন। আটটি কারণে উপাসক ভিক্ষুর প্রতি অসন্তোষ জ্ঞাপন করতে পারে। আট কারণে উপাসক ভিক্ষুর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করতে পারে। প্রতিসারণীয় সূত্রে আটটি কারণে সংঘ ইচ্ছা করলে দোষজনক কাজের জন্য প্রতিসারণীয়কর্ম আরোপ করতে পারেন। আবার আট কারণে প্রত্যাহার করতে পারেন। কতিপয় বিশেষ দোষে অভিযুক্ত ভিক্ষুর সাথে সঠিক আচরণ করা উচিত যার বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপিত হয়েছে। এসমস্ত বিধান বিনয় পিটকের সাথে সম্পৃক্ত। রাগের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যকস্মৃতি, সম্যক সমাধি এই আট বিষয় ভাবা ইচত। রাগ-দোষ-মোহ, ক্রোধ, শত্রুতা, অশুভ ভাবনা, ঈর্ষা, মাৎসর্য ইত্যাদি যথার্থ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের জন্য সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প ইত্যাদি আটটি বিষয় ভাবতে হয়। এ সমস্ত বিষয় দর্শনমূলক।

১৯. **সম্বোধি বর্গে** সম্বোধি সূত্রে সম্বোধিপক্ষীয় ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। একজন ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী। সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষের বিধানে সংযত হয়ে অবস্থান করে, সামান্য পাপে ভয়দর্শী হয়, শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা ও গ্রহণ করে। সে বীর্যবান হবে, অকুশল ত্যাগে, কুশল গ্রহণে দৃঢ়-পরাক্রমী হবে। সে হবে প্রজ্ঞাবান, উদয়-অস্তগামিনী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্য নির্বেধ জ্ঞান সম্পন্ন। তার আরও চারটি বিষয় করণীয়—রাগ প্রহীনের জন্য মৈত্রী ভাবনা, বিতর্ক উপচ্ছেদের জন্য আনাপান স্মৃতি ভাবনা, অহংবোধ এর মূল উৎপাটনের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা ভাবা উচিত। এখানে বিনয়-বিধান ও ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। নিশ্রয় সূত্রে অকুশল পরিহার, কুশল ভাবা, হিরি-ঔত্তপ্প, বীর্য-প্রজ্ঞার অনুশীলনের বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। এ ছাড়া সুচিন্তিতভাবে অনুসরণীয়, মনোনিবেশযোগ্য, পরিবর্জনযোগ্য ও নির্বাসনযোগ্য বিষয় নির্বাসন করতে হবে। মেঘিয় সূত্রে ভগবানের অনুমতি নিয়ে মেঘিয় ধ্যান করলে তাঁর ত্রিবিধ অকুশল—কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক

উৎপন্ন হলে অপরিপক্ব চিত্তবিমুক্তির জন্য ভগবান পঞ্চধর্ম ভাবনার ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা সম্বোধিপক্ষীয় ধর্মে আলোচিত হয়েছে। নন্দক সূত্রে বলা হয়েছে কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নহে। তখন সে শীল অনুশীলন করে তা পূর্ণ করে। কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান কিন্তু অভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রশান্তিলাভী নহে। তাই সে অভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রশান্তিলাভী হয়। কিন্তু সে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করতে পারে না। এখন সে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী হয়। তাই সে শ্রদ্ধাবান, শীলবান, অভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রশান্তিলাভী ও অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী। এ প্রসঙ্গে ধর্মশ্রবণ ও ধর্মালাপের পঞ্চফলের বর্ণনা রয়েছে। ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা করেন যার আদিতে কল্যাণ,... সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন। তদ্বারা যেসব ভিক্ষু শেখ, যাঁরা চিত্তের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করেননি তাঁরা অনুত্তর যোগক্ষেম প্রাপ্তির জন্য উৎসাহের সাথে চেষ্টা করেন। যেসব ভিক্ষু ক্ষীণাসব, করণীয় কৃত, ভব সংযোজন ক্ষীণ তাঁরা ধর্ম শ্রবণ করে ইহ জীবনে সুখে বাস করেন। বল সূত্রে চার বলের উল্লেখ করা হয়েছে : প্রজ্ঞাবল, বীর্যবল, অনবদ্যবল, সহানুভূতিবল। চার বলে বলবান আর্যশ্রাবক পঞ্চ ভয় অতিক্রম করেন, যেমন : দুর্জীবিকা ভয়, দুর্নামভয়, পরিষদ ভয়, মৃত্যুভয়, দুর্গতিভয়। সেবন সূত্রে সেবনযোগ্য ও অসেবনযোগ্য দ্বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা আছে। বন্ধু সেবনযোগ্য ও অসেবনযোগ্য হয়, চীবর, পিণ্ডপাতও সেবনযোগ্য-অসেবনযোগ্য হয়, শয্যাসনও দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে। গ্রাম-নিগমও তদ্রূপ। যদ্বারা অকুশল বৃদ্ধি পায়, কুশল হ্রাস পায় তা পরিহার করা উচিত। চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন প্রভৃতিও যেজন্য আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ তার অনুকূল না হলে তা পরিহার করতে হবে। সুতবা সূত্রে বলা হয়েছে : যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব... ভবসংযোজন ক্ষীণ, সম্যকভাবে জ্ঞাত সে নয়টি বিষয় লঙ্ঘন করতে পারে না। সে সজ্ঞানে কোনো প্রাণী হত্যা... চৌর্যচিত্তে অদত্ত বস্তু... মৈথুন সেবন... ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ভাষণ... পূর্বেকার আগারিক জীবনে রত থাকার সময়... যে সঞ্চয় মনোবৃত্তি ছিল... প্রদর্শন করতে পারে না, অর্হৎ ক্ষীণাসব ভিক্ষু ইচ্ছাপূর্বক বিপথে যেতে পারে না, দোষযুক্ত হয়ে, মোহাচ্ছন্ন... ভয়ে ভীত হয়ে বিপথে যেতে পারে না (পৃ. ৩৫০-৩৫১)। সজ্ঝ সূত্রে অনুরূপ বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুদ্গল সূত্রে নয় প্রকার পুদ্গলের বর্ণনা আছে, যেমন : অর্হৎ, অর্হত্ত্বে উপনীত, অনাগামী, অনাগামীফল প্রত্যক্ষকরণে উপনীত, সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষকরণে উপনীত, স্রোতাপন্ন, স্রোতাপন্নফল প্রত্যক্ষকরণে উপনীত,

পৃথকজন ভিক্ষু। আহুনেয়্য সূত্রেও গোত্রভূসহ অনুরূপ নয় প্রকার পুদ্গলের বর্ণনা আছে।

২০. **সিংহনাদ বর্গে** সিংহনাদ সূত্রে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সিংহনাদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। জনৈক ভিক্ষু আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে অন্যায়ভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযুক্ত করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে চলে গেছেন বলে মিথ্যা ভাষণ উপস্থাপন করলে বুদ্ধ সারিপুত্রকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর বক্তব্য জানার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সারিপুত্র তখন সিংহনাদ করেন এ বলে যে 'বায়ু প্রবাহিত হলে শুচি অশুচি, গূথ, মূত্র-রক্ত—এসব পদার্থকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়, তৎসত্ত্বেও বায়ু পরম বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা... প্রকাশ করে না, তদ্রূপ বায়ু সদৃশ আমি মহৎ, বিপুল, অপ্রমাণ মৈত্রী ও বিদ্বেষহীন চিত্তে অবস্থান করি। এটা সত্য যে, যাঁর মধ্যে কায়গতাস্মৃতি নেই তিনি একজন স্বব্রহ্মচারীকে বিদ্রূপ করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বেরিয়ে যেতে পারেন' (পৃ. ৩৫৪-৩৫৫)। এরূপ বিভিন্নভাবে সারিপুত্র সিংহনাদ করে যৌক্তিক ভাষায় অভিযোগের ভিত্তিহীনতার কথা ব্যক্ত করলে সেই অভিযোগকারী ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে অভিযোগকারী ভিক্ষুর মস্তক সপ্ত খণ্ড হওয়ার পূর্বে তাকে ক্ষমা করার আহ্বান করেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র তাকে ক্ষমা করেন। স-উপাদিসেস সূত্রে বুদ্ধ নয় প্রকার পুদ্গল যখন স-উপাদিসেস কাল প্রাপ্ত হয় তারা নরক তির্যগ্‌যোনি, প্রেতত্ব ও অপায় দুর্গতি হতে মুক্ত হয় বলে প্রকাশ করেন। বুদ্ধ বলেন, কোনো পুদ্গল শীল পরিপূর্ণকারী কিন্তু সমাধি কিংবা প্রজ্ঞা পরিপূর্ণকারী নহে। সে ত্রি-সংযোজন ক্ষয় করে, রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করে, সকৃদাগামী হয়, সে জগতে একবার মাত্র প্রত্যাগমন করে এবং দুঃখের অন্তসাধন করে। এ পুদ্গল স-উপাদিসেস কালপ্রাপ্ত হয়ে নরক, তির্যগ্‌যোনি, প্রেত ও অপায় দুর্গতি হতে মুক্ত হয় (পৃ. ৩৫৮)। কোট্‌ঠিত সূত্রে কোন আশায় ব্রহ্মচর্য বাস করা হয় তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এটা দুঃখ এটা দুঃখ সমুদয়, এটা দুঃখ, নিরোধ, এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা এবং যা অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অপ্রাপ্ত, অপ্রত্যক্ষ বা অনায়ত্ত তা জানার জন্য, দর্শনের জন্য, প্রাপ্তির জন্য, প্রত্যক্ষণ বা আয়ত্তের জন্য ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত হয়। সমিদ্ধি সূত্রে কিসের ভিত্তিতে পুরুষের সংকল্পবিতর্ক উৎপন্ন হয়? এর উত্তরে বলা হয়েছে : 'নাম এবং রূপের ভিত্তিতে। কী তাদিগকে নানাত্ব দান করে?' 'ধাতু', 'কী কারণে এদের উৎপত্তি?' 'স্পর্শের কারণে'। 'তাদের সাধারণ ভিত্তি কোথায়?' 'বেদনায়' 'কী তাদের মুখ্য?' 'সমাধি মুখ অবস্থা।' 'কী

তাদের অধিপতি?' স্মৃতিপরায়ণতা তাদের অধিপতি।' 'কী তাদের উচ্চতর অবস্থা?' 'প্রজ্ঞা'। 'কী তাদের সার?' 'বিমুক্তিসার।' 'তারা কিসে মিশে যায়?' 'অমৃতে।' গণ্ড সূত্রে বলা হয়েছে—গণ্ডের নয়টি মুখ। তা হতে যা কিছু বের হয় অশুচি ও ঘৃণিত বস্তুই বের হয়, দুর্গন্ধই বের হয়। সংজ্ঞা সূত্রে বলা হয়েছে, নয় প্রকার সংজ্ঞা—অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, পরিত্যাগসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা। কুলসূত্রে কোন ধরনের পরিবারে গমন শোভন এবং উপবেশন শোভন তা বর্ণিত হয়েছে। নয় কারণে কোন পরিবারে গমন ও উপবেশন শাভা পায় না পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। নবাঙ্গ উপোসথ সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে অর্হৎগণ যাবজ্জীবন যেভাবে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হন, অদত্তবস্তু গ্রহণ পরিত্যাগ করে অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত হন, অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্যে রত হন, মিথ্যাভাষণ পরিহার করে সত্যবাদী হন, সুরা-মদ্যপান প্রমাদজনক কর্ম পরিহার করে প্রমাদজনক কর্ম প্রতিবিরত হন, বিকাল ভোজন পরিহার করে একাহারী হন, নৃত-গীত-দর্শন, মালা পরিধান পরিহার করেন, উচ্চশয্যা-মহাশয্যা পরিত্যাগ করে নীচু শয্যায় শয়ন করেন, মৈত্রীযুক্ত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করেন, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিকও। অর্হতের এ উদাহরণ অনুসরণ করে উপোসথ পালন করাই নবাঙ্গ উপোসথ। দেবতা সূত্রে বহু দেবতার মধ্যে অন্যতর এক দেবতা স্বমুখে বললেন, পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালে অনাগারিক প্রব্রজিতগণ তাঁদের গৃহে আসলে তারা আসন থেকে উঠলেও তাঁদেরকে অভিবাদন করেননি, অভিবাদন করলেও তাঁদেরকে আসন প্রদান করেননি, আসন প্রদান করলেও শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে তাঁদেরকে খাদ্য বিভাজন করে দেননি, খাদ্য বিভাগ করে দিলেও ধর্ম শ্রবণের জন্য উপবেশন করেননি, ধর্ম শ্রবণের জন্য উপবেশন করলেও মনোযোগ দিয়ে ধর্ম শ্রবণ করেননি, ধর্ম শ্রবণ করলেও তা ধারণ করেননি, ধারণ করলেও ধারণকৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করেননি, অর্থ অনুসন্ধান করলেও অর্থ জ্ঞাত হয়ে ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হননি। সে কারণে তাঁরা কর্তব্য প্রতিপালন না করে তীব্র অনুশোচনা করেছেন যেহেতু তাঁরা হীন কায়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। অপর দেবতা কিন্তু এসব পরিপূর্ণ করে কোনো প্রকার অনুশোচনা ভোগ করেননি, দুঃখ ভোগ করেননি, যেহেতু তাঁরা উত্তম কায়ে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। তাই বৃক্ষমূলসমূহ, শূন্যাগারসমূহ দর্শন করার জন্য অলস না হয়ে ধ্যান করার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে

যাতে পরে অনুশোচনা করতে না হয়। বেলাম সূত্রে বুদ্ধ বেলাম ব্রাহ্মণ অবস্থায় যে মহা দান দিয়েছিলেন তার একটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই দানে উপযুক্ত গ্রহীতা ছিল না বিধায় তা পরিশুদ্ধ করতে পারেনি। এখানে কোন ধরনের গ্রহিতাকে দান দানের মহাফল ফলে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। যে একজন অর্হৎকে ভোজন করায় তদপেক্ষা যে শতজন অর্হৎকে ভোজন করায় তার ফল অধিক। যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে ভোজন করায় তদপেক্ষা যে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করায় তার ফল মহৎ। যে অন্ততপক্ষে তুড়ি প্রমাণকাল অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা করে তার ফল অধিক ও মহৎ।

২১. সত্ত্বাবাস বর্গে ত্রি-স্থান সূত্রে বলা হয়েছে তিন উপায়ে তাবতিংস দেবগণ উত্তরকুরু ও জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। দিব্য আয়ু, দিব্যবর্ণ ও দিব্যসুখ এ তিন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর। অশ্বখলুঙ্ক সূত্রে তিনটি সুজাত অশ্ব তিনটি সম্ভ্রান্ত উত্তমভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত অশ্ব ও তিনজন সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত লোক সম্পর্কে দেশনা করা হয়েছে। কিরূপে সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণস্পন্ন কিংবা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে? ভিক্ষু যথাযথভাবে উপলব্ধি করে—এটা দুঃখ, এটা দুঃখসমুদয়, এটা দুঃখ নিরোধ, এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা। বুদ্ধ এটাকে ক্ষিপ্রবুদ্ধি বলে অভিহিত করেন। অভিধর্মে, অভিবিনয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে সে ব্যর্থ হয়, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। বুদ্ধ এটাকে তার বর্ণহীনতা বলে অভিহিত করেন। সে চীবর পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্য পরিষ্কার লাভ করে না। বুদ্ধ তাকে আরোহ-পরিণাহ বলে অভিহিত করেন। এভাবে অন্যান্য বিষয়গুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তৃষ্ণামূলক সূত্রে তৃষ্ণার মূল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তৃষ্ণার কারণে পর্যেষণ, পর্যেষণের কারণে লাভ, লাভের কারণে সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তের কারণে অনুরাগ, আগ্রহ, অনুরাগ-আগ্রহের কারণে সংসক্তি, সংসক্তির কারণে অধিকারে থাকা, অধিকারে থাকার কারণে লোভ, লোভের কারণে সঞ্চয় এবং অনেক মন্দ ও দুর্জন বিষয় সঞ্চয় কর্ম হতে উৎপন্ন হয়—আকস্মিক দুর্দশা, আঘাত, বিবাদ, পরস্পর বিরোধ, প্রতিশোধ, বিসম্বাদ, মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা। তৃষ্ণার এই নয় মূল বিষয়। সত্ত্ববাস সূত্রে নয় প্রকার সত্ত্বের বর্ণনা আছে—নানা কায়যুক্ত, নানা সংজ্ঞাযুক্ত, নানা কায়যুক্ত কিন্তু এক সংজ্ঞাসম্পন্ন, এক ধরনের কায়াসম্পন্ন কিন্তু নানা সংজ্ঞাযুক্ত, এক ধরনের কায়া ও এক ধরনের সংজ্ঞাযুক্ত, সংজ্ঞাহীন ও অনুভূতিহীন, সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞা চিন্তা না করে অনন্ত আকাশ

সংজ্ঞালাভী, সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে বিজ্ঞান আয়তনলাভী, সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে কিছুই না সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তনলাভী, সম্পূর্ণরূপে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনলাভী সত্ত্ব। এই নয় প্রকার সত্ত্বাবাস। প্রজ্ঞা সূত্রে এটাই বলা হয়েছে যখন ভিক্ষু যথার্থভাবে জানে আমার চিত্ত বীতরাগ, বীতদোষ, বীতমোহ, আমার চিত্ত কোনো ধরনের রাগমূলক, দোষমূলক, মোহমূলক বিষয়ের অধীন নহে, আমার চিত্ত কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে প্রত্যবর্তনধর্মী নহে তখনই প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁর চিত্ত সুপরিচিত হয়। তখন তাঁর পক্ষে এটা বলা সমীচীন : 'আমি জানি, আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্যকৃত হয়েছে, এরপর আমার আর কোন জীবন নেই' (পৃ. ৩৮০)। প্রথম বৈরী সূত্রে বুদ্ধ ব্যাখ্যা করেছেন : আর্যশ্রাবকের পঞ্চ ভয় এবং শত্রুতা উপশম হয় এবং সে চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে ভূষিত হয়, সে যদি ইচ্ছা করে, নিজকে নিজে ঘোষণা করতে পারে : 'আমার নিরয়, তির্যক যোনিতে জন্ম, প্রেতকুল, অপায়-দুর্গতি বিনিপাত ধ্বংস হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন হয়েছি, বিনিপাত ধর্মাধীন নই, নিত্য সম্বোধিপরায়ণ (৩৮৪-৩৮৫)। প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, মিথ্যা কামাচারী, মিথ্যাভাষী, সুরাদি মাদকদ্রব্য সেবনকারী ইহ-পরলোকে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে, চৈতসিক দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু ওইসব থেকে বিরত হলে ইহ-পরলোকে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না, চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে পঞ্চ ভয় ও শত্রুতা প্রশমিত হয়। চার স্রোতাপত্তি অঙ্গ বলতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের এবং অর্হত্ত্বমার্গফললাভী চার যুগল ও অষ্টপুদ্গল বুঝায়। দ্বিতীয় বৈরী সূত্রে অনুরূপ ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আঘাত বস্তু সূত্রে নয় প্রকার আঘাত ও আঘাত নিরসন সূত্রে নয় প্রকারে আঘাত নিরসনের কথা বলা হয়েছে। অনুপূর্ব নিরোধ সূত্রে নয় প্রকার নিরোধের বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন : প্রথম ধ্যানলাভীর কামসংজ্ঞা, দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর বিতর্ক-বিচার, তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি, চতুর্থ ধ্যানলাভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানলাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চনায়তন ধ্যানলাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানলাভীর আকিঞ্চনায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানলাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়।

২২. **মহাবর্গে** অনুপূর্ব বিহার সূত্রে প্রথম চার ধ্যান লাভ করে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে এবং ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে

ক্রোধসংজ্ঞা অতিক্রম করে নানাত্ব-সংজ্ঞাসমূহের প্রতি অমনোযোগী হয়ে ‘অনন্ত আকাশ’ সংজ্ঞায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে। ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে ‘অনন্ত বিজ্ঞান’ সংজ্ঞায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। সে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে ‘কিছুই না’ সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে, সে সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। এসবই অনুপূর্ব বিহার। দ্বিতীয় অনুপূর্ব সূত্রেও উপরোক্ত বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিধান সুখ সূত্রে পঞ্চ কামগুণের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন : চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয়, গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ প্রলোভনদায়ক, আনন্দদায়ক, মনোরম, প্রিয়রূপ, কাম ও আকাঙ্ক্ষার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ ছাড়া প্রথম চার ধ্যান এবং আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসহ সর্বমোট নয়টি ধ্যানের বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। গাভী উপমা সূত্রে একটি অদক্ষ গাভী ও একজন অদক্ষ ভিক্ষু এবং একটি দক্ষ গাভী ও একজন দক্ষ ভিক্ষুর উপমার মাধ্যমে প্রথম চার ধ্যান ও পঞ্চ ধ্যানসহ মোট নয় প্রকার ধ্যান লাভের কথা ব্যক্ত হয়েছে। পরে সমাপত্তিলাভী ভিক্ষুর অলৌকিক শক্তি লাভ তদ্বারা কিরূপ অকল্পনীয় কর্ম সাধন করা সম্ভব তা ব্যক্ত হয়েছে। ধ্যান সূত্রে বিস্তৃতভাবে প্রথম চার ধ্যান ও পরে পঞ্চ ধ্যানসহ নয় প্রকার ধ্যান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আনন্দ সূত্রেও সংজ্ঞী-অসংজ্ঞী, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চনায়তন, ইত্যাদির বর্ণনা আছে। লোকায়তিক সূত্রে সর্বদর্শী পূরণকশ্যপের জ্ঞানদর্শন সম্পর্কে বুদ্ধের ব্যাখ্যা, পঞ্চ কামগুণ, প্রথম চার ধ্যান ও পঞ্চধ্যান সহ মোট নয় প্রকার ধ্যানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেবাসুর সংগ্রাম সূত্রে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যে সংগ্রাম হয়েছিল তাকে ভিত্তি করে নয় প্রকার ধ্যান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নাগ সূত্রে পঞ্চ নীবরণ, প্রজ্ঞা দ্বারা পঞ্চ নীবরণের মতো উপক্লেশ সমূহ ক্ষয় করে প্রথম চার ধ্যান ও পরবর্তী পঞ্চধ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে। তপস্‌সু সূত্রে ভগবানের সম্বোধি লাভের পূর্ব অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে প্রথম চার ধ্যান ও পাঁচ ধ্যান সহ মোট নয় প্রকার ধ্যানের বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২৩. **পঞ্চাল/শ্রামণ্য বর্গের** প্রথম সম্বাধ সূত্রে পঞ্চ কামগুণ বন্ধন বলে

বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর কিভাবে নয় ধ্যান লাভ হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে। কায়সাক্ষী সূত্রে কতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে পুনঃ নয় ধ্যানের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রজ্ঞাবিমুক্ত, উভয়ভাগ-বিমুক্ত, সান্দৃষ্টিক, সন্দৃষ্টিক নির্বাণ, নির্বাণ, পরিনির্বাণ, তদঙ্গ-নির্বাণ, দৃষ্টধর্ম নির্বাণ প্রভৃতি সূত্রে নয় প্রকার ধ্যানের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২৪. **ক্ষেম বর্গে** ক্ষেম সূত্র, ক্ষেম প্রাপ্ত সূত্র, অমৃত সূত্র, অমৃত প্রাপ্ত সূত্র, অভয় সূত্র, অভয় প্রাপ্ত সূত্র, প্রশ্রদ্ধি সূত্র, অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি সূত্র, নিরোধ সূত্র, অনুপূর্ব নিরোধ প্রভৃতি ১০টি সূত্রেই পঞ্চাল বর্গের ন্যায় নয়টি ধ্যানের বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ বর্গের অভব্ব সূত্রে নয়টি কারণ পরিহার না করা পর্যন্ত অর্হত্ত্ব ফল অসম্ভব বলে উক্ত হয়েছে। সেই নয়টি বিষয় হলো : রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, শত্রুতা, ম্রক্ষ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য। এ নয় বিষয় পরিহার করে অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

২৫. **স্মৃতিপ্রস্থান বর্গে** শিক্ষা দৌর্বল্য সূত্রে পাঁচটি বিষয়কে শিক্ষার দুর্বলতা বলে বর্ণিত হয়েছে, যেমন : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তুগ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, সুরা, মদ ইত্যাদি নেশাজনক দ্রব্য সেবন এই দৌর্বল্য পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো, বুদ্ধ শাসনে বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু রূপ উপাদান স্কন্ধকায়ে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমন করে কায়ে কায়ানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। নীবরণ সূত্রে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ওদ্ধত্য নীবরণ, কৌকৃত্য নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ এই পঞ্চ নীবরণ ও এসব পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পঞ্চকামগুণ সূত্রে পাঁচ প্রকার কামগুণের বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন : চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনাউদ্দীপক। এগুলো পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থানের ভাবনা করা প্রয়োজন। উপাদানস্কন্ধ সূত্রে পাঁচ প্রকার উপাদানস্কন্ধের বর্ণনা আছে। সেগুলো হলো : রূপোপাদানস্কন্ধ, বেদনোপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞোপাদানস্কন্ধ, সংস্কারোপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞানোপাদানস্কন্ধ। এগুলো পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। অধোভাগীয় সংযোজন সূত্রে পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন, যেমন : সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ এর বর্ণনা আছে। এগুলো পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান

ভাবনা করা উচিত। সেগুলো হলো, বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান হয়ে রূপস্কন্ধ কায়ে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে কায়ে কায়ানুদর্শী, বেদনোপাদানস্কন্ধে বেদনানুদর্শী, বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধে চিত্তে চিত্তানুদর্শী, সংজ্ঞা ও সংস্কার উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। পঞ্চগতি সূত্রে পাঁচ প্রকার গতির বর্ণনা আছে, যেমন : নিরয়, তির্যগ্‌যোনি, প্রেতযোনি, মনুষ্য ও দেব। পঞ্চগতি পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবা উচিত। মাৎসর্য সূত্রে পাঁচ প্রকার মাৎসর্যের বর্ণনা আছে : আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, ধন মাৎসর্য, ধর্ম মাৎসর্য। পঞ্চ মাৎসর্য পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। উর্ধভাগীয় সংযোজন সূত্রে পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের বর্ণনা আছে। পাঁচ প্রকার হলো : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অভিধ্যা। এই সংযোজন পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা প্রয়োজন। সেগুলো হলো : বুদ্ধ শাসনে বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষুই রূপস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা বা লোভ দৌর্মনস্য দমন করে রূপকায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান... বেদনাস্কন্ধ জগতে... বেদনায় বেদনানুদর্শী... বীর্যবান... বিজ্ঞানস্কন্ধ জগতে... চিত্তে চিত্তানুদর্শী... বীর্যবান... সংজ্ঞা ও সংস্কারস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা-দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন (পৃ. ৪৬৩)। চেতোখিল সূত্রে পাঁচ প্রকার চেতোখিলের বর্ণনা আছে। যেমন, ভিক্ষু শাস্তা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শাস্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না। এসব পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চিত্তবন্ধন সূত্রে চিত্তের বন্ধন পাঁচ প্রকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন : কামে অবীতরাগ, অবীতচ্ছন্দ, অবিগত তৃষ্ণার্থ, অবিগত পরিদাহ, অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত। পঞ্চ চিত্তবন্ধন পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।

২৬. **সম্যকপ্রধান বর্গ :** শিক্ষা সূত্রে শিক্ষার দুর্বলতা পাঁচ প্রকার বলে বর্ণিত হয়েছে। শিক্ষার দুর্বলতা হলো—প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, সুরা-মদ ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন। এগুলো পরিত্যাগের জন্য চতুর্বিধ সম্যক প্রধান ভাবনা করা উচিত। সেগুলো হলো—অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের ক্ষয়ের চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপাদনের চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, সংস্করণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্যায়াম ও দৃঢ়চিত্ত গ্রহণ। চিত্তবন্ধন সূত্রে পঞ্চ চিত্তবন্ধনের

ব্যাখ্যা আছে; যেমন : ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগত পিপাসার্ত, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগততৃষ্ণাযুক্ত—এগুলো হলো চিত্তবন্ধন। পঞ্চ চিত্তবন্ধন পরিহারের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবনা করা উচিত। সেগুলো হলো : অনুৎপন্ন পাপ অকুশল অনুৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের ক্ষয়ের চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনের চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশলধর্মের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য চেষ্টা, উদ্যোগ ব্যায়াম ও দৃঢ় চিত্তগ্রহণ।

২৭. ঋদ্ধিপাদ বর্গ : শিক্ষা সূত্রে পাঁচ প্রকার দুর্বলতা উল্লেখিত—প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, সুরা-মদ ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন। সেগুলো পরিহারের জন্য চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করা উচিত। বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু ছন্দ সমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, বীর্যসমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, চিত্তসমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, বীমংসা সমাধিপ্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে। চিত্তবন্ধন সূত্রে সম্যক প্রধান বর্গের ন্যায় চিত্তবন্ধনের বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে। এ চিত্তবন্ধন পরিহারের জন্য চার ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করা উচিত; যেমন : বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু ছন্দ সমাধি সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে, বীর্যপ্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে, চিত্ত সমাধি সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে, বীমংসা সমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে।

রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধি জন্য অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, ১ম-৪র্থ ধ্যান, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ভাবা উচিত। রাগের যথার্থ জ্ঞান, রাগের পরিত্যাগ, রাগের ক্ষয়, রাগের হ্রাস, রাগের বিরাগ, রাগের নিরোধ, রাগের ত্যাগের জন্য ১ম-৪র্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞান আয়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ও রাগের প্রতিনিসর্গের জন্য নয় ধর্ম ভাবনা করা উচিত। তদ্রূপ দোষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ম্রক্ষ, হিংসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, একগোঁয়েমিতা, মান, অতিমান, মদ, প্রমাদের অভিজ্ঞা, পূর্ণ উপলব্ধি, পরিহার, পরিত্যাগ, ধ্বংস, হ্রাস, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিসর্গের জন্য ১ম-৪র্থ ধ্যান ও আকাশ আয়তন, বিজ্ঞান আয়তন আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ

ভাবনা করা উচিত।

“চিরং তিট্ঠতু সদ্ধম্মো—সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হোক!”

১৭ই অক্টোবর ২০০৫ ইংরেজি

সুমঙ্গল বড়ুয়া
সহযোগী অধ্যাপক
প্রাচ্যভাষা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তরনিকায়

(চতুর্থ খণ্ড)

ক. সপ্তক নিপাত

প্রথম পঞ্চাশক

১. ধনবর্গ

১. প্রথম প্রিয় সূত্র

১.১. আমা দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর[১] জেতবনে[২] অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করতেছিলেন। সে সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "ভিক্ষুগণ," সেই ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভগবান" বলে উত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত বিষয়যুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের (সতীর্থদের) প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয় না, গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয় না[৩]. সপ্ত কী কী?

৩. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, একজন লাভ লোলুপ, সম্মান লোলুপ, সৎকার লোলুপ, বিবেকবর্জিত, হিরি[৪] (পাপে লজ্জা) বিহীন, অনোত্তাপী[৫] (পাপে ভয়হীন), পাপিচ্ছু এবং মিথ্যাদৃষ্টি[৬]সম্পন্ন ভিক্ষুর বিষয় ধরা যাক।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয়যুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয় না, গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয় না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত বিষয় সংযুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয় হয়, মনোজ্ঞ, গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয়। সপ্ত কী কী?

৫. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু লাভ লোলুপ, সম্মান লোলুপ কিংবা বিবেকবর্জিত হয় না, পাপে লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন, অল্পেচ্ছু ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় সংযুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয় হয়, মনোজ্ঞ, গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয়।”

২. দ্বিতীয় প্রিয় সূত্র

২.১. “হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত বিষয়যুক্ত একজন ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়, গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয় না। সপ্ত কী কী?

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু লাভ লোলুপ, সম্মান লোলুপ, খ্যাতি লোলুপ, বিবেকবর্জিত, পাপে লজ্জাহীন ও ভয়হীন, ঈর্ষাপরায়ণ ও মাৎসর্যপরায়ণ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয়যুক্ত একজন ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়, গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হয় না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত বিষয়ে গুণ সমন্বিত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়। সপ্ত কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, একজন ভিক্ষু লাভ লোলুপ, সৎকার লোলুপ কিংবা বিবেকবর্জিত হয় না, পাপে লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন, ঈর্ষাবিহীন ও মাৎসর্যবিহীন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয়ে গুণ সমন্বিত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়।”

৩. সংক্ষিপ্ত বল সূত্র

৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বল। সপ্ত বল কী কী?

২. শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, হ্রীবল (পাপে লজ্জা), ঔত্তপ্যবল (পাপে ভয়), স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল[৭]। হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবল।

শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল,হ্রীবল, ঔত্তপ্যবল,
স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞায় হয় সপ্তবল।
ইদৃশ বলে বলীয়ান পণ্ডিত ভিক্ষু সুখেতে যাপেন
জ্ঞানপূর্বক বিচারেন ধর্ম[৮], প্রজ্ঞায় অর্থ করেন দর্শন,
নির্বাপিত প্রদীপতুল্য[৯] হন তিনি বিমুক্ত অন্তরে।”

৪. বিস্তৃত বল সূত্র

৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বল। সপ্ত কী কী?

২. শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, হিরিবল, ঔত্তপ্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবল কিরূপ?

৩. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতের বোধিকে এ বলে শ্রদ্ধা করে : সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী, দেবমনুষ্যদের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান[১০]. হে ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় শ্রদ্ধাবল।

এবং হে ভিক্ষুগণ, বীর্যবল কিরূপ?

৪. হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক অকুশল ধর্মসমূহ ক্ষয় করার জন্য আরব্ধবীর্য হয়ে বিহার করে, কুশলধর্মসমূহ অর্জনের জন্য, শক্তিশালী, দৃঢ় পরাক্রমী হয়, কুশলধর্মসমূহ অপরিত্যাগী হয়ে বিহার করে। হে ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় বীর্যবল।

এবং হে ভিক্ষুগণ, হিরিবল কিরূপ?

৫. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক লজ্জাশীল হয়, কায়-বাক্য-মন দ্বারা দুষ্কর্ম সম্পাদনে[১১] লজ্জাশীল হয়, পাপ অকুশল ধর্মসমূহের অধীন হতে লজ্জা করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় হিরিবল।

এবং হে ভিক্ষুগণ, ঔত্তপ্যবল কিরূপ?

৬. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, আর্যশ্রাবক পাপে ভয়শীল হয়, কায়-বাক্য-মন দ্বারা দুষ্কর্ম সম্পাদনে ভয় করে, পাপ অকুশল ধর্মসমূহের অধীন হতে ভয় করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় ঔত্তপ্যবল।

এবং স্মৃতিবল কীরূপ ভিক্ষুগণ?

৭. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক স্মৃতিমান হয়, পরম স্মৃতি আধিপত্য লাভী হয়, দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ এবং অনুস্মরণ[১২] করে। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় স্মৃতিবল।

এবং হে ভিক্ষুগণ, সমাধিবল কিরূপ?

৮. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে ধ্যান স্তরে উপনীত হলে আর্যগণ "উপেক্ষক, স্মৃতিমান সুখবিহারী" বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহীন পূর্বেই

মানসিক দৌর্মনস্য সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়, সেই না-সুখ না-দুঃখ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান[১৩] লাভ করে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সমাধিবল।

এবং হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবল কিরূপ?

৯. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখ ক্ষয়গামিনী আর্যোচিত নির্বেদ[১৪] (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় প্রজ্ঞাবল।

হে ভিক্ষুগণ, এ হলো সপ্ত বল।

শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, হিরিবল, ঔত্তপ্যবল,
স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞায় হয় সপ্তবল।
ঈদৃশ বলে বলীয়ান পণ্ডিত ভিক্ষু সুখেতে যাপেন,
জ্ঞানপূর্বক বিচারেন ধর্ম, প্রজ্ঞায় অর্থ করেন দর্শন।
নির্বাপিত প্রদীপতুল্য হন তিনি বিমুক্ত অন্তরে।”

৫. সংক্ষিপ্ত ধন সূত্র

৫.১. হে ভিক্ষুগণ, এই সাত প্রকার ধন। সাত কী কী?

২. শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হিরিধন, ঔত্তপ্যধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন[১৫]।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ ধন।
শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হিরি, ঔত্তপ্যধন,
শ্রুত, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা হয় সপ্তম।
স্ত্রী বা পুরুষ এ ধন আছে যার,
অদরিদ্র বলে তাকে, জীবন হয় অমোঘ তার।
তাইতো শ্রদ্ধা, শীল ও প্রসাদ ধর্ম দর্শন,
করেন অনুসরণ মেধাবীজন স্মরিয়া বুদ্ধের বচন[১৬]।

৬. বিস্তৃত ধন সূত্র

৬.১. হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত ধন। সপ্ত কী কী?

২. শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হিরিধন, ঔত্তাপ্যধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন।

এবং শ্রদ্ধাধন কীরূপ, ভিক্ষুগণ?

৩. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতের বোধিকে এ বলে শ্রদ্ধা করে : সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন,

সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান। হে ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় শ্রদ্ধাধন।

এবং হে ভিক্ষুগণ, শীলধন কিরূপ?

৪. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যা কথন হতে বিরত হয়, সুরা-মদ্যপান ইত্যাদি নেশাপান প্রতিবিরত হয়। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় শীলধন।

এবং ভিক্ষুগণ, হিরিধন কিরূপ?

৫. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক লজ্জাশীল হয়, কায়-বাক্য-মন দ্বারা দুষ্কর্ম সম্পাদনে লজ্জাশীল হয়, পাপ অকুশল ধর্মসমূহের অধীন হতে লজ্জা করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় হিরিধন।

এবং ভিক্ষুগণ, ঔত্তপ্যধন কিরূপ?

৬. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক পাপে ভয়শীল হয়, কায়-বাক্য-মন দ্বারা দুষ্কর্ম সম্পাদনে ভয় করে, পাপ অকুশল ধর্মসমূহের অধীন হতে ভয় করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় ঔত্তপ্যধন।

এবং ভিক্ষুগণ, শ্রুতধন কী?

৭. হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বহুশ্রুত[১৭] হয়, শ্রুতধর, শ্রুত বিষয়ের সঞ্চয় এবং যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, সার্থক সব্যঞ্জন, পুরোপুরি পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য বলতে পারে, তাদৃশ ধর্মে বহুশ্রুত হয়, মনে ধারণকারী, বাক্যদ্বারা পরিচিত, মন দ্বারা সতর্কভাবে দৃষ্ট, সম্যক দৃষ্টি দ্বারা প্রতিবিদ্ধ। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় শ্রুতধন।

হে ভিক্ষুগণ, ত্যাগধন কী?

৮. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বিগত মাৎসর্যমল চেতনাযুক্ত হয়ে বিহার করে, মুক্ত দানশীল, মুক্তহস্ত, আনন্দিত মনে (প্রফুল্লভাবে) দানকারী, যাচঞাকারীর অনুনয়ে দান করতে প্রস্তুত, প্রফুল্ল দাতা। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় ত্যাগধন।

এবং প্রজ্ঞাধন কী ভিক্ষুগণ?

৯. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ একে বলা হয় প্রজ্ঞাধন।

হে ভিক্ষুগণ, এ হলো সপ্তধন।

শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হিরি, ঔত্তপ্যধন,

শ্রুত, ত্যাগসহ প্রজ্ঞা হয় সপ্তম।
স্ত্রী কিংবা পুরুষ এ ধন আছে যার,
অদরিদ্র বলে তাকে জীবন হয় অমোঘ তার।
তাই তো শ্রদ্ধা, শীল ও প্রসাদ ধর্ম দর্শন,
করেন অনুসরণ মেধাবীজন স্মরিয়া বুদ্ধের অনুশাসন।"

৭. উগ্র সূত্র

৭.১. অতঃপর রাজার মহামাত্য উগ্গ[১৮] ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট রাজ মহামাত্য উগ্গ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আশ্চর্য! ভন্তে, অদ্ভুত! ভন্তে। মিগার রোহণেয়্য[১৯] কত আঢ্যসম্পন্ন, মহাধনী, মহা ভোগশালী!" "উগ্গ, মিগার রোহণেয়্য কীরূপ মহা ধনাঢ্য, কীরূপ মহা ভোগশালী? "ভন্তে, শত শত, সহস্র স্বর্ণের অধিকারী এবং রৌপ্যের পরিমাণ কে বলতে পারে?" "কিন্তু উগ্গ, তা সত্যিই কি ধন? না, এ কথা আমি বলি না। কিন্তু উগ্গ, সে ধন অগ্নি, জল, রাজা, চোর, শত্রু, উত্তরাধিকারীদের অধীন। উগ্গ, এই সপ্তবিধ ধন অগ্নি, জল, রাজা, চোর, শত্রু, উত্তরাধিকারীদের অধীন নহে। সপ্ত কী কী? শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হিরিধন, ঔত্তপ্যধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন। উগ্গ, এই সপ্তবিধ ধন অগ্নি, জল, রাজা, চোর, শত্রু, উত্তরাধিকারীদের অধীন নহে।

শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হিরি, ঔত্তপ্যধন,
শ্রুত, ত্যাগসহ প্রজ্ঞা হয় সপ্তম।
স্ত্রী কিংবা পুরুষ যার এ ধন আছে,
সে হয় মহাধনী, অজেয় দেব মনুষ্যলোকে।
তাইতো শ্রদ্ধা, শীল ও প্রসাদ ধর্মদর্শন,
করেন অনুসরণ মেধাবীজন স্মরিয়া বুদ্ধের বচন।

৮. সংযোজন[২০] সূত্র

৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ সংযোজন (বন্ধন)। সপ্ত কী কী?

২. অনুনয় সংযোজন (সম্মতি সংযোজন), প্রতিঘ (ক্রোধ) সংযোজন, দৃষ্টি সংযোজন, বিচিকিৎসা (সন্দেহ, অনিশ্চয়তা) সংযোজন, মান (অহমিকা) সংযোজন, ভবরাগ (পার্থিব কামনা-বাসনার সংযোজন), অবিদ্যা সংযোজন।

"হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত সংযোজন।"

৯. সংযোজন প্রহীন সূত্র

৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত সংযোজন মুক্ত হয়ে, উচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়। সপ্ত কী কী?

২. অনুনয় সংযোজন মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; প্রতিঘ সংযোজন সমুচ্ছেদ করে, মুক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; দৃষ্টি সংযোজন মুক্ত হয়ে, প্রতিঘ সংযোজন সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; বিচিকিৎসা সংযোজন মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; মান সংযোজন মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; ভবরাগ সংযোজন মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; অবিদ্যা সংযোজন মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত সংযোজন (বন্ধন) মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করেই ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়। যখন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনুনয় সংযোজন মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ[২১] সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; প্রতিঘ সংযোজন মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; দৃষ্টি সংযোজন মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ-সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; বিচিকিৎসা (সন্দেহ) সংযোজন মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; মান (অভিমান) সংযোজন মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; ভবরাগ (পার্থিব কামনা-বাসনা) সংযোজন মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) সংযোজন প্রহীন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; তখন হে ভিক্ষুগণ, সে ভিক্ষু তৃষ্ণা ছিন্ন করেছে, সংযোজন ছিন্ন করেছে বলে কথিত এবং পুরোপুরি মান উপলব্ধি করে দুঃখের অন্তসাধন করেছে"[২২]।

১০. মাৎসর্য সূত্র

১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত সংযোজন। সপ্ত কী কী?

২. অনুনয় সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন, দৃষ্টি সংযোজন, বিচিকিৎসা সংযোজন, মান সংযোজন, ঈর্ষা সংযোজন, মাৎসর্য (লোভ) সংযোজন।

ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত সংযোজন।"

[ধনবর্গ প্রথম সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দ্বিবিধ প্রিয়, দ্বি বল, ধন (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত)
উগ্র সংযোজন এবং সংযোজন প্রহীন, মাৎসর্য।

২. অনুশয় (ঝোঁক) বর্গ

১. প্রথম অনুশয় সূত্র

১১. হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত অনুশয়[১] (ঝোঁক)। সপ্ত কী কী?

কামরাগানুশয় (কাম পরিভোগের প্রবৃত্তি), প্রতিঘ অনুশয় (ক্রোধপ্রবৃত্তি), দৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, মানানুশয় (অহমিকা প্রবৃত্তি), ভবরাগানুশয় (কামনা-বাসনা প্রবৃত্তি), অবিদ্যানুশয় (অজ্ঞানতামূলক প্রবৃত্তি)।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত অনুশয়।"

২. দ্বিতীয় অনুশয় সূত্র

১২. হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত অনুশয় মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়। সপ্ত কী কী?

কামরাগানুশয় প্রহীন করে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; প্রতিঘানুশয় প্রহীন করে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; দৃষ্টানুশয় প্রহীন করে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; বিচিকিৎসানুশয় প্রহীন করে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; মানানুশয় প্রহীন করে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়। ভবরাগানুশয় (জন্মলাভের অনুরাগানুশয়) প্রহীন করে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়; অবিদ্যানুশয় মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করতে হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত অনুশয় মুক্ত হয়ে, সমুচ্ছেদ করে ব্রহ্মচর্য জীবন

যাপন করতে হয়। হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু কামরাগানুশয় মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, তা পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; প্রতিঘানুশয় মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, তা পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; দৃষ্টানুশয় মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, তা পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; বিচিকিৎসানুশয় মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; মানানুশয় মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, তা পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; ভবরাগানুশয় মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, তা পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে; অবিদ্যানুশয় মুক্ত হয়, সমূলে ছিন্ন হয়, ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয়, তা পুনঃ উৎপত্তিতে অসমর্থ, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তির হেতুতে পরিণত হয়েছে। তখন হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু তৃষ্ণা ছিন্ন করেছে, সংযোজন (বন্ধন) ছিন্ন করেছে বলে কথিত এবং পুরোপুরি মান উপলব্ধি করে" দুঃখের অন্তসাধন করেছে।"

৩. কুল[২] সূত্র

১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত আচরণসম্পন্ন কোনো পরিবারে (পূর্বে) পরিভ্রমিত না হয়ে পরিভ্রমণ করা কিংবা পরিভ্রমিত না হয়ে উপবেশন করা অনুপযুক্ত। সপ্ত কী কী?

২. আনন্দ চিত্তে যারা আসন হতে উঠে না, প্রফুল্ল মনে যারা অভিবাদন করে না কিংবা আনন্দ মনে আসন প্রদান করে না, তা গোপন করে, অনেক থেকে অল্পই দেয়, প্রণীত (উৎকৃষ্ট) হতে মোটা অন্ন প্রদান করে, অসম্মান করে প্রদান করে, সম্মানের সাথে নহে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত আচরণসম্পন্ন কোনো পরিবারে (পূর্বে) পরিভ্রমিত না হয়ে পরিভ্রমণ করা কিংবা পরিভ্রমিত না হয়ে উপবেশন করা অনুপযুক্ত।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত আচরণসম্পন্ন কোনো পরিবারে (পূর্বে) পরিভ্রমিত হয়ে পরিভ্রমণ করা কিংবা পরিভ্রমিত হয়ে উপবেশন করা উপযুক্ত। সপ্ত কী কী?

৪. যারা আনন্দ চিত্তে আসন থেকে উঠে সম্মান করে, প্রফুল্ল মনে

অভিবাদন করে কিংবা প্রীতিযুক্ত মনে আসন প্রদান করে, তা গোপন করে না, বহু হতে বহু দেয়, উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টই প্রদান করে, সম্মানপূর্বক প্রদান করে, অসম্মানের সাথে নহে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত আচরণসম্পন্ন কোনো পরিবারে (পূর্বে) পরিভ্রমিত হয়ে পরিভ্রমণ করা কিংবা পরিভ্রমিত হয়ে উপবেশন করা সমীচীন।"

৪. পুদ্গল সূত্র

১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ এই সপ্ত পুদ্গল (ব্যক্তি) আহ্বানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দ্রব্যসামগ্রী দানের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় ও জগতে অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুণ্যক্ষেত্র। সপ্ত কী কী?

২. উভয়ভাগ[৩] বিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত, কায়সাক্ষী (কায়দর্শনকারী), দৃষ্টিপ্রাপ্ত (সম্যক দৃষ্টিলাভী), শ্রদ্ধাবিমুক্ত, ধর্মানুসারী, শ্রদ্ধানুসারী।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ পুদ্গল (ব্যক্তি) আহ্বানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দ্রব্যসামগ্রী দানের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় ও জগতে অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) পুণ্যক্ষেত্র।"

৫. উদকোপম[৪] সূত্র

১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে এই সপ্ত উদকোপম পুদ্গল বিদ্যমান। সপ্ত কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি একবার জলে নিমগ্ন হয়ে নিমজ্জিত হয়, কেউ জল হতে উত্থিত হয়ে পুনঃ জলে নিমজ্জিত হয়, কেউ জলোত্থিত হয়ে স্থিত হয়, কেউ জল হতে উঠে দর্শন করে বিলোকন করে, কেউ জল হতে উঠে পার হয়ে যায়, কেউ উঠে কঠিন মাটিতে পৌঁছে যায়, কেউ উত্তীর্ণ হয়, উত্তীর্ণ হয়ে পারগত হয় এবং ব্রাহ্মণ উচ্চ মাটিতে স্থিত হয়[৫.] হে ভিক্ষুগণ, একবার নিমজ্জিত হয়ে নিমজ্জিত হয় পুদ্গল কিরূপ?

৩. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, কেউ কেউ পুরোপুরি কাল অকুশল ধর্মসম্পন্ন হয়। এরূপে হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি একবার নিমজ্জিত হয়ে নিমজ্জিত হয়। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি উত্থিত হয়ে পুনঃ নিমজ্জিত, তা কিরূপ?

৪. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি জল হতে উত্থিত হয়ে এরূপ চিন্তা করে—কুশলধর্মে সাধু শ্রদ্ধা, সাধু হিরি (পাপে লজ্জা), সাধু ঔত্তপ্য, সাধু বীর্য, সাধু প্রজ্ঞা কুশল ধর্মে। তার সে শ্রদ্ধা স্থায়ী থাকে না কিংবা বর্ধিত হয় না, ক্ষয় হয়ে থাকে। তার সে হিরি (পাপে লজ্জা) স্থায়ী থাকে না কিংবা

বর্ধিত হয় না, ক্ষয় হয়ে থাকে; তার সে ঔত্তপ্য (পাপে ভয়) স্থায়ী থাকে না কিংবা বর্ধিত হয় না, ক্ষয় হয়ে থাকে; তার বীর্য স্থায়ী থাকে না কিংবা বর্ধিত হয় না, ক্ষয় হয়ে থাকে; সে প্রজ্ঞা স্থায়ী হয় না কিংবা বর্ধিত হয় না কিন্তু হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এরূপে, হে ভিক্ষুগণ, পুদ্গল উত্থিত হয়ে নিমজ্জিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, পুদ্গল উত্থিত হয়ে স্থিত হয় কিরূপ?

৫. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, কোনো কোনো ব্যক্তি জল হতে উত্থিত হয়ে চিন্তা করেঃ কুশল বীর্যে সাধু শ্রদ্ধা, সাধু হিরি, সাধু ঔত্তপ্য, সাধু বীর্য, সাধু প্রজ্ঞা কুশল ধর্মে। তার সে শ্রদ্ধা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না কিংবা বর্ধিত হয় না কিন্তু স্থিত থাকে। এরূপ হে ভিক্ষুগণ, পুদ্গল উত্থিত হয়ে স্থিত হয়। এবং হে ভিক্ষুগণ, পুদ্গল উত্থিত হয়ে দর্শন করে, বিলোকন করে তা কিরূপ?

৬. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল উত্থিত হয়ে চিন্তা করে, কুশল ধর্মে সাধু শ্রদ্ধা,... সাধু হিরি,... সাধু, ঔত্তপ্য,... সাধু বীর্য,... সাধু প্রজ্ঞা কুশল ধর্মে। সে ত্রি-সংযোজন[৬] (বন্ধন) ক্ষয় করে স্রোতাপন্ন হয়, পতনশীল হয় না, নিশ্চিত সম্বোধিপরায়ণ[৭] (সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার লক্ষ্যস্থলে) হয়। হে ভিক্ষুগণ, এরূপ ব্যক্তি উত্থিত হয়ে দর্শন করে, বিলোকন করে। এবং হে ভিক্ষুগণ, ব্যক্তি উত্থিত হয়ে পার হয় তা কিরূপ?

৭. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি উত্থিত হয়ে চিন্তা করে—কুশল ধর্মে সাধু শ্রদ্ধা, কুশলধর্মে সাধু হিরি, কুশলধর্মে সাধু ঔত্তপ্য, কুশলধর্মে সাধু বীর্য, কুশলধর্মে সাধু প্রজ্ঞা। সে ত্রি-সংযোজন ক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করে সকৃদাগামী হয় যে একবার মাত্র জগতে প্রত্যাবর্তন করে দুঃখের পরিসমাপ্তি করে[৮]. ভিক্ষুগণ, এরূপ পুদ্গল উত্থিত হয়ে পার হয়। এবং হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি উত্থিত হয়ে কঠিন মাটিতে পৌঁছে যায় তা কিরূপ?

৮. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি উত্থিত হয়ে চিন্তা করে—কুশল ধর্মে সাধু শ্রদ্ধা, কুশলধর্মে সাধু হ্রী, কুশলধর্মে সাধু ঔত্তপ্য, কুশলধর্মে সাধু বীর্য, কুশলধর্মে সাধু প্রজ্ঞা। সে পঞ্চ নিম্নতর জগতের বন্ধন[৯] ছিন্ন করে ঔপপাতিক[১০] (আপনা হতেই জন্ম নেয়) হয়, সেখান থেকে এ জগতে আর আগমন করে না, সেখান থেকে পরিনির্বাণ লাভ করে। এরূপ হে ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল উত্থিত হয়ে কঠিন মাটিতে পৌঁছে জয় লাভ করে। এবং হে ভিক্ষুগণ, উত্থিত হয়ে উত্তীর্ণ, পারগত, স্থলে স্থিত হয় ব্রাহ্মণ কিরূপ?

৯. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল উত্থিত হয়ে চিন্তা করে—কুশল ধর্মে সাধু শ্রদ্ধা, কুশলধর্মে সাধু হিরি, কুশলধর্মে সাধু ঔত্তপ্য, কুশলধর্মে সাধু

বীর্য, কুশলধর্মে, সাধু প্রজ্ঞা। সে আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্তভাবে চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি দৃষ্টধর্মে (এ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এরূপ ব্যক্তি উত্থিত হয়ে উত্তীর্ণ, পারগত, স্থলে স্থিত হয় ব্রাহ্মণ।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত উদকোপম ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।”

৬. অনিত্যানুদর্শী সূত্র

১৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত পুদ্গল জগতে আহ্বানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। সপ্ত কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল সর্ব সংস্কারে অনিত্যদর্শী হয়ে বিহার করে, অনিত্য সংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য প্রতিসংবেদী (উপলব্ধিকারী), সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। সে আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি দৃষ্টধর্মে (ইহ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, এই প্রথম ব্যক্তি যে আহ্বানের যোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দক্ষিণালাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো পুদ্গল সর্ব সংস্কারে অনিত্যদর্শী হয়ে বিহার করে অনিত্য সংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য প্রতিসংবেদী, সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। তার একই সময়ে আসক্তি ক্ষয় এবং জীবন অবসান ঘটে, একটা পূর্বে এবং অপরটা পরে নহে। হে ভিক্ষুগণ, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, কোনো পুদ্গল সর্ব সংস্কারে অনিত্যদর্শী হয়ে বিহার করে, অনিত্য সংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য প্রতিসংবেদী (উপলব্ধিকারী), সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন (যেগুলো নীচলোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ক্ষয় করে অন্তরা পরিনির্বাণ (মধ্যপথে পরিনির্বাণ) লাভ করে। এইটা তৃতীয় ব্যক্তি যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

৫. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, কোনো পুদ্গল সর্বসংস্কারে অনিত্যদর্শী হয়ে বিহার করে, অনিত্য সংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য প্রতিসংবেদী, সতত, অনবরত,

নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন ক্ষয় করে উপহত পরিনির্বাণ (সময় হ্রাসে পরিনির্বাণ) লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এইটা চতুর্থ ব্যক্তি যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

৬. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, কোনো পুদ্গল সর্বসংস্কারে অনিত্যদর্শী হয়ে বিহার করে, অনিত্য সংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য প্রতিসংবেদী, সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন ক্ষয় করে অসংস্কার (বিনাকষ্টে) পরিনির্বাণ লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা পঞ্চম ব্যক্তি যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

৭. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো পুদ্গল সর্বসংস্কারে অনিত্যদর্শী হয়ে বিহার করে, অনিত্য সংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য প্রতিসংবেদী, সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন ক্ষয় করে সসংস্কার পরিনির্বাণ[১১] (সামান্য কষ্ট বিদ্যমান থাকা অবস্থায়) লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এটা ষষ্ঠ ব্যক্তি যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

৮. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো পুদ্গল সর্বসংস্কারে অনিত্যদর্শী হয়ে বিহার করে, অনিত্য সংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য প্রতিসংবেদী (উপলব্ধিকারী), সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন (যেগুলো নীচ লোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ক্ষয় করে ঊর্ধ্বগামী হয়, অকনিষ্ঠগামী[১২] হয় (সর্বোচ্চ স্থানে গমন করে)। হে ভিক্ষুগণ, এটা সপ্তম ব্যক্তি যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত পুদ্গল আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"

৭-৯. দুঃখ, অনাত্মা, নির্বাণ সূত্র

১৭-১৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত পুদ্গল আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সপ্ত

কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল সর্ব সংস্কারে দুঃখানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল সর্বধর্মে অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল নির্বাণে সুখানুদর্শী হয়ে বিহার করে, সুখসংজ্ঞী (সুখ সংজ্ঞাযুক্ত), সুখ প্রতিসংবেদী (সুখ উপলব্ধিকারী), সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। সে আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে (ইহ জীবনে) স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, এই প্রথম পুদ্গল যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল নির্বাণে সুখানুদর্শী হয়ে বিহার করে, সুখসংজ্ঞী, সুখ প্রতিসংবেদী, সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। তার একই সময়ে আসক্তি ক্ষয় হয় এবং জীবন অবসান ঘটে। সে দ্বিতীয় পুদ্গল যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল নির্বাণে সুখানুদর্শী হয়ে বিহার করে, সুখসংজ্ঞী, সুখ প্রতিসংবেদী, সতত, অনবরত, নিরবচ্ছিন্ন চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন (যেগুলি নীচলোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ক্ষয় করে অন্তরা পরিনির্বাণ (মধ্যপথে পরিনির্বাণ) লাভ করে। এটা তৃতীয় পুদ্গল যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান লাভের যোগ্য, জগতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন (যেগুলি নীচলোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ক্ষয় করে উপহত (সময় হ্রাসে) পরিনির্বাণ লাভ করে। এটা চতুর্থ পুদ্গল, যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের পঞ্চ সংযোজন (যেগুলি নীচলোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ক্ষয় করে অসংস্কার পরিনির্বাণ (বিনাকষ্টে, অতি কষ্ট ব্যতীত) লাভ করে। এটা ভিক্ষুগণ, পঞ্চম পুদ্গল যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন (যেগুলি নীচলোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ক্ষয় করে সসংস্কার পরিনির্বাণ (সামান্য কষ্টে পরিনির্বাণ) লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এটা ষষ্ঠ পুদ্গল যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। সে নিম্নতর জগতের পঞ্চ সংযোজন

(যেগুলি নীচলোকে পুনর্জন্ম লাভে বাধ্য করে) ক্ষয় করে উর্ধ্বগামী হয়, অকনিষ্ঠগামী (সর্বোচ্চ স্থানে) হয়। হে ভিক্ষুগণ, এটা সপ্তম পুদ্গল যে আহ্বানের যোগ্য, প্রহ্বানের যোগ্য, দান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।”

১০. প্রশংসা বস্তু সূত্র

২০.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত প্রশংসা ক্ষেত্র। সপ্ত কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তীব্র উৎসুক ও শিক্ষা গ্রহণকালে তার উৎসাহ ভাটা পড়ে না, সে ধর্ম প্রতিপালনে তীব্র উৎসুক এবং ধর্ম প্রতিপালনকালে তার উৎসাহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সে ইচ্ছা বিনয়ে অতি উৎসুক এবং ইচ্ছা বিনয়, প্রতিপালনকালে তার ছন্দ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, সে নির্জনবাসে তীব্র উৎসুক এবং নির্জনবাসকালে তার উৎসাহ প্রহীন হয় না, সে বীর্যারম্ভে তীব্র উৎসুক এবং বীর্যারম্ভকালে তার উৎসাহ ভাটা পড়ে না, সে স্মৃতিশীলতা আয়ত্তে তীব্র উৎসুক এবং স্মৃতিশীলতা আয়ত্তকালে তার উৎসাহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সে দৃষ্টি প্রতিবিদ্ধিকরণে প্রগাঢ় উৎসুক এবং দৃষ্টি প্রতিবিদ্ধকরণকালে তার উৎসাহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।[১৩]

ভিক্ষুগণ, এই হলো সপ্ত প্রশংসার ক্ষেত্র।”

[অনুশয়-বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দ্বিবিধ অনুশয়, কুশল, উদকোপম পুদ্গল,
অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও নির্বাণ, প্রশংসার ক্ষেত্র।

৩. বজ্জী[১] বর্গ

১. সারন্দদ সূত্র

২১.১. আমা কর্তৃক এরূপ শ্রুত, একসময় ভগবান বৈশালীর[২] সারন্দদ[৩] চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহু সংখ্যক লিচ্ছবী ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট সেই লিচ্ছবীগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, “ওহে লিচ্ছবীগণ, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম, দেশনা করব, তা মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর, আমি বলতেছি। সেই লিচ্ছবীগণ “সাধু ভন্তে” বলে শুনতে মনোযোগী হলে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে লিচ্ছবীগণ, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম কী কী? যতদিন লিচ্ছবী ও বজ্জিগণ সর্বদা সম্মিলিত হবে, সর্বদা সম্মিলিত হতে সংকোচ বোধ না করবে ততদিন লিচ্ছবি ও বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। লিচ্ছবি ও বজ্জিগণ যতদিন একতাবদ্ধ হয়ে নিয়ত সম্মিলিত হবে ও একমত হয়ে এক সঙ্গে আসন হতে উঠবে, সব বজ্জী তাদের কর্তব্য কাজ একমত হয়ে সম্পাদন করবে ততদিন লিচ্ছবির বজ্জিদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। যতদিন লিচ্ছবির বজ্জিরা তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করবে না, প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমুচ্ছেদ করবে না, যথা প্রজ্ঞাপ্ত পৌরাণিক বজ্জী রাজধর্মের অনুবর্তী হয়ে চলবে ততদিন লিচ্ছবীর বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। যতদিন পর্যন্ত লিচ্ছবীর বজ্জিরা বজ্জিদের মধ্যে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, বজ্জিগণ তাঁদের প্রতি সৎকার সমাদর করবে, গৌরব করবে, সম্মান ও পূজা করবে এবং তাঁদের হিতোপদেশ মেনে চলা উচিত মনে করবে ততদিন লিচ্ছবীর বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। লিচ্ছবীর বজ্জিরা ততদিন যারা কুলবধু কুলকুমারী তাদিগকে বলপূর্বক ধরে এনে স্বীয় গৃহে বাস করাবে না ততদিন লিচ্ছবির বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। যতদিন বজ্জিগণ তাদের স্বীয় নগরে ও বহির্নগরে বজ্জী রাজাদের যে সকল চৈত্য আছে তৎসমুদয়ের সৎকার করবে, গৌরব করবে, সম্মান ও পূজা করবে এবং দেব সেবার্থে প্রদত্ত রাজস্ব ফিরিয়ে নেবে না ও পূর্বকৃত ধর্মত পূজার পরিহানি করবে না ততদিন লিচ্ছবীর বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। যতদিন লিচ্ছবীর বজ্জিগণ অর্হৎগণের প্রতি ধর্মত রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করবে যাতে অনাগত অর্হৎগণ রাজ্যে আগমন করে ও আগত অর্হৎগণ রাজ্যে বাস করতে পারে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। যতদিন লিচ্ছবীর বজ্জিগণের মধ্যে এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম প্রচলিত থাকবে এবং বজ্জিগণ এই সপ্ত ধর্মের অনুবর্তী হয়ে চলবে ততদিন বজ্জিদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।

২. বর্ষাকার[৪] সূত্র

২২.১. আমা কর্তৃক এরূপ শ্রুত, একসময় ভগবান রাজগৃহস্থ গৃধ্রকুট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। সে সময়ে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র[৫] অজাতশত্রু বজ্জী রাজদিগকে পরাভূত করতে গমনোদ্যত হন। তিনি এরূপ বলেন, আমি নিশ্চয়ই এরূপ মহতী রাজঋদ্ধিসম্পন্ন মহা প্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ

সাধন করব[৬] বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাব। তাদের উন্নতির ব্যসন সম্পাত করব। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু মগধের মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণকে আহ্বান করলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি ভগবৎ সমীপে গমন করুন এবং তদীয় শ্রীপাদ পদ্মে আমার কথামত শির দ্বারা বন্দনা করে তাঁর নীরোগতা, রোগাতঙ্কহীনতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবল শরীরে, নিরাপদে বিহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করুন এবং এটাও বলুন, "ভন্তে, মগধের রাজা বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে মস্তক স্থাপন পূর্বক বন্দনা করতেছেন। ভগবান নীরোগ, রোগাতঙ্কহীন হয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে, সবল শরীরে নিরাপদে বিহার করতেছেন কি না জিজ্ঞাসা করতেছেন" এবং এও নিবেদন করুন, "ভন্তে, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জিগণকে পরাভূত করতে গমনেচ্ছু। তিনি এরূপ ঘোষণা করেছেন, আমি নিশ্চয়ই এরূপ মহতী রাজঋদ্ধিসম্পন্ন মহা প্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ সাধন করব, বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাব, তাদের উন্নতির ব্যসন (ধ্বংস) ঘটাব," ভগবান আপনার নিকট যেরূপ প্রকাশ করেন তা ভালোভাবে শিক্ষা করে আমাকে প্রকাশ করবেন। তথাগতগণ কখনো মিথ্যা বলেন না।"

"এরূপ হোক" বলে মগধ মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রুর আদেশে সম্মত হয়ে ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে প্রীত্যালাপ করলেন, সাদর সম্ভাষণ ও সদালাপ শেষ করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। একপার্শ্বে উপবেশন করে মগধের মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ নিবেদন করলেন, "ভো গৌতম, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবান গৌতমের শ্রীপাদ পদ্মে মস্তক স্থাপন পূর্বক বন্দনা করতেছেন এবং ভবদীয় নীরোগ ও রোগাতঙ্কহীন হয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে সবল শরীরে নিরাপদ বিহার জিজ্ঞাসা করছেন। ভো গৌতম, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জিদিগকে পরাভূত করতে গমনোদ্যত। তিনি এরূপ ঘোষণা করেছেন, "আমি নিশ্চয়ই এরূপ মহতী রাজঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাপ্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ সাধন করব। বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাব, তাদের উন্নতির মূল আমি ধ্বংস সাধন করব।"

২. সে সময় আয়ুষ্মান (শ্রদ্ধেয়) আনন্দ ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ভগবানকে ব্যজন করতেছিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করলেন, "হে আনন্দ, তুমি কি শুনেছ যে, বজ্জিগণ সর্বদা সম্মিলিত হয়, তারা একত্রবহুল?" "হ্যাঁ ভন্তে, আমি শুনেছি যে, বজ্জিগণ সর্বদা

সম্মিলিত হয়, সর্বদা সম্মিলিত বহুল।” “আনন্দ, বজ্জিগণ যতদিন সর্বদা সম্মিলিত হবে, সম্মিলিতবহুল থাকবে ততদিন হে আনন্দ, বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করেছ যে, বজ্জিগণ একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হয়, সকলে একমত হয়ে একই সঙ্গে বৈঠক হতে উত্থান করে, একতাবদ্ধ হয়ে বজ্জিদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে?” “ভন্তে, আমি শুনেছি যে, বজ্জিগণ একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হয়, সকলে একমত হয়ে একই সঙ্গে বৈঠক হতে উত্থান করে, একতাবদ্ধভাবে বজ্জিদের করণীয় কাজ সম্পাদন করে।” “হে আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ একতাবদ্ধভাবে সম্মিলিত হবে, একমত হয়ে এক সঙ্গে বৈঠক হতে উঠবে, একতাবদ্ধ হয়ে বজ্জিদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করবে ততদিন বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করেছ যে, বজ্জিগণ পূর্বে যে বিধি প্রজ্ঞাপিত হয়নি এরূপ কোনো বিধি প্রজ্ঞাপ্ত করে না, পূর্বে প্রজ্ঞাপিত সুনীতিগুলি সমুচ্ছেদ করে না, যথা ব্যবস্থাপিত পৌরাণিক বজ্জী রাজধর্মের অনুবর্তী হয়ে চলে?” “ভন্তে, আমি শ্রবণ করেছি যে, বজ্জিগণ পূর্বে যে বিধি প্রজ্ঞাপিত হয়নি এমন কোনো বিধি বর্তমানে প্রজ্ঞাপিত করে না, পূর্ব ব্যবস্থাকৃত সুনীতিগুলি উচ্ছেদ করে না, যথা ব্যবস্থাকৃত পৌরাণিক বজ্জীরাজধর্মের অনুবর্তী হয়ে চলে।” “আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ অপ্রজ্ঞাপ্ত বিধি প্রজ্ঞাপিত করবে না, প্রজ্ঞাপ্ত বিধিসমূহ উচ্ছেদ করবে না, পৌরাণিক বজ্জী রাজধর্মানুযায়ী যথা প্রজ্ঞাপ্ত নিয়মে রাজ্য শাসন করবে ততদিন বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করেছ যে, বজ্জিদের মধ্যে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, বজ্জিগণ তাঁদের প্রতি সৎকার সমাদর করে, গৌরব করে, সম্মান ও পূজা করে এবং তাঁদের উপদেশ মেনে চলা উচিত মনে করে?” “হ্যাঁ ভন্তে, আমি শুনেছি যে, বজ্জিগণ তাঁদের মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ তাঁদের প্রতি সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং তাঁদের উপদেশ মেনে চলা উচিত মনে করে”। “হে আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ বৃদ্ধ বজ্জিদের প্রতি সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করবে এবং তাঁদের উপদেশ মেনে চলা উচিত মনে করবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটবে না। হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করেছ যে, যারা কুলবধু কুলকুমারী বজ্জিগণ তাদিগকে বলপূর্বক ধরে এনে স্বীয় গৃহে বাস করায় না?” “হ্যাঁ ভন্তে” আমি শুনেছি যে, বজ্জিগণ কুলস্ত্রী কুলকুমারীদিগকে বলপূর্বক ধরে এনে গৃহে বাস করায় না।” “হে আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ কুলকুমারীদিগকে বলপূর্বক ধরে এনে স্বীয় গৃহে বাস করাবে না ততদিন

বজ্জিদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কখনো পরিহানি হবে না। হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করেছ যে, বজ্জিগণ তাদের স্বীয় নগরে ও বহির্নগরে বজ্জী রাজাদের যে সকল চৈত্য আছে তৎসমুদয়ের সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে এবং দেবসেবার্থে যেসব রাজস্ব প্রদত্ত হয়েছিল তা ফিরিয়ে নেয় না ও পূর্বকৃত ধর্মত পূজার পরিহানি করে না?" "হ্যাঁ ভন্তে, আমি শুনেছি যে, বজ্জিরাজগণ তাদের স্বীয় নগরে বহির্নগরে বজ্জিদের যেসব চৈত্যে আছে তৎসমুদয়ের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং দেবসেবার্থে যেসব রাজস্ব প্রদত্ত হয়েছিল তা ফিরিয়ে নেয় না ও পূর্বকৃত ধর্মত পূজার পরিহানি করে না।" "আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ তাদের স্বীয় নগরে ও বহির্নগরে যে সমস্ত চৈত্য আছে তৎসমুদয়ের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করবে এবং দেবসেবার্থে প্রদত্ত রাজস্ব ফিরিয়ে নেবে না এবং পূর্বকৃত ধর্মত পূজার পরিহানি না করবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধিই অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটবে না। হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করেছ যে, বজ্জিরাজগণ অর্হৎগণের প্রতি ধর্মত রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যস্থা করেছে, যাতে অনাগত অর্হৎগণ রাজ্যে আগমন করে ও আগত অর্হৎগণ রাজ্যে সুখে বাস করতে পারে?" "হ্যাঁ ভন্তে, শুনেছি যে, বজ্জিরাজগণ অর্হৎগণের প্রতি ধর্মত রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করেছেন যাতে অনাগত অর্হৎগণ রাজ্যে আগমন করেন এবং আগত অর্হৎগণ রাজ্যে সুখে বাস করতে পারেন।" "আনন্দ যতদিন বজ্জিরাজগণ অর্হৎগণের প্রতি ধর্মত রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করবে যাতে অনাগত অর্হৎগণ স্বীয় রাজ্যে আগমন করে এবং আগত অর্হৎগণ সুখে বাস করতে পারে ততদিন বজ্জিরাজাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কখনো পরিহানি ঘটবে না।"

৩. অতঃপর ভগবান মগধ মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, একদা বৈশালীস্থ সারন্দদ চৈত্যে অবস্থানকালে আমি বজ্জিরাজগণকে পরিহানি নিবারক শ্রীবৃদ্ধিজনক এই সপ্ত ধর্মের উপদেশ প্রদান করেছিলাম। হে ব্রাহ্মণ, যতদিন এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম বজ্জিরাজাদের মধ্যে প্রচলিত থাকবে এবং বজ্জিরাজগণ এই সপ্ত ধর্মের অনুবর্তী হয়ে চলবে ততদিন বজ্জী রাজাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।"

৪. এরূপ উক্ত হলে মগধ মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভো গৌতম, অপরিহানিয় ধর্মের এক একটি ধর্ম সমন্বিত থাকলেও বজ্জিরাজাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হতে পারবে না, আর অপরিহানিয় সপ্ত ধর্ম সমন্বিত হলে তার কথাই বা কী? ভো গৌতম,

বজ্জিরাজগণের সহিত প্ররোচনা ব্যতীত অথবা বজ্জিদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটান ব্যতীত মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জিরাজগণকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন না[৭]।" "ভো গৌতম, আমরা প্রস্থান করতেছি আমাদের বহু কার্য বহু করণীয় রয়েছে।" ভগবান বললেন, "ব্রাহ্মণ, যা তোমার অভিরুচি তা করতে পার।" অতঃপর মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষাকার তথাগতের ভাষিত বিষয় অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

৩. প্রথম সপ্তক সূত্র

২৩.১. আমি এরূপ শ্রবণ করেছি, একসময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করলেন, "ওহে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করব, তোমরা তা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি।" "সাধু ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ শ্রবণে আগ্রহী হলে ভগবান আরম্ভ করলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম কী?

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা সর্বদা সম্মিলিত হবে, সর্বদা সম্মিলিত হতে সঙ্কোচবোধ করবে না ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি (ক্ষতি) হবে না। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যতদিন একতাবদ্ধ হয়ে নিয়ত সম্মিলিত হবে ও একমত হয়ে এক সঙ্গে আসন হতে উঠবে এবং সংঘ কর্তব্য সমূহ একমত হয়ে সম্পাদন করবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করবে না, প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমুচ্ছেদ করবে না, যথা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহের অনুবর্তী হয়ে চলবে ততদিন ভিক্ষুদের (শীলাদি গুণের) উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যে সকল স্থবির বহু কালের প্রাচীন, বহুদিনের প্রব্রজিত, সংঘপিতা, সংঘনেতা তাঁদিগকে যতদিন সৎকার করবে, গৌরব করবে, সম্মান ও পূজা করবে এবং তাঁদের উপদেশ মেনে চলা উচিত মনে করবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কখনো পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যতদিন পুনর্জন্মদায়িকা উৎপন্ন তৃষ্ণার বশবর্তী না হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যতদিন অরণ্যস্থিত শয়নাসনের প্রতি সাপেক্ষ অর্থাৎ অরণ্যে বাস করবার একান্ত পক্ষপাতী থাকবে ততদিন

ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুবৃন্দ যতদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তরে এরূপ স্মৃতি জাগ্রত করবে যে, কীরূপে আমার নিকট অনাগত শীলবান সব্রহ্মচারী আগমন করবেন এবং আগত শীলবান ব্রহ্মচারী সুখে স্বচ্ছন্দভাবে বাস করতে পারবেন ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হতে পারবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন এই সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের অনুবর্তী হয়ে ভিক্ষুগণকে চলতে দেখা যাবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।”

৪. দ্বিতীয় সপ্তক সূত্র

২৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করব, তা তোমরা মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি। “ভন্তে, তা হোক,” বলে ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ শুনতে সম্মত হলে ভগবান আরম্ভ করলেন।

২. “হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম কী?

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা কর্মপ্রিয়[৮] (পার্থিব কর্মে প্রীতি লাভ) কর্মরত ও কর্মপ্রিয়তায় অনুযুক্ত না হবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ সারহীন আলাপ-সালাপ প্রিয় না হবে, সারহীন আলাপ-সালাপে রত ও সারহীন আলাপ-সালাপারামে অনুযুক্ত না হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ নিদ্রারাম, নিদ্রালু, নিদ্রারামতায় অনুযুক্ত না হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা জনসঙ্গারাম, জনসঙ্গরত, জনসঙ্গরামতায় অনুযুক্ত না হবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা পাপ-মিত্র, পাপ-সহায়, পাপ-প্রবণ, পাপ-কুটিল না হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ সামান্য মাত্র ফল বা স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হয়ে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তির পূর্বে “আমার কর্তব্য শেষ হলো” বলে উৎসাহ ত্যাগ না করবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম ভিক্ষুসংঘে বিদ্যমান থাকবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।”

৫. তৃতীয় সপ্তক সূত্র

২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম পরিবেশন করব, তা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি।" "সাধু ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর প্রদান করলে ভগবান এরূপ বললেন।

২. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম কী?

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ হিরিসম্পন্ন (পাপকর্ম সম্পাদনে লজ্জাশীল) হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা ঔত্তপ্পী (পাপে ভয়শীল) হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যতদিন বহুশ্রুত (ত্রিপিটক শাস্ত্রবিদ) হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটবে না। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যতদিন কায়িক ও চৈতসিক আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ প্রজ্ঞাবান[১] হবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্মের অনুবর্তী হয়ে ভিক্ষুসংঘকে চলতে দেখা যাবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।"

৬. বোজ্ঝাঙ্গ সূত্র

২৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম দেশনা করব, তোমরা অভিনিবেশসহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি।" "সাধু ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর প্রদান করলে ভগবান এরূপ বললেন।

২. হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম কী?

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা স্মৃতিসম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করবে তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ ছয় প্রকারে ধর্মবিচয় (পরীক্ষণ) সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদন করে বর্ধিত করবে ততদিন তাদের উন্নতি সাধিত হবে, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন

ভিক্ষুবৃন্দ নয় প্রকার বীর্য সম্বোজ্ঝাঙ্গ উৎপাদন করে বর্ধিত করবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা দশ প্রকারে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করে বর্ধিত করবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা পাঁচ প্রকারে উপেক্ষা[১০] সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করে বর্ধিত করবে ততদিন পর্যন্ত সেই ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে এবং সপ্তবিধ ধর্মের অনুবর্তী হয়ে ভিক্ষুগণকে চলতে দেখা যাবে ততদিন পর্যন্ত তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটবে না।”

৭. সংজ্ঞা সূত্র

২৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম পরিবেশন করব, তা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি।” “সাধু ভন্তে” বলে সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর প্রদান করলে ভগবান এরূপ বললেন।

২. ভিক্ষুগণ, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম কী?

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা অনিত্যানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা (ভাবনা) বর্ধিত করবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা অনাত্মানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা অশুভানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা আদীনবানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে ততদিন তাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি ঘটবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ ত্যাগানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, হ্রাস হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ নিরোধানুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্ধিত করবে[১১] ততদিন পর্যন্ত তাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানিয় ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে এবং যতদিন এই সপ্তধর্মের অনুবর্তী হয়ে ভিক্ষুগণকে চলতে দেখা যাবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না।”

৮. প্রথম পরিহানি সূত্র

২৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানি ঘটায়। সপ্ত কী কী?

২. কর্মারামতা (পার্থিব বিষয়ে আনন্দ গ্রহণ), ভস্‌সারামতা (আলাপ প্রিয়তা), নিদ্রারামতা, জনসঙ্গারামতা, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার (অসংযমতা), ভোজনে মাত্রাহীনতা। সংঘের সংঘকরণীয় যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো শিক্ষার্থী ভিক্ষুর মধ্যে প্রতিফলিত হয় না—"সংঘের মধ্যে স্থবির, বহুকালের (প্রাচীন) চির প্রব্রজিত, ভারবাহী[১২] থাকে, তারা সেজন্য পরিচিত।" কিন্তু সে নিজ দায়িত্বে উদ্যোগ (যোগ)[১৩] গ্রহণ করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানি ঘটায়।

৩. কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষার্থী ভিক্ষুর এই সপ্তধর্ম পরিহানি ঘটায় না। সপ্ত কী কী?

৪. কর্মারামতা নহে (পার্থিব বিষয়ে আনন্দ গ্রহণ না করা), আলাপ-সালাপ প্রিয়তা নহে, নিদ্রারামতা নহে (অনিদ্রালু), জনসঙ্গারামতা নহে, ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারপরায়ণ (সংযত), ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা। সংঘের সংঘকরণীয় বিদ্যমান, সেগুলো শিক্ষার্থী ভিক্ষুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়, "সংঘের মধ্যে স্থবির চিরপ্রব্রজিত ও ভারবাহী (দায়িত্ব বহনকারী) থাকে, তারা সেজন্য পরিচিত।" কিন্তু সে নিজ দায়িত্বে উদ্যোগ গ্রহণ করে না।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানি ঘটায় না।"

৯. দ্বিতীয় পরিহানি সূত্র

২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় উপাসককে পরিহানির পথে নিয়ে যায়। সপ্ত কী কী?

২. সে ভিক্ষুদর্শনে ব্যর্থ হয়; সদ্ধর্ম শ্রবণে অবহেলা করে; অধিশীল (উচ্চতর শীল) শিক্ষা করে না; স্থবির, নব কিংবা মধ্যস্তরের ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়; দোষদর্শী চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে, ছিদ্রান্বেষী; শাসন বহির্ভূত দান পাত্র অন্বেষণ করে এবং সেখানে প্রথম পরিবেশন করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় উপাসককে পরিহানির পথে নিয়ে যায়।

৩. কিন্তু ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত ধর্ম উপাসককে অপরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সপ্ত কী কী?

৪. সে ভিক্ষুসংঘ দর্শনে অব্যর্থ, সদ্ধর্ম শ্রবণে অপ্রমাদ, উচ্চতর শীল শিক্ষা করে; স্থবির ভিক্ষু, নবীন কিংবা মধ্যস্তরের ভিক্ষুদের প্রতি প্রসাদবহুল;

দোষবিহীন চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে, ছিদ্রান্বেষী নহে; শাসন বহির্ভূত দানপাত্র অনুসন্ধান করে না; এখানে প্রথম পরিবেশন করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় উপাসককে পরিহানির দিকে নেয় না।

যে উপাসক ভাবিতাত্ম[১৪] ভিক্ষুদের দর্শনে হয় উদাসীন,
আর্যধর্ম শ্রবণ ও করে না অধিশীল[১৫] শিক্ষা গ্রহণ।
অপ্রসন্নতা করে বৃদ্ধি পুনঃ ভিক্ষুদের প্রতি,
আক্রোশ বা গরহিত মনে সদ্ধর্ম শুনিতে বাসনা অতি।
এ শাসন বহির্ভূত অন্য দানপাত্র করে যে অনুসন্ধান,
সে উপাসক বাহির তীর্থে সৎকারাদি করে সম্পাদন।
এরূপেতে হানিকর সপ্তধর্ম হয়েছে সুদেশিত,
এসবে লিপ্ত উপাসক হয় সদ্ধর্মচ্যুত।
যে উপাসক ভাবিতাত্ম ভিক্ষুদের দর্শনে না হয় উদাসীন,
আর্যধর্ম করে শ্রবণ, করে অধিশীল শিক্ষা গ্রহণ।
প্রসন্নতা করে বর্ধন পুনঃপুন ভিক্ষুদের প্রতি,
অনাক্রোশ অগরহিত মনে শুনিতে সদ্ধর্ম বাসনা অতি।
এ শাসন বহির্ভূত অন্য দানপাত্র না করে অনুসন্ধান,
সে উপাসক বুদ্ধ শ্রাবকগণে করে পূজা সৎকারাদি সম্পাদন।
এরূপেতে শ্রীবৃদ্ধিকর সপ্তধর্ম হয়েছে সুদেশিত,
এসবের ভজনাকারী উপাসক না হয় সদ্ধর্মচ্যুত।"

১০. বিপত্তি সূত্র

৩০. "হে ভিক্ষুগণ, উপাসকের এই সপ্ত বিপত্তি—সে ভিক্ষুদর্শনে ব্যর্থ হয়; সদ্ধর্ম শ্রবণে অবহেলা করে; অধিশীল (উচ্চতর শীল) শিক্ষা করে না; স্থবির, নব কিংবা মধ্যস্তরের ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়; দোষদর্শী চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে, ছিদ্রান্বেষী; শাসন বহির্ভূত দান পাত্র অন্বেষণ করে এবং সেখানে প্রথম পরিবেশন করে। উপাসকের এই সপ্ত সম্পদ—সে ভিক্ষুসংঘ দর্শনে অব্যর্থ, সদ্ধর্ম শ্রবণে অপ্রমাদ, উচ্চতর শীল শিক্ষা করে; স্থবির ভিক্ষু, নবীন কিংবা মধ্যস্তরের ভিক্ষুদের প্রতি প্রসাদবহুল; দোষবিহীন চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে, ছিদ্রান্বেষী নহে; শাসন বহির্ভূত দানপাত্র অনুসন্ধান করে না; এখানে প্রথম পরিবেশন করে।"

১১. পরাভব সূত্র

৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ উপাসকের এই সপ্তবিধ পরাভব (অপমান, পরাজয়) সে ভিক্ষুদর্শনে ব্যর্থ হয়; সদ্ধর্ম শ্রবণে অবহেলা করে; অধিশীল (উচ্চতর শীল) শিক্ষা করে না; স্থবির, নব কিংবা মধ্যস্তরের ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়; দোষদর্শী চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে, ছিদ্রান্বেষী; শাসন বহির্ভূত দান পাত্র অন্বেষণ করে এবং সেখানে প্রথম পরিবেশন করে। হে ভিক্ষুগণ, উপাসকের এই সপ্ত সম্ভবা (শ্রীবৃদ্ধি)। সপ্ত কী কী?

২. ভিক্ষুদর্শনে সে ব্যর্থ হয় না; সদ্ধর্ম শ্রবণে অপ্রমাদপরায়ণ; উচ্চতর শীল শিক্ষা করে; স্থবির ভিক্ষু, নবীন কিংবা মধ্যম মানের ভিক্ষুদের প্রতি প্রসাদবহুল; দোষ অদর্শী চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে; ছিদ্রান্বেষী হয় না; শাসন বহির্ভূত দানপাত্র অনুসন্ধান করে না এবং এখানে প্রথম পরিবেশন করে।

হে ভিক্ষুগণ, এইগুলি উপাসকের সপ্ত শ্রীবৃদ্ধি।"

"যে উপাসক ভাবিতাত্ম ভিক্ষুদের দর্শনে হয় উদাসীন,
আর্যধর্ম শ্রবণ ও করে না অধিশীল শিক্ষা গ্রহণ।
অপ্রসন্নতা করে বৃদ্ধি পুনঃপুন ভিক্ষুদের প্রতি,
আক্রোশ বা গরহিত মনে সদ্ধর্ম শ্রবণে বাসনা অতি।
এ শাসন বহির্ভূত অন্য দানপাত্র করে যে অনুসন্ধান,
সে উপাসক বাহির তীর্থে সৎকারাদি করে সম্পাদন।
এরূপেতে হানিকর সপ্তধর্ম হয়েছে সুদেশিত,
এসবের ভজনাকারী উপাসক হয় সদ্ধর্মচ্যুত।
যে উপাসক ভাবিতাত্ম ভিক্ষুদের দর্শনে না হয় উদাসীন,
আর্যধর্ম শ্রবণ ও করে অধিশীল শিক্ষা গ্রহণ।
প্রসন্নতা করে বৃদ্ধি পুনঃপুন ভিক্ষুদের প্রতি,
অনাক্রোশ বা অগরহিত মনে সদ্ধর্ম শ্রবণে বাসনা অতি।
এ শাসন বহির্ভূত অন্য দানপাত্র না করে অনুসন্ধান,
সে উপাসক বুদ্ধ শ্রাবকগণে করে পূজা সৎকারাদি সম্পাদন।
এরূপেতে শ্রীবৃদ্ধিকর সপ্তধর্ম হয়েছে সুদেশিত,
এসবের ভজনাকারী উপাসক না হয় সদ্ধর্মচ্যুত।"

[বজ্জী-বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

সারন্দদ, বর্ষাকার, ভিক্ষু, কর্ম এবং শ্রদ্ধা
বোধিসংজ্ঞা, শেখ এবং হানি ও পরাভব ইত্যাদি।

৪. দেবতা বর্গ

১. অপ্রমাদ গারব সূত্র

৩২.১. অতঃপর দিব্য আভরণে সজ্জিত এক দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমগ্র জেতবন আলোকিত করে রাত্রিতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই দেবতা ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, এই সপ্ত বিষয় ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে নিয়ে যায়। সপ্ত কী কী? শাস্তার প্রতি গৌরব, ধর্মের প্রতি গৌরব, সংঘের প্রতি গৌরব, শিক্ষার প্রতি গৌরব, সমাধির প্রতি গৌরব, অপ্রমাদের প্রতি গৌরব, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণের প্রতি গৌরব। ভন্তে, এই সপ্ত বিষয় ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে নিয়ে যায়।" সেই দেবতা এরূপ বললেন। ভগবান তা অনুমোদন করেন। অতঃপর সেই দেবতা "শাস্তা আমার কথা অনুমোদন করেছেন" বলে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

২. অতঃপর ভগবান সেই রাত্রির অবসানে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই রাত্রিতে দিব্য আভরণে সজ্জিত এক দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমগ্র জেতবন আলোকিত করে আমি যেখানে আছি সেখানে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে, হে ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা আমাকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, এই সপ্ত বিষয় ভিক্ষুকে অপরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সপ্ত কী কী? শাস্তার প্রতি গৌরব, ধর্মের প্রতি গৌরব, সংঘের প্রতি গৌরব, শিক্ষার প্রতি গৌরব, সমাধির প্রতি গৌরব, অপ্রমাদের প্রতি গৌরব, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণের প্রতি গৌরব। ভন্তে, এই সপ্তধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে নিয়ে যায়।" "হে ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা এরূপ বলেন, এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি তীব্র গৌবর,
সমাধি ও শিক্ষার প্রতি একান্ত গৌরব,
অপ্রমাদ ও অনুগ্রহের গৌরবকারী[২] ভিক্ষু
হয় পরিহানির অযোগ্য নির্বাণের[৩] সমীপ।"

২. হিরিগারব সূত্র

৩৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই রাত্রিতে অন্যতর এক দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমগ্র জেতবন আলোকিত করে শেষ রাত্রিতে আমার নিকট উপনীত হয়ে অভিবাদনপূর্বক এক প্রান্তে দাঁড়ালেন। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে, হে ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা আমাকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই সপ্ত ধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে নিয়ে যায়। সপ্ত কী কী? বুদ্ধের প্রতি গৌরব, ধর্মের প্রতি গৌরব, সংঘের প্রতি গৌরব, শিক্ষার প্রতি গৌরব, সমাধির প্রতি গৌরব, হিরি (পাপের প্রতি লজ্জা)র প্রতি গৌরব, ঔত্তপ্য (পাপের প্রতি ভয়)-এর প্রতি গৌরব। ভন্তে, এই সপ্ত ধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির দিকে উপনীত করে।" ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা এরূপ বলেন। এ কথা বলে আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে সেখান থেকে অন্তর্ধান করেন।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি তীব্র গৌরব,
উদ্যমী, সমাধি ও শিক্ষার প্রতি গৌরব,
হিরি, ঔত্তপ্যসম্পন্ন ও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি গৌরব
আছে যার সে হয় পরিহানির অযোগ্য নির্বাণের সমীপ।"

৩. প্রথম প্রিয়ভাষিতা সূত্র

৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এ রাত্রে অন্যতর এক দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমগ্র জেতবন আলোকিত করে শেষ রাত্রে আমার নিকট উপনীত হয়ে অভিবাদনপূর্বক এক প্রান্তে দাঁড়ান। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে, হে ভিক্ষুগণ, সে দেবতা আমাকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই সপ্তধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে উপনীত করে। সপ্ত কী কী? বুদ্ধের প্রতি গৌরব, ধর্মের প্রতি গৌরব, সংঘের প্রতি গৌরব, শিক্ষার প্রতি গৌরব, সমাধির প্রতি গৌরব, সুবাধ্যতা, কল্যাণমিত্রতা। ভন্তে, এই সপ্তধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে উপনীত করে।" হে ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা এ কথা বলে আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে সেখান থেকে অন্তর্ধান করেন।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি তীব্র গৌরব,
উদ্যমশীল, সমাধি ও শিক্ষার প্রতি গৌরব,
কল্যাণমিত্র, সুবাধ্য, গৌরবপরায়ণ
ভিক্ষু হয় পরিহানির অযোগ্য, নির্বাণের সমীপ।"

৪. দ্বিতীয় প্রিয়ভাষিতা সূত্র

৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই রাত্রে অন্যতর এক দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে রাত্রি শেষে আমার নিকট উপনীত হয়ে অভিবাদনপূর্বক এক প্রান্তে দাঁড়ান। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে হে ভিক্ষুগণ, সে দেবতা আমাকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই সপ্তধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে নিয়ে যায়। সপ্ত কী কী? বুদ্ধের প্রতি গৌরব, ধর্মের প্রতি গৌরব, সংঘের প্রতি গৌরব, শিক্ষার প্রতি গৌরব, সমাধির প্রতি গৌরব, হিরি (পাপের প্রতি লজ্জা) এর প্রতি গৌরব, ঔত্তপ্য (পাপের প্রতি ভয়) এর প্রতি গৌরব। ভন্তে, এই সপ্তধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির দিকে উপনীত করে।" হে ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা এরূপ বলেন। এ কথা বলে আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে সেখান থেকে অন্তর্ধান করেন।"

২. এরূপ কথিত হলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র[৪] ভগবানকে এরূপ বলেন :

৩. "ভন্তে, ভগবানের এই সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের অর্থ আমি বিস্তৃতভাবে জানি। ভন্তে, কোনো ভিক্ষু নিজে শাস্তার প্রতি গৌরবশীল এবং শাস্তার এই গৌরবকে শ্রদ্ধা করেন। অন্য যেসব ভিক্ষুর শাস্তার প্রতি গৌরব নেই সেসব ভিক্ষুকে শাস্তার গুণের প্রতি উৎসাহিত করেন। যাঁদের এ-গুণ আছে তিনি তাঁদেরকে সত্য সত্যই প্রশংসা করেন, যথাযথ প্রশংসা করেন এবং সময়োচিত প্রশংসা করেন। নিজে ধর্মের প্রতি গৌরবশীল এবং ধর্মের এই গৌরবকে শ্রদ্ধা[৫] করেন। অন্য যেসব ভিক্ষুর ধর্মের প্রতি কোনো গৌরব নেই সেসব ভিক্ষুকে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। যাঁদের এ গুণ আছে তিনি তাঁহাদের সত্য সত্যই প্রশংসা করেন, যথাযথ প্রশংসা করেন এবং সময়োচিত প্রশংসাই করেন। নিজে সংঘের প্রতি গৌরবশীল এবং সংঘের এই গৌরবকে শ্রদ্ধা করেন। অন্য যেসব ভিক্ষুর সংঘের প্রতি গৌরব নেই তিনি তাদেরকে সংঘের গুণের প্রতি প্রবুদ্ধ করেন। যাঁদের এ গুণ আছে তিনি তাঁদের সত্য সত্যই প্রশংসা করেন, যথাযথ প্রশংসা করেন এবং সময়োচিত প্রশংসাই করেন। নিজে শিক্ষার প্রতি গৌরবপরায়ণ এবং শিক্ষার এই গৌরবকে শ্রদ্ধা করেন। অন্য যেসব ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি গৌরবশীল নহে তিনি তাদেরকে সেই শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেন। যাঁদের এ গুণ আছে তিনি তাঁদের সত্য সত্যই প্রশংসা করেন, যথাযথ প্রশংসা করেন এবং সময়োচিত প্রশংসাই করে থাকেন। কোনো ভিক্ষু নিজে সমাধির প্রতি গৌরবপরায়ণ এবং সমাধিকে শ্রদ্ধা করেন। অন্য যেসব ভিক্ষুর সমাধির প্রতি গৌরব নেই তিনি তাদেরকে সমাধির প্রতি অনুপ্রাণিত করেন। যাঁদের মধ্যে এ গুণ আছে

তিনি তাঁদেরকে সত্য সত্যই প্রশংসা করেন, যথাযথ প্রশংসা করেন এবং সময়োচিত প্রশংসাই করে থাকেন। নিজে সুবাধ্য এবং সুবাধ্যতাকে গৌরব করেন। অন্য যেসব ভিক্ষু বাধ্যশীল নহে তিনি তাদেরকে বাধ্যশীল হতে অনুপ্রাণিত করেন। যাঁদের সুবাধ্যতা গুণ আছে তিনি তাঁদেরকে সত্য সত্যই প্রশংসা করেন, যথার্থ প্রশংসা করেন এবং সময়োচিত প্রশংসাই করেন। নিজে কল্যাণমিত্র[৬] এবং কল্যাণমিত্রতার প্রশংসা করেন। অন্য যেসব ভিক্ষু কল্যাণমিত্র নহেন তিনি তাদেরকে কল্যাণমিত্রতার পথে অনুপ্রাণিত করেন। যাঁরা এরূপ কল্যাণমিত্র তিনি তাঁদেরকে সত্য সত্যই, যথার্থ ও সময়োচিত প্রশংসা করেন। ভন্তে, ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের বিস্তৃত অর্থ জানি।”

৪. “সাধু, সাধু সারিপুত্র, সাধু, আমাকর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের তুমি বিস্তৃত অর্থ জান। সারিপুত্র, ভিক্ষু নিজে শাস্তার প্রতি গৌরবপরায়ণ এবং শাস্তার এই গৌরবকে শ্রদ্ধা করে। যেসব ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরবশীল নহে সে তাদেরকে শাস্তার প্রতি গৌরবপরায়ণ হতে উৎসাহিত করে। যাঁদের এ শ্রদ্ধা আছে সে তাঁদেরকে সত্য সত্যই প্রশংসা করে, যথার্থ ও সময়োচিত প্রশংসাই করে থাকে। ভিক্ষু নিজে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ধর্মের এই গৌরবকে শ্রদ্ধা করে। যেসব ভিক্ষুর ধর্মের প্রতি গৌরব নেই সে তাদেরকে ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করে। যাদের মধ্যে এ গুণটুকু আছে সে তাদেরকে সত্য সত্যই প্রশংসা করে, যথার্থ ও সময়োচিত প্রশংসা করে থাকে। ভিক্ষু নিজে সংঘের প্রতি গৌরবশীল এবং সংঘের এই গৌরবকে সম্মান করে। যেসব ভিক্ষুর সংঘের প্রতি গৌরব নেই সে তাদেরকে সেই গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। যাদের মধ্যে এ গুণটুকু আছে সে তাদেরকে সত্য সত্যই প্রশংসা, যথার্থ ও সময়োচিত প্রশংসাই করে। ভিক্ষু নিজে শিক্ষার প্রতি গৌরবশীল এবং শিক্ষার এই গৌরবকে শ্রদ্ধা করে। অন্য যেসব ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি গৌরবশীল নহে সে তাদেরকে সেই শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে। যাদের মধ্যে এ গুণটুকু আছে সে তাদেরকে প্রশংসা করে, যথার্থ ও সময়োচিত প্রশংসাই করে। ভিক্ষু নিজে সমাধির প্রতি গৌরবশীল এবং সমাধিকে শ্রদ্ধা করে। অন্য যেসব ভিক্ষুর সমাধির প্রতি গৌরব নেই সে তাদেরকে সমাধির প্রতি অনুপ্রাণিত করে। যাদের এ গুণ আছে সে তাদের সত্য সত্যই প্রশংসা করে, যথার্থ ও সময়োচিত প্রশংসাই করে। ভিক্ষু নিজে সুবাধ্য এবং সুবাধ্যতাকে গৌরব করে। অন্য যেসব ভিক্ষু বাধ্যগত নহে সে তাদেরকে বাধ্যগত হতে উৎসাহিত করে। যাদের বাধ্যতা গুণটুকু আছে সে

তাদের সত্য সত্যই প্রশংসা করে, যথার্থ ও সময়োচিত প্রশংসাই করে। ভিক্ষু নিজে কল্যাণমিত্র এবং সেই কল্যাণমিত্র প্রশংসা করে। যেসব ভিক্ষু কল্যাণমিত্র নহে সে তাদেরকে কল্যাণমিত্রতা বিষয়ে উৎসাহিত করে। যাদের কল্যাণমিত্রতা গুণটুকু আছে সে তাদের সত্য সত্যই প্রশংসা করে, যথার্থ প্রশংসা করে এবং সময়োচিত প্রশংসাই করে। সারিপুত্র, আমার সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তৃত অর্থ দ্রষ্টব্য।"

৫. প্রথম মিত্র সূত্র

৩৬.১. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সপ্ত বিষয়ে গুণসম্পন্ন মিত্র সংসর্গ করার যোগ্য। সপ্ত কী কী?

২. যা দেওয়া কঠিন সে[৭] তা দেয়, দুষ্কর কার্য করে, দুঃক্ষম (যা ক্ষমা করা কঠিন) ক্ষমা করে, সে তার নিজের দোষ স্বীকার করে, পরের দোষ গোপন করে, আপদকালে পরিত্যাগ করে না, ধ্বংসের মুখোমুখি কাকেও ঘৃণা করে না।

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই সপ্ত বিষয়ে গুণসম্পন্ন মিত্র সংসর্গ করার যোগ্য।

সৎমিত্র দুর্দদ দেন দুষ্কর কর্ম করেন সম্পাদন,
দুঃক্ষম করেন ক্ষমা, ক্ষমা করেন দুর্ভাষণ।
গুহ্য বিষয় বলেন মিত্রকে, বন্ধুর গোপনীয় না করেন প্রকাশ,
আপদে বিপদে না করেন পরিত্যাগ, ধনক্ষয়েও না হয় হতাশ।
যে ব্যক্তির এরূপ মিত্র গুণাবলী থাকে বিদ্যমান,
তাদৃশ মিত্রকে মিত্রকামীর করা উচিত ভজন-পূজন।"

৬. দ্বিতীয় মিত্র সূত্র

৩৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত বিষয়ে[৮] গুণযুক্ত ভিক্ষুর মিত্র সেবন, ভজন ও সম্মান করা উচিত যদিও সে (ভিক্ষু) বিতাড়িত[৯] হয়ে থাকে। সপ্ত কী কী?

২. প্রিয় হয়, মনোজ্ঞ হয়, গম্ভীর, সভ্য, বক্তা, অপরের নির্দেশে করতে ইচ্ছুক, গম্ভীর কথা বা ধ্যান-মার্গ সম্বন্ধে কথনশীলী, অস্থানে বা অবিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত করে না।

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এই সপ্ত বিষয়ে গুণযুক্ত ভিক্ষুর মিত্র সেবন, ভজন ও সম্মান করা উচিত যদিও সে (ভিক্ষু) বিতাড়িত হয়ে থাকে।

যিনি হন প্রিয়শীলী, গুরুপূজক, বক্তা বা বচন ক্ষম,
গম্ভীর মার্গের কথনশীলী অস্থানে না করেন নিয়োজন।

যে পুদ্গালের এতাদৃশ গুণাবলি থাকে বিদ্যমান।
তিনি হন অর্থকামী দয়ালু মিত্র,
তাদৃশ মিত্র হলেও অনিষ্ট[১০], তবুও ভজিত মিত্রকামীর।"

৭. প্রথম প্রতিসম্ভিদা[১১] সূত্র

৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্তধর্মে গুণসম্পন্ন ভিক্ষু অল্প দিনের মধ্যে চার প্রতিসম্ভিদা স্বয়ং অভিজ্ঞা[১২] দ্বারা উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করে। সপ্ত কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু যথার্থভাবে জানে, "এটা আমার চিত্তের অলসতা"। আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত চিত্তকে "আমার আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত চিত্ত[১৩] বলে যথাযথভাবে জানে। বহির্দ্বারে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে "বহির্দ্বারে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত" বলে যথাযথভাবে জানে। তার জ্ঞাত বেদনা[১৪] উৎপন্ন হয়, জ্ঞাত বেদনা অপেক্ষা করে, জ্ঞাত বেদনা অন্তর্হিত হয়, জ্ঞাত সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, জ্ঞাত সংজ্ঞা উপস্থিত হয়, জ্ঞাত সংজ্ঞা অন্তর্হিত হয়। জ্ঞাত বিতর্ক (চিন্তা) উৎপন্ন হয়, জ্ঞাত বিতর্ক স্থিত হয়, জ্ঞাত বিতর্ক অন্তর্হিত হয়। উপকারী বা অনুপকারী যেসব ধর্ম আছে, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ, শুক্ল বা মিশ্রিত তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা দ্বারা ভালোভাবে নিমিত্ত গ্রহণ করে, আনন্দিত মনে বিবেচনা করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তধর্মে গুণসম্পন্ন ভিক্ষু অল্প দিনের মধ্যে চার প্রতিসম্ভিদা স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করে।"

৮. দ্বিতীয় প্রতিসম্ভিদা সূত্র

৩৯.১. ভিক্ষুগণ, সপ্তধর্মে গুণযুক্ত সারিপুত্র চার প্রতিসম্ভিদা স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করে। সপ্ত কী কী?

২. "হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, সারিপুত্র যথাযথভাবে জানে, "এটা আমার চিত্তের অলসতা।" আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত চিত্তকে "এটা আমার অন্তরের সংক্ষিপ্ত" বলে যথাযথভাবে জানে। তার জ্ঞাত বেদনা উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয়, অন্তর্হিত হয়; জ্ঞাত সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয়, অন্তর্হিত হয়; জ্ঞাত বিতর্ক উৎপন্ন হয়, উপস্থিত হয়, অন্তর্হিত হয়; উপকারী বা অনুপকারী, হীন-প্রণীত, কৃষ্ণ, শুক্ল বা মিশ্রিত যেসব বিষয় আছে সেগুলি প্রজ্ঞা[১৫] দ্বারা ভালোভাবে নিমিত্ত গ্রহণ করে, আনন্দিত মনে বিবেচনা করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয়ে গুণযুক্ত সারিপুত্র চার প্রতিসম্ভিদা স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।"

৯. প্রথম বশ সূত্র

৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত বিষয়ে গুণান্বিত ভিক্ষু চিত্তকে আপন বশে পরিচালিত করে, ভিক্ষু চিত্তের বশে পরিচালিত হয় না। সপ্ত কী কী?

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধিকুশল (সমাধিতে দক্ষ) হয়, সমাধির সমাপত্তি-কুশলসম্পন্ন (সমাধি লাভে দক্ষ) হয়, সমাধির স্থিতিকুশল (স্থায়িত্ব রক্ষায় দক্ষ) হয়, সমাধির উত্থানকুশল (উত্থানে দক্ষ)-সম্পন্ন হয়, সমাধির কল্লিত কুশলসম্পন্ন হয় (সমাধির কল্যাণ দক্ষ) সমাধির গোচর কুশল (সমাধির ক্ষেত্রে দক্ষ)-সম্পন্ন হয়, সমাধির অভিনিহার কুশল (সমাধির প্রয়োগে দক্ষ)-সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত ধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু চিত্তকে আপন বশে রাখে, চিত্তের বশীভূত হয় না।"

১০. দ্বিতীয় বশ সূত্র

৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্তধর্মে গুণান্বিত সারিপুত্র চিত্তকে নিজের বশে পরিচালিত করে, সারিপুত্র চিত্তের বশে পরিচালিত হয় না।

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র সমাধিকুশল, সমাধি লাভে দক্ষ, সমাধির স্থিতি কুশল, সমাধির উত্থানকুশল, সমাধির কল্যাণ দক্ষ, সমাধির গোচর কুশল, সমাধির অভিনিহার[১৬] (সমাধির প্রয়োগে দক্ষ)সম্পন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তধর্মে গুণান্বিত সারিপুত্র চিত্তের বশে পরিচালিত হয় না।"

১১. প্রথম প্রশংসা সূত্র

৪২.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করতেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করেন। সে সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মনে এ চিন্তার উদ্রেক হলো : "শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের অনেক সময় আছে (অর্থাৎ পিণ্ডচারণের সঠিক সময় এখনো হয়নি)। এখন আমার অন্যতীর্থিয়[১৭] পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হওয়া উচিত।" এ চিন্তা করে শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে কুশল বিনিময় করেন, কুশল বিনিময় কার্য পরিসমাপ্তির পর এক প্রান্তে উপবেশন করেন।

২. সে সময়ে সেই সমবেত উপবিষ্ট অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের মধ্যে

হঠাৎ এ কথা (মন্তব্য) উঠল, "আবুসো (শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ), যদি কেউ দ্বাদশ বৎসর যাবত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করেন তাহলে তাঁর জন্য এ কথাটা বলা যথার্থ, "সেই ভিক্ষু প্রশংসার্হ"। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষিত বিষয়কে অভিনন্দনও করলেন না কিংবা নিন্দাও প্রকাশ করলেন না; অভিনন্দন কিংবা নিন্দা কোনটা না করেই আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন এ ভেবে "ভগবানের সমীপে এ ভাষিত বিষয়ের অর্থ শিক্ষা করব (জানব)"।

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ সমাপ্ত করে পিণ্ড গ্রহণের পর ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, আজ পূর্বাহ্নে চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে আমি পিণ্ডচারণে বের হই। তখন ভন্তে, আমার মনে এ চিন্তার উদ্রেক হয়, "শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের অনেক সময় আছে। ইতিমধ্যে আমার অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হওয়া উচিত।" অতঃপর ভন্তে, সেই আমি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হই, উপস্থিত হয়ে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে কুশল বিনিময় করি, পরস্পর কুশল বিনিময় কার্য সমাপ্ত করে এক প্রান্তে উপবেশন করি। ভন্তে, সে সময়ে সেই সমবেত উপবিষ্ট অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের মধ্যে হঠাৎ এ মন্তব্য উঠল, আবুসো, যদি কেউ দ্বাদশ বৎসর যাবত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করেন তাহলে তাঁর জন্য এ কথাটা বলা যথার্থ—"সেই ভিক্ষু প্রশংসার্হ।" অতঃপর ভন্তে, আমি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষিত বিষয়কে অভিনন্দনও করলাম না কিংবা নিন্দাও করলাম না। অভিনন্দন কিংবা নিন্দা কোনটা না করেই আসন হতে উঠে প্রস্থান করলাম এ ভেবে যে, ভগবানের সমীপে এ ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানব। ভন্তে, এই ধর্মবিনয়ে কেবল বর্ষ গণনায় কোনো ভিক্ষুকে প্রশংসার্হ বলে প্রজ্ঞাপন (ঘোষণা) করা যায় কি?" "না সারিপুত্র, এই ধর্মবিনয়ে কেবল বর্ষ গণনায় কোনো ভিক্ষু প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করা যায় না। সারিপুত্র, এই সপ্ত প্রশংসার ক্ষেত্র আমার স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত। সপ্ত কী কী?"

৪. "এক্ষেত্রে, হে সারিপুত্র, ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণের প্রতি তীব্র ছন্দ (ইচ্ছা)সম্পন্ন এবং শিক্ষা গ্রহণকালে তার উৎসাহ হ্রাস পায় না। সে ধর্ম প্রতিপালনে খুব উৎসুক হয় এবং ধর্ম প্রতিপালনকালে তার উৎসাহ হ্রাস পায় না। সে ইচ্ছা বিনয়ে তীব্র ছন্দসম্পন্ন এবং ইচ্ছা বিনয় শিক্ষাকালে তার

উৎসাহহ্রাস প্রাপ্ত হয় না। সে নির্জনতায় (প্রবিবেকে) তীব্র ইচ্ছাসম্পন্ন এবং নির্জনতা পালনে তার উৎসাহহ্রাস পায় না। সে বীর্যারম্ভে তীব্র ইচ্ছাসম্পন্ন হয় এবং বীর্যারম্ভকালে তার উৎসাহহ্রাস প্রাপ্ত হয় না। সে স্মৃতি আয়ত্তকরণে তীব্র ছন্দসম্পন্ন হয় এবং তার স্মৃতি আয়ত্তকালে উৎসাহহ্রাস প্রাপ্ত হয় না। সে দৃষ্টি প্রতিবিদ্ধ করণে তীব্র ছন্দসম্পন্ন এবং দৃষ্টি প্রতিবিদ্ধকরণকালে তার উৎসাহেরহ্রাস ঘটে না।

হে সারিপুত্র, এই সপ্ত প্রশংসার ক্ষেত্র আমার স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত।

৫. হে সারিপুত্র, এই সপ্ত প্রশংসার ক্ষেত্রসম্পন্ন কোনো ভিক্ষু যদি দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে যথার্থ বলতে হয়, "ভিক্ষুটি প্রশংসার্হ", যদি চতুর্বিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে যথার্থ বলতে হয়, "ভিক্ষুটি প্রশংসার্হ", যদি ছত্রিশ বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করে তাহলে যথার্থ বলতে হয়, "ভিক্ষুটি প্রশংসার্হ", যদি আটচল্লিশ বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য যাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে যথার্থ বলতে হয়, "ভিক্ষুটি প্রশংসার্হ"[১৮]।"

১২. দ্বিতীয় প্রশংসা সূত্র

৪৩.১. আমার এরূপ শ্রুত হয়েছে। একসময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে[১৯] অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে কৌশাম্বীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো—"কৌশাম্বীতে পিণ্ডচারণের এখন অনেক সময় আছে। এখন আমার অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক আরামে উপস্থিত হওয়া উচিত।" অতঃপর শ্রদ্ধেয় আনন্দ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক আরামে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সাথে কুশল বিনিময় করেন, কুশল বিনিময় কর্ম সমাপ্ত করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন।

২. সে সময়ে সেই সমবেত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের মধ্যে হঠাৎ এ কথার উদ্রেক হলো, "আবুসো, যদি কেউ দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করেন তাহলে তাঁর জন্য এ কথাটা বলা যথার্থ—"সেই ভিক্ষু প্রশংসার্হ।" অতঃপর শ্রদ্ধেয় আনন্দ সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষিত বিষয়কে অভিনন্দন কিংবা নিন্দা কোনোটাই করলেন না, অভিনন্দন কিংবা নিন্দা কোনোটা না করেই আসন হতে উঠে প্রস্থান করেন এ ভেবে—

ভগবানের সমীপে এ ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানব।"

৩. তৎপর আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীতে পিণ্ডচারণ করে পিণ্ডপাত গ্রহণ শেষে ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, আজ পূর্বাহ্নে চীবর পরিধান করে পাত্র চীবর নিয়ে আমি পিণ্ডচারণে বের হই। তখন ভন্তে, আমার মনে এ চিন্তা উৎপন্ন হলো, "কৌশাম্বীতে পিণ্ডচারণের অনেক সময় আছে। এ সময়টুকুতে আমার অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক আরামে উপনীত হওয়া উচিত।" "অতঃপর ভন্তে, সেই আমি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক আরামে উপনীত হই। উপনীত হয়ে তাঁদের সাথে প্রাথমিক কুশল বিনিময়সম্পন্ন করি। তৎপর আমি এক প্রান্তে উপবেশন করি। ভন্তে, সে সময় সেই সমবেত উপবিষ্ট অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের মধ্যে হঠাৎ এ মন্তব্য উঠল—"আবুসো, যদি কেউ দ্বাদশ বৎসর যাবত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করেন তাহলে তাঁর জন্য এ কথাটা বলা যথার্থ—"সেই ভিক্ষু প্রশংসার যোগ্য"। অতঃপর ভন্তে, সেই আমি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষিত বিষয়ের অভিনন্দনও করলাম না কিংবা নিন্দাও করলাম না। অভিনন্দন কিংবা নিন্দা কোনটা না করেই আসন হতে উঠে প্রস্থান করি এ ভেবে—ভগবানের সমীপে এ ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানব"। ভন্তে এই ধর্মবিনয়ে কেবল বর্ষ গণনায় কোনো ভিক্ষু প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করা যায় কি? আনন্দ, এই ধর্মবিনয়ে কেবল বর্ষগণনায় কোনো ভিক্ষু প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করা যায় না। হে আনন্দ, এই সপ্ত প্রশংসার ক্ষেত্র আমার স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত (উপলব্ধ)। সপ্ত কী কী?

৪. হে আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, হিরিসম্পন্ন (পাপে লজ্জাশীলী), ঔত্তপ্পী (পাপে ভয়শীল), বহুশ্রুত, আরব্ধবীর্য, স্মৃতিমান, প্রজ্ঞাবান হয়।

হে আনন্দ, এই সপ্ত প্রশংসার ক্ষেত্র আমাকর্তৃক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত, প্রবেদিত।

৫. হে আনন্দ, এই সপ্ত প্রশংসার ক্ষেত্রসম্পন্ন কোনো ভিক্ষু যদি দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য যাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে যথার্থই বলতে হয়—"ভিক্ষুটি প্রশংসার যোগ্য; যদি চতুর্বিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য যাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে যথার্থ বলতে হয়—"ভিক্ষুটি প্রশংসার যোগ্য, যদি ছত্রিশ বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য যাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে যথার্থই বলতে হয়—ভিক্ষুটি প্রশংসার যোগ্য,

যদি আটচল্লিশ বৎসর পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য যাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে যথার্থই বলতে হয়—"ভিক্ষুটি প্রশংসার যোগ্য।"

[দেবতা-বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

অপ্রমাদ, হিরিমা এবং দ্বি সুবচ, দ্বি সখা
দ্বি প্রতিসম্ভিদা, দ্বিবিধ বশ, প্রশংসার যোগ্য পরে দ্বিবিধ।

৫. মহাযজ্ঞ-বর্গ

১. সপ্ত বিজ্ঞান স্থিতি সূত্র

৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিজ্ঞান স্থিতি[১] (জীবস্থিতি)। সপ্ত কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ (নানাত্বকায়) বিবিধ কায়াসম্পন্ন, বিবিধ সংজ্ঞাসম্পন্ন, যেমন মনুষ্য[২], কোনো কোনো দেবতা[৩], কেউ বিনিপাতিক[৪] (যে প্রেত দুঃখ ভোগ করে)। এটা প্রথম বিজ্ঞান স্থিতি।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো সত্ত্ব আছে যেগুলি নানা কায়িক কিন্তু এক সংজ্ঞাবিশিষ্ট যেমন ব্রহ্মকায়িক দেবতা যারা প্রথম ধ্যান[৫]বশত জন্মগ্রহণ করে। এটা দ্বিতীয় বিজ্ঞান স্থিতি।

৪. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো সত্ত্ব আছে যারা এক কায়বিশিষ্ট কিন্তু বিভিন্ন সংজ্ঞাসম্পন্ন, যেমন আভস্বর[৬] দেবতা। এটা তৃতীয় বিজ্ঞান স্থিতি।

৫. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো সত্ত্ব আছে যারা এক কায়িক ও এক সংজ্ঞাবিশিষ্ট। যেমন সুভকিন্ন দেবতা[৭]. এটা চতুর্থ বিজ্ঞান স্থিতি।

৬. হে ভিক্ষুগণ, এমন সত্ত্ব আছে যারা সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞা[৮] অতিক্রম করে প্রতিঘ (প্রতিক্রিয়া) সংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব-সংজ্ঞাকে উপেক্ষা করে "অনন্ত আকাশ" অর্থাৎ আকাশ অনন্ত আয়তনে উপনীত। এটা পঞ্চম বিজ্ঞান[৯] স্থিতি।

৭. হে ভিক্ষুগণ, এমন সত্তা আছে যারা সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" বা বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনে উপনীত। এটা ষষ্ঠ বিজ্ঞান স্থিতি।

৮. হে ভিক্ষুগণ, এমন সত্ত্ব আছে যারা সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" অর্থাৎ আকিঞ্চনায়তনে উপনীত। এটা সপ্তম বিজ্ঞান স্থিতি।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলি সপ্ত বিজ্ঞান স্থিতি।"

২. সমাধি পরিষ্কার সূত্র[10]

৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় সমাধির আবশ্যক (অলংকার)। সপ্ত কী কী?

২. সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি। হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের একাগ্রতা যা এই সপ্ত বিষয় দ্বারা অলংকৃত তাকে উপায় সহ আর্য সম্যক সমাধি বলে যা এরূপই, এর পরিষ্কার (ভূষণ) এরূপই।"

৩. প্রথম অগ্নি[11] সূত্র

৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ অগ্নি। সপ্ত কী কী?

২. রাগাগ্নি, দোষাগ্নি, মোহাগ্নি, আহুনেয়্যাগ্নি, গৃহপতি অগ্নি, দক্ষিণেয়্যাগ্নি, কাষ্ঠাগ্নি।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ অগ্নি।"

৪. দ্বিতীয় অগ্নি সূত্র

৪৭.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করতেছিলেন। সে সময় উগ্গতসরীর ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে এক মহাযজ্ঞ প্রস্তুত হচ্ছিল। যজ্ঞের জন্য পঞ্চশত ষাঁড়, পঞ্চশত এঁড়ে বাছুর, পঞ্চশত বাক্না বাছুর, পঞ্চশত ছাগল, পঞ্চশত মেষ যজ্ঞ[12] স্তম্ভের নিকট আনিত হলো। অতঃপর উগ্গতসরীর ব্রাহ্মণ ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে প্রাথমিক কুশল বিনিময় করেন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ সমাপ্ত করে তিনি এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট উগ্গতসরীর ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভবৎ গৌতম, আমি এরূপ শুনেছি, অগ্নি স্থাপন এবং যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলন মহাফল মহাপুণ্য প্রদায়ক।" "হে ব্রাহ্মণ, আমাকর্তৃকও এরূপ শ্রুত হয়েছে, অগ্নি স্থাপন এবং যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলন মহাফল ও মহাপুণ্য দায়ক।" দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারও উগ্গতসরীর ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, ভবৎ গৌতম, আমা দ্বারা শ্রুত হয়েছে, অগ্নি স্থাপন ও যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলন মহাফল, মহাপুণ্য প্রদায়ক।" "ব্রাহ্মণ, আমা দ্বারাও এরূপ শ্রুত, অগ্নি স্থাপন ও যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলন মহাফল, মহাপুণ্যদায়ক।" "ভবৎ গৌতম, এটা আমাদিগকে একত্রিত করেছে, এমনকি ভবৎ গৌতম ও আমাদিগকেও; হ্যাঁ, সবার সাথে সবাইকে।"

২. এরূপ উক্ত হলে শ্রদ্ধেয় আনন্দ উগ্গতসরীর ব্রাহ্মণকে এরূপ বললেন,

"বাস্তবিকই হে ব্রাহ্মণ, ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা অনুচিত—ভবৎ গৌতম, আমাকর্তৃক এরূপ শ্রুত—"অগ্নি স্থাপন ও যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলন মহাফল, মহাপুণ্যদায়ক।" হে ব্রাহ্মণ, তথাগতগণ এরূপ জিজ্ঞাসিতব্য : "ভন্তে, আমি অগ্নি স্থাপনে উৎসুক, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনে উৎসুক, ভন্তে ভগবন, আমাকে উপদেশ প্রদান করুন, ভন্তে ভগবন, আমাকে অনুশাসন করুন যদ্বারা আমার দীর্ঘকালের হিত ও সুখের কারণ হয়!"

৩. তৎপর উগ্গতসরীর ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলেন, "ভবৎ গৌতম, আমি অগ্নি স্থাপনে, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনে উৎসুক, ভবৎ গৌতম, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন, ভবৎ গৌতম, আমাকে অনুশাসন করুন যদ্বারা আমার দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হয়।" "হে ব্রাহ্মণ, অগ্নি স্থাপনের পূর্বেই অগ্নি স্থাপনকারী, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারী তিনটি অস্ত্র[১৩] স্থাপন করে যা অকুশল, দুঃখ উদ্রেককারী, দুঃখবিপাকী। তিন কী কী?

৪. কায়-অস্ত্র, বাক্-অস্ত্র, মন-অস্ত্র। হে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্বেও অগ্নি স্থাপনকারী, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারীর এরূপ চিত্ত উৎপন্ন হয়—"যজ্ঞে এত সংখ্যক ষাঁড়, এত সংখ্যক এঁড়ে বাছুর, এত সংখ্যক বাক্না বাছুর, এত সংখ্যক ছাগল, এত সংখ্যক মেষ হত্যা করা হোক।" সে "পুণ্য করছি" ভেবে অপুণ্যই করে, "কুশল করছি" এ ভেবে অকুশলই সম্পাদন করে, "সুগতি মার্গ পর্যবেক্ষণ (অনুসন্ধান) করছি" ভেবে দুর্গতি মার্গেরই পর্যবেক্ষণ করে। হে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্বেই অগ্নি স্থাপনকারী, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারী এই প্রথম মনো অস্ত্র স্থাপন করে যা অকুশল, দুঃখ উদ্রেককর, দুঃখ বিপাকী।

৫. পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্বেই অগ্নি স্থাপনকারী, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারী এরূপ বাক্য ভাষণ করে : "যজ্ঞে এত সংখ্যক ষাঁড়, এত সংখ্যক এঁড়ে বাছুর, এত সংখ্যক বাক্না বাছুর, এত সংখ্যক ছাগল, এত সংখ্যক মেষ হত্যা করুন।" সে "পুণ্য করছি" ভেবে অপুণ্যই করে, "কুশল করছি" ভেবে অকুশলই সম্পাদন করে, "সুগতি মার্গ অনুসন্ধান করছি" ভেবে দুর্গতি মার্গেরই অনুসন্ধান করে। হে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের পূর্বেই অগ্নি স্থাপনকারী, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারী এই দ্বিতীয় বাক্ অস্ত্র স্থাপন করে যা অকুশল, দুঃখ সৃষ্টিকারী, দুঃখবিপাকী।

৬. পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, অগ্নি স্থাপন, যজ্ঞস্তম্ভ স্থাপনের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পাদনের পূর্বে যজ্ঞকারী নিজে প্রথমে এ বলে কাজটি আরম্ভ করে : "যজ্ঞের জন্য এত সংখ্যক ষাঁড়, এত সংখ্যক এঁড়ে বাছুর, এত সংখ্যক বাক্না বাছুর, এত সংখ্যক ছাগল, এত সংখ্যক মেষ হত্যা করুন।" সে

"পুণ্য করছি" ভেবে অপুণ্যই করে, "কুশল করছি" ভেবে অকুশলই সম্পাদন করে" "সুগতিমার্গ অনুসন্ধান করছি" ভেবে দুর্গতি মার্গই অনুসন্ধান করে। হে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ সম্পাদনের পূর্বেই অগ্নি স্থাপনকারী, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারী এই তৃতীয় কায়-অস্ত্র স্থাপন করে যা অকুশল, দুঃখ উদ্রেককারী, দুঃখবিপাকী।

হে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ সম্পাদনের পূর্বে অগ্নি স্থাপনকারী, যজ্ঞস্তম্ভ উত্তোলনকারী এই তিনটি অস্ত্র স্থাপন করে যা অকুশল, দুঃখ সৃষ্টিকারী, দুঃখবিপাকী।

৭. হে ব্রাহ্মণ, এই ত্রি-অগ্নি পরিত্যাগ যোগ্য, বর্জনযোগ্য, সেবন অনুচিত। ত্রি কী কী?

৮. রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি। হে ব্রাহ্মণ, রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি কেন পরিত্যাগ যোগ্য, বর্জনযোগ্য, সেবন অনুচিত?

৯. হে ব্রাহ্মণ, মোহিত, কামাসক্ত, কামাবিষ্ট চিত্ত কায়ে দুরাচরণ করে, বাক্যদ্বারে দুরাচরণ করে, মনোদ্বারে দুরাচরণ করে। সে কায়িক দুরাচরণ, বাচনিক দুরাচরণ, মনোদ্বারে দুরাচরণ করে" কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে[১৪] পুনর্জন্ম লাভ করে। সে কারণে রাগাগ্নি (কামাগ্নি) পরিত্যাগ, বর্জন করা, সেবন না করা উচিত। হে ব্রাহ্মণ, দোষাগ্নি কেন ত্যাগ করা, বর্জন করা, সেবন না করা উচিত?

১০. হে ব্রাহ্মণ, দুষ্ট, দোষাভিভূত, দোষাবিষ্ট চিত্ত কায়ে দুরাচরণ করে, বাক্যদ্বারে দুরাচরণ করে, মনোদ্বারে দুরাচরণ করে। সে কায়িক, বাচনিক, মনো দ্বারে দুরাচরণ করার পর কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে পুনর্জন্ম লাভ করে। সে কারণে দোষাগ্নি পরিত্যাগ, বর্জন, সেবন না করা উচিত। হে ব্রাহ্মণ, মোহাগ্নি কেন পরিত্যাগ, বর্জন করা, সেবন না করা উচিত?

১১. মূঢ়, হে ব্রাহ্মণ, মোহাভিভূত, মোহাবিষ্ট চিত্ত কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুরাচরণ করে। সে কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুরাচরণ করে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে পুনর্জন্ম লাভ করে। সে কারণে মোহাগ্নি বর্জন, পরিহার, সেবন না করা উচিত।

হে ব্রাহ্মণ, এই ত্রি-অগ্নি পরিহার, বর্জন, সেবন না করা উচিত।

১২. হে ব্রাহ্মণ, এই ত্রি-অগ্নি সৎকার, গৌরবকৃত, মানিত, পূজিত হলে সম্যক সুখ আনয়ন করে। ত্রি কী কী?

১৩. আহুনেয্য (আহ্বানযোগ্য) অগ্নি, গৃহপতি অগ্নি, দক্ষিণাযোগ্য অগ্নি।

হে ব্রাহ্মণ, আহুনেয্য (আহ্বানযোগ্য শ্রদ্ধেয়) অগ্নি কিরূপ?

এক্ষেত্রে, হে ব্রাহ্মণ, একজন লোকের কথা ভাবুন যে তার মাতা বা পিতাকে সম্মান করে। হে ব্রাহ্মণ, এটাকে বলা হয় শ্রদ্ধাযোগ্য অগ্নি। তার কারণ কী? এটা হতে এই শ্রদ্ধা এসেছে। সে কারণে হে ব্রাহ্মণ, আহ্বান যোগ্য অগ্নি সৎকার, গৌরব, মানিত, পূজিত হলে সম্যক সুখ আনয়ন করে। এবং গৃহপতি অগ্নি কী হে ব্রাহ্মণ?

১৫. এক্ষেত্রে, হে ব্রাহ্মণ, একজন লোক তার পুত্র, দার, দাস, দূত কর্মকার (কাজের লোক) কে মান্য করে। এটাকে বলা হয় গৃহপতি অগ্নি। সে কারণে গৃহপতি অগ্নি সৎকার, গৌরব, মানিত, পূজিত হলে যথার্থ সুখ আনয়ন করে। হে ব্রাহ্মণ, দক্ষিণাযোগ্য অগ্নি কী?

১৬. এক্ষেত্রে, হে ব্রাহ্মণ, যে সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মান, প্রমাদ-বিরত, যারা ক্ষান্তি[১৫]পরায়ণ, বিনীত, যারা নিজকে দমন করে, শান্ত করে, নিবৃত্ত করেIএকেই বলা হয় দক্ষিণাযোগ্য অগ্নি। সে কারণে দান যোগ্য অগ্নি সৎকার, গৌরব, মানিত, পূজিত হলে নিশ্চিত সুখ আনয়ন করে।

হে ব্রাহ্মণ, এই ত্রিবিধ অগ্নি সৎকার, গৌরব, মানিত, পূজিত হলে সম্যক সুখ আনয়ন করে।

হে ব্রাহ্মণ, এই কাষ্ঠাগ্নি মাঝে মাঝে প্রজ্জ্বলিত করা উচিত। মাঝে মাঝে যত্ন নেওয়া উচিত, মাঝে মাঝে নির্বাপন করা উচিত, মাঝে মাঝে নিক্ষেপ করা উচিত।”

১৭. এরূপ উক্ত হলে ব্রাহ্মণ উগ্গতসরীর ভগবানকে এরূপ বলেন, “আশ্চর্য, ভবৎ গৌতম অদ্ভুত! ভবৎ গৌতম, আজ হতে আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন। আমি এই পঞ্চশত ষাঁড় মুক্ত করে দিচ্ছি। ভবৎ গৌতম, আমি তাদিগকে জীবন দান দিচ্ছি। আমি এসব এঁড়ে বাছুর, বাক্না বাছুর, ছাগ, মেষকে মুক্ত করে দিচ্ছি। আমি তাদেরকে জীবন দান করছি। তারা সবুজ ঘাস গ্রহণ করুক, তারা শীতল জল পান করুক, তাদের উপর মুক্ত বাতাস বয়ে যাক!”

৫. প্রথম সংজ্ঞা[১৬] সূত্র

৪৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত[১৭] সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত (বৃদ্ধি করা) হলে মহাফল মহা আনিশংস লাভ হয় যদ্বারা চরম লক্ষ্য প্রদায়ক অমরতার গভীরতা মাপা যায়। সপ্ত কী কী?

২. অশুভসংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, আহারে পরিতৃপ্তি সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি (অসন্তোষ) সংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে

অনাত্মসংজ্ঞা।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় যা অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ী।"

৬. দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র

৪৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত (বৃদ্ধি করা) হলে মহাফল মহা আনিশংস লাভ হয় যদ্বারা চরম লক্ষ্য প্রদায়ক অমরতার গভীরতা মাপা যায়। সপ্ত কী কী?

২. অশুভসংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, আহারে পরিতৃপ্তি সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতি (অসন্তোষ) সংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা।

৩. "হে ভিক্ষুগণ, অশুভসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত (বৃদ্ধি করা) হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ী মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয়, এটা এরূপ কথিত এবং এটা কোন বিষয়ে কথিত হয়েছে?

৪. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যখন অশুভসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত (চেতনাবহুল) হয়ে বিহার করে তখন চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, মৈথুনধর্মে প্রবর্তিত করে, সম্প্রসারিত করে না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটা মোরগের পালক বা কোমলাস্থি যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে। পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, পশ্চাদ্দিকে ঘুরে এবং স্ফীত হয় না, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যখন অশুভসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বিহার করে তখন চিত্ত পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হয়, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, মৈথুনধর্মে নিপতিত হয়, সম্প্রসারিত করে না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণার উদ্রেক করে। হে ভিক্ষুগণ, অশুভসংজ্ঞা পরিবৃত চেতনাবহুল হয়ে বিহারকালে যদি ভিক্ষু মৈথুন বিষয় অনুসন্ধান করে, আমোদিত হয় তাহলে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা ভাবা উচিত, "আমা কর্তৃক অশুভ সংজ্ঞা অভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার অভাবিত, ভাবনাফল আমার অপ্রাপ্ত।" তখন সত্য সত্যই সে অভিনিবিষ্ট (মনোযোগী) হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যখন অশুভসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বিহার করে তখন চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, মৈথুন বিষয়াসক্ত চিত্ত প্রবর্তিত করে, সম্প্রসারিত করে না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণা জন্মে। তখন হে ভিক্ষুগণ, তার এটা উপলব্ধি করা উচিত : "অশুভসংজ্ঞা আমার ভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার ভাবিত,

ভাবনাফল আমার প্রাপ্ত।” তখন সে নিশ্চয়ই মনোযোগী হয়। হে ভিক্ষুগণ, অশুভসংজ্ঞা ভাবা হলে, বৃদ্ধি করা হলে মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় যা অমৃত রূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ী। এটা এরূপ কথিত এবং এ কারণেই এটা কথিত।

৫. হে ভিক্ষুগণ, মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ী মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত এবং কোন কারণে এটা উক্ত হয়েছে?

৬. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যখন মরণসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বিহার করে তখন চিত্ত জীবনের আশায় পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, পরিবর্তন হয়, স্ফীত হয় না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণা স্থাপিত হয়। একটা মোরগের পালক বা কোমলাস্থি যেমন আগুনে প্রক্ষিপ্ত হলে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, আবর্তিত হয় এবং স্ফীত হয় না, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যখন মরণসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বিহার করে তখন জীবনের আশায় পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, আবর্তিত হয়, স্ফীত হয় না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণার (প্রতিকূলতা) উদ্রেক করে। হে ভিক্ষুগণ, মরণসংজ্ঞা পরিবৃত চেতনাহুল হয়ে বিহারকালে যদি চিত্ত জীবনের আশা অনুসন্ধান করে, আমোদিত হয় তাহলে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা ভাবা উচিত : “আমা দ্বারা মৃত্যুসংজ্ঞা অভাবিত, ভাবনাফল আমার অপ্রাপ্ত।” তখন সত্য সত্যই সে অভিনিবিষ্ট হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যখন মৃত্যুসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চিত্ত হয়ে বিহার করে তখন চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, আবর্তিত হয়, স্ফীত হয় না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণা জন্মে। তখন হে ভিক্ষুগণ, তার এটা উপলব্ধি করা উচিত : “মৃত্যুসংজ্ঞা আমার ভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার ভাবিত।” তখন সে নিশ্চয়ই মনোযোগী হয়। হে ভিক্ষুগণ, মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ী মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে এটা কথিত এবং এটা এ কারণেই কথিত।

৭. হে ভিক্ষুগণ, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় যা অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ক বলে কথিত এবং এটা কোন কারণে কথিত হয়েছে?

৮. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বিহারকালে রসতৃষ্ণায় চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, পরিবর্তিত হয়, স্ফীত হয় না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণা স্থাপিত হয়। যেমন, হে

ভিক্ষুগণ, একটা মোরগের পালক বা কোমলাস্থি আগুনে প্রক্ষিপ্ত হলে তা পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, আবর্তিত হয়, তদ্বারা স্ফীত হয় না, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বিহারকালে রসতৃষ্ণায় চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, পরিবর্তিত হয়, স্ফীত হয় না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণা স্থাপিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে রসতৃষ্ণায় চিত্ত অনুসন্ধান করে, আমোদিত হয়, তখন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা ভাবা উচিত : "আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা আমার অভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার অভাবিত, ভাবনাফল আমার অপ্রাপ্ত।", তখন হে ভিক্ষুগণ, সত্য সত্যই সে অভিনিবিষ্ট হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বিহারকালে রসতৃষ্ণায় চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, আবর্তিত হয় এবং স্ফীত হয় না, উপেক্ষা বা ঘৃণা স্থাপিত হয়। তখন হে ভিক্ষুগণ, তার এটা উপলব্ধি করা উচিত : "আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা আমার ভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার ভাবিত, ভাবনাফল আমার প্রাপ্ত হয়েছে।" তখন সে নিশ্চয়ই মনোযোগী হয়। হে ভিক্ষুগণ, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ী মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত এবং এটা এ কারণেই কথিত।

৯. হে ভিক্ষুগণ, সর্বলোকে অনভিরতি (অসন্তোষ) সংজ্ঞা ভাবিত, বর্ধিত করা হলে অমৃত তুল্য চরম লক্ষ্য প্রদায়ী মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত এবং এটা কোন কারণে কথিত?

১০. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বলোকে (জগতে) অনভিরতি (অসন্তোষ) সংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বাসকালে লোকচিত্তে চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয়, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, প্রবর্তিত করে, সম্প্রসারিত করে না এবং উপেক্ষা বা ঘৃণার উদ্রেক করে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, একটা মোরগের পালক বা কোমলাস্থি আগুনে নিক্ষিপ্তি হলে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, পশ্চাদ্দিকে ঘুরে এবং স্ফীত হয় না, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা চেতনাযুক্ত হয়ে বিহারকালে লোকচিত্তে চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয়, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, প্রবর্তিত করে, সম্প্রসারিত করে না এবং ঘৃণার উদ্রেক করে। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বাসকালে লোকচিত্তে চিত্ত অনুসন্ধান করে, আমোদিত হয়।

তখন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা ভাবা উচিত : "সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা আমার অভাবিত, পূর্ব অবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার অভাবিত, ভাবনা ফল আমার অপ্রাপ্ত।" তখন সত্য সত্যই সে মনোযোগী হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যখন সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বিহার করে তখন লোকচিত্তে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, প্রবর্তিত করে, সম্প্রসারিত করে না এবং ঘৃণা জন্মায়। তখন হে ভিক্ষুগণ, তার এটা উপলব্ধি করা উচিত : "সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা আমার ভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার ভাবিত, ভাবনা ফল আমার প্রাপ্ত।" তখন সে নিশ্চয়ই মনোযোগী হয়। হে ভিক্ষুগণ, সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ক মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে এটা কথিত এবং এটা এ কারণেই কথিত হয়েছে।

১১. হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ী মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত এবং এটা কোন কারণে কথিত হয়েছে?

১২. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনিত্যসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বিহারকালে সৎকারে চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, গতি ফিরায়, আবর্তিত হয়, সম্প্রসারিত হয় না, উপেক্ষা বা ঘৃণা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, একটা মোরগের পালক বা কোমলাস্থি আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, পশ্চাদ্দিকে ঘুরে কিন্তু সম্প্রসারিত হয় না, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বিহারকালে লাভ সৎকারে চিত্ত পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয়, পশ্চাদ্দিকে গতি ফিরায়, প্রবর্তিত করে এবং সম্প্রসারিত করে না এবং ঘৃণা প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনিত্যসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বাস করে তখন লাভ সৎকারে চিত্ত অনুসন্ধান করে, অপ্রতিকূলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হে ভিক্ষুগণ, তার এটা ভাবা উচিত : "অনিত্যসংজ্ঞা আমার অভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার অভাবিত, ভাবনাফল আমার অপ্রাপ্ত।" তখন সে সত্য সত্যই মনোযোগী হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু অনিত্যসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাযুক্ত হয়ে বিহার করে তখন চিত্ত লাভ-সৎকারে পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয়, গতি ফিরায়, আবর্তিত হয়, সম্প্রসারিত হয় না, উপেক্ষা বা প্রতিকূলতা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা উপলব্ধি করা উচিত : "অনিত্যসংজ্ঞা আমার ভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা

আমার ভাবিত, ভাবনাফল আমার প্রাপ্ত।" তখন সে সত্য সত্যই মনোযোগী হয়। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ক মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত, এটা এ কারণেই কথিত হয়েছে।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ী মহাফল মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত এবং কোন কারণে তা কথিত হয়েছে?

১৪. হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত হয়ে বিহারকালে ভিক্ষুর আলস্য, জড়তা, অবসন্নতা, প্রমাদ (অসতর্কতা), অননুযোগে (অশ্রদ্ধা), অপ্রত্যবেক্ষণে তীব্র ভয়সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় একজন বধকের উৎক্ষিপ্ত অসি সদৃশ। হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বিহার করে তখন চিত্তে আলস্য, জড়তা, অবসন্নতা, প্রমাদ অননুযোগ আসে, একজন বধকের উৎক্ষিপ্ত অসি সদৃশ অপ্রত্যবেক্ষণ জনিত তীব্র ভয়সংজ্ঞা উৎপন্ন না হয় তাহলে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা ভাবা উচিত : "অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা আমার অভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার অভাবিত, ভাবনাফল আমার অপ্রাপ্ত।" তখন সত্য সত্যই সে মনোযোগী হয়। যদি হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বিহারকালে চিত্তে আলস্য, জড়তা, অবসন্নতা, প্রমাদ, অননুযোগ আসে, একজন বধকের উৎক্ষিপ্ত অসি সদৃশ অপ্রত্যবেক্ষণ জনিত তীব্র ভয়সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহলে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা উপলব্ধি করা উচিত : "অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা আমার ভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার ভাবিত, ভাবনাফল আমার প্রাপ্ত।" তখন সে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট হয়। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ক মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত, এটা এ কারণেই কথিত হয়েছে।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ক মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত এবং কোন কারণে এরূপ কথিত হয়েছে?

১৬. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বিহারকালে এই সবিজ্ঞান কায়ে ও বহির্দ্বারে সর্ব নিমিত্তে "অহংকার" "মমকার" (আমি-আমার) মান অপগত চিত্ত অহংকারমুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যখন দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনা বহুল হয়ে বিহারকালে এই

সবিজ্ঞান কায়ে ও বহির্দ্বারে সর্ব নিমিত্তে "অহংকার" "মমকার " মান অপগত, চিত্ত অহংকারমুক্ত না হয় তখন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা ভাবা উচিত : "দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা আমার অভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার অভাবিত, ভাবনাফল আমার অপ্রাপ্ত", তখন ভিক্ষু সত্য সত্যই মনোযোগী হয়। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা পুঞ্জীভূত চেতনাবহুল হয়ে বিহারকালে এই সবিজ্ঞান কায়ে ও বহির্দ্বারে সর্ব নিমিত্তে "অহংকার" "মমকার" মান অপগত, চিত্ত অহংকার মুক্ত হয় তাহলে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এটা উপলব্ধি করা উচিত : "দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা আমার ভাবিত, পূর্বাবস্থা হতে উন্নততর অবস্থা আমার ভাবিত, ভাবনাফল আমার প্রাপ্ত।" এভাবে সত্য সত্যই সে অভিনিবিষ্ট হয়। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ক মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয় বলে কথিত, এটা এ কারণে কথিত।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতরূপ চরম লক্ষ্য প্রদায়ক মহাফল, মহা আনিশংস লাভ হয়।"

৭. মৈথুন সূত্র

৫০.১. অতঃপর ব্রাহ্মণ জানুস্সোণী ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে প্রাথমিক কুশল বিনিময় করেন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ সমাপ্ত করে তিনি এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট জানুস্সোণী ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভবৎ গৌতম কি ব্রহ্মচর্য জীবন স্বীকার করেন?" "হে ব্রাহ্মণ, যাকে এ কথা বলা হোক না কেন, সে সম্যকভাবে বলতে পারে "সে অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, নিদাগ, নিখুঁত, পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করে", হে ভিক্ষুগণ, আমার সম্পর্কেও সে সম্যকভাবে বলতে পারে; যেহেতু আমি প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, নিদাগ, অকলঙ্কিত, পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করি।" "কিন্তু ভবৎ গৌতম, ব্রহ্মচর্যের খণ্ড, ছিদ্র, খুঁত, কলঙ্ক কী?"

২. "মনে করুন ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যথার্থভাবে ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাতৃজাতির সাথে সম্মিলিত হয় না, তথাপি মাতৃজাতি দ্বারা শরীর ঘর্ষিত, মর্দিত, স্নাত হয়ে উপভোগ করে, পরিতৃপ্ত হয়, আশা করে, সুখ উপভোগ করে। হে ব্রাহ্মণ, এটাই ব্রহ্মচর্যের খণ্ড, ছিদ্র, দাগ, কলঙ্ক। হে ব্রাহ্মণ, এই ব্যক্তি মৈথুন সংযোগে অপরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য যাপন করে বলে কথিত। সে জন্ম, জরা, মরণ, শোক,

পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (দুর্দশা) হতে পরিমুক্ত হয় না, দুঃখ হতে মুক্ত হয় না, আমি বলি।

৩. পুনশ্চ হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যথার্থভাবে ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রতিজ্ঞা করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাতৃজাতির দ্বারা শরীর ঘর্ষিত, মর্দিত, স্নাত, অঙ্গ মর্দিত না হলেও মাতৃজাতি কর্তৃক তামাশাকৃত, কৌতুককৃত, উল্লাসকৃত হয়ে থাকে। যদিও সে এসব বিষয়ের কোনোটি করে না তথাপি তাদের জন্য চক্ষু দ্বারা চক্ষু দগ্ধ হয়, তাদেরকে এক দৃষ্টিতে তাকায়..., যদিও সে এসব বিষয়ের কোনোটি করে না তথাপি তারা (মাতৃজাতি) যেরূপ ভঙ্গিতে হাসে দেওয়ালের অদূরে, বেড়ার অদূরে তা শ্রবণ করে, কথা বলে, গান করে বা রোদন করে... যদিও সে এগুলোর কোনোটি করে না তথাপি সে তাদের সাথে পূর্বেকার হাসি, কথাবার্তা, তামাশা অনুসরণ করে। যদিও সে এসব বিষয়ের কোনোটি করে না তথাপি গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে পঞ্চকামগুণে[১৮] সমর্পিত, সমঙ্গীভূত, আমোদিত-প্রমোদিত দর্শন করে। যদিও সে কোনো গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে পঞ্চকামগুণে সমর্পিত, সমঙ্গীভূত, আমোদিত-প্রমোদিত দেখা যায় না তথাপি অন্যতর দেবনিকায়ের (কায়ে) আশায় ব্রহ্মচর্য আচরণ করে এই ভেবে : "এই শীল, ব্রত, তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা দ্বারা আমি দেব বা অন্যতর দেব হবো।" সে তা পরিভোগ করে, আকাঙ্ক্ষা করে, তদ্দ্বারা মোহিত হয়। হে ব্রাহ্মণ, প্রকৃতপক্ষে এটাই ব্রহ্মচর্যের খণ্ড, ছিদ্র, খুঁত, কলঙ্ক। হে ব্রাহ্মণ, এই ব্যক্তি মৈথুন সংযুক্ত অপরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করে বলে কথিত, সে জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস হতে মুক্ত হয় না, দুঃখ হতে মুক্ত হয় না আমি বলি। এবং যাবৎ হে ব্রাহ্মণ, এই সপ্ত মৈথুন সংযোগের যে কোনোটি আমার মধ্যে অপ্রহীন (অমুক্ত) দেখি তাবৎ হে ব্রাহ্মণ, কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মালোকে, কি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে আমি প্রকাশ করিনি। কিন্তু যখন হে ব্রাহ্মণ, এই সপ্ত মৈথুন সংযোগের যেকোনো সংযোগ আমাতে অপ্রহীন দৃষ্ট হয়নি তখনই হে ব্রাহ্মণ, আমি দেবলোকে, মারলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে আমি প্রকাশ করি। তখন আমার এরূপ জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হয়—আমার বিমুক্তি অচলা, এ আমার শেষ জন্ম, আমার আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নেই[১৯]।

এরূপ বলা হলে জানুস্‌সোণী ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বলেন, ভবৎ

গৌতম... ভবৎ গৌতম, আজ হতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন।”

৮. সংযোগ সূত্র

৫১.১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সংযোগবিসংযোগ (বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি) বিষয়ে ধর্মপর্যায় ভাষণ করব, তা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর।... হে ভিক্ষুগণ, সংযোগ-বিসংযোগ ধর্ম পর্যায় কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোক নিজে স্ত্রী চরিত্র মনস্কার করে (চিন্তা করে), স্ত্রী সুলভ আচরণ, পোশাক, কুসংস্কার, আবেগ, স্বর, আকর্ষণ চিন্তা করে। সে (স্ত্রী) তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয়। তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয়ে সে বহির্দ্বারে পুরুষ চরিত্রের মানসিকতা, পুরুষ পোষাক, পুরুষ সংস্কার, পুরুষ আবেগ, পুরুষ স্বর, পুরুষালংকার পরিগ্রহ করে। সে (স্ত্রী) তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয়, তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয়ে সে বহির্দ্বারে ওগুলোর সাথে সংযোগে যে সুখ, কল্যাণ উৎপন্ন হয় তা সে আকাঙ্ক্ষা করে। হে ভিক্ষুগণ, সে তার আপন স্ত্রীত্বে অভিরত, অনুরক্ত হয়ে পুরুষ সংযোগে গত এবং এরূপে সে তার স্ত্রীত্ব হতে রক্ষা পায় না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পুরুষ পুরুষ চরিত্র মনস্কার করে (চিন্তা করে), পুরুষ সুলভ আচরণ, পুরুষ পোষাক, পুরুষ সংস্কার, পুরুষ আবেগ, পুরুষ স্বর, পুরুষাকর্ষণ চিন্তা করে। সে (পুঃ) তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয়। সে তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয়ে বহির্দ্বারে স্ত্রী ইন্দ্রিয় চিন্তা করে, ওগুলোর সাথে সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করে। হে ভিক্ষুগণ, সে তার আপন পুরুষত্বে অভিরমিত, অনুরক্ত হয়ে স্ত্রী সংযোগে গত এবং এরূপে সে তার পুরুষত্ব হতে রক্ষা পায় না। হে ভিক্ষুগণ, এরূপই সংযোগ।

৪. হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রী নিজে স্ত্রী ইন্দ্রিয় (স্ত্রী চরিত্র) চিন্তা করে না। সে স্ত্রী সুলভ আচরণ, স্ত্রী পোষাক, স্ত্রী সংস্কার, স্ত্রী আবেগ, স্ত্রী স্বর, স্ত্রী আকর্ষণ চিন্তা করে না। সে তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয় না। সে তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত না হয়ে বহির্দ্বারে পুরুষ চরিত্রের চিন্তা করে না, পুরুষ পোষাক, পুরুষ সংস্কার, পুরুষ আবেগ, পুরুষ স্বর, পুরুষাকর্ষণ চিন্তা করে না। সে তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয় না। সে তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত না হয়ে বহির্দ্বারে ওগুলোর সাথে সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করে না এবং ওগুলোর সাথে সংযোগে যে সুখ, কল্যাণ উৎপন্ন হয় তা সে আকাঙ্ক্ষা করে না। হে ভিক্ষুগণ, সে তার আপন স্ত্রীত্বে অভিরত, অনুরক্ত না হয়ে পুরুষ বিসংযোগে

গত এবং এরূপে সে তার স্ত্রীত্ব হতে রক্ষা পায়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, পুরুষ নিজে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করে না, পুরুষ সুলভ আচরণ, পুরুষ পোষাক, পুরুষ সংস্কার, পুরুষ আবেগ, পুরুষ স্বর, পুরুষাকর্ষণ চিন্তা করে না। সে তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত হয় না, তদ্বারা অনুরক্ত, অভিরমিত না হয়ে সে বহির্দ্বারে স্ত্রী ইন্দ্রিয় চিন্তা করে না, ওগুলোর সাথে সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করে না এবং ওগুলোর সাথে সংযোগে যে সুখ, কল্যাণ উৎপন্ন হয় তা সে আকাঙ্ক্ষা করে না। হে ভিক্ষুগণ, সে তার আপন পুরুষত্বে অনুরক্ত, অভিরমিত না হয়ে স্ত্রী সংযোগে অবিগত এবং সে তার পুরুষত্ব হতে রক্ষা পায়।

হে ভিক্ষুগণ, সংযোগ এবং বিসংযোগ ধর্মপর্যায় এরূপই।"

৯. দান মহাফল সূত্র

৫২.১. একসময় ভগবান চম্পার[২০] নিকটস্থ গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করছিলেন। তখন বহু সংখ্যক চম্পেয়ক উপাসক শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট চম্পেয়ক উপাসকগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, আমরা ভগবান তথাগতের মুখনিঃসৃত ধর্ম-ভাষণ শ্রবণ করেছি বহুদিন পূর্বে। ভন্তে, ভগবানেরই মুখ-নিঃসৃত ধর্মকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ আমাদের জন্য শুভকর।" "তাহলে বন্ধুগণ, আগামী উপোসথ[২১] দিবসে ভগবানের মুখে ধর্মবাণী শ্রবণের উদ্দেশ্যে আসতে পারেন।" "হ্যাঁ ভন্তে, তবে তাই হোক" বলে চম্পেয়ক উপাসকগণ শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র কর্তৃক আশ্বস্ত হয়ে আসন হতে উঠে শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। তৎপর সেই চম্পেয়ক উপাসকগণ পরবর্তী উপোসথ দিবসে মহামান্য সারিপুত্র সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে স্থিত হন। তৎপর শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র সেই চম্পেয়ক উপাসকদের সঙ্গে নিয়ে ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বলেন :

২. "ভন্তে, তাদৃশ এমন কোনো দান কি আছে যাদৃশ দান দিলে মহৎ ফল, মহা লাভ হয় না; ভন্তে তাদৃশ এমন কোনো দান কি আছে যেরূপ দান দিলে মহৎ ফল, মহালাভ হতে পারে?"

"হ্যাঁ সারিপুত্র, এমন কোনো কোনো দান আছে যাদৃশ দান প্রদত্ত হলে মহৎ ফল, মহা আনিংশস লাভ হয় না কিন্তু সারিপুত্র, এমন কোনো কোনো দানও আছে যেরূপ দান দিলে মহৎ ফল, মহা আনিশংস লাভ হতে পারে।"

৩. "ভন্তে, কোন হেতু, কোন প্রত্যয়ে, কোনো কোনো দানে মহৎ ফল, মহা আনিশংস লাভ হয় না; ভন্তে, কোন হেতু, কোন প্রত্যয়ে কোনো কোনো দান দিলে মহৎ ফল, মহা লাভ হয়?"

"এক্ষেত্রে, হে সারিপুত্র, কোনো কোনো ব্যক্তি সাপেক্ষ (নিজে অন্বেষণ করে) দান দেয়, প্রতিবদ্ধ চিত্তে (মোহিত হয়ে) দান দেয়, পুরস্কার চেয়ে দান দেয়, কেউ কেউ এরূপ চিন্তা করে দান দেয়—"আমি এর ফল পরবর্তীতে ভোগ করব।" সে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, গন্ধ, বিলেপন দ্রব্য, শয্যা, আবাস, প্রদীপ দান দেয়। সারিপুত্র, তুমি কী মনে কর, "কোনো কোনো ব্যক্তি এরূপ দান দেয় কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, দেয়।"

"সারিপুত্র, যে সাপেক্ষ দান দেয়, প্রতিবদ্ধচিত্তে দান দেয়, পুরস্কার চেয়ে দান দেয়, "আমি এর ফল পরবর্তীতে ভোগ করব" এ চিন্তা করে দান দেয়, সে এই দান দিয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবগণের সহব্যতায় (সাহচর্যে) উৎপন্ন হয়। সে সেই কর্ম, শক্তি, যশ, আধিপত্য ক্ষয়ের পর এই স্থানে আগমন করে[২২]।

৪. এক্ষেত্রে, হে সারিপুত্র, কেউ কেউ সাপেক্ষ দান দেয় না। প্রতিবদ্ধচিত্তে দান দেয় না, পুরস্কার চেয়ে দান দেয় না, "আমি এর ফল পরবর্তীতে ভোগ করব" এই ভেবে দান দেয় না; কিন্তু "দান দেওয়া ভালো" এ চিন্তা করে দান দেয়।... অথবা কেউ কেউ "দান দেওয়া ভালো" এরূপ চিন্তা না করে দান দেয়, কিন্তু "পূর্বে এ দান প্রদত্ত হয়েছে, অতীতে আমার পিতা এবং পিতার পিতা কর্তৃক এ দান প্রদত্ত হয়েছে; পরিবারের এ রীতি বাতিল করা আমার উচিত নহে" এরূপ চিন্তা করে দান দেয়। অথবা কেউ কেউ তদ্রূপ চিন্তা করে না, কিন্তু "আমি যোগ্য, এঁরা যোগ্য নন; আমি যোগ্য হয়ে অযোগ্যকে দান দেওয়া অনুচিত" এরূপ চিন্তা করে দান দেয়। কেউ কেউ দান দেওয়ার সময় তদ্রূপ চিন্তা করে না, কিন্তু সেসব প্রাচীনকালের ঋষিগণের যেমন অট্ঠক, বামক, বামদেব, বেস্সামিত্ত, যমতগ্গি, অঙ্গীরস, ভারদ্বাজ, বাসেট্ঠ, কস্সপ, ভগুর মহাযজ্ঞ ছিল, তদ্রূপ আমি এ দান দেব" এরূপ চিন্তা করে দান দেয়। কেউ কেউ দান দেওয়ার সময় তদ্রূপ চিন্তা করে না, কিন্তু "আমার এ দান চিত্তকে প্রসন্ন করে, চিত্তে আনন্দ, প্রফুল্লতা উৎপন্ন

করে” ভেবে দান দেয়। কেউ কেউ দান দেওয়ার সময় “আমার এ দান চিত্তকে প্রসন্ন করে, চিত্তে আনন্দ, প্রফুল্লতা উৎপন্ন করে” এরূপ ভাবে না, কিন্তু চিত্তালংকারের (চিত্তকে উন্নত করার জন্য, চিত্তের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য) জন্য, চিত্ত পরিষ্কারের (সংশোধনের) জন্য দান দেয়। সে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, গন্ধ, বিলেপন দ্রব্য, শয্যা, বাসস্থান প্রদীপাদি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে দান করে। তোমার কী মনে হয় সারিপুত্র, এখানে কেউ এরূপ দান দেয় কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, দেয়।”

“এখন সারিপুত্র, যে এরূপ সাপেক্ষ দান দেয় না, প্রতিবদ্ধচিত্তে দান দেয় না, পুরস্কার চেয়ে দান দেয় না, “আমি এর ফল পরবর্তীতে ভোগ করব” এই ভেবে দান দেয় না; কিন্তু “দান দেওয়া ভালো”, এ চিন্তা করে দান দেয়; অথবা কেউ কেউ “দান দেওয়া ভালো” এরূপ চিন্তা না করে দান দেয়, কিন্তু “পূর্বে এ দান প্রদত্ত হয়েছে, অতীতে আমার পিতা এবং পিতার পিতা কর্তৃক এ দান প্রদত্ত হয়েছে; পরিবারের এ রীতি বাতিল করা আমার উচিত নহে” এরূপ চিন্তা করে দান দেয়। অথবা কেউ কেউ তদ্রূপ চিন্তা করে না, কিন্তু “আমি যোগ্য, এঁরা যোগ্য নন; আমি যোগ্য হয়ে অযোগ্যকে দান দেওয়া অনুচিত”, এরূপ চিন্তা করে দান দেয়। কেউ কেউ দেওয়ার সময় তদ্রূপ চিন্তা করে না, কিন্তু সেসব প্রাচীন কালের ঋষিগণের যেমন অট্‌ঠক, বামক, বামদেব, বেস্‌সামিত্ত, যমতগ্নি, অঙ্গীরস, ভারদ্বাজ, বাসেট্‌ঠ, কস্‌সপ, ভগুর মহাযজ্ঞ ছিল, তদ্রূপ আমি এ দান দেব” এরূপ চিন্তা করে দান দেয়। কেউ কেউ দান দেওযার সময় তদ্রূপ চিন্তা করে না, কিন্তু “আমার এ দান চিত্তকে প্রসন্ন করে, চিত্তে আনন্দ, প্রফুল্লতা উৎপন্ন করে” ভেবে দান দেয়, কেউ কেউ দান দেওয়ার সময় “আমার এ দান চিত্তকে প্রসন্ন করে; চিত্তে আনন্দ, প্রফুল্লতা উৎপন্ন করে” এরূপ চিন্তা করে না, কিন্তু চিত্তালঙ্কারের (চিত্তকে উন্নত করার জন্য চিত্তের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য) জন্য চিত্ত পরিস্কারের জন্য দান দেয়, সেই দান দিয়ে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সহাব্যতায় (সাহচর্যে) উৎপন্ন হয়। সেই কর্ম করে ঋদ্ধি[২৩] (শক্তি), যশ, আধিপত্য ক্ষয়ে সে অনাগামী হয়, এখানে আর আগমন করে না।

হে সারিপুত্র, এটাই হেতু, এটাই প্রত্যয় যেজন্য কেউ কেউ দান দিয়ে মহাফল, মহা আনিশংস লাভ করে না। হে সারিপুত্র, এ কারণে, এই প্রত্যয়ে দান দিয়ে কেউ কেউ মহাফল, মহা উপকার লাভ করে থাকে।”

১০. নন্দ মাতা[২৪] সূত্র

৫৩.১. আমি এরূপ শুনেছি। একসময় শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ও শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়ন মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে দক্ষিণাগিরিতে পর্যটন করতেছিলেন। সে সময় বেলুকণ্টকীর উপাসিকা নন্দমাতা রাত্রির প্রত্যুষে প্রত্যুত্থান করে শব্দসহকারে পারায়ণ (অজ্ঞাতের পথে) ভাষণ করছিলেন। তখন বৈশ্রবণের মহারাজা দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে কোনো কার্যোপলক্ষে গমন করতেছিলেন। তিনি উপাসিকা নন্দমাতার পারায়ণ ভাষণ শ্রবণ করেন এবং শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। পারায়ণ ভাষণ সমাপ্ত হলে উপাসিকা নন্দমাতা নীরবতা অবলম্বন করেন। বৈশ্রবণের মহারাজা উপাসিকা নন্দমাতা তাঁর ভাষণ সমাপ্ত হয়েছে জেনে তাঁর অত্যধিক প্রশংসা করেন : "সাধু ভগিনী, সাধু ভগিনী," "কিন্তু ভদ্রমুখ, আপনার পরিচয়?" "ভগিনী, আমি আপনার ভ্রাতা বৈশ্রবণ মহারাজ!" "সাধু হে ভদ্রমুখ, আমা ভাষিত ধর্মপর্যায় আপনার অভ্যর্থনার উপহার হোক!" "সাধু ভগিনী, হ্যাঁ, সত্যিই এটা আমার অভ্যর্থনার উপহার হোক! আগামীকল্য সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ প্রাতরাশ গ্রহণ না করে বেলুকণ্টকে আগমন করবেন। আপনি ভিক্ষুসংঘকে ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্তি করে দানটা আমার বলে ব্যক্ত করবেন এবং তাতেই আমার আতিথেয়তা অক্ষুণ্ন থাকবে।"

২. অতঃপর উপাসিকা নন্দমাতা রাত্রির অবসানে তাঁর আবাসে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করেন। তৎপর সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ প্রাতরাশ গ্রহণ না করে বেলুকণ্টকে গিয়ে পৌঁছেন। এদিকে উপাসিকা নন্দমাতা জনৈক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "ওহে সুপুরুষ, আপনি বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘকে সময়টা অবহিত করুন—"ভদন্ত, এখন সময় হয়েছে, আর্যা নন্দমাতার আবাসে আহার্য প্রস্তুত।" "হ্যাঁ আর্যে", সেই লোকটি উত্তর দেন এবং উপাসিকা নন্দমাতা কর্তৃক প্রতিশ্রুত হয়ে বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘকে সময়টা অবহিত করলেন, "ভদন্তগণ, এখন যথার্থ সময়, আর্যা নন্দমাতার গৃহে আহার্য প্রস্তুত।" অতঃপর সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর সঙ্গে নিয়ে উপাসিকা নন্দমাতার আলয়ে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। তৎপর উপাসিকা নন্দমাতা স্বহস্তে সারিপুত্র মোদ্গাল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন ও সন্তৃপ্ত করেন। এরপর শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ভোজন সমাপ্তিতে পাত্র হতে হস্ত তুলে নিলে উপাসিকা নন্দমাতা এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট উপাসিকা

নন্দমাতাকে শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র এরূপ বললেন, "ওহে নন্দমাতা, কে আপনাকে ভিক্ষুসংঘের অভ্যাগমনের সংবাদ জানিয়েছিলেন?" "ভন্তে, রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে প্রত্যুত্থান করে আমি পারায়ণ আবৃত্তি করে নীরবতা অবলম্বন করি। ভন্তে, তখন বৈশ্রবণ[২৫] মহারাজ আমার ভাষণ সমাপ্ত হয়েছে জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করে বলেন, "সাধু ভগিনী, সাধু," "কিন্তু ভদ্রমুখ আপনার পরিচয়?" "ভগিনী, আমি আপনার ভ্রাতা বৈশ্রবণ মহারাজ!" "সাধু হে ভদ্রমুখ, আমা ভাষিত ধর্মপর্যায় আপনার অভ্যর্থনার উপহার হোক! "সাধু ভগিনী, হ্যাঁ, সত্যিই তা আমার অভ্যর্থনার উপহার হোক! আগামীকল্য সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ প্রাতরাশ গ্রহণ না করে বেলুকণ্টকে আগমন করবেন। আপনি ভিক্ষুসংঘকে ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত করে দানটা আমার বলে ব্যক্ত করবেন এবং এতেই আমার আতিথেয়তা অক্ষুণ্ন থাকবে।" ভন্তে, এই দানের পুণ্য, হিত প্রভাবে বৈশ্রবণ মহারাজার সুখ সাধিত হোক!"

৩. "আশ্চর্য নন্দমাতা, অদ্ভুত নন্দমাতা, আপনি এরূপ মহা ঋদ্ধিমান মহা ক্ষমতাশালী বৈশ্রবণ মহারাজ দেবপুত্রের সাথে সম্মুখালাপ করলেন!" "ভন্তে, এটাই আমার একমাত্র আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম নহে, আমার অন্য আশ্চর্য ও অদ্ভুত ধর্মও আছে! রাজারা শক্তি বলে আমার একমাত্র প্রিয় ও মনোজ্ঞ পুত্র নন্দকে ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। তবুও ভন্তে, পুত্র যখন গ্রেপ্তার হয়েছিল বা হচ্ছিল, বাঁধা পড়েছিল বা পড়তেছিল, হত হয়েছিল বা হচ্ছিল তখন আমার চিত্তের ব্যাকুলতার বিষয় আমি জানতাম না।"

৪. "আশ্চর্য নন্দমাতা, অদ্ভুত নন্দমাতা, আপনি এভাবে চিত্তে ব্যাকুলতা উৎপন্ন না করে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করলেন।" "ভন্তে, এটাও আমার একমাত্র আশ্চর্য ও অদ্ভুত ধর্ম নহে, আমার অন্যতর আশ্চর্য ও অদ্ভুত ধর্মও আছে। ভন্তে, আমার স্বামী মৃত্যুর পর যক্ষকুলে উৎপন্ন হন এবং তিনি পূর্বের মতই আমার কাছে আত্ম প্রকাশ করেন। কিন্তু ভন্তে, সে কারণে আমার চিত্তের ব্যাকুলতার বিষয় আমি জানতাম না।"

৫. "আশ্চর্য! অদ্ভুত! নন্দমাতা, আপনি চিত্তে সেরূপ ব্যকুলতা উৎপন্ন না করে চিত্তকে পরিশুদ্ধই করেছেন।" "ভন্তে, এটাও আমার জীবনের একমাত্র আশ্চর্য ও অদ্ভুত ঘটনা নহে, আমার আরও আশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনাও আছে। ভন্তে, যেদিন হতে আমি অল্প বয়স্কা হিসাবে যুবক স্বামীর নিকট আনিত হই সেদিন হতে স্বামীর বিপক্ষে এমন কি মানসিকভাবেও কখনো অনধিকার প্রবেশের বিষয় আমি জানি না, কায়দ্বারে কীভাবেই তা সম্ভব?"

৬. "আশ্চর্য! অদ্ভুত! নন্দমাতা, আপনি চিত্তে এরূপ অশুভ চিন্তা উৎপন্ন না করে চিত্তকে মুক্ত করেছেন।" "ভন্তে, এটাও আমার একমাত্র আশ্চর্য, অদ্ভুত ঘটনাও নহে, আমার অন্যতর আশ্চর্য, অদ্ভুত ঘটনা আছে। ভন্তে, যেদিন হতে আমি একজন উপাসিকা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করি সেদিন হতে স্বেচ্ছায় কোন শিক্ষাপদের লজ্ঘন হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"

৭. "আশ্চর্য, অদ্ভুত নন্দমাতা!" "ভন্তে, এটাও আমার একমাত্র আশ্চর্য ও অদ্ভুতধর্ম নহে, আমার আরও আশ্চর্য, অদ্ভুতধর্ম আছে। ভন্তে, এখন যাবৎ আমি ইচ্ছা করি তাবৎ কামনা ও অকুশল (পাপ) বিষয় হতে বিরত হয়ে সবিতর্ক ও সবিচার বিবেক (নির্জনতা) জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। আমি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক (স্বীয় চিত্তের) সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক, বিচার বিহীন সমাধি জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় আমি উপেক্ষাশীল (না-দুঃখ না-সুখ) হয়ে অবস্থান করি এবং স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করি। এ অবস্থাকে আর্যগণ "উপেক্ষক স্মৃতিমান সুখবিহারী" বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহীন পূর্বেই সৌমনস্য (মানসিক) দৌর্মনস্য সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়, সেই না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি।"

৮. "আশ্চর্য, অদ্ভুত, নন্দমাতা," "ভন্তে, এটাও আমার একমাত্র আশ্চর্য, অদ্ভুত ব্যাপার নহে, আমার জীবনে আরও আশ্চর্য, অদ্ভুত ঘটনাও আছে। ভন্তে, ভগবৎ দেশিত সেই পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনের[২৬] কোনোটিই আমাতে অপরিত্যক্ত বলে আমি জ্ঞানত প্রত্যক্ষ করি না।"

"আশ্চর্য, অদ্ভুত, নন্দমাতা," সারিপুত্র ব্যক্ত করেন। অতঃপর শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র উপাসিকা নন্দমাতাকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়ে, অনুপ্রাণিত, উৎফুল্ল করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন।

[মহাযজ্ঞ-বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

স্থিতি, পরিষ্কার, দ্বি-অগ্নি, সংজ্ঞা দুই
মৈথুন, সংযোগ, দান, নন্দমাতাসহ সেগুলো হয় দশ।

৬. অব্যাকৃত বর্গ

১. অব্যাকৃত[১] সূত্র

৫৪.১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, কোন হেতু, কোন প্রত্যয়ে শ্রুতবান (শিক্ষিত) আর্যশ্রাবকের অব্যাকৃত (অব্যাখ্যাত) বিষয়ে বিচিকিৎসা (সন্দেহ) উৎপন্ন হয় না?"

২. "হে ভিক্ষু, দৃষ্টি নিরোধবশত অব্যাকৃত বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হয় না। "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন?", "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না?", "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন নাও থাকেন?" "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না?" হে ভিক্ষু এসব দৃষ্টিগত প্রশ্ন। হে ভিক্ষু, অশ্রুতবান (অশিক্ষিত) পৃথগ্জন (সাধারণ লোক, আর্যশ্রাবক ব্যতীত) দৃষ্টি সম্পর্কে বোঝে না, দৃষ্টি সমুদয় (দৃষ্টি উৎপত্তি), দৃষ্টি নিরোধ, দৃষ্টি নিরোধগামিনী প্রতিপদা (যে উপায় অবলম্বনে দৃষ্টি নিরোধ হয়) বোঝে না। তাই তার দৃষ্টি প্রবর্ধিত হয়। সে জন্ম-জরা-মরণ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দুর্মনতা-উপায়াস (দুর্দশা) হতে মুক্তি লাভ করে না, দুঃখ হতে মুক্ত হয় না, আমি বলি। কিন্তু হে ভিক্ষু, শ্রুতবান[২] আর্যশ্রাবক দৃষ্টি, এর উৎপত্তি, এর নিরোধ, নিরোধের উপায় বিশেষভাবে জানে। তাই তার দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়; সে জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দুর্মনতা-উপায়াস হতে মুক্তি লাভ করে, দুঃখ হতে মুক্ত হয়, আমি বলি। হে ভিক্ষু, এরূপ জ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সত্য সত্যই "তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন, নাও থাকেন?", "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না?", "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন, নাও থাকেন?", মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না, নাও থাকেন না" ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে না। হে ভিক্ষু, এরূপ জ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অব্যাকৃত বিষয়ে অব্যাখ্যাত (ব্যাখ্যাতীত) ধর্মের শিকার হয়। হে ভিক্ষু, এরূপ জ্ঞাত হয়ে, এরূপ দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অব্যাকৃত বিষয়ে ভীত হয় না, কম্পিত হয় না, ইতস্তত করে না, বিচলিত হয় না। হে ভিক্ষু, "তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন?", প্রশ্নটা কিন্তু তৃষ্ণাগত, সংজ্ঞাগত (প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক), মোহমূলক, কল্পনামূলক, উপাদানগত, বিপ্রতিসারী (মনস্তাপের বিষয়)। তদ্রূপ হে ভিক্ষু, "তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না?", "তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন, নাও থাকেন?", "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না, নাও

থাকেন না?" ইত্যাদি প্রশ্নও কিন্তু তৃষ্ণাগত, সংজ্ঞাগত, মোহমূলক, কল্পনামূলক, উপাদানগত, বিপ্রতিসারী। হে ভিক্ষু, অশ্রুতবান সাধারণ লোক মনস্তাপ, মনস্তাপের উৎপত্তি, মনস্তাপের নিরোধ, মনস্তাপ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (নিরোধের উপায়) যথার্থ জানে না। তার মনস্তাপ প্রবর্ধিতই হয়। তাই সে জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্তি লাভ করে না, দুঃখ হতে মুক্ত হয় না, আমি বলি। কিন্তু হে ভিক্ষু, শ্রুতবান (শিক্ষিত) আর্যশ্রাবক মনস্তাপ, মনস্তাপের উৎপত্তি, মনস্তাপের নিরোধ, মনস্তাপ নিরোধের যথার্থ উপায় জানে। তার মনস্তাপ নিরুদ্ধ হয়। জন্ম-জরা-মৃত্যু-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দুর্মনতা, উপায়াস হতে সে মুক্তি লাভ করে, দুঃখ হতে মুক্ত হয়, আমি বলি। হে ভিক্ষু, এরূপ জ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে শ্রুতবান (দক্ষ) আর্যশ্রাবক "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন?", "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না?", "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন, নাও থাকেন?" "মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না?" এসব প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে না। হে ভিক্ষু, এরূপ জ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অব্যাকৃত বিষয়ে ব্যাখ্যাতীত ধর্মের শিকার হয়। হে ভিক্ষু, এরূপ জ্ঞাত হয়ে, এরূপ দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অব্যাকৃত বিষয়ে ভীত হয় না, কম্পিত হয় না, ইতস্তত করে না, বিচলিত হয় না। হে ভিক্ষু, এটাই হেতু, এটাই প্রত্যয় যেজন্য শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের অব্যাখ্যাত বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হয় না।"

২. পুরুষগতি সূত্র

৫৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্ত পুরুষগতি ও অনুপাদা পরিনির্বাণ[৩] (পুরোপুরি উপাদানবিহীন পরিনির্বাণ) দেশনা করব, তা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করব।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হন। ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত পুরুষগতি কী?"

২. "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে পদক্ষেপ করে, "যদি অতীতে এটা না থাকে, আমার তা হবে না, এটা হবে না, আমার এটা হবে না; যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষা লাভ করে (উপেক্ষাশীল হয়)। সে ভাবে (অস্তিত্বে, জন্ম লাভে)) উৎসুক হয় না, সম্ভবে (জীবন ধারণে) উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তর পদ (পরবর্তী গন্তব্যস্থল) দর্শন করে; কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত (অনুপলব্ধ), তার মানানুশয় (অহমিকা প্রবণতা) সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত,

ভবরাগানুশয় (পার্থিব কামনা-বাসনার ঝোঁক), অবিদ্যানুশয় (অজ্ঞানমূলক প্রবণতা) সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন[৪] (যেগুলি নিম্নতর জীবন লাভে বাধ্য করে) ক্ষয় করে অন্তরা পরিনিব্বায়ী (মধ্য পথে পরিনির্বাণ) হয়। হে ভিক্ষুগণ, একটা লৌহখণ্ড সারা দিন উত্তপ্ত ও আঘাত করলে যেমন এক টুকরো লৌহ বের হয়, শীতল হয় তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ প্রতিপন্ন হয় : "যদি অতীতে এটা না থাকত আমার এটা হত না, এটা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষাশীল হয়। সে ভবে (অস্তিত্বে) উৎসুক হয় না, সম্ভবে (জীবন লাভে) উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তর পদ দর্শন করে; কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে মধ্যপথে পরিনির্বাণ লাভ করে।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে পদক্ষেপ করে, "যদি অতীতে এটা না থাকে, আমার তা হবে না, আমার এটা হবে না; যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষা লাভ করে। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে। কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত (অনুপলব্ধ)। তার মানানুশয় (অহমিকা প্রবণতা) সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে মধ্যপথে পরিনির্বাণ লাভ করে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, একটা লৌহখণ্ড সারা দিন উত্তপ্ত ও আঘাত করা হলে তা হতে এক টুকরো লৌহ বের হয়, তা উড়ে গিয়ে মাটি স্পর্শ করে এবং শীতল হয়ে যায়, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ প্রতিপন্ন হয়, "যদি অতীতে এটা না থাকত, আমার এটা হত না, এটা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত," সে উপেক্ষাশীল হয়। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে; কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে মধ্যপথে পরিনির্বাণ লাভ করে।

৪. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে পদক্ষেপ করে, "যদি অতীতে এটা না থাকে, আমার তা হবে না, আমার এটা হবে না; যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষা লাভ করে। সে ভবে উৎসুক হয় না,

সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে। কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, তার মানানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত, ভবরাগানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে অন্তরা পরিনিব্বায়ী হয়। হে ভিক্ষুগণ, যেমন একটা লৌহখণ্ড সারা দিন উত্তপ্ত ও পিটানো হলে তা হতে এক টুকরো লৌহ বের হয়ে আসে, তা ছিটকে গিয়ে ভূমি স্পর্শ করার পূর্বেই শীতল হয়ে যায়, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ প্রতিপন্ন হয়—"যদি অতীতে এটা না থাকত, আমার এটা হত না, এটা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষাশীল হয়। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে; কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে মধ্যপথে পরিনির্বাণ লাভ করে।

৫. হে ভিক্ষুগণ ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে পদক্ষেপ করে—"যদি অতীতে এটা না থাকে, আমার তা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষা লাভ করে। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে। কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, তার মানানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে উপহচ্চ পরিনিব্বায়ী (পুনর্জন্মের সময় হ্রাসে পরিনির্বাণ লাভ করে) হয়। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, একটা লৌহখণ্ড সারা দিন উত্তপ্ত ও হাতুড়ি দ্বারা পিটানো হলে তা হতে এক টুকরো লৌহ বের হয়ে আসে, তা ছিট্‌কে পড়ে ভূমি স্পর্শ করার পর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ প্রতিপন্ন হয়, যদি অতীতে এটা না থাকত, আমার এটা হত না, এটা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষাশীল হয়। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে; কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে সময় হ্রাসে পরিনির্বাণ লাভ করে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পদক্ষেপ করে, "যদি অতীতে এটা না থাকে তা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয়, তা আমার পরিত্যক্ত।" সে

উপেক্ষা লাভ করে। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে। কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, তার মানানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে অসংস্কার পরিনির্বাণ (কর্মের হেতু অবশিষ্ট নেই এমতাবস্থায় পরিনির্বাণ) লাভ করে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, একটা লৌহখণ্ড সারা দিন উত্তপ্ত ও হাতুড়ি দ্বারা পিটানো হলে তা হতে এক টুকরো লৌহ বের হয়ে আসে, তা ছিট্‌কে সামান্য তৃণপুঞ্জে বা কাষ্ঠপুঞ্জে পতিত হয়, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, ধুম উৎপন্ন করে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, ধুম উৎপন্ন করে, সেই সামান্য তৃণপুঞ্জ বা কাষ্ঠপুঞ্জকে পরিদাহ করে কাষ্ঠাভাবে শীতল হয়ে যায়; তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ প্রতিপন্ন হয়, "যদি অতীতে এটা না থাকত, আমার এটা হত না, এটা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষাশীল হয়। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে; কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে অসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে পদক্ষেপ করে; "যদি অতীতে এটা না থাকে, আমার তা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয়, তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষা লাভ করে। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে। কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, তার মানানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে সসংস্কার পরিনির্বাণ (কর্মের সামান্য হেতু বিদ্যমান) লাভ করে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারা দিন একটা লৌহখণ্ড উত্তপ্ত ও পিটানো হলে তা হতে এক টুকরো লৌহ বের হয়ে আসে, তা ছিটকে বিশাল তৃণপুঞ্জ বা কাষ্ঠপুঞ্জে নিপতিত হয়, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, ধুম উৎপন্ন করে, অগ্নি জ্বালিয়ে ধুম উৎপন্ন করে সেই বিপুল তৃণপুঞ্জকে বা কাষ্ঠপুঞ্জকে নিঃশেষ করে অনাহারে (কাষ্ঠাভাবে) শীতল হয়ে যায়; তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ প্রতিপন্ন হয়—"যদি অতীতে এটা না থাকত, আমার এটা হত না, এটা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষাশীল হয়। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক

হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে; কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ করে।

৮. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে পদক্ষেপ করে, "যদি অতীতে এটা না থাকে, আমার তা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষা লাভ করে। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না; কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে। কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, তার মানানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে ঊর্ধ্বস্রোতা, অকনিষ্ঠগামী হয়। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সারা দিন একটা লৌহখণ্ড উত্তপ্ত ও হাতুড়ি দ্বারা পিটানো হলে তা হতে একটা ছোট টুকরো বের হয়ে আসে, তা ছিটকে গিয়ে বিশাল তৃণপুঞ্জে বা কাষ্ঠপুঞ্জে নিপতিত হয়, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, ধুম উৎপন্ন করে, অগ্নি জ্বালিয়ে ধুম উৎপন্ন করে সেই বিপুল তৃণপুঞ্জ বা কাষ্ঠপুঞ্জকে নিঃশেষ করে গুল্মকে দাহ করে, কাষ্ঠভূমিকে দাহ করে, তথায় দাহ করে সবুজ শস্য ক্ষেত্রের ধারে, উচ্চ পাহাড়, জল বা রমণীয় ভূমিভাগে এসে তথায় কাষ্ঠাভাবে নির্বাপিত হয়ে যায়; তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ প্রতিপন্ন হয়—"যদি অতীতে এটা না থাকত, আমার এটা হত না, এটা হবে না, আমার এটা হবে না, যা আছে, যা হয় তা আমার পরিত্যক্ত।" সে উপেক্ষাশীল হয়। সে ভবে উৎসুক হয় না, সম্ভবে উৎসুক হয় না, কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ দর্শন করে; কিন্তু তার পদ সর্বতোভাবে অপ্রত্যক্ষকৃত, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে অপরিত্যক্ত। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে ঊর্ধ্বস্রোতা (ঊর্ধ্ব অভিমুখী), অকনিষ্ঠগামী হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই সপ্ত পুরুষগতি। এবং হে ভিক্ষুগণ, অনুপাদা (সম্পূর্ণ অনাসক্ত, উপাদানবিহীন = তৃষ্ণাবিহীন) পরিনির্বাণ কী?

৯. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে পদক্ষেপ করে, "যদি এটা না থেকে থাকে, এটা আমার হবে না, এটা হবে না, ভবিষ্যতে আমার হবে না; যা আছে, যা হওয়ার তা আমার পরিত্যক্ত" সে উপেক্ষাশীল হয়। সে ভবে (জন্মে, অস্তিত্বে), সম্ভবে (জন্ম লাভে) উৎসুক হয় না, কিন্তু সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা শান্ত উত্তরপদ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে, সত্য সত্যই তার সে পদ সর্বতোভাবে উপলব্ধ হয়, মানানুশয় (অহমিকা), ভবরাগানুশয়,

অবিদ্যানুশয় সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত হয়। সে আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ (উপলব্ধি) করে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, একে অনুপাদা পরিনির্বাণ বলে। হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই সপ্ত পুরুষগতি এবং অনুপাদা পরিনির্বাণ।"

৩. তিষ্য ব্রহ্মা সূত্র

৫৬.১. আমি এরূপ শুনেছি। একসময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর দুটি দেবতা রাত্রির মধ্যম যামে স্বকীয় দেহপ্রভায় প্রভাবান্বিত হয়ে সমগ্র গৃধ্রকূট আলোকিত করে ভগবান বুদ্ধের সমীপে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হন। এক প্রান্তে দণ্ডায়মান এক দেবতা ভগবানকে নিবেদন করলেন, "ভন্তে, এসব ভিক্ষুণী বিমুক্ত হয়েছেন।" অপর দেবতা ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, এসব ভিক্ষুণী[৫] সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত, সুবিমুক্ত (অবশিষ্ট আসক্তিহীন, বিমুক্ত)"। দেবতাদ্বয় এরূপ অভিমত ব্যক্ত করলেন। ভগবান তা অনুমোদন করলেন। "শাস্তা অনুমোদন করেছেন" দেখে দেবতাদ্বয় তৎপর ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে সেস্থান থেকে চলে গেলেন। এরপর রাত্রির অবসানে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই রাত্রে দুজন দেবতা দেহ-প্রভায় উদ্ভাসিত করে গৃধ্রকূট আলোকিত করে আমার নিকট উপনীত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হন। এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক দেবতা আমাকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, এসব ভিক্ষুণী বিমুক্ত।" অপর দেবতাও এরূপ নিবেদন করেন, "ভন্তে, এসব ভিক্ষুণী অনুপাদিশেষ বিমুক্ত।" হে ভিক্ষুগণ, দেবতাদ্বয় এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে সেখান হতে চলে যান।"

২. সে সময়[৬] শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়ন ভগবানের নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, "কোন দেবতাগণ স-উপাদিশেষ (এখনো উপাদি বা জন্মের আংশিক হেতু বিদ্যমান) কে স-উপাদিশেষ, অনুপাদিশেষ (সম্পূর্ণরূপে হেতুমুক্ত, বিমুক্ত) কে অনুপাদিশেষ বলে জানেন?" সে সময় তিষ্য নামক জনৈক ভিক্ষু অতি সম্প্রতি কালগত হয়েছেন এবং তিনি কোনো এক ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। তখন থেকে তাঁকে "মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন তিষ্য ব্রহ্মা" হিসাবে জানেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন একজন বলবান পুরুষ যেমন সংকুচিত বাহুকে প্রসারিত, প্রসারিত বাহুকে সংকুচিত করে, তদ্রূপ গৃধ্রকূট পর্বত হতে অন্তর্হিত হয়ে

সেই ব্রহ্মলোকে প্রাদুর্ভূত হন। তিষ্য ব্রহ্মা শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়নকে দূর হতে আগমন করতে দেখলেন, দেখে তাঁকে বললেন! "আসুন, মারিস মোদ্গাল্যায়ন, স্বাগতম মারিস মোদ্গাল্যায়ন, মারিস, বহুদিন পরেই আপনার এখানে আগমন। মারিস মোদ্গাল্যায়ন, প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করুন।" আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। তিষ্য ব্রহ্মা শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়নকে অভিবাদন করে উপবেশন করেন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্রহ্মা তিষ্যকে আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন বললেন, "ওহে তিষ্য, কোন দেবগণের স-উপাদিশেষে স-উপাদিশেষ, অনুপাদিশেষে অনুপাদিশেষ জ্ঞান আছে?" "মারিস মোদ্গাল্যায়ন, ব্রহ্মকায়িক দেবগণের স-উপাদিশেষে স-উপাদিশেষ, অনুপাদিশেষে অনুপাদিশেষ জ্ঞান আছে।" "হে তিষ্য, সকল ব্রহ্মাকায়িক দেবতার কি "স-উপাদিশেষে স-উপাদিশেষ, অনুপাদিশেষে অনুপাদিশেষ" এরূপ জ্ঞান আছে?"

৩. "শ্রদ্ধেয় মোদ্গাল্যায়ন, সকল ব্রহ্মকায়িক দেবতার "স-উপাদিশেষে স-উপাদিশেষ, অনুপাদিশেষে অনুপাদিশেষ" এরূপ জ্ঞান থাকে না। মারিস মোদ্গাল্যায়ন, যেসব দেবতা ব্রহ্মের আয়ু, ব্রহ্মের সৌন্দর্য, ব্রহ্মের যশ, ব্রহ্মের আধিপত্যে সন্তুষ্ট এবং উচ্চতর বিষয়ে যথার্থ নিষ্কৃতি জ্ঞান নেই তাঁদের "স-উপাদিশেষে স-উপাদিশেষ, অনুপাদিশেষে অনুপাদিশেষ" এরূপ জ্ঞান থাকে না; কিন্তু মারিস মোদ্গাল্যায়ন, যেসব ব্রহ্মকায়িক দেবতা ব্রহ্মের আয়ু, ব্রহ্মের বর্ণ, ব্রহ্মের সুখ, ব্রহ্মের যশ, ব্রহ্মের আধিপত্যে অসন্তুষ্ট এবং উচ্চতর বিষয়ে যথার্থ নিষ্কৃতি জ্ঞানসম্পন্ন তাঁদের "স-উপাদিশেষে স-উপাদিশেষ, অনুপাদিশেষে অনুপাদিশেষ" এরূপ জ্ঞান আছে।

৪. এক্ষেত্রে, মোদ্গাল্যায়ন, যে ভিক্ষু উভয়ভাগবিমুক্ত তাঁকে সেসব দেবতা এরূপ জানেন—"এই আয়ুষ্মান উভয় ভাগবিমুক্ত এবং যাবৎ তাঁর দেহ স্থায়ী হয় তাবৎ দেবমনুষ্যগণ তাঁকে দেখেন কিন্তু কায়ভেদের পর দেবমনুষ্যেরা তাঁকে দেখেন না।" শ্রদ্ধেয় মোদ্গাল্যায়ন, এরূপ দেবগণের অনুপাদিশেষে অনুপাদিশেষ জ্ঞান আছে।

৫. মারিস মোদ্গাল্যায়ন, যে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবিমুক্ত তাঁকে সেই দেবগণ এরূপ জানেন; এই আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাবিমুক্ত এবং যাবৎ দেহ স্থায়ী হয় তাবৎ দেবমনুষ্যেরা তাঁকে দেখেন না। মারিস মোদ্গাল্যায়ন, এরূপ দেবগণের অনুপাদিশেষে অনুপাদিশেষ জ্ঞান আছে।

৬. শ্রদ্ধেয় মোদ্গাল্যায়ন, যে ভিক্ষু কায়সাক্ষী (কায়-দর্শক) হন তাঁকে সেই দেবগণ এরূপ জানেন—এই আয়ুষ্মান কায়সাক্ষী, সম্ভবত শয্যাসন

উপযুক্ত বিষয় অনুশীলন করেন, কল্যাণমিত্রের ভজনা করেন," ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে তিনি যেজন্য কুলপুত্রগণ আগার ত্যাগ করে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মচর্যপর্যাবসানে দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ (উপলব্ধি) করে লাভ করে অবস্থান করেন। মারিস মোদ্গাল্যায়ন, সেসব দেবতার "স-উপাদিশেষে স-উপাদিশেষ" এরূপ জ্ঞান আছে।

৭. মারিস মোদ্গাল্যায়ন, যে ভিক্ষু দৃষ্টিপ্রাপ্ত... শ্রদ্ধাবিমুক্ত... ধর্মানুসারী তাঁকে সেই দেবগণ এরূপ জানেন—এই আয়ুষ্মান দৃষ্টিপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাবিমুক্ত, ধর্মানুসারী, সম্ভবত শয্যাসনের উপযুক্ত বিষয় অনুসরণ, কল্যাণমিত্রের ভজনা ও ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করে যেজন্য কুলপুত্রগণ আগার পরিত্যাগ করে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হন, তিনি সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যপর্যাবসানে দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। মারিস মোদ্গাল্যায়ন, এরূপে সেই দেবগণ স-উপাদিশেষকে স-উপাদিশেষ হিসাবে জানেন না।"

৮. তৎপর আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন ব্রহ্মা তিষ্যের ভাষণে আনন্দিত, সন্তুষ্ট হয়ে যেমন বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহুকে প্রসারিত, প্রসারিত বাহুকে সংকুচিত করে, তদ্রূপ, ব্রহ্মালোক হতে অন্তর্হিত হয়ে গৃধ্রকূট পর্বতে প্রাদুর্ভূত হন। তৎপর আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপনীত হন, উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়ন ব্রহ্মা তিষ্যের সাথে যেসব কথোপকোথন হয়েছিল সেসব ভগবানকে বিবৃত করেন। "কিন্তু মোদ্গাল্যায়ন, ব্রহ্মা তিষ্য সপ্তম অনিমিত্তবিহারী পুদ্গালের বর্ণনা দেননি।" "ভগবান এটাই সময়, সুগত, এখনই সময়, ভগবান যদি সপ্তম অনিমিত্তবিহারী ব্যক্তির বিষয় ভাষণ করতেন ভিক্ষুগণ তা শ্রবণ করে ধারণ (স্মরণ) করতেন।" "তাহলে মোদ্গাল্যায়ন, শ্রবণ কর, মনসংযোগ কর, আমি তা ভাষণ করব।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান মোদ্গাল্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে বলেন। ভগবান বললেন :

৯. "হে মোদ্গাল্যায়ন, সর্ব নিমিত্তে অমনোযোগ দ্বারা যে ভিক্ষু চিত্তসমাধি লাভ করে অবস্থান করে সেই দেবগণ তাকে এরূপ জানে—এই আয়ুষ্মান সর্ব নিমিত্তে অমনোযোগ দ্বারা চিত্তসমাধি লাভ করে অবস্থান করে; সম্ভবত এই আয়ুষ্মান শয্যাসনের উপযুক্ত বিষয় অনুশীলন, কল্যাণমিত্রের ভজনা ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে যেজন্য কুলপুত্রগণ আগার পরিত্যাগ করে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজিত হয়, সে সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পর্যাবসানে দৃষ্টধর্মে

স্বয়ং অভিজ্ঞা উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করে। এরূপে হে মোদ্গাল্যায়ন, সেই দেবগণ স-উপাদিশেষকে স-উপাদিশেষ হিসাবে জানে।"

৪. সিংহ[৭] সেনাপতি সূত্র

৫৭.১. আমি এরূপ শুনেছি। একসময় ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। তখন সেনাপতি সিংহ শাস্তার নিকট উপনীত হন, উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক পার্শ্বে উপবেশন করেন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট সেনাপতি সিংহ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, সান্দৃষ্টিক দানফল প্রজ্ঞাপিত করা সম্ভবপর কি?"

২. "এক্ষেত্রে, সিংহ, আমি আপনাকে প্রতিপ্রশ্ন করব, আপনি যা ভালো মনে করেন তা ব্যাখ্যা করবেন। সিংহ আপনার কী মনে হয়? এমন হতে পারে যে দুজন লোক, একজন অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, হীন, দুর্ভাষক; অপরজন শ্রদ্ধাবান, দানপতি, নিত্য দানে সন্তুষ্ট। সিংহ, আপনি কী মনে করেন? অনুকম্পাশীল অর্হৎগণ প্রথমে কার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন, যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, হীন, দুর্ভাষক তাকে, না যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে সন্তুষ্ট তাকে?" "ভন্তে, যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, হীন, দানের দুর্ভাষক তার প্রতি অনুকম্পাশীল অর্হৎগণ কেন প্রথমে অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন? ভন্তে, যে পুরুষ শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে সন্তুষ্ট তাঁর প্রতিই তো অনুকম্পাশীল অর্হৎগণ প্রথমে অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন।"

৩. "সিংহ, আপনার কী মনে হয়, অর্হৎগণ প্রথমে কার নিকট উপনীত হবেন; যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, হীন, দুর্ভাষক তার নিকট, না যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে সন্তুষ্ট তার নিকট?"

"ভন্তে, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, হীন, দানের দুর্ভাষক তার নিকট অর্হৎগণ কেন প্রথমে উপনীত হবেন? ভন্তে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে রত তাঁর নিকটেই তো অর্হৎগণ প্রথম উপনীত হবেন।"

৪. "সিংহ, আপনার কি মনে হয়, কার নিকট হতে অর্হৎগণ প্রথম দান প্রতিগ্রহণ করবেন; যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দুর্ভাষক তার থেকে না যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে রত তার থেকে?" "ভন্তে, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দুর্ভাষক তার থেকে অর্হৎগণ কেন প্রথমে দান প্রতিগ্রহণ করবেন? ভন্তে, যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে রত তাঁর থেকেই তো অর্হৎগণ প্রথম দান প্রতিগ্রহণ করবেন।"

৫. "আপনার কি মনে হয় সিংহ, অর্হৎগণ ধর্ম দেশনা করলে কাকে প্রথম

ধর্ম দেশনা করবেন; যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দুর্ভাষক তাকে, না যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে রত তাকে?" "ভন্তে, যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দানের দুর্ভাষক অর্হৎগণ ধর্ম দেশনা করার ইচ্ছা করলে কেন তাকে প্রথম ধর্মদেশনা করবেন? ভন্তে, অর্হৎগণ ধর্ম পরিবেশন করার ইচ্ছা করলে যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে রত তাঁকেই তো প্রথম ধর্ম ভাষণ করবেন।"

৬. "আপনার কি মনে হয় সিংহ, কার কল্যাণ কীর্তিশব্দ বিঘোষিত হয়; যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দানের দুর্ভাষক তার, না যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে রত তার?" "ভন্তে, যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দানের দুর্ভাষক কেনই বা তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ বিঘোষিত হবে? ভন্তে, যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সদা দানে রত তাঁর কল্যাণ কীর্তিশব্দই তো বিঘোষিত হবে।"

৭. "সিংহ, আপনার কী মনে হয়, যদি কোনো পরিষদ যেমন ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ, শ্রমণ পরিষদে উপনীত হতে হলে বিশারদ (পারদর্শী), নিঃসঙ্কোচভাবে কে উপনীত হবে—অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দানের দুর্ভাষক না যে শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সতত দানে রত সে?" "ভন্তে, যদি কোনো পরিষদ, যেমন- ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ ইত্যাদি পরিষদে বিশারদ, নিঃসঙ্কোচভাবে উপনীত হতে হয় তাহলে কেনই বা অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দানের দুর্ভাষক উপনীত হবে? ভন্তে, যদি কোনো পরিষদ যেমন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ পরিষদে উপনীত হতে হয় তাহলে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সতত দানে নিরত তিনিই তো বিশারদ হয়ে নিঃসঙ্কোচভাবে উপনীত হবেন।"

৮. "সিংহ, আপনি কি মনে করেন, কায়ভেদে মৃত্যুর পর কে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়; যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দানের দুর্ভাষক, না যে শ্রদ্ধাবান, দানপপতি, সতত দানে নিরত সে?" "ভন্তে, যে অশ্রদ্ধাবান, মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, দানের দুর্ভাষক কায়ভেদে মৃত্যুর পর কেন সে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে?" "ভন্তে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, দানপতি, সতত দানে নিরত তিনিই কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবেন।"

৯. "ভন্তে ভগবান কর্তৃক এই ছয় সান্দৃষ্টিক দানফল ব্যাখ্যাত, তজ্জন্য আমি কিন্তু শ্রদ্ধায় ভগবান সমীপে গমন করি না, আমি শুধু মাত্র এসব জানি। ভন্তে, আমি দায়ক, দানপতি। ভন্তে, অনুকম্পাশীল অর্হৎগণ আমাকে

প্রথম অনুকম্পা করেন। ভন্তে, আমি দাতা, দানপতি। অর্হৎগণ প্রথমে আমার নিকট উপনীত হন। ভন্তে, আমি দায়ক, দানপতি; অর্হৎগণ দান প্রতিগ্রহণ করলে প্রথমে আমার দান প্রতিগ্রহণ করেন। ভন্তে, আমি দাতা, দানপতি। অর্হৎগণ ধর্ম দেশনা করলে প্রথমে আমাকে ধর্ম দেশনা করেন। ভন্তে, আমি দায়ক, দানপতি; আমার কল্যাণ কীর্তিশব্দ চারদিকে বিঘোষিত", "সেনাপতি সিংহ একজন দাতা, কর্মকর্তা, সংঘ উপস্থাপক।" "ভন্তে, আমি দাতা, দানপতি; যদি কোনো পরিষদ যেমন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ পরিষদে উপস্থিত হতে হয় আমি বিশারদ হয়ে নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত হই। ভন্তে, ভগবান কর্তৃক এই ছয় সান্দৃষ্টিক দানফল ব্যাখ্যাত তজ্জন্য আমি শ্রদ্ধায় ভগবৎ সমীপে গমন করি না, শুধু আমি এসব জানি। কিন্তু ভন্তে ভগবান যখন আমাকে এরূপ বললেন, "দাতা, দানপতি সিংহ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়" তা আমি জানি না এবং এজন্য শ্রদ্ধায় আমি ভগবৎ সমীপে গমন করি।"

"এটা এরূপ সিংহ, এটা এরূপ; দায়ক সিংহ দানপতি কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

৫. অরক্ষণীয় সূত্র

৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের এই চার[৮] বিষয় আবৃত নহে এবং তিন বিষয়ে তিনি নির্দোষ। তথাগতের চার অনাবৃত কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কায়িক কর্মে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ। কায় দুশ্চরিত তথাগতের নেই যা তিনি গোপন করতেন এই ভেবে—"আমার এ বিষয় কেউ না জানুক।" হে ভিক্ষুগণ, বাক্কর্মে তথাগত সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ, বাক্দুশ্চরিত তথাগতের নেই যা তিনি গোপন করতেন এই ভেবে—"আমার এ বিষয় কেউ না জানুক।" হে ভিক্ষুগণ, তথাগত মনোকর্মে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ। তথাগতের কোনো মনোদুশ্চরিত নেই যা তিনি রক্ষা করতেন এই ভেবে, "আমার এ বিষয় অপরে না জানুক।" হে ভিক্ষুগণ, তথাগত সম্পূর্ণরূপে আজীব (জীবিকা) পরিশুদ্ধ। তথাগতের কোনো মিথ্যা জীবিকা নেই যা তথাগত রক্ষা করতেন এই ভেবে—"আমার এ বিষয় অপরে না জানুক।"

তথাগতের এই চারি বিষয় আবৃত নহে। কোন তিন বিষয়ে তিনি নির্দোষ?

৩. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত। একে সত্য সত্যই জগতে

যেকোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার বা অন্য যে কেউ আমাকে ধর্মত (ন্যায়তঃ) দোষারোপ করতে পারেন এই বলে, "এভাবে আপনার দ্বারা ধর্ম সু-বিঘোষিত হয়নি।" হে ভিক্ষুগণ, আমি এরূপ কোনো নিমিত্ত (লক্ষণ) দেখি না এবং কোনো নিমিত্ত দর্শন না করে আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত (প্রশান্তি লাভ), অভয়প্রাপ্ত, বৈশারদ্য প্রাপ্ত (আত্ম বিশ্বাস লাভ) হয়ে অবস্থান করি। হে ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক আমার শ্রাবকদের জন্য নির্বাণগামিনী মার্গ সু-প্রজ্ঞাপিত যাতে প্রতিপন্ন (আরূঢ়) হয়ে আমার শ্রাবকগণ আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি দর্শন করে, ধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা উপলব্ধি করে তা লাভ করে অবস্থান করে। এতে সত্য সত্যই জগতের যেকোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার বা অন্য যে কেউ ধর্মত আমাকে দোষারোপ করতে পারেন এই বলে—"এভাবে আপনার দ্বারা আপনার শ্রাবকদের জন্য নিব্বাণগামিনী মার্গ সু-প্রজ্ঞাপিত হয়নি, যে মার্গ অনুসরণ করে আপনার শ্রাবকগণ আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি দর্শন করে ধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে তা লাভ করে অবস্থান করতে পারেন।" কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, আমি এ রকম কোনো লক্ষণ দেখি না। হে ভিক্ষুগণ, এরূপ কোনো নিমিত্ত দর্শন না করে আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে বিহার করি। হে ভিক্ষুগণ, আমার অনেক শত শ্রাবক পরিষদ আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে তা লাভ করে অবস্থান করে। এতে সত্য সত্যই জগতের যেকোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার বা অন্য কেউ ধর্মত আমাকে দোষারোপ করতে পারেন এই বলে—"আপনার অনেক শত শ্রাবক পরিষদ আসক্তি ক্ষয়পূর্বক অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি দর্শন করে ধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে তা লাভ করে অবস্থান করেন না।" কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, আমি এরূপ কোনো নিমিত্ত দর্শন করি না। হে ভিক্ষুগণ, এরূপ কোনো নিমিত্ত দর্শন না করে আমি ক্ষেমপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে বিহার করি। এই ত্রি-নির্দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, তথাগতের এই চার অরক্ষণীয় (অগোপনীয়) এবং ত্রি-নির্দোষ বিষয়।"

৬. কিম্বিল সূত্র

৫৯.১. আমি এরূপ শ্রবণ করেছি। একসময় ভগবান বুদ্ধ কিম্বিলার নিকট বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান কিম্বিল ভগবানের নিকট

উপনীত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে এক পার্শ্বে উপবেশন করেন। এরূপে উপবিষ্ট কিম্বিল বললেন, "ভন্তে, কোন হেতু, কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভে সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না?" "হে কিম্বিল, তথাগতের পরিনির্বাণ লাভে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা শাস্তার প্রতি অগৌরব প্রদর্শন করে, বাধ্য হয় না; ধর্মের প্রতি অগৌরব, অবাধ্য হয়ে বাস করে; সংঘের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন; অবাধ্য হয়ে বাস করে; শিক্ষার প্রতি অগৌরব প্রদর্শন, অবাধ্য হয়ে বাস করে; সমাধির প্রতি অশ্রদ্ধাশীল, অবাধ্য হয়ে বাস করে; অপ্রমাদের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল, অবাধ্য হয়ে বাস করে; শুভেচ্ছার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল, অবাধ্য হয়ে বাস করে। হে কিম্বিল, এই হেতু-প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনিবৃত্তি লাভে সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না।"

২. "ভন্তে, কোন হেতু-প্রত্যয়ে তথাগত পরিনিবৃত্ত হলে সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়?" "হে কিম্বিল, তথাগত পরিনির্বাপিত হলে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা শাস্তার প্রতি গৌরবান্বিত, বাধ্যগত হয়; ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বাধ্যগত হয়ে বাস করে; সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বাধ্যগত হয়ে বাস করে; শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বাধ্যগত হয়ে বাস করে; সমাধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বাধ্যগত হয়ে বাস করে; অপ্রমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বাধ্যগত হয়ে বাস করে; শুভেচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বাধ্যগত হয়ে বাস করে। হে কিম্বিল, এই হেতু-প্রত্যয়ে তথাগত পরিনির্বাপিত হলেও সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।"

৭. সপ্তধর্ম সূত্র

৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্তধর্মে সমর্পিত ভিক্ষু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। সপ্ত কী কী?

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাশীল হয়, শীলবান হয়, বহুশ্রুত, নির্জনবাসী, আরব্ধবীর্য, স্মৃতিবান, প্রজ্ঞাবান হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ও দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।"

৮. পচলায়মান সূত্র

৬১.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান বুদ্ধ ভগ্গদের[১] সুংসুমার পর্বতে ভেসকলা মৃগদাবে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান

মহামোদ্গাল্যায়ন মাগধদের মধ্যে কল্লবালমুত্ত গ্রামে তন্দ্রাচ্ছন্ন উপবিষ্ট ছিলেন। ভগবান মনুষ্যাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়নকে কল্লবালমুক্ত গ্রামে মাগধগণের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন উপবিষ্ট দেখলেন, দেখে যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহুকে প্রসারিত, প্রসারিত বাহুকে সংকুচিত করে, তদ্রূপ (সময়ের মধ্যে) ভগবান ভগ্গদের সুংসুমার পর্বতের ভেসকলাবনের মৃগদাব হতে অন্তর্হিত হয়ে মাগধদের কল্লবালমুত্ত গ্রামে আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়নের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন। তথায় প্রজ্ঞাপিত আসনে ভগবান উপবেশন করেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়নকে বললেন, "মোদ্গাল্যায়ন, তুমি তন্দ্রাচ্ছন্ন, মোদ্গাল্যায়ন, তুমি তন্দ্রাচ্ছন্ন?"
"হ্যাঁ ভন্তে।"

২. "মোদ্গাল্যায়ন, তুমি যেভাবে সংজ্ঞাশীল আছ তদাবস্থায় তন্দ্রা আসে, সংজ্ঞা মননশীলতা আসে, সংজ্ঞাবহুল হয় এবং সম্ভবত যেহেতু তুমি এরূপ (সংজ্ঞাবহুল) অবস্থান করতেছ, সেই তন্দ্রা ছেড়ে যাবে।

৩. যদি এভাবে অবস্থানকালে সেই তন্দ্রা ছেড়ে না যায় তখন মোদ্গাল্যায়ন, তোমার যথাশ্রুত, যথা আয়ত্ত (অর্জিত) ধর্ম অন্তরে অনুধ্যান করা, বিচার করা, মন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা উচিত, সম্ভবত যেহেতু তুমি এভাবে অবস্থান করতেছ (সংজ্ঞাশীল হয়ে), সেই তন্দ্রা ছেড়ে যাবে।

৪. যদি এভাবে অবস্থানকালে সেই তন্দ্রা ছেড়ে না যায় মোদ্গাল্যায়ন, তখন তোমার যথাশ্রুত, যথা আয়ত্ত ধর্ম বিস্তৃতভাবে পুনরাবৃত্তি করা উচিত, সম্ভবত যেহেতু তুমি এভাবে সংজ্ঞাশীল হয়ে অবস্থান করতেছ, সেই তন্দ্রা ছেড়ে যাবে।

৫. যদি এভাবে অবস্থানকালে সেই তন্দ্রা ছেড়ে না যায় তখন, মোদ্গাল্যায়ন, তোমার উভয় কর্ণ শ্রোত্র এবং হস্ত দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাসা করে নেয়া উচিত, সম্ভবত যেহেতু তুমি এভাবে সংজ্ঞাশীল হয়ে অবস্থান করতেছ, সেই তন্দ্রা ছেড়ে যাবে।

৬. যদি এভাবে অবস্থানকালে সেই তন্দ্রা ছেড়ে না যায় তখন মোদ্গাল্যায়ন, তোমার আসন হতে উঠে জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করা, চক্রবাল অবলোকন করা, নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকানো উচিত, সম্ভবত যেহেতু তুমি এভাবে সংজ্ঞাশীল হয়ে অবস্থান করছ তাই সেই তন্দ্রা ছেড়ে যেতে পারে।

৭. যদি এভাবে অবস্থানকালে সেই তন্দ্রা ছেড়ে না যায় তখন মোদ্গাল্যায়ন, আলোক সংজ্ঞা মনস্কার করবে, দিবা সংজ্ঞা অধিষ্ঠান করবে;

যথা দিবা তথা রাত্রি, যথা রাত্রি তথা দিবা। এভাবে চিত্তের বাধা-বিঘ্ন না ঘটিয়ে উচিত চিত্তকে প্রভাস্বর করার জন্য ভাবনা করা; যেহেতু তুমি এভাবে সংজ্ঞাশীল হয়ে অবস্থান করছ, তাই সেই তন্দ্রা ছেড়ে যেতে পারে।

৮. যদি এভাবে অবস্থানকালে সেই তন্দ্রা ছেড়ে না যায় মোদ্গাল্যায়ন, তখন সংজ্ঞা-পূর্ব (সংজ্ঞা তুলে নিয়ে) অন্তোগত ইন্দ্রিয়ে, অবহির্গত মনস্কার (চিত্তে) চঙ্ক্রমণ অধিষ্ঠান করা (মনোযোগ নিবদ্ধ করা) উচিত, যেহেতু তুমি এভাবে (নিবদ্ধ চিত্তে) অবস্থান করছ, তোমার সেই তন্দ্রা ছেড়ে যেতে পারে।

৯. যদি সেই তন্দ্রা ছেড়ে না যায়, তখন মোদ্গাল্যায়ন, দক্ষিণ-পার্শ্ব হয়ে সিংহশয্যায় শায়িত হবে, পায়ের উপর পা রেখে, স্মৃতিযুক্ত উত্থান মনস্কার করে, জাগ্রত হয়ে শ্রুত প্রত্যুত্থান করা উচিত এই ভেবে—"আমি শয্যাসুখ, পার্শ্ব-(অর্ধ-শয়ান) সুখ কিংবা তন্দ্রা-সুখ অনুযুক্ত (অভিলাষযুক্ত) হয়ে অবস্থান করব না।" মোদ্গাল্যায়ন, তোমার এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

১০. অধিকন্তু মোদ্গাল্যায়ন, তোমার শিক্ষণীয় হবে এরূপ—"উচ্চ শুঁড় (উচ্চ অহংকার) পরিগ্রহ করে কুল (পরিবার) সমূহে উপনীত হব না।" মোদ্গাল্যায়ন, এরূপই হবে তোমার শিক্ষা। মোদ্গাল্যায়ন, যদি ভিক্ষু উচ্চ শুঁড় পরিগ্রহ করে কুলগমন করে তাহলে পরিবারের বহু করণীয় কর্মের মধ্যে লোকেরা ভিক্ষুর আগমন প্রত্যক্ষ না করে থাকতে পারে। তাই ভিক্ষু যদি উচ্চ অহংকার যুক্ত হয়ে কুলগমন করে সে এরূপ মনে করতে পারে, "ইদানিং এই পরিবারে কে আমায় বিব্রত করছে? এ লোকদের এখন আমাতে কোনো অভিরুচি নেই।" সুতরাং কোনো কিছু লাভ না করায় সে দুঃখিত হওয়ায় সে উদ্ধত (উত্তেজিত), উদ্ধত হওয়ায় সে অসংযত, অসংযত হলে চিত্ত সমাধি হতে বহু দূরেই থাকে। সে কারণে মোদ্গাল্যায়ন, তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত, "আমি কোনো ক্রোধোদ্দীপক কথা বলবই না।" মোদ্গাল্যায়ন, তোমার এরূপই শিক্ষা করা উচিত। মোদ্গাল্যায়ন, ক্রোধোদ্দীপক কথায় কথা-বাহুল্য প্রত্যাশিত। কথা-বাহুল্য হলে স্মৃতি উদ্ধত হয়, উদ্ধত হলে অসংযত হয়, অসংযত হলে চিত্ত সমাধি হতে বহু দূরেই থাকে। মোদ্গাল্যায়ন, আমি সবার সাথে সংসর্গ মাত্র প্রশংসা করি না, কিংবা এরূপ সংসর্গ আমি অপ্রশংসা করি না, সত্য সত্যই মোদ্গাল্যায়ন, আমি গৃহস্থদের সাথে পরিব্রাজকদের সাথে সংসর্গ প্রশংসা করি না; কিন্তু যেসব শয্যাসন শব্দ-রহিত, ঘোষ (চীৎকার) রহিত, জন-বাত-বিরল, মানুষের গুপ্ত-মন্ত্রণার যোগ্য, সাধনানুকূল তদ্রূপ শয্যাসন সংসর্গ আমি প্রশংসা করি।"

১১. ভগবান বুদ্ধ এরূপ ব্যাখ্যা করলে আয়ুষ্মান মোদ্গাল্যায়ন ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, কীরূপে ভিক্ষু সংক্ষিপ্তভাবে তৃষ্ণাক্ষয়বিমুক্ত হয়, স্থায়ী সমাপ্তি, স্থায়ী যোগক্ষেম (উদ্যম হতে প্রশান্তি), স্থায়ী ব্রহ্মচর্য, স্থায়ী পর্যাবসান (পূর্ণতা) লাভ করেন এবং দেব-মনুষ্যদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হন?" "মোদ্গাল্যায়ন, ভিক্ষু শিক্ষা করেছিল, পৃথিবীর সব বিষয়ে অভিনিবেশ (মনোযোগ) করা ঠিক নয়। মোদ্গাল্যায়ন, যদি ভিক্ষু এরূপ শিক্ষা করে থাকে, জগতের সব বিষয়ে অভিনিবেশ নিয়োগ ঠিক নয়। সে প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) লাভ করে; প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করে প্রত্যেক বিষয়ে পরিজ্ঞান (যথার্থ জ্ঞান) লাভ করে; প্রত্যেক বিষয়ে পরিজ্ঞান লাভ করে সে যা কিছু সুখ, দুঃখ বা না-দুঃখ না-সুখ বেদনা (সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি) অনুভব করে। সেসব বেদনায় সে অনিত্যানুর্শী, বিরাগানুদর্শী (অনুরাগহীনতায় অনুদর্শী), নিরোধানুদর্শী (নিরোধ বা নিবৃত্তি অনুদর্শী), প্রতিনিসর্গানুদর্শী (যেসব পরিত্যাগের বিষয় সেগুলোর অনুদর্শী) হয়ে অবস্থান করে। সে সেই বেদনাসমূহে অনিত্যানুদর্শী, বিরাগানুদর্শী, নিরোধানুদর্শী, প্রতিনিসর্গানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে জগতের কোনো কিছুতে সংলগ্ন (আসক্ত) হয় না, কোনো কিছুতে সংলগ্ন না হয়ে সে কোনো কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা না করে সে স্বয়ং পরিনির্বাণ লাভ করে এবং তখন সে প্রকৃষ্টরূপে জানে, জন্ম ক্ষীণ (ক্ষয়প্রাপ্ত), ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত, করণীয় (যা করার ছিল) কৃত হয়েছে, তার এ অবস্থা আর হবে না।

মোদ্গাল্যায়ন, এ উপায়ে সংক্ষিপ্তভাবে ভিক্ষু তৃষ্ণা-ক্ষয় বিমুক্ত, শাশ্বত সমাপ্তিতে উপনীত, শাশ্বত, যোগক্ষেমী, শাশ্বত পূর্ণতায় উপনীত হয় এবং দেব-মনুষ্যদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হয়।"

৯. মৈত্রী সূত্র

৬২. ভিক্ষুগণ, পুণ্য-কর্মে ভীত হয়ো না। এটা সুখের একটা নাম যেমন, পুণ্য কাজ। ভিক্ষুগণ, আমি ভালোই জানি যে, দীর্ঘদিন যাবৎ কৃত কর্ম দীর্ঘকাল প্রীতিকর, আনন্দজনক, মনোজ্ঞ বিপাক (ফল) দেয়। অনুক্রমে সাত বৎসর অবধি আমি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করেছি। সাত বৎসর মৈত্রীচিত্ত পোষণ করে সাত সংবর্ত-বিবর্ত (সম্মুখে ঘূর্ণায়মান ও পেছনে ঘূর্ণায়মান) কল্প আমি এ জগতে পুনরাগমন করিনি। তৎপর ভিক্ষুগণ, যখন জগৎ সম্মুখের দিকে ঘূর্ণায়মান হলো তখন আমি শূন্য ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হই। অতঃপর ভিক্ষুগণ,

আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ (প্রভু), অনভিভূত (অজেয়), সর্বদর্শী, সর্ব শক্তিমান হই। ছত্রিশবার আমি সক্ক, দেবগণের রাজা হই। অনেক সময় আমি সাতবার চক্রবর্তী ধার্মিক রাজা হই এবং জগতের চার অন্তভাগ জয় করে দেশের স্থায়ীত্ব বিধান করে সপ্তরত্ন লাভ করি। ভিক্ষুগণ, আমার সপ্তরত্ন ছিল—চক্ররত্ন, হস্তী-রত্ন, অশ্ব-রত্ন, মণি-রত্ন, স্ত্রী-রত্ন, গৃহপতি-রত্ন, পরিনায়ক-রত্ন (মন্ত্রী-রত্ন)-এর মতো সপ্ত রত্ন এবং আমার সহস্র পুত্র ছিল সাহসী, তেজস্বী, সেবক-শত্রু দমনকারী। আমি এ পৃথিবী জয় করে সাগর পর্যন্ত বিনাদণ্ডে, বিনা অস্ত্রে ন্যায়ত শাসন করে বাস করেছিলাম।

[সুখকামী সত্ত্বগণ! দর্শন কর হে কুশল-বিপাক ফল
ওহে ভিক্ষুগণ, মৈত্রী ভাবনা আমি ভেবেছি, সপ্ত বর্ষ কাল
সপ্ত সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে করিনি ইহলোকে পুনরাগমন;
সংবর্তকালে আভস্সর ব্রহ্মালোকে করি আমি জন্ম ধারণ
পৃথিবীর বিবর্তনকালে ছিলাম আমি শূন্য ব্রহ্মালোকে
সপ্তবার ছিলাম তখন বশবর্তী মহাব্রহ্মা হয়ে;
করেছি রাজত্ব দেবেন্দ্র হয়ে ছয়ত্রিংশবার,
চক্রবর্তী রাজাও হয়েছি আমি জম্বুদ্বীপের;
মুর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় মনুষ্যাধিপতি ছিলাম আমি,
বিনা দণ্ডে, বিনা অস্ত্রে করেছি এই পৃথিবী শাসন,
দুঃসাহসিক কার্য বিনা ধর্মানুসারে করেছি অনুশাসন,
এই পৃথিবীমণ্ডলে যথাধর্ম রাজত্ব করে সম্পাদন
মহাধন, মহাভোগ, আঢ্যকুলে অতঃপর করি জন্ম ধারণ,
সর্বকাম্য, সপ্তরত্নসম্পন্ন পূজ্য কুলে;
মহা কারুণিক বুদ্ধগণ দ্বারা এ যে হয়েছে সুদেশিত—
সে মহৎ গুণের হেতুই লোকেশ্বর বলে হয়েছেন কথিত;
প্রভূত বিত্ত উপকরণসহ হয়েছি রাজা, প্রতাপবান;
হলেও হয়েছি জম্বুদ্বীপেশ্বর, ঋদ্ধিমান ও যশবান!
শুনে” এবম্বিধ গুণাবলির বিষয়
এমনকি হীনজাতিও হবে না কি সুপ্রসন্ন?
সেই হেতু মহত্ত্বকামী, স্বার্থ-পরার্থকামী, বুদ্ধের অনুশাসন
স্মরণকারীর করণীয়, সদ্ধর্মের সম্মান-গৌরব প্রদর্শন।]

১০. ভার্যা সূত্র

৬৩.১. একসময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক-এর বিহারে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর সঙ্গে নিয়ে অনাথপিণ্ডিক গৃহপতির আবাসে উপনীত হন, উপনীত হয়ে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। সে সময়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক এর আবাসে লোকেরা উচ্চশব্দ মহাশব্দ করছিল। তৎপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট গমন করেন, ভগবানকে অভিবাদন করে তিনি এক পার্শ্বে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিককে ভগবান বললেন, "গৃহপতি, আপনার গৃহের লোকেরা কেন উচ্চশব্দ মহাশব্দ করছে? এ যেন মনে হয় জেলের মৎস্য-আকর্ষণ।" "ভন্তে, এ যে সুজাতা, আমার পুত্রবধূ আমাদের সাথে বসবাস করছে। সে ধনী এবং তাকে ধনাঢ্য-কুল হতে এ ঘরে আনা হয়েছে। সে তার শাশুড়ী, শ্বশুর কিংবা স্বামী কাউকে গ্রাহ্য করে না; ভগবানকেও সে সৎকার, গৌরব, সম্মান করে না কিংবা শ্রদ্ধা করে না।"

২. তৎপর ভগবান বুদ্ধ সুজাতাকে আহ্বান করলেন, "এস সুজাতা!" "হ্যাঁ ভন্তে," বলে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করেন সুজাতা। ভগবান কর্তৃক প্রতিশ্রুতা হয়ে তিনি ভগবৎ সমীপে উপনীত হন, উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট সুজাতাকে ভগবান বললেন, "সুজাতা, একজন পুরুষের সাত প্রকার ভার্যা থাকতে পারে। সাত কী কী? বধকসমা, চোরীসমা, আর্যসমা, মাতৃসমা, ভগিনীসমা, সখীসমা, দাসীসমা[১০] (বধকসদৃশা, চোর-সদৃশা, আর্যা-সদৃশা, মাতৃ-সদৃশা, ভগিনী-সদৃশা, দাসী-সদৃশা)। হে সুজাতা, এই হলো পুরুষের সাত প্রকার ভার্যা। তন্মধ্যে আপনি কোন প্রকার?" "ভদন্ত, ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের বিস্তৃতার্থ আমার বোধগম্য নয়। সাধু ভদন্ত, ভগবান যদি তাদৃশ ধর্ম শিক্ষা দিতেন যদ্বারা ভগবৎ ভাষিত সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তৃতার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হতাম।" "তাহলে সুজাতা, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তা বিবৃত করছি।" "যথা আজ্ঞা, প্রভু," বলে সুজাতা প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ভগবান বললেন :

যেই ভার্যা হয় প্রদুষ্টচিত্তা, অহিতানুকম্পিনী,
অন্য পুরুষের আসক্তা, স্বামীর অশুভ চিন্তাকারিণী,
যে স্ত্রী পতিকে করে অবজ্ঞা ও অবমাননা,
ধন-দ্বারা ক্রীতাও স্বামী বধে হয় উৎসাহিত,

সেই হেতু স্ত্রী বধকা নামে হয় কথিত।
যে স্ত্রী স্বামীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি দ্বারা করে ধনোপার্জন,
যে স্ত্রী অল্পও করে নষ্ট স্বামীর কষ্টার্জিত ধন,
সেই স্ত্রী "চোরী ও ভার্যা" নামে কথিত যে হয়।
পুরুষের যেই ভার্যা হয় নিষ্কর্মা, আলস্যপরায়ণা,
বহু ভোজী, প্রখরা, প্রচণ্ডা, দুর্মুখপরায়ণা,
স্বামীর বীর্য-উৎসাহ মর্দনে হয় প্রবৃত্তা,
স্বামী যদি করে কোনো উক্তি ভার্যা হয় ক্ষিপ্তা,
ইদৃশ ভার্যা "আর্যা ও ভার্যা" নামে হয় যে কথিত।
সে স্ত্রী হয় সদা স্বামীর মঙ্গলকামিনী
পতিকে করে রক্ষা মাতা পুত্রকে যেমন করে,
স্বামীর সঞ্চিত ধন সতত রক্ষা করে,
সেই স্ত্রী "মাতা ও ভার্যা" নামে হয় যে কথিত।
কনিষ্ঠা ভগিনী জ্যেষ্ঠ সহোদরে যেমনি হয় অনুগতা,
সেরূপ স্বীয় স্বামীর প্রতি যে স্ত্রী হয় লজ্জাশীলা ও বশীভূতা,
স্বামীর ইচ্ছানুরূপ করে সর্ব কাজ সম্পাদন,
পুরুষের এরূপ ভার্যা "ভগিনী ও ভার্যা" নামে হয় কথিত।
যে স্ত্রী পতি দর্শনে হয় তথৈব আনন্দিত
দীর্ঘ পরে সখী সখাকে দর্শনে হয় যেমন,
সেরূপ কুলসম্পন্না, শীলবতী, পতিব্রতা
যে স্ত্রী হয়, "সখী ও ভার্যা" বলে হয় সে কথিত।
স্বামীর বধ দণ্ডেতেও অভীতা অবিচলিতা
যে স্ত্রী হয়, স্বামীর প্রতি করে না ক্রোধ প্রকাশ,
করে সহ্য পতির বাক্য নির্দোষ চিত্তে,
পুরুষের যে ভার্যা হয় অক্রোধী, স্বামী-অনুগতা,
সেই স্ত্রী "দাসী" বলে হয় পরিচিতা।
ইহলোকে যারা হয় কথিত বধকা, চোরী ও
আর্যা ভার্যা বলে, তারা হয় দুঃশীলা, প্রখরা
ও নির্দয়িনী, কায়ভেদে মৃত্যুর পর করে তারা নিরয় গমন।
ইহলোকে যারা হয় কথিত-মাতা, ভগিনী, সখী এবং
দাসী ভার্যা বলে, তারা হয় শীলে স্থিত, চির সংযত,
সেহেতু দেহ ভেদে মৃত্যুর পর তাদের হয় সুগতি গমন।

হে সুজাতা, এই হলো পুরুষের সপ্ত ভার্যা। এগুলোর মধ্যে আপনি কোনটি?"

ভন্তে ভগবান, আজ হতে আমাকে স্বামীর দাসী-সমা ভার্যা হিসাবে ধারণা করুন।"

১১. ক্রোধযুক্ত সূত্র

৬৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয়ের বিদ্যমানতায় ক্রুদ্ধ প্রতিযোগী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। সপ্ত কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার বিষয়ে এরূপ ইচ্ছা করে—"যদি সে কুৎসিৎ হতো!" তার হেতু কী? এক প্রতিযোগী সুন্দর প্রতিযোগীকে পছন্দ করে না। হে ভিক্ষুগণ, এরূপ ব্যক্তি ক্রোধাভিভূত, ক্রোধ পরাভূত এবং যত উত্তমরূপে তাকে স্নান, বিলেপন, কেশ-শ্মশ্রু কল্পিত, শুভ্র বস্ত্র পরিধান করানো হোক না কেন, সে ক্রোধাভিভূত হয়ে কুৎসিতই বটে। ভিক্ষুগণ, এটা প্রথম শর্ত যার বিদ্যমানতায় ক্রুদ্ধ প্রতিযোগী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিযোগী তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে, "ওহে সে যদি কষ্টে শয়ন করত!" তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিযোগী তার প্রতিপক্ষ উত্তমরূপে নিদ্রা যাক তা চায় না। ভিক্ষুগণ, এরূপ ব্যক্তি ক্রোধাভিভূত, ক্রোধ-পরাভূত এবং যদিও সে পশমী আবরণ আচ্ছাদিত সাদা কম্বলে, বিছানার কোমল চাদরে, পুষ্প সুচিকর্মযুক্ত কৃষ্ণসার মৃগ চামড়ার তৈরী বিছানো কম্বলে, চাঁদোয়ার নীচে শয়ন করে অথবা উভয় পাড়[১১] গাঢ় লাল রঙের গদিযুক্ত সোফায় শয়ন করে, তৎসত্ত্বেও সে ক্রোধাভিভূত হেতু দুঃখে শয়ন করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা দ্বিতীয় কারণ যে জন্য ক্রুদ্ধ প্রতিযোগী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।

৪. পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে, "অহো, সে উন্নতি লাভ না করুক!" এর কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী চায় না যে, তার প্রতিপক্ষ উন্নতি লাভ করুক। ভিক্ষুগণ, এরূপ ব্যক্তি ক্রোধাভিভূত, ক্রোধ-পরাভূত, ক্ষতির শিকার হয়ে সে মনে করে, "আমি লাভবান হয়েছি", লাভবান হয়ে সে মনে করে—"আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।" ক্রোধাভিভূত হয়ে এসব বিষয়ে অপরের শত্রুতা ঘটায়, তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখ সৃষ্টি করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা তৃতীয় কারণ যে জন্য ক্রুদ্ধ প্রতিযোগী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঘটে।

৫. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে, "অহো, সে যদি ভোগশালী না হত!" এর কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী চায় না যে, তার প্রতিপক্ষ ভোগশালী হোক। হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধপরায়ণ এই ব্যক্তি ক্রোধাভিভূত, ক্রোধ-পরাভূত হয়ে তার যে কিছু সম্পদ তা কঠোর পরিশ্রমার্জিত, বাহুবল দ্বারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ন্যায়ত ধর্মত লব্ধ রাজাগণ এগুলি রাজকোষে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেন যেহেতু সে ক্রোধাভিভূত। হে ভিক্ষুগণ, এটা চতুর্থ কারণ যেজন্য ক্রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে।

৬. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে, "হায়, সে যদি যশস্বী না হত!" তার হেতু কী? হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রতিপক্ষ যশস্বী হোক তা চায় না। হে ভিক্ষুগণ, ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যক্তি ক্রোধাভিভূত, ক্রোধ-পরাভূত, অপ্রমাদ দ্বারা অর্জিত যশ ক্রোধ-হেতু তার থেকে বিদূরীত হয়ে যায়। হে ভিক্ষুগণ, এটা পঞ্চম কারণ যেজন্য ক্রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

৭. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে, "হায়, সে যদি মিত্রবিহীন হত!" তার হেতু কী? হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রতিপক্ষের বন্ধুত্ব থাকুক তা চায় না। হে ভিক্ষুগণ, ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যক্তি ক্রোধাভিভূত, ক্রোধ-পরাভূত, তার বন্ধু-সহচর-আত্মীয়স্বজন যা-ই থাকুক না কেন, তারা তাকে উপেক্ষা করে এবং বর্জন করে যেহেতু সে ক্রোধাভিভূত। হে ভিক্ষুগণ, এটা ষষ্ঠ কারণ যে জন্য ক্রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে।

৮. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে, "অহো, সে যদি কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হত!" তার হেতু কী? হে ভিক্ষুগণ, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রতিপক্ষের সুগতি গমন আকাঙ্ক্ষা করে না। হে ভিক্ষুগণ, এরূপ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধাভিভূত, ক্রোধ-পরাভূত, কায়-বাক্য-মনে দুশ্চরিত আচরণ করে। সে কায়-বাক্য-মনে দুশ্চরিত আচরণ করে কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, যেহেতু সে ক্রোধাভিভূত। হে ভিক্ষুগণ, এটা সপ্তম কারণ যেজন্য ক্রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয়ের বিদ্যমানতায় ক্রুদ্ধ প্রতিযোগী স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

ক্রোধী হয় দুর্বর্ণ শয়ন করে দুঃখে
অর্থপূর্ণ কার্য করলেও গ্রহণ প্রাপ্ত হয় অবৃদ্ধিকে,
সেহেতু কায়-বাক্য দ্বারা প্রাণী ইত্যাদি
দ্বারা ক্রোধশালী হয় ধনহানির শিকার।
ক্রোধমদমত্ত জন প্রাপ্ত হয় অযশ অখ্যাতি
জ্ঞাতিমিত্র সুহৃদগণও করে তাকে পরিত্যাগ।
ক্রোধ করে অনর্থ উৎপাদন ক্রোধ করে চিত্ত প্রকোপিত
অন্তরে উপজে ভয়, ক্রোধীকে বুঝতে সক্ষম
কোন জন, বুঝলেও সে যে বুঝতে অক্ষম।
ক্রুদ্ধ জানে না অর্থ, দেখে না শমথ-বিদর্শন ধর্ম
অন্ধতমে হয় নিমজ্জিত নর যবে হয় মর্দিত ক্রোধ দ্বারা।
ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দুষ্করকে সুকর কার্যসম ভাবে
পরে ক্রোধমুক্ত হলে সে অগ্নিদগ্ধসম প্রাপ্ত হয় তাপ।
ক্রোধ যবে উপজে ধুমযুক্ত অগ্নিতুল্য নিস্তেজাবস্থাকে
করায় প্রাপ্ত, মুখশ্রীও হয় বিবর্ণ তাতে,
করলে ক্রোধ উৎপাদন লজ্জা কিংবা ভয় তার নাহি থাকে,
ক্রোধাভিভূত ব্যক্তির কোনো বিষয়েই নেই প্রতিষ্ঠা।
শমথ-বিদর্শন হতে দূরে সেসব পাপজনক ধর্ম আছে
সেসব কর্ম প্রকাশ করব, তা শ্রবণ কর যথাযথভাবে।
ক্রুদ্ধ ব্যক্তি করে হত্যা পিতাকে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি করে হত্যা মাতাকেও
ক্রুদ্ধ ব্যক্তি হত্যা করে ব্রাহ্মণকে, ক্রুদ্ধ করে হত্যা পৃথগ্জনকেও।
যে মাতা দ্বারা ভূত বা পোষিত হয়ে মানব এ জগৎ দেখে থাকে,
তাদৃশ জীবনদাহ মাতাকেও ক্রোধী ব্যক্তি করে থাকে হত্যা
পৃথগ্জনকেও ক্রোধী ব্যক্তি করে হত্যা
আত্মতুল্য ও আত্মা হতে পরম প্রিয় ব্যক্তির প্রতি
হয়ে মূর্ছিত নানারূপ নিমিত্তে বহু কারণে
ক্রোধী ব্যক্তি করে নিজেকে হত্যা।
অসি দ্বারা নিজেকে করে হত্যা মূর্ছিত হয়ে করে বিষ পান
রজ্জু দ্বারা মরে ফাঁস দিয়ে, পর্বত কন্দরে পড়েও করে মৃত্যুবরণ।
ক্রোধান্ধগণ হত-বুদ্ধিজনক আত্মধ্বংসকর কর্মাদি করে
ক্রোধজাত হেতু হয় যে পরাজিত তা বুঝতে নারে।
এরূপে ক্রোধী ব্যক্তি শয়ন করে মৃত্যুপাশ তাড়িত গুহায়

প্রজ্ঞা, বীর্য ও সম্যক দৃষ্টি দ্বারা সেই ক্রোধকে করবে সমুচ্ছেদ, দমন।
পণ্ডিত ব্যক্তি এই ক্রোধকুশলকে করেন সমুচ্ছেদ
তিনি তাদৃশ শমথ বিদর্শন ধর্মই শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভাবেন
নিস্তেজভাব উৎপন্ন না হওয়ার কথা।
ক্রোধত্যাগী, আয়াসবিহীন, লোভত্যাগী যেকোনো বিষয়ে
নিরুৎসাহী দান্ত ব্যক্তি মোহত্যাগে হন পরিনির্বাপিত।"

[অব্যাকৃত-বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

অব্যাকৃত, পুরুষগতি, তিষ্য, সিংহ, রক্ষিত পঞ্চম,
কিম্বিল, সপ্ত, পচলা, সপ্ত ভার্যা, ক্রোধ।

৭. মহাবর্গ

১. হিরি-ঔত্তপ্প সূত্র

৬৫.১. হে ভিক্ষুগণ, হিরি ও ঔত্তপ্প (পাপে লজ্জা ও ভয়) বিহীন হলে হিরি-ঔত্তপ্পবিপন্নের ইন্দ্রিয় দমন বাধ্য হয়েই বিনষ্ট হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় দমন না হলে ইন্দ্রিয় সংযম বিপন্নের বাধ্য হয়েই শীল (নৈতিক বিধি অনুশীলন) বিনষ্ট হয়ে যায়। শীল না থাকলে শীল বিপন্নের বাধ্য হয়ে সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়ে যায়। সম্যক সমাধি বিহীন হলে সম্যক সমাধি বিপন্নের বাধ্য হয়েই যথাযথ জ্ঞান দর্শন বিনষ্ট হয়ে যায়। যথাভূত জ্ঞান দর্শন না হলে যথাভূত জ্ঞান-দর্শন বিপন্নের বাধ্য হয়েই নির্বেদ (অসন্তোষ) ও বিরাগ বিনষ্ট হয়ে যায়। নির্বেদ ও বিরাগের অভাব হলে নির্বেদ বিরাগ বিপন্নের বাধ্য হয়েই বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, বৃক্ষ শাখা এবং পল্লববিহীন হলে শাখা-পল্লব পরিপক্ব হয় না, ছালও না, বৃক্ষের সারও না কিংবা ফলের শাঁসও না, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, হিরি ও ঔত্তপ্পবিহীন হলে হিরি ও ঔত্তপ্পবিপন্নের ইন্দ্রিয় সংবর (সংযম)-শীল-সম্যক সমাধি-যথাভূত জ্ঞান দর্শন-নির্বেদ ও বিরাগ-বিমুক্তি জ্ঞান-দর্শন বিনষ্ট হয়।

২. ভিক্ষুগণ, হিরি (ন্যায়পরায়ণতা) এবং ঔত্তপ্প বিদ্যমান থাকলে ইন্দ্রিয় সংযমই হিরি ও ঔত্তপ্প সম্পন্নের উপযুক্ত কারণ; ইন্দ্রিয় সংবর বিদ্যমান থাকলে শীলই ইন্দ্রিয় সংবর সম্পন্নের যথার্থ কারণ, শীল বিদ্যমান থাকলে সম্যক সমাধি শীল সম্পন্নের যথার্থ কারণ; সম্যক সমাধি বিদ্যমান থাকলে

যথাভূত জ্ঞানদর্শন সম্যক সমাধি সম্পন্নের যথার্থ কারণ; যথাভূত জ্ঞান দর্শন বিদ্যমান থাকলে বিতৃষ্ণা ও বিরাগই যথাভূত জ্ঞান দর্শনসম্পন্নের উপযুক্ত কারণ; বিতৃষ্ণা ও বিরাগ বিদ্যমান থাকলে বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন বিতৃষ্ণা ও বিরাগসম্পন্নের উপযুক্ত কারণ। যেমন ভিক্ষুগণ, বৃক্ষ শাখা এবং পল্লবসম্পন্ন হলে তা হতে বিকশিত পত্র-পল্লব পরিপক্ব হয়, ছাল, বৃক্ষের সার, ফলের শাঁসও পরিপক্ব হয়; তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, হিরি এবং ঔত্তপ্প বিদ্যমান থাকলে ইন্দ্রিয় সংযমই হিরি ও ঔত্তপ্পসম্পন্নের উপযুক্ত কারণ;... বিতৃষ্ণা বিরাগসম্পন্নের উপযুক্ত কারণ।"

২. সপ্ত সূর্য সূত্র

৬৬.১. আমি এরূপ শ্রবণ করেছি। একসময় ভগবান বৈশালীতে অম্বপালির[১] বনে অবস্থান করতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "ভিক্ষুগণ," সেই ভিক্ষুগণ "ভদন্ত" বলে উত্তর প্রদান করেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার অনিত্য। ভিক্ষুগণ, সংস্কার অধ্রুব (অস্থায়ী)। ভিক্ষুগণ, সংস্কার নিরাপদ নয়। সুতরাং, ভিক্ষুগণ, পার্থিব সর্ব সংস্কারে (সর্ব বস্তুতে) বীতস্পৃহ হও, বিরাগ (অনাসক্ত) ভাব প্রাপ্ত হও, বিমুক্ত হও। হে ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ সিনেরু দৈর্ঘ্যে চুরাশি হাজার যোজন, প্রস্থে চুরাশি হাজার যোজন, চুরাশি হাজার যোজন মহাসমুদ্রে নিমগ্ন। ভিক্ষুগণ, কোনো সময় এমন হতে পারে যে, বহু বৎসর, বহু শত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর, বহু শত সহস্র বৎসর বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। এবং যখন কোনো বারি বর্ষিত হয় না তখন সব বীজ জীবন এবং গাছগাছরা সব বৃক্ষ যেগুলো হতে ওষধ তৈরী হয়, জঙ্গলের তাল জাতীয় বৃক্ষ, দৈত্য দগ্ধ বিদগ্ধ হয়ে যায়, অস্তিত্ব থাকে না। হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ অনিত্য। ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ অধ্রুব। ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ নিরাপদ নয়। তাই হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার হতে বীতস্পৃহ হও, অনাসক্তভাব প্রাপ্ত হও, বিমুক্ত হও। ভিক্ষুগণ, এমন সময়ও আসে যখন দীর্ঘকাল পর দ্বিতীয় সূর্যের আবির্ভাব দেখা যায়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যখন দ্বিতীয় সূর্য আবির্ভূত হয় সকল ছোটো নদী, শাখা নদী শুষ্ক-বিশুষ্ক হয়ে যায়, অস্তিত্ব থাকে না। হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ অনিত্য। ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ অধ্রুব, ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ নিরাপদ নয়। তাই, হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার হতে বীতস্পৃহ হও, অনাসক্তভাব প্রাপ্ত হও, বিমুক্ত হও। হে ভিক্ষুগণ, এমন একসময় আসে যখন দীর্ঘকাল পর তৃতীয়

সূর্যের আবির্ভাব ঘটে।

৪. ভিক্ষুগণ, তৃতীয় সূর্যের আবির্ভাবকালে যে সকল মহানদী আছে যেমন গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী ইত্যাদি সেসব শুষ্ক-বিশুষ্ক হয়ে যায়, অস্তিত্ব থাকে না। হে ভিক্ষুগণ, তদ্রূপ সংস্কার অনিত্য। ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ অধ্রুব, ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ নিরাপদ নয়। তাই, হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার হতে বীতস্পৃহ হও, অনাসক্তভাব প্রাপ্ত হও, বিমুক্ত হও। হে ভিক্ষুগণ, এমন একসময় আসে যখন দীর্ঘকাল পর চতুর্থ সূর্যের আবির্ভাব ঘটে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, চতুর্থ সূর্যের আবির্ভাবে যেসব মহাহ্রদ আছে সেগুলো হতে যেসব মহানদী প্রবাহিত হয় সেসব শুষ্ক-বিশুষ্ক হয়ে যায়, অস্তিত্ব থাকে না যেমন, অনোতত্তা, সীহপপাত, রথকারা, কণ্ণমুণ্ডা, কুণালা, ছদ্দন্তা, মন্দাকিনি। তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার অনিত্য। ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ অধ্রুব, ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ নিরাপদ নয়। তাই, হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার হতে বীতস্পৃহ হও, অনাসক্তভাব প্রাপ্ত হও, বিমুক্ত হও। ভিক্ষুগণ, এমন একসময় আসে যখন দীর্ঘকাল পর পঞ্চম সূর্য প্রাদুর্ভূত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চম সূর্যের প্রাদুর্ভাবে মহাসমুদ্রে শত যোজন জলে ডুবে যায়, মহাসমুদ্রে দ্বি-শত যোজন, ত্রি-শত যোজন, চতুর্শত যোজন, পঞ্চ-শত যোজন, ষষ্ঠ-শত যোজন, সপ্ত শত যোজন মহাসমুদ্রে জলে ডুবে যায়; মহাসমুদ্রের সপ্ত তালবৃক্ষবৎ দীর্ঘ গভীরে জল থাকে, ষষ্ঠ, পঞ্চ; চতু, ত্রি, দ্বি এমন কি এক তালবৃক্ষ গভীরে মহাসমুদ্রে জল আছে; সপ্ত পুরুষের দৈহিক উচ্চতায়ও মহাসমুদ্রে জল থাকে, ষষ্ঠ, পঞ্চ, চতু, ত্রি, দ্বি এমন কি এক পুরুষের দৈহিক উচ্চতায়ও মহাসমুদ্রে জল থাকে; অর্ধপুরুষ মাত্র, পুরুষের কটিমাত্র, হ্যাঁটু মাত্র, পায়ের গাঁট মাত্র মহাসমুদ্রে জল থাকে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, শরৎকালে যখন বৃষ্টি দেয় বৃহৎ ফোঁটায় বারিপাত করে এখানে সেখানে গোপদে জল স্থিত হয়, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, তত্র তত্র গোপদে সঞ্চিত মাত্র জল মহাসমুদ্রে স্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, পঞ্চম সূর্যের আবির্ভাবকালে মহাসমুদ্রে অঙ্গুলি পরিমাণ জলও থাকে না। তদ্রূপই হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার অনিত্য। ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ অধ্রুব, ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ নিরাপদ নয়। তাই, হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার হতে বীতস্পৃহ হও, অনাসক্তভাব প্রাপ্ত হও, বিমুক্ত হও। হে ভিক্ষুগণ, এমন একসময় আসে যখন দীর্ঘকাল পর ষষ্ঠ সূর্যের আবির্ভাব ঘটে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, ষষ্ঠ সূর্যের আবির্ভাবে এই পৃথিবী এবং পর্বতরাজ

সিনেরু[২] উভয়ই ধুম্র নির্গত করে, ধুম্র বহির্গত করে, ধুম্র উদ্গিরণ করে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, কুম্ভকারের চুল্লী প্রজ্জ্বলিত করলে প্রথমে ধোঁয়া নির্গত হয়, ধোঁয়া বহির্গত হয়, ধোঁয়া উদ্গিরণ করে, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, যখন ষষ্ঠ সূর্যের আবির্ভাব ঘটে এই পৃথিবী ও পর্বতরাজ সিনেরু ধোঁয়া নির্গত করে, বহির্গত করে, ধোঁয়া উদ্গিরণ করে। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার অনিত্য। ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ অধ্রুব, ভিক্ষুগণ, সংস্কার তদ্রূপ নিরাপদ নয়। তাই, হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার হতে বীতস্পৃহ হও, অনাসক্তভাব প্রাপ্ত হও, বিমুক্ত হও। ভিক্ষুগণ, এমন একসময় আসে যখন সপ্তম সূর্যের আবির্ভাব হয়।

৮. হে ভিক্ষুগণ, সপ্তম সূর্যের আবির্ভাবে এই মহা পৃথিবী ও পর্বতরাজ সিনেরু জ্বলে উঠে, প্রজ্জ্বলিত হয়, একটি অগ্নিশিখার থালার মত হয়। ভিক্ষুগণ, এই মহা পৃথিবী ও পর্বতরাজ সিনেরু প্রজ্জ্বলিত শিখা বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়ে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হে ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ সিনেরুর প্রজ্জ্বলিত, দাহ্যমান, ধ্বংসশীল বৃহৎ তেজ স্কন্ধ প্রভাবে শত যোজন, দ্বি-শত যোজন, ত্রি-শত যোজন, চতুর্শত যোজন, পঞ্চশত যোজন বিস্তৃত চূড়াও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্জ্বলিত, দাহ্যমান মহাপৃথিবী ও পর্বতরাজ সিনেরুর আধাপোড়া কয়লা বা কাঠ কিংবা ছাই তৈলের আধপোড়া কাঠ কিংবা ছাই দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার অনিত্য, ভিক্ষুগণ, এরূপই সংস্কার অধ্রুব, হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার নিরাপদ নয়। সুতরাং, হে ভিক্ষুগণ, পার্থিব সর্ব সংস্কারে বীতস্পৃহ হও, অনাসক্ত হও, বিমুক্ত হও! হে ভিক্ষুগণ, কোথায় সেই ঋষি, সেই শ্রদ্ধাবান যিনি চিন্তা করেন—"এই মহা পৃথিবী ও পর্বতরাজ সিনেরু প্রজ্জ্বলিত হবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং থাকবে না" একমাত্র যাঁরা দৃষ্টপদ (যাঁদের নির্বাণ দর্শন হয়েছে) তাঁরা ব্যতীত!

৯. ভিক্ষুগণ, পূর্বে সুনেত্ত নামে এক শিক্ষক ছিলেন যিনি তিত্থক (গতিপথ তৈরিকারক), কাম বীতরাগ। হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষক সুনেত্তর বহু শত শিষ্য ছিল। তাদেরকে তিনি ব্রহ্মলোকের সহব্যতা (বন্ধুত্ব) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। যে সকল শিষ্য সুনেত্ত দ্বারা দেশিত ব্রহ্মলোক সহব্যতা ধর্ম পুরোপুরি শিক্ষা করেছিল তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করল। পক্ষান্তরে যেসব শিষ্য ব্রহ্মলোকের সহব্যতা ধর্ম পুরোপুরি শিক্ষা করেনি তাদের কেউ কেউ পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণের সহব্যতায় জন্মগ্রহণ করে, কেউ তুষিত দেবতাদের সহব্যতায়, কেউ যাম দেবগণের সহব্যতায়, কেউ তাবতিংস দেবতাদের সহব্যতায়, কেউ কেউ চতুর্মহারাজিক দেবতাদের সহব্যতায় কেউ কেউ ক্ষত্রিয় ধনশালীদের সহব্যতায়, কেউ কেউ ধনবান

গৃহপতিদের সহব্যতায় জন্মগ্রহণ করে।

১০. অতঃপর হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষক সুনেত্ত এরূপ চিন্তা করেন—"মৃত্যুর পর আমি আমার শিষ্যসম গতি প্রাপ্ত হব তা বেমানান, এখন হতে আমার উত্তরোত্তর মৈত্রীভাব পোষণ করা উচিত।" তৎপর হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষক সুনেত্ত সাত বৎসর যাবৎ মৈত্রীভাব পোষণ করেন। সপ্ত বর্ষ মৈত্রী চিত্ত পোষণ করে সপ্ত সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে এ জগতে পুনরায় জন্মধারণ করেননি। হে ভিক্ষুগণ, সংবর্তমান লোকে, আভাস্বর লোকে, বিবর্তমান লোকে, শূন্য ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, সেখানে ব্রহ্মা মহাব্রহ্মা অভিভূ অনভিভূত অপরপক্ষে বশীভূত হন। ছত্রিশবার শক্র দেবতাদের ইন্দ্র অনেকবার চক্রবর্তী ধার্মিক ধর্মরাজা হন, চতুর্প্রান্ত জয়ী সপ্তরত্নসম্পন্ন রাজ্যে জন নিরাপত্তা বিধান করেন। অধিকন্তু তাঁর ছিল সহস্র পুত্র, বীর পর প্রমর্দনকারী। তিনি এ পৃথিবী সাগর পর্যন্ত বিনাদণ্ডে বিনা অস্ত্রে ধর্মত শাসন করে বাস করেন। তথাপি হে ভিক্ষুগণ, সেই সুনেত্ত আচার্য এরূপ দীর্ঘায়ু এবং স্থায়ী হয়েও জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য হতে অপরিমুক্ত, দুঃখ হতে পরিমুক্ত নয় বলে আমি ঘোষণা করছি। এর কারণ কী? চার ধর্মের অনুপলব্ধি ও অজ্ঞতাই এর কারণ।

চার কী কী?

১১. হে ভিক্ষুগণ, আর্যশীলের অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা, আর্য সমাধির অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা, আর্য প্রজ্ঞার অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা-আর্য বিমুক্তির অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা। হে ভিক্ষুগণ, এই আর্যশীলের উপলব্ধি, প্রতিবিদ্ধকরণ, আর্য সমাধির উপলব্ধি, প্রতিবিদ্ধকরণ, আর্য প্রজ্ঞার উপলব্ধি, প্রতিবিদ্ধকরণ, আর্যবিমুক্তির উপলব্ধি, প্রতিবিদ্ধকরণ সম্ভব। ভবতৃষ্ণা ছিন্ন হলে ভবের বন্ধন ক্ষীণ হলে পুনঃ সংসারে আগমন করতে হয় না।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলে সুগত অতঃপর বললেন :

"শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা এবং অনুত্তর বিমুক্তি
জেনেছেন এসব ধর্ম গৌতম যশস্বী।
এরূপে হয়ে অভিজ্ঞাত ধর্ম বুদ্ধ বলেন ভিক্ষুগণে
দুঃখান্তকারী শাস্তা, চক্ষুষ্মান পরিনিবৃত।"

৩. নগরোপম সূত্র

৬৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যখন কোনো রাজার নগর সীমানায় দুর্গের সপ্ত আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা কোনো দুর্গ সুপরিক্ষিপ্ত (পরিপূর্ণ) থাকে এবং ইচ্ছাক্রমে,

সহজে ও বিনাকষ্টে চার প্রকার সরবরাহ লাভ করে থাকে তখন এটা উক্ত হয় যে, কোনো বহিঃ শত্রু বা বিশ্বাসঘাতক সহযোগী দ্বারা রাজদুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না।

কোন সপ্ত আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা দুর্গ সু-পরিপূর্ণ থাকে?

২. হে ভিক্ষুগণ, রাজার সীমানায় দুর্গ গভীরে সুন্দরভাবে খনিত অচল অটল স্তম্ভ[৩] প্রোথিত থাকে। এই প্রথম আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা রাজ সীমানায় দুর্গ সুরক্ষিত থাকে অভ্যন্তর নিবাসীদের বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, রাজদুর্গে থাকে গভীর ও বিস্তৃত পরিখা। এই দ্বিতীয় আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা রাজ সীমানায় দুর্গ সুরক্ষিত থাকে অভ্যন্তর নিবাসীদের বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, দুর্গের চতুর্দিকে উচ্চ এবং বিস্তৃত রাস্তা থাকে। এই তৃতীয় আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা রাজ সীমানায় দুর্গ সুরক্ষিত থাকে অভ্যন্তর নিবাসীদের বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য।

৫. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, রাজার দুর্গে বহু বল্লম তরবারি[৪] থাকে। এই চতুর্থ আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা রাজ সীমানায় দুর্গ সুরক্ষিত থাকে অভ্যন্তর নিবাসীদের বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য।

৬. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, দুর্গে বহু সৈন্য থাকে, যেমন মাহুত, অশ্বারোহী, রথারোহী, ধনুর্ধারী, উন্নত মানের বাহক, সৈন্যদের বাসস্থান নির্দেশ দানের অফিসার, পিণ্ড সরবরাহকারী, খ্যাতিবান রাজপুত্র, অত্যন্ত বিপজ্জনক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য নির্বাচিত সৈন্যদল, নাগসদৃশ[৫] সাহসী শক্তিবান পুরুষ, সাহসী যোদ্ধা এবং দাস[৬]-পুত্র ইত্যাদি। এই পঞ্চম আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা রাজ সীমানায় দুর্গ সুরক্ষিত থাকে অভ্যন্তর নিবাসীদের বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য।

৭. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, সেখানে থাকে চালাক, বুদ্ধিমান, বিবেচক দ্বার রক্ষক যে অপরিচিতকে প্রবেশ করতে দেয় না এবং পরিচিতদেরকে প্রবেশ দান করে। এই ষষ্ঠ আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা রাজ সীমানায় দুর্গ সুরক্ষিত থাকে অভ্যন্তর নিবাসীদের বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য।

৮. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, রাজদুর্গে আচ্ছাদনীযুক্ত উচ্চ ও প্রশস্ত দুর্গ প্রাচীরও থাকে। এই সপ্তম আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা অভ্যন্তরভাগস্থ নিবাসীদের বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজ সীমানায় দুর্গ সুরক্ষিত থাকে। এই সপ্ত আবশ্যক বিষয়ে দুর্গ ভালোভাবে রক্ষিত থাকে। যে চার প্রকার আবশ্যক দ্রব্য ইচ্ছাক্রমে, সহজে, বিনাকষ্টে দুর্গে লাভ করে থাকে সেগুলি কী কী?

৯. হে ভিক্ষুগণ, রাজ সীমানায় দুর্গে অভ্যন্তর ভাগের জনগণের সুবিধা, আরাম-আয়েশ, মঙ্গলের জন্য এবং বাহ্যিক উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বহু তৃণ-কাষ্ঠ-জল সঞ্চিত থাকে।

১০. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, মঙ্গল এবং বাহ্যিক উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুর্গে শালি-যব সঞ্চিত থাকে।

১১. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, মঙ্গল এবং বাহ্যিক উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুর্গে তিল-মুগ-মাস-শস্য সঞ্চিত থাকে।

১২. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, মঙ্গল এবং বাহ্যিক উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুর্গে বহু ভৈষজ্য সঞ্চিত থাকে, যেমন : সর্পি, নবনীত, তৈল, মধু, চিনি, লবণ[৭]।

এই চার প্রকার আবশ্যক দ্রব্য ইচ্ছাক্রমে, অতি সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করে থাকে।

যখন হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ আবশ্যক দ্রব্য দ্বারা রাজদুর্গ সুরক্ষিত থাকে এবং ইচ্ছাক্রমে, অতি সহজে, বিনাকষ্টে চার প্রকার দ্রব্য লাভ করা যায় এটা উক্ত হয় যে, কোনো বহিঃ শত্রু বা বিশ্বাসঘাতক সহযোগী দ্বারা রাজদুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবক সপ্ত ধর্ম সমন্বিত[৮] হয় এবং চার ধ্যান অভি চৈতসিক (উচ্চতর মানসিক) যা ইহ জীবনে সুখ আনয়ন করে তা ইচ্ছাক্রমে, অতি সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করে, হে ভিক্ষুগণ, এই আর্যশ্রাবক মার কর্তৃক নষ্ট হতে পারে না, পাপমতি দ্বারা নষ্ট হতে পারে না। কোন সপ্ত ধর্ম সমন্বিত হয়?

১৩. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণের বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজ দুর্গের গভীর তলদেশ উত্তমভাবে খনিত অচল অটল স্তম্ভ প্রোথিত থাকে, তদ্রূপ, আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাশীল হয়, তথাগতের বোধিকে শ্রদ্ধা করে, সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা (শিক্ষক), বুদ্ধ ভগবান। হে ভিক্ষুগণ, স্তম্ভ সদৃশ শ্রদ্ধা দ্বারা আর্যশ্রাবক অকুশল পরিত্যাগ করে, কুশল বৃদ্ধি করে, সাবদ্য (নিন্দনীয় বিষয়) পরিহার করে, অনবদ্য (অনিন্দনীয়) ভাবে, সে আত্মশুদ্ধিতা রক্ষা করে। সে এই প্রথম সদ্ধর্ম সমন্বিত হয়।

১৪. যেমন হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণকে বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজদুর্গে গভীর ও বিস্তৃত পরিখা থাকে, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ,

একজন আর্যশ্রাবক হিরিসম্পন্ন[১] (ধর্মভীরু) হয়, কায় দুশ্চরিত বিষয়ে লজ্জাশীল হয়, বাক দুশ্চরিত্রে ও মনো দুশ্চরিত্রে লজ্জাশীল হয়, পাপ-অকুশল ধর্মাধীন হতে লজ্জা করে। হে ভিক্ষুগণ, পরিখা সদৃশ হিরি দ্বারা আর্যশ্রাবক অকুশল পরিত্যাগ করে, কুশল বৃদ্ধি করে, সাবদ্য (নিন্দনীয় বিষয়) পরিহার করে, অনবদ্য (অনিন্দনীয়) ভাবে সে আত্মশুদ্ধিতা রক্ষা করে। সে এই দ্বিতীয় সদ্ধর্ম দ্বারা বিভূষিত হয়।

১৫. যেমন হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণকে বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজদুর্গের চতুর্দিকে উচ্চ ও বিস্তৃত রাস্তা থাকে, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের দোষে ভয় আছে, কায়-বাক্য-মনোদুশ্চরিত দ্বারা দোষযুক্ত হতে ভয় করে, সে পাপ ও অকুশল ধর্মাধীন হতে ভয় করে। হে ভিক্ষুগণ, চতুর্দিক বেষ্টিত উচ্চ ও বিস্তৃত রাস্তা সদৃশ দোষ ভয় দ্বারা আর্যশ্রাবক অকুশল পরিহার করে, কুশল বৃদ্ধি করে, সাবদ্য (নিন্দনীয় বিষয়) পরিহার করে অনবদ্য (অনিন্দনীয়) ভাবে, সে আত্মশুদ্ধিতা রক্ষা করে। সে এই তৃতীয় সদ্ধর্ম দ্বারা বিভূষিত হয়।

১৬. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণকে বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজদুর্গে বহু বল্লম ও অস্ত্র থাকে, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক বহুশ্রুত, শ্রুতধর, শ্রুত বিষয়ের সঞ্চয়াগার হয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসান কল্যাণ, সার্থক সব্যঞ্জন [অর্থযুক্ত-ব্যঞ্জনযুক্ত], সমগ্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য ঘোষণা করে, তদ্রূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, উক্তি দ্বারা পরিচিত, অন্তরে অনুধ্যানকৃত, দৃষ্টি দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ। হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানরূপ অস্ত্র দ্বারা আর্যশ্রাবক অকুশল পরিত্যাগ করে, কুশল বৃদ্ধি করে, সাবদ্য (নিন্দনীয় বিষয়) পরিহার করে, অনবদ্য (অনিন্দনীয়) ভাবে, সে আত্মশুদ্ধিতা রক্ষা করে। সে এই চতুর্থ সদ্ধর্ম দ্বারা বিভূষিত হয়।

১৭. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণকে বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজদুর্গে বহু সৈন্য থাকে, যেমন- মাহুত, গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী, ধনুর্ধারী, উন্নত মানের বাহক, সৈন্যদের বাসস্থান নির্দেশক অফিসার, পিণ্ড সরবরাহকারী, যশস্বী রাজপুত্র, অত্যন্ত বিপজ্জনক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য নির্বাচিত সৈন্যদল, নাগসম সাহসী শক্তিবান পুরুষ, সাহসী যোদ্ধা, দাসপুত্র। তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক অকুশল ধর্ম ক্ষয় করার জন্য আরব্ধবীর্য হয়ে বিহার করে, কুশলধর্ম অনুসরণ করে, শক্তিশালী, দৃঢ় পরাক্রমী হয়, কুশল ধর্মে অপতনশীল হয়। হে

ভিক্ষুগণ, বীর্যরূপ সশস্ত্র শক্তি দ্বারা আর্যশ্রাবক অকুশল পরিত্যাগ করে, কুশল বৃদ্ধি করে, নিন্দনীয় বিষয় পরিত্যাগ করে, অনবদ্য বিষয় অনুশীলন করে, সে আত্মশুদ্ধিতা রক্ষা করে। এই পঞ্চম সদ্ধর্ম দ্বারা সে বিভূষিত হয়।

১৮. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণকে বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজদুর্গে থাকে চালাক, বুদ্ধিমান, বিবেচক দৌবারিক যে অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেয় না এবং পরিচিত ব্যক্তিকে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ দান করে, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক পরম স্মৃতিমান হয়, এরূপ সর্বোত্তম স্মৃতিসম্পন্ন হয় যে, দীর্ঘকাল পূর্বেকৃত, ভাষিত বিষয়ও স্মরণ-অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতিরূপ দ্বার রক্ষক আর্যশ্রাবক অকুশল পরিত্যাগ করে, কুশল বৃদ্ধি করে, নিন্দনীয় বিষয় পরিত্যাগ করে, অনবদ্য বিষয় অনুশীলন করে, সে আত্মশুদ্ধিতা রক্ষা করে। এই ষষ্ঠ সদ্ধর্ম দ্বারা সে বিভূষিত হয়।

১৯. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণকে বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে সুরক্ষার জন্য রাজদুর্গে আচ্ছাদনীযুক্ত উচ্চ ও প্রশস্ত দুর্গ-প্রাচীর থাকে। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-অস্ত [বৃদ্ধি ও ক্ষয়]-গামিনী প্রজ্ঞায় বিভূষিত হয়, সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্য নির্বেধক প্রজ্ঞা [যে প্রজ্ঞা দ্বারা আর্যগণ প্রতিবিদ্ধ করতে সক্ষম] দ্বারা বিভূষিত। হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞারূপ আচ্ছাদনীসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অকুশল পরিত্যাগ করে, কুশল বৃদ্ধি করে, নিন্দনীয় বিষয় পরিত্যাগ করে, অনবদ্য বিষয় অনুশীলন করে, সে আত্মশুদ্ধিতা রক্ষা করে। এই সপ্ত সদ্ধর্ম দ্বারা সে বিভূষিত হয়।

সে এই সপ্ত সদ্ধর্ম দ্বারা বিভূষিত হয়। কোন চার ধ্যান, অভিচৈতসিক যা ইহ জীবনে সুখ আনয়ন করে তা ইচ্ছাক্রমে, অতি সহজে, বিনাকষ্টে সে লাভ করে?

২০. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ ও মঙ্গলের জন্য, বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজদুর্গে বহু তৃণ-কাষ্ঠ-জল সঞ্চিত থাকে, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক কামনা ও অকুশল (পাপ) ধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার (চিন্তন ও অনুসন্ধান) সহিত নির্জনতা জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; তার নিজ সুবিধার জন্য, আরামের জন্য, মঙ্গলের জন্য, নির্বাণে প্রবেশের জন্য।

২১. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-

আয়েশ ও মঙ্গলের জন্য, বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজদুর্গে বহু শালিযব সঞ্চিত থাকে, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক [স্বীয় চিত্তের] সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে—তার নিজ সুবিধা, আরাম ও মঙ্গলের জন্য, নির্বাণে[১০] প্রবেশের জন্য।

২২. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ ও মঙ্গলের জন্য, বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজদুর্গে তিল-মুগ-মাস শস্য সঞ্চিত থাকে, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় উপেক্ষাশীল হয়ে বিহার করে এবং স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে, আর্যগণ যাকে উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে, তার নিজ সুবিধা, আরাম ও মঙ্গলের জন্য, নির্বাণে প্রবেশের জন্য।

২৩. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, অভ্যন্তরস্থ জনগণের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ ও মঙ্গলের জন্য, বাহ্যিক প্রতিঘাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজদুর্গে বহু ভৈষজ্য সঞ্চিত থাকে, যেমন- সর্পি, নবনীত, তৈল, মধু, চিনি এবং লবণ, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহীন পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য-সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়, সেই না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; তার নিজ সুবিধা, আরাম ও মঙ্গলের জন্য, নির্বাণে প্রবেশের জন্য।

এই চার ধ্যান অভিচৈতসিক দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী ইচ্ছাক্রমে, অতি সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবক এই সপ্ত সদ্ধর্মে বিভূষিত হয় এবং এই চার ধ্যান, অভিচৈতসিক, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী সে ইচ্ছাক্রমে, অতি সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করে, এই আর্যশ্রাবক মারকর্তৃক, পাপমতি কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার নয় বলে কথিত।”

৪. ধর্মজ্ঞ সূত্র

৬৮.১. হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত ধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু দান দেয়ার যোগ্য, আনন্দ চিত্তে দানের যোগ্য, শ্রদ্ধাদান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। সপ্ত কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, একজন ভিক্ষু ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ, মহৎ বা নিকৃষ্ট পুরুষজ্ঞ[১১] হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে একজন ভিক্ষু ধর্মজ্ঞ হয়?

৩. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু ধর্ম জানে—সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম, বেদল্ল ইত্যাদি। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যদি ধর্ম সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল না জানত তাহলে ধর্মজ্ঞ বলে অভিহিত হত না। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্ম জানে—সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল জানে সেহেতু ধর্মজ্ঞ বলে অভিহিত। ধর্মজ্ঞ এরূপ। এবং কীরূপে সে অর্থজ্ঞ হয়?

৪. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু সেই সেই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানে : এটা এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ, ওটা ওই ভাষিত বিষয়ের অর্থ। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যদি সেই সেই ভাষিত বিষয়ের অর্থ না জানত, "এটা এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ, ওটা ওই ভাষিত বিষয়ের অর্থ" তাহলে সে অর্থজ্ঞ বলে অভিহিত হত না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু ভিক্ষু সেই সেই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানে : "এটা এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ, ওটা ওই ভাষিত বিষয়ের অর্থ" সে কারণে সে অর্থজ্ঞ বলে অভিহিত। ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ এরূপ। এবং আত্মজ্ঞ কিরূপ?

৫. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজকে জানে—"শ্রদ্ধা, শীল, বিদ্যা, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতিতায় আমি এতটুকু! হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যদি নিজকে এরূপ না জানত; "শ্রদ্ধা, শীল, বিদ্যা, প্রজ্ঞা প্রত্যুৎপন্নমতিতায় আমি এতটুকু" তাহলে আত্মজ্ঞ বলে অভিহিত হত না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু ভিক্ষু নিজকে জানে : "শ্রদ্ধা, শীল, বিদ্যা, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতিতায় আমি এতটুকু, সে-কারণে সে আত্মজ্ঞ বলে অভিহিত। ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ এরূপ। এবং মাত্রাজ্ঞ কিরূপ?

৬. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু আবশ্যক দ্রব্যাদি; যেমন : চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গিলান প্রত্যয়, ভৈষজ্য ইত্যাদি প্রতিগ্রহণে মাত্রা জানে। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যদি আবশ্যক দ্রব্যাদি; যেমন : চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গিলান প্রত্যয়, ভৈষজ্য ইত্যাদি প্রতিগ্রহণে মাত্রা না জানত তাহলে মাত্রাজ্ঞ বলে অভিহিত হত না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু ভিক্ষু আবশ্যক দ্রব্যাদি যেমন চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গিলান প্রত্যয়, ভৈষজ্য ইত্যাদি প্রতিগ্রহণে মাত্রা সম্পর্কে অবহিত সেহেতু মাত্রাজ্ঞ বলে অভিহিত। ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ,

মাত্রাজ্ঞ এরূপ। এবং কালজ্ঞ কিরূপ?

৭. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সময় জানে—"এটা আবৃত্তির কাল, এটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কাল, এটা উদ্যোগ[১২] করার কাল, এটা নির্জনতার[১৩] উপযুক্ত কাল।" হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যদি সময় না জানত—"এটা আবৃত্তির কাল, এটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কাল, এটা উদ্যোগ করার কাল, এটা নির্জনতার উপযুক্ত কাল তাহলে কালজ্ঞ বলে অভিহিত হত না। যেহেতু ভিক্ষু কাল সম্পর্কে অবহিত; এটা আবৃত্তির কাল, এটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কাল, এটা উদ্যোগ করার কাল, এটা নির্জনতার উপযুক্ত কাল, সে কারণে ভিক্ষু মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ বলে অভিহিত। ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, কালজ্ঞ এরূপ। এবং পরিষদজ্ঞ কিরূপ?

৮. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিষদকে জানে—"এটা ক্ষত্রিয়-পরিষদ, এটা ব্রাহ্মণ-পরিষদ, এটা গৃহপতি-পরিষদ, এটা শ্রমণ-পরিষদ[১৪], সেখানে এভাবে উপস্থিত হওয়া উচিত, এভাবে দাঁড়ানো উচিত, এভাবে উপবেশন করা উচিত, এভাবে কথা বলা উচিত, এভাবে তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করা উচিত।" হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যদি এরূপ না জানত—"এটা ক্ষত্রিয়-পরিষদ, এটা ব্রাহ্মণ-পরিষদ, এটা গৃহপতি-পরিষদ, এটা শ্রমণ-পরিষদ, সেখানে এভাবে উপস্থিত হওয়া উচিত, এভাবে দাঁড়ানো উচিত, এভাবে উপবেশন করা উচিত, এভাবে কথা বলা উচিত, এভাবে তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করা উচিত, তাহলে পরিষদজ্ঞ বলে অভিহিত হত না। যেহেতু হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পরিষদজ্ঞকে জানে—"এটা ক্ষত্রিয়-পরিষদ, এটা ব্রাহ্মণ-পরিষদ, এটা গৃহপতি-পরিষদ, এটা শ্রমণ-পরিষদ, সেখানে এভাবে উপস্থিত হওয়া উচিত, এভাবে দাঁড়ানো উচিত, এভাবে উপবেশন করা উচিত, এভাবে কথা বলা উচিত, এভাবে তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করা উচিত, সে কারণে ভিক্ষু পরিষদজ্ঞ বলে অভিহিত। ধর্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ এরূপ। মহৎ বা নিকৃষ্ট পুরুষজ্ঞ[১৫] কিরূপ?

৯. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট জনগণ দ্বিবিধ উপায়ে জ্ঞাত হয়, দুজন লোকের মধ্যে একজন আর্যদের দর্শনেচ্ছু, অপরজন দর্শনেচ্ছু নয়। যে ব্যক্তি আর্যদের দর্শনেচ্ছু নয় সে সেজন্য নিন্দার্হ। কিন্তু অপর পক্ষে যে ব্যক্তি আর্যদের দর্শনেচ্ছু সে তজ্জন্য প্রশংসার্হ। আর্য দর্শনে দুজন ব্যক্তির মধ্যে একজন সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু, অপরজন নয়। যে ব্যক্তি সদ্ধর্ম শ্রবণে অনিচ্ছুক সে সে-কারণে নিন্দার্হ, যে ব্যক্তি সদ্ধর্ম শ্রবণে ইচ্ছুক সে তজ্জন্য প্রশংসার্হ। সদ্ধর্ম শ্রবণে দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন শ্রোত্র তৎপর, অপরজন শ্রোত্র তৎপর

নয়। একজন শ্রোত্র তৎপর হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে, অপরজন তদ্রূপ শ্রবণ করে না। যে ব্যক্তি শ্রোত্র বিহীন হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে সে সেজন্য নিন্দার্হ, অপর পক্ষে শ্রোত্র তৎপর হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে সে তজ্জন্য প্রশংসার্হ। দুই ব্যক্তি শ্রোত্রযুক্ত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে—তাদের মধ্যে একজন শ্রবণ করে ধর্ম ধারণ করে, অপরজন ধারণ করে না। যে ব্যক্তি শ্রবণ করে ধর্ম ধারণ করে না সে তজ্জন্য নিন্দার্হ। যে ব্যক্তি শ্রবণ করে ধর্ম ধারণ করে তজ্জন্য সে প্রশংসার্হ। দুই ব্যক্তি ধর্ম শ্রবণ করে ধারণ করে তাদের মধ্যে একজন অন্তরে ধারণকৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অপরজন তা করে না। যে ব্যক্তি অন্তরে ধারণকৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে না সে তজ্জন্য নিন্দার্হ, অপরপক্ষে যে ব্যক্তি তা পরীক্ষা করে সে সেজন্য প্রশংসার্হ। দুই ব্যক্তি ধারণকৃত ধর্মের পরীক্ষা করে, তাদের মধ্যে একজন অর্থ জেনে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন (ধর্মানুরূপ চলে) হয়। অপর ব্যক্তি অর্থ জেনে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুরূপ চলে না। যে ব্যক্তি অর্থ জেনে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুরূপ চলে না সে সেজন্য নিন্দার্হ। যে ব্যক্তি অর্থ জেনে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুরূপ চলে সে সেজন্য প্রশংসার্হ। অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জেনে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন আত্মহিতে প্রতিপন্ন, পরহিতে নহে; অপরজন আত্মহিত ও পরহিতে প্রতিপন্ন। যে ব্যক্তি আত্মহিতে প্রতিপন্ন, পরহিতে নহে সে তজ্জন্য নিন্দার্হ; যে ব্যক্তি আত্মহিত ও পরহিতে প্রতিপন্ন সে সে-কারণে প্রশংসার্হ। এভাবে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর নিকট ব্যক্তি দ্বিবিধ উপায়ে জ্ঞাত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু মহৎ বা নিকৃষ্ট পুরুষজ্ঞ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত ধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, দান দেয়ার যোগ্য, আনন্দ চিত্তে দানের যোগ্য, শ্রদ্ধাদান লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য। জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।”

৫. পারিচ্ছত্তক সূত্র

৬৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, যে সময় তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক[১৬] কোবিলার (বৃক্ষ) পত্রহীন, শুষ্ক হয়ে যায় তখন হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়; “পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষ এখন পত্র বিশুষ্ক! অনতিবিলম্বে পত্র ঝড়ে পড়বে।” হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের পত্র ঝড়ে পড়তে শুরু করল তখন হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়, “এখন পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের পত্রসমূহ ঝড়ে পড়ছে! অনতিবিলম্বে, এখন প্রতিটি কুঁড়ি

মুকুলিত[১৭] হবে।" যে সময়ে হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের কুঁড়ি গজায় সেসময় তাবতিংস দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়, "এখন পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের কুঁড়ি গজিয়েছে! শীঘ্র নবপল্লব জন্মাবে!" যে সময়ে হে ভিক্ষুগণ, নবপল্লব মেলে তখন তাবতিংস দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়, "এখন পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের নবপল্লব মেলেছে! অনতিবিলম্বে, এখন বৃক্ষের পুষ্প জন্মাবে!" হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের পুষ্প আকার ধারণ করেছে তখন তাবতিংস দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়, "এখন কোবিলার বৃক্ষের পুষ্প আকার ধারণ করেছে! অনতিবিলম্বে, এখন রক্তপদ্ম সদৃশ পুষ্প আকার ধারণ করবে!" হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের রক্তপদ্ম সদৃশ পুষ্প আকার ধারণ করে তখন তাবতিংস দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়, "এখন পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের রক্তপদ্ম সদৃশ পুষ্প আকার ধারণ করেছে! অনতিবিলম্বে তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক বৃক্ষের পুষ্প সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবে!" হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের পুষ্প সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় তখন হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে চার মাস দিব্য পঞ্চ কামগুণে সমর্পিত সমঙ্গীভূত হয়ে পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষমূলে আমোদ-প্রমোদ করে[১৮]. "হে ভিক্ষুগণ, যখন পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের পুষ্প সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় তখন এর চতুর্দিকে পঞ্চাশ যোজন পর্যন্ত উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ে। পুষ্পের সুগন্ধি শত যোজন বিস্তার লাভ করে। এটা পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের প্রভাব।

২. তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে আর্যশ্রাবক আগার হতে অনাগারিক জীবনে প্রব্রজ্যা লাভের চিন্তা করে তখন হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের পত্র সদৃশ শীর্ণ হয়ে যায়[১৯]. হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে আর্যশ্রাবক কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করে কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত[২০] হয় তখন হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক তাবতিংস দেবতাদের পারিচ্ছত্তক কোবিলার বৃক্ষের পতিত পত্র সদৃশ। যখন, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক কামনা ও অকুশল (পাপ) ধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতা জনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে তখন হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবতাদের পারিচ্ছত্তক কোবিলা বৃক্ষ সদৃশ তার কুঁড়ি জন্মায়। হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে আর্যশ্রাবক বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক (স্বীয় চিত্তের) সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয়

ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে তখন হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক কোবিলা বৃক্ষ সদৃশ পত্র পল্লব বের হয়। হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে আর্যশ্রাবক প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় উপেক্ষাশীল (না-সুখ না-দুঃখ) হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে, আর্যগণ যাকে "উপেক্ষক স্মৃতি সুখবিহারী" বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে তখন হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক কোবিলা বৃক্ষের পুষ্পদলের ন্যায় আকার নেয়। যখন হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক কায়িক সুখ-দুঃখ প্রহীন পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (সুখ-দুঃখ) অস্তগত হয় সেই না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে, তখন হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক কোবিলা বৃক্ষের ন্যায় আর্যশ্রাবকের রক্ত পদ্মবৎ পুষ্পাকার লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে আর্যশ্রাবক আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চেতোবিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টিবিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে তখন হে ভিক্ষুগণ, তাবতিংস দেবগণের পারিচ্ছত্তক কোবিলা বৃক্ষের ন্যায় আর্যশ্রাবকের পুষ্প সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়। সে সময়ে হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীবাসী দেবগণ চীৎকার করে উঠে[২১], "অমুক অমুক নামের এই আয়ুষ্মান (পূজ্য) অমুক আয়ুষ্মানের শ্রদ্ধাজীবি অমুক গ্রাম বা নিগম হতে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজিত, সে আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চেতোবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করতেছে।" পৃথিবীবাসী দেবগণের এই শব্দ চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত-বশবর্তী, ব্রহ্মকায়িক দেবগণ দ্বারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, "ওহে, অমুক আয়ুষ্মানের শ্রদ্ধাজীবী অমুক আয়ুষ্মান অমুক গ্রাম বা নিগম হতে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করতেছে[২২]।" এভাবে সেক্ষণে সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই শব্দ পৌঁছে যায়। এটা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর প্রভাব[২৩]।"

৬. সৎকার-সম্মান সূত্র

৭০.১. অতঃপর নির্জনবাসকালে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের মনে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো—"যদি একজন ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে কাকে তার সম্মান করা, গৌরব করা এবং উপনিশ্রয়ে

থাকা উচিত?” তখন তিনি এরূপ চিন্তা করলেন, “যদি একজন ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে শাস্তাকে সম্মান, গৌরব করুক এবং তাঁকে উপনিশ্রয় করুক, ভিক্ষু যদি ধর্মকে বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে শাস্তাকে সম্মান-গৌরব করুক এবং তাঁকে উপনিশ্রয় করুক; ভিক্ষু যদি ধর্মকে বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে শাস্তাকে সম্মান, গৌরব করুক এবং তাঁকে উপনিশ্রয় করুক, শিক্ষাকে বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে শাস্তাকে সম্মান, গৌরব করুক এবং তাঁকে উপনিশ্রয় করুক; সমাধিকে বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে শাস্তাকে সম্মান, গৌরব করুক এবং তাঁকে উপনিশ্রয় করুক; অপ্রমাদকে বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে শাস্তাকে সম্মান, গৌরব করুক এবং তাঁকে উপনিশ্রয় করুক। যদি ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে সমাদরকে সম্মান, গৌরব করুক, সমাদরকে উপনিশ্রয় (নির্ভর) করুক।” আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ চিন্তা করলেন, “আমি এসব বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিশুদ্ধ। এখন এসব বিষয় ভগবানের সমীপে গিয়ে নিবেদন করব। এসব বিষয় আমাতে পরিশুদ্ধ ও অধিকতর পরিশুদ্ধ বিবেচিত হবে[২৪]. যেমন কোনো পুরুষ পরিষ্কার পরিশুদ্ধ স্বর্ণের আংটি লাভ করলে যেমনটি হয় এবং চিন্তা করে, “আমার এই স্বর্ণের আংটি পরিশুদ্ধ, সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু এটা যদি আমি স্বর্ণকারের নিকট গিয়ে প্রদর্শন করি! স্বর্ণকারগত আমার এ স্বর্ণের আংটি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অধিকতর উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে!” তদ্রূপই আমার এ ধর্ম পরিশুদ্ধ, উৎকৃষ্ট। এখন এসব বিষয় ভগবান সমীপে গিয়ে নিবেদন করব, এসব বিষয় আমাতে পরিশুদ্ধ ও অধিকতর পরিশুদ্ধ বিবেচিত হবে।” তৎপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হতে উঠে ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে বলেন :

২. “ভন্তে, নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকাকালে আমার চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো, “যদি ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে কাঁকে তার সম্মান করা, গৌরব করা এবং কাঁর উপনিশ্রয়ে থাকা উচিত?” তখন ভন্তে, আমার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—“যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার শাস্তাকে সম্মান, গৌরব করা ও তাঁর উপনিশ্রয়ে থাকা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার ধর্মকে সম্মান, গৌরব করা ও ধর্মের উপনিশ্রয়ে থাকা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল

বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার সংঘকে সম্মান, গৌরব করা ও সংঘের উপনিশ্রয়ে থাকা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার শিক্ষাকে সম্মান, গৌরব করা ও শিক্ষাকে উপনিশ্রয় করে থাকা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার সমাধিকে সম্মান, গৌরব করা ও সমাধিকে উপনিশ্রয় করে থাকা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার অপ্রমাদকে সম্মান, গৌরব করা ও অপ্রমাদকে উপনিশ্রয় করে থাকা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছাকে সম্মান, গৌরব করা ও এগুলোকে উপনিশ্রয় করে থাকা উচিত।” “ভন্তে, এসব ধর্ম আমাতে অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিশুদ্ধ। এখন এসব বিষয় ভগবান সমীপে গিয়ে নিবেদন করা উচিত। এসব বিষয় আমাতে পরিশুদ্ধ ও অধিকতর পরিশুদ্ধ বিবেচিত হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি পরিষ্কার স্বর্ণের পরিশুদ্ধ আংটি লাভ করলে যেমনটি হয় এবং চিন্তা করে, “আমার এই স্বর্ণের আংটিটি পরিশুদ্ধ, সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু এটা যদি আমি স্বর্ণকারের নিকট গিয়ে প্রদর্শন করি! স্বর্ণকারগত আমার এ আংটিটা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অধিকতর উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে। তদ্রূপই আমার এধর্ম পরিশুদ্ধ, উৎকৃষ্ট। এখন আমার উচিত এসব বিষয় ভগবান সমীপে গিয়ে নিবেদন করা। এসব বিষয় আমাতে পরিশুদ্ধ ও অধিকতর পরিশুদ্ধ বিবেচিত হবে।” “সাধু, সাধু, সারিপুত্র, সারিপুত্র, যদি কোনো ব্যক্তি অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার শাস্তাকে সম্মান, গৌরব করা ও শাস্তার উপর নির্ভর করা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার ধর্মকে সম্মান, গৌরব করা ও শাস্তার উপর নির্ভর করা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার সংঘকে সম্মান, গৌরব করা ও শাস্তার উপর নির্ভর করা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ করতে চায় তাহলে তার সমাধিকে সম্মান, গৌরব করা ও শাস্তার উপর নির্ভর করা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ, কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার অপ্রমাদকে সম্মান, গৌরব করা ও শাস্তার উপর নির্ভর করা উচিত; যদি কোনো ভিক্ষু অকুশল পরিত্যাগ ও কুশল বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তার আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছাকে সম্মান, গৌরব করা ও শাস্তার উপর নির্ভর করা উচিত।” এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে বলেন :

৩. “ভন্তে, আমি ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তৃত

অবহিত। একজন ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরব বিহীন কিন্তু ধর্মের প্রতি সগৌরব হবেন তা অসম্ভব। শাস্তার প্রতি যে ভিক্ষুর গৌরব নেই, ধর্মের প্রতিও তাঁর গৌরব নেই। একজন ভিক্ষু শাস্তা ও ধর্মের প্রতি গৌরব বিহীন কিন্তু সংঘের প্রতি সগৌরব হবেন তা অসম্ভব। শাস্তা ও ধর্মের প্রতি যে ভিক্ষুর গৌরব নেই, সংঘের প্রতিও তাঁর গৌরব নেই। একজন ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম ও সংঘের প্রতি গৌরববিহীন কিন্তু শিক্ষার প্রতি সগৌরব হবেন তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা, ধর্ম ও সংঘের প্রতি যে ভিক্ষুর গৌরব নেই শিক্ষার প্রতিও তাঁর গৌরব নেই। ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম, সংঘ ও শিক্ষার প্রতি গৌরবহীন, কিন্তু সমাধির প্রতি সগৌরব হবেন তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা, ধর্ম, সংঘ ও শিক্ষার প্রতি যে ভিক্ষুর গৌরব নেই সমাধির প্রতিও তাঁর গৌরব নেই। ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা ও সমাধির প্রতি গৌরববিহীন কিন্তু অপ্রমাদের প্রতি সগৌরব হবেন তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা ও সমাধির প্রতি যে ভিক্ষুর গৌরব নেই, অপ্রমাদের প্রতিও তাঁর গৌরব নেই। ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, সমাধি ও অপ্রমাদের প্রতি গৌরবহীন কিন্তু আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছার প্রতি সগৌরব হবেন তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, সমাধি ও অপ্রমাদের প্রতি যে ভিক্ষুর গৌরব নেই আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছার প্রতিও তাঁর গৌরব নেই।

ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব কিন্তু ধর্মের প্রতি গৌরববিহীন, তা অসম্ভব। ভন্তে শাস্তার প্রতি সগৌরব ভিক্ষু ধর্মের প্রতিও সগৌরব হবেন। ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তা ও ধর্মের প্রতি সগৌরব কিন্তু সংঘের প্রতি অগৌরব হবেন, তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা ও ধর্মের প্রতি সগৌরব ভিক্ষু সংঘের প্রতিও সগৌরব হবেন। ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম ও সংঘের প্রতি সগৌরব কিন্তু শিক্ষার প্রতি গৌরববিহীন হবেন তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা, ধর্ম ও সংঘের প্রতি সগৌরব ভিক্ষু শিক্ষার প্রতিও সগৌরব হবেন। ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম, সংঘ ও শিক্ষার প্রতি সগৌরব কিন্তু সমাধির প্রতি গৌরববিহীন হবেন তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা, ধর্ম, সংঘ ও শিক্ষার প্রতি সগৌরব ভিক্ষু সমাধির প্রতিও সগৌরব হবেন। ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা ও সমাধির প্রতি সগৌরব কিন্তু অপ্রমাদের প্রতি গৌরববিহীন হবেন তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা ও সমাধির প্রতি সগৌরব ভিক্ষু অপ্রমাদের প্রতিও সগৌরব হবেন। ভন্তে, একজন ভিক্ষু শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, সমাধি ও অপ্রমাদের প্রতি

সগৌরব কিন্তু আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছার প্রতি গৌরব বিহীন হবেন তা অসম্ভব। ভন্তে, শাস্তা, ধর্ম সংঘ, শিক্ষা, সমাধি ও অপ্রমাদের প্রতি সগৌরব ভিক্ষু আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছার প্রতিও সগৌরব হবেন। ভন্তে, ভগবানের সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয়ের আমি এরূপ বিস্তৃত অর্থ উপলব্ধি করি।”

৪. “সাধু, সাধু, সারিপুত্র, সারিপুত্র, সাধু আমা ভাষিত এই সংক্ষিপ্ত বিষয়ে তুমি এরূপ বিস্তৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছ! সারিপুত্র, একজন ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরববিহীন কিন্তু ধর্মের প্রতি সগৌরব হবে তা অসম্ভব। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি অগৌরব সে ধর্মের প্রতিও অগৌরব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরববিহীন, সে সংঘের প্রতি সগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরববিহীন সে সংঘের প্রতিও গৌরববিহীন। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরববিহীন সে শিক্ষার প্রতি সগৌরব হবে তা অসম্ভব, সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরববিহীন সে শিক্ষার প্রতিও গৌরববিহীন। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরববিহীন সে সমাধির প্রতিও সগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরববিহীন, সে সমাধির প্রতি সগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরববিহীন, সে সমাধির প্রতিও গৌরববিহীন। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি অগৌরব সে সমাধির প্রতি সগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি অগৌরব, ধর্মে অগৌরব, সংঘের প্রতি অগৌরব, শিক্ষার প্রতি অগৌরব, সমাধির প্রতি অগৌরব, অপ্রমাদের প্রতি অগৌরব, আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছার প্রতিও অগৌরব। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব, সে ধর্মের প্রতি অগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব, সে ধর্মের প্রতিও সগৌরব হবে; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব, সংঘের প্রতি অগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব, সে সংঘের প্রতিও সগৌরব। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব, সে শিক্ষার প্রতি অগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব, সে শিক্ষার প্রতিও সগৌরব হবে। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব সে সমাধির প্রতি অগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে শাস্তার প্রতি সগৌরব সে সমাধির প্রতিও সগৌরব। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব সে অপ্রমাদের প্রতি অগৌরব হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে শাস্তার প্রতি সগৌরব সে অপ্রমাদের প্রতিও সগৌরব হবে। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু অপ্রমাদে সগৌরব সে আন্তরিকতায় গৌরববিহীন হবে তা অসম্ভব; সারিপুত্র, যে ভিক্ষু অপ্রমাদে

সগৌরব সে আন্তরিকতায়ও সগৌরব হবে। সারিপুত্র, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সগৌরব, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, সমাধি, অপ্রমাদে সগৌরব সে আন্তরিকতায়ও সগৌরব। সারিপুত্র, আমার সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিস্তৃত অর্থ এরূপ।"

৭. ভাবনা[২৫] সূত্র

৭১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদিও কোনো ভিক্ষু ভাবনা বিহীন হয়ে অবস্থানকালে এরূপ কোনো ইচ্ছা তদন্তরে উৎপন্ন হতে পারে, "অহো! আমার চিত্ত যদি আসক্তি শূন্য এবং বিমুক্ত হত!" তথাপি তার অন্তর আসক্তিশূন্য ও বিমুক্ত হয় না। তার কারণ কী? এটা বলা যেতে পারে, "ধ্যানহীনতা।" কিসের ধ্যানহীনতা? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান (সম্যক প্রচেষ্টা), চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ[২৬.] যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কুক্কুটি আট বা দশ বা বারটি অণ্ড যথাযথভাবে স্থাপিত হয়নি কিংবা সম্পূর্ণরূপে উত্তপ্ত করা হয়নি কিংবা যথার্থভাবে বর্ধিত হয়নি, তৎসত্ত্বেও সে কুক্কুটির এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে, "অহো! আমার ছানাগুলো তাদের পায়ের থাবা বা ঠোঁট এবং চঞ্চু দ্বারা অণ্ডকোষ বিদীর্ণ করে স্বস্তিতে জন্ম লাভ করুক"। তবুও ওসব মুরগীর ছানার পক্ষে তাদের থাবা এবং ঠোঁট দ্বারা খোলক বিদীর্ণ করা এবং নিরাপদে কুক্কুটির শাবক জন্ম দান সম্ভব হয় না। তার কারণ কী? যেহেতু ভিক্ষুগণ, কুক্কুটির ওই ডিমগুলো যথার্থভাবে স্থাপিত হয়নি কিংবা সম্পূর্ণরূপে উত্তপ্ত করা হয়নি কিংবা যথার্থভাবে ভাবিত হয়নি। তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভাবনায় নিযুক্ত না হয়ে অবস্থানকালে ভিক্ষুর অন্তরে এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে, "ওহে, আমার চিত্ত যদি আসক্তি শূন্য ও বিমুক্ত হত!" তথাপি তার চিত্ত আসক্তিশূন্য ও বিমুক্ত হয় না। এবং এর কারণ কী? এটা বলা যেতে পারে, "ধ্যানহীনতা।" কোন ধ্যানহীনতা? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চার সম্যক প্রধান (সম্যক প্রচেষ্টা), চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

২. হে ভিক্ষুগণ, ভাবনায় অনুযুক্ত (নিযুক্ত) হয়ে অবস্থানকালে ভিক্ষুর অন্তরে এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে না।"ওহো! আমার চিত্ত যদি আসক্তিশূন্য ও বিমুক্ত হত[২৭]!" তথাপি তার চিত্ত আসক্তিশূন্য ও বিমুক্ত হয়। কেন? "ধ্যানবশত।" কোন ধ্যান? চারি স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান (সম্যক প্রচেষ্টা), চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন হে ভিক্ষুগণ, কুক্কুটির আট বা দশ বা বারোটি অণ্ড

যথাযথভাবে স্থাপিত বা সম্পূর্ণরূপে উত্তপ্ত করা হয়েছে বা যথার্থরূপে ভাবিত হয়েছে। তথাপি কুক্কুটির এরূপ কোনো ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে না, "অহো! আমার ছানাগুলো তাদের পায়ের থাবা বা ঠোঁট এবং চঞ্চু দ্বারা অণ্ডকোষ বিদীর্ণ করে স্বস্তিতে জন্ম লাভ করুক!" তথাপি ওসব মুরগীর ছানার পক্ষে এদের থাবা এবং ঠোঁট দ্বারা খোলক বিদীর্ণ করা এবং নিরাপদ কুক্কুটির শাবক জন্ম দান সম্ভব হয়। এর হেতু কী? যেহেতু হে ভিক্ষুগণ, কুক্কুটির ওই ডিমগুলো যথার্থভাবে স্থাপিত হয়েছে, উত্তপ্ত করা হয়েছে এবং যথার্থভাবে ভাবিত হয়েছে। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভাবনায় অনুযুক্ত (মনোযোগী) হয়ে অবস্থানকালে ভিক্ষুর অন্তরে এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে না, "ওহে, আমার চিত্ত যদি আসক্তিশূন্য এবং বিমুক্ত হত!" তথাপি তার চিত্ত আসক্তিশূন্য এবং বিমুক্ত হয়। এর হেতু কী? এটা বলা যেতে পারে, "ধ্যান হেতু।" কোন ধ্যান? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চার সম্যক প্রধান (সম্যক প্রচেষ্টা), চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

৩. যেমন, হে ভিক্ষুগণ, একজন কার্পেণ্টার বা কর্পেণ্টারের শিক্ষা নবিশ তার কুড়ালির হাতল পরিদর্শন করতে গিয়ে তাতে তার আঙ্গুলের এবং বুড়ো আঙ্গুলের চিহ্নই দেখে কিন্তু কুড়ালির হাতলের কতটুকু আজ বা কতটুকু গতকল্য বা কতটুকু অন্য সময়ে ক্ষয় হয়েছে তা জানে না। তবে এতটুকু মাত্র জানে ক্ষয় হয়ে গেলে ক্ষয় হয়ে গেছে। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু ভাবনায় মনোযোগী হয়ে অবস্থানকালে জানে না, "আজ আমার এতটুকু আসক্তি ক্ষয় হয়েছে বা গতকল্য এতটুকু বা অন্যদিন এতটুকু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে।" তবে সে এতটুকু মাত্র জানে যে, ক্ষয় হয়ে গেলে ক্ষয় হয়ে গেছে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, মাস্তুলবাহী কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ছয় মাস সমুদ্রে অবস্থানের পর বাত্যাবিধ্বস্ত, উত্তাপে উত্তপ্ত, বারি বর্ষিত হয়ে সমুদ্র সৈকতে অবস্থান এবং সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও পচে যায়, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভাবনায় অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানকালে ভিক্ষুর সংযোজনসমূহ সহজে ধ্বংস হয়ে যায়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

৮. অগ্নিস্কন্ধোপম[২৮] সূত্র

৭২.১. আমা কর্তৃক এরূপ শ্রুত, একসময় ভগবান বহু সংখ্যক ভিক্ষুসংঘ সহ কোশলে বিচরণ করতেছিলেন। বড় রাস্তায় পৌঁছে ভগবান এক জায়গায় বৃহৎ অগ্নিরাশি, হুতাশন প্রজ্জ্বলিত, দগ্ধীভূত হতে দেখেন। তা দেখে রাস্তা হতে নেমে কোনো এক বৃক্ষের নীচে প্রজ্ঞাপিত একটা আসনে তিনি

উপবেশন করেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন, "ওহে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বৃহৎ অগ্নি রাশি, হুতাশন প্রজ্জ্বলিত, দগ্ধীভূত হতে দেখতে পাচ্ছ?" "হ্যাঁ ভন্তে," "ভিক্ষুগণ, এ দুটোর মধ্যে তোমরা কোনটা শ্রেষ্ঠতর মনে কর—কোনো জ্বলন্ত, প্রজ্জ্বলিত, দগ্ধকারী বৃহৎ অগ্নিরাশিকে আলিঙ্গন করে পাশে উপবেশন করা বা শায়িত হওয়া; বা কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা বা ব্রাহ্মণ-কন্যা বা গৃহপতি-কন্যা যার হস্ত-পাদ কোমল ও সুন্দর[২৯] তাকে আলিঙ্গন করে তার পাশে উপবেশন করা বা শায়িত হওয়া?" "ভন্তে, এটাই শ্রেয়তর, "ক্ষত্রিয় কন্যা বা ব্রাহ্মণ-কন্যা বা গৃহপতি-কন্যা যার হস্ত-পাদ কোমল ও সুন্দর তাকে আলিঙ্গন করে তার পাশে উপবেশন করা বা শায়িত হওয়া। ভন্তে, জ্বলন্ত, প্রজ্বলিত, দগ্ধকারী বৃহৎ অগ্নি রাশিকে আলিঙ্গন করে এর পাশে উপবেশন করা বা শায়িত হওয়া সত্যই দুঃখকর।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের ঘোষণা করছি, আমি তোমাদের এ কথার প্রতিবাদ করছি। একজন দুঃশীল[৩০] পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে কর্ম সম্পাদনকারী,[৩১] অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষে জ্বলন্ত প্রজ্জ্বলিত, দগ্ধকারী বৃহৎ অগ্নি রাশিকে আলিঙ্গন করে এর পাশে উপবেশন করা বা শায়িত হওয়া শ্রেয়তর। এর হেতু কী? হে ভিক্ষুগণ, এ কারণে তার মৃত্যু ঘটতে পারে বা দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে যদ্বারা মৃত্যুও ঘটতে পারে; কিন্তু সে কারণে কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাকে অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হতে হয় না। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন একজন দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির ব্যক্তি কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা বা ব্রাহ্মণ-কন্যা বা গৃহপতি-কন্যা যার হস্ত-পাদ কোমল ও সুন্দর তাকে আলিঙ্গন করে পাশে উপবেশন করে বা শায়িত হয়, হে ভিক্ষুগণ, এটা তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। যেহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, এ দুই-এর মধ্যে তোমরা কোনটা শ্রেয়তর মনে কর। একজন বলবান লোক অশ্বের দৃঢ় চুলের দ্বারা কারও উভয় পা বেঁধে দমন করে যার ফলে উপরের চামড়া ছিন্ন হয়, উপরের চামড়া ছেদ করে অভ্যন্তরীণ চামড়া ছেদ করে, অভ্যন্তরীণ চামড়া ছেদ করে মাংস ছেদ করে,

মাংস ছেদ করে মাংস পেশী ছেদ করে, মাংস পেশী ছেদ করে অস্থি ছেদ করে, অস্থি ছেদ করে অস্থিমজ্জায় গিয়ে পৌঁছে; অথবা, ধনবান উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির অভিবাদন গ্রহণ?" "ভন্তে, এটাই শ্রেয়তর—ধনবান উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির অভিবাদন গ্রহণ। ভন্তে, এটা সত্যিই দুঃখকর যে, একজন বলবান লোক অশ্বের দৃঢ় চুলের রজ্জু দ্বারা কারো উভয় পা বেঁধে দমন করবে যার ফলে উপরের চামড়া ছিন্ন হয়, উপরের চামড়া ছিন্ন হয়ে অভ্যন্তরীণ চামড়া ছিন্ন হয়, অভ্যন্তরীণ চামড়া ছিন্ন হয়ে মাংস ছিন্ন হয়, মাংস ছিন্ন হয়ে মাংস পেশী ছিন্ন হয়, মাংস পেশী ছিন্ন হয়ে অস্থি ছিন্ন হয়, অস্থি ছিন্ন হয়ে অস্থি মজ্জায় গিয়ে পৌঁছে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের এ কথা ঘোষণা করছি, আমি তোমাদের জানাচ্ছি। একজন দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপধর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোককে একজন বলবান লোক অশ্বের দৃঢ় চুলের রজ্জু দ্বারা উভয় পা বেঁধে দমন করলে তার ফলে তার উপরের চামড়া ছিন্ন হয়, উপরের চামড়া ছিন্ন হয়ে নিচের চামড়া ছিন্ন হয়, নিচের চামড়া ছিন্ন হয়ে মাংস ছিন্ন হয়, মাংস ছিন্ন হয়ে মাংসপেশী ছিন্ন হয়, মাংস পেশী ছিন্ন হয়ে অস্থি ছিন্ন হয়, অস্থি ছিন্ন হয়ে অস্থি মজ্জায় গিয়ে পৌঁছে, তবুও হে ভিক্ষুগণ, এটা শ্রেয়তর। এর কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, এ কারণে তার মৃত্যু ঘটতে পারে বা দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে যদ্বারা তার মৃত্যু ঘটতে পারে! কিন্তু সে কারণে কায় ভেদে মৃত্যুর পর তাকে অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হতে হয় না। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন একজন দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোক কোনো ধনবান উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির অভিবাদন গ্রহণ করে, হে ভিক্ষুগণ, এটা তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। যেহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এ দুইয়ের মধ্যে তোমরা কোনটা শ্রেয়তর মনে কর, একজন শক্তিমান পুরুষের তৈল বিধৌত তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কারো নিতম্বে প্রহার করা উচিত অথবা, কোনো ধনবান ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির

অভিবাদন গ্রহণ করা উচিত? “ভন্তে, ধনবান ক্ষত্রিয় বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির অভিবাদন গ্রহণই শ্রেয়তর। কিন্তু ভন্তে, একজন শক্তিশালী পুরুষ তৈল বিধৌত তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কারো নিতম্বে আঘাত করবে তা সত্যিই দুঃখকর।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের এ বিষয়ে ঘোষণা করছি, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে জানাচ্ছি। একজন দুঃশীল পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোককে একজন শক্তিমান পুরুষ তৈল বিধৌত তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা নিতম্বে আঘাত করলেও তা শ্রেয়তর। এর কারণ কী? এর ফলে তার মৃত্যু ঘটতে পারে বা দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে, যদ্বারা তার মৃত্যুও ঘটতে পারে; কিন্তু সে কারণে কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাকে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হতে হয় না। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন একজন দুঃশীল পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোক ধনবান ক্ষত্রিয় বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির অভিবাদন গ্রহণ করে, হে ভিক্ষুগণ, এটা তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। যেহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, এ দুইয়ের মধ্যে তোমরা কোন্‌টা শ্রেয়তর মনে কর। একজন বলবান লোকের লাল উত্তপ্ত, আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময় লৌহ থালা দ্বারা কারো দেহকে আবৃত করা উচিত; অথবা কোনো ধনবান ক্ষত্রিয় বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা বলবান গৃহপতির শ্রদ্ধায় প্রদত্ত চীবর কারো পরিভোগ করা উচিত?” “ভন্তে, এটা শ্রেয়তর, কোনো ধনবান ক্ষত্রিয় বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির শ্রদ্ধা প্রদত্ত চীবর পরিভোগ করা। ভন্তে, একজন বলবান লোকের লাল উত্তপ্ত, আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময় লৌহ থালা দ্বারা কারো দেহ আবৃত হবে তা সত্যিই দুঃখকর।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে এ বিষয় ঘোষণা করছি, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে জানাচ্ছি। একজন দুঃশীল পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোককে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি লাল উত্তপ্ত,

আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময় লৌহ থালা দ্বারা আবৃত করতে পারে, তবুও তা শ্রেয়তর। এর হেতু কী? এ কারণে তার মৃত্যু ঘটতে পারে বা দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে যদ্বারা তার মৃত্যু ঘটতে পারে বা দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে যদ্বারা তার মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু সে কারণে কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাকে অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হতে হয় না। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন একজন দুঃশীল পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোক ধনবান ক্ষত্রিয় বা ধনবান ব্রাহ্মণ বা ধনবান গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত চীবর পরিভোগ করে, হে ভিক্ষুগণ, এটা তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। যেহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, এ দুইয়ের মধ্যে তোমরা কোনটা শ্রেয়তর মনে কর—একজন বলবান লোক লাল উত্তপ্ত, আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময় লৌহ পেরেক দ্বারা কারো মুখ খুলে তাতে আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময় লৌহ গোলক নিক্ষেপ করে যার ফলে ওষ্ঠ দাহ করে, জিহ্বা দাহ করে, উদর দাহ করে এবং অন্ত্র ও নাড়ীভুঁড়ি সহ অধোভাগে বের হয়ে যায়; অথবা, ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত পিণ্ডপাত (আহার) পরিভোগ? ভন্তে, ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত পিণ্ডপাত পরিভোগই শ্রেয়তর। ভন্তে, এটা সত্যিই দুঃখকর যে, একজন বলবান লোক লাল উত্তপ্ত, আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময় লৌহ পেরেক দ্বারা কারো মুখ খুলে তাতে আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময়, লৌহময় লৌহগোলক নিক্ষেপ করবে যার ফলে ওষ্ঠ, জিহ্বা, উদর দাহ করবে এবং অন্ত্র ও নাড়ীভুঁড়ি সহ অধোভাগে বের হয়ে যাবে!" "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে এ বিষয় ঘোষণা করছি, তোমাদিগকে বিশেষভাবে জানাচ্ছি। একজন দুঃশীল পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোককে একজন বলবান লোক লাল উত্তপ্ত, আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময় লৌহ পেরেক দ্বারা তার মুখ খুলে তাতে আলোকিত, জ্বলন্ত, অগ্নিময় লৌহগোলক নিক্ষেপ করে যার ফলে ওষ্ঠ, জিহ্বা, উদর দাহ করে এবং অন্ত্র ও নাড়ীভুঁড়িসহ অধোভাগে বের হয়ে যায়, তবুও এটা শ্রেয়তর। এর কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, এ কারণে তার মৃত্যু ঘটতে পারে বা দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে যদ্বারা তার মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু

সে-কারণে কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাকে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হতে হয় না। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন একজন দুঃশীল পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোক ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত পিণ্ডপাত পরিভোগ করে, হে ভিক্ষুগণ, এটা তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। যেহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, এ দুইয়ের মধ্যে তোমরা কোনটা শ্রেয়তর মনে কর। একজন বলবান পুরুষ কারো মস্তক বা স্কন্ধ ধরে তাকে জ্বলন্ত, আলোকিত, অগ্নিময়, লাল, উত্তপ্ত লৌহমঞ্চে বা লৌহ বিছানায় উপবেশন বা শায়িত হতে বাধ্য করা উচিত; অথবা ধ্যনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত মঞ্চপীট (বিছানা) কারো পরিভোগ করা উচিত? "ভন্তে, ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত শয্যা উপভোগই শ্রেয়তর। ভন্তে, এটা সত্যিই দুঃখকর যে, একজন শক্তিশালী ব্যক্তি কারো মস্তক বা স্কন্ধ ধরে তাকে জ্বলন্ত, আলোকিত, অগ্নিময়, লাল, উত্তপ্ত, লৌহমঞ্চে বা লৌহশয্যায় উপবেশন বা শায়িত হতে বাধ্য করবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে এ বিষয় ঘোষণা করছি, তোমাদিগকে এ বিষয় জানাচ্ছি। একজন দুঃশীল পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোককে একজন শক্তিশালী পুরুষ মস্তক বা স্কন্ধ ধরে জ্বলন্ত, আলোকিত, অগ্নিময়, লাল, উত্তপ্ত লৌহমঞ্চে বা লৌহ শয্যায় শায়িত করালেও তা শ্রেয়তর। এর কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, এ কারণে তার মৃত্যু ঘটতে পারে বা দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে যদ্বারা তার মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু সে কারণে কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাকে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হতে হয় না। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন একজন দুঃশীল পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোক ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত শয্যা উপভোগ করে, হে ভিক্ষুগণ, এটা তার দীর্ঘকালের অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হয়। যেহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত

নরকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, এ দুইয়ের মধ্যে তোমরা কোনটা শ্রেয়তর মনে কর—কোনো শক্তিশালী লোকের কাকেও ঊর্ধ্বপাদ এবং অধোশির করে ধরে জ্বলন্ত, প্রজ্জ্বলিত, অগ্নিময় উত্তপ্ত লৌহকুম্ভে নিক্ষেপ করা উচিত যেখানে সে একবার ঊর্ধ্বদিকে, একবার অধোদিকে, একবার তির্যকভাবে বুদ্‌বুদ্‌ সদৃশ ঘুরপাক খেতে থাকে; অথবা. ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বিহার কারো পরিভোগ করা উচিত?" "ভন্তে, ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বিহার পরিভোগ করাই শ্রেয়তর। ভন্তে, এটা সত্যিই দুঃখকর যে, কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি কাকেও ঊর্ধ্বপাদ এবং অধোশির করে ধরে জ্বলন্ত, প্রজ্জ্বলিত, অগ্নিময় উত্তপ্ত লৌহকুম্ভে নিক্ষেপ করবে যেখানে সে একবার ঊর্ধ্বদিকে, একবার অধোদিকে, একবার তির্যকভাবে বুদ্‌বুদ্‌ সদৃশ ঘুরপাক খেতে থাকবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে এ বিষয় ঘোষণা করছি, তোমাদিগকে বিশেষভাবে জানাচ্ছি, একজন দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহপূর্ণ আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোককে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি ঊর্ধ্বপাদ এবং অধোশির করে ধরে জ্বলন্ত, প্রজ্জ্বলিত, অগ্নিময়, উত্তপ্ত লৌহকুম্ভে নিক্ষেপ করতে পারে যেখানে সে একবার ঊর্ধ্বদিকে, একবার অধোদিকে, একবার তির্যকভাবে বুদ্‌বুদ্‌ সদৃশ ঘুরপাক খেতে থাকে, তবুও তা শ্রেয়তর। এর কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, এ কারণে তার মৃত্যু ঘটতে পারে বা দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে যদ্বারা তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। কিন্তু সে-কারণে কায়ভেদে মৃত্যুর পর তার অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হতে হয় না। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন একজন দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি ও সন্দেহযুক্ত আচারসম্পন্ন, গোপনে পাপকর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন প্রকৃতির লোক ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বা গৃহপতির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বিহার পরিভোগ করে, হে ভিক্ষুগণ, এটা তার দীর্ঘকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। যেহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সে-কারণে হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিতঃ আমরা যাদের চীবর, পিন্ডপাত, শয্যাসন, রুগ্ন ব্যক্তির দ্রব্য, ভৈষজ্য ইত্যাদি পরিভোগ করি তাদের এ কাজের মহাফল, মহা হিতকর হবে, আমাদের এ প্রব্রজিত জীবনও নিষ্ফল

হবে না, সফল হবে, স-উৎপাদ হবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নিজেরা এরূপ শিক্ষা করবে।

৮. হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল দেখে তার উচিত অপ্রমাদের সাথে কার্য সম্পাদন করা; যে ব্যক্তি অপরের মঙ্গল দেখে তার উচিত অপ্রমাদের[৩২] সাথে কার্য সম্পাদন করা, হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি নিজের ও অপরের উভয়ের মঙ্গল দেখে তার উচিত অপ্রমাদের সাথে কার্য সম্পাদন করা।" এরূপ বলেছেন ভগবান। ভগবানের এই ব্যাখ্যা প্রদানকালে ষাটজন ভিক্ষুর মুখ হতে উষ্ণ রক্ত নির্গত হয়েছিল[৩৩], ষাটজন ভিক্ষুজীবন পরিত্যাগ করে গৃহী জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছিল এ বলে—ভগবানের কাজ দুষ্কর! কিন্তু অপর ষাটজন ভিক্ষুর চিত্ত তৃষ্ণাতীত[৩৪] এবং বিমুক্ত হয়েছিল।

৯. সুনেত্র সূত্র

৭৩.১. "অতীতে হে ভিক্ষুগণ, সুনেত্র নামক শাস্তার জন্ম হয়েছিল, তিনি ছিলেন তীর্থঙ্কর, কামে বীতরাগ (কামমুক্ত)। হে ভিক্ষুগণ, সুনেত্র শিক্ষকের অনেক শত শ্রাবক ছিল। তিনি শ্রাবকদিগকে ব্রহ্মলোকের সহব্যতার ধর্মশিক্ষা দিতেন। এবং হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রাবক তাঁর দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেন নি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। কিন্তু যারা শাস্তা সুনেত্তের ব্রহ্মলোকের সহব্যতার শিক্ষানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিল তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করে।

২. হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে মূগপক্‌খ নামক শাস্তা ছিলেন... অরনেমি নামক শাস্তা ছিলেন... কুদ্দাল নামক শাস্তা ছিলেন... হস্তীপাল নামক শাস্তা ছিলেন... জ্যোতিপাল নামক শাস্তা ছিলেন... অরকো নামক শাস্তা ছিলেন তীর্থঙ্কর, কামে বীতরাগ [বিন্দু চিহ্নিত স্থানে প্রত্যেক শাস্তার ১নং বর্ণনানুসারে অনুরূপ ধর্ম অনুসরণ করে শ্রাবকেরা এবং মৃত্যুর পর যথাচিত্ত গতি প্রাপ্ত হয়েছিল] হে ভিক্ষুগণ, অরকো শাস্তার শিক্ষানুসারে যেসব শ্রাবক চিত্তকে সেভাবে প্রসন্ন করেছিল তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল কিন্তু যারা তদনুরূপ চিত্তকে প্রসন্ন করতে পারেনি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিতে বিনিপাত নরকে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যে প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তি সশ্রাবক এ সপ্ত তীর্থঙ্কর শাস্তা যাঁরা কামে বীতরাগ তাঁদেরকে আক্রোশ করে, দুর্নাম করে সে কি বহু অপুণ্য

অর্জন করে নয় কি?" "হ্যাঁ ভন্তে, তাই।"

হে ভিক্ষুগণ, যে প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তি বহুশত শ্রাবকসংঘ পরিবেষ্টিত কামে বীতরাগ এই সপ্ত তীর্থঙ্কর শাস্তাকে আক্রোশ করে, দুর্নাম করে সে বহু অপুণ্য প্রসব করে। যে এক দৃষ্টিসম্পন্ন[৩৫] (দৃষ্টিপ্রাপ্ত) পুদ্গলকে আক্রোশ করে, দুর্নাম করে সে অনেক অনেক অপুণ্যই প্রাপ্ত হয়। এর হেতু কী? হে ভিক্ষুগণ, আমি ঘোষণা করছি, আক্রোশ করে সে নিজে বাইরের কারো জন্য তত বৃহৎ কূপ[৩৬] খনন করে না যতটুকু করে সব্রহ্মচারীর জন্য। সে কারণে, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত :

সব্রহ্মচারীর প্রতি আমরা প্রদুষ্ট চিত্ত হব না। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

১০. অরক সূত্র

৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে অরকো (চক্রনির্মাতা) নামক এক তীর্থঙ্কর কামে বীতরাগ শাস্তা ছিলেন। তাঁর বহু শত শ্রাবক ছিল। তিনি শ্রাবকদিগকে এরূপ ধর্ম শিক্ষা দিতেন :

২. "ওহে ব্রাহ্মণ, মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ, বহু কষ্টে ভরা। মন্ত্র[৩৭] (প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝতে হবে) দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর, কুশল সম্পাদন কর, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর, জাতদের অমরণ[৩৮] নেই। হে ব্রাহ্মণ, যেমন তৃণাগ্রে স্থিত শিশিরবিন্দু সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং স্থায়ী থাকে না; তদ্রূপ, হে ব্রাহ্মণ, শিশির[৩৯]বিন্দু সদৃশ মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ, বহু কষ্টে পরিপূর্ণ। মন্ত্র দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর! কুশল সম্পাদন কর! ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর! যেহেতু জাতগণ মরণাধীন। যেমন, হে ব্রাহ্মণ, আকাশ-দেবের বড় ফোঁটা বর্ষণের ফলে জলের মধ্যে যে বুদ্‌বুদ্[৪০] সৃষ্টি হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বিলীন হয়ে যায়; তদ্রূপ হে ব্রাহ্মণ, বুদ্‌বুদ্ বিন্দু সদৃশ মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ, বহু কষ্টে পূর্ণ। মন্ত্র দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর। কুশল সম্পাদন কর। ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর। যেহেতু জাতগণ মরণাধীন। যেমন, হে ব্রাহ্মণ, জলের উপরে কোনো দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে যায়, স্থায়ী হয় না; তদ্রূপ, হে ব্রাহ্মণ! জলে দণ্ড সদৃশ, মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ, বহু কষ্টে পূর্ণ। মন্ত্র দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর। কুশল সম্পাদন কর। ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর। যেহেতু জাতগণ মরণাধীন। যেমন, হে ব্রাহ্মণ! পর্বতে উৎপন্ন কোনো নদী[৪১] দূরঙ্গমা, ক্ষিপ্র

গতিতে সবকিছু সাথে নিয়ে[৪২] নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, সামান্য ক্ষণের জন্য বা মুহূর্তের[৪৩] জন্য, সেকেন্ডের জন্য বিরত হয় না কিন্তু সবেগে ধাবিত হয়, আবর্তিত হয়, দ্রুতবেগে সম্মুখে অগ্রসর হয়; তদ্রূপ, হে ব্রাহ্মণ, পর্বতোৎপন্ন নদী সদৃশ মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ, বহু কষ্টে ভরা। মন্ত্র দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর। কুশল সম্পাদন কর। ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর। যেহেতু জাতগণ মৃত্যুবিহীন নয়। যেমন হে ব্রাহ্মণ, কোনো শক্তিশালী লোক থুথুপিণ্ড গঠন করে অল্প শ্রমে থুথু ফেলে; তদ্রূপ, হে ব্রাহ্মণ, থুথুপিণ্ড সদৃশ মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ। মন্ত্র দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর। কুশল সম্পাদন কর। ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর। যেহেতু জাতগণ মৃত্যুবিহীন নয়। যেমন হে ব্রাহ্মণ, একটা মাংসপিণ্ড[৪৪] কোনো লৌহপাত্রে নিক্ষিপ্ত হলে তাড়াতাড়ি বিদীর্ণ হয়ে যায়, বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না; তদ্রূপ, হে ব্রাহ্মণ, মাংসপিণ্ড সদৃশ মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ। মন্ত্র দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর। কুশল সম্পাদন কর। ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর। যেহেতু জাতগণ মৃত্যুহীন নয়। যেমন, হে ব্রাহ্মণ, হত্যা করার উদ্দেশ্যে কসাইখানায়[৪৫] কোনো গাভী নীত হওয়ার সময় পা উত্তোলন করে প্রত্যেক বারই ধ্বংসের নিকটে মৃত্যুর সমীপে নীত হয়; তদ্রূপ হে ব্রাহ্মণ, গাভী সদৃশ নির্ধারিত ভাগ্য মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ। মন্ত্র দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর! কুশল সম্পাদন কর! ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর। যেহেতু জাত ব্যক্তি মরণাধীন।”

৩. হে ভিক্ষুগণ, সে সময়ে পুরুষের আয়ুর পরিমাণ ছিল ষাট[৪৬] হাজার বৎসর। পাঁচ শত বৎসর বয়ক্রমকালে কুমারীগণ বিবাহযোগ্য, পক্ব হত। তখন মানুষের ছিল ছয়টি যন্ত্রণা, যেমন- শীত এবং উষ্ণ, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা এবং দ্বিবিধ বিষ্ঠা। যদিও এরূপ ছিল দীর্ঘায়ু, এরূপ ছিল স্থায়িত্ব এবং যন্ত্রণামুক্ত ছিল জনতা, শ্রাবকগণকে শাস্তা অরকো এরূপ শিক্ষা দিতেন, “ওহে ব্রাহ্মণ, মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ। মন্ত্র দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর! কুশল সম্পাদন কর! ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর! যেহেতু জাতগণ মৃত্যুবিহীন নহে।” এবং এখন হে ভিক্ষুগণ, যদি একজন লোক যথার্থই বলতে চায় তার বলা উচিত, “মনুষ্য জীবন সংক্ষিপ্ত, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, বহু দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ। মন্ত্র (প্রজ্ঞা) দ্বারা জনগণকে জাগ্রত কর! কুশল সম্পাদন কর! ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন কর! যেহেতু জাতগণের জন্য অমরণ নেই।” যেহেতু হে ভিক্ষুগণ, যে দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকে সে কিন্তু

শত বৎসর বা সামান্য অধিক বাঁচে। এবং হে ভিক্ষুগণ, যদি একজন লোক শত বৎসর বাঁচে, তবে সে তিনশত ঋতু বাঁচে, একশত ঋতু শীত, একশত ঋতু গ্রীষ্ম এবং একশত ঋতু বর্ষা[৪৭]. এবং হে ভিক্ষুগণ, যদি সে তিনশত ঋতু বাঁচে, সে কিন্তু দ্বাদশ শত মাস বাঁচে, শীতের চারশত মাস, গ্রীষ্মের চারশত মাস এবং বর্ষার চারশত মাস। এবং যদি সে দ্বাদশ শত মাস বাঁচে সে কিন্তু চব্বিশ শত অর্ধ মাস বাঁচে-শীত ঋতুর আটশত অর্ধমাস, গ্রীষ্মের আটশত অর্ধমাস এবং বর্ষার আটশত অর্ধমাস। এবং যদি সে চব্বিশ শত অর্ধমাস বাঁচে সে কিন্তু ছত্রিশ হাজার দিবস বাঁচে, শীত ঋতুর বারো হাজার দিবস, গ্রীষ্মের বারো হাজার দিবস এবং বর্ষার বারো হাজার দিবস। এবং যদি সে ছত্রিশ হাজার দিবস[৪৮] বাঁচে সে কিন্তু বায়াত্তর হাজারটি ভোজন গ্রহণ করে, শীত ঋতুতে চব্বিশ হাজারটি ভোজন, গ্রীষ্মে চব্বিশ হাজার ভোজন, বর্ষায় চব্বিশ হাজার ভোজন গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মাতৃদুগ্ধ এবং আহারবিহীন[৪৯] সময়। এখানে আহার বিহীন সময় দ্বারা বুঝানো হয়েছে; "কুপিত হলে সে আহার গ্রহণ করে না; দুঃখিত হলে সে আহার গ্রহণ করে না; ব্যাধিগ্রস্ত হলে সে আহার গ্রহণ করে না; উপবাস করলে সে আহার গ্রহণ করে না; না পেলে সে আহার গ্রহণ করে না। এরূপ হে ভিক্ষুগণ, আমি বিবেচনা করি সে মানুষটির জীবন, তার আয়ু প্রমাণ, ঋতু, বর্ষ,[৫০] মাস, পক্ষ, দিবস, দিবা-রাত্রি, আহার ও আহারবিহীন সময় ইত্যাদি।

৪. হে ভিক্ষুগণ, শাস্তা কর্তৃক তাঁর শ্রাবকদের জন্য তাদের হিতের জন্য, দয়া দ্বারা অনুকম্পাবশত যা করণীয় তা-ই আমাকর্তৃক তোমাদের জন্য করা হলো। হে ভিক্ষুগণ, এসব বৃক্ষমূলে, এসব শূন্য স্থানে! হে ভিক্ষুগণ, ধ্যান কর। প্রমোদিত হয়ো না! পরে যেন তোমাদেরকে নিন্দিত হতে না হয়! তোমাদের প্রতি এটাই আমার অনুশাসন।[৫১]"

[মহাবর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

হিরি সূর্য নাগর উপমা ধর্মজ্ঞ পারিচ্ছত্তক
সৎকার ভাবনা অগ্নি সুনেত্ত এবং অরক।

৮. বিনয়-বর্গ[১]

১. প্রথম বিনয়ধর সূত্র

৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্তগুণযুক্ত একজন ভিক্ষু বিনয়ধর হয়। সপ্ত কী কী?

২. সে আপত্তি[২] কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, সে লঘু আপত্তি (দোষ) কী তা জানে, মারাত্মক আপত্তি কী তা জানে, সে শীলবান হয়, সে প্রাতিমোক্ষের (নৈতিক দায়িত্বে) সংযম দ্বারা সংযত হয়ে অবস্থান করে, আচার-আচরণে দোষমুক্ত, সামান্যতম দোষযুক্ত বিষয়ে ভয়দর্শী হয়, শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে, সে চতুর্ধ্যান যেগুলি সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, যেগুলি এখানে ইহ জীবনে সুখ আনয়ন করে, সেগুলি বিনাকষ্টে, সহজে, বিনাশ্রমে লাভ করে, আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে[৩]।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত গুণে গুণযুক্ত হয়ে একজন বিনয়ধর ভিক্ষু হয়।"

২. দ্বিতীয় বিনয়ধর সূত্র

৭৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত গুণে বিভূষিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়। সপ্ত কী?

২. সে আপত্তি কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, ক্ষুদ্র আপত্তি কী তা জানে, গুরুতর আপত্তি কী তা জানে; উভয়[৪] প্রকার প্রাতিমোক্ষ যথাযথভাবে, সম্পূর্ণরূপে তার নিকট ন্যস্ত হয়েছে, সুবিভক্ত, সুনিয়ন্ত্রিত, সূত্রে নিশ্চিত এবং বিস্তৃত করা হয়েছে; সে চতুর্ধ্যান যেগুলি সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, যেগুলি এখানে ইহ জীবনে সুখ আনয়ন করে, যেগুলি বিনাকষ্টে, সহজে বিনাশ্রমে লাভ করে, আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত ধর্মে বিভূষিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়।"

৩. তৃতীয় বিনয়ধর সূত্র

৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত ধর্মে বিভূষিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়। সপ্ত কী?

২. সে আপত্তি কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, ক্ষুদ্র আপত্তি কী তা জানে, গুরুতর আপত্তি কী তা জানে; সে বিনয়ে দৃঢ়ভাবে স্থিত হয় এবং তা অখণ্ডনীয়[৫]; সে চতুর্ধ্যান যেগুলি সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, যেগুলি এখানে ইহ জীবনে সুখ আনয়ন করে সেগুলি বিনাকষ্টে, সহজে, বিনাশ্রমে লাভ করে, আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং

অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত ধর্মে বিভূষিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়।”

৪. চতুর্থ বিনয়ধর সূত্র

৭৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত ধর্মে বিভূষিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়। সপ্ত কী?

২. সে আপত্তি কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, লঘু আপত্তি কী তা জানে, গুরুতর আপত্তি কী তা জানে; সে নানা প্রকার পূর্ব নিবাস অনুস্মরণ করে। যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম... এরূপ বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেকটির[৬] বিস্তৃতি, নানা প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে মনুষ্যাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা... সে জীবগণকে তাদের কর্মানুযায়ী (ভালো বা মন্দ অবস্থায়) দেখে, সে আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত ধর্মে বিভূষিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়।”

৫. প্রথম বিনয়ধর শোভন সূত্র

৭৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত ধর্মে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু প্রসিদ্ধ[৭] হয়। সপ্ত কী?

২. সে আপত্তি কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, লঘু আপত্তি কী তা জানে, গুরুতর আপত্তি কী তা জানে, সে শীলবান হয়, সে প্রাতিমোক্ষের সংযম দ্বারা সংযত হয়ে অবস্থান করে, সে আচার-আচরণে দোষমুক্ত, সামান্যতম দোষযুক্ত বিষয়ে ভয়দর্শী, শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে, চতুর্ধ্যান যেগুলি সম্পূর্ণরূপে[৮] অভিচৈতসিক, যেগুলি এখানে ইহ জীবনে সুখ আনয়ন করে সেগুলি বিনাকষ্টে, সহজে, বিনাশ্রমে লাভ করে, আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত ধর্মে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু প্রসিদ্ধ হয়।”

৬. দ্বিতীয় বিনয়ধর শোভন সূত্র

৮০.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তধর্মে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু বিখ্যাত হয়। সপ্ত কী কী?

২. সে আপত্তি কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, সে লঘু আপত্তি (দোষ) কী তা জানে, মারাত্মক আপত্তি কী তা জানে, সে শীলবান হয়, সে প্রাতিমোক্ষের (নৈতিক দায়িত্বের) সংযম দ্বারা সংযত হয়ে অবস্থান করে।

আচার আচরণে দোষমুক্ত, সামান্যতম দোষযুক্ত বিষয়ে ভয়দর্শী, শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে, সে চতুর্ধ্যান যেগুলি সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, যেগুলি এখানে ইহজীবনে সুখ আনয়ন করে সেগুলি বিনাকষ্টে, সহজে, বিনাশ্রমে লাভ করে, আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তগুণে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু বিখ্যাত হয়, সপ্ত গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু বিনয়ধর হয়। সপ্ত কী কী?

সে আপত্তি কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, ক্ষুদ্র আপত্তি কী তা জানে, গুরুতর আপত্তি কী তা জানে; উভয় প্রকার প্রাতিমোক্ষ যথাযথভাবে সম্পূর্ণরূপে তার নিকট ন্যস্ত হয়েছে, সুবিভক্ত, সুনিয়ন্ত্রিত, সূত্রে নিশ্চিত এবং বিস্তৃত করা হয়েছে; সে চতুর্ধ্যান যেগুলি সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, সেগুলি এখানে ইহ জীবনে সুখ আনয়ন করে, আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তধর্মে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু বিখ্যাত হয়।"

৭. তৃতীয় বিনয়ধর শোভন সূত্র

৮১.১. হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত ধর্মে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু বিখ্যাত হয়। সপ্ত কী কী?

২. সে আপত্তি কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, ক্ষুদ্র আপত্তি কী তা জানে, গুরুতর আপত্তি কী তা জানে; সে বিনয়ে দৃঢ়ভাবে স্থিত হয় এবং তা অখণ্ডনীয়; সে চতুর্ধ্যান যেগুলি সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, যেগুলি এখানে ইহজীবনে সুখ আনয়ন করে, সেগুলো বিনাকষ্টে, সহজে, বিনাশ্রমে লাভ করে, আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তধর্মে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু বিখ্যাত হয়।"

৮. চতুর্থ বিনয়ধর শোভন সূত্র

৮২.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্তধর্মে সমন্বিত বিনয়ধর ভিক্ষু প্রসিদ্ধ হয়। সপ্ত কী কী?

২. সে আপত্তি কী তা জানে, অনাপত্তি কী তা জানে, লঘু আপত্তি কী তা জানে, গুরুতর আপত্তি কী তা জানে; সে অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ

করে, যেমন- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম,... এরূপ বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেকটির বিস্তৃতি, নানা প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে, মনুষ্যাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সে জীবগণকে তাদের কর্মানুযায়ী দেখে, সে আপত্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তধর্মে বিভূষিত বিনয়ধর ভিক্ষু প্রসিদ্ধ হয়।"

৯. শাস্তা শাসন সূত্র

৮৩.১. অতঃপর আয়ুষ্মান উপালি[৯] ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, ভগবান যদি সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে ধর্ম ব্যাখ্যা করতেন তাতে আমার মঙ্গল সাধিত হত, যার ফলে আমি ধর্ম শ্রবণ করে বিবেকপ্রিয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অপ্রমত্ত, উৎসাহী হয়ে অবস্থান করতে পারতাম।"

২. "উপালি, যে ধর্ম তুমি জান "এই ধর্ম সম্পূর্ণ শ্রান্তি[১০] (জগতের), বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা (জ্ঞান), সম্বোধি (সর্বোচ্চ জ্ঞান), নির্বাণের দিকে নিয়ে যায় না" উপালি, নিশ্চিতভাবে এগুলোকে ধর্ম হিসাবে, বিনয় হিসাবে, শাস্তার শাসন হিসাবে মনে করবে না। কিন্তু উপালি, যে সব ধর্ম সম্পর্কে তোমার জানা থাকতে পারে—"এসব ধর্ম সম্পূর্ণ নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের[১১] পথে উপনীত করে" উপালি, এগুলোকে অকপটে ধর্মবিনয় হিসাবে শাস্তার শাসন বলে মনে করবে।"

১০. বিবাদ উপশম সূত্র

৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিবাদ উপশমের এই সপ্ত উপায়, যেগুলি মাঝে মাঝে উৎপন্ন হয় সেগুলির উপশম ও প্রশান্তির জন্য। সপ্ত কী কী?

২. সম্মুখ বিনয় বা প্রত্যক্ষভাবে, সামনাসামনি নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ ব্যবহৃত হতে পারে; স্মৃতির[১২] বিনয়, স্মৃতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ ব্যবহৃত হতে পারে; অমূল্হ বিনয়, বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ ব্যবহৃত হতে পারে, পটিঞ্ঞাতকরণ বা স্বীকারোক্তি, বিবাদের বিষয় স্বীকারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি, যেভুয়্যসিক বা অধিকাংশের ভোটের ভিত্তিতে, নির্দিষ্ট দোষ স্থির করার মাধ্যমে, তিণ-বত্থারক বা তৃণ দ্বারা আচ্ছাদন করার মতো কোনো

বিবাদ নিষ্পন্ন করা যেতে পারে।

হে ভিক্ষুগণ মাঝে মাঝে উৎপন্ন বিবাদের উপশম ও প্রশান্তির জন্য এই সপ্ত ব্যবস্থা[১৩] ব্যবহার করা যেতে পারে।"

[বিনয়-বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

চার বিনয়ধর চার বিনয়ধর শোভন
শাস্তা শাসন অধিকরণ সমথে হয় দশ।

৯. বর্গ সংগৃহীত সূত্র/শ্রমণ বর্গ

১. ভিক্ষু সূত্র

৮৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত ধর্ম (অবস্থা) ভেঙ্গে কোনো লোক ভিক্ষু হয়। সপ্ত কী?

২. সৎকায় দৃষ্টি[১] (আত্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা) ভগ্ন হয়, বিচিকিৎসা ভগ্ন হয়, শীলব্রত পরামর্শ (শীল, ব্রত ইত্যাদি যথেষ্ট এরূপ ধারণা) ভগ্ন হয়, রাগ (লালসা) ভগ্ন হয়, দ্বেষ ভগ্ন হয়, মোহ ভগ্ন হয়, মান (অহংকার) ভগ্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় দূরীভূত করে কোনো লোক ভিক্ষু হয়।"

২. শ্রমণ সূত্র

৮৬. "হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত বিষয়ের প্রশমনে কোনো লোক শ্রামণ হয়। সপ্ত বিষয়—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান এসব দূরীভূত করে শ্রমণ হয়।"

৩. ব্রাহ্মণ সূত্র

৮৭. "সপ্ত বিষয়ে প্রত্যাখ্যানে কোনো লোক ব্রাহ্মণ[২] হয়। সপ্ত বিষয়—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান এসব দূরীভূত করে ব্রাহ্মণ হয়।"

৪. শ্রোত্রিয় সূত্র

৮৮. "সপ্ত বিষয় পরিষ্কার করে কোনো লোক পবিত্র হয়। সপ্ত বিষয়—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান এসব দূরীভূত করে পবিত্র হয়।"

৫. স্নাতক সূত্র

৮৯. "সপ্ত বিষয় ধৌত করে কোনো লোক পবিত্র হয়। সপ্ত বিষয়—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান এসব দূরীভূত করে পবিত্র হয়।"

৬. বেদজ্ঞ সূত্র

৯০. "সপ্ত বিষয় জেনে একজন লোক বেদজ্ঞ[৩] হয়। সপ্ত বিষয়—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান এসব দূরীভূত করে বেদজ্ঞ হয়।"

৭. আর্য সূত্র

৯১. "সপ্ত অরিকে (শত্রুকে) হত্যা করে কোনো ব্যক্তি আর্য[৪] হয়। সপ্ত বিষয়—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান এসব দূরীভূত করে আর্য হয়।"

৮. অর্হৎ সূত্র

৯২. "সপ্ত বিষয় অবসান করে কোনো লোক অর্হৎ[৫] হয়। সপ্ত বিষয় কী কী?

সৎকায়দৃষ্টি (আত্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা), বিচিকিৎসা (সন্দেহ,), শীলব্রত পরামর্শ (শীল, ব্রত ইত্যাদি যথেষ্ট এরূপ ধারণা), রাগ (লালসা), দ্বেষ, মোহ, মান (অহংকার) দূরীভূত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত বিষয় দূরীভূত করে লোক অর্হৎ হয়।"

৯. অসদ্ধর্ম সূত্র

৯৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম (মন্দগুণ) এই সপ্তবিধ। কী কী?

২. শ্রদ্ধাহীনতা, হিরিহীনতা (পাপে লজ্জাহীনতা), পাপে ভয়হীনতা, বিদ্যাহীনতা, অলসতা, স্মৃতিবিহ্বলতা (স্মৃতিহীনতা, অসতর্কতা), প্রজ্ঞাহীনতা।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই হলো সপ্ত অসদ্ধর্ম।"

১০. সদ্ধর্ম সূত্র

৯৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই সপ্তবিধ সদ্ধর্ম। সপ্ত কী কী?

২. শ্রদ্ধা, হিরি (পাপে লজ্জা), ঔত্তপ্প (পাপে ভয়), বহুশ্রুততা,

বীর্যশীলতা, স্মৃতিশীলতা, প্রজ্ঞা[৬]।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই সপ্ত সদ্ধর্ম।”

১১. আহুনেয়[৭] বর্গ

৯৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সপ্ত কে কে?

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষু দ্বারা অনিত্যতা দর্শন করে অবস্থান করে, অনিত্যসংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য উপলব্ধিকারী, সতত, অবিরত, অব্যাহত চেতনা, নিবিষ্টমনা, প্রজ্ঞা দ্বারা ভেদ করণে ইচ্ছুক। সে আস্রব ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি, ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, এই প্রথম পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষু দ্বারা অনিত্যতা দর্শন করে অবস্থান করে, অনিত্যসংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য উপলব্ধিকারী, সতত, অবিরত, অব্যাহত চেতনাসম্পন্ন, নিবিষ্টমনা, প্রজ্ঞা দ্বারা ভেদ করণে ইচ্ছুক। তার পূর্বে বা পরে নহে অর্থাৎ তখনিই তার আসব ও জীবন ক্ষয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই দ্বিতীয় পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষু দ্বারা অনিত্যতা দর্শন করে অবস্থান করে, অনিত্যসংজ্ঞাযুক্ত, অনিত্য উপলব্ধিকারী, সতত, অবিরত, অব্যাহত চেতনাসম্পন্ন, নিবিষ্টমনা, প্রজ্ঞা দ্বারা ভেদ করণে ইচ্ছুক। সে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করে অন্তরা পরিনির্বাণ (মধ্যবর্তী সময়ে) লাভ করে। সে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করে উপহচ্চ (সময় হ্রাসে) পরিনির্বাণ লাভ করে। সে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করে অসংস্কার (কর্মজ হেতু বিহীন) পরিনির্বাণ লাভ করে। সে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করে ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্ত পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।”

অন্যান্য আহ্বানযোগ্য পুদ্গল

৯৬-৬২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সপ্তবিধ কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল চক্ষুতে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষে বিরাগানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল চক্ষে নিরোধানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল চক্ষে প্রতিনিঃসারণানুদর্শী হয়ে বিহার করে; কোনো পুদ্গল শ্রোত্রে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রে অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রে প্রতিনিঃসারণানুদর্শী হয়ে বিহার করে; কোনো পুদ্গল ঘ্রাণে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণে ক্ষয়াদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণে নিরোধানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণে প্রতিনিঃসারণানুদর্শী হয়ে বিহার করে; কোনো পুদ্গল জিহ্বায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল কায়ে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায়ে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায়ে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায়ে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায়ে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায়ে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায়ে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল মনে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো

পুদ্গল মনে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রূপে দুঃখানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল রূপে অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল রূপে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শব্দে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দে নিঃসারানানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল গন্ধে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায়ে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রসে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় বিষয়ে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় বিষয়ে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় বিষয়ে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় বিষয়ে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় বিষয়ে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় বিষয়ে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় বিষয়ে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ধর্মে দুঃখানদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো

পুদ্গল ধর্মে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল চক্ষু বিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষু বিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষু বিজ্ঞানে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষু বিজ্ঞানে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষু বিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষু বিজ্ঞানে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষু বিজ্ঞানে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শ্রোত্র বিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র বিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র বিজ্ঞানে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র বিজ্ঞানে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র বিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র বিজ্ঞানে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র বিজ্ঞানে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ বিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ বিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ বিজ্ঞানে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ বিজ্ঞানে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ বিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ বিজ্ঞানে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ বিজ্ঞানে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল জিহ্বা বিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা বিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা বিজ্ঞানে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা বিজ্ঞানে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা বিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা বিজ্ঞানে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা বিজ্ঞানে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল কায় বিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় বিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় বিজ্ঞানে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় বিজ্ঞানে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় বিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় বিজ্ঞানে

নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় বিজ্ঞানে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল মনো বিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনো বিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনো বিজ্ঞানে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনো বিজ্ঞানে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনো বিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনো বিজ্ঞানে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনো বিজ্ঞানে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শ্রোত্রস্পর্শে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রস্পর্শে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রস্পর্শে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রস্পর্শে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রস্পর্শে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রস্পর্শে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্রস্পর্শে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ঘ্রাণস্পর্শে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণস্পর্শে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণস্পর্শে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণস্পর্শে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণস্পর্শে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণস্পর্শে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণস্পর্শে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল জিহ্বাস্পর্শে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বাস্পর্শে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বাস্পর্শে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বাস্পর্শে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বাস্পর্শে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বাস্পর্শে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বাস্পর্শে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল কায় স্পর্শে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় স্পর্শে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো

পুদ্গল কায় স্পর্শে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় স্পর্শে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় স্পর্শে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় স্পর্শে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় স্পর্শে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল মনোস্পর্শে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোস্পর্শে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোস্পর্শে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোস্পর্শে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোস্পর্শে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোস্পর্শে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোস্পর্শে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শজ বেদনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শজ বেদনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শজ বেদনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শজ বেদনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শজ বেদনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শজ বেদনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল চক্ষুস্পর্শজ বেদনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে

অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল কায় সংস্পর্শজ বেদনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় সংস্পর্শজ বেদনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় সংস্পর্শজ বেদনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় সংস্পর্শজ বেদনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় সংস্পর্শজ বেদনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় সংস্পর্শজ বেদনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল কায় সংস্পর্শজ বেদনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল মনোসংস্পর্শজ বেদনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোসংস্পর্শজ বেদনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোসংস্পর্শজ বেদনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোসংস্পর্শজ বেদনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোসংস্পর্শজ বেদনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোসংস্পর্শজ বেদনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল মনোসংস্পর্শজ বেদনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রূপসংজ্ঞায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসংজ্ঞায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসংজ্ঞায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসংজ্ঞায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসংজ্ঞায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসংজ্ঞায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসংজ্ঞায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শব্দসংজ্ঞায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসংজ্ঞায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসংজ্ঞায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসংজ্ঞায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসংজ্ঞায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসংজ্ঞায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসংজ্ঞায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল গন্ধসংজ্ঞায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধসংজ্ঞায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান

করে, কোনো পুদ্গল গন্ধসংজ্ঞায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধসংজ্ঞায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধসংজ্ঞায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধসংজ্ঞায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধসংজ্ঞায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রসসংজ্ঞায় স্পর্শনীয় সংজ্ঞায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসসংজ্ঞায় স্পর্শনীয় সংজ্ঞায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় সংজ্ঞায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শনীয় সংজ্ঞায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসসংজ্ঞায় স্পর্শনীয় সংজ্ঞায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসসংজ্ঞায় স্পর্শনীয় সংজ্ঞায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসসংজ্ঞায় স্পর্শনীয় সংজ্ঞায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ধর্মসংজ্ঞায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মসংজ্ঞায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মসংজ্ঞায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মসংজ্ঞায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মসংজ্ঞায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মসংজ্ঞায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মসংজ্ঞায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রূপসঞ্চেতনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসঞ্চেতনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসঞ্চেতনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসঞ্চেতনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসঞ্চেতনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসঞ্চেতনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপসঞ্চেতনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শব্দসঞ্চেতনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসঞ্চেতনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসঞ্চেতনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসঞ্চেতনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসঞ্চেতনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসঞ্চেতনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দসঞ্চেতনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল গন্ধ সঞ্চেতনায় রস সঞ্চেতনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ সঞ্চেতনায় রস সঞ্চেতনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ সঞ্চেতনায় রস সঞ্চেতনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো

পুদ্গল গন্ধ সঞ্চেতনায় রস সঞ্চেতনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ সঞ্চেতনায় রস সঞ্চেতনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ সঞ্চেতনায় রস সঞ্চেতনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ সঞ্চেতনায় রস সঞ্চেতনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য সঞ্চেতনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য সঞ্চেতনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য সঞ্চেতনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য সঞ্চেতনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য সঞ্চেতনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য সঞ্চেতনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য সঞ্চেতনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ধর্ম সঞ্চেতনায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম সঞ্চেতনায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম সঞ্চেতনায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম সঞ্চেতনায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম সঞ্চেতনায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম সঞ্চেতনায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম সঞ্চেতনায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রূপতৃষ্ণায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপতৃষ্ণায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপতৃষ্ণায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপতৃষ্ণায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপতৃষ্ণায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপতৃষ্ণায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপতৃষ্ণায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শব্দতৃষ্ণায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দতৃষ্ণায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দতৃষ্ণায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দতৃষ্ণায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দতৃষ্ণায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দতৃষ্ণায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দতৃষ্ণায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল গন্ধতৃষ্ণায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধতৃষ্ণায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধতৃষ্ণায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধতৃষ্ণায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধতৃষ্ণায়

বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধতৃষ্ণায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধতৃষ্ণায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রসতৃষ্ণায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসতৃষ্ণায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসতৃষ্ণায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসতৃষ্ণায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসতৃষ্ণায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসতৃষ্ণায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসতৃষ্ণায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য তৃষ্ণায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য তৃষ্ণায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য তৃষ্ণায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য তৃষ্ণায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য তৃষ্ণায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য তৃষ্ণায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য তৃষ্ণায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ধর্মতৃষ্ণায় দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মতৃষ্ণায় অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মতৃষ্ণায় ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মতৃষ্ণায় ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মতৃষ্ণায় বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মতৃষ্ণায় নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মতৃষ্ণায় নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রূপবিতর্কে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপবিতর্কে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপবিতর্কে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপবিতর্কে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপবিতর্কে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপবিতর্কে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপবিতর্কে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শব্দবিতর্কে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দবিতর্কে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দবিতর্কে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দবিতর্কে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দবিতর্কে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দবিতর্কে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দ বিতর্কে নিঃসারাণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল গন্ধবিতর্কে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধবিতর্কে

অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধবিতর্কে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধবিতর্কে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধবিতর্কে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধবিতর্কে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধবিতর্কে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রসবিতর্কে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসবিতর্কে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসবিতর্কে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসবিতর্কে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসবিতর্কে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসবিতর্কে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রসবিতর্কে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য বিতর্কে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য বিতর্কে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য বিতর্কে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য বিতর্কে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য বিতর্কে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য বিতর্কে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল স্পর্শযোগ্য বিতর্কে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ধর্মবিতর্কে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মবিতর্কে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মবিতর্কে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মবিতর্কে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মবিতর্কে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মবিতর্কে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্মবিতর্কে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রূপ বিচারে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপ বিচারে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপ বিচারে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপ বিচারে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপ বিচারে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপ বিচারে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপ বিচারে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল শব্দ বিচারে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দ বিচারে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দ বিচারে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দ বিচারে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দ বিচারে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল

শব্দ বিচারে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল শব্দ বিচারে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল গন্ধ বিচারে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ বিচারে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ বিচারে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ বিচারে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ বিচারে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ বিচারে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল গন্ধ বিচারে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রস বিচারে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রস বিচারে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রস বিচারে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রস বিচারে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রস বিচারে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রস বিচারে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রস বিচারে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল সংস্পর্শযোগ্য বিচারে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্পর্শযোগ্য বিচারে অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল সংস্পর্শযোগ্য বিচারে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্পর্শযোগ্য বিচারে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্পর্শযোগ্য বিচারে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্পর্শযোগ্য বিচারে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্পর্শযোগ্য বিচারে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল ধর্ম বিচারে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম বিচারে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম বিচারে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম বিচারে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম বিচারে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম বিচারে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল ধর্ম বিচারে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল রূপস্কন্ধে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপস্কন্ধে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপস্কন্ধে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপস্কন্ধে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপস্কন্ধে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপস্কন্ধে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল রূপস্কন্ধে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল বেদনাস্কন্ধে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল

বেদনাস্কন্ধে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বেদনাস্কন্ধে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বেদনাস্কন্ধে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বেদনাস্কন্ধে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বেদনাস্কন্ধে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বেদনাস্কন্ধে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাস্কন্ধে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাস্কন্ধে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাস্কন্ধে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাস্কন্ধে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাস্কন্ধে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাস্কন্ধে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংজ্ঞাস্কন্ধে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল সংস্কার স্কন্ধে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্কার স্কন্ধে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্কার স্কন্ধে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্কার স্কন্ধে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্কার স্কন্ধে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্কার স্কন্ধে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল সংস্কার স্কন্ধে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; কোনো পুদ্গল বিজ্ঞান স্কন্ধে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বিজ্ঞান স্কন্ধে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বিজ্ঞান স্কন্ধে ক্ষয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বিজ্ঞান স্কন্ধে ব্যয়ানুদর্শী হয়ে বিহার করে, কোনো পুদ্গল বিজ্ঞান স্কন্ধে বিরাগানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বিজ্ঞান স্কন্ধে নিরোধানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কোনো পুদ্গল বিজ্ঞান স্কন্ধে নিঃসারণানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।"

[ছ দ্বারারম্মণেস্ব এত্থ বিঞ্ঞাণেসু চ যস্সেসূ।
বেদনাসু চ দ্বারস্স সুত্তা হোন্তি বিসুং অট্ঠ॥
সঞ্ঞা সঞ্চেতনা তণ্হা বিতক্কেসু বিচরে চ।
গোচরস্স বিসুং অট্ঠ পঞ্চক্খন্ধে চ পচ্চেকো॥
সোলসেস্ব অট্ঠমূলেসু অনিচ্চাদুক্খা-অনত্তা।
খযা বযা বিরাগা চ নিরোধা পটিনিস্সগ্গা॥
কমং অট্ঠানুপস্সীতি সম্ভিন্দিতেসু সব্বেসু
হোন্তি পঞ্চ সতানি চ অট্ঠবীসতি সুত্তানি।
আহুনেয্যে চ বগ্গিতে আহুনেয্যবগ্গো দসমো॥]

১১. রাগ ইত্যাদি

(১) রাগের[৮] উপলব্ধি

৬২৩-১১৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য সপ্ত ধর্ম ভাবা উচিত। সপ্ত কী কী?

২. স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ[৯]. হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই সপ্তধর্ম ভাবা উচিত।"

(২) রাগের উপলব্ধি

১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য সপ্ত ধর্ম ভাবা উচিত। সপ্ত কী কী?

২. অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা (দুঃখসংজ্ঞা), প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা। হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।"

(৩) রাগের উপলব্ধি

১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য সপ্ত ধর্ম ভাবা উচিত। সপ্ত কী কী?

২. অশুভসংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা। হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই সপ্ত ধর্ম ভাবনা করা উচিত।"

(ক) "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিজ্ঞানের জন্য, রাগের পরিক্ষয়ের জন্য, রাগের পরিত্যাগের জন্য, রাগের ক্ষয়ের জন্য, রাগের ব্যয়ের জন্য, রাগের বিরাগের জন্য, রাগের নিরোধের জন্য, রাগ ত্যাগের জন্য, রাগের প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।"

হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিজ্ঞানের জন্য, রাগের পরিক্ষয়ের জন্য, রাগের পরিত্যাগের জন্য, রাগের ক্ষয়ের জন্য, রাগের ব্যয়ের জন্য, রাগের বিরাগের জন্য, রাগের নিরোধের জন্য, রাগের ত্যাগের জন্য, রাগের প্রতিনিঃসারণের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা,

বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত ধর্ম ভাবনা করা উচিত।

হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিজ্ঞানের জন্য, রাগের পরিক্ষয়ের জন্য, রাগের পরিত্যাগের জন্য, রাগের ক্ষয়ের জন্য, রাগের ব্যয়ের জন্য, রাগের বিরাগের জন্য, রাগের নিরোধের জন্য, রাগের ত্যাগের জন্য, রাগের প্রতিনিঃসারণের জন্য অশুভসংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা এই সপ্তবিধ ধর্ম ভাবনা করা উচিত।

(খ) দোষের পরিজ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়ের জন্য, প্রহানের জন্য, ক্ষয়ের জন্য, ব্যয়ের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোজ্ঝাঙ্গ, বীর্যসম্বোজ্ঝাঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, সমাধি সম্বোজ্ঝাঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ এই সপ্ত ধর্ম ভাবনা করা উচিত।

মোহের পরিজ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়ের জন্য, পরিত্যাগের জন্য, ক্ষয়ের জন্য, ব্যয়ের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ এই সপ্ত ধর্ম ভাবনা করা উচিত।

ক্রোধের পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ ও প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

উপনাহের (কপটতার) যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ ও প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

ম্রক্ষের (বিদ্বেষের) পরিজ্ঞান, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ ও প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

বিদ্বেষের পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ ও প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

ঈর্ষার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ ও প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

মাৎসর্যের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ,

ত্যাগ ও প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা, এই সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

প্রবঞ্চনার পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, প্রহান (পরিত্যাগ), ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

শঠতার পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

একগুঁয়েমিতার পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

মানের পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত। অতিমানের পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

ঔদ্ধত্যের পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

মাতলামির পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা, এই সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

প্রমাদের পরিজ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি, উপেক্ষা, এই সপ্ত সম্বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা করা উচিত।

রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত ধর্ম ভাবা উচিত।

দোষের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবা উচিত।

মোহের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

ক্রোধের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিঃসারণের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

শত্রুতার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, ভাবনা করা উচিত।

ম্রক্ষের (ভণ্ডামি) যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

দয়াহীনতার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

ঈর্ষার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা,—এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

মাৎসর্যের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

প্রবঞ্চনার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

শঠতার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ,

ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

একগুঁয়েমিতার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

মানের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

অতিমানের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

মাতলামির যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

প্রমাদের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

রাগের যথার্থ জ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

দোষের পরিজ্ঞান পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, —এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

মোহের যথার্থ জ্ঞানের, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ,

ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

ক্রোধের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

শত্রুতার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

ম্রক্ষের (ভণ্ডামি) যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

দয়াহীনতার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

ঈর্ষার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

মাৎসর্যের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

প্রবঞ্চনার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

শঠতার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ,

ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

একগুঁয়েমিতার যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

মানের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

অতিমানের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

মাতলামির যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।

প্রমাদের যথার্থ জ্ঞান, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, পরিহারের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, এই সপ্ত সংজ্ঞা ভাবনা করা উচিত।”

ভগবান এরূপ বললেন। প্রীতিফুল্ল মনে সেসব ভিক্ষু ভগবানের ভাষণের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

[বর্গ সংগৃহীত সূত্র/শ্রমণ বর্গ নবম সমাপ্ত]

সপ্তক নিপাত সমাপ্ত।

খ. অষ্টক নিপাত

প্রথম পঞ্চাশক

১. মৈত্রী-বর্গ

১. মৈত্রী সূত্র

১.১. আমাকর্তৃক এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে তাঁদের সম্মতি জানালেন।

ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, মৈত্রী দ্বারা, চিত্তবিমুক্তি দ্বারা, আগ্রহবশে সেবন দ্বারা, ভাবনা ও পুনঃপুন কুশল বৃদ্ধি দ্বারা, রপ্ত হওয়া দ্বারা, জাগরণশীলতা ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা, পুনঃপুন চয়নের দ্বারা, সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা আট প্রকার ফল প্রত্যাশা করা যায়। আট কী কী?

৩. সুখে নিদ্রা যায়, সুখে জাগ্রত হয়, পাপ স্বপ্ন দেখে না, মনুষ্যগণের প্রিয় হয়, অমনুষ্যগণের[১] প্রিয়, দেবগণ রক্ষা করেন, অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। মৈত্রী ভাবনা দ্বারা সে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত না হলেও মনুষ্য লোক হতে চ্যুত হয়ে সুপ্ত বুদ্ধের ন্যায় ব্রহ্মলোকে[২] উৎপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, মৈত্রী দ্বারা, চিত্তবিমুক্তি দ্বারা, আগ্রহবশে সেবন দ্বারা, ভাবনা ও পুনঃপুন কুশল বৃদ্ধি দ্বারা, রপ্ত হওয়া দ্বারা, প্রতিষ্ঠা দ্বারা, জাগরশীলতা ও পুনঃপুন চয়নের দ্বারা এই আট প্রকার ফল প্রত্যাশা করা যায়।

স্মৃতিযুক্ত হয়ে যিনি[৩] অপ্রমাণে মৈত্রী ভাবনা করেন
তিনি উপধিক্ষয়ে প্রাপ্ত হন অর্হত্ত্বফল,
ধ্বংস করে দশ সংযোজন,
তাঁর প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত সংযোজন হয়ে যায় তনু বা হাল্কা।
যিনি একটি প্রাণীর প্রতিও দোষ চিত্ত আনয়ন
না করে মৈত্রী ভাবনা করেন তদ্বারা তিনি লভেন
কুশল, হন কুশলী, আর্য সজ্জন হয়ে দয়াচিত্ত
সমস্ত জীবের প্রতি করেন পুণ্য সঞ্চয় প্রভূত।

যাঁরা সত্ত্বপূর্ণ পৃথিবীকে জয় করে রাজর্ষিকে
দিয়েছিলেন দান[৪]—অশ্বমেধ, পুরুষমেধ সম্মপাশ,
বাজপেয়, নিরর্গল প্রভৃতি, সেসব মহাযজ্ঞে
সুভাবিত মৈত্রীচিত্ত লোকের ষোল কলার এক কলা
তুল্য হয় না, চন্দ্রপ্রভা[৫] ও তারাগণও হয় না তুলনা তাঁর সাথে।
যিনি কামনা করেন মৈত্রী সমস্ত ভূতের,
হত্যা, ঘাত-প্রতিঘাত করেন না প্রাণীকে,
পরাজয় বা বিনাশ করেন না অর্থাদির,
তিনি হন মৈত্রীকামী সর্ব ভূতের,
নেই কোনো শত্রু ইদৃশ মৈত্রীকামীর।"

২. প্রজ্ঞা সূত্র

২.১. "হে ভিক্ষুগণ, আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞা[৬] লাভের জন্য, লব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা[৭] দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য এই আট প্রকার হেতু, আট প্রকার শর্ত রয়েছে। আট কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তা কিংবা গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীর উপনিশ্রয়ে বাস করে যার ফলে তার পাপে লজ্জা, ভয়, প্রেম ও শ্রদ্ধা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এটাই আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞা লাভের, লব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য প্রথম হেতু, প্রথম শর্ত।

৩. শাস্তা কিংবা অন্য কোনো গুরুস্থানীয় সতীর্থের উপনিশ্রয়ে বাস করার সময় সে মাঝে মাঝে শাস্তাগণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে এরূপ প্রশ্ন করে ও জানতে চায়, "মহাশয়গণ, এটা কেমন? এর অর্থ কী?" সেই আয়ুষ্মানগণ তাকে নিহিত অর্থ প্রকাশ করে, অস্পষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা করে, সন্দেহজনক বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ[৮] দূরীভূত করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় শর্ত।

৪. যখন সে সেই ধর্ম শ্রবণ করে সে দ্বিবিধ নির্জনতার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেÍদেহ ও মনের। হে ভিক্ষুগণ, এটা আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তৃতীয় হেতু, তৃতীয় শর্ত।

৫. সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষের[৯] বিধান দ্বারা সংযত হয়ে বাস করে,

আচার-গোচরসম্পন্ন, সামান্যতম দোষে ভয়দর্শী হয়, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য চতুর্থ হেতু, চতুর্থ শর্ত।

৬. সে সেসব বিষয়ে বহুশ্রুত হয়, শ্রুতধর, শ্রুত বিষয়ের সঞ্চয়াগার হয় যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, অর্থযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে, সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়, ধারণকারী, বাক্য দ্বারা পরিচিত, মন[১০] দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ। হে ভিক্ষুগণ, এটা আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য পঞ্চম হেতু, পঞ্চম শর্ত।

৭. সে বীর্যবান হয়ে অবস্থান করে অকুশলধর্মসমূহ ক্ষয়ের জন্য, কুশল ধর্মসমূহ বৃদ্ধির জন্য দৃঢ় পরাক্রমী হয়, কুশল ধর্মসমূহে অনিক্ষিপ্তধুর (অপরিত্যাগী)-সম্পন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, এটা আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ শর্ত।

৮. অধিকন্তু, সে সংঘের[১১] নিকট পুনঃপুন গমন করে, অকথন ভাষণ করে না, কিংবা ছেলেমিতা প্রকাশক কোনো ভাষণ করে না, সে নিজে ধর্ম বিষয়ে ভাষণ করে কিংবা অপরকে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করে কিংবা সে আর্য নীরবতার[১২] অবমাননা করে না। হে ভিক্ষুগণ, এটা আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সপ্তম হেতু, সপ্তম শর্ত।

৯. অধিকন্তু, সে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ সমূহের প্রতি উদয়ব্যয়ানুদর্শী হয়ে এভাবে বাস করে—এ রকমই রূপ, এ রকম রূপের উৎপত্তি, এ রকম রূপের অস্তগমন; তদ্রূপ এরূপ বেদনা, এরূপ বেদনার উৎপত্তি, এরূপ বেদনার অস্তগমন; তদ্রূপ এরূপ সংজ্ঞা, এরূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি, এরূপ সংজ্ঞার অস্তগমন; তদ্রূপ এরূপ সংস্কার, এরূপ সংস্কারের উৎপত্তি, এরূপ সংস্কারের অস্তগমন; তদ্রূপ এরূপ বিজ্ঞান, এরূপ বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এরূপ বিজ্ঞানের[১৩] অস্তগমন। হে ভিক্ষুগণ, এটা আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অষ্টম হেতু, অষ্টম শর্ত।

১০. অতঃপর তার সতীর্থগণ তাকে এভাবে সম্মান করে—এই আয়ুষ্মান

শাস্তার উপনিশ্রয়ে কিংবা অন্যতর গুরুস্থানীয় সতীর্থের উপনিশ্রয়ে বাস করেন যার ফলে তাঁর পাপে লজ্জা, ভয়, প্রেম ও শ্রদ্ধা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; নিশ্চিতরূপে এই সেই আয়ুষ্মান যিনি জ্ঞাত হয়ে জানেন, দর্শন করে দেখেন[১৪.] সত্য সত্যই এই অবস্থা প্রিয়ভাব, সম্মান, ভাবনা, শ্রামণ্য ও মনের একাগ্রভাব[১৫] সৃষ্টিতে সহায়ক।

১১. সেই আয়ুষ্মান শাস্তা কিংবা অন্য কোনো গুরুস্থানীয় সতীর্থের উপনিশ্রয়ে বাস করার সময় তীব্র লজ্জা, ভয়, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে এরূপ প্রশ্ন করেন ও জানতে চান, "মহাশয়গণ, এটা কেমন? এর অর্থ কী?" সেই আয়ুষ্মানগণ তাঁকে এর অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করেন, অস্পষ্ট বিষয় প্রকটিত করেন, সন্দেহপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ দূর করেন; নিশ্চিতরূপে এই সেই আয়ুষ্মান যিনি জ্ঞাত হয়ে জানেন, দর্শন করে দেখেন। এই অবস্থা সত্য সত্যই প্রিয়ভাব, সম্মান, ভাবনা, শ্রামণ্য ও মনের একাগ্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক।

১২. এই আয়ুষ্মান সেই ধর্ম শ্রবণ করে দ্বিবিধ নির্জনতার জন্য চেষ্টা করে, দেহ ও মনের। নিশ্চিতরূপে এই আয়ুষ্মান জ্ঞাত হয়ে জানেন, দর্শন করে দেখেন। এই অবস্থা সত্য সত্যই প্রিয়ভাব, সম্মান, ভাবনা, শ্রামণ্য ও মনের একাগ্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক।

১৩. শীলবান এই আয়ুষ্মান প্রাতিমোক্ষের বিধান দ্বারা সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, সামান্যতম দোষজনক বিষয়ে দোষদর্শী হয়, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা করে; এই আয়ুষ্মান নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হয়ে জানেন, দর্শন করে দেখেন। এই অবস্থা সত্য সত্যই প্রিয়ভাব, সম্মান, ভাবনা, শ্রামণ্য ও মনের একাগ্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক।

১৪. এই আয়ুষ্মান সেসব বিষয়ে বহুশ্রুত, শ্রুতধর, শ্রুতধর্মের সঞ্চয়াগার এই আয়ুষ্মান যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র, পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে, তাদৃশ ধর্মে বহুশ্রুত, ধারণকারী, বাক্য দ্বারা পরিচিত, মন দ্বারা চিন্তিত, মতবাদে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ; নিশ্চিতরূপে এই আয়ুষ্মান জ্ঞাত হয়ে জানেন, দর্শন করে দেখেন। এই অবস্থা সত্য সত্যই প্রিয়ভাব, সম্মান, ভাবনা, শ্রামণ্য ও মনের একাগ্রভাব আনতে সহায়ক।

১৫. বীর্যবান এই আয়ুষ্মান অকুশল ধর্মসমূহ ক্ষয় ও কুশল ধর্মসমূহ বৃদ্ধির জন্য দৃঢ় পরাক্রমী, কুশল ধর্ম অপরিত্যাগী হয়ে অবস্থান করে;

নিশ্চিতরূপে এই আয়ুষ্মান জ্ঞাত হয়ে জানেন, দর্শন করে দেখেন। সত্যসত্যই এই অবস্থা প্রিয়ভাব, সম্মান, ভাবনা, শ্রামণ্য ও মনের একাগ্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক।

১৬. সংঘগত এই আয়ুষ্মান অকথন ভাষণ করেন না কিংবা ছেলেমিতা প্রকাশক কোনো বাক্য ভাষণ করেন না। তিনি নিজে ধর্ম ভাষণ করেন কিংবা অপরকে ধর্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কিংবা আর্য নীরবতার অবমাননা করেন না; এই আয়ুষ্মান নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হয়ে জানেন, দর্শন করে দেখেন। এই অবস্থা প্রিয়ভাব, সম্মান, ভাবনা, শ্রামণ্য ও একাগ্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক।

১৭. এই আয়ুষ্মান পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে বিহার করে—এ রকম রূপ, এ রকম রূপের উৎপত্তি, এ রকম রূপের অস্তগমন; এ রকম বেদনা, এ রকম বেদনার উৎপত্তি, এ রকম বেদনার অস্তগমন; এ রকম সংজ্ঞা, এ রকম সংজ্ঞার উৎপত্তি, এ রকম সংজ্ঞার অস্তগমন; এ রকম সংস্কার, এ রকম সংস্কারের উৎপত্তি, এ রকম সংস্কারের অস্তগমন; এ রকম বিজ্ঞান, এ রকম বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এ রকম বিজ্ঞানের অস্তগমন এই আয়ুষ্মান নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হয়ে জানেন, দর্শন করে দেখেন। সত্য সত্যই, এই বিষয় প্রিয়ভাব, সম্মান, ভাবনা, শ্রামণ্য ও একাগ্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক।

হে ভিক্ষুগণ, আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক অলব্ধ প্রজ্ঞা লাভের জন্য, লব্ধ প্রজ্ঞার সংবর্ধন, শ্রীবৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্তির জন্য, ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য এই আটটি হেতু, আটটি প্রত্যয়।”

৩. প্রথম অপ্রিয় সূত্র

৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, অষ্টদোষযুক্ত ভিক্ষু সতীর্থের প্রিয়, মনোজ্ঞ, সম্মানিত কিংবা ভাবনীয় হয় না। অষ্ট কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, একজন ভিক্ষু অপ্রিয় ব্যক্তিকে প্রশংসা করে, প্রিয়জনকে নিন্দা করে, লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে, পাপে লজ্জাহীন ও ভয়হীন হয়, পাপিচ্ছু এবং মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টগুণযুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, অসম্মানিত এবং অভাবনীয় হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অষ্টগুণযুক্ত ভিক্ষু সতীর্থের প্রিয়, মনোজ্ঞ হয়, সম্মানিত ও ভাবনীয় হয়। অষ্ট কী কী?

৪. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অপ্রিয় ব্যক্তিদের প্রশংসা করে না, প্রিয়জনের নিন্দা করে না, লাভ আকাঙ্ক্ষা করে না, সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে না,

পাপে লজ্জা ও ভয় করে, অল্পেচ্ছুক ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টগুণযুক্ত ভিক্ষু সতীর্থের প্রিয়, মনোজ্ঞ হয়, সম্মানিত ও ভাবনীয় হয়।"

৪. দ্বিতীয় অপ্রিয় সূত্র

৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, অষ্টদোষযুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, অসম্মানিত এবং অভাবনীয় হয়। অষ্ট কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু লাভ, সম্মান, খ্যাতি[১৬] আকাঙ্ক্ষা করে, অকালজ্ঞ, অমাত্রাজ্ঞ, অশুচি, বাচাল হয় এবং সে সতীর্থদের নিন্দা ও গালাগাল করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টগুণযুক্ত ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, অসম্মানিত এবং অভাবনীয় হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই আটটি গুণ সমৃদ্ধ ভিক্ষু সতীর্থদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, মানিত ও ভাবনীয় হয়। আট কী কী?

৪. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু লাভ, সৎকার ও খ্যাতি কামনা করে না, কালজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, শুচিসম্পন্ন হয়, বাচাল ও সতীর্থদের নিন্দা ও গালাগাল করে না।

হে ভিক্ষুগণ, এই আট গুণ সমৃদ্ধ ভিক্ষু সতীর্থদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, মানিত ও ভাবনীয় হয়।"

৫. প্রথম লোকধর্ম সূত্র

৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট লোকধর্ম মনকে আবিষ্ট[১৭] করে, এই অষ্ট লোকধর্মে জগৎ আবর্তিত হয়। অষ্ট কী কী?

২. লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট লোকধর্ম মনকে আবিষ্ট করে, এই অষ্ট লোকধর্মে জগৎ আবর্তিত হয়।

লাভ, অলাভ, যশ অযশ,
নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ—
এ অষ্ট লোকধর্ম মনুষ্যেতে অনিত্য,
নহে শাশ্বত, নহে ধ্রুব, নিয়ত এরা পরিবর্তনধর্মী।
স্মৃতিমান সুমেধ জ্ঞাত হয়ে এসব,
করেন লক্ষ পরিবর্তনশীল ধর্ম,

সে কারণে ইষ্টধর্ম তাঁর চিত্তকে করে না মন্থন,
অনিষ্ট ধর্ম অবিদ্যমানে তাঁর চিত্তে আসে না প্রতিঘাত[১৮]।
সে আর্যশ্রাবকের চিত্ত হয় না অস্তগত
অনুকূলে বা প্রতিকূলে,
সে ভবপারগূ আর্যশ্রাবক বিরজ, অশোক—
জ্ঞাত হয়ে নির্বাণপদ[১৯] সম্যকরূপে
সক্ষম হন সব বিষয় জানতে।”

৬. দ্বিতীয় লোকধর্ম সূত্র

৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট লোকধর্ম মনকে আবিষ্ট করে, এই অষ্ট লোকধর্মে জগৎ আবর্তিত হয়। অষ্ট কী কী?

২. লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট লোকধর্ম মনোজ্ঞ আবিষ্ট করে, এই আট লোকধর্মে জগৎ আবর্তিত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ লোক) এর লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ উৎপন্ন হয়। শ্রুতবান পৃথগ্জনেরও লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে আর্যশ্রাবক ও পৃথগ্জনের মধ্যে কি বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য[২০] ও পার্থক্য?” “ভন্তে, আমাদের ধর্মের ভিত্তি মূলে ভগবান, ধর্ম ভগবৎ কর্তৃক পরিচালিত, ধর্ম ভগবানের প্রতিশরণ! সাধু, ভন্তে, ভগবান যদি এর অর্থ প্রতিভাত করতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ শ্রবণ করে অন্তরে ধারণ করতেন[২১]।” “তাহলে হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করছি।” “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভগবান বলেন :

৪. “হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জনের লাভ উৎপন্ন হয়। সে এরূপ চিন্তা করে না, “আমার এ লাভ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী (ক্ষয়শীল)”, তা যথার্থভাবে জানে না। সে এরূপ চিন্তা করে না, “আমার এ অলাভ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী”, তা যথার্থভাবে জানে না। সে এরূপ চিন্তা করে না, “আমার এ যশ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী”, তা যথার্থভাবে জানে না। সে এরূপ চিন্তা করে না, “আমার এ অযশ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।” “তা সে যথার্থভাবে জানে না। সে এরূপ চিন্তা করে না, “আমার এ নিন্দা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।” তা সে যথার্থভাবে

জানে না। সে এরূপ চিন্তা করে না, "আমার এ প্রশংসা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।" সে এরূপ চিন্তা করে না, "আমার এ সুখ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী", তা সে যথার্থভাবে জানে না। সে এরূপ চিন্তা করে না, আমার এ দুঃখ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।" তা সে যথার্থভাবে জানে না। তারা যথার্থভাবে চিন্তা করে না যে, এরা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী কিংবা তারা যথার্থভাবে এসব বিষয় জানে না। লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিষয় দ্বারা তার চিত্ত অধিকার করে থাকে। সে উৎপন্ন লাভকে অভিনন্দন জানায়, অলাভের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; সে উৎপন্ন যশকে অভিনন্দন জানায়, অযশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; সে উৎপন্ন প্রশংসাকে অভিনন্দন জানায়, নিন্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; সে উৎপন্ন সুখকে অভিনন্দন জানায়, দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সে এভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস হতে মুক্ত হয় না। আমি বলি এ রকম লোক দুঃখ হতে মুক্ত হয় না।

৫. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকেরও লাভ উৎপন্ন হয়। সে এরূপ চিন্তা করে, "আমার উৎপন্ন এ লাভ, অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী।" তা সে যথার্থভাবে জানে। উৎপন্ন অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ, অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী। সে চিন্তা করে, "উৎপন্ন আমার এ দুঃখও অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী", তা যথাযথভাবে জানে। তাই লাভ কিংবা অলাভ কোনোটাই তার চিত্তকে বশীভূত করতে পারে না; যশ কিংবা অযশ কোনোটাই তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না; নিন্দা বা প্রশংসা কোনোটাই তার চিত্তকে বশীভূত করতে পারে না; সুখ বা দুঃখ কোনোটাই তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না। সে উৎপন্ন লাভকে অভিনন্দন করে না কিংবা অলাভের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না; উৎপন্ন যশকে অভিনন্দন করে না কিংবা অযশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না; উৎপন্ন নিন্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না কিংবা প্রশংসাকে অভিনন্দন করে না; উৎপন্ন সুখকে অভিনন্দন করে না কিংবা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না। সে এভাবে অপরের সম্মতি বা অসম্মতিতে জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ দৌর্মনস্য, উপায়াস হতে মুক্ত হয়। আমি বলি সে দুঃখ হতে মুক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এবং অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের মধ্যে এটাই বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য।

লাভ, অলাভ, যশ, অযশ,

নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ—
এ অষ্ট লোকধর্ম মনুষ্যেতে অনিত্য,
নহে শাশ্বত, নহে ধ্রুব, নিয়ত এরা পরিবর্তনধর্মী।
স্মৃতিমান সুমেধ জ্ঞাত হয়ে এসব
করেন লক্ষ পরিবর্তনশীল ধর্ম,
সে কারণে ইষ্টধর্ম তাঁর চিত্তকে করে না মন্থন।
অনিষ্ট ধর্ম অবিদ্যমানে তাঁর চিত্তে আসে না প্রতিঘাত।
সে আর্যশ্রাবকের চিত্ত হয় না অস্তগত
অনুকূলে বা প্রতিকূলে,
সে ভবপারগূ আর্যশ্রাবক বিরজ, অশোক—
জ্ঞাত হয়ে নির্বাণপদ সম্যকরূপে
সক্ষম হন সব বিষয় জানতে।"

৭. দেবদত্ত বিপত্তি সূত্র

৭.১. একসময় রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বত হতে দেবদত্তের[২২] চলে যাওয়ার অনতিবিলম্ব পরে ভগবান তথায় অবস্থান করতেছিলেন। ভগবান তখন ভিক্ষুগণকে দেবদত্ত সম্পর্কে এরূপ বলতেছিলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, সাধু, ভিক্ষুর উচিত মাঝে মাঝে আত্মসমালোচনা করা; ভিক্ষুর পক্ষে এটা উত্তম মাঝে মাঝে অপরের দোষ পর্যবেক্ষণ করা; সাধু, ভিক্ষুর উচিত মাঝে মাঝে আত্মসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা; সাধু, মাঝে মাঝে ভিক্ষুর উচিত পরসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা। হে ভিক্ষুগণ, অষ্ট অসদ্ধর্মে[২৩] অভিভূত, বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক[২৪] নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ডযোগ্য কারণ প্রাপ্ত হলো। অষ্ট কী কী?

৩. হে ভিক্ষুগণ, লাভাভিভূত, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত... অলাভে অভিভূত, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, যশে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, অযশে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, সম্মানে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, অসম্মানে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, মন্দেচ্ছায় অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, পাপমিত্রতায় অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক, নৈরয়িক দুঃখ দণ্ড ভোগের অবস্থা প্রাপ্ত হলো।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট অসদ্ধর্মে অভিভূত, বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত দণ্ডযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হলো।

৪. সাধু হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন... যশ, উৎপন্ন... অযশ, উৎপন্ন... সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন... পাপেচ্ছা, উৎপন্ন পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করা উচিত। এবং হে ভিক্ষুগণ, কেন এবং কি জন্য একজন ভিক্ষুর উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন যশ, উৎপন্ন অযশ... উৎপন্ন সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন... পাপেচ্ছা, উৎপন্ন পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করা উচিত? যখন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন... যশ, উৎপন্ন... অযশ, উৎপন্ন... সম্মান, উৎপন্ন... অসম্মান, উৎপন্ন... পাপেচ্ছা, উৎপন্ন... পাপমিত্রতা জয় না করে অবস্থান করে তখন দুঃখপূর্ণ, দুঃসহ যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয়; কিন্তু এগুলো জয় করা হলে দুঃখপূর্ণ, দুঃসহ যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয় না। এ কারণে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন যশ, উৎপন্ন অযশ, উৎপন্ন সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন... পাপেচ্ছা, উৎপন্ন... পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করা উচিত।"

অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—

৫. "আমরা উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন যশ, উৎপন্ন অযশ, উৎপন্ন সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন পাপেচ্ছা, উৎপন্ন পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করব। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।"

৮. উত্তর বিপত্তি সূত্র

৮.১. একসময় আয়ুষ্মান উত্তর[২৫] মহিষবত্থুস্থিত সাঙ্কেয় পর্বতের ধবজালিকায় অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান উত্তর ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ মাঝে মাঝে ভিক্ষুর আত্মসমালোচনা করা উত্তম, শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ মাঝে মাঝে ভিক্ষুর অপরের দোষ পর্যবেক্ষণ করা উত্তম, শ্রদ্ধেয়, বন্ধুগণ মাঝে মাঝে ভিক্ষুর আত্মসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা উত্তম, শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ মাঝে মাঝে ভিক্ষুর পরসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।"

২. সে সময়ে বৈশ্রবণ মহারাজ উত্তর দিক হতে দক্ষিণ দিকে কোনো কার্যোপলক্ষে গমন করছিলেন এবং তিনি মহিষবত্থুস্থিত সাঙ্কেয় পর্বতের ধবজালিকায় আয়ুষ্মান উত্তরের ভিক্ষুগণকে এরূপ ধর্ম পরিবেশন করতে শুনলেন, "শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ মাঝে মাঝে ভিক্ষুর আত্মসমালোচনা করা উত্তম। শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ মাঝে মাঝে ভিক্ষুর অপরের দোষ পর্যবেক্ষণ করা উত্তম। শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ মাঝে মাঝে ভিক্ষুর আত্মসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা উত্তম, শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, মাঝে মাঝে ভিক্ষুর পরসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।"

৩. অতঃপর বৈশ্রবণ মহারাজ যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তদ্রূপ মহিষবত্থুস্থিত সাঙ্কেয় পর্বতের ধবজালিকা হতে অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস দেবলোকে উপস্থিত হন। অতঃপর বৈশ্রবণ মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্র শক্রের নিকট উপনীত হন, উপনীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র শক্রকে এরূপ বলেন, "মারিষ,[২৬] কৃপা করুন, এটা অবহিত হোন যে, এই আয়ুষ্মান উত্তর মহিষবত্থুস্থিত সাঙ্কেয় পর্বতের ধবজালিকায় ভিক্ষুগণকে এরূপ ধর্ম শিক্ষা দেন—"ভিক্ষুর মাঝে মাঝে আত্ম সমালোচনা করা উত্তম, মাঝে মাঝে পরদোষ পর্যবেক্ষণ করা উত্তম, মাঝে মাঝে আত্ম সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা উত্তম, মাঝে মাঝে পর সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা উত্তম।"

৪. অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র শক্র যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে বা প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তদ্রূপ তাবতিংস দেবলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে মহিষবত্থুস্থিত সাঙ্কেয় পর্বতের ধবজালিকায় আয়ুষ্মান উত্তরের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন। তৎপর দেবরাজ ইন্দ্র শক্র আয়ুষ্মান উত্তরের সম্মুখে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে স্থিত হন। এক প্রান্তে স্থিত দেবরাজ শক্র আয়ুষ্মান উত্তরকে এরূপ বলেন, ভন্তে, এটা কি সত্য যে, আয়ুষ্মান উত্তর ভিক্ষুণকে এরূপ ধর্ম শিক্ষা দেন : "মাঝে মাঝে ভিক্ষুর আত্মসমালোচনা করা উত্তম, মাঝে মাঝে ভিক্ষুর পরদোষ পর্যবেক্ষণ করা উত্তম, মাঝে মাঝে ভিক্ষুর আত্মসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা উত্তম, মাঝে মাঝে ভিক্ষুর পরসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা উত্তম।" "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবরাজ।" "কিন্তু ভন্তে, আমার প্রার্থনা, এটা কি আয়ুষ্মান উত্তরের নিজস্ব উক্তি না সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের?"

৫. "দেবরাজ, এখন আমি আপনাকে একটা সাদৃশ্য দেখাব, যেহেতু সাদৃশ্য দ্বারাই বিজ্ঞ পুরুষ ভাষিত বিষয়ের অর্থ উপলব্ধি করেন[২৭]. কল্পনা করুন দেবরাজ ইন্দ্র, কোনো গ্রাম বা নিগম হতে মহাজনতা খাঁচি বা ঝুড়ি[২৮] বা কোল বা হাতের[২৯] সাহায্যে মহা শস্যরাশি বহন করে নিয়ে যায়। যদি কেউ মহা জনতার নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা কোথা হতে এ শস্য আনতেছেন?" "দেবরাজ ইন্দ্র, সেই মহা জনতা সম্যকভাবে যা ব্যাখ্যা করার তা কীরূপে ব্যাখ্যা করবে?" হে সম্মানাস্পদ, তারা বিষয়টি সর্বোত্তম উপায়ে এ বলে ব্যাখ্যা করবে, "আমরা মহা শস্যরাশি হতে এসব আনতেছি।" তদ্রূপ দেবরাজ, যা[৩০] কিছু সুভাষিত তার সবটুকুই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধেরই, আমরা এবং অন্যেরা যা ভাষণ

করি তার ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে তিনিই।

৬. “ভন্তে, আশ্চর্য, ভন্তে, অদ্ভুত! আয়ুষ্মান উত্তর কর্তৃক এই বিষয়টি সুভাষিত, যা কিছু সুভাষিত তার সবটুকুই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধেরই, আমরা এবং অন্যেরা যা ভাষণ করি তার ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে তিনিই”। একসময় রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বত হতে দেবদত্তের চলে যাওয়ার অনতিবিলম্ব পরে ভগবান তথায় অবস্থান করছিলেন। ভগবান তখন ভিক্ষুগণকে দেবদত্ত সম্পর্কে এরূপ বলতেছিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, সাধু, ভিক্ষুর উচিত মাঝে মাঝে আত্মসমালোচনা করা; ভিক্ষুর পক্ষে এটা উত্তম মাঝে মাঝে অপরের দোষ পর্যবেক্ষণ করা; সাধু, ভিক্ষুর উচিত মাঝে মাঝে আত্মসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা; সাধু, মাঝে মাঝে ভিক্ষুর উচিত পরসম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা। হে ভিক্ষুগণ, অষ্ট অসদ্ধর্মে অভিভূত বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক নৈরয়িক দুঃখ ভোগের দণ্ডযোগ্য কারণ প্রাপ্ত হলো। অষ্ট কী কী? হে ভিক্ষুগণ, লাভাভিভূত, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, অলাভে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, যশে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, অযশে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, সম্মানে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, অসম্মানে অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, মন্দেচ্ছায় অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত, পাপমিত্রতায় অভিভূত সম্পূর্ণরূপে বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল পর্যন্ত অপায়িক, নৈরয়িক দুঃখ দণ্ড ভোগের অবস্থা প্রাপ্ত হলো।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট অসদ্ধর্মে অভিভূত বশীভূত চিত্ত দেবদত্ত কল্পকাল দণ্ডভোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হলো। সাধু, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন যশ, উৎপন্ন অযশ, উৎপন্ন সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন পাপেচ্ছা, উৎপন্ন পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করা উচিত।

৭. এবং হে ভিক্ষুগণ, কেন এবং কী জন্য একজন ভিক্ষুর উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন যশ, উৎপন্ন অযশ, উৎপন্ন সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন পাপেচ্ছা, উৎপন্ন পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করা উচিত? যখন হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন যশ, উৎপন্ন অযশ, উৎপন্ন সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন পাপেচ্ছা, উৎপন্ন পাপমিত্রতা জয় না করে অবস্থান করে তখন দুঃখপূর্ণ, দুঃসহ যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয়; কিন্তু এগুলো জয় করা হলে দুঃখপূর্ণ, দুঃসহ যাতনাপূর্ণ আসক্তি উৎপন্ন হয় না। এ কারণে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন যশ, উৎপন্ন অযশ, উৎপন্ন সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন পাপেচ্ছা,

উৎপন্ন পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করা উচিত। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।"

৮. "আমরা উৎপন্ন লাভ, উৎপন্ন অলাভ, উৎপন্ন যশ, উৎপন্ন অযশ, উৎপন্ন সম্মান, উৎপন্ন অসম্মান, উৎপন্ন পাপেচ্ছা, উৎপন্ন পাপমিত্রতা জয় করে অবস্থান করব। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।"

৯. "ভন্তে উত্তর, এ ধর্ম মনুষ্যদের মধ্যে চার পরিষদ যেমন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা ভিন্ন অন্য কোথাও সম্মানিত[৩১] হয় না। ভন্তে, আয়ুষ্মান উত্তর, এই ধর্ম পর্যায় শিক্ষা করুন, আয়ুষ্মান উত্তর, এই ধর্ম পর্যায় আয়ত্ত করুন, আয়ুষ্মান উত্তর, এই ধর্ম পর্যায় মনে ধারণ করুন। ভন্তে, এই ধর্ম উপদেশ অর্থযুক্ত। এটা আদি ব্রহ্মচর্যের প্রথম নীতি।"

৯. নন্দ সূত্র

৯.১. হে ভিক্ষুগণ, যে কেউ নন্দ[৩২] সম্পর্কে যথার্থভাবে বলতে পারে, "সে কুলপুত্র," যে কেউ বলতে পারে, "সে বলবান", যে কেউ বলতে পারে, "সে প্রাসাদিক", তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে কেউ বলতে পারে, "সে খুবই অনুরাগী।"

হে ভিক্ষুগণ, সে ইন্দ্রিয়সমূহ পাহারা[৩৩] দেয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগ্রতশীল, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত, নন্দ কিভাবে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণে সক্ষম?

২. হে ভিক্ষুগণ, এ উপায়ে নন্দ ইন্দ্রিয়সমূহ পাহারা দেয়,

হে ভিক্ষুগণ, নন্দকে যদি পূর্বদিক আলোকিত করতে হয় তাহলে তার সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করে এরূপে, "এভাবে যখন আমি পূর্বদিক দর্শন করি তখন আমাতে কোনো দৌর্মনস্য, পাপ অকুশল ধর্ম প্রবাহিত হবে না।" এরূপে সে সম্প্রজ্ঞাত। হে ভিক্ষুগণ, নন্দকে যদি পশ্চিম দিক তাকাতে হয় তাহলে তার সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করে এরূপে, "এভাবে যখন আমি পশ্চিম দিক দর্শন করি তখন আমাতে কোনো দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম প্রবাহিত হবে না।" এরূপে সে সম্প্রজ্ঞাত। নন্দকে যদি উত্তর দিক তাকাতে হয় তাহলে তার সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয় এরূপে, "এভাবে যখন আমি উত্তর দিকে দর্শন করি তখন আমাতে কোনো দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম প্রবাহিত হবে না।" এরূপে সে সম্প্রজ্ঞাত। নন্দকে যদি দক্ষিণ দিক তাকাতে হয় তাহলে তার সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করে এরূপে, "এভাবে যখন আমি দক্ষিণ দিক দর্শন করি তখন আমাতে কোনো দৌর্মনস্য, পাপ,

অকুশল ধর্ম প্রবাহিত হবে না।" এভাবে সে সম্প্রজ্ঞাত। নন্দকে যদি ঊর্ধ্বদিক তাকাতে হয় তাহলে তার সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করে এরূপেঃ "এভাবে যখন আমি ঊর্ধ্বদিকে দর্শন করি তখন আমাতে কোনো দৌর্মনস্য, পাপ অকুশল ধর্ম প্রবাহিত হবে না।" এভাবে সে সম্প্রজ্ঞাত। নন্দকে যদি অধোদিক তাকাতে হয় তাহলে তার সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করে এরূপে, এভাবে যখন আমি অধোদিক দর্শন করি তখন আমাতে কোনো দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম প্রবাহিত হবে না।" এরূপে সে সম্প্রজ্ঞাত। নন্দকে যদি অনুদিক তাকাতে হয় তাহলে তার সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাকায় এরূপে, "যখন আমি অনুদিক দর্শন করি তখন আমাতে কোনো দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম প্রবাহিত হবে না।" এরূপে সে সম্প্রজ্ঞাত[৩৪]।

হে ভিক্ষুগণ, নন্দের ইন্দ্রিয়সমূহ এভাবে সংযতভাব প্রাপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে নন্দ ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়, হে ভিক্ষুগণ, নন্দ সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে স্মরণ করতে করতে ভিক্ষান্ন প্রতিসেবন করে, "এ আহার ক্রীড়ার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, মণ্ডনের জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে, যাবৎ এ দেহের স্থিতির জন্য, যাপনের জন্য, অনবদ্য সুখ বিহরণের জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহের জন্য, এ সমস্ত পুরাতন বেদনা প্রতিহনন করব, নূতন বেদনা উৎপাদন করব না, আমার জীবন যাত্রা হবে অনবদ্য, সুখ স্বাচ্ছন্দময়, এ ভেবে সে আহার প্রতিসেবন করে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে নন্দ ভোজনে মাত্রাজ্ঞ[৩৫] হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে নন্দ জাগ্রতশীল হয় :

এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, নন্দ দিবাভাগে চঙ্ক্রমণ দ্বারা, উপবেশন করে চিত্তকে আবরণীয় (কলুষপূর্ণ) বিষয় হতে মুক্ত করে, রাত্রির মধ্যম যামে দক্ষিণ পার্শ্ব হয়ে পায়ের উপর পা স্থাপন করে উত্থান সংজ্ঞায় সম্প্রজ্ঞান চিত্তে সিংহ শয্যা গ্রহণ করে, রাত্রির শেষ যামে প্রত্যুত্থান করে চঙ্ক্রমণ করে উপবেশন করে চিত্তকে আবরণীয় বিষয়সমূহ হতে মুক্ত করে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই নন্দ জাগ্রতশীল[৩৬] হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, এভাবে নন্দ স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হয় :

এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, নন্দের জ্ঞাতসারে[৩৭] বেদনা উৎপন্ন হয়, জ্ঞাত হয়ে স্থিত থাকে, জ্ঞাতসারেই অস্তগত হয়; জ্ঞাতসারেই সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, জ্ঞাত হয়ে স্থিত হয়, জ্ঞাতসারেই অস্তগত হয়; জ্ঞাতসারেই বিতর্ক উৎপন্ন হয়, জ্ঞাতসারে স্থিত হয়, জ্ঞাতসারে অস্তগত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই নন্দ স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই নন্দ ইন্দ্রিয়সমূহ রক্ষা করে, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগ্রতশীল, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হয় যার ফলে সে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণে সক্ষম।"

১০. কারণ্ডব সূত্র

১০.১. একসময় ভগবান চম্পার[৩৮] গর্গরা পুষ্করিণী তীরে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভিক্ষুগণ জনৈক ভিক্ষুকে তার দোষের জন্য নিন্দা করছিলেন। সেই ভিক্ষু তার দোষের জন্য ভিক্ষুগণ দ্বারা নিন্দিত হয়ে অন্যের দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এড়িয়ে গেল, মূল বিষয় পাশ কাটিয়ে[৩৯] গেল এবং ক্রোধ, বিদ্বেষ ও গোমড়া ভাব প্রকাশ করল। ভগবান তখন ভিক্ষুগণকে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তিকে দূর কর, হে ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তিকে বিতাড়িত কর[৪০]. হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে বহিষ্কার করা উচিত। অন্য লোকেরা[৪১] কেন তোমাদেরকে হয়রানি করবে? হে ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তির অভিগমন, পশ্চাৎ আগমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন, প্রসারণ, সংঘাটি-পাত্র-চীবর[৪২] ধারণ প্রভৃতি যোগ্য ভিক্ষুগণের সদৃশ যাবৎ তারা তার দোষ প্রত্যক্ষ করে না। কিন্তু যে মাত্র তারা তার দোষ প্রত্যক্ষ করে তৎক্ষণাৎ তারা জানে, "এ যে শ্রমণ দূষণ[৪৩], শ্রমণ প্রলাপ, শ্রমণ জঞ্জাল।" এটা উপলব্ধি করা মাত্রই তারা তাদের মধ্য থেকে তাকে বহিষ্কার করে দেয়। এর হেতু কী? এজন্য তারা বলে, "সে অন্য যোগ্য ভিক্ষুগণকে কলুষিত না করুক।"

৩. যেমন হে ভিক্ষুগণ, একটা ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড যখন বার্লির[৪৪] জন্য প্রস্তুত বার্লির দূষণ, বার্লির তুঁষ, বার্লির জঞ্জাল যোগ্য বার্লির মূল, ডাঁটা, পত্র সদৃশ মনে হতে পারে যে পর্যন্ত না বার্লির অগ্রভাগ বের হয়। কিন্তু যখন বার্লির অগ্রভাগ বের হয় তৎক্ষণাৎ তারা (কৃষক) জানতে পারে, "এ যে বার্লির দূষণ, বার্লির তুঁষ, বার্লির জঞ্জাল।" এটা বুঝতে পেরে তারা এসব সমূলে তুলে ফেলে, বার্লি ভূ-খণ্ডের বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলে। এবং এর হেতু কী? তারা বলে, "এরা উত্তম বার্লিকে নষ্ট না করুক!" তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ! কোনো কোনো ব্যক্তির অভিগমন, পশ্চাৎ আগমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন, প্রসারণ, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণযোগ্য ভিক্ষুগণের মতো মনে হতে পারে যে পর্যন্ত না তারা তার দোষ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু যে মাত্র তারা তার দোষ প্রত্যক্ষ করে অমনিই তারা জানে, "এ যে শ্রমণ দূষণ, শ্রমণ

প্রলাপ, শ্রমণ-জঞ্জাল।" এটা উপলব্ধি করা মাত্রই তারা তাদের মধ্য থেকে তাকে বহিষ্কার করে দেয়। এর হেতু কী? এজন্য যে, সে যেন অন্যান্য যোগ্য ভিক্ষুকে নষ্ট করতে না পারে।

৪. যেমন হে ভিক্ষুগণ, যখন মহা শস্যরাশি তুঁষ ছাড়ায়ে নেয়া হয় তখন সারবান[৪৫] শস্য এক স্থানে পুঞ্জীভূত করা হয়। কিন্তু নিকৃষ্ট মানের তুঁষকে প্রবল বায়ু এক প্রান্তে নিয়ে[৪৬] যায়। তৎক্ষণাৎ কৃষকেরা ঝাড়ু দ্বারা তা আরও দূরে নিয়ে যায়। এবং এর কারণ কী? তারা বলে, "এরা উত্তম শস্যকে নষ্ট না করুক।" তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তির অভিগমন, পশ্চাৎ আগমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন, প্রসারণ, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণযোগ্য ভিক্ষুগণের মতো মনে হতে পারে যে পর্যন্ত না তারা তার দোষ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু যে মাত্র তারা তার দোষ প্রত্যক্ষ করে অমনিই তারা জানে, "এ যে শ্রমণ দূষণ, শ্রমণ প্রলাপ, শ্রমণ জঞ্জাল"। এটা উপলব্ধি করা মাত্রই তারা তাদের মধ্য থেকে তাকে বহিষ্কার করে দেয়। এর হেতু কী? এজন্য যে, সে যেন অন্যান্য যোগ্য ভিক্ষুকে নষ্ট করতে না পারে।

৫. মনে কর হে ভিক্ষুগণ, কোনো এক লোকের জলের নল প্রয়োজন। সে তীক্ষ্ণ কুঠার নিয়ে বনে প্রবেশ করে এবং কুঠার হাতল[৪৭] দ্বারা এ বৃক্ষে সে বৃক্ষে আঘাত করে। তখন যেসব বৃক্ষ দৃঢ় এবং সারযুক্ত সেসব বৃক্ষ যখন কুঠারের হাতল দ্বারা আঘাত করা হলো তখন তীক্ষ্ণ[৪৮] প্রতিধ্বনি বের হলো। অপর পক্ষে যেসব বৃক্ষের আঁশ পচা, নরম সেসব বৃক্ষে আঘাত করা হলে ফাঁকা[৪৯] শব্দ বের হয়। এরূপে সে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের মূল কাটে, মূল কাটার পর অগ্রভাগ কাটে, অগ্রভাগ কাটার পর ভিতরের অংশ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার করে। ভিতরের অংশ পরিষ্কার করে জল-নল যুক্ত করে। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তির অভিগমন, পশ্চাৎ আগমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন, প্রসারণ, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণ যোগ্য ভিক্ষুগণের মত মনে হতে পারে যে পর্যন্ত না তারা তার দোষ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু যে মাত্র তারা দোষ প্রত্যক্ষ করে অমনিই তারা জানেঃ "এ যে শ্রমণ-দূষণ, শ্রমণ-প্রলাপ, শ্রমণ-জঞ্জাল।" এটা উপলব্ধি করা মাত্রই তারা তাদের মধ্য হতে তাকে বহিষ্কার করে দেয়। এর হেতু কী? এ কারণে যে, সে যেন অন্যান্য যোগ্য ভিক্ষুকে নষ্ট করতে না পারে।

যে ব্যক্তি হয় পাপিচ্ছু, ক্রোধী, ম্রক্ষী বা গুণ মর্দনকারী,
অহংকারী, পলাশী বা দীর্ঘকাল হিংসাচরণকারী,
ঈর্ষুকী, মৎসরী বা কৃপণ, শঠ, জনমধ্যে মৃদুভাষী

শ্রমণ তুল্য করে থাকে ভাষণ, পাপদৃষ্টিযুক্ত, নির্দয়,
গোপনে পাপানুষ্ঠানকারী সাথে করে বাস ভালোমন্দ হও জ্ঞাত।
যে ব্যক্তি হয় মিথ্যাবাদী ও চঞ্চল,
মিথ্যা বলার সময় প্রকাশ করে চঞ্চলতা
তাহলে তার কারণ যথাযথ জান সবে
একত্র হওত সবে বিচার তার করবে,
নয়ত অসিহস্তে ধ্বংসকারী তুল্য দুঃশীলকে
কর প্রতিবন্ধক, পাপ ময়লাপূর্ণ ব্যক্তিকে
কর আকর্ষণ বা পরিত্যাগ,
অশ্রমণ হয়ে যে হয় শ্রমণ, মানী, তুচ্ছ প্রলাপতুল্য
তাদৃশ্য অশ্রমণকে কর অতিক্রম বা বাহন।
পাপাচার গোচর, পাপেচ্ছার বশীভূত জনে
দূরীকৃত করে স্মৃতিমান পুরুষগণ পবিত্র পুরুষ
সাথে করে বাস সুখে স্বচ্ছন্দে রহেন কল্পকাল,
এভাবে জ্ঞানবান একতাপরায়ণ ব্যক্তি করেন দুঃখের অবসান।”

[মৈত্রী-বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

মৈত্রী, প্রজ্ঞা, দ্বিবিধ প্রিয়, দ্বিবিধ লোক বিপত্তি
দেবদত্ত, উত্তর, নন্দ এবং জঞ্জাল।

২. মহাবর্গ

১. বেরঞ্জ সূত্র

১১.১. আমাকর্তৃক এরূপ শ্রুত। একসময় ভগবান বেরঞ্জার[১] নিকট নলেরুপুচিনন্দ[২] মূলে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বেরঞ্জ-ব্রাহ্মণ ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে স্বাভাবিক সম্মানসূচক সম্ভাষণ বিনিময়ের পর এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভবৎ গৌতম, আমি শুনেছি যে, ভগবান জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক, প্রাচীন শ্রদ্ধেয়[৩] ব্রাহ্মণকে অভিবাদন বা প্রত্যুত্থান বা আসন প্রদান করেন না। ভবৎ গৌতম, এটাই সঠিক বিষয়। ভবৎ গৌতম জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক, প্রাচীন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান বা আসন

প্রদান করেন না।" "ব্রাহ্মণ, মার, ব্রহ্মাসহ দেবলোকে, সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজাদের মধ্যে আমি কাকেও দেখি না যাকে আমার অভিবাদন করা উচিত, যার আগমনে আমার গাত্রোত্থান করা উচিত বা যাকে আমার আসন প্রদান করা উচিত। অধিকন্তু, হে ব্রাহ্মণ, তথাগত যাকে অভিবাদন করবেন, যাকে গাত্রোত্থান করে সম্মান দেখাবেন বা যাকে আসন প্রদান করবেন তাতে সত্য সত্যই তার মস্তক দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবে[৪]।

২. "ভবৎ গৌতম রুচি বিবর্জিত।" "হে ব্রাহ্মণ, এটাই যুক্তি[৫] যদ্বারা যে কেউ যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম রুচি বিবর্জিত[৬]।" হে ব্রাহ্মণ, তথাগতের যে রূপ-রস, শব্দ-রস, গন্ধ-রস, স্বাদ-রস, স্পর্শযোগ্য-রস সেসব প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ[৭], সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত। হে ব্রাহ্মণ, প্রকৃতপক্ষে এটাই কারণ যদ্বারা যে কেউ যথার্থই বলতে পারে, "শ্রমণ গৌতম স্বাদ বিবর্জিত," কিন্তু বাস্তবিকই যে উপায়ে আপনি মনে করতেছেন সে উপায়ে নহে।

৩. "ভবৎ গৌতম সম্পত্তি বিবর্জিত[৮]।" হে ব্রাহ্মণ, এটাই যুক্তি যদ্বারা যে কেউ যথার্থ উক্তিই করে—"শ্রমণ গৌতম সম্পত্তি বিবর্জিত।" হে ব্রাহ্মণ, তথাগতের যে রূপ-সম্পত্তি, শব্দ-সম্পত্তি, গন্ধ-সম্পত্তি, স্বাদ-সম্পত্তি, স্পর্শযোগ্য-সম্পত্তি সেসব প্রহীন, মূলেচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত। প্রকৃতপক্ষে হে ব্রাহ্মণ, এটাই যুক্তি যদ্বারা যে কেউ যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম সম্পত্তি বিবর্জিত।" কিন্তু বস্তুত যে উপায়ে আপনি মনে করতেছেন সে উপায়ে নহে।

৪. "ভবৎ গৌতম অক্রিয়াবাদী।" হে ব্রাহ্মণ, এটাই যুক্তি যদ্বারা যে কেউ যথার্থ উক্তি করে—"শ্রমণ গৌতম অ-ক্রিয়াবাদী[৯]।" "হে ব্রাহ্মণ, কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত ও মনো-দুশ্চরিতকে আমি অ-ক্রিয়া বলে অভিহিত করি; সব ধরনের পাপ, অকুশল বিষয়কে আমি অ-ক্রিয়া বলে ঘোষণা করি। প্রকৃতপক্ষে এটাই যথার্থ যুক্তি যা যে কেউ আমার সম্পর্কে উত্থাপন করতে পারে, "শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী।" কিন্তু বস্তুতপক্ষে যে উপায়ে আপনি মনে করতেছেন সে উপায়ে নহে।"

৫. "ভবৎ গৌতম উচ্ছেদবাদী।" হে ব্রাহ্মণ, এ যুক্তি দ্বারা যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে—"শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী।" হে ব্রাহ্মণ, রাগ (লালসা, কামনা), দোষ, মোহকে আমি উচ্ছেদের কথা বলি;

আমি সব ধরনের পাপ, অকুশল বিষয়ের উচ্ছেদের ঘোষণা করি। প্রকৃতপক্ষে এটা যথার্থ যুক্তি যে কেউ আমার সম্পর্কে উত্থাপন করতে পারে, "শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী।" কিন্তু বস্তুতপক্ষে যে উপায়ে আপনি মনে করতেছেন সে উপায়ে নহে।

৬. "ভবৎ গৌতম ঘৃণাবোধ করেন।" হে ব্রাহ্মণ, এ যুক্তি দ্বারা যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম ঘৃণাবোধ[১০] করেন।" হে ব্রাহ্মণ, কায়, বাক্য ও মনো দুষ্কর্মকে আমি ঘৃণা করি, সব ধরনের অকুশল, পাপ বিষয়কে হৃদয়ে পোষণের আমি তীব্র নিন্দা ঘোষণা করি। প্রকৃতপক্ষে এটা যথার্থ যুক্তি যে কেউ আমার সম্পর্কে উত্থাপন করতে পারে, "শ্রমণ গৌতম ঘৃণাবোধ করেন।" কিন্তু বস্তুতপক্ষে যে উপায়ে আপনি মনে করতেছেন সে উপায়ে নহে।

৭. "ভবৎ গৌতম বিলোপ সাধনের সমর্থক।" হে ব্রাহ্মণ, এ যুক্তি দ্বারা যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম বিলোপ সাধনের সমর্থক[১১]।" হে ব্রাহ্মণ, আমি রাগ, দোষ এবং মোহের বিলোপ সাধনের ধর্ম প্রচার করি; আমি সব ধরনের পাপ, অকুশল ধর্মের বিলোপের বিষয় শিক্ষা দেই। প্রকৃতপক্ষে এ যুক্তি দ্বারা যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম বিলোপ সাধনের সমর্থক।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে উপায়ে আপনি মনে করতেছেন সে উপায়ে নহে।

৮. "ভবৎ গৌতম তপস্বী[১২]।" হে ব্রাহ্মণ, এ যুক্তি দ্বারা যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম তপস্বী।" হে ব্রাহ্মণ, আমি কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনো-দুশ্চরিত বিষয় দমনের কথা ঘোষণা করি। প্রকৃতপক্ষে যে লোকের পাপ, অকুশল বিষয় প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত ও অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি রহিত তাকে আমি তপস্বী বলে অভিহিত করি। হে ব্রাহ্মণ, তথাগতের তপনীয় পাপ, অকুশল বিষয় প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত। হে ব্রাহ্মণ, এ যুক্তি দ্বারা যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম তপস্বী। কিন্তু যে উপায়ে আপনি মনে করতেছেন বস্তুতপক্ষে সে উপায়ে নহে।"

৯. "ভবৎ গৌতম পুনর্জন্মের[১৩] পরিপন্থী।" হে ব্রাহ্মণ, এ যুক্তি দ্বারা যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম পুনর্জন্মের বিরোধী।" প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি গর্ভাশয়ে ভবিষ্যতে পুনর্জন্মের হেতু প্রহীন,

মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত আমি তাকে পুনর্জন্ম-বিরোধী বলে আখ্যায়িত করি। হে ব্রাহ্মণ, তথাগতের গর্ভাশয়ে পুনরুৎপত্তি প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত। হে ব্রাহ্মণ, এ যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে কেউ আমার সম্পর্কে যথার্থ উক্তিই করে, "শ্রমণ গৌতম পুনর্জন্ম-বিরোধী," কিন্তু আপনি যে উপায়ে মনে করতেছেন সে উপায়ে নহে। "যেমন হে ব্রাহ্মণ, কুক্কুটির আট বা দশ বা ডজন খানেক ডিম পুরোপুরি (তা দেয়ার জন্য) বসান[১৪] হলো, পুরোপুরি উত্তপ্ত করা হলো এবং পুরোপুরি বৃদ্ধি পেল; মুরগীর ছানাগুলো থেকে যে ছানাটা অবশিষ্ট সবগুলোর আগে পাদ-নখ বা ঠোঁট দ্বারা ডিমের খোলক বিদীর্ণ করল এবং নিরাপদে বের হয়ে এল, আপনি বের হয়ে আসা ছানাটাকে কি হিসাবে আখ্যায়িত করবেন? জ্যেষ্ঠতম বা কনিষ্ঠতম?" "ভবৎ গৌতম, যে কেউ নিশ্চিতরূপে বলতে পারে এটা জ্যেষ্ঠতম।"

১০. "তদ্রূপ হে ব্রাহ্মণ, আমিই মানব জাতির জন্য অবিদ্যাগত[১৫], (যেন) অণ্ড-জাত[১৬], অবিদ্যারূপ অণ্ড-খোলক ভেদ করছিলাম এবং আমি জগতে অনুত্তর অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছি। প্রকৃতপক্ষে হে ব্রাহ্মণ, জগতে আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ[১৭]. অধিকন্তু ব্রাহ্মণ, আমি ছিলাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বীর্যবান, নিবিষ্টমনা, উপস্থিত স্মৃতিসম্পন্ন, শান্ত কায়, সমাহিত চিত্ত, একাগ্র[১৮]।"

১১. হে ব্রাহ্মণ[১৯] সে-ই আমিই কাম-সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, সব অকুশল পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেজ, প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করি। বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করি। প্রীতিতেও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি, আর্যগণ যে ধ্যান-স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান-স্তরে উন্নীত হয়ে তাতে বিচরণ করি। সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেছি।

১২. এরূপে সমাহিত চিত্তের[২০] সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত (স্থির) ও আনেঞ্জ

প্রাপ্ত (অনেজ, নিষ্কম্প) অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সে অবস্থায় আমি নানা প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমন কি শতসহস্র জন্ম; বহু সংবর্ত কল্পে (প্রলয় দশা না আসা পর্যন্ত বিশ্বের স্থিতিকাল), বহু বিবর্তকল্পে (প্রলয় দশা হতে পুনরাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের অন্তর্ধান কাল), এমন কি বহু সংবর্ত-কল্পে আমি সে স্থানে ছিলাম, এ ছিল আমার নাম, এ আমার গোত্র, এ আমার জাতিবর্ণ, এ আমার আহার, এরূপ আমার সুখ-দুঃখ অনুভব, এ আমার পরমায়ু, তথা হতে চ্যুত হয়ে আমি এখানে উৎপন্ন হয়েছি। এভাবে আকার, উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতিসহ নানা প্রকারে বহু পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করি। হে ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত, আতাপী (বীর্যবান) ও সাধনা তৎপর হলে যেমন যেমন হয়, রাত্রির প্রথম যামে তেমন ভাবেই আমার এই প্রথম বিদ্যা[২১] (জাতিস্মর জ্ঞান) অধিগত (আয়ত্ত) হয়, অবিদ্যা বিনষ্ট, বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তম (অন্ধকার) বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ, এটাই ছিল আমার প্রথম অণ্ডকোষ হতে মুরগীর ছানার ন্যায় অভিনির্বিদা[২২] (জন্ম লাভ)।

১৩. এরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও অনেজ অবস্থায় সত্ত্বগণের (অপরাপর জীবের) চ্যুতি-উৎপত্তি (গতি-পরম্পরা) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সে অবস্থায় দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ, লোকাতীত, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখতে পাই, জীবগণ এক যোনি হতে চ্যুত হয়ে অপর যোনিতে উৎপন্ন হচ্ছে, প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট-জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছে, এ সকল মহানুভব জীব কায়-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক্-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, মনো-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি-প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর, অপায়-দুর্গতিতে, বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হচ্ছে; অথবা এ সকল মহানুভব জীব কায়-সুচরিত্র সমন্বিত, বাক্-সুচরিত্র সমন্বিত, মনো-সুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম-পরিগ্রাহী হবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর, সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হচ্ছে। এভাবে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখতে পাই—সত্ত্বগণ এক যোনি হতে চ্যুত হয়ে অন্য যোনিতে উৎপন্ন হচ্ছে, প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছে। ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত,

আতাপী ও সাধনা-তৎপর হলে যেমন যেমন হয়, তেমন ভাবেই রাত্রির মধ্যম যামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা (জীবের গতি-পরম্পরা-জ্ঞান, কর্ম-ফল-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা দূর, বিদ্যা উৎপন্ন, তম দূর, আলোক উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ! এটা ছিল আমার কুক্কুট ছানার ন্যায় অণ্ডকোষ হতে দ্বিতীয় অভিনির্বিদা (জন্ম)।

১৪. এরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অনঞ্জন, উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্মৃতি ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত নমিত করি। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে যথার্থই জানতে পারি—এটা "দুঃখ" আর্যসত্য, এটা দুঃখ-সমুদয়" আর্যসত্য, এটা "দুঃখ-নিরোধ" আর্যসত্য, "এটা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা" আর্যসত্য; এ সকল আসব, এটা আসব-সমুদয়, এটা আসব-নিরোধ, এটা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদা। তদবস্থায় এরূপে আর্যসত্য জানবার এবং দেখবার ফলে কর্মাসব হতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে[২৩] "বিমুক্ত হয়েছি" এ জ্ঞান উদিত হয়, উন্নত জ্ঞানে জানতে পারিÍচিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য-ব্রত উদ্যাপিত হয়েছে, যা কিছু করবার ছিল করা হয়েছে, অতঃপর এখানে আর আসতে হবে না। ব্রাহ্মণ, রাত্রির অন্তিম যামে আমার এই তৃতীয় বিদ্যা (আসবক্ষয়-জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা দূর, বিদ্যা উৎপন্ন, তম বিদূরীত, আলোক উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ, এটা ছিল আমার কুক্কুট ছানার ন্যায় অণ্ডকোষ হতে তৃতীয় অভিনির্বিদা (জন্ম)।"

১৫. এরূপ ভাষিত হলে বেরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভবৎ গৌতম জ্যেষ্ঠ, ভবৎ গৌতম শ্রেষ্ঠ। অতি সুন্দর হে গৌতম! অতি মনোহর হে গৌতম, যেমন কেহ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্য বস্তু) দেখতে পায়, এরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। আমি মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি, আজ হতে আমরণ মহানুভব গৌতম আমাকে উপাসক রূপে অবধারণ করুন।"

২. সিংহ সূত্র

১২.১. একসময় ভগবান বৈশালীর নিকটে মহাবনের কুটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। তখন বহু সংখ্যক খ্যাতিমান লিচ্ছবী সন্থাগারে

(পরিষদে) সমবেত হয়ে বিভিন্ন প্রকারে বুদ্ধের প্রশংসা, ধর্মের প্রশংসা, সংঘের প্রশংসা করছিলেন।

২. সে সময়ে নির্গ্রন্থ[২৪]-শ্রাবক সিংহ সেনাপতি সে পরিষদে উপস্থিত ছিলেন। তৎপর সিংহ সেনাপতি এরূপ চিন্তা করলেন—"ভগবান নিশ্চয়ই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন, যেজন্য বহু সংখ্যক খ্যাতিমান লিচ্ছবী সন্থাগারে সমবেত হয়েছেন এবং উপবেশন করে বিভিন্নভাবে বুদ্ধের প্রশংসা করতেছেন, ধর্মের প্রশংসা, সংঘের প্রশংসা করতেছেন। এখন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শনের জন্য উপস্থিত হওয়া আমার উচিত।"

৩. অতঃপর সিংহ সেনাপতি নির্গ্রন্থ নাতপুত্র যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, "মহাশয়, আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শনে গমন করতে ইচ্ছুক।" "হে ক্রিয়াবাদী সিংহ, আপনি কীরূপে অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমকে দর্শনে উপস্থিত হবেন? শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদ দেশনা করেন এবং শিষ্যগণকে তা শিক্ষা দেন।" তখন সিংহ সেনাপতির ভগবানকে দর্শনের যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়েছিল তা হ্রাস পায়।

৪. দ্বিতীয়বারও বহু সংখ্যক খ্যাতিমান লিচ্ছবী সন্থাগারে (পরিষদে) সমবেত হয়ে বিভিন্ন প্রকারে বুদ্ধের প্রশংসা, ধর্মের প্রশংসা, সংঘের প্রশংসা করছিলেন।

সে সময়ে নির্গ্রন্থ-শ্রাবক সিংহ সেনাপতি সে পরিষদে উপস্থিত ছিলেন। তৎপর সিংহ সেনাপতি এরূপ চিন্তা করলেন, "ভগবান নিশ্চয়ই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন, যেজন্য বহু সংখ্যক খ্যাতিমান লিচ্ছবী সন্থাগারে সমবেত হয়েছেন এবং উপবেশন করে বিভিন্নভাবে বুদ্ধের প্রশংসা করতেছেন, ধর্মের প্রশংসা, সংঘের প্রশংসা করতেছেন। এখন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শনের জন্য উপস্থিত হওয়া আমার উচিত।"

অতঃপর সিংহ সেনাপতি নির্গ্রন্থ নাতপুত্র যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, "মহাশয়, আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শনে গমন করতে ইচ্ছুক।" "হে ক্রিয়াবাদী সিংহ, আপনি কীরূপে অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমকে দর্শনে উপস্থিত হবেন? শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদ দেশনা করেন এবং শিষ্যগণকে তা শিক্ষা দেন।" তখন সিংহ সেনাপতির ভগবানকে দর্শনের যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়েছিল তা হ্রাস পায়।

৫. তৃতীয়বারও বহু সংখ্যক খ্যাতিমান লিচ্ছবী সন্থাগারে সমবেত হয়ে উপবেশন করে বিভিন্নভাবে বুদ্ধের প্রশংসা, ধর্মের প্রশংসা, সংঘের প্রশংসা করছেন। তৃতীয়বারও সিংহ সেনাপতি এরূপ চিন্তা করলেন, "ভগবান

নিশ্চয়ই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন যেজন্য বহুসংখ্যক খ্যাতিমান লিচ্ছবী সন্থাগারে একত্রিত হয়ে উপবেশন করে বুদ্ধের প্রশংসা করছেন, ধর্মের প্রশংসা করছেন, সংঘের প্রশংসা করছেন। নির্গ্রন্থগণের সাথে পরামর্শ করা হোক বা না হোক, নির্গ্রন্থগণ আমাকে কি বা করতে পারেন? নির্গ্রন্থগণের বিনানুমতিতে যদি আমি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শনে গমন করি তাহলে কেমন হয়?" অতঃপর সিংহ সেনাপতি পঞ্চশত রথসহ ভগবানকে দর্শনের নিমিত্ত বৈশালী হতে যাত্রা করলেন। যতটুকু পথ যানে গমন করা যায় ততটুকু যানে গিয়ে যান হতে অবতরণ করে অবশিষ্ট পথ পায়ে[২৫] হেঁটে আরামে প্রবেশ করেন। অতঃপর সিংহ সেনাপতি ভগবানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট সিংহ সেনাপতি ভগবানকে এরূপ বললেন, "প্রভো, আমি এরূপ শুনেছি, 'অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতম অক্রিয়া ধর্ম দেশনা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।' প্রভো যাঁরা এরূপ বলছিলেন, অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতম অক্রিয়া ধর্ম দেশনা করেন এবং তাঁর শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন, আমি অনুমান করছি ভগবান যা বলেছিলেন তাঁরা তা-ই বিবৃত করেছেন এবং ভগবানকে মিথ্যা (সংবাদ দ্বারা) প্রতিপাদন করেন না। আমি অনুমান করছি তাঁরা অদ্ভুত বিষয় চালু করেছেন যা ধর্মের মতোই এবং যাঁরা তাঁর ধর্মানুসারী তাঁরা কেউ এটি বলার জন্য দোষগ্রস্ত হবেন না। প্রভো, ভগবানকে অভিযুক্ত করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই[২৬]।"

৬. "সিংহ, যদি কেউ আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, 'অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদ দেশনা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।' সিংহ, যদি কেউ আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, 'ক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদ ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।' সিংহ, যদি কেউ আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, 'উচ্ছেদবাদী শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদের জন্য ধর্ম ভাষণ করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।' সিংহ, যদি কেউ আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, 'জুগুপ্সী (নিন্দাকারী) শ্রমণ গৌতম জুগুপ্সার ধর্ম ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।' সিংহ, যদি কেউ আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, বিলোপবাদী শ্রমণ গৌতম বিলোপের ধর্ম ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।" সিংহ, যদি কেউ আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "আত্ম নিগ্রহকারী শ্রমণ

গৌতম আত্ম নিগ্রহের ধর্ম ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।" সিংহ, যদি কেউ আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, পুনর্জন্ম বিরোধী শ্রমণ গৌতম পুনর্জন্ম নিরোধের ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন। সিংহ, যদি কেউ আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "শ্রমণ গৌতম সান্ত্বনা পেয়েছেন, তিনি সান্ত্বনার জন্য ধর্ম দেশনা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।"

৭. সিংহ, কীরূপে কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদ ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন?" সিংহ, আমি কায়-দুশ্চরিত্র, বাক্-দুশ্চরিত্র, মনদুশ্চরিত্র, বিবিধ পাপ-অকুশল বিষয়কে অক্রিয়া বলে ঘোষণা করি। সিংহ, এটাই পর্যায় (পথ, কারণ) যেজন্য কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থ বলবে—"অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদ ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।"

কীরূপে হে সিংহ, কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "ক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদ ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন?" সিংহ, কায়-সুচরিত্র, বাক্-সুচরিত্র, মনো-সুচরিত্র, বিবিধ প্রকার কুশল ধর্মকে আমি ক্রিয়া বলে ঘোষণা করি। সিংহ, এটাই পর্যায় যেজন্য কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "ক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদ ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।"

হে সিংহ, কীরূপে কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "উচ্ছেদবাদী শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদের বিষয় ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন?" সিংহ, রাগ-দোষ-মোহ, বিবিধ প্রকার পাপ-অকুশল বিষয়ে উচ্ছেদের কথা আমি ঘোষণা করি। সিংহ, এটাই কারণ যেজন্য কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে—"উচ্ছেদবাদী শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদের বিষয় ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন"।

সিংহ, কীরূপে কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "জগুপ্সী শ্রমণ গৌতম জুগুপ্সার বিষয় ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন? সিংহ! কায়-দুশ্চরিত্র, বাক্-দুশ্চরিত্র, মন-দুশ্চরিত্র, বিবিধ প্রকার পাপ-অকুশল বিষয়ের পোষণকে আমি নিন্দা করি।

সিংহ, এটাই কারণ যেজন্য কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবেঃ "জুগুপ্সী (নিন্দাকারী) শ্রমণ গৌতম জুগুপ্সার বিষয়ে ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।"

সিংহ, কোনো কারণে কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "শ্রমণ গৌতম বিলোপ সাধনের সমর্থক, তিনি বিলোপ সাধনের বিষয় ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন?" সিংহ, রাগ-দোষ-মোহ, বিবিধ প্রকার পাপ-অকুশল বিষয়ের ধ্বংসের বিষয় আমি ঘোষণা করি। সিংহ এটাই কারণ যেজন্য কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "শ্রমণ গৌতম বিলোপ সাধনের সমর্থক, তিনি বিলোপ সাধনের বিষয় ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।"

সিংহ, কোনো কারণে কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "আত্মনিগ্রহী শ্রমণ গৌতম আত্মনিগ্রহের ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন?" সিংহ, পাপ অকুশল ধর্মকে আমি তপনীয় (দমনযোগ্য) বলে ঘোষণা করি—কায়-দুশ্চরিত্র, বাক্-দুশ্চরিত্রকে আমি তপনীয় বলে ঘোষণা করি। সিংহ, তপনীয় পাপ-অকুশল বিষয় যার প্রহীন (ক্ষয় প্রাপ্ত), মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত ও অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তির হেতুরহিত তাকে আমি তপস্বী বলে অভিহিত করি। সিংহ, তথাগতের তপনীয় পাপ-অকুশল ধর্ম প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত ও অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তির হেতু রহিত। সিংহ, এটাই কারণ যেজন্য, কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "তপস্বী (আত্ম নিগ্রহী) শ্রমণ গৌতম তপনের (দমনের) বিষয় ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে গৌতম তা শিক্ষা দেন।"

সিংহ, কীভাবে কেউ যদি আমাকে লক্ষ করে এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "শ্রমণ গৌতম পুনর্জন্ম বিরোধী, তিনি পুনর্জন্ম বিরোধের বিষয় ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন?" সিংহ, যার গর্ভাশয়ে ভবিষ্যতে পুনর্জন্মের হেতু প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল উৎপাতিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তি-রহিত আমি তাকে পুনর্জন্ম বিরোধী বলে অভিহিত করি। হে সিংহ, তথাগতের গর্ভাশয়ে পুনরুৎপত্তি প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্ন শীর্ষ, সমূল উৎপাতিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্ব ভাব প্রাপ্ত। সিংহ, এটাই কারণ

যেজন্য কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "পুনর্জন্ম বিরোধী শ্রমণ গৌতম পুনর্জন্ম রোধের বিষয় ঘোষণা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।"

এবং সিংহ, কীরূপে কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "শ্রমণ গৌতম সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন, তিনি সান্ত্বনার জন্য ধর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন?" সিংহ, আশ্বস্ত আমি পরম আশ্বাসের বিষয় ঘোষণা করি, আমি আশ্বাসের জন্য ধর্ম ভাষণ করি এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দিয়ে থাকি। সিংহ, এটাই কারণ যেজন্য কেউ যদি আমাকে লক্ষ করেই এ কথা বলে তাহলে সে যথার্থই বলবে, "শ্রমণ গৌতম আশ্বাস প্রদানকারী, তিনি আশ্বাসের বিষয় ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রাবকগণকে তা শিক্ষা দেন।"

৮. এরূপ উক্ত হলে[২৭] সিংহ সেনাপতি ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, অতি সুন্দর। ভন্তে, অতি মনোহর। যেমন কেউ উল্টানকে সোজা, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ অথবা অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ দেখতে পায়, এরূপে মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। আমি মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রবর্তিত ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। আজ হতে আমরণ মহানুভব গৌতম আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" "সিংহ, বিষয়টি পুরোপুরি পরীক্ষা করুন। আপনা সদৃশ জ্ঞাত ব্যক্তির নিকট পর্যবেক্ষণ হিতকর।" "প্রভু আমি ভগবানের এহেন মন্তব্যে অধিকতর আনন্দিত, অধিকতর সন্তুষ্ট। আমি যদি অন্য কোনো সম্প্রদায়ের শিষ্য হবার অনুগ্রহ লাভ করতাম তাহলে তাঁরা সমগ্র বৈশালীকে পতাকা দ্বারা সজ্জিত করত জয়ধ্বনি করে আমাকে আশ্রয় দিতেন—"সেনাপতি সিংহ আমাদের শিষ্যত্ব বরণ করেছেন।" কিন্তু তথাগত আমাকে এরূপ মাত্র উপদেশ দিলেন, "সিংহ বিষয়টি পরীক্ষা করুন, যেহেতু আপনা সদৃশ জ্ঞাত ব্যক্তির নিকট পর্যবেক্ষণ[২৮] হিতকর।" "প্রভু, দ্বিতীয়বারও আমি ভগবান, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করছি। ভগবান আজ হতে আজীবন আমাকে শরণাগত উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন!" "সিংহ আপনার পরিবার দীর্ঘকাল যাবত নির্গ্রন্থগণের নিকট সু-উৎস যেজন্য যথার্থই মনে হয় যাঁরা ভিক্ষার জন্য আগমন করবেন তাঁদেরকে ভিক্ষা দেওয়া উচিত।" "প্রভু আমি এখনো সর্বশেষ মন্তব্যে অত্যধিক আনন্দিত, অত্যধিক সন্তুষ্ট। প্রভু, আমি এরূপ শুনেছি, শ্রমণ গৌতম এরূপ দাবী করেন, "আমাকেই একমাত্র দান দেয়া

উচিত, অন্যদের নহে; একমাত্র আমার শ্রাবকগণকে দান দেয়া উচিত, অন্যের শ্রাবকদের নহে। যেহেতু আমাকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ, অন্যদের প্রদত্ত দানের মহাফল হয় না। একমাত্র আমার শ্রাবকগণকে প্রদত্ত দান মহা ফলদায়ক কিন্তু অন্যের শ্রাবকগণকে প্রদত্ত দান মহা ফলদায়ক নহে।” কিন্তু ভগবান এখন আমাকে নির্গ্রন্থদিগকে দান দেয়ার জন্য প্রবুদ্ধ করতেছেন; যখন সময় আসে তখন আমরা কী করব তা জানব। তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি তথাগতের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘেরও। ভন্তে ভগবান, আজ হতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে আপনার শরণাগত উপাসকরূপে ধারণা করুন।”

৯. তৎপর ভগবান সিংহ সেনাপতিকে আনুপূর্বিক[২৯] (ক্রমানুসারে) ধর্ম ভাষণ করেন, যেমন : “দানকথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (দুঃখ), অবকার, সংক্লেশ, এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করলেন। যখন ভগবান জানতে পারলেন যে, সিংহ সেনাপতির চিত্ত স্বচ্ছ, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হয়েছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করলেন; যথা : দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালীমারহিত বস্ত্র যথাযথভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই সেনাপতি সিংহের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।”

১০. অতঃপর সিংহ সেনাপতি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে ধর্মতত্ব লাভ করে ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে প্রবিষ্ট হয়ে, সংশয়মুক্ত হয়ে, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, ভিক্ষুসংঘসহ আগামীকল্য আমার আহার গ্রহণ করুন।” ভগবান নীরবে[৩০] তা গ্রহণ করলেন। তৎপর সিংহ সেনাপতি ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। তৎপর সিংহ সেনাপতি জনৈক ব্যক্তিকে আহ্বান করলেন এবং বললেন, “ওহে পুরুষ, যাও এবং কিছু সদ্য মাংস[৩১] নিয়ে আস।” অতঃপর সেই রাত্রির অবসানে সিংহ সেনাপতি আপন নিবাসে প্রণীত (উত্তম) খাদ্যভোজ্য তৈরি করে ভগবানকে জ্ঞাপন করালেন, “ভন্তে, সময় হয়েছে, সিংহ সেনাপতির নিবাসে আহার্য প্রস্তুত।”

১১. অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর সঙ্গে নিয়ে সিংহ সেনাপতির নিবাসে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপিত আসনে ভিক্ষুসংঘসহ উপবেশন করেন। সে সময়ে বহু সংখ্যক নির্গ্রন্থ বাহু নাড়তে

নাড়তে কেঁদে কেঁদে উচ্চপথ, নিভৃত অস্পষ্ট পথ ধরে চৌরাস্তা হতে চৌরাস্তায় বৈশালী গেলেন, "অদ্য এক বিশাল পশু সেনাপতি সিংহ কর্তৃক হত্যাকৃত হয়েছে এবং শ্রমণ গৌতমের জন্য আহার্য প্রস্তুত করা হয়েছে। শ্রমণ গৌতম সে মাংস ভক্ষণ করতে যাচ্ছেন, এটা জেনে যে, এটা তাঁর জন্য হত্যা করা হয়েছে, কাজটি তাঁর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।" তখন জনৈক ব্যক্তি সিংহ সেনাপতির সন্নিধানে গিয়ে তাঁর কানে কানে বলল, "প্রভু, আমি বলি, আপনি কি অবগত আছেন যে, বহু সংখ্যক নির্গ্রন্থ বৈশালীর রাস্তায়, চৌরাস্তায় নেমে পড়েছে তাদের বাহু নেড়ে এভাবে কেঁদে?" "যথেষ্ট আর্য, সেই আয়ুষ্মানগণ দীর্ঘকাল যাবত বুদ্ধের অবমাননা, ধর্মের অবমাননা, সংঘের অবমাননা করার জন্য কামনা করে আসছে। কিন্তু তারা দুষ্ট, ব্যর্থ, মিথ্যা দ্বারা, মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ভগবানের কোনো অনিষ্ট করে না। জীবন থাকতে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জীবের জীবনকে বঞ্চিত করব না।"

১২. "অতঃপর সিংহ সেনাপতি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বহস্তে প্রণীত খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করে সন্তৃপ্ত করলেন এবং যখন ভগবান ভোজন[৩২] গ্রহণ সমাপ্ত করলেন এবং পাত্র হতে হস্ত তুলে নেন, সিংহ সেনাপতি এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট সিংহ সেনাপতিকে ভগবান ধর্মকথা ভাষণ করেন, প্রবুদ্ধ, সমুত্তেজিত, সম্প্রহর্ষিত করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন।"

৩. অশ্বাজানেয় সূত্র

১৩. ১. "হে ভিক্ষুগণ, রাজার সুন্দর উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব[৩৩] আটটি বিষয়ে সমৃদ্ধ হলে রাজার যোগ্য হয়, রাজার একটি প্রাপ্তি, রাজার সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। আট কী কী?

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, রাজার সুন্দর উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব উভয় পক্ষে সুজাত, মাতৃপক্ষ-পিতৃপক্ষ; অন্যান্য ভদ্র অশ্ব যে ক্ষেত্রে জাত হয় সে সেই ক্ষেত্রে জাত। তাকে সবুজ বা শুক্ল[৩৪] যে প্রকারের খাদ্য প্রদান করা হয় সে তা সযত্নে সেই খাদ্য বিক্ষিপ্ত না করেই পরিভোগ করে। সে গোবর বা প্রস্রাবের উপর শয়ন বা উপবেশনকে ঘৃণা বোধ করে। সে সুখ সংবাসে রত হয়, অন্য অশ্বকে ভীতি প্রদর্শন করতে চায় না। তার যেসব পাপ, কৌশল, দোষ বা ছল[৩৫] যথার্থ সে সেগুলো তার চালককে প্রদর্শন করে এবং তার চালক এগুলো সংশোধন করতে চেষ্টা করে। অশ্ব যখন বের হয় সে চিন্তা করে, "বেশ ভালো, অন্যান্য অশ্ব তাদের ইচ্ছামত টানুক, আমি এভাবেই

টানব।" গমনকালে সে সোজা পথে গমন করে। সে দৃঢ়, জীবনে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তার দৃঢ়তা অটুট থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, এই আট গুণে গুণান্বিত সুন্দর উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজার প্রাপ্তি, রাজসম্পদ হিসাবে বিবেচিত।

৩. তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, অষ্টধর্মে গুণযুক্ত ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। আট কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষের বিধান দ্বারা সংযত হয়ে অবস্থান করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়, সামান্য দোষেও ভয়দর্শী হয়, শিক্ষাপদ সমূহ শিক্ষা করে, তারা তাকে নিকৃষ্ট বা প্রণীত যে ভোজন দান করে তা নিঃশব্দে সতর্কতার সাথে পরিভোগ করে। সে ঘৃণা বোধ করে; সে কায় দুশ্চরিত্র, বাক্-দুশ্চরিত্র, মনো-দুশ্চরিত্রকে নিন্দা করে; সে পাপ-অকুশল বিষয় সম্প্রাপ্তিকে নিন্দা করে। সে সুখ সংবাসে রত হয়, সে অন্য ভিক্ষুগণকে কষ্ট প্রদান করে না। তার যেসব পাপ, কৌশল, দোষ বা ছল যেগুলো যথার্থ সেগুলো সে শাস্তা বা অভিজ্ঞ সতীর্থ ভিক্ষুকে প্রদর্শন করে। সেক্ষেত্রে শাস্তা বা অভিজ্ঞ সব্রহ্মচারী তাকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেন। একজন শিক্ষার্থী হিসাবে সে চিন্তা করে, "অন্য ভিক্ষুগণ তাদের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করুক, আমি এভাবেই শিক্ষা করব।" গমনকালে সোজা[৩৬] পথে গমন করে এবং সেই সোজাপথ হলো সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ)। বীর্যবান হয়ে সে অবস্থান করে এরূপ চিন্তা করে, চামড়া, অস্থি, অস্থিমজ্জাটুকু অবশিষ্ট থাকুক, আমার শরীরের মাংস ও রক্ত শুকিয়ে[৩৭] যাক, যে পর্যন্ত না পুরুষ দৃঢ়তা, পুরুষ-বীর্য, পুরুষ-পরাক্রম দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় সে পর্যন্ত বীর্যের বিশ্রাম থাকবে না।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টধর্ম প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"

৪. অশ্ব খলুঙ্ক সূত্র

১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি অষ্টবিধ উদ্দীপক[৩৮] অশ্ব, তাদের আট প্রকার দোষ, অষ্টবিধ উদ্দীপক পুরুষ এবং অষ্টবিধ পুরুষ-দোষ সম্পর্কে ভাষণ করব, তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি তা বিবৃত করছি।"

"যথা আজ্ঞা, প্রভু" বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, অষ্টবিধ উদ্দীপক অশ্ব এবং তাদের অষ্ট দোষ কী?

হে ভিক্ষুগণ, একটা উদ্দীপক অশ্ব সারথি দ্বারা প্রহৃত এবং উদ্দীপিত হয়ে যেতে দেয়া হয়, সারথি তাকে পশ্চাৎ থেকে ফিরায়, রথকে পাক দেয়। হে ভিক্ষুগণ, এরূপই উদ্দীপক অশ্ব। হে ভিক্ষুগণ, এটাই প্রথম অশ্বদোষ।

৩. পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো অশ্ব সারথি দ্বারা প্রহৃত এবং উদ্দীপিত হয়ে যেতে বলা হলে সে পেছন দিকে লাফ দেয়, পুনঃপুন সজোরে গাড়ির লোহার বেড়ায় আঘাত করে এবং ত্রিদণ্ড ভেঙে ফেলে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপই কোনো কোনো অশ্ব উদ্দীপিত। এটা দ্বিতীয় অশ্বদোষ।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো অশ্ব সারথি দ্বারা প্রহৃত ও উত্তেজিত হয়ে যেতে বলা হলে সে তার পেছনের অংশ দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড হতে বন্ধন মুক্ত করে এবং তা পদদলিত করে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপই উত্তেজিত অশ্ব। এটা তার তৃতীয় দোষ।

৫. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো অশ্ব সারথি দ্বারা প্রহৃত ও উত্তেজিত হয়ে যেতে বলা হলে সে উন্মার্গ (ভুল পথ) গ্রহণ করে এবং তির্যক্‌ভাবে[৩৯] রথকে বিপথে নিয়ে যায়। এরূপই হে ভিক্ষুগণ, উত্তেজিত অশ্ব। এটা তার চতুর্থ দোষ।

৬. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো অশ্ব সারথি দ্বারা প্রহৃত ও উত্তেজিত হয়ে যেতে বলা হলে সে শরীরের সামনের অংশ নিক্ষেপ করে, সামনের পা তুলে ফেলে। এরূপই হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো অশ্ব সারথি দ্বারা উত্তেজিত। এটা তার পঞ্চম দোষ।

৭. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো অশ্ব প্রহৃত ও উত্তেজিত হয়ে যেতে বলা হলে সারথির অসতর্কতায় সে লাগামের লৌহময় অংশ দাঁত দ্বারা চিবায়[৪০] এবং এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। হে ভিক্ষুগণ, এটা তার ষষ্ঠ দোষ।

৮. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো অশ্ব সারথি দ্বারা প্রহৃত, উত্তেজিত হয়ে যেতে বলা হলে সে সামনে কিংবা পশ্চাতে না গিয়ে থেমে থাকে এবং স্তম্ভ সদৃশ দাঁড়িয়ে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এটা তার সপ্তম দোষ।

৯. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো অশ্ব সারথি দ্বারা প্রহৃত, উত্তেজিত হয়ে যেতে বলা হলে সে সামনের ও পেছনের পা একত্র করে সেই চার পায়ের উপরই বসে পড়ে। এরূপই উত্তেজিত অশ্ব এবং এটা তার অষ্টম

দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই হলো অষ্টবিধ উত্তেজিত অশ্ব ও অশ্বদোষ।

১০. এবং হে ভিক্ষুগণ, অষ্টবিধ উত্তেজিত পুরুষ এবং তাদের অষ্ট দোষ কী কী?

এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে আপত্তির (দোষের) জন্য তিরস্কার করে এবং সে এভাবে তিরস্কৃত হয়ে বিষয়টি বিস্মৃতিশীলতার অজুহাত এড়িয়ে যায় এ বলে : "আমার স্মরণ নেই। আমার স্মরণ নেই," যেমন হে ভিক্ষুগণ, উত্তেজিত অশ্বকে যেতে বলা হলে সারথি দ্বারা প্রহৃত এবং উত্তেজিত হয়ে পেছনে ফিরে, রথকে ঘুরায়; হে ভিক্ষু, এই ব্যক্তিকে আমি তাদৃশ বলে অভিহিত করি। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উত্তেজিত পুরুষ এরূপ এবং এটা তার প্রথম দোষ।

১১. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ কোনো ব্যক্তিকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করে এবং সে এভাবে তিরস্কৃত হয়ে তিরস্কারকারীকে চিন্তা না করেই হঠাৎ বলে ফেলে, "অজ্ঞ, বোকা, আপনার কথা বলার কী অধিকার আছে? আপনি কেন মনে করেন যে, আপনার কথা বলা উচিত?" হে ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো উত্তেজিত অশ্ব পেছনে লাফ দেয় এবং পুনঃপুন সজোরে রথের লোহার বেড়ায় আঘাত করে, ত্রিদণ্ড ভেঙ্গে ফেলে, হে ভিক্ষুগণ, এই পুদ্গলও তাদৃশ, আমি বলি। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উত্তেজিত পুরুষ এরূপ এবং এটা তার দ্বিতীয় দোষ।

১২. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ কোনো ভিক্ষুকে দোষের জন্য তিরস্কার করে এবং সে এভাবে তিরস্কৃত হয়ে তিরস্কারকারীকে প্রতিবাদ করে, "বেশ ভালো, আপনিও এরূপ এরূপ দোষ করেছেন। আপনাকেই প্রথম সংশোধন করা উচিত।" হে ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো অশ্ব সারথি দ্বারা প্রহৃত ও উত্তেজিত হয়ে যেতে বলা হলে সে তার পেছনের অংশ দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড হতে বন্ধন মুক্ত করে, হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি এই ব্যক্তিও তাদৃশ। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুরুষ যে উত্তেজিত তা এরূপ এবং এটা তার তৃতীয় দোষ।

১৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ কোনো কোনো ভিক্ষুকে দোষের জন্য তিরস্কার করে এবং সে এভাবে তিরস্কৃত হয়ে অন্য প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নটি এড়িয়ে যায়, বিষয়টি একদিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং ক্রোধ, বিদ্বেষ ও মুখভারিতা[৪১] প্রকাশ করে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো উত্তেজিত অশ্ব সারথি কর্তৃক প্রহৃত হয়ে যেতে বলা হলে সে ভুল পথ গ্রহণ করে চলে এবং রথকে বিপথে নিয়ে যায়, আমি বলি এই ব্যক্তিও তাদৃশ। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো

পুরুষ যে উত্তেজিত তা এরূপ। হে ভিক্ষুগণ, এটা তার চতুর্থ দোষ।

১৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা ভিক্ষুকে দোষের জন্য তিরস্কার করে। সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণ দ্বারা আপত্তির জন্য তিরস্কৃত হয়ে সংঘমধ্যে ব্যাপক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা কথাবার্তা উত্থাপন করে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো উত্তেজিত অশ্বকে সারথি কর্তৃক প্রহৃত হয়ে যেতে বলা হলে সে শরীরের সামনের অংশ সামনের পা তুলে ফেলে। হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, এই ব্যক্তিও তাদৃশ। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুরুষ যে উত্তেজিত তা এরূপ। হে ভিক্ষুগণ, এটা তার পঞ্চম দোষ।

১৫. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করে। ভিক্ষুগণ দ্বারা দোষের জন্য তিরস্কৃত হয়ে সে ভিক্ষু সংঘকে ভ্রূক্ষেপ করে না কিংবা তার তিরস্কারকারীকে লক্ষ করে না, কিন্তু অপরাধীর[৪২] ন্যায় এলোমেলোভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। যেমন হে ভিক্ষুগণ, উত্তেজিত অশ্ব সারথির অসতর্কতায় লাগামের লৌহময় অংশ দাঁত দ্বারা চিবায় এবং এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়, হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, এই ব্যক্তিও তাদৃশ। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুরুষ যে উত্তেজিত তা এরূপ। হে ভিক্ষুগণ, এটা তার ষষ্ঠ দোষ।

১৬. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা ভিক্ষুকে দোষের জন্য তিরস্কার করে। সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণ দ্বারা আপত্তির জন্য তিরস্কৃত হয়ে বলে : "কিন্তু আমি কোনো দোষ করিনি, না, না, আমি দোষী নই।" সে তূষ্ণীম্ভাব দ্বারা সংঘকে বিরক্তি প্রদান করে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, কোনো উত্তেজিত অশ্বকে প্রহৃত হয়ে যেতে বলা হলে সে সামনের দিকেও গমন করে না কিংবা পেছনের দিকেও গমন করে না কিন্তু থেমে যায় এবং স্তম্ভ সদৃশ দাঁড়িয়ে থাকে, হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, এই ব্যক্তিও তাদৃশ। হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুরুষ যে উত্তেজিত তা এরূপ। হে ভিক্ষুগণ, এটা তার সপ্তম দোষ।

১৭. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা ভিক্ষুকে আপত্তির জন্য তিরস্কার করে। ভিক্ষুগণ দ্বারা দোষের জন্য তিরস্কৃত হয়ে সে বলে : "শ্রদ্ধেয় আয়ুষ্মানগণ, আপনারা আমার জন্য এত চিন্তিত কেন? এখন থেকে আমি শিক্ষাপদসমূহ অস্বীকার করব এবং হীনলোকে প্রত্যাবর্তন করব।" এবং যখন সে হীনলোকে প্রত্যাবর্তন করল সে বলল, "শ্রদ্ধেয় আয়ুষ্মানগণ, এখন আপনারা সন্তুষ্ট হোন!" হে ভিক্ষুগণ, যেমন : সারথি দ্বারা প্রহৃত, উত্তেজিত হয়ে কোনো অশ্বকে যেতে বলা হলে সে সামনের পেছনের পা একত্র করে চার পায়ের উপর বসে পড়ে, হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, এই পুদ্গলটি তাদৃশ। হে

ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুরুষ যে উত্তেজিত তা এরূপ। হে ভিক্ষুগণ, এটা তার অষ্টম দোষ।

হে ভিক্ষুগণ, এই হলো অষ্টবিধ পুরুষ ও অষ্টবিধ পুরুষদোষ।"

৫. মল সূত্র

১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকার মল। আট কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, পুনঃপুন আবৃত্তি না করা মন্ত্রের মল; অনুত্থান গৃহমল; অলসতা সৌন্দর্যমল; প্রমাদ (অসতর্কতা) পাহারাদারের মল; দুরাচরণ স্ত্রীমল; মাৎসর্য দানমল; হে ভিক্ষুগণ, পাপ এবং অকুশল ধর্ম ইহ ও পরলোকের মল; কিন্তু এগুলো থেকেও অধিকতর মল আছে, অবিদ্যা পরম মল।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই অষ্ট মল।

পুনঃপুন অনধ্যয়ন হয় মন্ত্রমল, গৃহমল অনুত্থান,
শরীর মল আলস্য, রক্ষণমল হয় যে প্রমাদ,
স্ত্রীমল দুশ্চরিত্র, দানমল কৃপণতা,
ইহ ও পরলোকের মল পাপাচরণ,
এসব মল হতে অধিক মল অবিদ্যা,
সর্বাপেক্ষা পরমমল[৪৩] হয় যে অবিদ্যা।"

৬. দূত্য সূত্র

১৬.১. হে ভিক্ষুগণ, অষ্ট গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু দূত হিসাবে প্রেরণ যোগ্য। আট কী কী?

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু শ্রোতা ও অপরকে শ্রবণে নিযুক্তকারী উভয়ই; একজন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক; একজন জ্ঞাতা ও ব্যাখ্যাকারক; মিল হতে অমিল উপলব্ধিতে দক্ষ এবং কলহকারী নহে।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু দূত হিসাবে প্রেরণযোগ্য।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অষ্টগুণে গুণান্বিত সারিপুত্র তদ্রূপ দূত হিসাবে প্রেরণযোগ্য। অষ্ট গুণ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র একজন শ্রোতা ও অপরকে শ্রবণে নিয়োগকারী; একজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক; একজন জ্ঞাতা ও ব্যাখ্যাকারক; মিল হতে অমিল উপলব্ধিতে দক্ষ এবং কলহকারী নহে।

হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র এই অষ্টগুণে গুণান্বিত দূত হিসাবে প্রেরণযোগ্য।

যিনি না হন কম্পিত[৪৪] প্রাপ্ত হয়ে উগ্রবাদী পরিষদ,
না হন ব্যর্থ উপদেশ দানে কিংবা করেন না আচ্ছাদন
সুগতের শাসন; অসন্ধিগ্ধভাবে[৪৫] করেন ভাষণ,
হলেও জিজ্ঞাসিত না হন কোপিত,
সেই ভিক্ষুই হন যোগ্য গমনে দূতকার্যে।"

৭. প্রথম বন্ধন সূত্র

১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, অষ্টবিধ উপায়ে একজন স্ত্রীলোক পুরুষকে অভিভূত করে। আট কী কী?

২. একজন স্ত্রীলোক পুরুষকে রূপ দ্বারা, হাসি দ্বারা, কথা দ্বারা, গান দ্বারা, অশ্রু দ্বারা, পোষাক দ্বারা, বন হতে সংগৃহীত পুষ্প-ফলাদি[৪৬] দ্বারা, স্পর্শ দ্বারা অভিভূত করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ উপায়ে স্ত্রীলোক পুরুষকে অভিভূত করে। এগুলো দ্বারা আবদ্ধ জীব ফাঁদে পড়ে।"

৮. দ্বিতীয় বন্ধন সূত্র

১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অষ্টবিধ উপায়ে পুরুষ স্ত্রীলোককে অভিভূত করে। আট কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, রূপ দ্বারা, হাসি দ্বারা, কথার দ্বারা, গান দ্বারা, অশ্রু দ্বারা, পোষাক দ্বারা, বন হতে সংগৃহীত পুষ্প-ফলাদি দ্বারা, স্পর্শ দ্বারা পুরুষ স্ত্রীলোককে অভিভূত করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ উপায়ে পুরুষ স্ত্রীলোককে অভিভূত করে। এগুলো দ্বারা আবদ্ধ জীব পাশাবদ্ধ হয়।"

৯. পহারাদ সূত্র

১৯.১. একসময় ভগবান বৈরঞ্জায় নলেরু নিম্ববৃক্ষ[৪৭] মূলে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজ পহারাদ[৪৮] ভগবানের সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে স্থিত হন। এক প্রান্তে স্থিত অসুর রাজ পহারাদকে ভগবান বলেন, "পহারাদ, আমি মনে করি যে, অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়?" "হ্যাঁ ভন্তে, তারা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।" "কিন্তু পহারাদ, কী পরিমাণ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় মহাসমুদ্রে আছে যেগুলো দেখে তারা অভিরমিত হয়?, "ভন্তে, মহাসমুদ্রে আটটি আশ্চর্যজনক বিষয় আছে যেগুলো দর্শন করে করে অসুরগণ অভিরমিত হয়। আটটি কী

কী?

২. প্রভু, মহাসমুদ্র ক্রমশ ঢালু হয়ে যায়, ক্রমশ নেমে যায়, ক্রমশ এক পার্শ্বে ফেলে রাখে পাহাড়াদির খাড়া দিক সদৃশ কোনো খাড়াইভাব ছাড়া। প্রভু, মহাসমুদ্র যে ক্রমশ ঢালু হয়ে যায়, ক্রমশ নেমে যায়, পাহাড়াদির খাড়া দিক সদৃশ কোনো খাড়াইভাব না থাকা; এটাই প্রথম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

৩. পুনশ্চ ভন্তে, মহাসমুদ্র স্থির। এটা এর সীমা পদদলিত করে না। ভন্তে, মহাসমুদ্র যে স্থিতধর্মী, বেলাভূমি অতিক্রম করে না, ভন্তে, এটা দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

৪. পুনঃ ভন্তে, মহাসমুদ্রে মৃতদেহ মিলিত হয় না। যেকোনো ধরনের মৃতদেহ মহাসমুদ্রে পতিত হোক না কেন, তা অতি শীঘ্র তীরে এবং স্থলভাগে স্তূপীকৃত হয়। ভন্তে, মহাসমুদ্রে যে মৃতদেহ মিলিত হয় না, যেকোনো ধরনের মৃতদেহ মহাসমুদ্রে পতিত হোক তা অতি শীঘ্র তীরে স্থলভাগে[৪৯] স্তূপীকৃত হয় তা তৃতীয় আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

৫. পুনঃ ভন্তে, যে সকল মহানদী যেমন গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে তাদের পূর্ব নাম, গোত্র হারিয়ে যায় এবং শুধু মাত্র মহাসমুদ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। ভন্তে, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহীর[৫০] ন্যায় মহানদীসমূহ যে মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে তাদের পূর্ব নাম, গোত্র[৫১] হারিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র মহাসমুদ্র হিসাবে বিবেচিত হয় তা চতুর্থ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

৬. প্রভু, যদিও জগতের সকল ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং আকাশ হতে যে বৃষ্টির ধারা বর্ষিত হয়, তদ্বারা মহাসমুদ্রের শূন্যতা বা পূর্ণতার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। প্রভু, যদিও জগতের সকল ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে প্রবাহিত এবং অন্তরীক্ষে যে বারিধারা বর্ষিত হয় তদ্বারা মহাসমুদ্রের শূন্যতা বা পূর্ণতার যেকোনো ব্যাঘাত ঘটে না তা মহাসমুদ্রের পঞ্চম আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

৭. পুনঃ ভন্তে, মহাসমুদ্রের একটি মাত্র রস, লবণ রস। ভন্তে, মহাসমুদ্রের যে একটি মাত্র রস[৫২] লবণ রস, এটা মহাসমুদ্রের ষষ্ঠ আশ্চর্য ও

অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

৮. পুনঃ প্রভু, মহাসমুদ্র নানাবিধ সম্পদের সঞ্চয়াগার[৫৩] তথায় এসব সম্পদ বিদ্যমান; মুক্তা[৫৪], মণি[৫৫], উজ্জ্বল নীল বর্ণের প্রস্তর[৫৬] শঙ্খ[৫৭], স্ফটিক মণি, প্রবাল[৫৮], রৌপ্য, স্বর্ণ, লোহিতঙ্ক ও বিভিন্ন রঙের মণি। প্রভু, মহাসমুদ্র যে নানাবিধ সম্পদের সঞ্চয়াগার, তথায় এসব সম্পদ বিদ্যমান, মুক্তা, মণি উজ্জ্বল নীল বর্ণের প্রস্তর, শঙ্খ, স্ফটিক, মণি, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, লোহিতঙ্ক ও বিভিন্ন রঙের মণি, এটা মহাসমুদ্রের সপ্তম আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

৯. পুনঃ ভন্তে, মহাসমুদ্র বিশাল আকার প্রাণীদের আবাস। তথায় তিমি তিমিঙ্গল এবং তিমিতিমিঙ্গল[৫৯] রয়েছে; তথায় আছে অসুর, নাগ[৬০] এবং গন্ধর্ব[৬১]. মহাসমুদ্রে আছে শত যোজন দীর্ঘ জীব, দ্বিশত যোজন, ত্রিশত, চতুর্শত, পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ জীব। ভন্তে, মহাসমুদ্র যে বিশাল আকার প্রাণীদের আবাস, তথায় তিমি, তিমিঙ্গল, তিমিতিমিঙ্গল রয়েছে; রয়েছে অসুর, নাগ, গন্ধর্ব; মহাসমুদ্রে আছে শত যোজন দীর্ঘ জীব, দ্বি-শত, ত্রিশত, চতুর্শত, পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ জীব, এটা মহাসমুদ্রের অষ্টম আশ্চর্য, অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

ভন্তে, এই অষ্টবিধ আশ্চর্য অদ্ভুত বিষয় দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়। আমি মনে করি ভন্তে, এই ধর্মবিনয়ে ভিক্ষুগণ অভিরমিত।" "হ্যাঁ পহারাদ, এই ধর্মবিনয়ে ভিক্ষুগণ অভিরমিত।" "কিন্তু ভন্তে, এই ধর্মবিনয়ে কীরূপ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা অভিরমিত হন?"

১০. "পহারাদ, এই ধর্মবিনয়ে আটটি আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়। আট কী কী?

১১. যেমন পহারাদ, মহাসমুদ্র ক্রমশ ঢালু হয়ে যায়, ক্রমশ দূরে চলে যায়, পাহাড়াদির খাড়া দিক সদৃশ কোনো খাড়াইভাব ছাড়া ক্রমশ এক পার্শ্বে পড়ে থাকে, ঠিক তদ্রূপ, এই ধর্মবিনয়ে আকস্মিকতা বিহীন আনুপূর্বিক শিক্ষা,[৬২] আনুপূর্বিক ক্রিয়া (অনুশীলন), আনুপূর্বিক প্রতিপদা (উন্নতি) আছে যেমন অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধি। পহারাদ এই ধর্মবিনয়ে যে আনুপূর্বিক শিক্ষা, আনুপূর্বিক অনুশীলন, আনুপূর্বিক প্রতিপদা আছে, এটা এই ধর্মবিনয়ের প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করেই ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

১২. পহারাদ, মহাসমুদ্র যেমন স্থির, এর সীমানা অতিক্রম করে না, ঠিক

তদ্রূপ পহারাদ, আমাকর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ আমার শ্রাবকগণ[৬৩] জীবনের বিনিময়েও লঙ্ঘন করে না। পহারাদ, আমা দ্বারা প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ যে আমার শ্রাবকগণ জীবনের বিনিময়েও লঙ্ঘন করে না—এটা এই ধর্মবিনয়ের দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করেই ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

১৩. যেমন, পহারাদ, মহাসমুদ্রে কোনো মৃতদেহ থাকতে পারে না, কোনো ধরনের মৃতদেহ পতিত হলে তা শীঘ্রই তীরে স্থলভাগে স্তূপীকৃত হয়; তদ্রূপ পহারাদ, দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি, সন্দিগ্ধ আচারসম্পন্ন, গোপনে কর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের প্রতিজ্ঞাকারী, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের প্রতিজ্ঞাকারী, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক এবং অধম,[৬৪] সংঘমধ্যে এ ধরনের পুদ্গল মিলিত হয় না, কিন্তু অতি শীঘ্র একত্রিত হয়ে তাকে বহিষ্কার[৬৫] করে দেয়। যদিও সে একত্রিত সংঘের মধ্যে উপবিষ্ট থাকে তথাপি সে সংঘ হতে বহু দূরে এবং সংঘ তা হতে বহু দূরে।... এটা ধর্মবিনয়ের তৃতীয় আশ্চর্যজনক অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

১৪. যেমন পহারাদ, যে সকল মহানদী আছে, যেমন : গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী তৎসমুদয় মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে তাদের পূর্ব নাম, গোত্র হারিয়ে ফেলে এবং শুধু মাত্র মহাসমুদ্র হিসাবেই বিবেচিত হয়; তদ্রূপ, পহারাদ, এ চার বর্ণ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র[৬৬] তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে তাদের পূর্ব নাম, গোত্র পরিহার করে শুধু মাত্র শাক্য[৬৭] পুত্রীয় শ্রমণ হিসাবে বিবেচিত হয়। পহারাদ, এ চার বর্ণ যেমন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র যে তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে তাদের পূর্ব নাম, গোত্র পরিহার করে শুধুমাত্র শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হিসাবে বিবেচিত হয়—এটা এই ধর্মবিনয়ের চতুর্থ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

১৫. যেমন পহারাদ, যদিও জগতের সকল ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে পতিত হয় এবং অন্তরীক্ষে যে বারিধারা বর্ষিত হয় তদ্বারা মহাসমুদ্রের শূন্যতা বা পূর্ণতার কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না; তদ্রূপ পহারাদ, বহু সংখ্যক ভিক্ষু অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়, নির্বাণধাতুর শূন্যতা বা পূর্ণতার উপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। পহারাদ, বহু সংখ্যক ভিক্ষু অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হলে নির্বাণ ধাতুর শূন্যতা বা

পূর্ণতার উপর যেকোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, পহারাদ, এটা এই ধর্মবিনয়ের পঞ্চম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

১৬. যেমন পহারাদ, মহাসমুদ্রের এক রস লবণ রস; তদ্রূপ পহারাদ, এই ধর্মবিনয়ে এক রস বিমুক্তি রস। পহারাদ, এই ধর্মবিনয়ে যে একরস বিমুক্তিরস, পহারাদ, তা এই ধর্মবিনয়ের ষষ্ঠ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

১৭. যেমন পহারাদ, মহাসমুদ্র নানাবিধ মূল্যবান সম্পদের সঞ্চয়াগার, তথায় এসব সম্পদ বিদ্যমান—মুক্তা, মণি উজ্জ্বল নীল বর্ণের প্রস্তর, শঙ্খ, স্ফটিক, মণি, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, লোহিতঙ্ক ও বিভিন্ন রঙের মণি; তদ্রূপ পহারাদ, এই ধর্মবিনয়ে আছে অনেক, নানাবিধ রত্ন, চার স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। পহারাদ, এই ধর্মবিনয়ে যে অনেক, নানাবিধ রত্ন যেমন চার স্মৃতিপ্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ[৬৮] আছে, পহারাদ, এটা এই ধর্মবিনয়ের সপ্তম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

১৮. যেমন পহারাদ, মহাসমুদ্র বিশাল বিশাল প্রাণীদের আবাসস্থল। তথায় বাস করে তিমি, তিমিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব; মহাসমুদ্রে আছে শত যোজন, দ্বি-শত যোজন, ত্রিশত, চতুর্শত, পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ জীব; তদ্রূপ পহারাদ, এই ধর্মবিনয় মহৎ সত্ত্বদের আবাস, তথায় আছে এসব ভূত, স্রোতাপন্ন এবং স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, সকৃদাগামী এবং সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, অনাগামী এবং অনাগামীফল প্রত্যক্ষক্রিয়া, প্রতিপন্ন, অর্হৎ এবং অর্হত্ত্বে প্রতিপন্ন; পহারাদ এটাই এই ধর্মবিনয়ের অষ্টম আশ্চর্যজনক অদ্ভুত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ করে করেই ভিক্ষুগণ এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

পহারাদ, এগুলিই এই ধর্মবিনয়ের অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুগণ এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।”

১০. উপোসথ সূত্র

২০.১. আমার এরূপ[৬৯] শ্রুত হয়েছে, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা[৭০] নির্মিত প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে

ভগবান উপোসথ[৭১] দিবসে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট হন। তখন শ্রদ্ধেয় আনন্দ রাত্রি যখন অধিক অতিবাহিত হলো এবং রাত্রির প্রথম ভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল তিনি নিজ আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরাসংঘ একাংশ করে ভগবানের প্রতি অঞ্জলি নিবেদন করে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, রাত্রি অনেক অতিবাহিত হয়েছে; রাত্রির প্রথম যাম অতিক্রান্ত, ভিক্ষুসংঘ চির উপবিষ্ট। ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।" শ্রদ্ধেয় আনন্দ এরূপ বললেন। কিন্তু ভগবান নীরব রইলেন।

২. দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান আনন্দ রাত্রি যখন অনেক অতিবাহিত হলো এবং রাত্রির মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তিনি আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরাসংঘ একাংশ করে ভগবানের প্রতি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বন্দনা নিবেদন করে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে রাত অনেক দূর অতিবাহিত হয়েছে, রাত্রির মধ্যমযাম অতিক্রান্ত; ভিক্ষুসংঘ চির উপবিষ্ট। ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুগণকে প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করুন।" দ্বিতীয়বারও ভগবান তূষ্ণীভূত রইলেন।

৩. তৃতীয়বারও শ্রদ্ধেয় আনন্দ রাত্রি যখন অনেক দূর অতিবাহিত হলো এবং রাত্রির শেষ যাম অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তখন তিনি আসন হতে উঠলেন উত্তরাসংঘ একাংশ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে এরূপ নিবেদন করলেন, "ভন্তে, রাত অনেক দূর অতিবাহিত হয়েছে, রাত্রির শেষ যাম অতিক্রান্ত; ভিক্ষুসংঘ চির উপবিষ্ট। ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুসংঘকে প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করুন।" "হে আনন্দ, পরিষদ অপরিশুদ্ধ।"

৪. তখন শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়নের মনে এ প্রশ্নটির উদ্রেক হলো, "কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গে ভগবান বললেন, "আনন্দ, পরিষদ অপরিশুদ্ধ?" অতঃপর আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন চিত্ত দ্বারা সেই ভিক্ষুদের সবার চিত্ত মনস্কার করলেন (উপলব্ধি করলেন)। শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়ন[৭২] ভিক্ষুসংঘের মধ্যে দুঃশীল, পাপী, অশুচি, সন্দিগ্ধ আচারযুক্ত, প্রতিচ্ছন্নে কর্ম সম্পাদনকারী অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের দাবিদার, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের দাবিদার, হাড়ে হাড়ে পচা, কামুক, হীন ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। আয়ুষ্মান মোদ্গাল্যায়ন আসন হতে উঠে সেই পুদ্গালের নিকট গেলেন। উপস্থিত হয়ে সেই ব্যক্তিকে বললেন, "বন্ধু, উঠুন, আপনাকে ভগবান দেখে ফেলেছেন, ভিক্ষুসংঘের সাথে আপনার সঙ্গ হবে না।" যখন তিনি এ কথা বলেন সেই ব্যক্তি নীরব রইল। দ্বিতীয়বারও শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গাল্যায়ন তাকে একই কথা

বলেন এবং দ্বিতীয়বারও সেই ব্যক্তি নীরব রইল। তৃতীয়বারও শ্রদ্ধেয় মহামোদ্গল্যায়ন তাকে একই কথাই বললেন এবং তৃতীয়বারও সেই ব্যক্তি নীরব রইল।

৫. তৎপর আয়ুষ্মান মহামোদ্গ্যায়ন এই ব্যক্তিকে বাহুতে ধরে দরজার বাইরে বের করে দিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, সেই ব্যক্তি আমা কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়েছে। পরিষদ এখন পরিশুদ্ধ। ভন্তে ভগবান, আপনি প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।" "আশ্চর্য, মোদ্গল্যায়ন, সেই মূর্খ ব্যক্তি বাহুতে ধরে বের করে না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল! অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন :

৬. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা উপোসথ প্রতিপালন করবে, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে। এখন থেকে এবং অদ্য আমি প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করব না। যেহেতু ভিক্ষুগণ, এটা অসম্ভব, এটা হতে পারে না যে, তথাগতের অপরিশুদ্ধ পরিষদে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির অবকাশ রয়েছে।

৭. হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে এই অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় রয়েছে যেগুলো দেখে দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। আট কী কী?

হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র ক্রমশ ঢালু, ক্রমশ নেমে যায়, পাহাড়াদির কোনো খাড়া দিক সদৃশ কোনো খাড়াইভাব ছাড়া ক্রমশ এক পার্শ্বে পড়ে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যে ক্রমশ ঢালু, ক্রমশ নেমে যায়, পাহাড়াদির খাড়া দিক সদৃশ কোনো খাড়াইভাব থাকে না, এটাই হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের প্রথম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দেখে দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র স্থির। এটা এর সীমা পদদলিত করে না। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যে স্থিতধর্মী, বেলাভূমি অতিক্রম করে না; হে ভিক্ষুগণ, এটা দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে মৃতদেহ মিলিত হয় না। যেকোনো ধরনের মৃতদেহ মহাসমুদ্রে পতিত হোক না কেন, তা অতি শীঘ্র তীরে এবং স্থলভাগে স্তূপীকৃত হয়। ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে যে মৃতদেহ মিলিত হয় না, যেকোনো ধরনের মৃতদেহ পতিত হোক, তা অতি শীঘ্র তীরে স্থলভাগে স্তূপীকৃত হয় তা তৃতীয় আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, যে সকল মহানদী যেমন- গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে তাদের পূর্বনাম, গোত্র হারিয়ে যায় এবং

শুধুমাত্র মহাসমুদ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহীর ন্যায় মহানদীসমূহ যে মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে হারিয়ে যায় এবং তাদের পূর্বনাম, গোত্র হারিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র মহাসমুদ্র হিসাবে বিবেচিত হয় তা চতুর্থ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, যদিও জগতের সকল ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং আকাশ হতে যে বৃষ্টির ধারা বর্ষিত হয়, তদ্বারা মহাসমুদ্রের শূন্যতা বা পূর্ণতার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। ভিক্ষুগণ, যদিও জগতের সকল ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং অন্তরীক্ষে যে বারিধারা বর্ষিত হয় তদ্বারা মহাসমুদ্রের শূন্যতা বা পূর্ণতার যেকোনো ব্যাঘাত ঘটে না তা মহাসমুদ্রের পঞ্চম আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের একটি মাত্র রস লবণ রস, এটা মহাসমুদ্রের ষষ্ঠ আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রের অসুরগণ অভিরমিত হয়।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র নানাবিধ সম্পদের সঞ্চয়াগার, তথায় এসব সম্পদ বিদ্যমান; মুক্তা, মণি, উজ্জ্বল নীল বর্ণের প্রস্তর, শঙ্খ, স্ফটিক মণি, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, লোহিতঙ্ক ও বিভিন্ন রঙের মণি। এটা মহাসমুদ্রের সপ্তম আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিষয় যা দর্শন করে করে মহাসমুদ্রে অসুরগণ অভিরমিত হয়।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র বিশালকায় প্রাণীদের আবাস। তথায় রয়েছে তিমি, তিমিঙ্গল, তিমিতিঙ্গল; তথায় আছে অসুর, নাগ এবং গন্ধর্ব। মহাসমুদ্রে আছে শত যোজন, দ্বিশত, ত্রি-শত, চতুর্শত, পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ জীব। হে ভিক্ষুগণ, "মহাসমুদ্র যে বিশালকায় প্রাণীদের আবাস, তথায় রয়েছে তিমিতিমিঙ্গল, তিমিরমিঙ্গল; রয়েছে অসুর, নাগ, গন্ধর্ব; মহাসমুদ্রে আছে শত যোজন, দ্বি-শত, ত্রি-শত, চতুর্শত, পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ জীব। এটা মহাসমুদ্রের অষ্টম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দেখে দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের এই অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা দেখে দেখে অসুরগণ মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

৮. তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ে অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ধর্ম আছে, যেগুলি প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

আট কী কী?

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র ক্রমশ ঢালু, ক্রমশ দূরে চলে যায়, পাহাড়াদির খাড়া দিক সদৃশ কোনো খাড়াইভাব ছাড়া ক্রমশ এক পার্শ্বে থাকে, ঠিক তদ্রূপ, এই ধর্মবিনয়ে আছে আনুপূর্বিক শিক্ষা, আনুপূর্বিক অনুশীলন, আনুপূর্বিক প্রতিপদা (উন্নতি), পরিজ্ঞান (সর্বোচ্চ জ্ঞান) উপলব্ধি ব্যতীত কোনো আকস্মিকতা থাকে না। এটা ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ের প্রথম আশ্চর্যজনক অদ্ভুত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যেমন স্থির, এর সীমানা অতিক্রম করে না। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, আমা কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ আমার শ্রাবকগণ জীবনের বিনিময়েও লঙ্ঘন করে না। ভিক্ষুগণ, আমা দ্বারা প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ যে আমার শ্রাবকগণ জীবনের বিনিময়েও লঙ্ঘন করে না, এটা এই ধর্মবিনয়ের আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করেই ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রে কোনো মৃতদেহ থাকতে পারে না, কোনো ধরনের মৃতদেহ পতিত হলে তা শীঘ্রই তীরে স্থলভাগে স্তূপীকৃত হয়; তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীল, পাপধর্মী, অশুচি, সন্দিগ্ধ আচারসম্পন্ন, গোপনে কর্ম সম্পাদনকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণত্বের প্রতিজ্ঞাকারী, অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্বের প্রতিজ্ঞাকারী, হাড়ে হাড়ে পচা কামুক এবং অধম, সংঘ মধ্যে এ ধরনের পুদ্গল মিলিত হয় না, কিন্তু অতি শীঘ্র একত্রিত হয়ে তাকে বহিষ্কার করে দেয়। যদিও সে একত্রিত হয় সংঘের মধ্যে, উপবিষ্ট থাকে তথাপি সে সংঘ হতে বহু দূরে এবং সংঘ তা হতে বহু দূরে। এটা এই ধর্মবিনয়ের তৃতীয় আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, যে সকল মহানদী আছে, যেমস : গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী, তৎসমুদয় মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে তাদের পূর্বনাম, গোত্র হারিয়ে ফেলে এবং শুধুমাত্র মহাসমুদ্র হিসাবেই বিবেচিত হয়, তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, এ চারবর্ণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে তাদের পূর্ব নাম, গোত্র পরিহার করে শুধুমাত্র শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হিসাবে বিবেচিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এ চারবর্ণ যেমন- ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র যে তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে তাদের পূর্বনাম, গোত্র, পরিহার

করে শুধু মাত্র শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হিসাবে বিবেচিত হয়—এটা এই ধর্মবিনয়ের চতুর্থ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই বিনয়ে অভিরমিত হয়।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, যদিও জগতের সকল ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে পতিত হয় এবং অন্তরীক্ষে যে বারিধারা বর্ষিত হয় তদ্বারা মহাসমুদ্রের শূন্যতা বা পূর্ণতার কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না; তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, বহু সংখ্যক ভিক্ষু অনুপাদিসেস নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়, নির্বাণ ধাতুর শূন্যতা বা পূর্ণতার উপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ভিক্ষুগণ, বহু সংখ্যক ভিক্ষু অনুপাদিসেস নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হলে নির্বাণ ধাতুর শূন্যতা বা পূর্ণতার উপর যেকোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, হে ভিক্ষুগণ, এটা এই ধর্মবিনয়ের পঞ্চম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্রের এক রস লবণ রস, তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ের একরস বিমুক্তি রস, ভিক্ষুগণ, তা এই ধর্মবিনয়ের ষষ্ঠ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত বিষয় যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র নানাবিধ মূল্যবান সম্পদের সঞ্চয়াগার, তথায় এসব সম্পদ বিদ্যমান, মুক্তা, মণি, উজ্জ্বল নানা বর্ণের প্রস্তর, শঙ্খ, স্ফটিক মণি, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, লোহিতঙ্ক ও বিভিন্ন রঙের মণি; তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ে আছে অনেক, নানাবিধ রত্ন, চার স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ে যে অনেক, নানাবিধ রত্ন যেমন- চার স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আছে, হে ভিক্ষুগণ, এটা এই ধর্মবিনয়ের সপ্তম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

যেমন, হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র বিশাল বিশাল প্রাণীদের আবাস, তথায় বাস করে তিমিতিমিঙ্গল, তিমিরমিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব; মহাসমুদ্রে আছে শত যোজন, দ্বি-শত, ত্রি-শত, চতুর্শত, পঞ্চশত যোজন দীর্ঘ জীব; তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয় মহৎ সত্ত্বদের আবাস, তথায় আছে এসব সত্ত্ব, স্রোতাপন্ন এবং স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, সকৃদাগামী এবং সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, অনাগামী এবং অনাগামীফল প্রত্যক্ষ

ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, অর্হৎ এবং অর্হত্ত্বে প্রতিপন্ন। হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয় যে মহৎ সত্ত্বদের আবাস, তথায় আছে এসব সত্ত্বঃ স্রোতাপন্ন এবং স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, সকৃদাগামী এবং সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, অনাগামী এবং অনাগামী প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রতিপন্ন, অর্হৎ এবং অর্হত্ত্বে প্রতিপন্ন এটা এই ধর্মবিনয়ের অষ্টম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই এই ধর্মবিনয়ের অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ করে করে ভিক্ষুরা এই ধর্মবিনয়ে অভিরমিত হয়।"

[মহাবর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

বেরঞ্জ, সিংহ, উৎকৃষ্ট অশ্ব, উত্তেজক, মল
দূতযোগ্য, দ্বিবিধ বন্ধন, পহারাদ, উপোসথ।

১২. গৃহপতি বর্গ

১. প্রথম উগ্র সূত্র

২১.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, এটা সত্য বলে ধারণ কর যে, বৈশালীর গৃহপতি উগ্র[১] অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণযুক্ত।" ভগবান এরূপ বললেন, এটা বলে সুগত আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন।

৩. তৎপর জনৈক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর সঙ্গে নিয়ে বৈশালীর উগ্র গৃহপতির আলয়ে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁর জন্য প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। তৎপর বৈশালীর উগ্র গৃহপতি ভিক্ষুর সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট বৈশালীর উগ্র গৃহপতিকে সেই ভিক্ষু বলেন :

৪. "হে গৃহপতি, ভগবান কর্তৃক এটা ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, আপনি অষ্টবিধ গুণে গুণান্বিত যেগুলি আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত। ভগবৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত আপনি যে অষ্টবিধ গুণে গুণান্বিত সেগুলো কী কী?"

"না, প্রভু, ভগবৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ

সম্পর্কে আমি অবগত নই, তবে ভন্তে, অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ধর্ম যে বিদ্যমান সে বিষয়ে শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন, আমি তদ্বিষয়ে ভাষণ করছি।" "যথা আজ্ঞা, গৃহপতি" বলে সেই ভিক্ষু প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। বৈশালীর গৃহপতি বললেন :

৫. "ভন্তে, যখন আমি ভগবানকে প্রথম দর্শন করি, এমনকি অনেক দূর হতে, আমার অন্তর, ভন্তে, একমাত্র তাঁর দর্শনে প্রশান্ত হলো। এটাই ভন্তে, প্রথম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হলো। তখন ভন্তে, প্রসন্নচিত্তে আমি তৎ সন্নিকট গমন করি এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। ভগবান আমাকে আনুপূর্বিক ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন, যেমন : দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা, কাম-পরিভোগে দুঃখের কথা, অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্য প্রত্যাশিত সুখদায়ক ফল প্রকাশ করলেন[২]।

৬. যখন ভগবান জানলেন যে, আমার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, নীবরণ মুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল), প্রসন্ন হয়েছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করলেন, যথা : দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র যথাযথভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে। তেমনই সেই আসনেই আমার বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—"যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।" ভন্তে, সেই আমি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে, ধর্মতত্ত্ব লাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে প্রবিষ্ট হয়ে এবং সংশয় মুক্ত হয়ে, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হয়ে, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করে তখনই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ ও পঞ্চ ব্রাহ্মণের শিক্ষাপদ গ্রহণ করলাম। ভন্তে, এটা দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হলো।

৭. ভন্তে, তখন আমার চার সহধর্মিণী যুবতী বালিকারা ছিল। আমি তাদের নিকট গেলাম এবং তাদেরকে এরূপ বললাম, "ভগিনীগণ, আমি পঞ্চ ব্রাহ্মণের শিক্ষাপদ গ্রহণ করেছি। যে ইচ্ছা করে সে এস্থানে ভোগ সম্পদ উপভোগ করতে পারে, অথবা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে অথবা আপন জ্ঞাতিকুলে চলে যেতে পারে; অথবা এমন কোনো লোক কি আছে যাকে তোমরা ইচ্ছা কর আমি অর্পন করে দিতে পারি?" এবং যখন আমি কথা বলা বন্ধ করলাম, জ্যেষ্ঠা স্ত্রী আমাকে বলল, "আর্যে, আমাকে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে ফেলুন।" তখন আমি সে ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালাম এবং আমার স্ত্রীকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করে, দক্ষিণ হস্তে জল পাত্র ধারণ করে আমি সেই লোকটিকে ধৌত[৩] করে দিলাম (উৎসর্গ কর্ম সম্পাদন দ্বারা)। তথাপি আমার স্ত্রী হতে বিচ্ছিন্ন হতে বিন্দু মাত্র আমি ব্যর্থ হইনি। ভন্তে, এটা তৃতীয় আশ্চর্যজনক,

অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হয়েছিল।

৮. অধিকন্তু ভন্তে, আমার পরিবারে ধন-সম্পদ আছে, কিন্তু শীলবান এবং কল্যাণধর্মপরায়ণদের মধ্যে পক্ষপাতবিহীনভাবে[৪] ভাগ করে দেয়া হয়েছে। ভন্তে, এটা চতুর্থ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ।

৯. ভন্তে, যখন আমি একজন ভিক্ষুকে সম্মান করি, আমি তাঁকে বিনীতভাবে সেবা করি, শ্রদ্ধাবিহীন[৫] হয়ে নহে। ভন্তে, এটা পঞ্চম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ।

১০. ভন্তে, যদি শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু আমাকে ধর্ম ভাষণ করেন আমি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করি, অমনোযোগ সহকারে নহে। যদি তিনি আমাকে ধর্ম ভাষণ না করেন তাহলে আমিই তাঁকে ধর্ম ভাষণ করি। ভন্তে, এটা ষষ্ঠ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হয়েছিল।

১১. অধিকন্তু ভন্তে, দেবতাদের পক্ষে এটা অসাধারণ নহে আমার নিকট এসে ঘোষণা করা—"হে গৃহপতি, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত হয়েছে।" যখন তাঁরা এরূপ বলেন আমি উত্তর দিই, "ওহে দেবগণ, আপনারা বলুন বা না বলুন, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত!" তথাপি ভন্তে, এ ধরনের চিত্তের জন্য আমি উল্লাস[৬] অনুভব করি না, যেমন- "এসব দেবতা আমার নিকট আসেন বা আমি দেবগণের সাথে কথা বলি।" ভন্তে, এটা সপ্তম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ।

১২. ভন্তে, ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনের[৭] মধ্যে আমি কিঞ্চিৎ মাত্র আমার মধ্যে অপরিত্যক্ত দেখতে পাই না। ভন্তে, এটা অষ্টম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হলো।

ভন্তে, এই অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত ধর্ম আমাতে বিদ্যমান দেখি। কিন্তু, ভগবৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণের মধ্যে কয়টি গুণে আমি গুণান্বিত?"

১৩. তৎপর সেই ভিক্ষু বৈশালীর উগ্র গৃহপতির আবাস হতে পিণ্ডপাত (ভোজন) গ্রহণ করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। তখন সেই ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ হতে প্রত্যাবর্তন করে পিণ্ডপাত পরিভোগের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু বৈশালীর উগ্র গৃহপতির সাথে যেসব আলাপ-সালাপ হয়েছিল সেসব ভগবানের নিকট ব্যক্ত করেন।

১৪. (ভগবান বললেন,) "সাধু, সাধু, বৈশালীর উগ্র গৃহপতি বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যথার্থই ব্যাখ্যা করেছে; তথাপি হে ভিক্ষু, তিনি আমা

কর্তৃক অষ্টবিধ অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য ব্যাখ্যাত হয়েছেন। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ, এটা সত্য বলে ধারণা কর যে, বৈশালীর উগ্র গৃহপতি এরূপ আশ্চর্যজনক অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত।"

২. দ্বিতীয় উগ্র সূত্র

২২.১. একসময় ভগবান বজ্জিদের হত্থীগ্রামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, এটা সত্য বলে ধারণ কর যে, হত্থীগামের উগ্গ[৮] গৃহপতি অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণসম্পন্ন!" ভগবান এরূপ বললেন, এটা বলে সুগত আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করেন।

৩. তৎপর জনৈক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর সঙ্গে নিয়ে হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁর জন্য প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। অতঃপর হত্থীগামের গৃহপতি সেই ভিক্ষু সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতিকে সেই ভিক্ষু বললেন :

৪. "হে গৃহপতি, ভগবান কর্তৃক এটা ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, আপনি অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত। ভগবৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত আপনি যে আটটি গুণে গুণযুক্ত সেগুলি কী কী?"

"না প্রভু, ভগবৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ সম্পর্কে আমি অবহিত নই, তবে ভন্তে, অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যে বিদ্যমান তা শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন, আমি তদ্বিষয়ে ভাষণ করছি।" "যথা আজ্ঞা, গৃহপতি," বলে সেই ভিক্ষু প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতি বললেন :

৫. "ভন্তে, নাগবনে[৯] পর্যটনকালে ভগবানকে আমি যখন প্রথম দূর হতে দর্শন করি, ভন্তে, আমার অন্তর তাঁর দর্শনে প্রশান্ত হলো এবং আমার মাতলামিভাব দূরীভূত হলো। ভন্তে, এটাই প্রথম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হলো। তখন ভন্তে, আমি প্রসন্ন চিত্তে তাঁর নিকটে গমন করি এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ভগবান আমাকে আনুপূর্বিক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, যেমনদান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা, কাম-পরিভোগে দুঃখের কথা, অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং

নৈষ্ক্রম্যের সুখদায়ক ফল প্রকাশ করেন।

৬. যখন ভগবান জানলেন যে, আমার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল), প্রসন্ন হয়েছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করেন, যথা : দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র যথাযথভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, তেমনভাবেই সেই আসনেই আমার বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো, "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমুদয় নিরোধধর্মী।" ভন্তে, সেই আমি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে, ধর্মতত্ব লাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, শাস্তার শাসনে আত্ম প্রত্যয় লাভ করে তখনই বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণ গ্রহণ করি এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের শিক্ষাপদ গ্রহণ করি। ভন্তে এটা দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হয়েছে।

৭. ভন্তে, আমার চারজন যুবতী স্ত্রী ছিল। আমি তাদের নিকট গেলাম এবং তাদেরকে এরূপ বললাম, "ভগিনীগণ, আমি পঞ্চ ব্রাহ্মণের শিক্ষাপদ গ্রহণ করেছি। তোমরা যে ইচ্ছা কর সে এস্থানে ভোগসম্পদ উপভোগ করতে পার অথবা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পার অথবা আপন জ্ঞাতিকুলে চলে যেতে পার; অথবা এমন কোনো লোক কি আছে যাদেরকে তোমরা গ্রহণ করতে ইচ্ছা কর এবং আমি অর্পণ করে দিতে পারি?" যখন আমি কথা বলা বন্ধ করলাম জ্যেষ্ঠা স্ত্রী আমাকে বলল, "আর্যে, আমাকে অমুক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন।" তখন আমি সে ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাই। আমার স্ত্রীকে বাম হস্ত দ্বারা গ্রহণ করে, দক্ষিণ হস্তে জলপাত্র ধারণ করে আমি সেই লোকটিকে পরিষ্কার করে দিই (উৎসর্গকর্ম সম্পাদন দ্বারা)। তথাপি স্ত্রী হতে বিচ্ছিন্ন হতে আমি বিন্দুমাত্র ব্যর্থ হইনি। ভন্তে, এটা তৃতীয় আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হয়েছিল।

৮. ভন্তে, অধিকন্তু আমার পরিবারে ধন-সম্পদ আছে, কিন্তু শীলবান এবং কল্যাণধর্মপরায়ণদের মধ্যে পক্ষপাত বিহীনভাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। ভন্তে, এটা চতুর্থ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ।

৯. ভন্তে, যখন আমি একজন ভিক্ষুকে সম্মান করি, আমি তাঁকে বিনীতভাবে সেবা করি, শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে নহে। ভন্তে, এটা পঞ্চম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ।

১০. ভন্তে, দেবতাদের পক্ষে এটা কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে, যখন আমি সংঘকে আহ্বান করি দেবগণ তখন আমার নিকট এসে বলেন যে, অমুক ভিক্ষু উভয়ভাগ[১০] বিমুক্ত, অমুক প্রজ্ঞাবিমুক্ত, অমুক কায়সাক্ষী,

অমুক দৃষ্টি প্রাপ্ত, অমুক শ্রদ্ধাবিমুক্ত, অমুক ধর্মানুসারী, অমুক শ্রদ্ধানুসারী, অমুক শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ, অমুক দুঃশীল পাপধর্মপরায়ণ। কিন্তু ভন্তে, যখন আমি সংঘকে পরিবেশন করি আমার জানা নেই আমার চিত্তে এরূপ ভাব উৎপন্ন[১১] হয়েছে বলে, "আমি অমুককে কম দেব, অমুককে বেশি দেব।" বরং ভন্তে, আমি সমচিত্তে (পক্ষপাতযুক্ত না হয়ে) দিই। ভন্তে, এটা ষষ্ঠ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ।

১১. ভন্তে, দেবতাদের পক্ষে এটা অসম্ভব নহে আমার নিকট এসে ঘোষণা করা, "হে গৃহপতি, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত।" যখন তাঁরা এরূপ বলেন আমি উত্তর প্রদান করি, "ওহে দেবগণ, আপনারা বলুন বা না বলুন, ভগবান কর্তৃক ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত।" তথাপি ভন্তে, এ ধরনের চিত্তের জন্য আমি উল্লাস অনুভব করি না, যেমন : "এসব দেবতা আমার নিকট আসেন বা আমি দেবগণের সাথে কথা বলি।" ভন্তে, এটা সপ্তম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ।

১২. ভন্তে, যদি আমি মৃত্যুবরণ করি ভগবানের সম্মুখে তা তত বেশি আশ্চর্যজনক হবে না। কিন্তু ভগবান যে আমার ব্যাপারে ঘোষণা করবেন, "হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতির এমন কোনো সংযোজন নেই যে সংযোজনের (বন্ধনের) দরুন পুনঃ এই জগতে আগমন করবে[১২]।" (তা-ই হবে আশ্চর্যজনক)। ভন্তে, এটা অষ্টম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ যা আমাতে প্রতিভাত হয়েছিল।

ভন্তে, এগুলোই অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ। কিন্তু ভগবৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণ আমাতে যে নিহিত সে সম্পর্কে আমি অবহিত নই।"

১৩. তৎপর সেই ভিক্ষু হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতির আবাস হতে পিণ্ডপাত গ্রহণ করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ হতে প্রত্যাবর্তন করে পিণ্ডপাত পরিভোগের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতির সাথে যে আলাপ-আলোচনা সংঘটিত হয়েছিল তা ভগবানের নিকট ব্যক্ত করেন।

১৪. ভগবান বললেন, উত্তম ভিক্ষু, উত্তম, হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতি যথার্থই ব্যাখ্যা করেছেন; তথাপি হে ভিক্ষু, তিনি অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত বলে আমা কর্তৃক ব্যাখ্যাত। অধিকন্তু হে ভিক্ষু! এটা সত্য বলে ধারণ কর যে, হত্থীগামের উগ্গ গৃহপতি অষ্টবিধ আশ্চর্যজনক অদ্ভুত

গুণে গুণান্বিত।"

৩. প্রথম হত্থক[১৩] সূত্র

২৩.১. একসময় ভগবান আলবীর অগ্গালবচৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,...

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ধারণ কর যে, আলবীর হত্থক সপ্তবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত। সপ্ত কী কী?

৩. ভিক্ষুগণ, আলবীর হত্থক শ্রদ্ধাবান, শীলবান, পাপে লজ্জাশীল, পাপে ভয়শীল, বহুশ্রুত, ত্যাগশীল, প্রজ্ঞাবান[১৪]।

হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণে আলবীর হত্থক যে গুণান্বিত তা ধারণা কর।" ভগবান এরূপ বলেন। এটা ব্যক্ত করে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন।

৪. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর সঙ্গে নিয়ে আলবীর হত্থকের আবাসে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁর জন্য প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। তৎপর আলবীর হত্থক সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আলবীর হত্থককে সেই ভিক্ষু বললেন, "আবুসো[১৫] (বন্ধু)" ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে—আপনি সপ্তবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত। সপ্ত কী কী? হে ভিক্ষুগণ, আলবীর হত্থক শ্রদ্ধাবান, শীলবান, হ্রীসম্পন্ন, ঔত্তাপী, বহুশ্রুত, ত্যাগশীল, প্রজ্ঞাবান। হে বন্ধু, আপনি ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত এই সপ্তবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত।" "আমি বিশ্বাস করি ভন্তে কোনো সাদাবস্ত্র পরিহিত গৃহী তখন উপস্থিত ছিলেন না।" "না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে এরূপ কেউ বর্তমান ছিলেন না।" "সাধু ভন্তে, এতে কোনো গৃহী বর্তমান ছিলেন না।"

৫. অতঃপর সেই ভিক্ষু আলবীর হত্থকের গৃহে পিণ্ডপাত গ্রহণ করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। তৎপর পিণ্ডচারণ প্রত্যাবৃত হয়ে পিণ্ডপাত পরিভোগ করার পর ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভন্তে আজ আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর সঙ্গে নিয়ে আলবীর হত্থকের গৃহে উপস্থিত হই, উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করি। অতঃপর ভন্তে, আলবীর হত্থক আমার সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে এক

প্রান্তে উপবেশন করেন। ভন্তে, এক প্রান্তে উপবিষ্ট আলবীর হত্থককে আমি বললাম, "আবুসো, আপনি সপ্তবিধ আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত বলে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত। সপ্ত কী কী? "হে ভিক্ষুগণ, আলবীর হত্থক শ্রদ্ধাবান, শীলবান, পাপে লজ্জাশীল, পাপে ভয়শীল, বহুশ্রুত, ত্যাগী, প্রজ্ঞাবান। বন্ধু, আপনি যে এই সপ্তবিধ গুণে গুণান্বিত তা ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত।" এরূপ উক্ত হলে ভন্তে, আলবীর হত্থক আমাকে বলেন, "আমি বিশ্বাস করি ভন্তে, কোনো সাদাবস্ত্র পরিহিত গৃহী তখন বর্তমান ছিলেন না। না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে এরূপ কেউ বর্তমান ছিলেন না। সাধু ভন্তে, এতে কোনো সাদা বস্ত্র পরিহিত গৃহী উপস্থিত ছিলেন না।"

৬. (ভগবান বললেন) "সাধু, সাধু, ভিক্ষু, কুলপুত্র অল্পে[১৬] সন্তুষ্ট। সে তার আপন গুণাবলী অপরে জানুক তা কামনা করে না। হে ভিক্ষুগণ, এটা ধারণ কর যে, আলবীর হত্থক এই অষ্টম আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত গুণে গুণান্বিত, যেমন অল্পেচ্ছুতা।"

৪. দ্বিতীয় হত্থক সূত্র

২৪.১. একসময় ভগবান আলবীর অগ্গালবচৈত্যে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আলবীর হত্থক পঞ্চশত উপাসক[১৭] পরিবৃত হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আলবীর হত্থককে ভগবান এরূপ বলেন :

২. "হত্থক, আপনার পরিষদ বৃহৎ। আপনি কীভাবে এই মহতী পরিষদ গঠন করলেন?"

ভন্তে, ভগবৎ দেশিত চার সংগ্রহ[১৮] বিষয় অনুসারে আমি এই পরিষদ সংগ্রহ করি। প্রভু, যখন অনুভব করি যে, এই ব্যক্তি দানের দ্বারা সংগ্রহযোগ্য তাকে আমি দানের দ্বারা সংগ্রহ করি; যখন দয়াপূর্ণ বাক্য দ্বারা সংগ্রহযোগ্য তখন সে উপায়ে; যখন উপকারী আচরণ দ্বারা সংগ্রহযোগ্য তখন উপকারী আচরণ দ্বারা অথবা যখন আমি জানি যে, যদি তাকে সংগ্রহ করতে হয় তাহলে সম আচরণ করতে হবে, তখন তাকে সম আচরণ দ্বারা সংগ্রহ করি। অধিকন্তু ভন্তে, আমার পরিবারে সম্পদ আছে এবং তারা জানে যে, এরূপ আচরণ একজন দরিদ্র লোকের গুজব[১৯] নহে।"

৩. "সাধু, সাধু হত্থক! হত্থক, এটাই মহতী পরিষদ সংগ্রহের উপায়। অতীতে যাঁরা মহা পরিষদ গঠন করেছিলেন তাঁরা সবাই এই চার সংগ্রহ বিষয় দ্বারা তা করেছিলেন; ভবিষ্যতেও যে সকল মহতী পরিষদ গঠিত হবে

তাঁরা সবাই এই চার সংগ্রহ বিষয়ের ভিত্তিতে গঠন করবেন। হত্থক, এখন যাঁরা মহা পরিষদ সংগ্রহ করছেন তাঁরা সবাই এই চার সংগ্রহ বিষয়ের ভিত্তিতে তা করছেন।"

৪. অতঃপর আলবীর হত্থককে ভগবান ধর্মোপদেশ দিয়ে, ধর্মে প্রবৃত্ত করে, সমুত্তেজিত করে, আনন্দ সৃষ্টি করার পর হত্থক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করেন। তৎপর আলবীর হত্থকের চলে যাওয়ার পর অনতিবিলম্বে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করেন :

৫. "হে ভিক্ষুগণ, এটা সত্য বলে গ্রহণ করে যে, আলবীর হত্থক অষ্টবিধ গুণে গুণান্বিত। আটটি কী কী?

৬. হে ভিক্ষুগণ, আলবীর হত্থকের শ্রদ্ধা আছে, আলবীর হত্থক শীলবান, আলবীর হত্থকের পাপে লজ্জাবোধ আছে, আলবীর হত্থক পাপকে ভয় করে, আলবীর হত্থক বহুশ্রুত, আলবীর হত্থক দাতা, আলবীর হত্থক প্রজ্ঞাবান, আলবীর হত্থক অল্পেচ্ছু।

হে ভিক্ষুগণ, এটা সত্য বলে গ্রহণ করে যে, আলবীর হত্থক এই অষ্টবিধ গুণে গুণযুক্ত।"

৫. মহানাম সূত্র

২৫.১. একসময় ভগবান কপিলবাস্তুর শাক্যদের নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সেখানে মহানাম শাক্য[২০] ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে বললেন, "ভন্তে কীরূপে একজন লোক উপাসক হন?" "মহানাম, যখন সে বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের শরণাগত, সংঘের শরণাগত হয় তখনই সে উপাসক হিসাবে পরিগণিত হয়, মহানাম।"

২. "প্রভু, কীরূপে উপাসক শীলবান হয়?"

"মহানাম যখন উপাসক প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যা কথন হতে বিরত হয়, সুরাদি মাদক দ্রব্য হতে প্রতিবিরত হয়—এভাবেই মহানাম, উপাসক শীলবান হয়।"

৩. প্রভু, কীরূপে উপাসক আত্মহিতে সহায়তা করে কিন্তু পরহিতে নহে?" "যখন মহানাম, নিজে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় কিন্তু অপরকে শ্রদ্ধাসম্পদে প্রবুদ্ধ করে না, নিজে শীলসম্পন্ন হয় কিন্তু অপরকে শীলসম্পদে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজে ত্যাগী হয় কিন্তু অপরকে ত্যাগসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজে

ভিক্ষুগণকে দর্শনেচ্ছু হয় কিন্তু অপরকে ভিক্ষুগণকে দর্শনে প্রবৃত্ত করে না, নিজে সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু হয় কিন্তু অপরকে সদ্ধর্ম শ্রবণে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজে শ্রুত ধর্মের ধারক (মনোযোগী) হয় কিন্তু অপরকে ধর্ম ধারণে প্রবুদ্ধ করে না, নিজে ধারণকারী ধর্মের অর্থ চিন্তা করে কিন্তু অপরকে ধর্মের অর্থ চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজে অর্থ ও ধর্ম উভয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় কিন্তু অপরকে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না—তখন মহানাম, উপাসক আত্মহিতে প্রতিপন্ন হয়, পরহিতে নহে।"

৪. "ভন্তে, কীরূপে উপাসক আত্মহিত ও পরহিত উভয় হিতে প্রতিপন্ন হয়?"

"প্রকৃতপক্ষে মহানাম, যখন উপাসক নিজে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও শ্রদ্ধাসম্পদে উদ্বুদ্ধ করে, নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও শীলসম্পদে প্রবুদ্ধ করে, নিজে ত্যাগী হয় এবং অপরকে ত্যাগসম্পদে উদ্বুদ্ধ করে, নিজে ভিক্ষুগণকে দর্শনে ইচ্ছুক হয় এবং অপরকেও ভিক্ষুগণকে দর্শনে উদ্দীপিত করে, নিজে সদ্ধর্ম শ্রবণে ইচ্ছুক হয় এবং অপরকেও সদ্ধর্ম শ্রবণে প্রবুদ্ধ করে, নিজে শ্রুত ধর্মের ধারক হয় এবং অপরকেও শ্রুত ধর্ম ধারণে উদ্দীপিত করে, নিজে ধারণকারী ধর্মের অর্থ চিন্তা করে এবং অপরকেও ধর্মের অর্থ চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করে, নিজে অর্থ ও ধর্ম উভয়ই জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় এবং অপরকেও ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে, তখনই মহানাম, উপাসক আত্মহিত ও পরহিত উভয় হিতে প্রতিপন্ন হয়।"

৬. জীবক সূত্র

২৬.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের জীবকাম্রবনে অবস্থান করছিলেন। তথায় জীবক কুমারভচ্চ ভগবান সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট জীবক কুমারভচ্চ ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, কীরূপে একজন লোক উপাসক হয়?"

"জীবক, যখন সে বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের শরণাগত, সংঘের শরণাগত হয় তখনই সে উপাসক হিসাবে পরিগণিত হয়, জীবক"।

২. "প্রভু, কীরূপে উপাসক শীলবান হয়?"

"জীবক, যখন উপাসক প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যা কথন হতে বিরত হয়, সুরাদি মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত হয় এভাবেই জীবক, উপাসক শীলবান

হয়।”

৩. “প্রভু, কীরূপে উপাসক আত্মহিতে সহায়তা করে কিন্তু পরহিতে নহে?” “যখন জীবক, নিজে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় কিন্তু অপরকে শ্রদ্ধাসম্পদে প্রবুদ্ধ করে না, নিজে শীলসম্পন্ন হয় কিন্তু অপরকে শীলসম্পদে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজে ত্যাগী হয় কিন্তু অপরকে ত্যাগসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজে ভিক্ষুগণকে দর্শনেচ্ছু হয়, কিন্তু অপরকে ভিক্ষুগণকে দর্শনে প্রবৃত্ত করে না, নিজে সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু হয় কিন্তু অপরকে সদ্ধর্ম শ্রবণে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজে শ্রুত ধর্মের ধারক (মনোযোগী) হয় কিন্তু অপরকে ধর্ম ধারণে প্রবুদ্ধ করে না, নিজে ধারণকারী ধর্মের অর্থ চিন্তা করে কিন্তু অপরকে ধর্মের অর্থ চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজে অর্থ ও ধর্ম উভয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় কিন্তু অপরকে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না, তখন জীবক, উপাসক আত্মহিতে প্রতিপন্ন হয়, পরহিতে নহে।”

৪. “ভন্তে, কীরূপে উপাসক আত্মহিত ও পরহিত উভয় হিতে প্রতিপন্ন হয়?”

“প্রকৃতপক্ষে জীবক, যখন উপাসক নিজে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও শ্রদ্ধাসম্পদে উদ্বুদ্ধ করে, নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরকে শীলসম্পদে প্রবুদ্ধ করে, নিজে ত্যাগী হয় এবং অপরকেও ত্যাগসম্পদে উদ্বুদ্ধ করে, নিজে ভিক্ষুগণকে দর্শনে ইচ্ছুক এবং অপরকেও ভিক্ষুগণকে দর্শনে উদ্দীপিত করে, নিজে সদ্ধর্ম শ্রবণে ইচ্ছুক হয় এবং অপরকেও সদ্ধর্ম শ্রবণে প্রবুদ্ধ করে, নিজে শ্রুত ধর্মের ধারক হয় এবং অপরকেও ধর্ম ধারণে উদ্বুদ্ধ করে, নিজে ধারণকারী ধর্মের অর্থ চিন্তা করে এবং অপরকেও ধর্মের অর্থ চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করে, নিজে অর্থও ধর্ম উভয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় এবং অপরকেও ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে—তখন জীবক, উপাসক আত্মহিত ও পরহিত উভয় হিতে প্রতিপন্ন হয়।”

৭. বল সূত্র

২৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ বল। আট কী কী?”

২. “হে ভিক্ষুগণ, শিশুদের বল (ধর্ম) ক্রন্দন, মাতৃজাতির ধর্ম ক্রোধ, চোরের ধর্ম যুদ্ধ করা, রাজার ধর্ম শাসন, নির্বোধের ধর্ম অসন্তোষ, পণ্ডিতের ধর্ম সন্তোষ, বহুশ্রুতের (অভিজ্ঞ ব্যক্তির) ধর্ম সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, শ্রমণ ব্রাহ্মণদের ধর্ম ক্ষান্তি।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই অষ্টবল।”

৮. দ্বিতীয় বল সূত্র

২৮.১. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান বললেন, "সারিপুত্র, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর কয়টি বল (গুণ) যে গুণে গুণান্বিত হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে এবং স্বীকার করে, "আমার আসক্তিসমূহ ধ্বংস হয়েছে?"

২. "ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আটটি বল যে বলে গুণান্বিত হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়, "আমার আসক্তিসমূহ ক্ষয় হয়েছে।" আট কী কী?

৩. "এক্ষেত্রে, প্রভু, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর নিকট যথার্থ প্রজ্ঞা দ্বারা সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে অনিত্য বলে মনে হয়। যখন ক্ষীণাসব ভিক্ষুর নিকট যথার্থ প্রজ্ঞা দ্বারা সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে অনিত্য বলে প্রতীয়মান হয় ভন্তে, এটা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর গুণ যে গুণে গুণান্বিত হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়, "আমার আসক্তিসমূহ ক্ষয় হয়েছে।"

৪. পুনঃ ভন্তে, ক্ষীণাসব ব্যক্তির নিকট যথার্থ প্রজ্ঞা দ্বারা কাম লালসা সম্পূর্ণরূপে অগ্নিগর্ত সদৃশ প্রতীয়মান হয়। ভন্তে, যখন ক্ষীণাসব ব্যক্তির নিকট যথার্থ প্রজ্ঞা দ্বারা কামলালসা সম্পূর্ণরূপে অগ্নিগর্ত বলে প্রতীয়মান হয়, ভন্তে, এটা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর গুণ যে গুণে গুণান্বিত হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়, "আমার আসক্তিসমূহ ক্ষয় হয়েছে।"

৫. পুনঃ ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকনিম্ন, বিবেকপ্রবণ, বিবেকঅবনত, বিবেকরত হয়, বিবেকে আনন্দ লাভ করে এবং আসক্তি সংক্রান্ত সর্ববিধ বিষয় হতে মুক্ত হয়। ভন্তে, যখন ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকনিম্ন, বিবেকপ্রবণ, বিবেক অবনত, বিবেকরত, বিবেকানন্দ লাভ করে এবং আসক্তি-সংক্রান্ত সর্ববিধ বিষয় হতে মুক্ত হয় ভন্তে, এটা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর গুণ যে গুণে গুণান্বিত হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়, "আমার আসক্তি ক্ষীণ হয়েছে।"

৬. পুনশ্চ ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত, সুভাবিত। প্রভু, যখন ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত, সুভাবিত হয় ভন্তে, এটা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর গুণ যার ফলে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে, বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়, "আমার আসক্তি ক্ষীণ হয়েছে।"

৭. পুনরায় ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চার ঋদ্ধিপাদ (মানসিক শক্তি) ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত (সুচিন্তিত) হয়। ভন্তে, যখন ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়, ভন্তে, এটা ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল যে বলের দ্বারা ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়, "আমার আসক্তি ক্ষয় হয়েছে।"

ভন্তে, এগুলিই ভিক্ষুর অষ্টবল যে বলে বলসম্পন্ন ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসক্তি ক্ষয় উপলব্ধি করে এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ঃ "আমার আসক্তি ক্ষীণ হয়েছে।"

৯. অক্ষণ সূত্র

২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, জগৎ ক্ষণকৃত্য, জগৎ ক্ষণকৃত্য" অশ্রুতবান (অনভিজ্ঞ, ধর্মে অনভিজ্ঞ) পৃথগ্‌জন[২১] এরূপ বলে থাকে কিন্তু ক্ষণ বা অক্ষণ সম্পর্কে তারা জানে না। হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্যবাসের এই অষ্ট অক্ষণ, অসময়। আট কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, জগতে তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যদের শাস্তা (শিক্ষক), বুদ্ধ, ভগবানের উৎপত্তি এবং সুগত প্রবেদিত উপশমকারী, পরিনির্বাণদায়ক, সম্বোধির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মের দেশনা (শিক্ষা) এবং নিরয়ে উৎপন্ন ব্যক্তি। হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের প্রথম অক্ষণ, অসময়।

৩. পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, জগতে তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানের উৎপত্তি এবং সুগত প্রবেদিত উপশমকারী, পরিনির্বাণদায়ক, সম্বোধির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মের দেশনা এবং তির্যক যোনিতে (কুলে) উৎপন্ন ব্যক্তি। হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের দ্বিতীয় অক্ষণ, অসময়।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, জগতে তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানের উৎপত্তি এবং সুগত প্রবেদিত উপশমকারী, পরিনির্বাণদায়ক, সম্বোধির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মের দেশনা এবং প্রেতলোকে উৎপন্ন ব্যক্তি। হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের তৃতীয় অক্ষণ, অসময়।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, জগতে তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানের উৎপত্তি এবং সুগত প্রবেদিত উপশমকারী, পরিনির্বাণদায়ক, সম্বোধির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মের দেশনা এবং দীর্ঘায়ুসম্পন্ন দেবলোকে উৎপন্ন ব্যক্তি। হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের চতুর্থ অক্ষণ, অসময়।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, জগতে তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানের উৎপত্তি এবং সুগত প্রবেদিত উপশমকারী, পরিনির্বাণদায়ক, সম্বোধির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মের দেশনা এবং প্রত্যন্ত জনপদে বুদ্ধিহীন অসভ্য জনতার মধ্যে উৎপন্ন ব্যক্তি যেখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাদের কোনো সুযোগই নেই। হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের পঞ্চম অক্ষণ, অসময়।

যে ব্যক্তি মধ্যম জনপদে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ এবং বিপরীত মতবাদ পোষণ করে যে চিন্তা করে, দান, বলি, হোম বলে কিছু নেই; সুকৃত, দুষ্কৃত কর্মের ফল বা বিপাক বলে কিছু নেই; ইহলোক বা পরলোক বলে কিছু নেই; মাতা নেই, পিতা নেই, কোনো ঔপপাতিক (আপনা হতে জাত) সত্ত্বা নেই, জগতে সর্বোচ্চ প্রাপ্তব্য বিষয় পেয়েছে, সর্বোচ্চ বিষয় লাভ করেছে এমন কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নেই যারা ইহলোক, পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে ঘোষণা করতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের ষষ্ঠ অক্ষণ, অসময়।

যে ব্যক্তি মধ্যম জনপদে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু বোকা এবং নির্বোধ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধ, যে সুভাষিত বা দুর্ভাষিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে অক্ষম। হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের সপ্তম অক্ষণ, অসময়।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, জগতে যখন তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান উৎপন্ন হন এবং সুগত প্রবেদিত উপশমকারী, পরিনির্বাণদায়ক, সম্বোধির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মের দেশনা হয় না এবং যে ব্যক্তি মধ্যপ্রদেশের জনপদে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রজ্ঞাবান হয়, নির্বোধ নহে কিংবা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধ হয় না কিন্তু সুভাষিত কিংবা দুর্ভাষিত বিষয় সম্পর্কে বলতে সক্ষম। হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের অষ্টম অক্ষণ, অসময়।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই ব্রহ্মচর্যবাসের অষ্টবিধ অক্ষণ, অসময়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্যবাসের একমাত্র একটি ক্ষণ, সময় রয়েছে। সেটা কী?

৬. হে ভিক্ষুগণ, জগতে যখন তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান উৎপন্ন হন এবং সুগত প্রবেদিত উপশমকারী, পরিনির্বাণদায়ক, সম্বোধির পথ প্রদর্শনকারী ধর্মের দেশনা হয় এবং যে ব্যক্তি মধ্য জনপদে জন্মগ্রহণ করে, বুদ্ধিমান হয়, নির্বোধ বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয় না কিন্তু সুভাষিত বা দুর্ভাষিত বিষয়ের অর্থ নির্ধারণে সক্ষম।

হে ভিক্ষুগণ, এটা ব্রহ্মচর্যবাসের একটা ক্ষণ এবং সময়।

যেজন মনুষ্যজন্ম লভে সুপ্রবেদিত সদ্ধর্মে
লভে না কোনও সুফল, সেজন করে অতিক্রম শুধু সুক্ষণ
সত্ত্বগণের অন্তরায়কর বহু অক্ষণ হয়েছে বর্ণিত,
ক্বচিৎ জগতে জন্ম লভেন অক্ষণ বুদ্ধ তথাগতগণ।
সুদুর্লভ ক্ষণ, বুদ্ধের সম্মুখীভূত মনুষ্যজীবন লাভ
ও সদ্ধর্ম দেশনা শ্রবণ হয় বড়ই দুর্লভ,
তদ্ধেতু অর্থকামী সাধু সজ্জন মাত্রেরই করে লাভ
সেসব, কুশল লাভে চেষ্টাশীল হওয়াই উত্তম।
সুক্ষণ অতিক্রম করা নহে উচিত, কারণ সুক্ষণ অতিক্রমকারীই
পতিত হয়ে নিরয়ে করে যে শোক।
সদ্ধর্মকে বিশেষরূপে জানার জন্য তৎপ্রতি হতে হবে যত্নবান
ইহলোকে সদ্ধর্মের নিয়মিত আর্যমার্গ অলব্ধ
ব্যক্তিকে অতীর্থে বণিকের অনুতাপ তুল্য
চিরকাল ভোগ করতে হবে অনুতাপ।

[অর্থাৎ, যদি কোনো বণিক অমুক স্থানে মহার্ঘ দ্রব্যাদি বিক্রিত হয় শুনেও গমন না করে, কিন্তু অপর বণিক তথায় গিয়ে আটগুণ দশগুণ লাভ করেছে এরূপ ওই বণিক শুনে ওই বণিক যেমন অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সুক্ষণ লাভ করে যারা অবহেলা করে আর যারা মার্গ ফলাদি লাভ করে, সেই মার্গলাভী ব্যক্তির কথা শুনে ওই ব্যক্তিও অনুতাপানলে জ্বলতে থাকে।]

অবিদ্যাজড়িত ও সদ্ধর্মে অননুরক্ত মানব জাতি
মরণশীল সংসারে হয় চিরকাল জন্ম মৃত্যুর অধীন
ও ভোগ করে থাকে দুঃখ।

যে সত্ত্বগণ সুকথিত সদ্ধর্মে মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন,
করবেন, করছেন শাস্তাবচন প্রতিপালন,
এ জগতে যাঁরা তথাগত বুদ্ধদেশিত অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-মার্গ
করেছেন লাভ, তাঁরাই অবগত হয়েছেন ক্ষণ সম্পত্তির মূল্য।
চক্ষুষ্মান আদিত্য বন্ধু বুদ্ধ কর্তৃক যে শীলসম্বর
হয়েছে দেশিত, সে শীলসম্বরে গুপ্ত, সতত স্মৃতিমান
ও কামরাগ দ্বারা অনাদ্রিত হয়ে করবে বাস।
যাঁরা মারধেয়্য ভূত সংসারে অনুগত বা মাররাজ্যে আগত,
শীল, সমস্ত অনুশয় বা কামরাগ ভবরাগাদি করে
ছেদন কামাদি আসব হয়েছেন ক্ষয়প্রাপ্ত, এ জগতে তাঁরাই
নির্বাণ পারগত নামে হন কথিত।"

১০. অনুরুদ্ধ মহাবিতর্ক সূত্র

৩০.১. একসময় ভগবান সুংসুমার পর্বতস্থিত মৃগদাবের ভেসকলা বনে ভগ্গদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ পূর্ব প্রান্তস্থিত বাঁশ বনে চেতীদের মধ্যে বাস করতেছিলেন। তখন একাকী নির্জন অবস্থায় বাস করার সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের মনে এই চিন্তার উদ্রেক হলো, "এই ধর্ম অল্পেচ্ছুদের জন্য, এই ধর্ম যে বেশি চায় তার জন্য নহে। এই ধর্ম অল্পেচ্ছুদের জন্য, এই ধর্ম সন্তুষ্টদের জন্য, অসন্তুষ্টদের জন্য নহে। এই ধর্ম নিভৃতদের জন্য, পরিষদ অনুরাগীর জন্য নহে। বীর্যবানের জন্য এই ধর্ম, অলসের জন্য নহে। স্মৃতিশীলদের জন্য এই ধর্ম, মন্থর স্মৃতিসম্পন্নদের জন্য নহে। সমাহিতদের জন্য এই ধর্ম, অসমাহিতদের জন্য নহে। প্রজ্ঞাবানদের জন্য এই ধর্ম, প্রজ্ঞাহীনের জন্য নহে।"

২. তৎপর ভগবান আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের চিত্ত পরিবিতর্ক পরিজ্ঞাত হয়ে যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কোচিত করে তদ্রূপই ভগবান সুংসুমার পর্বতস্থিত মৃগদাবের ভেসকলা বন হতে অন্তর্হিত হয়ে ততটুকু সময়ের মধ্যে পূর্ব প্রান্তে বাঁশ বনে শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন। প্রজ্ঞাপিত আসনে ভগবান উপবেশন করেন। শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধকে ভগবান বলেন :

৩. "সাধু, সাধু অনুরুদ্ধ, অনুরুদ্ধ সাধু, তুমি মহাপুরুষের সপ্ত চিন্তন বিষয়ে চিন্তা করতেছিলে। যেমন : অল্প প্রত্যাশীদের জন্য এ ধর্ম, মহা

প্রত্যাশীদের জন্য নহে; সন্তুষ্টদের জন্য ধর্ম, অসন্তুষ্টদের জন্য নহে; নিভৃতদের জন্য ধর্ম, পরিষদ প্রিয়দের জন্য নহে; বীর্যবানদের জন্য ধর্ম, অলসের জন্য নহে; স্মৃতিশীলদের জন্য ধর্ম, মন্থর স্মৃতিসম্পন্নদের জন্য নহে; সমাহিতের জন্য ধর্ম, অসমাহিতের জন্য নহে; প্রজ্ঞাবানদের জন্য ধর্ম, দুষ্প্রাজ্ঞদের জন্য নহে। কিন্তু অনুরুদ্ধ, তুমি মহাপুরুষের এই অষ্ট চিন্তন বিষয়েও চিন্তা কর : "এই ধর্ম নিশ্চিতদের জন্য এবং যে সত্যতায় আনন্দ পায় তার জন্য; এই ধর্ম বিক্ষিপ্তদের জন্য নহে অথবা যারা বিক্ষিপ্ততায় আনন্দ পায় তাদের জন্য নহে?"

৪. "অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা করবে তখন অনুরুদ্ধ, তুমি ইচ্ছা করলে কামমুক্ত, অকুশলমুক্ত হয়ে স-বিতর্ক, স-বিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করবে।

৫. অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা করবে তখন অনুরুদ্ধ, তুমি ইচ্ছা করলে বিতর্কবিচার প্রশমিত করে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তে একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কবিহীন বিচারহীন সমাধিজ প্রীতিসুখসমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করবে।

৬. অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা করবে তখন অনুরুদ্ধ, তুমি ইচ্ছা করলে প্রীতিতেও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করবে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করবে, আর্যগণ যে ধ্যান-স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান-স্তরে উন্নীত হয়ে তাতে বিচরণ করবে।

৭. অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা করবে তখন অনুরুদ্ধ, তুমি ইচ্ছা করলে সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করেই পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করবে।

৮. অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা কর এবং ইচ্ছাক্রমে, বিনাকষ্টে, সহজে এই চার ধ্যান, সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, দৃষ্টধর্মে সুখ আনয়নকারী বিষয় লাভ কর তখন অনুরুদ্ধ, কোনো গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রের নিকট বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র যেরূপ সন্তুষ্টি ও আনন্দের, তোমার নিকট সন্তুষ্টি, আনন্দ, সুখে বিহরণ ও নির্বাণ লাভের জন্য পাংশুকূলিক চীবর

পরিধানও তদ্রূপ।

৯. অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা কর এবং ইচ্ছাক্রমে, অনায়াসে, সহজে এই চতুর্ধ্যান যা সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, দৃষ্টধর্মে সুখ আনয়নকারী বিষয় লাভ কর তখন অনুরুদ্ধ, কোনো গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের নিকট শালী চাউলের খাদ্য, কালোমুক্ত পরিষ্কৃত, যা অনেক সূপ-ব্যঞ্জন দ্বারা পরিবেশিত খাদ্য যেরূপ, তোমার নিকট সন্তুষ্টি, আনন্দ, সুখে বিহরণ ও নির্বাণ লাভের জন্য পিণ্ডচারণে জীবিকা নির্বাহকরণও তদ্রূপ।

১০. অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা কর এবং ইচ্ছাক্রমে, বিনাকষ্টে, অতি সহজে এই চতুর্ধ্যান যা সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, দৃষ্টধর্মে সুখ আনয়নকারী বিষয় লাভ কর তখন অনুরুদ্ধ, যেমন কোনো গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের নিকট বন্ধ করার দরজা জানালাযুক্ত ত্রিকোণ ধারবিশিষ্ট চুন, সুড়কি ও পানি দ্বারা জমাট গৃহ যাতে প্রবেশ করে মুক্ত বাতাস, সন্তুষ্টি ও আনন্দ যেরূপ, তোমার নিকট সুখে বিহরণ ও নির্বাণ লাভের জন্য বৃক্ষমূলে শয্যাসনও ঠিক তদ্রূপ।

১১. অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা কর এবং ইচ্ছাক্রমে, বিনাকষ্টে, অতি সহজে এই চতুর্ধ্যান যা সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, ইহ জীবনে সুখ আনয়নকারী বিষয় লাভ কর তখন অনুরুদ্ধ, যেমন কোনো গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের নিকট পশমী আবরণ, পশমী বস্ত্র বা চাদর যা মৃগচর্ম দ্বারা প্রস্তুত যার উপরে আছে চন্দ্রাতপ, উভয় পার্শ্বে গাঢ় লাল গদি সন্তুষ্টি, আনন্দ বিধান করে, তোমার নিকট সুখে বিহরণ ও নির্বাণ লাভের জন্য তৃণ বিস্তৃত শয্যাসনও তদ্রূপ।

১২. অনুরুদ্ধ, যখন তুমি মহাপুরুষের এই অষ্টবিধ চিন্তন বিষয়ে চিন্তা কর এবং ইচ্ছাক্রমে, বিনাকষ্টে, অতি সহজে এই চতুর্ধ্যান যা সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক, ইহ জীবনে সুখ আনয়নকারী বিষয় লাভ কর তখন অনুরুদ্ধ, যেমন কোনো গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের কাছে নানাবিধ ভৈষজ্য, সর্পি, নবনীত, তৈল, মধু, ইক্ষু রস যেরূপ সন্তুষ্টি ও আনন্দের বিষয়, তোমার নিকট সুখে বিহরণ ও নির্বাণ লাভের জন্য গো-মূত্র সেবনও তদ্রূপ।

১৩. অতএব, অনুরুদ্ধ, পূর্বপ্রান্তস্থিত এই বাঁশবনে চেতীদের মধ্যে আগত বর্ষাবাস উদ্‌যাপন কর।” শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ প্রভু, অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এই উপদেশ দিয়ে যেমন কোনো বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে, প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে তদ্রূপ পূর্বপ্রান্তস্থিত চেতীদের বাঁশ বন হতে অন্তর্হিত হয়ে সংসুমার

পর্বতস্থিত মৃগদাবের ভেসকলাবনে ভগ্গদের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। প্রজ্ঞাপিত আসনে ভগবান উপবেশন করেন। উপবেশন করে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করেন :

১৪. "হে ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষের অষ্টবিধ চিন্তন বিষয় ভাষণ করব, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, মনোনিবেশ কর, আমি দেশনা করব।" ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন। ভগবান বলেন :

"হে ভিক্ষুগণ, অষ্টবিধ মহাপুরুষের বিতর্ক কিরূপ?

১৫. "হে ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছুদের জন্য এই ধর্ম, মহা প্রত্যাশীদের জন্য নহে; সন্তুষ্টদের জন্য এই ধর্ম, অসন্তুষ্টদের জন্য নহে; প্রবিবিক্তদের (নির্জনপ্রিয়দের) জন্য এই ধর্ম, পরিষদপ্রিয়দের জন্য নহে; আরব্ধবীর্যদের (উদ্যমশীলদের) জন্য এই ধর্ম, অলসপরায়ণদের জন্য নহে; স্মৃতিপরায়ণদের জন্য এই ধর্ম, স্মৃতিবিপন্নদের জন্য নহে; সমাহিতদের জন্য এই ধর্ম, অসমাহিতদের জন্য নহে, প্রজ্ঞাবানদের জন্য এই ধর্ম, দুষ্প্রাজ্ঞদের জন্য নহে; এই ধর্ম নিশ্চিতদের জন্য এবং যারা সত্যতায় আনন্দ পায় তাদের জন্য এই ধর্ম, বিক্ষিপ্তচিত্তদের জন্য নহে অথবা বিক্ষিপ্ততায় যারা আনন্দ পায় তাদের জন্য নহে।

১৬. ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম অল্পেচ্ছুদের জন্য, এই ধর্ম মহা প্রত্যাশীদের জন্য নহে, এরূপই উক্ত হয়েছে। কিন্তু কেন এরূপ বলা হয়েছে?

১৭. এক্ষেত্রে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অল্পেচ্ছু হয়ে "তারা আমাকে অল্পেচ্ছু জানুক" এরূপ ইচ্ছা করে না; সন্তুষ্ট হয়ে "সন্তুষ্ট আমাকে তারা জানুক" এরূপ ইচ্ছা করে না; বিবিক্ত (নির্জন) হয়ে "বিবিক্ত আমাকে তারা জানুক" এরূপ ইচ্ছা করে না; উদ্যমশীল আমাকে তারা জানুক" এরূপ ইচ্ছা করে না; স্মৃতিশীল হয়ে "স্মৃতিশীল আমাকে তারা জানুক" এরূপ ইচ্ছা করে না; সমাহিত হয়ে "সমাহিত আমাকে তারা জানুক" এরূপ ইচ্ছা করে না; প্রজ্ঞাবান হয়ে "প্রজ্ঞাবান আমাকে তারা জানুক" এরূপ ইচ্ছা করে না; যথার্থতায় আনন্দিত হয়ে "যথার্থ আমাকে তারা জানুক" এরূপ ইচ্ছা করে না। হে ভিক্ষুগণ, অল্পেচ্ছুদের জন্য এই ধর্ম, মহেচ্ছুদের জন্য নহে যে বলা হয়েছে তা এ কারণে বলা হয়েছে।

১৮. এই ধর্ম, হে ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টদের জন্য, অসন্তুষ্টদের জন্য নহে, এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু কেন এরূপ বলা হয়েছে?

১৯. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চীবর, পিণ্ডপাত (ভিক্ষা), শয্যাসন, গিলানপ্রত্যয় (অসুস্থতায় ওষধ), ভৈষজ্য, পরিষ্কারে সন্তুষ্ট থাকে। সুতরাং,

হে ভিক্ষুগণ, সন্তুষ্টদের জন্য যে ধর্ম বলা হয়েছে, অসন্তুষ্টদের জন্য নহে তা যথার্থই বলা হয়েছে এবং তা এ কারণেই বলা হয়েছে।

২০. হে ভিক্ষুগণ, প্রবিবিক্তদের জন্য এই ধর্ম, পরিষদপ্রিয়দের জন্য নহে, এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু কেন এরূপ বলা হয়েছে?

২১. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, যখন একজন ভিক্ষু নির্জনে বাস করে তার নিকট এসব পরিদর্শনকারী আসে, যেমন ভিক্ষু না এবং ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা, রাজা এবং রাজমহামাত্য, তিত্থিয় এবং তাদের শ্রাবকগণ। তখন ভিক্ষু বিবেকনিম্ন চিত্তে, বিবেকপ্রবণ চিত্তে, বিবেকনমিত চিত্তে, বিবেক অভিরমিত এবং নৈষ্ক্রম্যে অভিরমিত হয় এবং তার কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে বহির্গমনে (পার্থিব কোনো বিষয়েই সংলগ্ন নহে) সীমাবদ্ধ থাকে। ভিক্ষুগণ, প্রবিবিক্তদের জন্য ধর্ম, পরিষদপ্রিয়দের জন্য নহে যে বলা হয়েছে তা এ কারণেই বলা হয়েছে।

২২. ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্যদের (উদ্যমশীলদের) জন্য এই ধর্ম, অলসদের জন্য নহে, এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু তা কেন বলা হয়েছে?

২৩. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উদ্যমশীল হয়ে অবস্থান করে অকুশল বিষয়ের প্রহীনের জন্য এবং কুশল ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, দৃঢ় এবং স্থির-সংকল্প, কুশলধর্ম অপরিত্যাগী। ভিক্ষুগণ, উদ্যমশীলদের জন্য এই ধর্ম, অলসদের জন্য নহে যে বলা হয়েছে তা এ কারণেই বলা হয়েছে।

২৪. হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতিমানদের জন্য এই ধর্ম, মন্থর স্মৃতিসম্পন্নদের জন্য নহে, এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু এরূপ কেন বলা হয়েছে?

২৫. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্মৃতিপরায়ণ হয়, পরম স্মৃতিশীল এবং পরিণামদর্শিতা-সম্পন্ন হয়, দীর্ঘকালের কৃত[২২] এবং কথিত বিষয় স্মরণ ও মনে করে। ভিক্ষুগণ, স্মৃতিমানদের জন্য এই ধর্ম, মন্থর স্মৃতিসম্পন্নদের জন্য নহে যে বলা হয়েছে তা এ কারণে বলা হয়েছে।

২৬. ভিক্ষুগণ, সমাহিতের জন্য এই ধর্ম, অসমাহিতের জন্য নহে, এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু এরূপ কেন বলা হয়েছে?

২৭. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামে বিবিক্ত (নির্লিপ্ত) হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। ভিক্ষু বিতর্ক, বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখ

অনুভব করে, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বাস করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, সমাহিতের জন্য এই ধর্ম, অসমাহিতের জন্য নহে, এরূপ যে বলা হয়েছে তা এ কারণে বলা হয়েছে।

২৮. হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবানদের জন্য এই ধর্ম, প্রজ্ঞাহীনদের জন্য নহে এরূপ যে বলা হয়েছে। কিন্তু কেন তা বলা হয়েছে?

২৯. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উদয়-বিলয়গামিনী বিষয়ে প্রজ্ঞাবান[২৩] হয় যা সম্পূর্ণরূপে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যোচিত নির্বেদ জ্ঞান দ্বারা সমন্বিত। ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবানদের জন্য এই ধর্ম, প্রজ্ঞাহীনদের জন্য যে নহে তা এ কারণেই বলা হয়েছে।

৩০. হে ভিক্ষুগণ, নিষ্প্রপঞ্চদের জন্য এই ধর্ম এবং নিষ্প্রপঞ্চে অবিরমিতদের জন্য প্রপঞ্চদের জন্য, এবং প্রপঞ্চে অবিরমিতদের জন্য এ ধর্ম নয়, এরূপ কেন বলা হয়েছে। কিন্তু এরূপ কেন বলা হয়েছে?

৩১. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রপঞ্চ (মায়া) নিরোধে চিত্তকে ধাবিত করে, মনোনিবেশ করে, স্থির এবং বিমুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, নিষ্প্রপঞ্চদের জন্য এই ধর্ম এবং যারা সত্যে অভিরমিত হয় তাদের জন্য, এই ধর্ম বিক্ষিপ্তদের জন্য নহে কিংবা যারা তাতে আনন্দ পায় তাদের জন্য নহে যে বলা হয়েছে তা এ কারণেই বলা হয়েছে।"

৩২. অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ পূর্বপ্রান্তস্থিত বাঁশ বনে চেতীদের মধ্যে আগত বর্ষা যাপন করেন। তৎপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ একাকী, নির্জন, অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকালে অনতিবিলম্বে যে জন্য কুলপুত্রগণ যথার্থই আগার পরিত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য পর্যাবসানে ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে তাতে অবস্থান করেন। তিনি উন্নত জ্ঞানে জানতে পারেন, "আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, অতঃপর আর এখানে আসতে হবে না।" আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ অর্হৎগণের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন।[২৪] তাঁর অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিকালে শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ এ গাথাসমূহ ভাষণ করেন :

"এ জগতে অনুত্তর শাস্তা জ্ঞাত হয়ে সংকল্প আমার

বা জ্ঞাত হয়ে বিতর্ক মনোময় ঋদ্ধিকায়ে,
ঋদ্ধিযোগে মম সন্নিকটে হলেন উপনীত।
যবে উপজিল বিতর্ক আমার, তবে উত্তরীতর
ধর্ম দেশিলেন নিষ্প্রপঞ্চ বা তৃষ্ণা-মান-দৃষ্টিবিহীন
বুদ্ধ নিষ্প্রপঞ্চ বা নির্বাণ পদযুক্ত ধর্ম করলেন দেশনা।
জ্ঞাত হয়ে তাঁর ধর্মশাসনে হয়েছি রত
ত্রিবিধ বিদ্যা হয়েছে অর্জিত, বুদ্ধের শাসনে
নির্বাণ ফল হয়েছে কৃত।"

[গৃহপতি-বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দ্বিবিধ উগ্র, দ্বিবিধ হত্থক মহানাম জীবক,
দ্বিবিধ বল অক্ষণ অনুরুদ্ধ, সবে দিলে দশ।

৪. দান বর্গ

১. প্রথম দান সূত্র

৩১. ১. "ভিক্ষুগণ, দানের এই অষ্টবিধ উপায়[১]। অষ্ট কী কী?

২. কেউ স্বেচ্ছায়[২] দান দেয়; কেউ ভয়ে দান দেয়; কেউ এরূপ চিন্তা করে দান দেয়—"তিনি আমাকে দিয়েছিলেন;" "তিনি আমাকে দেবেন" ভেবে দান দেয়; "দান দেয়া ভালো" এরূপ চিন্তা করে দান দেয়; "আমি[৩] আহার প্রস্তুত করি, তারা করে না; যদিও আমি আহার প্রস্তুত করি তবুও যারা আহার প্রস্তুত করে না আমি তাদেরকে দান দিতে বারণ করার অযোগ্য" ভেবে দান দেয়; "আমার এই দান হতে কল্যাণমূলক কীর্তি বিঘোষিত হবে" চিন্তা করে কেউ দান দেয়; কেউ দান দেয় সমৃদ্ধ হতে এবং চিত্ত কোমল করতে।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই দানের অষ্টবিধ উপায়।"

২. দ্বিতীয় দান সূত্র

৩২. "শ্রদ্ধা, লজ্জা[৪] ও নিষ্কলুষ দান
এ সব ধর্ম হয় সৎপুরুষ অনুসৃত
এ মার্গ[৫] বিষয়ে বলেন দিব্যলোকবাসীগণ,
এ উপায়ে গমন করে দেবলোকে।"

৩. দানবস্তু সূত্র

৩৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দানের এই অষ্টবিধ ভিত্তি। আট কী কী?

২. "কেউ ইচ্ছাবশত[৬] দান দেয়; কেউ ক্রোধবশত দান দেয়; কেউ মোহ[৭]বশত দান দেয়; কেউ ভয়[৮] হেতু দান দেয়; কেউ এ রকম ভেবে দান দেয়; "আমার পূর্ব পুরুষ দ্বারা পূর্বে এই দান দেয়া হয়েছিল এবং কৃত হয়েছিল। আমি আমার পরিবারের প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ করতে পারি না।" "আমি এ দান দিয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হব" এরূপ ভেবে কেউ দান দেয়; "আমার এ দান চিত্তকে প্রশান্ত করে, আনন্দ ও প্রফুল্লতা উৎপন্ন করে", এরূপ চিন্তা করে কেউ দান দেয়; কেউ চিত্তকে অলঙ্করণ ও চিত্ত পরিষ্কারের জন্য দান দেয়।

হে ভিক্ষুগণ, দানের এই অষ্টবিধ ভিত্তি।"

৪. ক্ষেত্র সূত্র

৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হলে মহাফলপ্রদ হয় না, মহা স্বাদযুক্ত হয় না কিংবা এটাকে সমৃদ্ধিশালী ভূমি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। কীরূপে অষ্টবিধ গুণযুক্ত হয়?

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ক্ষেত্রটি উঁচু-নিচু, শিলাময়, নুড়িপূর্ণ, লবণ[৯]যুক্ত হয়, মাটির গভীরতা বিহীন, জল প্রবেশ বা বের হওয়ার পথহীন; গমনাগমনের পথবিহীন, সীমানা[১০]বিহীন। ভিক্ষুগণ, এরূপ অষ্টাঙ্গযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হলে মহাফলপ্রদ, স্বাদযুক্ত হয় না কিংবা এটাকে সমৃদ্ধিশীল ভূমি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, অষ্টাঙ্গযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ হয় না, মহা হিতকর, চমৎকার কিংবা মহা রোমাঞ্চকর হয় না। তারা কীরূপ অষ্ট গুণসম্পন্ন হয়?

৩. হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা-সংকল্পযুক্ত, মিথ্যাবাক্যসম্পন্ন, মিথ্যাকর্মসম্পন্ন, মিথ্যাজীবী, মিথ্যা উদ্যমী, মিথ্যাস্মৃতিযুক্ত, মিথ্যা সমাধিযুক্ত[১১]. ভিক্ষুগণ, এই অষ্টাঙ্গযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ হয় না, মহা হিতকর, চমৎকার কিংবা রোমাঞ্চকর হয় না।

৪. হে ভিক্ষুগণ, অষ্টাঙ্গযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হলে মহাফল লাভ হয়, স্বাদযুক্ত এবং উর্বর ভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়। অষ্টাঙ্গ সমন্বিত কীরূপ গুণযুক্ত হয়?

৫. হে ভিক্ষুগণ, ক্ষেত্রটি বন্ধুর হয় না, শিলামুক্ত, নুড়িবিহীন, লবণমুক্ত,

মাটি গভীরতাসম্পন্ন, জল প্রবেশ পথ ও বের হওয়ার পথ, জল গমনাগমনের পথযুক্ত ও সীমানাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপ অষ্টাঙ্গযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হলে মহাফল ফলে, ক্ষেত্র হয় স্বাদযুক্ত, উর্বর বলে বিবেচিত হয়। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, অষ্টাঙ্গসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ, মহা হিতকর, চমৎকার, মহা রোমাঞ্চকর হয়। তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, অষ্টাঙ্গ সমন্বিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ, মহা হিতকর, চমৎকার, রোমাঞ্চকর হয়।

অষ্টাঙ্গ সমন্বিত কীরূপ গুণযুক্ত হয়?

৬. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক সংকল্পযুক্ত, সম্যক বাক্যযুক্ত, সম্যক কর্মসম্পন্ন, সম্যক জীবী, সম্যক উদ্যমী, সম্যক স্মৃতিযুক্ত, সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, এরূপ অষ্টাঙ্গযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ, মহা হিতকর, চমৎকার, রোমাঞ্চকর হয়।

সম্পন্ন ক্ষেত্রে সম্পন্ন বীজ হইলে রোপিত,
যদি তাতে নিয়মিত বারিধারা হয় পতিত,
তাহলে হয়ে থাকে পরিপূর্ণ ধান্যসম্পদ,
কীট, কৃমির না থাকলে উপদ্রব ধান্যের প্রথম সম্পদ,
বিরূঢ়ি বা অঙ্কুরকালে হয় দ্বিতীয় সম্পদ,
স্কন্ধাদি বিপুলতাকালে হয় তৃতীয় সম্পদ,
ফল ধারণে হয় লাভ চতুর্থ সম্পদ।
এরূপ সম্পন্ন শীলবানে প্রদত্ত ভোজন সম্পদ
আনে ত্রিবিধ কুশলসম্পদ, তাদৃশ কৃতকর্ম
করে তাকে লাভ পরিপূর্ণতা; তদ্ধেতু সম্পদাকাঙ্ক্ষী জন!
ইহলোকে পূর্ণার্থ লাভ হেতু সেব প্রজ্ঞাবানে,
এরূপেই কুশলসম্পদ হয়ে থাকে লাভ।
বিদ্যাচারণসম্পন্ন পুরুষ করে লাভ চিত্ত সম্পদ,
পরিপূর্ণ করে থাকে কর্মসম্পদ,
তদ্ধেতু তিনি লাভ করেন অর্থসম্পদও।
স্কন্ধ-আয়তন-ধাতুভূত লোক, যথাভাবে হয়ে জ্ঞাত,
লাভ করে বিদর্শন দৃষ্টি, স্রোতাপত্তি মার্গসম্পদ,
করে অবলম্বন পরিপূর্ণ চিত্ত, যায় অর্হত্ত্বমার্গে।
রাগাদি সব ময়লা ঝেড়ে প্রাপ্ত হয় নির্বাণসম্পদ,
হয় মুক্ত সর্বদুঃখ হতে, সেই বিমুক্তিই হয় কথিত

সর্বসম্পদা বলে।”

৫. দানোপপত্তি সূত্র

৩৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, দান হেতু এই অষ্টবিধ পুনর্জন্ম[১২] লাভ ঘটে। আট কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, গন্ধ, বিলেপন, শয্যা, আবাস এবং প্রদীপ[১৩] দান করে। সে যা দান করে তার বিনিময় প্রত্যাশা করে। সে পঞ্চকামে সমর্পিত, সমঙ্গীভূত, পরিচর্যারত ক্ষত্রিয় ধনবান বা ব্রাহ্মণ ধনবান বা গৃহপতি ধনবানকে দর্শন করে। সে চিন্তা করে, “হায়! কায়ভেদে মৃত্যুর পর আমি যদি ক্ষত্রিয় ধনবান বা ব্রাহ্মণ ধনবান বা গৃহপতি ধনবানদের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারতাম!” সে এ চিন্তায় তার চিত্ত নিবদ্ধ করে, মনোযোগ স্থাপন করে, চিত্তে ভাবে। তার চিত্ত হীন বিষয়ে নমিত এবং উন্নততর বিষয় অভাবিত হেতু সে কায় ভেদে মৃত্যুর পর ক্ষত্রিয় ধনবান বা ব্রাহ্মণ ধনবান বা গৃহপতি ধনবানদের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে এবং আমি বলি এটা শীলবানের, দুঃশীলের নহে। ভিক্ষুগণ, শীলবানের চিত্ত প্রণিধি (আকাঙ্ক্ষা) বিশুদ্ধতা[১৪]-হেতু সমৃদ্ধি-হেতু সমৃদ্ধি লাভ করে।

৩. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস এবং প্রদীপ দান করে। সে প্রত্যাশা করে দান দেয়। সে শুনতে পায় যে, চাতুর্মহারাজিক দেবগণ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন এবং অত্যন্ত সুখী। সে চিন্তা করে, “হায়! কায়ভেদে মৃত্যুর পর আমি যদি চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করতাম!” এ বিষয়ে সে তার চিত্ত স্থির করে, অধিষ্ঠান করে এবং ভাবে। তার চিত্ত হীন বিষয়ে নমিত এবং উন্নততর বিষয় অভাবিত-হেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এবং আমি বলি এটা শীলমূলক, দুঃশীলজনক নহে। হে ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা-হেতু শীলবানের চিত্ত প্রণিধি সমৃদ্ধি লাভ করে।

৪. ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপ দান করে। সে প্রত্যাশা করে দান দেয়। সে শ্রবণ করে, “তাবতিংস দেবগণ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন এবং অত্যন্ত সুখী।” সে চিন্তা করে—“কায়ভেদে মৃত্যুর পর আমি যদি তাবতিংস দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করতাম!” এ বিষয়ে সে তার চিত্ত স্থির করে,

অধিষ্ঠান করে এবং ভাবে। তার চিত্ত হীন বিষয়ে নমিত এবং উন্নততর বিষয় অভাবিত হেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এবং আমি বলি এটা শীলমূলক, দুঃশীলজনক নহে। হে ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা হেতু শীলবানের চিত্ত প্রণিধি সমৃদ্ধি লাভ করে। সে শ্রবণ করে, "যামলোকবাসী দেবগণ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন এবং অত্যন্ত সুখী।" সে চিন্তা করে, "কায়ভেদে মৃত্যুর পর আমি যদি যামলোকবাসী দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করতাম!" এ বিষয়ে সে তার চিত্ত স্থির করে, অধিষ্ঠান করে এবং ভাবে। তার চিত্ত হীন বিষয়ে নমিত এবং উন্নততর বিষয় অভাবিত হেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর যামলোকবাসী দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এবং আমি বলি এটা শীলমূলক, দুঃশীলজনক নহে। হে ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা-হেতু শীলবানের চিত্ত প্রণিধি সমৃদ্ধি লাভ করে। সে শ্রবণ করে, "তুষিত দেবগণ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন এবং অত্যন্ত সুখী।" সে চিন্তা করে, "কায়ভেদে মৃত্যুর পর আমি যদি তুষিত দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করতাম!" এ বিষয়ে সে তার চিত্ত স্থির করে, অধিষ্ঠান করে এবং ভাবে। তার চিত্ত হীন বিষয়ে নমিত এবং উন্নততর বিষয় অভাবিত হেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর তুষিত দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এবং আমি বলি এটা শীলমূলক, দুঃশীলজনক নহে। হে ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা-হেতু শীলবানের চিত্ত প্রণিধি সমৃদ্ধি লাভ করে। সে শ্রবণ করে, "নির্মাণরতি দেবগণ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন এবং অত্যন্ত সুখী।" সে চিন্তা করে, "কায়ভেদে মৃত্যুর পর আমি যদি নির্মাণরতি দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করতাম!" এ বিষয়ে সে তার চিত্ত স্থির করে, অধিষ্ঠান করে এবং ভাবে। তার চিত্ত হীন বিষয়ে নমিত এবং উন্নততর বিষয় অভাবিত হেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এবং আমি বলি এটা শীলমূলক, দুঃশীলজনক নহে। হে ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা-হেতু শীলবানের চিত্ত প্রণিধি সমৃদ্ধি লাভ করে। সে শ্রবণ করে, "পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন, অত্যন্ত সুখী"। এ বিষয়ে সে তার চিত্ত স্থির করে, মনোযোগ নিবদ্ধ করে, ভাবে। তার চিত্ত হীন বিষয়ে নমিত এবং উন্নততর বিষয় অভাবিত-হেতু সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। এবং আমি বলি এটা শীলমূলক, দুঃশীলজনক নহে। হে ভিক্ষুগণ, বিশুদ্ধতা[১৫]বশত শীলবানের চিত্ত প্রণিধি সমৃদ্ধি লাভ করে।

৫. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপ দান করে। সে দানের বিনিময়ে

প্রত্যাশা করে। সে শ্রবণ করে, "ব্রহ্মকায়িক দেবগণ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন অত্যন্ত সুখী। সে চিন্তা করে, "হায়! কায়ভেদে মৃত্যুর পর আমি যদি ব্রহ্মকায়িক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করতাম!" সে এ বিষয়ে চিত্ত স্থির করে, মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং চিত্তে ভাবে। তার চিত্ত হীন বিষয়ে নমিত এবং উন্নততর বিষয় অভাবিত-হেতু সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর ব্রহ্মকায়িক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। এবং আমি বলি এটা শীলমূলক, দুঃশীলজনক নহে। বীতরাগের, সরাগের (কামুকের) নহে, হে ভিক্ষুগণ, বিরাগতা (কামাসক্তিহীনতা)বশত শীলবানের চিত্ত প্রণিধি সমৃদ্ধি লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই হলো দানের দ্বারা অষ্টবিধ পুনর্জন্ম।"

৬. পুণ্যক্রিয়া বস্তু সূত্র

৩৬.১. "ভিক্ষুগণ, পুণ্যক্রিয়ার এই ত্রিবিধ ভিত্তি[১৬]. ত্রিবিধ কী কী?

২. দানময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি, শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি, ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তির দানময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি সামান্য[১৭] পরিমাণে কৃত, শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি সামান্য পরিমাণে কৃত এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছায় না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যারা দুর্ভাগ্যবান[১৮] তাদের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে।

৪. ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তির দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি মধ্যম[১৯] পরিমাণে কৃত এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছায় না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সৌভাগ্যবান[২০] ব্যক্তিদের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

৫. ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তির দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছায় না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে।

ভিক্ষুগণ, তথায় চারি মহারাজা দানময় পুণ্যক্রিয়া এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণ করে চাতুমর্হারাজিক দেবগণকে দশবিধ ক্ষেত্রে অতিক্রম করে—দিব্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, আধিপত্য, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শে[২১]।

৬. ভিক্ষুগণ, কোনো লোকের দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণে কৃত এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছায় না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। তথায় ভিক্ষুগণ, দেবগণের রাজা শক্র দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি

অধিক পরিমাণ করে তাবতিংস দেবগণকে দশবিধ ক্ষেত্রে অতিক্রম করে—দিব্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, আধিপত্য, রূপ, শব্দ, গন্ধ, গন্ধ, রস, স্পর্শে।

৭. ভিক্ষুগণ, কোনো লোকের দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণে কৃত এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যাম দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তথায় ভিক্ষুগণ, সুযাম[২২] দেবপুত্র দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়া অধিক পরিমাণ করে যাম দেবগণকে দশবিধ ক্ষেত্রে অতিক্রম করে—দিব্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, আধিপত্য, রূপ, শব্দ, গন্ধ, গন্ধ, রস, স্পর্শে।

৮. ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তির দানময়, শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণে কৃত এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর তুষিত দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তথায় ভিক্ষুগণ, সন্তুষিত দেবপুত্র দানময় ও শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণ করে তুষিত দেবগণকে দশবিধ ক্ষেত্রে অতিক্রম করে—দিব্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, আধিপত্য, রূপ, শব্দ, গন্ধ, গন্ধ, রস, স্পর্শে।

৯. ভিক্ষুগণ, কোনো লোকের দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণে কৃত এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তথায় ভিক্ষুগণ, সুনিম্মিত দেবপুত্র দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণ করে নির্মাণরতি দেবগণকে দশবিধ ক্ষেত্রে অতিক্রম করে—দিব্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, আধিপত্য, রূপ, শব্দ, গন্ধ, গন্ধ, রস, স্পর্শে।

১০. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তির দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণ কৃত হয় এবং ভাবনাময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌঁছে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরনির্মিত-বশবর্ত্তী দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তথায় ভিক্ষুগণ, বশবর্ত্তী দেবপুত্র দানময় এবং শীলময় পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি অধিক পরিমাণ করে পরনিম্মিতবশবর্ত্তী দেবগণকে দশবিধ ক্ষেত্রে অতিক্রম করে—দিব্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, আধিপত্য, রূপ, শব্দ, গন্ধ, গন্ধ, রস, স্পর্শে।

ভিক্ষুগণ, এগুলিই ত্রিবিধ পুণ্যক্রিয়ার ভিত্তি।"

৭. সৎপুরুষদান[২৩] সূত্র

৩৭.১. হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের দান এই অষ্ট প্রকার। আট কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, সে শুচি বস্তু দান দেয়, প্রণীত বস্তু দান দেয়, যথার্থ দান

দেয়, যথাসময়ে দান দেয়, বিবেচনা করে দান দেয়, পুনঃপুন দান দেয়, দান দিয়ে চিত্তকে প্রশান্ত করে, দান দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ভিক্ষুগণ, এগুলিই অষ্টবিধ সৎপুরুষ দান।

পান, ভোজন দ্রব্য, পরিশুদ্ধ বর্ণসম্পন্ন করবে দান
প্রণীত বস্তু, যথাসময়ে দেবে দান,
যোগ্যবস্তু করবে দান সুক্ষেত্রে ব্রহ্মচারীগণে,
দেবে দান আমিষ বস্তু করে পরিত্যাগ,
দিয়ে দান কভু করবে না ভোগ অনুতাপ,
ঈদৃশ দান বিষয়ে করেন বর্ণন পণ্ডিতগণ।
এভাবে পূজা করে শ্রদ্ধাবান মেধাবী পণ্ডিত,
মুক্ত চিত্ত দ্বারা জন্ম নেন মৈত্রীপূর্ণ সুখময় লোকে।"

৮. সৎপুরুষ সূত্র

৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ[২৪], যখন কোনো পরিবারে কোনো সৎপুরুষ জন্মগ্রহণ করে এটা বহু লোকের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়, এটা মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রের, ক্রীতদাস, কর্মকার, দাস, মিত্র, অমাত্য, পূর্ব প্রেত[২৫], রাজা, দেবতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়।

২. যেমন হে ভিক্ষুগণ, প্রচুর বারি বর্ষণ সকল প্রকার শস্যের পরিপক্বতা আনয়ন করে যদ্বারা অনেক লোকের মঙ্গল, হিত ও সুখ লাভ হয়। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, যখন কোনো পরিবারে কোনো সৎপুরুষ জন্মগ্রহণ করে তদ্বারা বহু লোকের মঙ্গল, হিত ও সুখ লাভ হয়। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ক্রীতদাস, কর্মকার, দাস, মিত্র, অমাত্য, পূর্ব প্রেত, রাজা, দেবতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়।

পণ্ডিত ব্যক্তি গৃহবাসেও হন মঙ্গলকামী বহুজনে,
মাতাপিতাকে রাত্রিদিন পূজা করেন অনলসভাবে,
পূর্বকৃত উপকার করে স্মরণ[২৬] পূজা করে তাঁদের
গৃহ ছেড়ে হলে প্রব্রজিত ভজেন ব্রহ্মচারীদের।
তথাগত শাসনে জ্ঞাত হয়ে ধর্ম শ্রদ্ধাবান জন,
প্রিয়শীল ব্যক্তিগণে পূজেন, হন হিতকামী রাজার,
দেবগণের, জ্ঞাতির, হিতকামী হন সখীদের
সদ্ধর্মে স্থিত সাধু পুরুষ হিত সাধন করেন সবার

কার্পণ্য ময়লা করেন দূর, সেহেতু তিনি
শিবলোকে বা দেবলোকে করেন গমন।”

৯. পুণ্যফল সূত্র

৩৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ পুণ্যফল[২৭], কুশলফল, আহারসুখ, স্বর্গীয়, সুখবিপাক, স্বর্গ সংবর্তনিক[২৮] যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখ আনয়নকারী। আট কী কী?

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের শরণাগত হয়। ভিক্ষুগণ, এটা প্রথম পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখবিপাকী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, হিতকর, সুখ আনয়নকারী।

৩. পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক ধর্মের শরণাগত হয়। ভিক্ষুগণ, এটা দ্বিতীয় পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখবিপাকী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, হিতকর, সুখ আনয়নকারী।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক সংঘের শরণাগত হয়। ভিক্ষুগণ, এটা তৃতীয় পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখবিপাকী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোরম, হিতকর ও সুখ আনয়নকারী।

৫. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ দান[২৯] মহাদান, অগ্র হিসাবে স্বীকৃত, দীর্ঘ কালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসঙ্কীর্ণ, অসঙ্কীর্ণ পূর্ব, সঙ্কীর্ণ হয়নি, সঙ্কীর্ণ হবে না; সেগুলি বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না। পঞ্চ কী কী?

৬. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হন। ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত আর্যশ্রাবক সংখ্যাহীন প্রাণীগণকে অভয় দেন, মৈত্রী দেন, বিপদহীনতা দেন; অপরিমাণ সত্ত্বগণকে অভয় দিয়ে, অবৈরী দিয়ে, অব্যাপাদ (বিদ্বেষহীনতা) দিয়ে অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, এটাই প্রথম দান, মহাদান, অগ্র হিসাবে স্বীকৃত। দীর্ঘকালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসঙ্কীর্ণপূর্ব, সংকীর্ণ হয়নি, সংকীর্ণ হবে না, বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না। ভিক্ষুগণ, এটা চতুর্থ পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখবিপাকী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখ আনয়নকারী।

৭. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত হয়। ভিক্ষুগণ, অদত্তবস্তু প্রতিবিরত আর্যশ্রাবক সংখ্যাহীন প্রাণীগণকে অভয় দেন, মৈত্রী দেন, বিপদহীনতা দেন; অপরিমাণ সত্ত্বগণকে অভয় দিয়ে, অবৈরী

দিয়ে, অব্যাপাদ (বিদ্বেষহীনতা) দিয়ে অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, এটাই প্রথম দান, মহাদান, অগ্র হিসাবে স্বীকৃত। দীর্ঘকালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসঙ্কীর্ণপূর্ব সংকীর্ণ হয়নি, সংকীর্ণ হবে না, বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না। ভিক্ষুগণ, এটা পঞ্চম পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখবিপাকী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখ আনয়নকারী।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক মিথ্যা কামাচার পরিত্যাগ করে মিথ্যা কামাচার প্রতিবিরত হন। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাকামাচার প্রতিবিরত আর্যশ্রাবক সংখ্যাহীন প্রাণীগণকে অভয় দেন, মৈত্রী দেন, বিপদহীনতা দেন; অপরিমাণ সত্ত্বগণকে অভয় দিয়ে, অবৈরী দিয়ে, অব্যাপাদ (বিদ্বেষহীনতা) দিয়ে অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, এটাই প্রথম দান, মহাদান, অগ্র হিসাবে স্বীকৃত। দীর্ঘকালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসঙ্কীর্ণপূর্ব, সংকীর্ণ হয়নি, সংকীর্ণ হবে না, বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না। ভিক্ষুগণ, এটা ষষ্ঠ পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখবিপাকী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখ আনয়নকারী।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক মিথ্যাভাষণ পরিহার করে মিথ্যাভাষণ প্রতিবিরত হন ভিক্ষুগণ, অদত্তবস্তু প্রতিবিরত আর্যশ্রাবক সংখ্যাহীন প্রাণীগণকে অভয় দেন, মৈত্রী দেন, বিপদহীনতা দেন; অপরিমাণ সত্ত্বগণকে অভয় দিয়ে, অবৈরী দিয়ে, অব্যাপাদ (বিদ্বেষহীনতা) দিয়ে অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, এটাই প্রথম দান, মহাদান, অগ্র হিসাবে স্বীকৃত। দীর্ঘকালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসঙ্কীর্ণপূর্ব, সংকীর্ণ হয়নি, সংকীর্ণ হবে না, বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না। ভিক্ষুগণ, এটা সপ্তম পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখবিপাকী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখ আনয়নকারী।

পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক সুরা, মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদবস্তু পরিহার করে সুরা, মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদবস্তু প্রতিবিরত হন। ভিক্ষুগণ, সুরা, মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদবস্তু প্রতিবিরত হয়ে আর্যশ্রাবক অসংখ্য সত্ত্বগণের প্রতি অভয় দেন, অবৈরী দান করেন, অব্যাপাদ প্রদান করেন; অপরিমাণ প্রাণীগণকে অভয় দিয়ে, মৈত্রী দিয়ে, অব্যাপাদ দিয়ে অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, এটা পঞ্চম দান, মহাদান, অগ্রদান দীর্ঘকালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসঙ্কীর্ণপূর্ব, সংকীর্ণ হয়নি,

সংকীর্ণ হবে না, বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিন্দিত হয় না। ভিক্ষুগণ, এটা অষ্টম পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখবিপাকী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখ আনয়নকারী।

ভিক্ষুগণ, এগুলিই অষ্ট পুণ্যফল, কুশলফল, সুখাহার, স্বর্গীয়, সুখ আনয়নকারী, স্বর্গ সংবর্তনিক যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিতকর, সুখ আনয়নকারী।”

১০. দুশ্চরিত বিপাক সূত্র

৪০.১. “হে ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যা সেবিত (অনুসৃত), ভাবিত (অনুশীলিত), বহুলীকৃত (বর্ধিত) হলে তা মানুষদেরকে নরক, তির্যক ও প্রেতযোনিতে নিয়ে যায়। প্রাণিহত্যার সর্বনিম্ন (সামান্যতম) ফল হচ্ছে মানবের অল্পায়ু লাভ।

২. ভিক্ষুগণ, অদত্ত গ্রহণ (চুরি) অনুসৃত, অনুশীলিত, বহুলীকৃত হলে তা মানবগণকে নরক, তির্যক ও প্রেতযোনিতে (প্রেতকুলে) নিয়ে যায়। চৌর্যবৃত্তির সামান্যতম ফল মানবের সম্পদ হানি।

৩. ভিক্ষুগণ, মিথ্যা কামাচারের (ব্যভিচারের) অনুসরণ, অনুশীলন, বর্ধিতকরণ মানবগণকে নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, ব্যভিচারের সর্বনিম্নফল প্রতিযোগিতা এবং বিদ্বেষ।

৪. ভিক্ষুগণ, মিথ্যা ভাষণ অনুসৃত, পুনঃপুন কৃত ও বর্ধিত হলে তা মানবগণকে নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যাভাষণের ন্যূনতম বিপাক মানবের অপবাদ এবং মিথ্যা কথন।

৫. ভিক্ষুগণ, পিশুন বাক্য (বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ) অনুসৃত, অনুশীলিত ও বর্ধিত হলে মানবগণকে নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, পিসুণ ভাষণের ন্যূনতম ফল মানবের বন্ধুত্ব ছেদকরণ।

৬. ভিক্ষুগণ, কর্কশ বাক্য ভাষিত, পুনঃপুন কৃত ও বর্ধিত হলে মানবগণকে নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, কর্কশ বাক্য প্রয়োগের সর্বনিম্ন ফল মানবের অপ্রীতিকর শব্দ শ্রবণ।

৭. ভিক্ষুগণ, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) অনুসৃত, অনুশীলিত ও বর্ধিত হলে তা মানবগণকে নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, বৃথাবাক্য ভাষণের ন্যূনতম ফল মানবের অগ্রহণযোগ্য উক্তি।

৮. ভিক্ষুগণ, সুরা, উত্তেজক পানীয় পান অনুসৃত, অনুশীলিত ও বর্ধিত হলে মানবগণকে তা নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ,

উত্তেজক দ্রব্য পানের ন্যূনতম ফল মানবের ক্ষিপ্ততা।”

[দান-বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দ্বিবিধ দান, বস্তু ও ক্ষেত্র দানোপপত্তি, ক্রিয়া
দ্বিবিধ সৎপুরুষ দান, অভিসন্দ ও বিপাক।

৫. উপোসথ বর্গ

১. সংক্ষিপ্ত উপোসথ[১] সূত্র

৪১.১. আমাকর্তৃক এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করতেছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করেন, “ভিক্ষুগণ,” “হ্যাঁ, প্রভু,” বলে প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ সম্মতি জানালেন। ভগবান বললেন :

২. “ভিক্ষুগণ, অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে মহাফলপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। ভিক্ষুগণ মহাফলপ্রদ, মহাহিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, মহা রোমাঞ্চকর অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ কীরূপে প্রতিপালন এবং রক্ষা করতে হয়?

৩. ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করেন, “অর্হৎগণ সমগ্র জীবন প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করেন এবং প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হন; তাঁরা দণ্ড এবং অস্ত্র পরিহার করে সর্বজীবের প্রতি বিনীত এবং দয়ার্দ্র হয়ে অবস্থান করেন। আমিও এখন এই দিবারাত্রি প্রাণিহত্যা পরিহার করে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হব, দণ্ড ও অস্ত্র পরিত্যাগ করে সর্বপ্রাণীর প্রতি বিনীত ও দয়ার্দ্র হয়ে বাস করব। সুতরাং এ উপায়ে আমি অর্হতের উদাহরণ অনুকরণ করব এবং উপোসথ রক্ষা করব।” এই প্রথম গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়[২]।

৪. “অর্হৎগণ সমগ্র জীবন অদত্ত পরিহার করে অদত্ত প্রতিবিরত হন। তাঁরা যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে তাতে আশান্বিত হয়ে বাস করেন, চুরি করে নয়, নিজেকে পবিত্র রেখে। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন অদত্ত পরিহার করে অদত্ত প্রতিবিরত হয়ে যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে তাতে আশান্বিত হয়ে অবস্থান করি। সুতরাং, এ উপায়ে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।” এই দ্বিতীয় গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

৫. “অর্হৎগণ সমগ্র জীবন অব্রহ্মচর্যা পরিহার করে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করেন,

মৈথুন সেবন যা গ্রাম্য তা পরিহার করেন। আমিও অদ্য রাত্রিদিন অব্রহ্মচর্য, গ্রাম্য মৈথুন সেবন পরিহার করে ব্রহ্মচর্য পালন করি। এ উপায়ে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই তৃতীয় গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

৬. অর্হৎগণ যাবজ্জীবন মিথ্যাভাষণ পরিহার করে মিথ্যাভাষণ প্রতিবিরত, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, তাঁরা জগতে কাকেও বঞ্চনা[৩] করেন না। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন মিথ্যা পরিহার করে মিথ্যা ভাষণ প্রতিবিরত, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, জগতে আমি কাকেও বঞ্চনা করি না। এ উপায়ে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমি উপোসথ পালন করি।" এই চতুর্থ গুণ দ্বারা উপোসথ রক্ষিত হয়।

৭. "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন সুরা ও মদ্যপান পরিহার করে সুরা ও মদ্যপান প্রতিবিরত হন। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন সুরা ও মদ্যপান পরিহার করে সুরা ও মদ্যপান প্রতিবিরত। এ উপায়ে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ রক্ষিত হবে।" এই পঞ্চম গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়।

৮. "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন একাহারী (দিনে একবার মাত্র ভোজন করে), বিকাল ভোজন প্রতিবিরত হন। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন একাহারী, বিকালভোজন প্রতিবিরত। এভাবে আমিও অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ পালিত হবে।" এই ষষ্ঠ গুণে উপোসথ পালিত হয়।

৯. "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসবদর্শন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূষণ ইত্যাদি প্রতিবিরত হন। আমিও আজ রাত্রিদিন নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসব-দর্শন-মালা-গন্ধ বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূষণ ইত্যাদি প্রতিবিরত। এভাবে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ রক্ষিত হবে।" এই সপ্তম গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়।

১০. "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা মহাশয্যা প্রতিবিরত হন। তাঁরা নিচ শয্যায় শয়ন করেন, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যা গ্রহণ করেন। আমিও অদ্য রাত্রি-দিন উচ্চশয্যা মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা মহাশয্যা প্রতিবিরত, নিচু শয্যায় শয়ন করি, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যায়। এভাবে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ রক্ষিত হবে।" এই অষ্টম গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে তা মহাফলপ্রদ, মহাহিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়।"

২. বিস্তৃত উপোসথ সূত্র

৪২.১. "ভিক্ষুগণ, এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে তা মহা ফলপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। ভিক্ষুগণ, কীরূপে মহাফলপ্রদ, মহাহিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ প্রতিপালন এবং রক্ষা করতে হয়?

২. ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে, "অহরতগণ যাবজ্জীবন প্রাণিহত্যা পরিহার করেন এবং প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হন। তাঁরা দণ্ড এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করে সর্বজীবের প্রতি বিনীত এবং দয়ার্দ্র হয়ে অবস্থান করেন। আমিও এখন এই দিবারাত্রি প্রাণিহত্যা পরিহার করে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হব, দণ্ড ও অস্ত্র পরিহার করে সর্ব প্রাণীর প্রতি বিনীত ও দয়ার্দ্র হয়ে অবস্থান করব। এ উপায়ে আমি অরহতের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ রক্ষা করব।" এই প্রথম গুণে উপোসথ রক্ষিত হবে।...

৩. "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন উচ্চশয্যা, মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা মহাশয্যা প্রতিবিরত হন। তাঁরা নিচু শয্যায় শয়ন করেন, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যা গ্রহণ করেন। আমিও অদ্য রাত্রিদিবস উচ্চশয্যা, মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা মহাশয্যা প্রতিবিরত, নিচু শয্যায়, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করি। এভাবে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ রক্ষিত হবে।" এই অষ্টম গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়।

ভিক্ষুগণ, এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে তা মহাফলপ্রদ, মহা হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। উপোসথ দিবস প্রতিপালিত, রক্ষিত হলে কীরূপ মহাফলপ্রদ, কীরূপ মহা হিতকর, কীরূপ মহা উজ্জ্বল, কীরূপ মহা রোমাঞ্চকর হয়?

৪. ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ব্যক্তি এই ষোড়শ মহাজনপদে প্রভূত সপ্ত রত্নের অধিকারী হয়, রাজ্যে প্রভুত্ব করে যেমন অঙ্গবাসী,[৪] মগধবাসী, কাশীবাসী, কোশলবাসী, বজ্জিগণ, মল্লগণ, চেতীগণ[৫], বংসগণ, কুরুগণ, পঞ্চালগণ, মচ্ছগণ, সুরসেনগণ, অশ্বকগণ, অবন্তীবাসী, গান্ধারগণ এবং কম্বোজদের উপর রাজত্ব করে তথাপি তা অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালন ও রক্ষার ষোড়শাংশের[৬] একাংশও হয় না। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট হেতু।

৫. ভিক্ষুগণ, মনুষ্যলোকের পঞ্চাশ বৎসর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মাত্র এক রাত্রিদিন; তাদের মাসে আছে সেরূপ ত্রিশ রাত্রি, তাদের বৎসরে আছে

বারো মাস[৭] তদনুরূপ চাতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য পঞ্চশত বৎসর। ভিক্ষুগণ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভিক্ষুগণ, সে ব্যাপারে এটা আমাকর্তৃক ভাষিত হয়েছে, দিব্য সুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৬. ভিক্ষুগণ, মনুষ্যলোকের শত বৎসর তাবতিংস দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ তাবতিংস দেবগণের আয়ু প্রমাণ দিব্য সহস্র বৎসর। ভিক্ষুগণ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং, ভিক্ষুগণ, সে ব্যাপারেই আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্য সুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৭. ভিক্ষুগণ, মনুষ্যলোকের দ্বি-শত বৎসর যাম দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ যাম দেবগণের আয়ু প্রমাণ দুই হাজার বৎসর। ভিক্ষুগণ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর যাম দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্য সুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৮. ভিক্ষুগণ, মনুষ্যলোকের চারশত বৎসর তুষিত দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ তুষিত দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় চার হাজার বৎসর। ভিক্ষুগণ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর তুষিত দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সে কারণেই আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্য সুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৯. ভিক্ষুগণ, মনুষ্যলোকের আটশত বৎসর নিম্মাণরতি দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ নিম্মাণরতি দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় আট হাজার বৎসর। ভিক্ষুগণ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর নিম্মাণরতি দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।

১০. ভিক্ষুগণ, মনুষ্যলোকের ষোড়শ সহস্র বৎসর পরনিম্মিতবশবত্তী দেবগণের এক রাত্রিদিন[৭] সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ পরনিম্মিতবশবত্তী দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় ষোড়শ সহস্র বৎসর। ভিক্ষুগণ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরনিম্মিতবশবত্তী দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্য সুখের তুলনায় মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।

প্রাণিহত্যা[৮] করবে না, করবে না অদত্ত গ্রহণ,
করবে না মিথ্যা ভাষণ, হবে না মদ্যপায়ী,
হবে বিরত মৈথুন সেবনে,
রাত্রিতে বা বিকালে করবে না ভোজন গ্রহণ।
করবে না ধারণ মালা, করবে না সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার,
করবে শয়ন মাচায়, ভূমিতে বা তৃণপত্রে,
অষ্টাঙ্গিক উপোসথ বলে হয়েছে তা ভাষিত,
দুঃখ অন্তকারী বলে বুদ্ধ দ্বারা হয়েছে যা প্রকাশিত।
চন্দ্র-সূর্য উভয়ে সুদর্শনীয় তমঃ বিনোদনকারী,
বিচরণ করে চক্রবালব্যাপী আলোক প্রদানে,
অন্তরীক্ষে বিচরণকারী চন্দ্র-সূর্য করে বিরোচিত
সর্বদিক, করে প্রভাসিত সমগ্র আকাশ।
কদাচ শিখবে না সরোষপূর্ণ বাক্য
মুখস্খলিত সামান্য বাক্য করবে না গ্রহণ,
দেবে না বাক্যের উপর বাক্য চাপিয়ে,
এক কথাকে অন্য কথায় করবে না মর্দন,
সত্য-মিথ্যা সংযুক্ত বাক্য করবে না ভাষণ।
এ পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্রে উৎপন্ন মুক্তা,
ইন্দ্রনীলাদি মণি, উত্তম বেলুরিয় বা এক বৎসর
আয়ু পরিমাণ বেণুবর্ণ জাতিমণি, শৃঙ্গি বা গো শৃঙ্গ
সদৃশ উৎপন্ন সুবর্ণ অথবা পর্বতজাত কাঞ্চনাদি,
যার মধ্যে আছে বিদ্যমান যা কিছু ধন, জাতরূপ বা
শাস্তাবর্ণ সুবর্ণ, হটক বা পিপীলিকাদি দ্বারা নির্গত
সুবর্ণ নামে যা যা হয় কথিত,

সেসব অষ্টাঙ্গগুণযুক্ত উপোসথের
ষোলো কলার এক কলাও হয় না পরিমিত।
চন্দ্রপ্রভা ও সমস্ত তারকাও হয় না তদ্রূপ,
তদ্ধেতু শীলবান নরনারীগণ!
অষ্টাঙ্গগুণযুক্ত উপোসথ করহে প্রতিপালন,
সুখদায়ক পুণ্যকর্ম করে” সম্পাদন,
নরনারীগণ অনিন্দিত, প্রশংসিত প্রাপ্ত হয় স্বর্গস্থান।”

৩. বিশাখা সূত্র

৪৩.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে পূর্বারামে মিগারমাতু প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। তখন মিগারমাতা বিশাখা[৭] ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট মিগারমাতা বিশাখাকে ভগবান বলেন :

২. “বিশাখে, অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে মহাফলপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। বিশাখে, কীরূপে মহাফলপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালন এবং রক্ষা করতে হয়?

৩. হে বিশাখে, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে, “অর্হৎগণ যাবজ্জীবন প্রাণিহত্যা পরিহার করেন এবং প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হন। তাঁরা দণ্ড এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করে সর্বজীবের প্রতি বিনীত এবং দয়ার্দ্র হয়ে অবস্থান করেন। আমিও এখন এই দিবারাত্রি প্রাণিহত্যা পরিহার করে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হব, দণ্ড ও শস্ত্র পরিহার করে সর্বপ্রাণীর প্রতি বিনীত ও দয়ার্দ্র হয়ে অবস্থান করব। এ উপায়ে আমি অরহতের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ রক্ষা করব।” এই প্রথম গুণে গুণান্বিত হয়।...

অর্হৎগণ যাবজ্জীবন উচ্চশয্যা, মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা, মহাশয্যা প্রতিবিরত হয়। তারা নিচু শয্যায় শয়ন করে, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যা গ্রহণ করে। আমিও অদ্য রাত্রিদিন উচ্চশয্যা, মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা, মহাশয্যা প্রতিবিরত হই, নিচু শয্যায়, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করি। এভাবে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ রক্ষিত হবে।” এই অষ্ট গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়।

বিশাখে, এই অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে তা মহাফলপ্রদ, মহা হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। উপোসথ দিবস প্রতিপালিত, রক্ষিত হলে কীরূপ মহাফলপ্রদ, কীরূপ মহা হিতকর, কীরূপ মহা উজ্জ্বল, কীরূপ মহা রোমাঞ্চকর হয়?

৪. বিশাখে, যদি কোনো ব্যক্তি এই ষোড়শ মহাজনপদে প্রভূত সপ্ত রত্নের অধিকারী হয়, রাজ্যে প্রভুত্ব করে যেমন অঙ্গবাসী, মগধবাসী, কাসীবাসী, কোশলবাসী, বজ্জিগণ, মল্লগণ, চেতীগণ, বংসগণ, কুরুগণ, পঞ্চালগণ, মচ্ছগণ, সুরসেনগণ, অশ্বকগণ, অবন্তীবাসী, গান্ধারগণ এবং কম্বোজগণের উপর রাজত্ব করে তথাপি তা অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস প্রতিপালন ও রক্ষার ষোড়শাংশের একাংশও হয় না। তার কারণ কী? বিশাখে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট হেতু।

৫. বিশাখে, মনুষ্যলোকের পঞ্চাশ বৎসর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মাত্র এক রাত্রিদিন; তাদের মাসে আছে সেরূপ ত্রিশ রাত্রি, তাদের বৎসরে আছে বারো মাস। তদনুরূপ চাতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য পঞ্চশত বৎসর। বিশাখে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বিশাখে, সে ব্যাপারে এটা আমাকর্তৃক ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৬. বিশাখে, মনুষ্যলোকের শত বৎসর তাবতিংস দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ তাবতিংস দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য সহস্র বৎসর। বিশাখে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বিশাখে, সে ব্যাপারেই আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৭. বিশাখে, মনুষ্যলোকের দ্বি-শত বৎসর যাম দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ যাম দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দুই হাজার বৎসর। বিশাখে! এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর যাম দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই বিশাখে, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৮. বিশাখে, মনুষ্যলোকের চারশত বৎসর তুষিত দেবগণের এক

রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ তুষিত দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় চার হাজার বৎসর। বিশাখে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর তুষিত দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। বিশাখে, সে কারণেই আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নগণ্য।

৯. বিশাখে, মনুষ্যলোকের আটশত বৎসর নিম্মাণরতি দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ নিম্মাণরতি দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় আট হাজার বৎসর। বিশাখে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর নিম্মাণরতি দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই বিশাখে, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।

১০. বিশাখে! মনুষ্যলোকের ষোড়শ সহস্র বৎসর পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় ষোড়শ সহস্র বৎসর। বিশাখে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই বিশাখে, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।

প্রাণিহত্যা করবে না, করবে না অদত্ত গ্রহণ,
করবে না মিথ্যাভাষণ, হবে না মদ্যপায়ী,
হবে বিরত মৈথুন সেবনে,
রাত্রে বা বিকালে করবে না ভোজন গ্রহণ।
করবে না ধারণ মালা, করবে না সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার,
করবে শয়ন মাচায়, ভূমিতে বা তৃণপত্রে,
অষ্টাঙ্গিক উপোসথ বলে হয়েছে তা ভাষিত,
দুঃখ অন্তকারী বলে বুদ্ধ দ্বারা হয়েছে যা প্রকাশিত।
চন্দ্র-সূর্য উভয়ে সুদর্শনীয় তমঃ বিনোদনকারী,
বিচরণ করে চক্রবালব্যাপী আলোক প্রদানে,
অন্তরীক্ষে বিচরণকারী চন্দ্র-সূর্য করে বিরোচিত
সর্বদিক, করে প্রভাসিত সমগ্র আকাশ।

কদাচ শিখবে না সরোষপূর্ণ বাক্য
মুখস্খলিত সামান্য বাক্য করবে না গ্রহণ,
দেবে না বাক্যের উপর বাক্য চাপিয়ে,
এক কথাকে অন্য কথায় করবে না মর্দন,
সত্য-মিথ্যা সংযুক্ত বাক্য করবে না ভাষণ।
এ পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্রে উৎপন্ন মুক্তা,
ইন্দ্রনীলাদি মণি, উত্তম বেণুরিয় বা এক বৎসর
আয়ু পরিমাণ বেণুবর্ণ জাতিমণি, শৃঙ্গি বা গোশৃঙ্গ
সদৃশ উৎপন্ন সুবর্ণ অথবা পর্বতজাত কাঞ্চনাদি,
যার মধ্যে আছে বিদ্যমান যা কিছু ধন, জাতরূপ বা
শাস্তাবর্ণ সুবর্ণ, হটক বা পিপীলিকাদি দ্বারা নির্গত
সুবর্ণ নামে যা যা হয় কথিত।
সেসব অষ্টাঙ্গিক গুণযুক্ত উপোসথের
ষোলো কলার এক কলাও হয় না পরিমিত।
চন্দ্রপ্রভা ও সমস্ত তারকাও হয় না তদ্রূপ,
তদ্ধেতু শীলবান নরনারীগণ!
অষ্টাঙ্গ গুণযুক্ত উপোসথ কর হে প্রতিপালন,
সুখদায়ক পুণ্যকর্ম করে সম্পাদন
নরনারীগণ আনন্দিত, প্রশংসিত প্রাপ্ত হয় স্বর্গস্থান।"

৪. বাশিষ্ঠ সূত্র

৪৪.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় উপাসক বাসেট্‌ঠ[১০] ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট উপাসক বাসেট্‌ঠকে ভগবান বলেন :

"বাসেট্‌ঠ, অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে মহাফলপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। বাসেট্‌ঠ, কীরূপে মহাফলপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালন এবং রক্ষা করতে হয়?"

২. "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন উচ্চশয্যা, মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা, মহাশয্যা প্রতিবিরত হন। তাঁরা নিচু শয্যায় শয়ন করেন, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত

শয্যা গ্রহণ করেন। আমিও অদ্য রাত্রিদিন উচ্চশয্যা, মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা, মহাশয্যা প্রতিবিরত হই, নিচু শয্যায়, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করি। এভাবে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ রক্ষিত হবে।” “এই অষ্ট গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়। বাসেট্‌ঠ, এই অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে তা মহাফলপ্রদ, মহা হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। উপোসথ দিবস প্রতিপালিত, রক্ষিত হলে কীরূপ মহাফলপ্রদ, কীরূপ মহা হিতকর, মহা উজ্জ্বল, মহা রোমাঞ্চকর হয়?

৩. বাসেট্‌ঠ, যদি কোনো ব্যক্তি এই ষোড়শ মহাজনপদে প্রভূতসপ্ত রত্নের অধিকারী হয়, রাজ্যে প্রভুত্ব করে যেমন অঙ্গবাসী, মগধবাসী, কাসীবাসী, কোশলবাসী, বজ্জিগণ, মল্লগণ, চেতীগণ, বংসগণ, কুরুগণ, পঞ্চালগণ, মচ্ছগণ, সুরসেনগণ, অশ্বকগণ, অবন্তীবাসী, গান্ধারগণ এবং কম্বোজগণের উপর রাজত্ব করে তথাপি তা অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস প্রতিপালন ও রক্ষার ষোড়শাংশের একাংশও হয় না। তার কারণ কী? বাসেট্‌ঠ, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট হেতু।

৪. বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যলোকের পঞ্চাশ বৎসর চাতুমর্হারাজিক দেবগণের মাত্র এক রাত্রিদিন; তাদের মাসে আছে সেরূপ ত্রিশ রাত্রি, তাদের বৎসরে আছে বারো মাস। তদনুরূপ চাতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য পঞ্চশত বৎসর। বাসেট্‌ঠ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বাসেট্‌ঠ, সে ব্যাপারে এটা আমাকর্তৃক ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৫. বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যলোকের শত বৎসর তাবতিংস দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য সহস্র বৎসর। বাসেট্‌ঠ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বাসেট্‌ঠ, সে ব্যাপারেই আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৬. বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যলোকের দ্বি-শত বৎসর যাম দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ যাম দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দুই হাজার বৎসর। বাসেট্‌ঠ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর

পর যাম দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই বাসেট্‌ঠ, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৭. বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যলোকের চারশত বৎসর তুষিত দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় চার হাজার বৎসর। বাসেট্‌ঠ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গগুণযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর তুষিত দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। বাসেট্‌ঠ, সে কারণেই আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নগণ্য।

৮. বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যলোকের আটশত বৎসর নিম্মাণরতি দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ নিম্মাণরতি দেবগণের আয়ু দিব্যগণনায় আট হাজার বৎসর। বাসেট্‌ঠ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পরনিম্মাণরতি দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই বাসেট্‌ঠ, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।

৯. বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যলোকের ষোড়শ সহস্র বৎসর পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় ষোড়শ সহস্র বৎসর। বাসেট্‌ঠ, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই বাসেট্‌ঠ, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।

প্রাণিহত্যা করবে না, করবে না অদত্ত গ্রহণ,
করবে না মিথ্যাভাষণ, হবে না মদ্যপায়ী,
হবে বিরত মৈথুন সেবনে,
রাত্রে বা বিকালে করবে না ভোজন গ্রহণ।
করবে না ধারণ মালা, করবে না সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার,
করবে শয়ন মাচায়, ভূমিতে বা তৃণপত্রে,
অষ্টাঙ্গিক উপোসথ বলে হয়েছে তা ভাষিত,
দুঃখ অন্তকারী বলে বুদ্ধ দ্বারা হয়েছে যা প্রকাশিত।
চন্দ্র-সূর্য উভয়ে সুদর্শনীয় তমঃ বিনোদনকারী,
বিচরণ করে চক্রবাল ব্যাপী আলোক প্রদানে,
অন্তরীক্ষে বিচরণকারী চন্দ্র-সূর্য করে বিরোচিত

সর্বদিক, করে প্রভাসিত সমগ্র আকাশ।
কদাচ শিখবে না সরোষপূর্ণ বাক্য
মুখস্খলিত সামান্য বাক্য করবে না গ্রহণ,
দেবে না বাক্যের উপর বাক্য চাপিয়ে,
এক কথাকে অন্য কথায় করবে না মর্দন,
সত্য-মিথ্যা সংযুক্ত বাক্য করবে না ভাষণ।
এ পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্রে উৎপন্ন মুক্তা,
ইন্দ্রনীলাদি মণি, উত্তম বেণুরিয় বা এক বৎসর
আয়ু পরিমাণ বেণুবর্ণ জাতিমণি, শৃঙ্গি বা গোশৃঙ্গ
সদৃশ উৎপন্ন সুবর্ণ অথবা পর্বতজাত কাঞ্চনাদি,
যার মধ্যে আছে বিদ্যমান যা কিছু ধন, জাতরূপ বা
শাস্তাবর্ণ সুবর্ণ, হটক বা পিপীলিকাদি দ্বারা নির্গত
সুবর্ণ নামে যা যা হয় কথিত।
সেসব অষ্টাঙ্গিক গুণযুক্ত উপোসথের
ষোলো কলার এক কলাও হয় না পরিমিত।
চন্দ্রপ্রভা ও সমস্ত তারকাও হয় না তদ্রূপ,
তদ্ধেতু শীলবান নরনারীগণ,
অষ্টাঙ্গ গুণযুক্ত উপোসথ কর হে প্রতিপালন,
সুখদায়ক পুণ্যকর্ম করে সম্পাদন
নরনারীগণ আনন্দিত, প্রশংসিত প্রাপ্ত হয় স্বর্গস্থান।"

১০. এরূপ উক্ত হলে বাসেট্‌ঠ উপাসক ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, আমার প্রিয় জ্ঞাতিবর্গ অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করতেন, তা তাদের দীর্ঘকালের জন্য হিতকর ও সুখের কারণ হত। প্রভু, যদি সকল ক্ষত্রিয় অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করত তা দীর্ঘকালের জন্য তাদের হিত ও সুখের কারণ হতো"। "হ্যাঁ বাসেট্‌ঠ, তাই হত। বাসেট্‌ঠ যদি সকল ব্রাহ্মণ অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করত তা দীর্ঘকালের জন্য তাদের হিত ও সুখের কারণ হত। যদি সকল বৈশ্য অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করত তা দীর্ঘকালের জন্য তাদের হিত ও সুখের কারণ হত। যদি সকল শূদ্র অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস পালন করত তা দীর্ঘকালের জন্য তাদের হিত ও সুখের কারণ হতো। এবং বাসেট্‌ঠ, মার এবং ব্রহ্মাসহ দেব জগৎ বা শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ দেব-মনুষ্যগণ যদি এভাবে উপোসথ দিবস প্রতিপালন করত তা তাদের দীর্ঘকালের হিত ও সুখের কারণ হতো।

"বাসেট্‌ঠ, এমন কি এই শালবৃক্ষসমূহ[১১]ও যদি এভাবে অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস প্রতিপালন করত এ শর্তে যে, যদি তারা চেতনাযুক্ত হয়ে কাজ করত, তা দীর্ঘকালের জন্য তাদের হিত ও সুখের কারণ হতো, মনুষ্যদের কথা আর কী-ই বা বলব[১২]!"।

৫. বোজ্ঝা[১৩] সূত্র

৪৫.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বোজ্ঝা উপাসিকা ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট উপাসিকা বোজ্ঝাকে ভগবান বললেন :

২. "বোজ্ঝে, অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত, রক্ষিত হলে মহাফলপ্রদ। অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। বোজ্ঝে, কীরূপে মহাফলপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথ দিবস প্রতিপালন করতে হয়?"

৩. বোজ্ঝে, আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করেন, অর্হৎগণ সমগ্র জীবন প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করেন এবং প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হন। তাঁরা দণ্ড ও অস্ত্র পরিহার করে সর্বজীবের প্রতি বিনীত এবং দয়ার্দ্র হয়ে অবস্থান করেন। আমিও এখন এই দিবা-রাত্রি প্রাণিহত্যা পরিহার করে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হব, দণ্ড ও অস্ত্র পরিত্যাগ করে সর্বপ্রাণীর প্রতি বিনীত ও দয়ার্দ্র হয়ে বাস করব। সুতরাং এ উপায়ে আমি অরহতের উদাহরণ অনুকরণ করব এবং তদ্বারা আমার উপোসথ রক্ষিত হবে। এই প্রথম গুণে গুণান্বিত হয়...

"অর্হৎগণ যাবজ্জীবন উচ্চশয্যা, মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা, মহাশয্যা প্রতিবিরত হন। তাঁরা নিচু শয্যায় শয়ন করেন, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যা গ্রহণ করেন। আমিও অদ্য রাত্রিদিন উচ্চশয্যা, মহাশয্যা পরিহার করে উচ্চশয্যা, মহাশয্যা প্রতিবিরত হই, নিচু শয্যায়, মঞ্চ বা তৃণ বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করি। এভাবে আমি অর্হৎগণকে অনুসরণ করি এবং তদ্বারা আমার উপোসথ রক্ষিত হবে।" এই অষ্টম গুণে উপোসথ রক্ষিত হয়।

"বোজ্ঝে, এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হলে তা মহাফলপ্রদ, মহাহিতকর, অত্যন্ত উজ্জ্বল, অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। উপোসথ দিবস প্রতিপালিত, রক্ষিত হলে কীরূপ মহাফলপ্রদ, কীরূপ মহা হিতকর, কীরূপ মহা উজ্জ্বল, কীরূপ মহা রোমাঞ্চকর হয়?

৪. বোজ্ঝে, যদি কোনো ব্যক্তি এই ষোড়শ মহাজনপদে প্রভূতসপ্ত রত্নের

অধিকারী হয়, রাজ্যে প্রভুত্ব করে যেমন অঙ্গবাসী, মগধবাসী, কাশীবাসী, কোশলবাসী, বজ্জিগণ, মল্লগণ, চেতীগণ, বংসগণ, কুরুগণ, পঞ্চালগণ, মচ্ছগণ, সুরসেনগণ, অশ্বকগণ, অবন্তীগণ, গান্ধারগণ এবং কম্বোজগণের উপর রাজত্ব করে তথাপি অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস প্রতিপালন ও রক্ষার ষোড়শাংশের একাংশও হয় না। তার কারণ কী? বোজ্ঝে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট হেতু।

৫. বোজ্ঝে, মনুষ্যলোকের পঞ্চাশ বৎসর চাতুমর্হারাজিক দেবগণের মাত্র এক রাত্রিদিন; তাদের মাসে আছে সেরূপ ত্রিশ রাত্রি, তাদের বৎসরে আছে বারো মাস। তদনুরূপ চাতুর্মহারাজিক দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য পঞ্চশত বৎসর। বোজ্ঝে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বোজ্ঝে, সে ব্যাপারে এটা আমাকর্তৃক ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৬. বোজ্ঝে, মনুষ্যলোকের শত বৎসর তাবতিংস দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ তাবতিংস দেবগণের আয়ুপ্রমাণ দিব্য সহস্র বৎসর। বোজ্ঝে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বোজ্ঝে, সে ব্যাপারেই আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৭. বোজ্ঝে, মনুষ্যলোকের দ্বি-শত বৎসর যাম দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। বোজ্ঝে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর যাম দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই বোজ্ঝে, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্য সুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নিকৃষ্ট।

৮. বোজ্ঝে, মনুষ্যলোকের চারশত বৎসর তুষিত দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ তুষিত দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় চার হাজার বৎসর। বোজ্ঝে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর তুষিত দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। বোজ্ঝে, সে কারণেই আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য রাজত্ব নগণ্য।

৯. বোজ্ঝে, মনুষ্যলোকের আটশত বৎসর নিম্মাণরতি দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ নিম্মাণরতি দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় আট হাজার বৎসর। বোজ্ঝে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর নিম্মাণরতি দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে কারণেই বোজ্ঝে, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।

১০. বোজ্ঝে, মনুষ্যলোকের ষোড়শ সহস্র বৎসর পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের এক রাত্রিদিন। সেরূপ ত্রিশ রাত্রে মাস, বারো মাসে বৎসর। তদনুরূপ পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের আয়ু দিব্য গণনায় ষোড়শ সহস্র বৎসর। বোজ্ঝে, এটা নিশ্চিত যে, যখন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ দিবস পালন করে, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরনিম্মিতবসবত্তী দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সে-কারণেই বোজ্ঝে, আমাকর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, দিব্যসুখের তুলনায় মনুষ্য আধিপত্য নগণ্য।

প্রাণিহত্যা করবে না, করবে না অদত্ত গ্রহণ,
করবে না মিথ্যাভাষণ, হবে না মদ্যপায়ী,
হবে বিরত মৈথুন সেবনে,
রাত্রে বা বিকালে করবে না ভোজন গ্রহণ।
করবে না ধারণ মালা, করবে না সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার,
করবে শয়ন মাচায়, ভূমিতে বা তৃণপত্রে,
অষ্টাঙ্গিক উপোসথ বলে হয়েছে তা ভাষিত,
দুঃখ অন্তকারী বলে বুদ্ধ দ্বারা হয়েছে যা প্রকাশিত।
চন্দ্র-সূর্য উভয়ে সুদর্শনীয় তমঃ বিনোদনকারী,
বিচরণ করে চক্রবালব্যাপী আলোক প্রদানে,
অন্তরীক্ষে বিচরণকারী চন্দ্র-সূর্য করে বিরোচিত
সর্বদিক, করে প্রভাসিত সমগ্র আকাশ।
কদাচ শিখবে না সরোষপূর্ণ বাক্য
মুখস্খলিত সামান্য বাক্য করবে না গ্রহণ,
দেবে না বাক্যের উপর বাক্য চাপিয়ে,
এক কথাকে অন্য কথায় করবে না মর্দন,
সত্য-মিথ্যা সংযুক্ত বাক্য করবে না ভাষণ।
এ পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্রে উৎপন্ন মুক্তা,

ইন্দ্রনীলাদি মণি, উত্তম বেণুরিয় বা এক বৎসর
আয়ু পরিমাণ বেণুবন জাতিমণি, শৃঙ্গি বা গোশৃঙ্গ
সদৃশ উৎপন্ন সুবর্ণ অথবা পর্বতজাত কাঞ্চনাদি,
যার মধ্যে আছে বিদ্যমান যা কিছু ধন, জাতরূপ বা
শাস্তাবর্ণ সুবর্ণ, হটক বা পিপীলিকাদি দ্বারা নির্গত
সুবর্ণ নামে যা যা হয় কথিত।
সেসব অষ্টাঙ্গিক গুণযুক্ত উপোসথের
ষোলো কলার এক কলাও হয় না পরিমিত।
চন্দ্রপ্রভা ও সমস্ত তারকাও হয় না তদ্রূপ,
তদ্ধেতু শীলবান নরনারীগণ!
অষ্টাঙ্গ গুণযুক্ত উপোসথ কর হে প্রতিপালন,
সুখদায়ক পুণ্যকর্ম করে সম্পাদন
নরনারীগণ আনন্দিত, প্রশংসিত প্রাপ্ত হয় স্বর্গস্থান।”

৬. অনুরুদ্ধ সূত্র

৪৬.১. একসময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ দিবা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে নির্জনে গেলেন। অতঃপর বহু সংখ্যক সুন্দর দেহবিশিষ্ট দেবতা শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে স্থিত হন। একপ্রান্তে স্থিত সেসব দেবতা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বলেন, “প্রভু অনুরুদ্ধ, আমরা সুন্দর আকারবিশিষ্ট দেবতা[১৪.] আমরা ত্রিক্ষেত্রে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করি এবং আমাদের রাজ্য আছে, ইচ্ছানুরূপ আমরা তৎক্ষণাৎ কোনো বর্ণ ধারণ করতে পারি; ইচ্ছা করলে আমরা তৎক্ষণাৎ যেকোনো শব্দ উৎপন্ন করতে পারি; ভন্তে অনুরুদ্ধ, আমরা সুন্দর আকারবিশিষ্ট দেবতা[১৫], এই ত্রি-ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতা এবং রাজ্য আছে।”

২. তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ চিন্তা করেন, “ওহে, এসব দেবতা সর্বৈব নীল, নীল মুখমণ্ডলযুক্ত, নীলবস্ত্রসম্পন্ন, নীল অলংকারসম্পন্ন।” অতঃপর সেসব দেবতা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের চিত্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সর্বৈব নীল, নীল মুখমণ্ডলসম্পন্ন, নীল বস্ত্রসম্পন্ন, নীল অলংকারসম্পন্ন হন। অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ চিন্তা করলেন, “অহো, তারা যদি সর্বৈব পীত... লোহিত... সাদা, সাদা মুখমণ্ডলযুক্ত, সাদা বস্ত্রসম্পন্ন এবং সাদা অলংকারসম্পন্ন হতেন!” তখন সব দেবতা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের চিত্ত সম্পর্কে

জ্ঞাত হয়ে সবাই পীত... সবাই লোহিত... সবাই সাদা, সাদা মণ্ডলসম্পন্ন, সাদা বস্ত্রসম্পন্ন এবং সাদা অলংকারসম্পন্ন হন। তখন কোনো কোনো দেবতা গাইলেন, কেউ কেউ নাচলেন, কেউ কেউ হাততালি[১৬] দিলেন। যেমন পঞ্চাঙ্গিক তূর্য[১৭] (পঞ্চ বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত সঙ্গীত) উত্তমরূপে সুর করা হয়, ভালোভাবে বাজানো হয় এবং নিপুণ কর্তৃক যথাযথভাবে আঘাত করা হয় তৎক্ষণাৎ মধুর, উৎকৃষ্ট, প্রলোভনকারী, মোহনীয়, মনোমুগ্ধকর শব্দ উৎপাদন করে। তদ্রূপ এসব দেবতার সঙ্গীত তৎক্ষণাৎ মধুর, মনোহর, প্রলোভনকারী, মোহনীয় এবং মনোমুগ্ধকর[১৮]. কিন্তু আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত[১৯] করেন। তখন দেবগণ চিন্তা করলেন, "আর্য অনুরুদ্ধ আমাদের সঙ্গীত উপভোগ করছেন না" এবং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

৩. সায়াহ্নকালে শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ নির্জনতা পরিত্যাগান্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, আমি অদ্য দিবাবিহারের নিমিত্ত নির্জনে গমন করি। ভন্তে, তখন বহু সংখ্যক মনোজ্ঞ আকারবিশিষ্ট দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে স্থিত হন। একপ্রান্তে স্থিত দেবতাগণ আমাকে বলেন, "ভন্তে অনুরুদ্ধ আমরা মনোজ্ঞ আকারবিশিষ্ট দেবতা, আমরা ত্রি-ক্ষেত্রে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করি এবং আমাদের আধিপত্য আছে। ভন্তে অনুরুদ্ধ, আমরা ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাৎ যেকোনো বর্ণ ধারণ করতে পারি; ইচ্ছা করলে আমরা যেকোনো ধরনের শব্দ উৎপন্ন করতে পারি; আমরা যে রকম সুখ লাভ করতে ইচ্ছা করি সে রকম সুখ লাভ করতে পারি। ভন্তে অনুরুদ্ধ, আমরা সুন্দর আকারবিশিষ্ট দেবতা; এই ত্রি-ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে।" "ভন্তে, তখন আমি এরূপ চিন্তা করলাম, "অহো, এসব দেবতা নীলবর্ণ, নীল মুখমণ্ডলযুক্ত, নীল বস্ত্রসম্পন্ন, নীল অলংকারসম্পন্ন।" ভন্তে, তখন সে দেবগণ আমার চিত্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সবাই নীলবর্ণ ধারণ করেন, নীলমুখমণ্ডলসম্পন্ন, নীল অলংকারসম্পন্ন হন। ভন্তে, তখন আমি চিন্তা করলাম, "অহো, এসব দেবগণ সবাই পীতবর্ণ... সবাই লোহিত... সবাই সাদা, সাদা বর্ণসম্পন্ন, সাদা বস্ত্রযুক্ত, সাদা অলংকার যুক্ত।" অতঃপর ভন্তে, কোনো কোনো দেবগণ গাইলেন, কেউ কেউ নাচলেন। কেউ কেউ হাততালি দিলেন। যেমন পঞ্চাঙ্গিক তুর্য উত্তমরূপে সুর করা হয়, ভালোভাবে বাজানো হয় এবং নিপুণ লোক দ্বারা যথাযথভাবে আঘাত করা হলে তৎক্ষণাৎ

মধুর, উৎকৃষ্ট, প্রলোভনকারী, মোহনীয়, মনোমুগ্ধকর আওয়াজ উৎপাদন করে; তদ্রূপ এসব দেবতার সঙ্গীত তৎক্ষণাৎ মধুর, মনোহর, প্রলোভনকারী, মোহনীয় এবং মনোমুগ্ধকর ছিল। তখন কিন্তু ভন্তে, আমি স্ব-ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখি। অতঃপর ভন্তে, দেবগণ চিন্তা করলে, "আর্য অনুরুদ্ধ আমাদের সঙ্গীত উপভোগ করছেন না" এবং তৎক্ষণাৎ দেবগণ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

ভন্তে, স্ত্রীলোকের কতকগুলো গুণ আছে যদ্বারা তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনোজ্ঞ কায়িক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে?"

৪. "অনুরুদ্ধ, স্ত্রীলোকের আটটি গুণ আছে যদ্বারা তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনোহর কায়িক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। আট কী কী?

৫. এক্ষেত্রে, অনুরুদ্ধ, মাতাপিতা মেয়ের প্রতি ভালোবাসাবশত তার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে অনুকম্পা ও স্নেহপরায়ণতাবশত যে স্বামীকে অর্পণ করেন সে মেয়ে তার স্বামীর ওঠার আগেই ওঠবে, তার বিশ্রাম করতে যাওয়ার পরেই বিশ্রাম করবে, তার ইচ্ছার প্রতি বাধ্যগত হবে অত্যন্ত প্রীতিকর উপায়ে এবং নম্রভাবে সম্ভাষণ[২০] দ্বারা। যার স্বামী মাতা, পিতা, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সদৃশ সম্মানিত সে তাঁদেরকে সৎকার করে, সম্মান করে, মানে এবং পূজা করে; তাঁদের আগমনে সে তাঁদেরকে আসন ও জল প্রদান করে। তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে পশম বা তুলার যে কারখানা থাকে তাতে সে দক্ষ এবং অনলস হয়। এ ধরনের সব দায়িত্বপূর্ণ কাজে সে যোগ্য হয়। এসব ব্যবস্থাকরণে এবং চালনায় সে সক্ষম। তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে যেসব দাস, দূত, কর্মকার আছে সে তাদের কৃত কাজ সম্পর্কে অবহিত; তাদের অমনোযোগিতাবশত যে কাজ অকৃত তৎসম্পর্কেও সে জ্ঞাত। সে শক্তি এবং পীড়িতদের দুর্বলতা বিষয়ে জ্ঞাত। সে প্রত্যেকের অংশ অনুপাতে প্রত্যেককে শক্ত ও নরম খাদ্যভোজ্য বিভাজন করে দেয়। যখন তার স্বামী অর্থ, শস্য, রৌপ্য বা স্বর্ণ গৃহে আনয়ন করে সে সেগুলো নিরাপদে পাহারা দেয়, সংরক্ষণ করে এবং সে এগুলোর ডাকাত, চোর, মদ্যপায়ী, বিনাশকারী হয় না। সে হয় একজন উপাসিকা যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের আশ্রয়ে আশ্রিতা, প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত, অদত্তবস্তু প্রতিবিরত, মিথ্যা ব্যভিচার প্রতিবিরত, মিথ্যা ভাষণ প্রতিবিরত, সুরা ও মদ্যপান প্রতিবিরত হয়ে শীলবতী হয়। সে হয় ত্যাগবতী, মাৎসর্য-মলবিহীন হয়ে চেতনাযুক্ত হয়ে সে গৃহে বাস করে, দানশীলা, মুক্ত-হস্ত, দানে প্রীতিযুক্ত, যাচকের প্রার্থনায় দান দিতে প্রস্তুত, দান প্রদানে সে আনন্দ লাভ করে।

অনুরুদ্ধ, স্ত্রীলোকের এই আটটি গুণ যে গুণে গুণান্বিত হলে কায়ভেদে

মৃত্যুর পর সুন্দর আকারযুক্ত দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে।

যে পুরুষ হয় সতত বীর্যবান, নিত্য উৎসাহশীল,
দান করে ভরণপোষণ আপন স্ত্রীকে
সর্ব কামনাপূর্ণকারী সে স্বামীকে কে পারে নিন্দা করতে?
উত্তমা পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে
ইচ্ছাক্রমে রোষ, আক্রোশ বা দুর্বাক্যাদি
করে না প্রয়োগ, স্বামীর গুরুজনেও
বিদূষী বা পণ্ডিতা স্ত্রী করে থাকে পূজা।
বীর্যপরায়ণা, অনলসা, পরিজনবর্গের উপকারিণী
উত্তমা স্ত্রী করে স্বামীর মনোমত কার্য সম্পাদন,
স্বামীর সঞ্চিত ধন অনুক্ষণ করে সংরক্ষণ।
পতিব্রতা, গুরুভক্তিপরায়ণা স্বামীর ইচ্ছাবশে বশীভূতা
স্ত্রী হয় সর্বদিকে উৎসাহিনী, ত্যাগে আলস্য,
শ্বশুর-শাশুড়ী পরিজনবর্গের হয় হিতকামিনী,
করে না অপব্যয় স্বামীর সম্পত্তি।
এরূপে নানাগুণে হয়ে বিভূষিতা
তাদৃশা স্ত্রী মনাপা বা মনঃপূতা নামে হয় কথিতা
দেবী স্বরূপা সে স্ত্রী উৎপন্ন হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে
তথায় ইচ্ছামত রূপাদি নির্মাণে হয়ে থাকে সমর্থ।"

৭. বিশাখা সূত্র

৪৭.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা নির্মিত প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মিগারমাতা বিশাখা ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হলে মিগারমাতা বিশাখাকে ভগবান বলেন :

২. "বিশাখে, স্ত্রীলোকের আটটি গুণ আছে যদ্বারা তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনোহর কায়িক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। আটটি কী কী?

৩. এক্ষেত্রে, বিশাখে, মাতাপিতা মেয়ের প্রতি ভালোবাসাবশত, তার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে অনুকম্পা ও স্নেহপরায়ণতাবশত যে স্বামীকে অর্পণ করেন সে মেয়ে তার স্বামীর ওঠার আগেই ওঠবে, তার বিশ্রাম করতে যাওয়ার পরেই বিশ্রাম করবে, তার ইচ্ছার প্রতি বাধ্যগত হবে অত্যন্ত প্রীতিকর উপায়ে এবং নম্রভাবে সম্ভাষণ দ্বারা। যার স্বামী মাতা, পিতা, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সদৃশ সম্মানিত সে তাঁদেরকে সৎকার করে, সম্মান করে, মানে

এবং পূজা করে; তাঁদের আগমনে সে তাঁদেরকে আসন ও জল প্রদান করে। তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে পশম বা তুলার যে কারখানা থাকে তাতে সে দক্ষ এবং অনলস হয়। এ ধরনের সব দায়িত্বপূর্ণ কাজে সে যোগ্য হয়। এসব ব্যবস্থাকরণে এবং চালনায় সে সক্ষম হয়। তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে যেসব দাস, দূত, কর্মকার আছে সে তাদের কৃত কাজ সম্পর্কে অবহিত; তাদের অমনোযোগিতাবশত যে কাজ অকৃত সে সম্পর্কেও সে জ্ঞাত। সে পীড়িতদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞাত। সে প্রত্যেকের অংশ অনুপাতে প্রত্যেককে শক্ত ও নরম খাদ্যভোজ্য বিভাজন করে দেয়। যখন তার স্বামী অর্থ, শস্য, রৌপ্য বা স্বর্ণ গৃহে আনয়ন করে সে সেগুলো নিরাপদে পাহারা দেয়, সংরক্ষণ করে এবং সে এগুলোর ডাকাত, চোর, মদ্যপায়ী, বিনাশকারী হয় না। সে হয় একজন উপাসিকা যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের আশ্রয়ে আশ্রিতা। প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত, মিথ্যা ব্যভিচার প্রতিবিরত, মিথ্যা ভাষণ প্রতিবিরত, সুরা ও মদ্যপান প্রতিবিরত হয়ে শীলবতী হয়। সে হয় ত্যাগবতী, মাৎসর্য-মলবিহীন হয়ে চেতনাযুক্ত হয়ে সে গৃহে বাস করে, দানশীলা, মুক্ত-হস্ত, দানে প্রীতিযুক্ত, যাচকের প্রার্থনায় দান দিতে প্রস্তুত, দান প্রদানে সে আনন্দ লাভ করে।

বিশাখে, স্ত্রীলোকের এই আটটি গুণ যে গুণে গুণান্বিত হলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুন্দর আকারযুক্ত[২১] দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে।

যে পুরুষ হয় সতত বীর্যবান, নিত্য উৎসাহশীল,
দান করে ভরণপোষণ আপন স্ত্রীকে
সর্ব কামনাপূর্ণকারী সে স্বামীকে কে পারে নিন্দা করতে?
উত্তমা পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে
ইচ্ছাক্রমে রোষ, আক্রোশ বা দুর্বাক্যাদি
করে না প্রয়োগ, স্বামীর গুরুজনেও
বিদূষী বা পণ্ডিতা স্ত্রী করে থাকে পূজা।
বীর্যপরায়ণা, অনলসা, পরিজনবর্গের উপকারিণী
উত্তমা স্ত্রী করে স্বামীর মনোমত কার্য সম্পাদন,
স্বামীর সঞ্চিত ধন অনুক্ষণ করে সংরক্ষণ।
পতিব্রতা, গুরুভক্তিপরায়ণা স্বামীর ইচ্ছাবশে বশীভূতা
স্ত্রী হয় সর্বদিকে উৎসাহিনী, ত্যাগে আলস্য,
শ্বশুর-শাশুড়ী পরিজনবর্গের হয় হিতকামিনী,
করে না অপব্যয় স্বামীর সম্পত্তি।

এরূপে নানাগুণে হয়ে বিভূষিতা
তাদৃশ স্ত্রী মনাপা বা মনঃপূতা নামে হয় কথিতা
দেবী স্বরূপা সে স্ত্রী উৎপন্ন হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে
তথায় ইচ্ছামতো রূপাদি নির্মাণে হয়ে থাকে সমর্থ।”

৮. নকুলমাতা সূত্র

৪৮.১. একসময় ভগবান ভগ্গদের মধ্যে সুংসুমার পর্বতস্থিত ভেসকলাবনে মৃগদাবে অবস্থান করছিলেন। তখন গৃহপত্নী নকুলমাতা[২২] ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট গৃহপত্নী নকুলমাতাকে ভগবান বলেন :

২. “নকুলমাতা, স্ত্রীলোকের আটটি গুণ আছে যদ্বারা তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনোহর কায়িক দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে। আটটি কী কী?

৩. এক্ষেত্রে, নকুলমাতা, মাতাপিতা মেয়ের প্রতি ভালোবাসাবশত তার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে অনুকম্পা ও স্নেহপরায়ণাবশত যে স্বামীকে অর্পণ করেন সে মেয়ে তার স্বামীর ওঠার আগেই ওঠবে, তার বিশ্রাম করতে যাওয়ার পরেই বিশ্রাম করবে, তার ইচ্ছার প্রতি বাধ্যগত হবে অত্যন্ত প্রীতিকর উপায়ে এবং নম্রভাবে সভাষণ দ্বারা, যার স্বামী মাতা, পিতা, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সদৃশ সম্মানিত সে তাঁদেরকে সৎকার করে, সম্মান করে, মানে এবং পূজা করে; তাঁদের আগমনে সে তাঁদেরকে আসন ও জল প্রদান করে। তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে পশম বা তুলার যে কারখানা থাকে তাতে সে দক্ষ এবং অনলস হয়। এ ধরনের সব দায়িত্বপূর্ণ কাজে সে যোগ্য হয়। এসব ব্যবস্থাকরণে এবং চালনায় সে সক্ষম হয়। তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে যেসব দাস, দূত, কর্মকার আছে সে তাদের কৃত কাজ সম্পর্কে অবহিত; তাদের অমনোযোগিতাবশত যে কাজ অকৃত তৎসম্পর্কেও সে জ্ঞাত। সে পীড়িতদের শক্তি ও দুর্বলতা বিষয়ে জ্ঞাত। সে প্রত্যেকের অংশ অনুপাতে প্রত্যেককে শক্ত ও নরম খাদ্যভোজ্য বিভাজন করে দেয়। যখন তার স্বামী অর্থ, শস্য, রৌপ্য বা স্বর্ণ গৃহে আনয়ন করে সে সেসব নিরাপদে পাহারা দেয়, সংরক্ষণ করে এবং সে এগুলোর ডাকাত, চোর, মদ্যপায়ী, বিনাশকারী হয় না। সে হয় একজন উপাসিকা যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের আশ্রয়ে আশ্রিতা। প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত, মিথ্যা ব্যভিচার প্রতিবিরত, মিথ্যা

ভাষণ প্রতিবিরত, সুরা ও মদ্যপান প্রতিবিরত হয়ে শীলবতী হয়। সে হয় ত্যাগবতী, মাৎসর্য-মলবিহীন হয়ে চেতনাযুক্ত হয়ে সে গৃহে বাস করে, দানশীলা, মুক্ত-হস্ত, দানে প্রীতিযুক্ত, যাচকের প্রার্থনায় দান দিতে প্রস্তুত, দানে সে আনন্দ লাভ করে।

নকুলমাতা, স্ত্রীলোকের এই আটটি গুণ যে গুণে গুণান্বিত হলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সু-আকারযুক্ত দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করে।

যে পুরুষ হয় সতত বীর্যবান, নিত্য উৎসাহশীল,
দান করে ভরণপোষণ আপন স্ত্রীকে
সর্বকামনা পূর্ণকারী সে স্বামীকে কে পারে নিন্দা করতে?
উত্তমা পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে
ইচ্ছাক্রমে রোষ, আক্রোশ বা দুর্বাক্যাদি
করে না প্রয়োগ, স্বামীর গুরুজনেও
বিদূষী বা পণ্ডিতা স্ত্রী করে থাকে পূজা।
বীর্যপরায়ণা, অনলসা, পরিজনবর্গের উপকারিণী
উত্তমা স্ত্রী করে স্বামীর মনোমত কার্য সম্পাদন,
স্বামীর সঞ্চিত ধন অনুক্ষণ করে সংরক্ষণ।
পতিব্রতা, গুরুভক্তিপরায়ণা স্বামীর ইচ্ছাবশে বশীভূতা
স্ত্রী হয় সর্বদিকে উৎসাহিনী, ত্যাগে আলস্য,
শ্বশুর-শাশুড়ী পরিজনবর্গের হয় হিতকামিনী,
করে না অপব্যয় স্বামীর সম্পত্তি।
এরূপে নানাগুণে হয়ে বিভূষিতা
তাদৃশা স্ত্রী মনাপা বা মনঃপূতা নামে হয় কথিতা
দেবী স্বরূপা সে স্ত্রী উৎপন্ন হয়ে নির্মাণরতি দেবলোকে
তথায় ইচ্ছামতো রূপাদি নির্মাণে হয়ে থাকে সমর্থ।”

৯. প্রথম ইহ লৌকিক সূত্র

৪৯.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা নির্মিত প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। তখন মিগারমাতা বিশাখা ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হলে মিগারমাতা বিশাখাকে ভগবান বলেন :

২. “বিশাখে, স্ত্রীলোকের চারগুণে গুণান্বিতা স্ত্রী-জাতি এ জগতে ক্ষমতা জয় করে। এ জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়। চার কী কী?

৩. বিশাখে, একজন স্ত্রীলোক তার কর্মে সমর্থ; সে দাস-দাসী পরিচালনা করে, সে তার কাজের দ্বারা স্বামীর প্রিয়পাত্রী হয়, সে তার স্বামীর সম্পত্তি সংরক্ষণ করে। এবং বিশাখে, কীভাবে একজন স্ত্রীলোক তার কর্মে সমর্থ?

৪. তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে যে শিল্প করাখানা পশমী হোক বা তুলার হোক, তাতে সে দক্ষ এবং অনলস[২৩] হয়। এ ধরনের সব দায়িত্বপূর্ণ কাজে সে প্রতিভাদীপ্ত; এসবের ব্যবস্থায় এবং পরিচালনায় সে সক্ষম। এভাবে স্ত্রীলোক তার কর্মে সক্ষম। এবং কীভাবে সে দাসদাসী পরিচালনা করে?

৫. তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে যে দাসদাসী, বাহক বা কাজের লোক থাকে সে তাদের কৃত কাজ সম্পর্কে অবহিত; তাদের অমনোযোগিতাবশত যে কাজ অকৃত সে সম্পর্কেও সে জানে। পীড়িতদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সে সজাগ; সে প্রত্যেকের অংশ অনুপাতে শক্ত ও নরম খাদ্যভোজ্য বিভাজন করে দেয়। এভাবেই সে দাসদাসীকে পরিচালনা করে। এবং কীভাবে সে স্বামীর প্রিয়ভাজন হয়?

৬. যে ধরনের কাজ করলে তার স্বামী অমনপূত বলে বিবেচনা করে জীবনের বিনিময়ে সে সেধরনের কাজ সম্পাদন করে না। এ উপায়ে সে তার স্বামীর প্রিয়ভাজন হয়। এবং সে কীভাবে স্বামীর সম্পত্তি পাহারা দেয়?

৭. স্বামী অর্থ, শস্য, রৌপ্য বা স্বর্ণ যা কিছু গৃহে আনয়ন করে সে সেগুলো নিরাপদে পাহারা দেয়, সংরক্ষণ করে এবং সে এগুলোর ডাকাত হয় না, চোর হয় না, মদ্যপায়ী হয় না, বিনাশকারী হয় না। এভাবে সে এগুলো পাহারা দেয়।

বিশাখে, এ চার গুণে গুণান্বিতা হয়ে স্ত্রী-জাতি এ জগতে ক্ষমতা জয় করে, এ জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়।

৮. বিশাখে, চার গুণে গুণান্বিতা স্ত্রী-জাতি পরলোকে ক্ষমতা জয় করে। পর জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়। কোন চার গুণ দ্বারা?

৯. বিশাখে, একজন স্ত্রীলোক বিশ্বস্ত, গুণবতী, দানশীলা এবং বিদূষী হয়। এবং কীভাবে স্ত্রীলোক বিশ্বস্ত হয়?

১০. তথাগতের বোধি সম্পর্কে তার বিশ্বাস আছে এবং এ চিন্তা করে বিশ্বাস করে, "সে ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান" এরূপ হয় তার বিশ্বাস। এবং সে কীরূপ গুণবতী?

১১. সে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত হয়, ব্যভিচার প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাবাক্য প্রতিবিরত হয়, সুরা ও উত্তেজক দ্রব্য

গ্রহণ প্রতিবিরত হয়। এরূপই হয় তার গুণ। এবং সে কীরূপে দানশীলা হয়?

১২. সে ত্যাগশীলা, মাৎসর্য-মলবিহীন হয়ে চেতনাযুক্ত হয়ে সে গৃহে বাস করে, দানশীলা, মুক্ত-হস্ত, দানে প্রীতিযুক্ত, যাচকের প্রার্থনায় দান দিতে প্রস্তুত, দানে সে আনন্দ লাভ করে। এরূপ হয় তার দানশীলতা। এবং বিশাখে, স্ত্রীজাতি কীরূপে প্রজ্ঞাসম্পন্না হয়?

১৩. বিশাখে, স্ত্রীজাতি প্রজ্ঞাবতী হয় উদয় ও বিলয়গামিনী প্রজ্ঞায়, সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্য নির্বেধিক জ্ঞান দ্বারা ভূষিত হয়। এভাবেই বিশাখে, মাতৃ জাতি প্রজ্ঞাসম্পন্না হয়।

বিশাখে, এ চারগুণে গুণান্বিতা নারীগণ পরলোকে ক্ষমতা জয় করে, পর জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়।

সুকর্ম সম্পাদনকারিণী, পরিজনবর্গের উপকারিণী
স্ত্রী হয় স্বামীর সন্তোষকারিণী,
স্বামীর সঞ্চিত ধন সে অনুক্ষণ করে সংরক্ষণ।
সে হয় শ্রদ্ধাসম্পন্না, দানশীলা, অকৃপণা,
নিত্য নির্বাণ মার্গ[২৪] করে বিশুদ্ধ পরলোকের মঙ্গল কামনায়।
এরূপে যে নারীর এ অষ্টধর্ম থাকে বিদ্যমান
সে নারীই হয় কথিত ধার্মিকা, সত্যবাদিনী, শীলবতীরূপে।
ষোড়শাকার-সম্পন্না, অষ্টগুণালংকৃতা স্ত্রী
শীলবতী উপাসিকা নামে হয় কথিত,
তাদৃশা স্ত্রী জন্ম নেয় মনোজ্ঞ দেবলোকে।”

১০. দ্বিতীয় ইহ লৌকিক সূত্র

৫০.১. ভিক্ষুগণ, চারগুণে গুণান্বিতা স্ত্রীলোক এ জগতে ক্ষমতা জয় করে। এ জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়। চার গুণ কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, একজন স্ত্রীলোক তার কর্মে সমর্থ; সে দাস-দাসী পরিচালনা করে, সে তার কাজের দ্বারা স্বামীর প্রিয়পাত্রী হয়, সে তার স্বামীর সম্পত্তি সংরক্ষণ করে। এবং কীভাবে, হে ভিক্ষুগণ, একজন স্ত্রীলোক তার কর্মে সমর্থ?

৩. তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে যে শিল্প কারখানা পশমী হোক বা তুলার হোক, তাতে সে দক্ষ এবং অনলস হয়। এ ধরনের সব দায়িত্বপূর্ণ কাজে সে প্রতিভাদীপ্ত; এসবের ব্যবস্থায় এবং পরিচালনায় সে সক্ষম। এভাবে স্ত্রীলোক

তার কর্মে সক্ষম। এবং কীভাবে, হে ভিক্ষুগণ, সে দাস-দাসী পরিচালনা করে?

৪. তার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে যে দাসদাসী, বাহক বা কাজের লোক থাকে সে তাদের কৃত কাজ সম্পর্কে অবহিত; তাদের অমনোযোগিতাবশত যে কাজ অকৃত সে সম্পর্কেও সে জানে; পীড়িতদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সে সজাগ; সে প্রত্যেককে অংশ অনুপাতে শক্ত ও নরম খাদ্যভোজ্য বিভাজন করে দেয়। এভাবেই সে দাসদাসীকে পরিচালনা করে। এবং কীভাবে সে স্বামীর প্রিয়ভাজন হয়?

৫. যে ধরনের কাজ করলে তার স্বামী অমনপূত বলে বিবেচনা করে জীবনের বিনিময়ে সে সে ধরনের কাজ সম্পাদন করে না। এ উপায়ে সে তার স্বামীর প্রিয়ভাজন হয়। এবং সে কীভাবে স্বামীর সম্পত্তি পাহারা দেয়?

৬. স্বামী অর্থ, শস্য, রৌপ্য বা স্বর্ণ যা কিছু গৃহে আনয়ন করে সে সেগুলো নিরাপদে পাহারা দেয়, সংরক্ষণ করে এবং সে এগুলোর ডাকাত হয় না, চোর হয় না, মদ্যপায়ী হয় না, বিনাশকারী হয় না। এভাবে সে এগুলো পাহারা দেয়।

হে ভিক্ষুগণ, এ চারগুণে গুণান্বিতা হয়ে স্ত্রী-জাতি এ জগতে ক্ষমতা জয় করে, এ জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, চারগুণে গুণান্বিতা স্ত্রী-জাতি পরলোকে ক্ষমতা জয় করে। পর জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়। কোন চার গুণ দ্বারা?

৮. হে ভিক্ষুগণ, একজন স্ত্রীলোক বিশ্বস্ত, গুণবতী, দানশীলা এবং বিদূষী হয়। এবং কীভাবে স্ত্রীলোক বিশ্বস্ত হয়?

৯. তথাগতের বোধি সম্পর্কে তার বিশ্বাস আছে এবং এ চিন্তা করে বিশ্বাস করে, "সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান" এরূপ হয় তার বিশ্বাস। এবং সে কীরূপ গুণবতী?

১০. সে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত হয়, ব্যভিচার প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাবাক্য প্রতিবিরত হয়, সুরা ও উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ প্রতিবিরত হয়। এরূপই হয় তার গুণ। এবং সে কীরূপে দানশীলা হয়?

১১. সে ত্যাগশীলা, মাৎসর্য-মলহীন হয়ে চেতনাযুক্ত হয়ে গৃহে বাস করে, দানশীলা, মুক্ত-হস্ত, দানে প্রীতিযুক্ত, যাচকের প্রার্থনায় দান দিতে প্রস্তুত, দানে সে আনন্দ লাভ করে। এরূপ হয় তার দানশীলতা। এবং হে

ভিক্ষুগণ, স্ত্রীজাতি কীরূপে প্রজ্ঞাসম্পন্না হয়?

১২. হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রীজাতি প্রজ্ঞাবতী হয় উদয় ও বিলয়গামিনী প্রজ্ঞায়, সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্য নির্বেধিক জ্ঞান দ্বারা ভূষিত হয়। এভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, মাতৃ-জাতি প্রজ্ঞাসম্পন্না হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এ চারগুণে গুণান্বিতা নরনারীগণ পরলোকে ক্ষমতা জয় করে, পর জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়।

সুকর্ম সম্পাদনকারিণী, পরিজনবর্গের উপকারিণী
স্ত্রী হয় স্বামীর সন্তোষকারিণী,
স্বামীর সঞ্চিত ধন সে অনুক্ষণ করে সংরক্ষণ।
সে হয় শ্রদ্ধাসম্পন্না, দানশীলা, অকৃপণা,
নিত্য নির্বাণ মার্গ করে বিশুদ্ধ পরলোকের মঙ্গল কামনায়।
এরূপে যে নারীর এ অষ্টধর্ম থাকে বিদ্যমান
সে নারীই হয় কথিত ধার্মিকা, সত্যবাদিনী, শীলবতীরূপে।
ষোড়শাকার-সম্পন্না, অষ্টগুণালঙ্কৃতা স্ত্রী
শীলবতী উপাসিকা নামে হয় কথিত,
তাদৃশা স্ত্রী জন্ম নেয় মনোজ্ঞ দেবলোকে।"

[উপোসথ-বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

সংক্ষিপ্তে, বিস্তৃতে, বিশাখে, বাসেট্ঠ, বোজ্ঝায় পঞ্চম
অনুরুদ্ধ, পুনঃ বিশাখে, নকুলা, ইহ লৌকিক দ্বি।

প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত হলো।

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

৬. স-আধান বর্গ/গৌতমী* বর্গ

১. গৌতমী সূত্র

৫১.১. একসময় ভগবান শাক্যদের কপিলবাস্তুস্থিত নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহাপ্রজাপতী গৌতমী[১] ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে স্থিত হন। একপ্রান্তে স্থিতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বললেন, "সাধু ভন্তে, মাতৃজাতি যদি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি লাভ করতেন।" "যথেষ্ট গৌতমী, তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতির আগার থেকে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অভিরুচি পোষণ করো না।"

২. দ্বিতীয়বারও মহাপ্রজাপতী গৌতমী ভগবানকে বলেন, "সাধু ভন্তে, মাতৃজাতি যদি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি লাভ করতেন।" "যথেষ্ট গৌতমী, তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতির আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অভিরুচি পোষণ করো না।"

৩. তৃতীয়বারও মহাপ্রজাপতী গৌতমী ভগবানকে বলেন, "সাধু ভন্তে, মাতৃজাতি যদি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অনুমতি লাভ করতেন।" "নিষ্প্রয়োজন গৌতমী, তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতির আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অভিরুচি পোষণ করো না।" অতঃপর মহাপ্রজাপতী গৌতমী তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতির আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যার ভগবান অনুমতি দেবেন না প্রত্যক্ষ করে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী, রোদনপরায়ণা হয়ে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

৪. তৎপর ভগবান কপিলবাস্তুতে যথারুচি অবস্থান করে বৈশালী[২] সন্নিকটে পৌঁছেন। ভগবান তথায় মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করতেছিলেন। তখন মহাপ্রজাপতী গৌতমী কেশ ছেদন করিয়ে কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করে বহু সংখ্যক শাক্যবংশীয় স্ত্রীলোকদের সাথে বৈশালী

---

* দেবনাগরী মতে গৌতমী বগ্গো।

ত্যাগ করেন এবং অনুক্রমে বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় উপনীত হন। অতঃপর মহাপ্রজাপতী গৌতমী রক্তাক্ত পায়ে, ধূলা-ধূসরিত গাত্রে দুঃখী, বিষণ্ন, অশ্রুমুখে রোদনপরায়ণা হয়ে বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে রইলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ রক্তাক্ত পায়ে, ধূলা-ধূসরিত গাত্রে দুঃখী, বিষণ্ন, অশ্রুমুখে রোদনপরায়ণা মহাপ্রজাপতী গৌতমীকে বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে স্থিতাবস্থায় দেখেন, তাঁকে এমতাবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করেন, "গৌতমী, আপনি কেন রক্তাক্ত পায়ে, ধূলা-ধূসরিত দেহে দুঃখী, বিষণ্ন, অশ্রুমুখে রোদনপরায়ণা হয়ে বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে স্থিত আছেন?" "কারণ শ্রদ্ধেয় আনন্দ, ভগবান তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতিকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা দানের অনুমতি দানে অনিচ্ছুক।" "তাহলে গৌতমী! আপনি এখানে অপেক্ষা করুন যাবৎ আমি ভগবানকে প্রার্থনা করে তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতির আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অনুমতি নিয়ে না আসি।"

৫. তখন শ্রদ্ধেয় আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, মহাপ্রজাপতী গৌতমী রক্তাক্ত পায়ে, ধূলা-ধূসরিত গাত্রে দুঃখিত, বিষণ্ন, অশ্রুমুখে রোদনপরায়ণা হয়ে বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে স্থিত এ বলে, ভগবান তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতিকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অনুমতি দিবেন না।" "সাধু ভন্তে, তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতিকে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি দেয়া উচিত।" "নিষ্প্রয়োজন আনন্দ, তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতিকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা দানের অভিরুচি পোষণ করো না।" দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলেন, "সাধু ভান্তে, তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতিকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি দেয়া উচিত[৩]।" "আনন্দ, নিষ্প্রয়োজন, তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতিকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা দানের অভিরুচি পোষণ করো না।"

৬. তখন আয়ুষ্মান আনন্দ চিন্তা করলেন, "ভগবান তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতিকে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অনুমতি দেবেন না। এখন যদি আমি অন্য উপায়ে ভগবানের নিকট মাতৃজাতিকে তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা দানের অনুমতি প্রার্থনা করি তাহলে কেমন হয়।" এবং তিনি ভগবানকে এরূপ বলেন,

"ভন্তে, যদি স্ত্রীজাতি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তাতে তারা স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল এবং অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করতে পারবে কি?" "হ্যাঁ আনন্দ, স্ত্রীজাতি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বফল উপলব্ধি করতে পারে।" "ভন্তে, যদি স্ত্রীজাতি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয় তাহলে মহাপ্রজাপতী গৌতমী তো ভগবানের বহু উপকারিণী, যেহেতু তাঁর মাতৃষসা, পোষিকা এবং পালনকারিণী মা হিসাবে তিনি তাঁকে (বুদ্ধকে) মায়ের মৃত্যুর পর দুগ্ধ পান করিয়েছেন। ভন্তে, এটা উত্তম হত যদি স্ত্রীজাতি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রদান করতেন।"

৭. "আনন্দ, যদি মহাপ্রজাপতী গৌতমী অষ্টগুরুধর্ম গ্রহণ করেন তাহলে সেভাবেই হবে তাঁর উপসম্পদা[৪]. ভিক্ষুণীর উপসম্পদা বয়স শতবর্ষও যদি অতিক্রান্ত হয়, তবুও অধুনা উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে বন্দনা, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম ও মান্য করতে হবে। যাবজ্জীবন এ নিয়ম লঙ্ঘন করা যাবে না। ভিক্ষুহীন আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করতে পারবে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে যাবজ্জীবন সম্মান, সৎকার, গৌরব ও পূজা করতে হবে। ভিক্ষুণীকে প্রতি অর্ধমাসান্তর ভিক্ষুসংঘের নিকট জিজ্ঞাসা করতে হবে উপোসথের কথা এবং প্রার্থনা করতে হবে উপদেশ। এ দ্বিবিধ ধর্ম ভিক্ষুদের নিকট একান্তই প্রত্যাশা করতে হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে যাবজ্জীবন সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। বর্ষা ব্রতোত্থিতা ভিক্ষুণীকে দৃষ্ট, শ্রুত ও চিন্তিত। এ বিষয় ত্রয়ের দ্বারা "ভিক্ষু-ভিক্ষুণী" উভয় সংঘের নিকট প্রবারণা[৫] উপোসথ করতে হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে যাবজ্জীবন সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। গুরুধর্ম লঙ্ঘনকারিণী ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘে এক পক্ষকাল "মানত্ত" ধর্ম প্রতিপালন করতে হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে যাবজ্জীবন সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। দুই বৎসর ছয় প্রকার ধর্ম বা নীতি শিক্ষার পর শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না শিক্ষিতা নারীকে উভয় সংঘে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে। এ নিয়ম যাবজ্জীবন লঙ্ঘন না করে সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। ভিক্ষুণী যেকোনো কারণে ভিক্ষুর প্রতি কুব্যবহার, আক্রোশ ও পরুষবাক্য প্রয়োগ করতে পারবে না। যাবজ্জীবন এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে

সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। আনন্দ, আজ থেকে ভিক্ষুদের প্রতি ভিক্ষুণীদের অন্যায় বাক্য প্রয়োগ এবং উপদেশ দানের পথ রুদ্ধ হলো, অপিচ, ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ দানের পথ ভিক্ষুদের জন্য উন্মুক্ত রইলো। যাবজ্জীবন এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। আনন্দ, মহাপ্রজাপতী গৌতমী যদি এ অষ্টবিধ গুরুধর্ম প্রতিপালন করবে বলে স্বীকৃত হয় তাহলে এ স্বীকারোক্তিতেই সে উপসম্পন্না বলে গণ্য হবে।"

৮. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট এ অষ্ট গুরুধর্ম শিক্ষা করে মহাপ্রজাপতী গৌতমীর নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলেন, "গৌতমী, আপনি যদি অষ্ট গুরুধর্ম প্রতিপালনে স্বীকৃত হন তাহলে এতেই হবে আপনার উপসম্পদা। ভিক্ষুণীর উপসম্পদা-বয়স শতবর্ষও যদি অতিক্রান্ত হয়, তবুও অধুনা উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে বন্দনা, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম ও মান্য করতে হবে। এ ধর্ম আজীবন লঙ্ঘন না করে যাবজ্জীবন সম্মান, সৎকার, গৌরব ও পূজা করতে হবে। ভিক্ষুণীকে প্রতি অর্ধ মাসান্তর ভিক্ষুসংঘের নিকট জিজ্ঞাসা করতে হবে উপোসথের কথা এবং প্রার্থনা করতে হবে উপদেশ। এ দ্বিবিধ ধর্ম ভিক্ষুদের নিকট একান্তই প্রত্যাশা করতে হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে যাবজ্জীবন সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। বর্ষা ব্রতোত্থিতা ভিক্ষুণীকে "দৃষ্ট, শ্রুত ও চিন্তিত" এ বিষয়ত্রয়ের দ্বারা "ভিক্ষু-ভিক্ষুণী" উভয় সংঘের নিকট প্রবারণা উপোসথ করতে হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে যাবজ্জীবন সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। গুরুধর্ম লঙ্ঘনকারিণী ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘে এক পক্ষকাল "মানত্ত" ধর্ম প্রতিপালন করতে হবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে যাবজ্জীবন সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। দুই বৎসর ছয় প্রকার ধর্ম বা নীতি শিক্ষার পর শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না শিক্ষিতা নারীকে উভয় সংঘে উপসম্পদা দান করতে হবে। এ নিয়ম যাবজ্জীবন লঙ্ঘন না করে সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। ভিক্ষুণী যেকোনো কারণে ভিক্ষুর প্রতি কুব্যবহার, আক্রোশ ও পরুষবাক্য প্রয়োগ করতে পারবে না। যাবজ্জীবন এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। আনন্দ, আজ থেকে ভিক্ষুদের প্রতি ভিক্ষুণীদের অন্যায় বাক্য প্রয়োগ এবং উপদেশ দানের পথ রুদ্ধ হলো, অপিচ, ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ দানের পথ ভিক্ষুদের জন্য উন্মুক্ত রইলো। যাবজ্জীবন এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে সম্মান, সৎকার, গৌরব ও মান্য করতে হবে। আনন্দ, মহাপ্রজাপতী গৌতমী

যদি এ অষ্টবিধ গুরুধর্ম প্রতিপালন করবেন বলে স্বীকৃত হন তাহলে এ স্বীকারোক্তিতেই তিনি উপসম্পন্না বলে গণ্য হবেন।”

“ভন্তে আনন্দ, বিলাসী যুবক-যুবতী, যেমন- বিলাসস্নানের পর অভিলাষিত উৎপল-মাল্য হোক বা সৌরভ-মণ্ডিত পুষ্পমাল্যই হোক অথবা মণি-মুক্তা খচিত মোহন মাল্যই হোক, সাগ্রহে উভয় হস্তে গ্রহণ করে সানন্দে কণ্ঠে ধারণ করে, সেরূপ ভন্তে, আমি আজীবন অলজ্ঘনীয় এই অষ্টগুরুধর্ম সাদরে, সগৌরবে ও নতশিরে মেনে নিলাম।”

৯. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বলেন, “ভন্তে ভগবান, মহাপ্রজাপতী গৌতমী অষ্টগুরুধর্ম আজীবন অলজ্ঘনীয় হিসাবে মেনে নিয়েছেন।” “আনন্দ, মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রাপ্ত না হলে জগতে সুদীর্ঘকাল শাস্তা শাসন স্থায়ী হতো। সহস্র বৎসর সদ্ধর্ম সুনির্মল ও সুবিশুদ্ধ থাকতো। যেহেতু আনন্দ, মাতৃজাতি তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করল, সে-কারণে আনন্দ, এখন ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হবে না। আনন্দ, পঞ্চশত মাত্র সদ্ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাবে।

(ক) যেমন আনন্দ, যে পরিবারে অল্প সংখ্যক পুরুষ এবং বহু সংখ্যক নারী বসতি করে সে পরিবার চোর এবং পাত্র চোরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেরূপই আনন্দ, যে ধর্মবিনয়ে মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা লাভ করে সে ধর্মবিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। (খ) যেমন আনন্দ, ফলবান শালীক্ষেত্রে শ্বেতস্থিতকা[৬] নামক রোগ জন্মে সে শালীক্ষেত্র অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তথারূপই আনন্দ, যে ধর্মবিনয় নারীজাতি প্রব্রজ্যা লাভ করে সে ধর্মবিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। (গ) যেমন আনন্দ, ফলবান ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেষ্ঠিকা[৭] নামক রোগ উৎপন্ন হলে সে ইক্ষুক্ষেত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না, সেরূপই আনন্দ, যে ধর্মবিনয়ে নারীজাতি প্রব্রজ্যা লাভ করে, সে ধর্মবিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। (ঘ) যেমন[৮] আনন্দ, সরোবরের জল বহির্গমন না করে মতো মানুষেরা প্রথমেই এর তীর বন্ধন করে, সেরূপই আনন্দ, প্রথমেই আমি অষ্টপাশে বন্ধনের মতো ভিক্ষুণীদের যাবজ্জীবন অলজ্ঘনীয় “অষ্ট গুরুধর্ম” প্রজ্ঞাপ্ত করলাম।”

২. উপদেশ সূত্র

৫২.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান

করছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ সে সময়ে ভগবান সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় আনন্দ ভগবানকে বলেন, "প্রভু, ভিক্ষুণীদের আধ্যাত্মিক উপদেশক হিসাবে বিবেচিত হতে হলে একজন ভিক্ষুকে কী কী গুণের অধিকারী হতে হয়?" "আনন্দ, ভিক্ষুণীদের আধ্যাত্মিক উপদেশক হতে হলে একজন ভিক্ষুকে আটটি গুণের অধিকারী হতে হয়। আটটি গুণ কী কী?

২. আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হয়... সে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ এবং শিক্ষা করে। সে বহুশ্রুত হয়... সে ধর্মীয় মতবাদ পুরোপুরি উপলব্ধি করেছে[৯.] উভয় প্রকার প্রাতিমোক্ষ তার বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, যা সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত[১০.] সে হয় মধুরকণ্ঠী, বর্ণনা হয় উত্তম, তার উক্তি হয় শহুরে, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত এবং তথ্যবহুল[১১.] সে ভিক্ষুণী সংঘকে ধর্মীয় উপদেশ প্রদানে, উদ্দীপনা সৃষ্টিতে, তাদের জাগৃতিতে, তাদের উল্লাসিত করতে সক্ষম। সাধারণত সে হয় ভিক্ষুণীদের প্রিয় এবং মনোজ্ঞ। ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদনের পূর্বে সে কোনো মারাত্মক দোষে দুষ্ট ছিল না। সে বিশ বা ততোধিক বয়সে প্রব্রজিত।

আনন্দ, একজন ভিক্ষুণী উপদেশক ভিক্ষুকে এই অষ্টবিধ গুণাবলি অবশ্যই অর্জন করতে হবে।"

৩. সংক্ষিপ্ত[১২] সূত্র

৫৩.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। তখন মহাপ্রজাপতী গৌতমী ভগবান সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে স্থিত হন। এক প্রান্তে স্থিত মহাপ্রজাপতী গৌতমী ভগবানকে বলেন, "সাধু ভন্তে, ভগবান যদি আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম ভাষণ করতেন যে ধর্ম শ্রবণ করে আমি একাকী, নির্জনে, অপ্রমত্তভাবে, উৎসাহিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বাস করতে পারতাম।"

২. গৌতমী যেসব ধর্ম বিষয়ে আপনি জানেন, "এসব বিষয় বিরাগের দিকে না নিয়ে সরাগ (অনুরাগ) এর দিকে নেয়; বন্ধনমুক্তির দিকে না নিয়ে বন্ধনের দিকে নেয়; জন্ম সঞ্চয়ের দিকে নেয়[১৩], কমানোর দিকে নয়; বেশি কামনার দিকে নেয়, সামান্য কামনার দিকে নয় সন্তুষ্টির দিকে নয়, অসন্তুষ্টির দিকে নয়, প্রবিবেকের (নির্জনতার) দিকে নয়, সমাজপ্রিয়তার দিকে নেয়;

বীর্যপরায়ণতায় নহে, অলসতার দিকে নেয়, মিতাচারের দিকে নয়, বিলাসতার দিকে নিয়ে যায়।" গৌতমী, এসব বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা করুন—এটা ধর্ম নহে, এটা বিনয় নহে, এটা শাস্তার শাসন নহে।

৩. কিন্তু গৌতমী, জানবে যে, যেগুলি বিরাগের দিকে নেয়, বন্ধন হতে মুক্তির দিকে নেয়, জন্ম হ্রাসের দিকে নেয়, অল্পেচ্ছুতার দিকে নেয়, সন্তুষ্টির দিকে নেয়, প্রবিবেকের দিকে নেয়, বীর্যের দিকে নেয় এবং মিতাচারের দিকে নেয়, আশ্বস্ত হোন যে, এগুলিই ধর্ম, বিনয় এবং শাস্তার শাসন।"

৪. দীর্ঘজানু[১৪] সূত্র

৫৪.১. একসময় ভগবান কক্করপত্ত নামক কোলিয়দের[১৫] এক নিগমে কোলিয়দের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তখন দীর্ঘজানু কোলিয়পুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট কোলিয়পুত্র দীর্ঘজানু ভগবানকে বলল, "প্রভু, আমরা গৃহীগণ কামভোগীগণ পুত্র-পরিজনসহ বাস করি; আমরা বারাণসীর মসলিন বস্ত্র চন্দন কাষ্ঠ উপভোগ করি; আমরা পুষ্প, মালা এবং সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা নিজেদেরকে সাজাই; আমরা রৌপ্য ও স্বর্ণ ব্যবহারে উপভোগ করি। প্রভু, সেই আমাদিগকে আপনি ধর্ম দেশনা করুন, শিক্ষা দিন সেরূপ ধর্ম যা হবে আমাদের পরকালের জন্য হিতকর এবং এজগতে আমাদের জন্য সুখকর, আমাদের পরকালের হিতকর ও সুখকর হবে।"

২. "এ চার ধর্ম, ব্যাঘ্রপজ্জ, কুলপুত্রের ইহ জগতে হিত ও সুখ আনয়ন করে। চার কী কী?

৩. উত্থানসম্পদ, সংরক্ষণসম্পদ, কল্যাণমিত্রতা এবং সমজীবন। এবং ব্যাঘ্রপজ্জ, উত্থানসম্পদ কিরূপ?

৪. ব্যাঘ্রপজ্জ, কুলপুত্র যে কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, সেটা কৃষি হোক বা বাণিজ্য দ্বারা হোক বা গোপালন দ্বারা হোক বা তীরন্দাজকর্ম দ্বারা হোক বা রাজার পুরুষ হিসাবে হোক বা অন্যতর কোনো শিল্প দ্বারা হোক সে হয় দক্ষ, নিরলস; সে হয় প্রতিভাদীপ্ত, যেকোনো ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসুমনা, সে তার কর্ম ব্যবস্থা করতে এবং চালিয়ে নিতে সক্ষম[১৬]. ব্যাঘ্রপজ্জ, একে বলা হয় উত্থানসম্পদ। এবং ব্যাঘ্রপজ্জ, সংরক্ষণসম্পদ কিরূপ?

৫. ব্যাঘ্রপজ্জ, কুলপুত্র কর্ম ও উৎসাহ দ্বারা যে সম্পদ লাভ করে তা বাহুবল দ্বারা সংগ্রহ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে এবং ন্যায়ত লাভ করে[১৭]এগুলি সে এ চিন্তা করে পাহারা দেয়, "এখন আমি

কীভাবে এসব পরিচালনা করব যাতে রাজা এ সম্পদ আমার থেকে নিয়ে যেতে না পারে, কিংবা চোরেরা অপহরণ করতে না পারে, কিংবা অগ্নি দাহ করতে না পারে, কিংবা পানি বহন করতে না পারে, কিংবা অপ্রিয় দায়াদ বা উত্তরাধিকার হরণ করতে না পারে?" ব্যাঘ্রপজ্জ, একে বলা হয় সংরক্ষণসম্পদ। এবং ব্যাঘ্রপজ্জ, কল্যাণমিত্রতা কিরূপ?

৬. এক্ষেত্রে, ব্যাঘ্রপজ্জ, কুলপুত্র যে গ্রামে বা নিগমে বাস করে তথায় যে গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র বা যুবক বা বৃদ্ধ, বৃদ্ধশীল, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন, ত্যাগশীল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাদের সাথে অবস্থান করে, কথাবলে, আলাপ-আলোচনা করে; শ্রদ্ধাসম্পন্নদের যে শ্রদ্ধা তা অনুকরণ করে, শীলসম্পন্নদের যে শীলসম্পদ তা শিক্ষা করে, ত্যাগশীলদের যে ত্যাগসম্পদ তা শিক্ষা করে, প্রজ্ঞাসম্পন্নদের যে প্রজ্ঞাসম্পদ তা অনুকরণ করে। ব্যাঘ্রপজ্জ! একেই বলা হয় কল্যাণমিত্রতা। এবং ব্যাঘ্রপজ্জ, সমজীবন কিরূপ?

৭. ব্যাঘ্রপজ্জ, যখন কুলপুত্র সমাদর লাভ এবং ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সে সম জীবিকা নির্বাহ করে, অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে। চিন্তা করে সে, "এরূপ আমার আয়, খরচ বাদ দিয়ে আমার থাকবে এত এবং আমার খরচা আয় ছাড়িয়ে যাবে না।" যেমন ব্যাঘ্রপজ্জ, তুলাদণ্ড ধারক বা তার সহকারী তুলাদণ্ড ধরে জানে যে, এটা নত হয়েছে বা কাত হয়েছে; তদ্রূপ ব্যাঘ্রপজ্জ! কুলপুত্র সমাদর লাভ ও ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সম জীবিকা নির্বাহ করে। অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে, কিন্তু উপলব্ধি করে যে, তার ক্ষতি বাদ দিয়ে আয় দাঁড়াবে এতটুকুতে এবং তার খরচ আয় ছাড়িয়ে যাবে না। ব্যাঘ্রপজ্জ, যদি এই কুলপুত্রের উপার্জন কম হয় এবং জাঁকজমকভাবে বাস করে তাহলে তার সম্পর্কে রটবে, এই কুলপুত্র ডুমুর বৃক্ষ সদৃশ পেটুকের মত তার সম্পদ খাচ্ছে। এবং যদি তার আয় বেশি হয় এবং হীনভাবে জীবনযাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে রটবে, "এই কুলপুত্র অনাথের ন্যায় মরবে। এ কারণে ব্যাঘ্রপজ্জ, এই কুলপুত্র সম্পদের লাভ ও ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সম জীবিকা নির্বাহ করে, অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে, "এরূপ আমার আয়, খরচ বাদ দিয়ে আমার থাকবে এত এবং আমার খরচ আয় ছাড়িয়ে যাবে না।" ব্যাঘ্রপজ্জ, একে বলা হয় সমজীবিকা।

৮. ব্যাঘ্রপজ্জ, সঞ্চিত ধন অপায়মুখে প্রবাহিত হওয়ার এই চারটি পথ[১৮]—স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি, সুরাপান, জুয়াখেলা এবং পাপকর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য এবং ঘনিষ্টতা। যেমন ব্যাঘ্রপজ্জ, চার প্রবেশপথযুক্ত এবং চার বহির্গমনপথযুক্ত একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা, যদি কোনো

লোক এর পানি প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয় এবং বহির্গমনপথ খুলে দেয় এবং ঠিকমত বৃষ্টিও বর্ষিত হয় না, এমতাবস্থায় চৌবাচ্চার পানির পরিহানি অবশ্যম্ভাবী। তদ্রূপ ব্যাঘ্রপজ্জ, সঞ্চিত ধন অপায়মুখে (বিপথে) প্রবাহিত হওয়ার এই চারটি পথ—স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি, সুরাপান, জুয়াখেলা এবং পাপকর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা।

৯. ব্যাঘ্রপজ্জ, সম্পদ আয়ের পথ এই চারটি : স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি থেকে বিরতি, সুরাপানে বিরতি, জুয়াখেলায় বিরতি এবং কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা। যেমন ব্যাঘ্রপজ্জ, চার প্রবেশপথযুক্ত এবং চার বহির্গমনযুক্ত একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা, যদি কোনো লোক পানি প্রবেশের পথ খুলে দেয় এবং পানি বহির্গমনপথ বন্ধ করে দেয় এবং যদি সঠিকভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাহলে সে চৌবাচ্চার বৃদ্ধি প্রত্যাশিত, পরিহানি নহে; তদ্রূপ ব্যাঘ্রপজ্জ, ধন অর্জনের পথ এই চার প্রকার—স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি হতে বিরতি, সুরাপানে বিরতি, জুয়াখেলায় বিরতি এবং কল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা।

ব্যাঘ্রপজ্জ, এই চার ধর্ম ইহ জগতে কুলপুত্রের হিত ও সুখ আনয়ন করে।

১০. ব্যাঘ্রপজ্জ, এই চার ধর্ম পারলৌকিক জগতে কুলপুত্রের হিত ও সুখ আনয়ন করে। চার ধর্ম কী কী?

১১. শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, ত্যাগসম্পদ, প্রজ্ঞাসম্পদ। এবং ব্যাঘ্রপজ্জ, শ্রদ্ধাসম্পদ কিরূপ?

১২. ব্যাঘ্রপজ্জ, কুলপুত্র শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতের বোধিকে শ্রদ্ধা করে এরূপে, সে ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান, ব্যাঘ্রপজ্জ, একেই বলা হয় শ্রদ্ধাসম্পদ। এবং ব্যাঘ্রপজ্জ, শীলসম্পদ কিরূপ?

১৩. ব্যাঘ্রপজ্জ, কুলপুত্র প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ প্রতিবিরত হয়, সুরা, মদ ইত্যাদি সেবন প্রতি বিরত হয়। ব্যাঘ্রপজ্জ, একেই বলা হয় শীল সম্পদ। এবং ব্যাঘ্রপজ্জ ত্যাগসম্পদ কিরূপ?

১৪. এক্ষেত্রে, ব্যাঘ্রপজ্জ, কুলপুত্র মাৎসর্য-মলবিহীন চেতনাসম্পন্ন হয়ে গৃহে বসবাস করে, দানশীল, মুক্ত-হস্ত, দানে প্রীতিযুক্ত, যাচকের প্রার্থনায় দান দিতে প্রস্তুত, দান দিতে সে প্রীতি লাভ করে। ব্যাঘ্রপজ্জ, একেই বলা হয় ত্যাগসম্পদ। এবং ব্যাঘ্রপজ্জ, প্রজ্ঞাসম্পদ কিরূপ?

১৫. ব্যাঘ্রপজ্জ, কুলপুত্র প্রজ্ঞাবান হয়, উদয় ও বিলয়গামিনী প্রজ্ঞায়

সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যনির্বেধিক জ্ঞান দ্বারা ভূষিত হয়। ব্যাঘ্রপজ্জ, একেই বলা হয় প্রজ্ঞাসম্পদ।

ব্যাঘ্রপজ্জ, এই চার ধর্ম পারলৌকিক জগতে কুলপুত্রের হিত ও সুখ আনয়ন করে।

যিনি হন কর্মস্থানে উত্থান, বীর্যবান, অপ্রমত্ত,
বিধানসম্পন্ন, আয় বুঝে পরিমিতভাবে
করেন জীবনযাপন, সঞ্চিত ধন করেন সংরক্ষণ;
শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বদান্য, অকৃপণ,
তিনিই করেন পারলৌকিক মঙ্গল কামনা,
নিত্য করে থাকেন পরিশুদ্ধ নির্বাণ পথ
এরূপে আটটি ধর্ম গৃহবাসী শ্রদ্ধাবান
কুলপুত্রের হয় সুখাবহ উভয় লোকের,
এ কথা সত্যভাষী বুদ্ধকর্তৃক বলে হয়েছে কথিত।”

৫. উজ্জয়[১৯] সূত্র

৫৫.১. অতঃপর ব্রাহ্মণ উজ্জয় ভগবান সমীপে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্ভাষণ জানালেন এবং পরস্পর সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ উজ্জয় ভগবানকে বলেন, প্রভু গৌতম, আমরা বিদেশ গমনে ইচ্ছুক। ভবৎ গৌতম, আপনি আমাদেরকে এমন ধর্মদেশনা করুন যদ্বারা আমাদের ইহ জগৎ ও পরজগতে হিত-সুখ সাধিত হয়।

২. “এ চার ধর্ম, ব্রাহ্মণ, কুলপুত্রের ইহ জগতে হিত ও সুখ আনয়ন করে। চার কী কী?

৩. উত্থানসম্পদ, সংরক্ষণসম্পদ, কল্যাণমিত্রতা এবং সমজীবন। এবং ব্রাহ্মণ, উত্থানসম্পদ কী?

৪. ব্রাহ্মণ, কুলপুত্র যে কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, সেটা কৃষি হোক বা বাণিজ্য দ্বারা হোক বা গোপালন দ্বারা হোক বা তীরন্দাজ কর্ম দ্বারা হোক বা রাজপুরুষ হিসাবে হোক বা অন্যতর কোনো শিল্প দ্বারা হোক, সে হয় দক্ষ, নিরলস; সে হয় প্রতিভাদীপ্ত, যেকোনো ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসুমনা, সে তার কর্ম ব্যবস্থা করতে এবং চালিয়ে নিতে সক্ষম। হে ব্রাহ্মণ, একে বলা হয় উত্থানসম্পদ। এবং ব্রাহ্মণ, সংরক্ষণ সম্পদ কিরূপ?

৫. হে ব্রাহ্মণ, কুলপুত্র কর্ম ও উৎসাহ দ্বারা যে সম্পদ লাভ করে তা

বাহুবল দ্বারা সংগ্রহ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে এবং ন্যায়ত লাভ করে। এগুলো সে এ চিন্তা করে পাহারা দেয়, "এখন আমি কীভাবে এসব পরিচালনা করব যাতে রাজা এ সম্পদ আমার থেকে নিয়ে যেতে না পারে, কিংবা চোরেরা অপহরণ করতে না পারে, কিংবা অগ্নি দাহ করতে না পারে, কিংবা পানি ভাসিয়ে নিতে না পারে, কিংবা অপ্রিয় দায়াদ বা উত্তরাধিকার হরণ করতে না পারে? ব্রাহ্মণ, একে বলা হয় সংরক্ষণ সম্পদ। এবং ব্রাহ্মণ, কল্যাণমিত্রতা কিরূপ?"

৬. এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কুলপুত্র যে গ্রামে বা নিগমে বাস করে, তথায় যে গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র বা যুবক বা বৃদ্ধ বৃদ্ধশীল, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন, ত্যাগশীল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাদের সাথে অবস্থান করে, কথা বলে, আলাপ-আলোচনা করে; শ্রদ্ধাসম্পন্নদের যে শ্রদ্ধা তা অনুকরণ করে, শীলসম্পন্নদের যে শীলসম্পদ তা শিক্ষা করে, ত্যাগশীলদের যে ত্যাগসম্পদ তা শিক্ষা করে, প্রজ্ঞাসম্পন্নদের যে প্রজ্ঞাসম্পদ তা অনুকরণ করে। ব্রাহ্মণ, একেই বলা হয় কল্যাণমিত্রতা। এবং হে ব্রাহ্মণ, সমজীবন কিরূপ?

৭. হে ব্রাহ্মণ, যখন কুলপুত্র সমাদর লাভ এবং ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সে সম জীবিকা নির্বাহ করে, অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে। চিন্তা করে সে, "এরূপ আমার আয়, খরচ বাদ দিয়ে আমার থাকবে এত এবং আমার খরচ আয় ছাড়িয়ে যাবে না।" যেমন, ব্রাহ্মণ, তুলাদণ্ড ধারক বা তার সহকারী তুলাদণ্ড ধরে জানে যে, এটা নত হয়েছে বা কাৎ হয়েছে; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, কুলপুত্র সমাদের লাভ ও ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সমজীবিকা নির্বাহ করে। অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে, কিন্তু উপলব্ধি করে যে, তার ক্ষতি বাদ দিয়ে আয় দাঁড়াবে এতটুকুতে এবং তার খরচ আয় ছাড়িয়ে যাবে না। হে ব্রাহ্মণ, যদি এই কুলপুত্রের উপার্জন কম হয় এবং জাঁকজমকভাবে বাস করে তাহলে তার সম্পর্কে রটবে, এই কুলপুত্র ডুমুর বৃক্ষ সদৃশ পেটুকের মতো তার সম্পদ খাচ্ছে। এবং যদি তার আয় বেশি হয় এবং হীনভাবে জীবন যাপন করে তাহলে তার সম্পর্কে রটবে, এই কুলপুত্র অনাথের ন্যায় মরবে। এ কারণে ব্রাহ্মণ, এই কুলপুত্র সম্পদের লাভ ও ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সম জীবিকা নির্বাহ করে, অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে, "এরূপ আমার আয়, খরচ বাদ দিয়ে আমার থাকবে এত এবং খরচ আয় ছাড়িয়ে যাবে না।" ব্রাহ্মণ, একে বলা হয় সম জীবিকা।

৮. হে ব্রাহ্মণ, সঞ্চিত ধন অপায়মুখে প্রবাহিত হওয়ার এই চারটি পথ—স্ত্রীলোকের প্রতি আসিক্ত, সুরাপান, জুয়াখেলা এবং পাপকর্ম সম্পাদনকারীর

সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য এবং ঘনিষ্টতা। যেমন, হে ব্রাহ্মণ, চার প্রবেশপথযুক্ত এবং চার বহির্গমনপথযুক্ত একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা, যদি কোনো লোক এর পানি প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয় এবং বহির্গমনপথ খুলে দেয় এবং ঠিকমত বৃষ্টিও বর্ষিত হয় না, এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণ, এমন বৃহৎ চৌবাচ্চার পরিহানি প্রত্যাশিত, বৃদ্ধি নহে; তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, সঞ্চিত ধন অপায়মুখে (বিপথে) প্রবাহিত হওয়ার এই চারটি পথ—স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি, সুরাপান, জুয়াখেলা এবং পাপকর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও ঘনিষ্টতা।

৯. হে ব্রাহ্মণ, সম্পদ আয়ের পথ এ চারটি—স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি থেকে বিরতি, সুরাপানে বিরতি, জুয়াখেলায় বিরতি এবং কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও ঘনিষ্টতা। যেমন, ব্রাহ্মণ, চার প্রবেশপথযুক্ত এবং চার বহির্গমনযুক্ত একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা, যদি কোনো লোক পানি প্রবেশের পথ খুলে দেয় এবং পানি বহির্গমনপথ বন্ধ করে দেয় এবং যদি সঠিকভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাহলে সে চৌবাচ্চার বৃদ্ধি প্রত্যাশিত, পরিহানি নহে; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ধন অর্জনের পথ এই চার প্রকার—স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি বিরতি, সুরাপানে বিরতি, জুয়াখেলায় বিরতি এবং কল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও ঘনিষ্টতা। হে ব্রাহ্মণ, এ চার ধর্ম ইহ জগতে কুলপুত্রের হিত ও সুখ আনয়ন করে।

১০. হে ব্রাহ্মণ, এই চার ধর্ম পারলৌকিক জগতে কুলপুত্রের হিত ও সুখ আনয়ন করে। চার ধর্ম কী কী?

১১. শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, ত্যাগসম্পদ, প্রজ্ঞাসম্পদ। এবং হে ব্রাহ্মণ, শ্রদ্ধাসম্পদ কিরূপ?

১২. হে ব্রাহ্মণ, কুলপুত্র শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতের বোধিকে শ্রদ্ধা করে এরূপে, সে ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান, হে ব্রাহ্মণ, একেই বলা হয় শ্রদ্ধাসম্পদ। এবং ব্রাহ্মণ, শীলসম্পদ কিরূপ?

১৩. হে ব্রাহ্মণ, কুলপুত্র প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত হয়, ব্যভিচার প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ প্রতিবিরত হয়, সুরা, মদ ইত্যাদি সেবন প্রতিবিরত হয়। হে ব্রাহ্মণ, একেই বলা হয় শীলসম্পদ। এবং হে ব্রাহ্মণ, ত্যাগসম্পদ কিরূপ?

১৪. এক্ষেত্রে, হে ব্রাহ্মণ, কুলপুত্র মাৎসর্য-মলবিহীন চেতনাসম্পন্ন হয়ে গৃহে বসবাস করে, দানশীল, মুক্তহস্ত, দানে প্রীতিযুক্ত, যাচকের প্রার্থনায় দান দিতে প্রস্তুত, দান দিতে সে প্রীতি লাভ করে। হে ব্রাহ্মণ, একেই বলা হয়

ত্যাগসম্পদ। এবং হে ব্রাহ্মণ, প্রজ্ঞাসম্পদ কিরূপ?

১৫. হে ব্রাহ্মণ, কুলপুত্র প্রজ্ঞাবান হয় উদয় ও বিলয়গামিনী প্রজ্ঞায়, সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্য নির্বেধিক জ্ঞান দ্বারা ভূষিত হয়। ব্রাহ্মণ, একেই বলা হয় প্রজ্ঞাসম্পদ।

হে ব্রাহ্মণ, এই চার ধর্ম পারলৌকিক জগতে কুলপুত্রের হিত ও সুখ আনয়ন করে।"

"যিনি হন কর্মস্থানে উত্থান, বীর্যবান, অপ্রমত্ত,
বিধানসম্পন্ন, আয় বুঝে পরিমিতভাবে
করেন জীবনযাপন, সঞ্চিত ধন করেন সংরক্ষণ;
শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বদান্য, অকৃপণ,
তিনিই করেন পারলৌকিক মঙ্গল কামনা,
নিত্য করে থাকেন পরিশুদ্ধ নির্বাণ গমন পথ
এরূপে আটটি ধর্ম গৃহবাসী শ্রদ্ধাবান
কুলপুত্রের হয় সুখাবহ উভয় লোকের,
এ কথা সত্যভাষী বুদ্ধকর্তৃক বলে হয়েছে কথিত।"

৬. ভয় সূত্র

৫৬.১. "ভিক্ষুগণ, ভয় একটা পদ যা কামনাসমূহের জন্য প্রযোজ্য; ভিক্ষুগণ, দুঃখ একটা পদ বা কামনাসমূহের জন্য প্রযোজ্য, কামনার জন্য প্রযোজ্য রোগ একটা পদ, গণ্ড (ফোস্কা) কামনার জন্য একটা পদ, বর্শা একটা শব্দ যা কামনার জন্য প্রযোজ্য, বন্ধন একটা শব্দ যা কামনার জন্য প্রযোজ্য, পঙ্ক কামনার জন্য প্রযোজ্য একটা পদ, কামনার জন্য প্রযোজ্য গর্ভ একটা পদ।

২. এবং ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভয় কামনার জন্য প্রযোজ্য একটা পদ? যেহেতু ছন্দরাগাবদ্ধ কামরাগাসক্ত ব্যক্তি ইহ জাগতিক ভয় থেকেও মুক্ত নহে কিংবা পারলৌকিক ভয় হতেও মুক্ত নহে; এ কারণে ভয় কামনাসমূহের জন্য প্রযোজ্য একটা পদ।

৩. ভিক্ষুগণ, কীভাবে দুঃখ... রোগ... গন্ধ... বর্শা... বন্ধন... পঙ্ক... গর্ভ কামনার জন্য প্রযোজ্য পদ? যেহেতু ভিক্ষুগণ, ছন্দরাগাবদ্ধ কামরাগাসক্ত ব্যক্তি ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক এগুলির (দুঃখ, রোগ, গণ্ড, বর্শা, বন্ধন, পঙ্ক, গর্ভ) কোনোটি হতে মুক্ত নহে, সেজন্য এগুলি কামনাসমূহের জন্য প্রযোজ্য পদ।

পৃথগ্‌জন ভয়-দুঃখ-রোগ-গণ্ড তুল্য
যেই কাম্য বিষয়ে হয় আসক্ত
সেই রাগসঙ্গ ও কামপঙ্ক দুটিই
কাম নামে হয় কথিত।
কামসুখে আসক্ত জন জন্ম লভে পুনঃপুন ভবে
কিন্তু যে মুহূর্তে ভিক্ষু হন বীর্যবান ও প্রজ্ঞাবান,
সে মুহূর্ত হতে তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন না,
সে ভিক্ষু করে" অতিক্রম তাদৃশ কামপঙ্ক পথ,
দর্শন করেন জাতি-জরামুক্ত চঞ্চল প্রাণীকে।"

৭. প্রথম আহ্বানযোগ্য সূত্র

৫৭.১. ভিক্ষুগণ, আটটি গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দানযোগ্য, অঞ্জলি লাভের যোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। আট কী কী?

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান হয়... শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও শিক্ষা করে, বহুশ্রুত হয়... দৃষ্টি ভালোভাবে উপলব্ধি করে, কল্যাণমিত্র, সহচর এবং ঘনিষ্ট লোক লাভ করে, সম্যক দৃষ্টিযুক্ত হয় এবং সম্যক দর্শনসম্পন্ন হয়। এমনকি ইহজীবনেও স্বেচ্ছায়, সহজে এবং বিনাকষ্টে অভিচৈতসিক চার ধ্যানসুখ লাভ করে; বিবিধ পূর্বনিবাস স্মরণ করে, যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম... জীবনের ধরণ, বিস্তৃতভাবে পূর্বনিবাস স্মরণ করে; মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণকে তাদের কর্মানুসারে জ্ঞাত হয়; আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত, চেতো-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা ক্ষয় প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, এই অষ্টগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানেরযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"

৮. দ্বিতীয় আহ্বানযোগ্য সূত্র

৫৮.১. "ভিক্ষুগণ, অষ্টগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য... জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। অষ্ট গুণ কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু শীলবান হয়... শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও শিক্ষা করে, বহুশ্রুত হয়... ভালোভাবে দৃষ্টি উপলব্ধি করে; তেজস্বী, দৃঢ় পরাক্রমী হয়ে অবস্থান করে, কুশলধর্ম অপরিত্যাগী, অরণ্যবাসী হয়, পথকে শয্যা ও

আসন হিসাবে গ্রহণ করে; অনাসক্তি-আসক্তিসহা[২০], উৎপন্ন আসক্তি ত্যাগ করে বাস করে; ভয়-ভীতিসহা, উৎপন্ন ভয়-ভীতি জয় করে বাস করে; এমনকি ইহ জীবনেও স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে অভিচৈতসিক ধ্যানসুখ লাভ করে; আসক্তি ক্ষয় করে অনাসক্ত, চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য... জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।”

৯. প্রথম পুদ্গল সূত্র

৫৯.১. “ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, অতিথিযোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। আট কী কী?

২. স্রোতাপন্ন, যে স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষ করেছে, সকৃদাগামী, যে সকৃদাগামী ফল উপলব্ধি করেছে, অনাগামী, যে অনাগামী ফল উপলব্ধি করেছে, অর্হৎ, যে অর্হত্ত্ব লাভ করে।

ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

চারি মার্গ প্রতিপন্ন ও চারি ফলে স্থিত,
ইদৃশ সংঘই উজুভূত ও প্রজ্ঞাশীল
সমাহিত আর্য নামে হয় যে কথিত।
দাতাদিগের, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রাণীগণের,
বহুপুণ্য সম্পাদনকারী মনুষ্যগণের
মহাফল হয়ে থাকে দান দিলে সংঘক্ষেত্রে।”

১০. দ্বিতীয় পুদ্গল সূত্র

৬০.১. “ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। আট কী কী?

২. স্রোতাপন্ন, যে স্রোতাপত্তিফল উপলব্ধিতে প্রতিপন্ন, সকৃদাগামী, যে সকৃদাগামী ফল প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার প্রতিপন্ন, অনাগামী, যে অনাগামী ফল উপলব্ধিতে প্রতিপন্ন, অর্হৎ, অর্হত্ত্ব লাভে প্রতিপন্ন।

ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ পুদ্গল আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

চারি মার্গ প্রতিপন্ন ও চারি ফলে স্থিত অষ্ট আর্যপুদ্গল
সব সত্ত্বদিগের পক্ষে হয় অতিশয় উৎকৃষ্ট।
দাতাদিগের, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রাণীগণের
বহুপুণ্য সম্পাদনকারী মনুষ্যগণের
মহাফল হয়ে থাকে দান দিলে সংঘক্ষেত্রে।”

[স-আধান বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

তস্‌সুদানং—স্মারক-গাথা

গৌতমী, উপদেশক, সংক্ষিপ্ত, দীর্ঘজানু এবং উজ্জয়
ভয় দ্বিবিধ আহ্বানযোগ্য ও দ্বিবিধ অষ্ট পুদ্গল।

৭. ভূমিকম্প-বর্গ

১. ইচ্ছা সূত্র

৬১.১. “ভিক্ষুগণ, জগতে এই অষ্টবিধ ব্যক্তি বিদ্যমান। অষ্টবিধ কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমবিহীন[১] হয়ে অবস্থানকালে সম্পত্তির[২] প্রতি আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। সে সম্পত্তির জন্য ক্রিয়াশীল, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে। কিন্তু যদিও সে নিজে ক্রিয়াশীল হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে তবুও তার সম্পদ আসে না। সম্পদ লাভ না হওয়ায় সে অনুশোচনা করে, বিলাপ করে, আর্তনাদ করে, বক্ষ চাপড়ায় এবং সম্মোহে[৩] পতিত হয় (চিত্তবিক্ষেপ ঘটে)। ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষুই কথিত, “যে সম্পদ আকাঙ্ক্ষী হয়ে বাস করে” সে নিজে সম্পত্তির জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে, কিন্তু সে ওগুলো লাভ না করে অনুশোচনা করে, বিলাপ করে; সে সদ্ধর্মচ্যুত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমবিহীন হয়ে অবস্থানকালে সম্পত্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। সে সম্পত্তি লাভের জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে। সে নিজে সক্রিয়, উদ্যমী হওয়ায়, চেষ্টার ফলে তার সম্পদ লাভ হয়। লাভের জন্য সে মত্ত হয়, প্রমত্ত হয়, উৎফুল্ল, উত্তেজিত হয়। ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু কথিত হয়, “যে সম্পদ আকাঙ্ক্ষী হয়ে বাস করে” সে নিজে সম্পদ লাভের চেষ্টা করে, উদ্যমী হয় এবং লাভ করে, মত্ত হয়, প্রমত্ত হয় এবং সদ্ধর্ম[৪] হতে চ্যুত হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে সম্পত্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। সে সম্পত্তির জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। সে লাভের জন্য ক্রিয়াশীল না হওয়ায়, উদ্যমী না হওয়ায়,

চেষ্টাশীল না হওয়ায় তার লাভ হয় না। এগুলি না পেয়ে সে অনুশোচনা করে, বিলাপ করে, আর্তনাদ করে, বক্ষ চাপড়ায় এবং সম্মোহগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু কথিত হয়, "যে সম্পদ আকাঙ্ক্ষী হয়ে বাস করে" সে সম্পদের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না, কিন্তু এগুলি না পেয়ে সে অনুশোচনা করে, পরিদেবন করে এবং সে সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। সে সক্রিয় না হয়ে, উদ্যমী না হয়ে, চেষ্টাশীল না হয়েও তার লাভ উৎপন্ন হয়। সে সেই লাভের দ্বারা মত্ত হয়, প্রমত্ত হয়, উৎফুল্ল উত্তেজিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু কথিত হয়, "একজন লাভাকাঙ্ক্ষী ভিক্ষু" সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। কিন্তু সে এগুলো লাভ করে মত্ত হয়, প্রমত্ত হয় এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয়ে, উদ্যমী হয়ে, চেষ্টাশীল হয়েও তার লাভ অর্জিত হয় না। সে লাভ না করায় অনুশোচনা করে, বিলাপ করে, আর্তনাদ করে, বক্ষ চাপড়ায় এবং সম্মোহগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু কথিত হয়, "যে লাভাকাঙ্ক্ষী হয়ে বাস করে।" সে লাভের জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে এবং সে সেগুলি লাভী হয় না এবং অনুশোচনাকারী হয় না এবং পরিদেবনকারী হয় না ও সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয় না।

৭. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে। তার সক্রিয়তা, উদ্যমশীলতা, চেষ্টাশীলতায় লাভ ঘটে। কিন্তু সেই লাভের দ্বারা মত্ত হয় না, প্রমত্ত হয় না, উত্তেজিত হয় না। ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু কথিত হয়, যে সম্পদ লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, সে সক্রিয় হয়, চেষ্টা করে, লাভের জন্য কিন্তু ওগুলো লাভ করে সে মত্ত হয় না, প্রমাদী হয় না এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয় না।

৮. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। সে লাভের জন্য সক্রিয় না হওয়ায়, উদ্যমী না হওয়ায়, চেষ্টাশীল না হওয়ায় তার লাভ উৎপন্ন হয় না। সে অলাভ হেতু অনুশোচনা করে না, বিলাপ করে না, পরিদেবন করে না, বক্ষ চাপড়ায় না, সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না।

ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে বাসকারী হিসাবে কথিত। সে সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, লাভের জন্য চেষ্টা করে না, সেহেতু সে লাভী হয় না, অনুশোচনা করে না, পরিদেবন করে না এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয় না।

৯. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। তার লাভের জন্য সক্রিয় না হওয়া, উদ্যমী না হওয়া, চেষ্টাশীল না হওয়া সত্ত্বেও তার লাভ উৎপন্ন হয়। সে সেই লাভের জন্য মত্ত হয় না, প্রমত্ত হয় না, উন্মত্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু কথিত হয়, যে লাভাকাঙ্ক্ষী হয়ে বাস করে—সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টাশীল হয় না, লাভ করে সে মত্ত হয় না, প্রমাদী হয় না, এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।"

২. যথেষ্ট সূত্র

৬২.১. "ভিক্ষুগণ, ছয় গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট, পরের জন্য যথেষ্ট। ছয় কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দ্রুত কুশল ধর্ম উপলব্ধি[১] করে, শ্রুত ধর্মের ধারক হয়, ধৃত ধর্মের অর্থ চিন্তা করে, অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়, তার সুখকর কণ্ঠস্বর হয়, উত্তম উচ্চারণসম্পন্ন, শহুরে উক্তির অধিকারী, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ; সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত করে, প্রোৎসাহিত করে, আনন্দ বর্ধন করে।

ভিক্ষুগণ, এই ষড়বিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট, পরের জন্য যথেষ্ট।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট, পরের জন্য যথেষ্ট। পঞ্চ কী কী?

৪. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কুশল ধর্মসমূহ দ্রুত উপলব্ধি করে না কিন্তু শ্রুত ধর্মের ধারক, ধৃত ধর্মের অর্থ চিন্তক; অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম পথে বিচরণ করে; উত্তম আচরণসম্পন্ন, কথাবার্তায় ভদ্র, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত, তথ্যবহ; সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত করে, প্রোৎসাহিত করে, আনন্দ বর্ধন করে।

ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট পরের জন্য যথেষ্ট।

৫. ভিক্ষুগণ, চতুর্গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে। কোন চার গুণে?

৬. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কুশলধর্ম সমূহ দ্রুত উপলব্ধি করে, শ্রুতধর্ম স্মরণ করে; ধারণকৃত ধর্মের অর্থ চিন্তন, অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম পথে বিচরণ করে; কিন্তু সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয় না, উত্তম আচরণসম্পন্ন নহে, কথাবার্তায় ভদ্র নহে, কর্কশতা অবিবর্জিত ও তথ্যবহ নহে; সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয় না কিংবা উৎসাহিত প্রোৎসাহিত করে না কিংবা তাদের আনন্দ বর্ধন করে না।

ভিক্ষুগণ, এই চতুর্গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে।

৭. ভিক্ষুগণ, চতুর্গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পরের জন্য যথেষ্ট কিন্তু নিজের জন্য নহে। কোন চতুর্গুণে?

৮. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কুশল ধর্মসমূহ দ্রুত উপলব্ধি করে, শ্রুত ধর্মের ধারক কিন্তু ধৃতধর্মের অর্থ-চিন্তা করে না এবং অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় না, তথাপি সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয়, উত্তম আচরণসম্পন্ন, কথাবার্তায় ভদ্র, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ এবং সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত করে, প্রোৎসাহিত করে, আনন্দ বর্ধন করে।

ভিক্ষুগণ, এই চতুর্গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য নহে, পরের জন্য যথেষ্ট।

৯. ভিক্ষুগণ, ত্রি-গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে। ত্রি-গুণ কী কী?

১০. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কুশল ধর্ম দ্রুত উপলব্ধি করে না কিন্তু শ্রুত ধর্ম স্মরণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ চিন্তা করে; অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম পথে বিচরণ করে কিন্তু সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয় না, উত্তম আচরণসম্পন্ন হয় না, কথাবার্তায় অভদ্র, কর্কশতা অবিবর্জিত ও তথ্যবহ হয় না এবং সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয় না কিংবা উৎসাহিত-প্রোৎসাহিত কিংবা আনন্দ বর্ধন করে না।

ভিক্ষুগণ, এই ত্রি-গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে।

১১. ভিক্ষুগণ, ত্রি-গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পরের জন্য যথেষ্ট কিন্তু নিজের জন্য নহে। কোন তিন?

১২. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দ্রুত কুশলধর্ম উপলব্ধি করে না কিন্তু শ্রুত ধর্মের ধারক হয়, কিন্তু ধৃতধর্মের অর্থ চিন্তা করে না, অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মপথে বিচরণ করে না; কিন্তু সুকণ্ঠের অধিকারী হয়, উত্তম আচরণসম্পন্ন, কথাবার্তায় মার্জিত, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ এবং সে সতীর্থগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত-প্রোৎসাহিত করে এবং তাদের আনন্দ বর্ধন করে।

ভিক্ষুগণ, এই ত্রি-গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পরের জন্য যথেষ্ট কিন্তু নিজের জন্য নহে।

১৩. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে। কোন দুই?

১৪. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দ্রুত কুশল ধর্ম উপলব্ধি করে না, শ্রুতধর্ম স্মরণ করে না; ধৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করে; অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয় না, উত্তম আচরণসম্পন্ন হয় না, কথাবার্তায় মার্জিত, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ হয় না; সে সতীর্থগণকে শিক্ষা দেয় না, তাদের উৎসাহিত-প্রোৎসাহিত করে না, আনন্দ বর্ধন করে না।

ভিক্ষুগণ, এই ত্রি-গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পরের জন্য যথেষ্ট কিন্তু নিজের জন্য নহে।

১৫. ভিক্ষুগণ, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট নহে কিন্তু পরের জন্য যথেষ্ট। কোন দুই?

১৬. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দ্রুত কুশল ধর্ম উপলব্ধি করে না, শ্রুতধর্ম স্মরণ করে না; ধৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করে না; অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয়, উত্তম আচরণসম্পন্ন, কথাবার্তায় মার্জিত, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত এবং তথ্যবহ; সে সতীর্থগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত-প্রোৎসাহিত করে, তাদের আনন্দ বর্ধন করে না।

ভিক্ষুগণ, এই দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট নহে কিন্তু পরের জন্য যথেষ্ট।"

৩. সংক্ষিপ্ত সূত্র

৬৩.১. তখন অন্যতর ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বলেন, "উত্তম ভন্তে, ভগবান যদি আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম ভাষণ করতেন। তা শ্রবণ করে আমি একাকী, নির্জনে,

অপ্রমত্তভাবে, উৎসাহিত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বাস করতাম।" "কিন্তু কোনো কোনো মূর্খ পুরুষ আমাকে যেরূপ প্রার্থনা করে এটা সেরূপ এবং তারা যখন আমার ধর্ম ভাষণের বিষয় শ্রবণ করে তারা চিন্তা করে বিষয়টি আমার অনুসরণ করা উচিত!" "ভন্তে ভগবান, আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম ভাষণ করুন, সুগত, আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম ভাষণ করুন। সম্ভবত আমি ভগবানের ধর্ম ভাষণের লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারতাম, সম্ভবত আমি ভগবৎ ভাষিত ধর্মের লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারতাম।"

২. "ভিক্ষুগণ, সেজন্য তোমাদের শিক্ষা করা উচিত—অভ্যন্তরীণভাবে[৬] আমার চিত্ত স্থির সুস্থির থাকবে এবং উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম যা চিত্তকে অভিভূত করে তদ্রূপ করতে পারবে[৭] না।

ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।

৩. যখন ভিক্ষুগণ, তোমাদের চিত্ত অভ্যন্তরীণভাবে স্থিত সুস্থিত থাকে এবং উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম যেগুলি চিত্তকে অভিভূত করে সেগুলি সেরকম করতে পারে না সেজন্য ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—মৈত্রী দ্বারা আমার চিত্তবিমুক্তি ভাবিত হবে, বহুলীকৃত হবে, আয়ত্তকৃত, সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত, ব্যবহৃত, বর্ধিত, সম্পূর্ণরূপে আরম্ভ করা হবে।[৮]

ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।

৪. হে ভিক্ষু, যখন তুমি এভাবে এই সমাধি ভাব, বহুলীকৃত কর তখন তোমার এই সমাধিকে সবিতর্ক ও সবিচার ভাবা উচিত; অবিতর্ক কিন্তু বিচার মাত্র ভাবা উচিত; অবিতর্ক ও অবিচার ভাবা উচিত; প্রীতিযুক্ত ভাবা উচিত; প্রীতিহীন ভাবা উচিত; স্বাদযুক্ত ভাবা উচিত; উপেক্ষা সহগত ভাবা উচিত। হে ভিক্ষু, যখন এভাবে তোমার সমাধি ভাবিত ও সুভাবিত হয় তখন ভিক্ষু, তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত—করুণা দ্বারা আমার চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, আয়ত্তকৃত, সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত, ব্যবহৃত, বর্ধিত, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা হবে। মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, আয়ত্তকৃত, সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত, ব্যবহৃত, বর্ধিত, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা হবে।[৯]

হে ভিক্ষু, তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত।

৫. হে ভিক্ষু, যখন তোমা দ্বারা এই সমাধি এভাবে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয় তখন তোমার সবিতর্ক ও সবিচার এই সমাধি ভাবা উচিত; অবিতর্ক (অনুধ্যান বিহীন) বিচারমাত্র ভাবা উচিত; অবিতর্ক ও অবিচার (অনুসন্ধান ব্যতীত) ভাবা উচিত; প্রীতিবিহীন ভাবা উচিত; স্বাদযুক্ত ভাবা উচিত;

উপেক্ষা সহগত ভাবা উচিত।

যখন হে ভিক্ষু, তোমা দ্বারা এই সমাধি ভাবিত, সুভাবিত হয় তখন তোমার এরূপ ভাবা উচিত—কায়ে কায়ানুদর্শী[১০], তেজশ্বী, চিন্তাশীল, স্মৃতিমান হয়ে, জগতে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্য পরিহার করে অবস্থান করব।

৬. হে ভিক্ষু, যখন তোমা দ্বারা এই সমাধি এভাবে ভাবিত ও বর্ধিত হয় তখন তোমার সবিতর্ক (সচিন্তা) ও সবিচার (সঅনুসন্ধান) এই সমাধি ভাবা উচিত; অবিতর্ক ও বিচার মাত্র ভাবা উচিত; অবিতর্ক ও অবিচার ভাবা উচিত; প্রীতিযুক্ত হয়ে ভাবা উচিত; প্রীতিহীন হয়ে ভাবা উচিত; স্বাদযুক্ত ভাবা উচিত; উপেক্ষা সহগত ভাবা উচিত। ভিক্ষু, যখন তোমা দ্বারা এই সমাধি এভাবে ভাবিত, সুভাবিত হয়, তখন ভিক্ষু, তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত :

বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী, ধর্মে ধর্মানুদর্শী, তেজস্বী, চিন্তাশীল, স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য পরিহার করে অবস্থান করব। হে ভিক্ষু, তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত।

৭. হে ভিক্ষু, যখন তোমা দ্বারা এই সমাধি এভাবে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয় তখন তোমার সবিতর্ক ও সবিচার এই সমাধি ভাবা উচিত; অবিতর্ক ও বিচার মাত্র ভাবা উচিত; প্রীতিযুক্ত হয়ে ভাবা উচিত; প্রীতিবিহীন ভাবা উচিত; স্বাদযুক্ত ভাবা উচিত; উপেক্ষা সহগত ভাবা উচিত। ভিক্ষু, যখন তোমা দ্বারা এই সমাধি এভাবে ভাবিত, সুভাবিত হয়, তখন হে ভিক্ষু, তুমি যেখানে যেখানে গমন, আরামে গমন করবে; যেখানে যেখানে স্থিত হও আরামে স্থিত হবে; যেখানে যেখানে উপবেশন কর আরামে উপবেশন করবে, যেখানে যেখানে শয়ন কর আরামে শয়ন করবে।”

৮. তৎপর সেই ভিক্ষু ভগবান কর্তৃক উপদেশে উপদিষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। তখন সেই ভিক্ষু একাকী, নির্জনে, অপ্রমত্ত, উৎসাহান্বিত, নিজের প্রভু হয়ে অবস্থানকালে অল্প সময়ের মধ্যে যেজন্য কুলপুত্রগণ যথার্থভাবে আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তৎপর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্যপর্যাবসানে ইহা জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করে, “জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত, এ অবস্থায় এরপর কোনো জীবন নেই” বলে জ্ঞাত হন। সেই ভিক্ষু অর্হৎ হয়ে গেলেন।”

৪. গয়াশীর্ষ[১১] সূত্র

৬৪.১. একসময় ভগবান গয়ার গয়াশীর্ষে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ প্রভু" বলে ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভগবান বলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, অভিসম্বুদ্ধ লাভের পূর্বে যখন আমি বোধিসত্ত্ব ছিলাম[১২] তখন আলো বিষয়ে জ্ঞাত হই কিন্তু রূপ দর্শন করিনি। তখন ভিক্ষুগণ, আমি চিন্তা করলাম, যদি আমার আলো বিষয়ে জানতে হয় ও রূপ দর্শন করতে হয় তাহলে আমার এই জ্ঞানদর্শন পরিশুদ্ধতর হতে হবে।" ভিক্ষুগণ, সেই আমি অন্য সময়ে অপ্রমত্ত, উৎসাহান্বিত, নিজের প্রভু হয়ে অবস্থানকালে আলো সম্পর্কে জ্ঞাত হই ও রূপ দর্শন করি কিন্তু সেসব দেবতাদের সাথে থাকিনি, আলাপ-সালাপে রত হইনি।

৩. ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এই চিন্তা জাগ্রত হলো : "যদি আমার আলো সম্পর্কে জানতে হয় ও রূপ দর্শন করতে হয় তাহলে সেই দেবতাদের সাথে থাকা উচিত, আলাপ-সালাপে রত হওয়া উচিত, এভাবেই আমার জ্ঞান-দর্শন পরিশুদ্ধতর হবে।" ভিক্ষুগণ, সেই আমি অন্য সময়ে অপ্রমত্ত, উৎসাহান্বিত নিজের প্রভু হয়ে অবস্থানকালে আলো সম্পর্কে জ্ঞাত হই, রূপ দর্শন করি এবং সেই দেবতাদের সাথে থাকি, আলাপ সালাপে রত হই, কিন্তু এ বিষয়টা জানিনি, "এসব দেবতা অমুক অমুক দেবনিকায়ের থেকে আগত।"

৪. "তখন ভিক্ষুগণ, আমি এরূপ চিন্তা করলাম—যদি আমার আলো সম্পর্কে জানতে হয়, রূপ দর্শন করতে হয় তাহলে সেসব দেবতাদের সাথে অবস্থান করা, আলাপ-সালাপে রত হওয়া উচিত এবং সেসব দেবতাদের জানা উচিত, "এসব দেবতা অমুক অমুক দেবনিকায় হতে আগত, এভাবে আমার এই জ্ঞানদর্শন পরিশুদ্ধতর হবে।" ভিক্ষুগণ, সেই আমি অপর সময়ে অপ্রমত্ত, উৎসাহান্বিত নিজের প্রভু হয়ে অবস্থানকালে আলো সম্পর্কে জ্ঞাত হই, রূপ দর্শন করি এবং সেই দেবতাদের সাথে থাকি, অবস্থান করি, আলাপ-সালাপে রত হই এবং সেসব দেবতা সম্পর্কে জানতে পারি, এসব দেবতা অমুক অমুক দেবনিকায় হতে আগত, কিন্তু এ বিষয়টা যে জানিনি, "এসব দেবতা এ কর্মের বিপাকে এখান থেকে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছে" সেসব দেবতাদের এ বিষয়ে জানিনি—এসব দেবতা এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ উপলব্ধিকারী", সেসব দেবতাদের এ বিষয় জানতে পারি, এসব দেবতা এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ উপলব্ধিকারী; যেসব

দেবতাদের এ বিষয় জানতে পারিনি, "এসব সুখ-দুঃখ উপলব্ধিকারী; যেসব দেবতাদের এ বিষয় জানতে পারিনিঃ "এসব দেবতা এরূপ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, এরূপ চিরস্থায়ী" সেসব দেবতাদের এ বিষয়টা জানতে পারি, "এসব দেবতা এরূপ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, এরূপ চিরস্থায়ী, কিন্তু সেসব দেবতার সাথে পূর্বে আমি বাস করেছিলাম কি না জানতাম না।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, আমার এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো : "যদি আমার জ্যোতি সম্পর্কে জানতে হয়, রূপ দর্শন করতে হয় তাহলে সেসব দেবতার সাথে অবস্থান করা, আলাপ-সালাপে রত হওয়া, সেসব দেবতাকে জানা উচিত, "এসব দেবতা অমুক অমুক দেব নিকায়ের" এবং সেসব দেবতাকে জানা উচিত, "এসব দেবতা এই কর্ম-বিপাকে এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছে" এবং এসব দেবতাকে জানা উচিত, "এসব দেবতা এরূপ আহার, সুখ-দুঃখ উপলব্ধিকারী" এবং এসব দেবতাকে জানা উচিত, "এসব দেবতা এরূপ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, এরূপ চিরস্থায়ী" এবং "এসব দেবতার সাথে পূর্বে আমি বাস করে থাকি বা না থাকি, আমার এই জ্ঞান ও দর্শন পরিশুদ্ধতর হবে।" হে ভিক্ষুগণ, পরবর্তী সময়ে সেই আমি অপ্রমত্ত, উৎসাহান্বিত, বীর্যবান হয়ে অবস্থানকালে জ্যোতি সম্পর্কে জানতে পারি, রূপ দর্শন করি, সেসব দেবতার সাথে অবস্থান করি, আলাপ-সালাপে রত হই এবং সেসব দেবতার বিষয়ে জানতে পারি, "এসব দেবতা অমুক অমুক দেবনিকায়ের" এবং "এসব দেবতা এই কর্ম বিপাকে এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছে। এসব দেবতা সম্পর্কে আমি অবগত হই, "এসব দেবতা এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ উপলব্ধিকারী এবং জানতে পারিঃ "এসব দেবতা এরূপ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, এরূপ চিরস্থায়ী এবং সেসব দেবতাকে জানতে পারি তাদের সাথে পূর্বে অবস্থান করেছিলাম কিনা।"

৬. হে ভিক্ষুগণ, যদবধি অধিদেবে এই অষ্টক্রম জ্ঞান ও দর্শন সুবিশুদ্ধ হয়নি তদবধি কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে, কি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করিনি। কিন্তু যখন হে ভিক্ষুগণ, অধিদেবে এই অষ্টক্রম জ্ঞান ও দর্শন সুবিশুদ্ধ হয় তখন আমি দেবলোকে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করি। এখন আমার এরূপ জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়েছে, আমার চিত্তবিমুক্তি অচলা, এই আমার শেষ জন্ম, এখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নেই।"

৫. শাস্তার শ্রেষ্ঠত্ব[১৩] সূত্র

৬৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাণ্ডিত্য এই আট প্রকার। আট কী কী?

২. যখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে রূপসংজ্ঞী (শরীর সম্পর্কে সচেতন) হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, সীমিত হোক বা সুবর্ণ-দুর্বর্ণ যাই হোক না কেন, "এগুলি আয়ত্ত করে আমি এগুলি জানি, এগুলি দর্শন করি।" এভাবে সে সচেতন হয়। এটা হচ্ছে প্রথম পাণ্ডিত্য।

৩. যখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে সচেতন হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, অপ্রমাণ বা সুবর্ণ-দুর্বর্ণ যাই হোক না কেন, "এসমস্ত আয়ত্ত করে আমি এগুলি সম্পর্কে জানি ও দর্শন করি।" এভাবে সে সচেতন হয়। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পাণ্ডিত্য।

৪. যখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে অসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, সীমিত হোক বা সুবর্ণ-দুর্বর্ণ যাই হোক না কেন। "এগুলি আয়ত্ত করে আমি এগুলি জানি ও দর্শন করি।" এভাবে সে সংজ্ঞাবান হয়। এটা তৃতীয় পাণ্ডিত্য।

৫. যখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে সংজ্ঞাবান হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, অপ্রমাণ বা সুবর্ণ-দুর্বর্ণ যাই হোক না কেন, "এগুলি আয়ত্ত করে আমি এগুলি জানি, দর্শন করি।" এভাবে সে সচেতন হয়। এটা চতুর্থ পাণ্ডিত্য।

৬. যখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে অসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, নীল, নীলবর্ণ, নীল আকৃতি, নীলাভ। "এগুলি আয়ত্ত করে আমি এগুলি জানি, দেখি" এভাবে সে সংজ্ঞী হয়। এটা পঞ্চম পাণ্ডিত্য।

৭. যখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে অসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিক রূপসমূহ দর্শন করে, পীত, পীতবর্ণ, পীত নিদর্শন, পীতাভ। "এসব আয়ত্ত করে আমি এসব জানি, দর্শন করি।" এভাবে সে সংজ্ঞাবান হয়। এটা ষষ্ঠ পাণ্ডিত্য।

৮. যখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে অসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিকভাবে রূপসমূহ দর্শন করে, লোহিতক, লোহিতবর্ণ, লোহিতক নিদর্শন, লোহিতাভ। "এসব আয়ত্ত করে আমি এসব জানি, দেখি এভাবে সে সংজ্ঞাবান হয়। এটা সপ্তম পাণ্ডিত্য।"

৯. যখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে অসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিক রূপসমূহ দর্শন করে শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্রনিদর্শন, শুভ্রাভ। "এসব

আয়ত্ত করে আমি এসব জানি, দেখি।" এভাবে সে সংজ্ঞাবান হয়। এটা অষ্টম পাণ্ডিত্য।

ভিক্ষুগণ, এগুলিই অষ্ট পাণ্ডিত্য।"

৬. বিমোক্ষ সূত্র

৬৬. ১. "হে ভিক্ষুগণ, বিমোক্ষ[১৪] এই অষ্টবিধ। অষ্টবিধ কী কী?

২. রূপী (দেহ সম্পর্কে সচেতন) রূপ দর্শন করে। এটা প্রথম বিমোক্ষ।

৩. ব্যক্তিগতভাবে অসংজ্ঞী (দেহ সম্পর্কে অসচেতন ব্যক্তি) বাহ্যিকভাবে রূপ দর্শন করে। এটা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

৪. সে স্বয়ং চিন্তা প্রয়োগ করে, "এটা শুভ" এটা তৃতীয় বিমুক্তি।

৫. সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে পটিঘসংজ্ঞা (ক্রোধসংজ্ঞা)-সমূহ অস্তমিত করে নানাত্ব সংজ্ঞার প্রতি অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" চিন্তা করে আকাশ অনন্ত আয়তনে প্রবেশ করে এবং তাতে অবস্থান করে। এটা চতুর্থ বিমোক্ষ।

৬. সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এরূপ চিন্তা করে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে। এটা পঞ্চম বিমোক্ষ।

৭. সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" এরূপ চিন্তা করে আকিঞ্চনায়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে। এটা ষষ্ঠ বিমুক্তি।

৮. সম্পূর্ণরূপে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (সংজ্ঞাও না, অসংজ্ঞাও না) লাভ করে তাতে অবস্থান করে। এটা সপ্তম বিমোক্ষ।

৯. সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ লাভ করে তাতে অবস্থান করে। এটা অষ্টম বিমোক্ষ[১৫]"।

৭. অনার্য কর্ম সূত্র

৬৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ অনার্য কর্ম। কী কী?

২. অদৃষ্টকে দৃষ্ট বলে ঘোষণা করা; অশ্রুতকে শ্রুত বলে প্রজ্ঞাপন করা; অননুভূতকে অনুভূত বলে প্রজ্ঞাপন করা; অজ্ঞাতকে জ্ঞাত বলে প্রজ্ঞাপন করা[১৬]; দৃষ্টকে অদৃষ্ট বলে প্রজ্ঞাপন করা; শ্রুতকে অশ্রুত বলে প্রজ্ঞাপন করা; অনুভূতকে অননুভূত বলে প্রজ্ঞাপন করা; জ্ঞাতকে অজ্ঞাত বলে প্রজ্ঞাপন করা।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই অনার্য কর্ম।"

৮. আর্যকর্ম সূত্র

৬৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ বিষয় আর্যকর্ম। অষ্ট কী কী?

২. অদৃষ্টকে অদৃষ্ট, অশ্রুতকে অশ্রুত, অননুভূতকে অননুভূত, অজ্ঞাতকে অজ্ঞাত, দৃষ্টকে দৃষ্ট, শ্রুতকে শ্রুত, অনুভূতকে অনুভূত, জ্ঞাতকে জ্ঞাত[১৭] বলে প্রজ্ঞাপন।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই অষ্টবিধ আর্যকর্ম।"

৯. পরিষদ সূত্র

৬৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পরিষদ এই অষ্টবিধ। অষ্ট কী কী?

২. ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ, শ্রমণ পরিষদ, চাতুর্মহারাজিক পরিষদ, তাবতিংস পরিষদ, মহাপরিষদ, ব্রহ্ম পরিষদ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অনেকশত ক্ষত্রিয় পরিষদের সাথে সাক্ষাতের কথা আমি স্মরণ করি এবং এমনকি তাদের সাথে আমার বসার পূর্বেই বা তাদেরকে কথোপকথনে নিযুক্ত করার পূর্বেই যাদৃশ ছিল তাদের বর্ণ তাদৃশ হতো আমার বর্ণ, যাদৃশ ছিল তাদের স্বর তাদৃশ হতো আমার স্বর, (এবং) আমি তাদেরকে ধর্মোপদেশ শিক্ষা দিতাম, ধর্ম উপদেশ দ্বারা উদ্দীপিত করতাম, জাগ্রত করতাম, আনন্দ দান করতাম; ভাষণকালে তারা আমাকে জানত না, "কে ইনি ভাষণ করছেন, দেব না মনুষ্য?" অতঃপর যখন আমি তাদেরকে ধর্মশিক্ষা দিয়ে ধর্মোপদেশ দ্বারা উদ্দীপিত করে, জাগ্রত করে, আনন্দিত করে প্রস্থান করতাম, প্রস্থানকালেও তারা আমাকে জানত না কিন্তু একে অপরকে প্রশ্ন করে "কে ইনি প্রস্থান করলেন, দেব না মনুষ্য?"

৪. হে ভিক্ষুগণ, অনেকশত ব্রাহ্মণপরিষদ, অনেকশত গৃহপতি পরিষদ, অনেকশত শ্রমণ পরিষদ, অনেকশত চাতুর্মহারাজিক পরিষদ, অনেকশত তাবতিংস পরিষদ, অনেকশত মহাপরিষদ, অনেকশত ব্রহ্মপরিষদের সাথে সাক্ষাতের কথা আমি স্মরণ করি। তথায় তাদের সাথে আমার বসার পূর্বেই বা তাদেরকে কথোপথনে নিযুক্ত করার পূর্বেই যাদৃশ তাদের বর্ণ তাদৃশ হতো আমার বর্ণ, যাদৃশ তাদের স্বর তাদৃশ হত আমার স্বর। এবং আমি তাদেরকে ধর্মশিক্ষা দিতাম, উদ্দীপিত করতাম, জাগ্রত করতাম, আনন্দিত করতাম; ভাষণকালে তারা আমাকে জানত না কিন্তু একে অপরকে জিজ্ঞেস করত, "কে ইনি ভাষণ করছেন, দেব না মনুষ্য?" অতঃপর তাদেরকে ধর্মশিক্ষা

দিয়ে উদ্দীপিত করে, প্রবুদ্ধ করে, আনন্দিত করে প্রস্থান করতাম। আমি প্রস্থান করলে তারা আমাকে চিনত না কিন্তু একে অপরকে প্রশ্ন করে" "কে ইনি প্রস্থান করলেন, দেব না মনুষ্য?"

ভিক্ষুগণ, এগুলিই অষ্ট পরিষদ।"

১০. ভূমিকম্প সূত্র

৭০.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবন কূটাগারশালায় বাস করতেন। সে সময় ভগবান চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে বৈশালীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করলেন। বৈশালীতে পিণ্ডচারণ সমাপ্ত করে পিণ্ডগ্রহণ শেষে আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন :

২. "আনন্দ, বসার আসন তুলে নাও, আমরা দিবা বিহারের জন্য চাপাল্যচৈত্যে যাব।" "তাই হোক ভন্তে," উত্তর দিলেন মহামান্য আনন্দ এবং বসার আসন তুলে নিয়ে ভগবানের পশ্চাতে ভগবানকে অনুসরণ করলেন।

৩. অতঃপর ভগবান চাপালচৈত্যে পৌঁছলেন, উপনীত হয়ে তাঁর জন্য প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। উপবেশন করার পর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন :

৪. "আনন্দ, বৈশালী রমণীয়, রমণীয় উদেনচৈত্য, গৌতমক চৈত্য, বহুপুত্রকচৈত্য, সপ্তম্বচৈত্য, কত রমণীয় সারন্দদচৈত্য ও চাপালচৈত্য, আনন্দ, যার চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, যানকৃত, ভিত্তিকৃত, পরিশীলিত, পরিবর্ধিত, সুষমারদ্ধ, আনন্দ, তথাগত যে কল্প বা কল্পাবশেষ আকাঙ্ক্ষা করলে স্থিত থাকতে পারতেন তা বলাই বাহুল্য।" যদিও এমন একটা অবাধ ইঙ্গিত, যদিও এমন একটা সহজবোধ্য সংকেত ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রদান করেছিলেন কিন্তু মহামান্য আনন্দ এর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেন না কিংবা ভগবানের নিকট এরূপ যাচ্না করলেন না, "ভন্তে ভগবান, কল্পকাল অবস্থান করুন, ভন্তে সুগত, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পাশীল হয়ে, দেবমনুষ্যগণের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য কল্পকাল অবস্থান করুন।" মার দ্বারা তাঁর অন্তর এতটুকু অধিকৃত হয়েছিল।

৫. দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন, "আনন্দ, বৈশালী রমণীয়, রমণীয় উদেনচৈত্য, গৌতমক চৈত্য, বহুপুত্রকচৈত্য, সপ্তম্বচৈত্য, সারন্দদচৈত্য, চাপালচৈত্য, আনন্দ, যার চতুর্বিধ

ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, যানকৃত, ভিত্তিকৃত, পরিশীলিত, পরিবর্ধিত, সুষমারদ্ধ, আনন্দ, সে ব্যক্তি যে কল্প বা কল্পাবশেষ অবস্থান করার আশা পোষণ করবে তাতে আর কি। আনন্দ, তথাগতের চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, যানকৃত, ভিত্তিকৃত, পরিশীলিত, পরিবর্ধিত, সুষমারদ্ধ। আনন্দ, তথাগত ইচ্ছা করলে কল্প বা কল্পাবশেষ অবস্থান করতে পারতেন।" যদিও এমন একটি ইঙ্গিত, এমন একটা সহজবোধ্য সঙ্কেত আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান প্রদান করেছিলেন তথাপি মহামান্য আনন্দ এর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারেননি কিংবা ভগবানের নিকট এরূপ যাচঞা করেননি, "ভন্তে ভগবান, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন, সুগত, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের নিমিত্ত, জগতের প্রতি অনুকম্পাশীল হয়ে দেবমনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য[১৮] কল্পকাল অবস্থান করুন।" মার দ্বারা তাঁর অন্তর এমনভাবে অধিকৃত হয়েছিল।

৭. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন, "যাও আনন্দ, যা কিছু করণীয় তা করার উপযুক্ত সময়।" "হ্যাঁ ভন্তে," বলে আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তর দিলেন এবং আসন হতে উঠলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে অন্য এক বৃক্ষমূলে আসীন হলেন।

৮. অতঃপর পাপমতি মার আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থান করার অল্প কালের মধ্যে ভগবানকে এরূপ বলল, "ভন্তে ভগবান, সুগত এখন পরিনির্বাপিত হোন, ভন্তে, ভগবানের পরিনির্বাণ লাভের এখনই উপযুক্ত সময়। বাস্তবিকপক্ষে ভন্তে, ভগবৎ কর্তৃক এটা ভাষিত হয়েছে, "ওহে মার, যাবৎ আমার ভিক্ষুগণ শ্রাবক না হয়, বিজ্ঞ, বিনীত, বিশারদ, প্রত্যয়যোগক্ষেমী (যারা যোগ হতে প্রশান্তিলাভী), বহুশ্রুত, ধর্মধর, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন (সুনিয়ন্ত্রণে পূর্বাঙ্গ), ধর্মানুচারী না হয়, যাবৎ ধর্মকে তাদের শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করতে, দেশনা করতে, প্রজ্ঞাপিত, প্রতিষ্ঠিত, উন্মোচিত (প্রকাশিত), অপরের নিকট বিশ্লেষণ করতে পারবে না, উৎপন্ন পরবাদ খণ্ডন এবং যা ধর্মসম্মত উপায়ে খণ্ডন করা যায় তা করতে পারবে না, যাবৎ শ্রেষ্ঠ ধর্মের ঘোষণা করতে পারবে না তাবৎ আমি পরিনির্বাপিত হব না[১৯]।" ভন্তে, ভগবান, এখন ভিক্ষুসংঘ ভগবানের শ্রাবক, বিজ্ঞ, বিনীত, বিশারদ, প্রত্যয় যোগক্ষেমী, বহুশ্রুত, ধর্মধর, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, ধর্মাচারী, ধর্মকে আচার্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, ধর্মকে দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ, বিশ্লেষণ, উৎপন্ন পরবাদ খণ্ডন, যা ধর্ম সম্মত উপায়ে খণ্ডন করা যায় তা করতে পারে, শ্রেষ্ঠ ধর্মের ঘোষণা করতে পারে। ভন্তে ভগবান, ভন্তে

সুগত, এখন পরিনির্বাপিত হোন, ভন্তে, ভগবানের এখনই পরিনির্বাপিত হওয়ার উপযুক্ত সময়। যেহেতু বাস্তবিকপক্ষে ভগবৎ কর্তৃক এ উক্তি ভাষিত হয়েছে, "ওহে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ মার, যে পর্যন্ত আমার ভিক্ষুণীগণ[২০] শ্রাবিকা না হবে, যে পর্যন্ত আমার উপাসকগণ শ্রাবক না হবে, উপাসিকাগণ শ্রাবিকা, বিজ্ঞ, বিনীত, বিশারদ, প্রত্যয় যোগক্ষেমী, বহুশ্রুত, ধর্মধর, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, ধর্মাচারী, ধর্মকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ, বিভাজন, উৎপন্ন পরবাদ খণ্ডন, ধর্ম সম্মত উপায়ে খণ্ডন, শ্রেষ্ঠ ধর্মের ঘোষণা করতে না পারবে তাবৎ আমি পরিনির্বাপিত হব না।" ভন্তে, এখন উপাসিকাগণ ভগবানের শ্রাবিকা, বিজ্ঞ, বিনীতা, বিশারদা, প্রত্যয়যোগক্ষেমী, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিনী, ধর্মানুধর্মপ্রতিপন্না, সমীচীন প্রতিপন্না, ধর্মচারিনী, ধর্মকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ, বিভাজন, উৎপন্ন পরবাদ খণ্ডন, ধর্ম সম্মত উপায়ে তা খণ্ডন, শ্রেষ্ঠ ধর্মের ঘোষণা করতে পারে। ভন্তে ভগবান, ভন্তে সুগত, ভগবানের পরিনির্বাণ লাভের এটাই মোক্ষম সময়। যেহেতু বাস্তবিকপক্ষে এ উক্তি ভাষিত হয়েছে, "ওহে পাপমতি মার, যাবৎ আমার এ ব্রহ্মচর্যের শ্রীবৃদ্ধি, যথেষ্ট উন্নত, বিস্তৃতি, বহুজনের নিকট অজ্ঞাত, দেবমনুষ্যগণ দ্বারা বিস্তৃতি অপ্রকাশিত থাকবে তাবৎ আমি পরিনির্বাপিত হব না।" ভন্তে, ভগবানের ব্রহ্মচর্যা এখন শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন, যথেষ্ট উন্নত, বিস্তৃত, বহুজনের জ্ঞাত, দেবমনুষ্যগণ দ্বারা বহুধা সুপ্রকাশিত। সুতরাং, ভন্তে ভগবান, ভন্তে সুগত, এখন পরিনির্বাপিত হোন। ভগবানের পরিনির্বাণের এটাই উপযুক্ত সময়।" "ওহে পাপী মার, তুমি অত্যুৎসুক হয়ো না, তথাগত অচিরে পরিনির্বাপিত হবেন না। এখন হতে তিন মাস পর তথাগত পরিনির্বাপিত হবেন।"

৯. অতঃপর স্মৃতি সম্প্রজ্ঞাত তথাগত চাপালচৈত্যে আয়ুসংস্কার বিসর্জন করেন। ভগবান যখনি আয়ুসংস্কার বিসর্জন করেন তখন ভীষণ লোমহর্ষকর ভূমিকম্প উত্থিত হয়েছিল এবং দেবদুন্দুভি নিনাদিত হয়েছিল। তখন ভগবান এর গুরুত্ব দর্শন করে এ উদানসমূহ (উচ্ছ্বাসগীতিসমূহ) উচ্চারণ করেন :

"তুল্য অতুল্য ভব—ভবসংস্কার পরিত্যাগ করেছেন মুনি
আধ্যাত্মিক সমাহিত আনন্দে তিনি
খোলক সদৃশ আত্মার বর্ধন করেছেন ছেদন।"

১০. অতঃপর মহামান্য আনন্দ চিন্তা করলেন, "প্রকৃতপক্ষে এ ভূমিকম্প মহান; অবশ্যই মহা এই ভূমিকম্প ভীষণ এবং লোমহর্ষক এবং দেবদুন্দুভি বিদীর্ণ করেছিল।

এ মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের কারণ, হেতু কী?” তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবৎ সমীপে উপনীত হন, তাঁকে বন্দনা নিবেদন করেন এবং একান্তে উপবেশন করেন। একান্তে উপবিষ্ট মহামান্য আনন্দ ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, মহা এই ভূমিকম্প, ভন্তে, সুমহা এই ভূমিকম্প ভীষণ লোমহর্ষকর এবং দেবদুন্দুভি বিদীর্ণ করেছে। “ভন্তে, মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের কারণ, হেতু কী?”

১১. “হে আনন্দ, মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের এই আটটি কারণ, প্রত্যয়। আট কী কী?

১২. “যেহেতু, আনন্দ, মহা পৃথিবী জলের উপর প্রতিষ্ঠিত, জল প্রতিষ্ঠিত বাতাসে, মহাশূন্যে বিদ্যমান বায়ু; যে সময় মহা বায়ু প্রবাহিত হয় তাতে জল প্রকম্পিত হয়, জল প্রকম্পিত হলে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়।

হে আনন্দ, মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের এটা প্রথম কারণ, হেতু।

১৩. পুনঃ আনন্দ, কোনো ঋদ্ধিমান বশীভূতচিত্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহানুভব দেবতা কর্তৃক যখন সামান্য পৃথিবীসংজ্ঞা বা অপ্রমাণ অপসংজ্ঞা ভাবিত হয় তিনি এই পৃথিবীকে কম্পিত, প্রকম্পিত, সম্প্রকম্পিত করেন। হে আনন্দ, মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের এটা দ্বিতীয় কারণ, প্রত্যয়।

১৪. পুনঃ হে আনন্দ, বোধিসত্ত্ব যখন তুষিতকায় হতে চ্যুত হয়ে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করেন তখন এই পৃথিবী কম্পিত, প্রকম্পিত, সম্প্রকম্পিত হয়। আনন্দ, মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের এটা তৃতীয় কারণ।

১৫. পুনঃ হে আনন্দ, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হয়ে মাতৃকুক্ষি ত্যাগ করেন তখন এই পৃথিবী কম্পিত, প্রকম্পিত, সম্প্রকম্পিত হয়। আনন্দ, এটা মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের চতুর্থ কারণ।

১৬. পুনঃ হে আনন্দ, যখন তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হন তখন এই পৃথিবী কম্পিত, প্রকম্পিত, সম্প্রকম্পিত হয়। আনন্দ, মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের এটা পঞ্চম কারণ।

১৭. পুনঃ হে আনন্দ, যখন তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন তখন পৃথিবী কম্পিত, প্রকম্পিত, সম্প্রকম্পিত হয়েছিল। আনন্দ, এটা মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের ষষ্ঠ কারণ।

১৮. পুনরায়, আনন্দ, যখন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত তথাগত আয়ুসংস্কার ত্যাগ করেন তখন এই পৃথিবী কম্পিত, প্রকম্পিত, সম্প্রকম্পিত হয়। হে আনন্দ, এটা মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের সপ্তম কারণ, সপ্তম প্রত্যয়।

১৯. পুনঃ হে আনন্দ, যখন তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত[২১] হন তখন এই পৃথিবী কম্পিত, প্রকম্পিত, সম্প্রকম্পিত হয়। আনন্দ, মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের এটা অষ্টম কারণ, অষ্টম হেতু।

হে আনন্দ, মহা ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের এগুলোই অষ্ট কারণ, অষ্ট হেতু[২২]।"

[ভূমিকম্প-বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

ইচ্ছা এবং যথেষ্ট, সংক্ষিপ্তধর্ম, গয়া, পাণ্ডিত্য সহ
বিমোক্ষ, দ্বিবিধ আচরণ, পরিষদ, ভূমিকম্পসহ দশ সূত্র।

৮. যমক বর্গ

১. প্রথম শ্রদ্ধা সূত্র

৭১.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান[১] নহে। সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পূর্ণাঙ্গ নহে। তাহলে সে অঙ্গটি অবশ্যই পরিপূর্ণ হতে হবে। সে চিন্তা করুক, "আমি যদি শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হতাম!" ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর শ্রদ্ধা ও শীল এ দুটি বিষয় যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে সে সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ।

২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর শ্রদ্ধাও আছে এবং শীলবানও, কিন্তু বহুশ্রুত নহে। সুতরাং সেক্ষেত্রে তার অঙ্গ অপূর্ণ। তাহলে তার সে ক্ষেত্রটি অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। সে চিন্তা করুক, "আমি যদি শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হতাম!" হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুর শ্রদ্ধা ও শীল অটুট থাকে এবং বহুশ্রুত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সে হয় পূর্ণাঙ্গ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত কিন্তু ধর্মকথিক নহে। সে শ্রদ্ধাবান, শীলবান, শ্রুতবান ও ধর্মকথিকও কিন্তু সে পরিষদে গমন করে না। কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক ও পরিষদে গমনকারী কিন্তু অবিশারদ হয়ে সে পরিষদে ধর্ম ভাষণ করে। কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, বিশারদ হয়ে সে ধর্ম ভাষণ করে কিন্তু স্বেচ্ছামত, সহজে এবং বিনাকষ্টে চতুর্ধ্যান যা সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক তা লাভ করতে পারে না। সে শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, বিশারদ হয়ে ধর্ম ভাষণ করে, স্বেচ্ছামত, সহজে এবং বিনাকষ্টে চতুর্ধ্যান যা সম্পূর্ণরূপে চৈতসিক তা

লাভ করে কিন্তু আসক্তির ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা বিমুক্তি ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে তা লাভ করে অবস্থান করতে পারে না। সুতরাং সেক্ষেত্রে সে অপূর্ণ। তাই সে ক্ষেত্রটি পূর্ণ হতে হবে। সে চিন্তা করুক—"আমি যদি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, বিশারদ হয়ে পরিষদে ধর্মভাষণ, স্বেচ্ছামত, সহজে, বিনাকষ্টে চতুর্ধ্যান যা অভিচৈতসিক লাভ করে আসক্তির ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে তা লাভ করে অবস্থান করতে পারতাম!" হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক হয়, পরিষদে গমন করে, বিশারদ হয়ে পরিষদে ধর্ম ভাষণ করে, স্বেচ্ছামত, সহজে, বিনাকষ্টে চতুর্ধ্যান, অভিচৈতসিক লাভ করে আসক্তির ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে হয় পূর্ণাঙ্গ।

হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত সে হয় সর্বতোভাবে মনোরম এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ।"

২. দ্বিতীয় শ্রদ্ধা সূত্র

৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নহে। সুতরাং সেক্ষেত্রে সে অপূর্ণাঙ্গ। তাই সে ক্ষেত্রটি অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। সে তা পরিপূরণ করার চিন্তা করে "আমি যদি শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হতাম!" হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয় সে সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান কিন্তু বহুশ্রুত নহে, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও বহুশ্রুত কিন্তু ধর্মকথিক নহে; সে শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিকও কিন্তু সে পরিষদে গমন করে না; সে শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমন করে, কিন্তু বিশারদ হয়ে পরিষদে ধর্মভাষণ করে না; বিশারদ হয়ে পরিষদে ধর্মভাষণ করে কিন্তু রূপ অতিক্রমকারী, অরূপ শান্ত বিমুক্তির[১] সাথে সুসংবদ্ধ হয়ে বাস করে না; রূপ অতিক্রমকারী, অরূপ শান্ত বিমুক্তির সাথে সুসংবদ্ধভাবে বাস করে কিন্তু আসক্তির ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে না। সুতরাং এক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ নহে। তাই সে অঙ্গটি অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। সে তা পরিপূর্ণ করার চিন্তা করে, "আমি যদি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মভাষক, পরিষদে

গমনকারী, বিশারদ হয়ে পরিষদে ধর্মভাষণ করতে পারতাম; রূপ অতিক্রমকারী, অরূপ শান্ত বিমুক্তি অবলম্বনে সুসংবদ্ধভাবে অবস্থান করতাম, আসক্তির ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করতে পারতাম" যখন, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথক, পরিষদে গমনকারী, বিশারদ হয়ে পরিষদে ধর্মভাষণ করে; রূপ অতিক্রমকারী, অরূপ শান্ত বিমুক্তি অবলম্বনে সুসংবদ্ধভাবে অবস্থান করে, আসক্তির ক্ষয় করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে, তখনি সে হয় সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ।

হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এই অষ্টবিধ গুণে গুণান্বিত সে সর্বতোভাবে ও প্রতিটি উপায়ে হয় প্রাসাদিক।"

৩. প্রথম মরণস্মৃতি[৩] সূত্র

৭৩.১. একসময় ভগবান নাটিকে ইষ্টক হলে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভগবান এ বলে সম্বোধন করলেন, "ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ, উত্তর দিলেন, "ভন্তে।" ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, মরণস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল প্রদায়ী, মহা আনিশংসকর, অমৃতে মিশে যায়, অমৃতে পর্যাবসান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মৃত্যুস্মৃতি ভাব।"

৩. ভগবান এরূপ বললে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বলল, "ভন্তে, আমি মৃত্যুস্মৃতি ভাবনা করি।" "হে ভিক্ষু, তুমি কীভাবে মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান কর?" "ভন্তে, আমার চিন্তন হয় এরূপ : "অহো আমি যদি এক দিবারাত্রি বেঁচে থাকতে পারতাম তাহলে ভগবানের শাসনের বিষয় চিন্তা করতে পারতাম, প্রকৃতপক্ষে তাতে আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত। এরূপভাবে ভন্তে, আমি মৃত্যুস্মৃতি ধ্যান করি।"

৪. অন্য এক ভিক্ষুও ভগবানকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আমিও মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করি।" "হে ভিক্ষু, তুমি কীরূপে মৃত্যুস্মৃতি ভাব?" এক্ষেত্রে ভন্তে, আমার চিন্তন হয় এরূপ : "প্রকৃতপক্ষে আমি যদি একদিনও বেঁচে থাকতাম এবং ভগবানের শাসন সম্পর্কে চিন্তা করতে পারতাম, তাহলে আমা দ্বারা বহু কিছু করা যেত। ভন্তে, আমার মৃত্যুস্মৃতি এরূপ।"

৫. অপর এক ভিক্ষুও ভগবানকে বলল, "ভন্তে, আমিও মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করি।" "হে ভিক্ষু, তোমার কথানুসারে তুমি কীভাবে মরণস্মৃতি

অনুধ্যান কর?" "ভন্তে, এক্ষেত্রে আমি চিন্তা করি, অহো, আমি যদি অর্ধদিবসও বেঁচে থাকতাম, ভগবানের শাসনের বিষয় চিন্তা করতাম, তাতে আমা দ্বারা বহু কিছু করা যেত। ভন্তে, এভাবেই আমি মৃত্যুস্মৃতি ভাবি।"

৬. অপর ভিক্ষুও ভগবানকে বলল, "ভন্তে, আমিও মৃত্যুস্মৃতি ভাবনা করি, অনুধ্যান করি।" "হে ভিক্ষু, তোমার কথানুসারে তুমি কীভাবে মরণস্মৃতি ভাব?" "ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার অনুধ্যান হয় এরূপ : "ভন্তে আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে একটি পিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায়, তাতে ভগবানের শাসনের বিষয় চিন্তা করতাম, যার ফলে আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত। এভাবেই ভন্তে, আমি মরণস্মৃতি ভাবি।

৭. অপর ভিক্ষুও ভগবানকে বলল, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি অনুধ্যান করি।" "হে ভিক্ষু, তোমার কথানুসারে তুমি কীরূপে মরণস্মৃতি ভাব?" ভন্তে, আমার মৃত্যুস্মৃতি এরূপ, "ভন্তে, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণে অর্ধপিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায়, তাতে ভগবানের শাসন বিষয়ে চিন্তা করতাম, এর ফলে আমা দ্বারা বহু কিছু করা যেত। ভন্তে, এভাবেই আমি মরণস্মৃতি ভাবি।"

৮. অপর ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আমিও মৃত্যুস্মৃতি ভাবি।" "হে ভিক্ষু, তুমি কীভাবে মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান কর?" ভন্তে, আমি এভাবেই মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করি : অহো, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণে চার বা পাঁচ গ্রাসে আহার গলাধঃকরণ করা যায়, তাতে ভগবৎ শাসনের বিষয়ে চিন্তা করতে পারতাম, এতে আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত। ভন্তে, আমি এভাবেই মরণস্মৃতি অনুধ্যান করি।"

৯. অন্যতর এক ভিক্ষু ভগবানকে বলল, "ভন্তে, আমিও মৃত্যুস্মৃতি ভাবি।" "হে ভিক্ষু, তোমার কথানুসারে তুমি কীভাবে মৃত্যুস্মৃতি ভাবনা কর?" "ভন্তে, আমার অনুধ্যান হলো : "অহো, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণে এক গ্রাস আহার গলাধঃকরণ করা যায়, তাতে ভগবানের শাসনের বিষয় চিন্তা করতে পারতাম, এতে আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত। ভন্তে, আমি এভাবেই মরণস্মৃতি অনুশীলন করি।"

১০. অপর ভিক্ষু ভগবানকে বলল, "ভন্তে, আমিও মৃত্যুস্মৃতি ভাবনা করি।" "হে ভিক্ষু, তোমার কথানুসারে তুমি কীভাবে মরণস্মৃতি অনুধ্যান কর?" "এক্ষেত্রে ভন্তে, আমার অনুধ্যান হলো : অহো, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রশ্বাস ফেলি বা প্রশ্বাস ফেলে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি এবং ভগবানের শাসনের বিষয় চিন্তা করতে পারতাম

তাহলে আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত। এভাবেই ভন্তে, আমি মৃত্যুস্মৃতি ভাবনা করি।"

১১. যখন এরূপ বলা হয় তখন ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে বলেন, "যে ভিক্ষু এভাবে মরণস্মৃতি ভাবে—অহো, আমি যদি এক দিবারাত্রি বেঁচে থাকতাম তাহলে ভগবানের শাসনের বিষয় চিন্তা করতে পারতাম। প্রকৃতপক্ষে আমার দ্বারা অনেক কিছু করা যেত; যে ভিক্ষু মরণস্মৃতি এভাবে ভাবে, অহো আমি যদি একদিন মাত্র জীবিত থাকতাম তাহলে ভগবানের শাসন সম্পর্কে চিন্তা করতাম, সত্যই আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত; যে মৃত্যুস্মৃতি এরূপে চিন্তা করে : অহো, আমি যদি অর্ধদিবস মাত্রও জীবিত থাকতাম তাহলে ভগবৎ শাসন নিয়ে চিন্তা করতাম, তাতে সত্যই আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত; অথবা, যে এরূপ চিন্তা করে—অহো, আমি যদি ততক্ষণ একটি পিণ্ড আহার করা যায়, এর ফলে ভগবৎ শাসনের জন্য চিন্তা করতে পারতাম, তার ফলে বহু কিছু করা যেত; অথবা, যে ভিক্ষু মরণস্মৃতি এভাবে চিন্তা করে : অহো, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণ একটি অর্ধপিণ্ড আহার করা যায়, এর ফলে ভগবানের শাসনের কথা চিন্তা করতে পারতাম এবং আমা দ্বারা বহু কিছু করা যেত; অথবা, যে ভিক্ষু মৃত্যুস্মৃতি এরূপে ভাবে—অহো, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণ চার বা পাঁচ গ্রাস আহার গলাধঃকরণ করা যায় এবং সত্যই আমি যদি ভগবানের শাসন সম্পর্কে চিন্তা করতে পারতাম তাতে আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত—হে ভিক্ষুগণ, যেসব ভিক্ষু এ ধরনের বলে তারা প্রমত্ত, তারা শিথিলভাবে আসক্তি ক্ষয়ের জন্য মরণস্মৃতি অনুধ্যান করে।

কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু মৃত্যুস্মৃতি এভাবে অনুধ্যান করে—অহো, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণ এক গ্রাস আহার গলধঃকরণ করা যায় এবং আমি যদি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শাসন সম্পর্কে চিন্তা করতে পারতাম তাহলে আমা দ্বারা অনেক কিছু করা যেত; অথবা, যে ভিক্ষু মরণস্মৃতি এভাবে ভাবনা করে, অহো, আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকতাম যতক্ষণ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে প্রশ্বাস ফেলি বা প্রশ্বাস ফেলে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি এবং ভগবানের শাসন সম্পর্কে যদি আমি চিন্তা করতে পারতাম তাহলে আমা দ্বারা সত্যই অনেক কিছু করতে পারতাম, হে ভিক্ষুগণ, এসব ভিক্ষু অপ্রমত্তভাবে বাস করে বলে বলা হয় এবং সাগ্রহে তারা আসক্তি ক্ষয়ের জন্য মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করে।

এ কারণে হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করতে হবে, আমরা

অপ্রমত্তভাবে এবং সাগ্রহে আসক্তি ক্ষয়ের জন্য বিহার করব।

ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।”

৪. দ্বিতীয় মরণস্মৃতি সূত্র[৪]

৭৪.১. একসময় ভগবান নাটিকে ইষ্টক হলে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করলেন, “হে ভিক্ষগণ,” ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ ভন্তে,” ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, মৃত্যুস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মহা ফলপ্রদায়ক, মহা সহায়ক, অমৃতে মিশে যায়, অমৃতে পর্যাবসান হয়। এবং হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে মৃত্যুস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল প্রদায়ক, মহাসহায়ক, অমৃতে মিশে যায়, অমৃতে পর্যাবসান হয়?

২. হে ভিক্ষুগণ, যখন দিবাবসানে রাত্রির প্রারম্ভ হয় তখন ভিক্ষু গভীরভাবে এরূপ চিন্তা করে, “আমার মৃত্যুর নানা কারণ। অহি (সর্প) বা বৃশ্চিক বা শতপদীর কামড়ে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। এতে আমার অন্তরায় হতে পারে। আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারি; ভুক্ত খাদ্য-দ্রব্য আমাকে পীড়াগ্রস্ত করতে পারে; পিত্ত কূপিত হতে পারে, শ্লেষ্মা কূপিত হতে পারে; আমার অভ্যন্তরে শস্ত্র সদৃশ বায়ু কূপিত হতে পারে; অথবা মনুষ্য বা অমনুষ্য আমাকে আক্রমণ করতে পারে এবং আমার মৃত্যু ঘটাতে পারে। তাতে আমার অন্তরায় হতে পারে।” ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, “আমার কি কোনো অপ্রহীন অকুশল পাপমূলক বিষয় আছে যা অদ্য রাত্রে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাতে বাধা হতে পারে?” যদি হে ভিক্ষুগণ, প্রত্যবেক্ষণকালে ভিক্ষু এরূপ জানে, “আমার অপ্রহীন অকুশল পাপমূলক বিষয় আছে যা আমার আজ রাত্রে মৃত্যুবরণে অন্তরায় স্বরূপ।” তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সেসব পাপ অকুশল বিষয় প্রহীনের জন্য ঐকান্তিক সংকল্প, উদ্যম, উৎসাহ, প্রচেষ্টা, কঠোর চেষ্টা, স্মৃতিশীলতা, উপলব্ধি সে ভিক্ষুর থাকতে হবে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তির মাথার পাগড়ি আগুনের উপর বা যার চুলে আগুন ধরেছে[৫] তাকে জ্বলন্ত পাগড়ি বা চুলের আগুন নেভানোর জন্য তার ঐকান্তিক সংকল্প, উদ্যম, উৎসাহ, প্রচেষ্টা, কঠোর চেষ্টা, স্মৃতিশীলতা ও উপলব্ধি কাজে লাগাতে হবে; তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পাপ অকুশল বিষয় দূরীভূত করার জন্য তার ঐকান্তিক সংকল্প, উদ্যম, উৎসাহ, চেষ্টা, কঠোর চেষ্টা, স্মৃতিশীলতা ও উপলব্ধি কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যদি

সেই ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণ করে জানতে পারে যে, তার মধ্যে কোনো পাপ অকুশল বিষয় নেই যা তার সে রাত্রে কালক্রিয়ায় বাধা হতে পারে।তাহলে সে ভিক্ষুর দিবারাত্রি স্বয়ং কুশলধর্মের অনুশীলনে প্রীতি-প্রমোদে বিহার করা উচিত।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যখন রাত্রির অবসানে দিনের প্রারম্ভ হয় তখন ভিক্ষু গভীরভাবে এরূপ চিন্তা করে, "আমার মৃত্যুর নানা কারণ। অহি (সর্প) বা বৃশ্চিক বা শতপদীর কামড়ে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। এতে আমার অন্তরায় হতে পারে। আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারি; ভুক্ত খাদ্য-দ্রব্য আমাকে পীড়াগ্রস্ত করতে পারে; পিত্ত কুপিত হতে পারে, শ্লেষ্মা কুপিত হতে পারে; আমার অভ্যন্তরে শস্ত্র সদৃশ বায়ু কুপিত হতে পারে; অথবা মনুষ্য বা অমনুষ্য আমাকে আক্রমণ করতে পারে এবং আমার মৃত্যু ঘটাতে পারে। তাতে আমার অন্তরায় হতে পারে। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, "আমার কি কোনো অপ্রহীন অকুশল পাপমূলক বিষয় আছে যা অদ্য দিবা আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাতে বাধা হতে পারে?" যদি হে ভিক্ষুগণ, প্রত্যবেক্ষণকালে ভিক্ষু এরূপ জানে—"আমার অপ্রহীন অকুশল পাপমূলক বিষয় আছে যা আজ দিনে মৃত্যু বরণে অন্তরায় স্বরূপ।" তাহলে হে ভিক্ষুগণ, সেসব পাপ অকুশল বিষয় প্রহীনের জন্য ঐকান্তিক সংকল্প, উদ্যম, উৎসাহ, প্রচেষ্টা, কঠোর চেষ্টা, স্মৃতিশীলতা, উপলব্ধি সে ভিক্ষুর থাকতে হবে। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তির মাথার পাগড়ি আগুনের উপর বা যার চুলে আগুন ধরেছে তাকে জ্বলন্ত পাপড়ি বা চুলের আগুন নেভানোর জন্য তার ঐকান্তিক সংকল্প, উদ্যম, উৎসাহ, প্রচেষ্টা, কঠোর চেষ্টা, স্মৃতিশীলতা ও উপলব্ধি কাজে লাগাতে হবে; তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পাপ অকুশল বিষয় দূরীভূত করার জন্য তার ঐকান্তিক সংকল্প, উদ্যম, উৎসাহ, চেষ্টা, কঠোর চেষ্টা, স্মৃতিশীলতা ও উপলব্ধি কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষু প্রত্যবেক্ষণ করে জানতে পারে যে, তার মধ্যে কোনো পাপ অকুশল বিষয় নেই যা তার সে দিনে কালক্রিয়ার বাধা হতে পারে—তাহলে সে ভিক্ষুর দিবারাত্রি স্বয়ং কুশলধর্মের অনুশীলনে প্রীতি-প্রমোদে বিহার করা উচিত।

হে ভিক্ষুগণ, মৃত্যুস্মৃতি এভাবে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মহা ফলপ্রদায়ক, মহাসহায়ক হয়, অমৃতে মিশে যায়, অমৃতে পর্যাবসান হয়।"

৫. প্রথম সম্পদা[৬] সূত্র

৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ সম্পদ। অষ্টবিধ কী কী?

২. উত্থানসম্পদ, সতর্কতা সম্পদ, কল্যাণমিত্রতা, সমজীবিকা, শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, ত্যাগসম্পদ এবং প্রজ্ঞাসম্পদ।

ভিক্ষুগণ, এগুলো অষ্ট সম্পদ।

যিনি হন কর্মস্থানে উত্থান বীর্যবান, অপ্রমত্ত,
বিধানসম্পন্ন, আয় বুঝে পরিমিতভাবে
করেন জীবন যাপন, সঞ্চিতধন করেন সংরক্ষণ;
শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বদান্য অকৃপণ,
তিনিই করেন পারলৌকিক মঙ্গল কামনা,
নিত্য করে থাকেন পরিশুদ্ধ নির্বাণ গমনপথ
এরূপে আটটি ধর্ম গৃহবাসী শ্রদ্ধাবান
কুলপুত্রের হয় সুখাবহ উভয় লোকের,
এ কথা সত্যভাষী বুদ্ধকর্তৃক বলে হয়েছে কথিত।"

৬. দ্বিতীয় সম্পদা সূত্র

৭৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ সম্পদ। অষ্টবিধ কী কী?

২. উত্থানসম্পদ, সতর্কতা সম্পদ, কল্যাণমিত্রতা, সমজীবিকা, শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, ত্যাগসম্পদ এবং প্রজ্ঞাসম্পদ। এবং হে ভিক্ষুগণ, উত্থানসম্পদ কিরূপ?

৩. হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র যে কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, সেটা কৃষি হোক বা অন্যতর কোনো শিল্প বা গোপালন হোক বা তীরন্দাজ কর্ম হোক বা রাজার পুরুষ হিসাবে হোক বা অন্যতর কোনো শিল্প দ্বারা হোক, সে হয় দক্ষ, নিরলস; সে হয় প্রতিভাদীপ্ত, যেকোনো ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু, সে তার কর্ম ব্যবস্থা করতে এবং চালিয়ে নিতে সক্ষম। হে ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় উত্থানসম্পদ। এবং হে ভিক্ষুগণ, সংরক্ষণ সম্পদ কিরূপ?

৪. হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র কর্ম ও উৎসাহ দ্বারা যে সম্পদ লাভ করে তা বাহুবল দ্বারা সংগ্রহ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে এবং ন্যায়ত লাভ করে, এগুলিই সে চিন্তা করে পাহারা দেয়, "এখন আমি কীভাবে এসব পরিচালনা করব যাতে রাজা এ সম্পদ আমার থেকে নিয়ে নিতে না পারে কিংবা চোরেরা অপহরণ করতে না পারে, কিংবা অগ্নিতে দাহ করতে না পারে, কিংবা পানি বহন করে নিতে না পারে কিংবা অপ্রিয় দায়াদ

বা উত্তরাধিকারী হরণ করতে না পারে?" একে বলা হয় সংরক্ষণ বা সতর্কতাসম্পদ। এবং হে ভিক্ষুগণ, কল্যাণমিত্রতা কিরূপ?

৫. হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র যে গ্রামে বা নিগমে বাস করে তথায় যে গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র বা যুবক বা বৃদ্ধ, বৃদ্ধশীল, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন, ত্যাগশীল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাদের সাথে অবস্থান করে, কথা বলে, আলাপ-আলোচনা করে, শ্রদ্ধাসম্পন্নদের যে শ্রদ্ধা তা অনুকরণ করে, শীলসম্পন্নদের শীলসম্পদ শিক্ষা করে, ত্যাগশীলদের ত্যাগ সম্পদ শিক্ষা করে, প্রজ্ঞাসম্পন্নদের প্রজ্ঞাসম্পদ অনুকরণ করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় কল্যাণমিত্রতা। এবং হে ভিক্ষুগণ, সমজীবিকা কিরূপ?

৬. হে ভিক্ষুগণ, যখন কুলপুত্র সম্পদের লাভ এবং ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সে সমজীবিকা নির্বাহ করে, অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে। সে চিন্তা করে, "এরূপ আমার আয় খরচ বাদ দিয়ে আমার থাকবে এত এবং আমার খরচ আয় ছাড়িয়ে যাবে না।" যেমন হে ভিক্ষুগণ, তুলাদণ্ড ধারক বা তার সহকারী তুলাদণ্ড ধরে জানে যে, এটা নত হয়েছে বা কাত হয়েছে; তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র সম্পদের লাভ ও ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সমজীবিকা নির্বাহ করে, অতি উচ্চও নহে অতি নিম্নও নহে, কিন্তু উপলব্ধি করে যে, তার ক্ষতি বাদ দিয়ে আয় দাঁড়াবে এতটুকুতে এবং জাঁকজমকভাবে বাস করে তাহলে তার সম্পর্কে রটবে, এই কুলপুত্র ডুমুর বৃক্ষ সদৃশ পেটুকের মতো তার সম্পর্কে রটবে, এই কুলপুত্র অনাথের ন্যায় মরবে। এ কারণে হে ভিক্ষুগণ, এই কুলপুত্র সম্পদের লাভ ও ক্ষতি উভয়ই প্রত্যক্ষ করে সমজীবিকা নির্বাহ করে, অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে, "এরূপ আমার আয়, খরচ বাদ দিয়ে আমার থাকবে এত এবং আমার খরচ আয় ছাড়িয়ে যাবে না।" হে ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় সমজীবিকা। এবং হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাসম্পদ কিরূপ?

৭. হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতের বোধিকে শ্রদ্ধা করে এরূপে, "সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান"। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় শ্রদ্ধাসম্পদ, হে ভিক্ষুগণ, শীলসম্পদ কিরূপ?

৮. হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা কামাচার প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ প্রতিবিরত হয়, সুরা মদ ইত্যাদি সেবন প্রতিবিরত হয়। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় শীলসম্পদ। এবং হে ভিক্ষুগণ, ত্যাগসম্পদ কিরূপ?

৯. হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র মাৎসর্য-মলবিহীন চেতনাসম্পন্ন হয়ে গৃহে বসবাস করে, দানশীল মুক্ত-হস্ত, দানে প্রীতিযুক্ত, যাচকের প্রার্থনায় দান দিতে প্রস্তুত, দান দিতে প্রীতি লাভ করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় ত্যাগসম্পদ। এবং হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাসম্পদ কিরূপ?

১০. হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র প্রজ্ঞাবান হয় উদয় ও বিলয়গামিনী প্রজ্ঞায়, সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্য নির্বেদিক জ্ঞান দ্বারা ভূষিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় প্রজ্ঞাসম্পদ।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ সম্পদ।

যিনি হন কর্মস্থান উত্থান বীর্যবান, অপ্রমত্ত,
বিধানসম্পন্ন, আয় বুঝে পরিমিতভাবে
করেন জীবনযাপন, সঞ্চিত ধন করেন সংরক্ষণ;
শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বদান্য অকৃপণ,
তিনিই করেন পারলৌকিক মঙ্গল কামনা,
নিত্য করে থাকেন পরিশুদ্ধ নির্বাণ গমনপথ
এরূপে আটটি ধর্ম গৃহবাসী শ্রদ্ধাবান
কুলপুত্রের হয় সুখাবহ উভয় লোকের,
এ কথা সত্যভাষী বুদ্ধকর্তৃক বলে হয়েছে কথিত।"

৭. ইচ্ছা সূত্র

৭৭.১. তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ "আবুসো" বলে উত্তর দেন। আবুসো বলে ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অনুসরণ করেন।

২. "হে আবুসো, জগতে এই অষ্টবিধ পুদ্গল বিদ্যমান। আট কী কী?

৩. হে আবুসো, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমবিহীন হয়ে অবস্থানকালে সম্পত্তির প্রতি ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। সে সম্পত্তির জন্য ক্রিয়াশীল, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে। কিন্তু যদিও সে নিজে ক্রিয়াশীল হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে তবুও তার সম্পদ আসে না। সম্পদ লাভ না হওয়ায় সে অনুশোচনা করে, বিলাপ করে, আর্তনাদ করে, বক্ষ চাপড়ায় এবং সম্মোহে পতিত হয় (চিত্তবিক্ষেপ ঘটে)। ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষুই কথিত, "যে সম্পদ ইচ্ছা করে বাস করে," সে নিজে সম্পত্তির জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে, কিন্তু সে ওগুলো লাভ না করে অনুশোচনা করে, বিলাপ করে; সে সদ্ধর্মচ্যুত হয়।

৪. হে আবুসো, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমবিহীন হয়ে অবস্থানকালে সম্পত্তির

প্রতি ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। সে সম্পত্তি লাভের জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে। সে নিজে সক্রিয়, উদ্যমী হওয়ায়, চেষ্টার ফলে তার সম্পদ লাভ হয়। লাভের জন্য সে মত্ত হয়, প্রমত্ত হয়, উৎফুল্ল হয়, উত্তেজিত হয়। ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু কথিত হয়, "যে সম্পদ ইচ্ছা করে বাস করে," সে নিজে সম্পদ লাভের চেষ্টা করে, উদ্যমী হয় এবং লাভ করে, মত্ত হয়, প্রমত্ত হয় এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়।

৫. হে আবুসো, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমবিহীন হয়ে অবস্থানকালে সম্পত্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। সে সম্পত্তির জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না, সে লাভের জন্য ক্রিয়াশীল না হওয়ায়, উদ্যমী না হওয়ায়, চেষ্টাশীল না হওয়ায় তার লাভ হয় না। এগুলো না পেয়ে সে অনুশোচনা করে, বিলাপ করে, আর্তনাদ করে, বক্ষ চাপড়ায় এবং সম্মোহগ্রস্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু কথিত হয়, "যে সম্পদ ইচ্ছা করে বাস করে," সে সম্পদের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না, কিন্তু এগুলো না পেয়ে সে অনুশোচনা করে, পরিদেবন করে এবং সে সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়।

৬. হে আবুসো, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। সে সক্রিয় না হয়ে, উদ্যমী না হয়ে, চেষ্টাশীল না হয়েও তার লাভ উৎপন্ন হয়। সে সেই লাভের দ্বারা মত্ত হয়, প্রমত্ত হয়, উৎফুল্ল হয়, উত্তেজিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু কথিত হয়, "একজন লাভাকাঙ্ক্ষী ভিক্ষু" সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। কিন্তু সে এগুলো লাভ করে মত্ত হয়, প্রমত্ত হয় এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয়।

৭. হে আবুসো, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য ইচ্ছা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয়ে, উদ্যমী হয়ে, চেষ্টাশীল হয়েও তার তা অর্জিত হয় না। সে লাভ না করায় অনুশোচনা করে, বিলাপ করে, আর্তনাদ করে, বক্ষ চাপড়ায় এবং সম্মোহগ্রস্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু কথিত হয়, "যে লাভেচ্ছু হয়ে বাস করে।" সে লাভের জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে এবং সে সেগুলো লাভী হয় না এবং অনুশোচনাকারী হয় না এবং পরিদেবনকারীও হয় না ও সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয় না।

৮. হে আবুসো, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য ইচ্ছা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয়, উদ্যমী হয়, চেষ্টা করে। তার

সক্রিয়তা, উদ্যমশীলতা, চেষ্টাশীলতায় লাভ ঘটে। কিন্তু সেই লাভের দ্বারা সে মত্ত হয় না, প্রমত্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু কথিত হয়, সে সম্পদ লাভের জন্য ইচ্ছ করে, সে সক্রিয় হয়, চেষ্টা করে লাভের জন্য কিন্তু এগুলো লাভ করে সে মত্ত হয় না, প্রমাদী হয় না এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয় না।

৯. হে আবুসো, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য ইচ্ছা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। সে লাভের জন্য সক্রিয় না হওয়ায়, উদ্যমী না হওয়ায়, চেষ্টাশীল না হওয়ায় তার লাভ উৎপন্ন হয় না। সে অলাভ হেতু অনুশোচনা করে না, বিলাপ করে না, পরিদেবন করে না, বক্ষ চাপড়ায় না, সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু লাভের জন্য ইচ্ছা পোষণ করে বসবাসকারী হিসাবে কথিত। সে সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, লাভের জন্য চেষ্টা করে না, সেহেতু সে লাভী হয় না, অনুশোচনা করে না, পরিদেবন করে না এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয় না।

১০. হে আবুসো, ভিক্ষু নির্জনে উদ্যমহীন হয়ে অবস্থানকালে লাভের জন্য ইচ্ছা করে। সে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টা করে না। তার লাভের জন্য সক্রিয় না হওয়া, উদ্যমী না হওয়া, চেষ্টাশীল না হওয়া সত্ত্বেও তার লাভ উৎপন্ন হয়। সে সেই লাভের জন্য মত্ত হয় না, প্রমত্ত হয় না, উন্মত্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু কথিত হয়, যে লাভেচ্ছু হয়ে বাস করেÍসে লাভের জন্য সক্রিয় হয় না, উদ্যমী হয় না, চেষ্টাশীল হয় না, লাভ করে সে মত্ত হয় না, প্রমাদী হয় না এবং সদ্ধর্ম হতে চ্যুত হয় না।

৮. অলং সূত্র

৭৮.১. তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "আবুসো"। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ আবুসো" বলে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

২. হে আবুসো, ছয়গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট, পরের জন্য যথেষ্ট। ছয় কী কী?

আবুসো, ভিক্ষু দ্রুত কুশলধর্ম উপলব্ধি করে, শ্রুত ধর্মের ধারক হয়, ধৃত ধর্মের অর্থ চিন্তা করে, অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়, তার সুখকর কণ্ঠস্বর হয়, উত্তম উচ্চারণসম্পন্ন, শহুরে উক্তির অধিকারী, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ; সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত করে, প্রোৎসাহিত করে, আনন্দ বর্ধন করে।

হে আবুসো, এই ষড়বিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট, পরের জন্য যথেষ্ট।

৩. হে আবুসো, পঞ্চগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট, পরের জন্য যথেষ্ট। পঞ্চ কী কী?

৪. হে আবুসো, ভিক্ষু কুশলধর্ম সমূহ দ্রুত উপলব্ধি করে না কিন্তু শ্রুত ধর্মের ধারক, ধৃত ধর্মের অর্থ চিন্তাকারী, অর্থ জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম পথে বিচরণ করে; উত্তম আচরণসম্পন্ন, কথাবার্তায় ভদ্র, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত, তথ্যবহ; সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত করে, প্রোৎসাহিত করে, আনন্দ বর্ধন করে।

হে আবুসো এই পঞ্চগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট, পরের জন্য যথেষ্ট।

৫. হে আবুসো, চতুর্গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে। কোন চারগুণে?

৬. হে আবুসো, ভিক্ষু কুশলধর্মসমূহ দ্রুত উপলব্ধি করে, শ্রুত ধর্মের স্মরণ করে, ধারণকৃত ধর্মের অর্থ চিন্তক, অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্মজ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম পথে বিচরণ করে; কিন্তু সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয় না, উত্তম আচরণসম্পন্ন নহে, কথাবার্তায় ভদ্র নহে; কর্কশতা অবিবর্জিত ও তথ্যবহ নহে; সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয় না কিংবা উৎসাহিত করে না কিংবা তাদের আনন্দ বর্ধন করে না।

হে আবুসো, এই চতুর্গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে।

৭. হে আবুসো, চতুর্গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পরের জন্য যথেষ্ট কিন্তু নিজের জন্য নহে। কোন চারগুণে?

৮. হে আবুসো, ভিক্ষু কুশলধর্মসমূহ উপলব্ধি করে। শ্রুত ধর্মের ধারক কিন্তু ধৃত ধর্মের অর্থ চিন্তা করে না এবং অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় না, তথাপি সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয়, উত্তম আচরণসম্পন্ন, কথাবার্তায় ভদ্র, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ এবং সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত প্রোৎসাহিত করে, আনন্দ বর্ধন করে।

হে আবুসো, এই চতুর্গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য নহে। পরের জন্য যথেষ্ট।

৯. হে আবুসো, ত্রি-গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের

জন্য নহে। ত্রিগুণ কী কী?

১০. হে আবুসো, ভিক্ষু কুশলধর্ম দ্রুত উপলব্ধি করে না কিন্তু শ্রুত ধর্ম স্মরণ করে, ধৃতধর্মের অর্থ চিন্তা করে; অর্থ জ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম পথে বিচরণ করে কিন্তু সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয় না, উত্তম আচরণসম্পন্ন হয় না, কথাবার্তায় অভদ্র, কর্কশতা অবিবর্জিত ও তথ্যবহ হয় না এবং সে সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দেয় না কিংবা উৎসাহিত-প্রোৎসাহিত কিংবা আনন্দ বর্ধন করে না।

হে আবুসো, এই ত্রিগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে।

১১. হে আবুসো, ত্রিগুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পরের জন্য যথেষ্ট কিন্তু নিজের জন্য নহে। কোন তিন?

১২. হে আবুসো, ভিক্ষু দ্রুত কুশলধর্ম উপলব্ধি করে না কিন্তু শ্রুত ধর্মের ধারক হয়, ধৃতধর্মের অর্থ চিন্তা করে না, অর্থজ্ঞাত হয়ে, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্ম পথে বিচরণ করে না; কিন্তু সুকণ্ঠের অধিকারী হয়, উত্তম আচরণসম্পন্ন, কথাবার্তায় মার্জিত, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ এবং সে সতীর্থগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত-প্রোৎসাহিত করে এবং তাদের আনন্দ বর্ধন করে।

হে আবুসো, এই ত্রি-গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে।

১৩. হে আবুসো, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরের জন্য নহে। কোন দুই?

১৪. হে আবুসো, ভিক্ষু দ্রুত কুশলধর্ম উপলব্ধি করে না; শ্রুত ধর্ম স্মরণ করে না, ধৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করে; অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয় না, উত্তম আচরণসম্পন্ন হয় না, কথাবার্তায় মার্জিত, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ হয় না; সে সতীর্থগণকে শিক্ষা দেয় না, তাদের উৎসাহিত-প্রোৎসাহিত করে না, আনন্দ বর্ধন করে না।

১৫. হে আবুসো, দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট নহে, কিন্তু পরের জন্য যথেষ্ট। কোন দুই?

১৬. হে আবুসো, ভিক্ষু দ্রুত কুশলধর্ম উপলব্ধি করে না; শ্রুত ধর্ম স্মরণ করে না; ধৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করে না; অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় না; কিন্তু সে সুকণ্ঠের অধিকারী হয়, উত্তম আচরণসম্পন্ন,

কথাবার্তায় মার্জিত, স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত এবং তথ্যবহ; সে সতীর্থগণকে শিক্ষা দেয়, উৎসাহিত-প্রোৎসাহিত করে, তাদের আনন্দ বর্ধন করে।

হে আবুসো, এই দ্বিবিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট নহে কিন্তু পরের জন্য যথেষ্ট।"

৯. পরিহানি সূত্র

৭৯.১. হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষার্থী ভিক্ষুর এই আটটি বিষয়[৭] পরিহানির দিকে উপনীত করে। আটটি কী কী?

২. পার্থিব বিষয়ে ঔৎসুক্য, গল্পগুজবে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়দ্বারে অসংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীনতা, সংসর্গপ্রিয়তা[৮], প্রপঞ্চপ্রিয়তা।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ বিষয়ে শেখ ভিক্ষুকে পরিহানির পথে উপনীত করে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ বিষয় শেখ ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে উপনীত করে। আট কী কী?

৪. পার্থিব বিষয়ে অনৌৎসুক্য, গল্পগুজবে অনাসক্তি, নিদ্রা অপ্রিয়তা, সঙ্গহীনতা, ইন্দ্রিয়দ্বারে সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, সংসর্গহীনতা, নিষ্প্রপঞ্চতা।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ বিষয় শেখ ভিক্ষুকে অপরিহানির দিকে উপনীত করে।"

১০. নির্বীর্য বস্তু[৯] সূত্র

৮০.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই আটটি আলস্যের মূল। আটটি কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে কাজ করতে হয়। সে এরূপ চিন্তা করে, "আমাকে কোনো কর্ম সম্পাদন করতে হবে, কিন্তু সে কর্ম করতে আমি শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ব। এখন আমি শুইয়ে পড়ব"। এবং সে শুইয়ে পড়ে, অপ্রাপ্তির[১০] প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয়ের উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে না। ভিক্ষুগণ, এটা আলস্যের প্রথম ভিত্তি।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কিছু কাজ করেছে। সে এরূপ চিন্তা করে, "আমি কাজ করেছি, কাজ সম্পাদন করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন আমি শুইয়ে পড়ি।" সে শুইয়ে পড়ে এবং অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে না। হে

ভিক্ষুগণ, এটা আলস্যের দ্বিতীয় ভিত্তি।

৪. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে কোথাও যাত্রা করতে হয়, সে চিন্তা করে, "আমাকে পথ অতিক্রম করতে হবে, পথ গমন[১১] করতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ব, এখন আমি শুইয়ে পড়ি। সে এরূপ চিন্তা করে, "আমি কাজ করেছি, কাজ সম্পাদন করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন আমি শুইয়ে পড়ি।" সে শুইয়ে পড়ে এবং অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে না। হে ভিক্ষুগণ, এটা আলস্যের তৃতীয় ভিত্তি।

৫. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পথ অতিক্রম করল। সে ভাবে, "আমি পথ অতিক্রম করে এসেছি, পথ অতিক্রম করে আমি শারীরিকভাবে ক্লান্ত, এখন আমি শুইয়ে পড়ি।" সে শুইয়ে পড়ে এবং অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে না। হে ভিক্ষুগণ, এটা আলস্যের চতুর্থ ভিত্তি।

৬. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণে গিয়ে মোটা বা প্রণীত ভোজন লাভ করে যদ্বারা তার প্রয়োজন মিটানো যায়, তা লাভ না করে সে ভাবে, "আমি গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণে বেরিয়েছি কিন্তু প্রয়োজন মিটানো যায় এমন যথেষ্ট মোটা বা প্রণীত আহার লাভ করিনি। আমি শারীরিকভাবে ক্লান্ত এবং অকর্মণ্য, এখন আমি শুইয়ে পড়ি।" সে শুইয়ে পড়ে এবং অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে না। হে ভিক্ষুগণ, এটা আলস্যের পঞ্চম ভিত্তি।

৭. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণে গিয়ে মোটা কিংবা প্রণীত ভোজন লাভ করে যদ্বারা তার প্রয়োজন মেটানো যায়। সে ভাবে, "আমি গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণে গিয়ে মোটা বা প্রণীত আহার লাভ করিনি। আমার শরীর ভারী এবং অকর্মণ্য-সিক্ত মটরশুটির বস্তা সদৃশ। এখন আমি শুইয়ে পড়ি।" সে শুইয়ে পড়ে এবং অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে না। হে ভিক্ষুগণ, এটা আলস্যের ষষ্ঠ ভিত্তি।

৮. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সামান্য পীড়া উৎপন্ন হয়। সে এরূপ চিন্তা করে, "আমার এই সামান্য পীড়া, শুইয়ে থাকার আমার সঙ্গত কারণ আছে। বেশ, আমি এখন শুইয়ে পড়ি।" সে শুইয়ে পড়ে এবং অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে

না। হে ভিক্ষুগণ, এটা আলস্যের সপ্তম ভিত্তি।

৯. পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পীড়ামুক্ত হয়েছে, সম্প্রতি পীড়া হতে মুক্ত হয়েছে। সে ভাবে, "আমি সে পীড়া হতে মুক্ত, আমি সম্প্রতি অসুস্থতা কেটে উঠেছি। আমার শরীর দুর্বল এবং অকর্মণ্য। বেশ, আমি শুইয়ে পড়ব।" সে শুইয়ে পড়ে এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য বীর্যারম্ভ করে না। হে ভিক্ষুগণ, এটা আলস্যের অষ্টম ভিত্তি।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলি আলস্যের অষ্টম ভিত্তি।

১০. হে ভিক্ষুগণ, এই আটটি বীর্যের ভিত্তি। আট কী কী?

১১. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে কোনো কাজ করতে হয় এবং সে ভাবে, "আমাকে কাজ করতে হবে কিন্তু আমি যদি তা করি তাহলে বুদ্ধের শাসনে মন নিবদ্ধ করা তত সহজ হবে না। বেশ, আমি অনতিবিলম্বে অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করব।" সে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা বীর্যের প্রথম ভিত্তি।

১২. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর কাজ কৃত হয়েছে। সে ভাবে, "আমা দ্বারা কাজ কৃত, বুদ্ধের শাসনে মন নিবদ্ধ করতে আমি সক্ষম হইনি। তাই আমি অনতিবিলম্বে অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করব।" সে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা বীর্যের দ্বিতীয় ভিত্তি।

১৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে পথ অতিক্রম করতে হবে। সে এরূপ ভাবেঃ "আমাকে পথ পাড় হতে হবে, কিন্তু আমি যদি পথ পাড় হই তাহলে বুদ্ধের শাসনে মন নিবদ্ধ করা সহজ হবে না। তাই অনতিবিলম্বে আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করব।" সে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা বীর্যের তৃতীয় ভিত্তি।

১৪. পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পথ অতিক্রম করেছে। সে এরূপ চিন্তা করে, "আমি পথ পাড় হয়ে এসেছি। পথ অতিক্রম করার সময় আমি বুদ্ধের শাসনে মন নিবদ্ধ করতে সক্ষম হইনি। এখন আমি অনতিবিলম্বে অপ্রাপ্ত

বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করব।" সে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা বীর্যের চতুর্থ ভিত্তি।

১৫. পনুরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণে গিয়ে মোটা বা প্রণীত ভোজন যদ্বারা তার চাহিদা পূরণ করা যায় তা লাভ না করে সে এরূপ চিন্তা করে, "আমি গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণে গিয়েছি কিন্তু চাহিদা অনুসারে তেমন যথেষ্ট মোটা বা প্রণীত আহার লাভ করিনি। সে-কারণে আমার শরীর হাল্কা হয়ে আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি। এখন আমি অনতিবিলম্বে অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করব।" সে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা বীর্যের পঞ্চম ভিত্তি।

১৬. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণে গিয়ে চাহিদা অনুযায়ী মোটা বা উত্তম ভোজন লাভ করে। সে চিন্তা করে, "আমি গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণে গিয়ে শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করার মতো মোটা বা প্রণীত আহার লাভ করেছি। এতে আমার স্বাস্থ্য বলবান ও কর্মণ্য হয়েছে। আমি অনতিবিলম্বে "অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করব।" সে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা বীর্যের ষষ্ঠ ভিত্তি।

১৭. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সামান্য পীড়া উৎপন্ন হয়। সে ভাবে, আমার উৎপন্ন সামান্য পীড়া বর্ধিত হতে পারে। আমি অনতিবিলম্বে "অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করব।" সে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয়ের অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা বীর্যের সপ্তম ভিত্তি।

১৮. পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পীড়া হতে সম্প্রতি অসুস্থতা থেকে মুক্ত হয়েছে। সে ভাবেঃ আমি পীড়ামুক্ত, আমি সম্প্রতি রোগ হতে সুস্থ হয়েছি; এখন সম্ভব যে, সেই পীড়া আমার পুনঃ হতে পারে। আমি অনতিবিলম্বে "অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করব।" সে অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনায়ত্ত

বিষয় আয়ত্তের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের জন্য বীর্যারম্ভ করে। হে ভিক্ষুগণ, এটা বীর্যের অষ্টম ভিত্তি।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই অষ্ট বীর্যের ভিত্তি।”

[যমক-বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দ্বিবিধ শ্রদ্ধা, দ্বিবিধ মরণস্মৃতি, দ্বিবিধ সম্পদ অতঃপর
ইচ্ছা, অলং (যথেষ্ট), পরিহানি, আলস্য, বীর্যের ভিত্তি।

৯. স্মৃতি বর্গ

১. স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সূত্র

৮১.১. হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান না থাকলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানহীন ব্যক্তির হিরি-ঔত্তপ্প একেবারেই বিনষ্ট, পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় না থাকলে পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়হীন ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সংযম একেবারেই বিনষ্ট। ইন্দ্রিয় সংযম না থাকলে ইন্দ্রিয় সংযমহীন ব্যক্তির শীল একেবারেই বিনষ্ট। শীল না থাকলে শীলবিপন্নের সম্যক সমাধি একেবারেই বিনষ্ট। সম্যক সমাধি না থাকলে সম্যক সমাধিহীনের যথার্থ জ্ঞান ও দর্শন একেবারেই বিনষ্ট। যথার্থ জ্ঞান ও দর্শন বিপন্নের বিতৃষ্ণা ও বিরাগ একেবারেই বিপন্ন। বিতৃষ্ণা ও বিরাগ না থাকলে বিতৃষ্ণা ও বিরাগ বিপন্নের বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন একেবারেই বিনষ্ট। যেমন হে ভিক্ষুগণ, শাখা পল্লববিহীন বৃক্ষের অঙ্কুর কিংবা ছাল কিংবা কোমল কাষ্ঠ কিংবা শাঁস পরিপক্ব হয় না, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান না থাকলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানহীন ব্যক্তির হিরি-ঔত্তপ্প একেবারেই বিনষ্ট। পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় না থাকলে পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়হীন ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সংযম একেবারেই বিনষ্ট। ইন্দ্রিয় সংযম না থাকলে ইন্দ্রিয় সংযমহীন ব্যক্তির শীল একেবারেই বিনষ্ট। শীল না থাকলে শীলবিপন্নের সম্যক সমাধি একেবারেই বিপন্ন। সম্যক সমাধি না থাকলে সম্যক সমাধিহীনের যথার্থ জ্ঞান ও দর্শন একেবারেই বিনষ্ট। যথার্থ জ্ঞান ও দর্শন বিপন্নের বিতৃষ্ণা ও বিরাগ একেবারেই বিপন্ন। বিতৃষ্ণা ও বিরাগ না থাকলে বিতৃষ্ণা ও বিরাগবিপন্নের বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন একেবারেই বিপন্ন।

২. হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান বিদ্যমান থাকলে পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের সক্রিয় কারণ। পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় বর্তমান থাকলে পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সংযমের সক্রিয়

কারণ। ইন্দ্রিয় সংযম বিদ্যমান থাকলে শীলই ইন্দ্রিয় সংযত ব্যক্তির সক্রিয় কারণ। শীল বিদ্যমান থাকলে সম্যক সমাধিই শীলের সক্রিয় কারণ। সম্যক সমাধি বিদ্যমান থাকলে যথাযথ জ্ঞান দর্শনই সম্যক সমাধির সক্রিয় কারণ। যথাযথ জ্ঞান ও দর্শন বিদ্যমান থাকলে বিতৃষ্ণা ও বিরাগই যথাযথ জ্ঞান ও দর্শনের সক্রিয় কারণ। বিতৃষ্ণা ও বিরাগ বিদ্যমান থাকলে বিমুক্তি জ্ঞান দর্শনই বিতৃষ্ণা ও বিরাগের সক্রিয় কারণ। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, শাখা ও পল্লবসম্পন্ন বৃক্ষের অঙ্কুর বা ছাল বা কোমলকাষ্ঠ বা শাঁস পরিপক্ব হয়, তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান বিদ্যমান থাকলে পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়ই স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানের মূল কারণ; পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান থাকলে ইন্দ্রিয় সংযমই পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়ের মূল কারণ; ইন্দ্রিয় সংযম বিদ্যমান থাকলে শীলই ইন্দ্রিয় সংযমের মূল কারণ; শীল বিদ্যমান থাকলে সম্যক সমাধিই শীলের মূল কারণ; সম্যক সমাধি বিদ্যমান থাকলে যথাযথ জ্ঞান ও দর্শনই সম্যক সমাধির মূল কারণ; যথাযথ জ্ঞান ও দর্শন বিদ্যমান থাকলে বিতৃষ্ণা বিরাগই যথাযথ জ্ঞান ও দর্শনের মূল কারণ; বিতৃষ্ণা ও বিরাগ বিদ্যমান থাকলে বিমুক্তি জ্ঞান-দর্শনই বিতৃষ্ণা ও বিরাগের মূল কারণ।”

২. পুণ্নিয় সূত্র

৮২.১. তখন আয়ুষ্মান পুণ্নিয়[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করেন, এক প্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পুণ্নিয় ভগবানকে এরূপ বলেন, “কী কারণে কী হেতু তথাগত কোনো সময় ধর্ম দেশনা করেন আবার কোনো সময় দেশনা করেন না?”

২. “হে পুণ্নিয়, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু তথাগতকে দর্শন করে না; কিন্তু পুণ্নিয়, ভিক্ষু যখন শ্রদ্ধাবান এবং তথাগতকে দর্শন করে সেক্ষেত্রে তথাগত ধর্মদেশনা করেন। অথবা পুণ্নিয়, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান এবং তথাগতকে দর্শন করে, কিন্তু শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে না; অথবা, পুণ্নিয়, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, তথাগতকে দর্শন করে এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে কিন্তু তথাগতকে প্রশ্ন করে না; অথবা, পুণ্নিয়, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, তথাগতকে দর্শন করে, শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে, তথাগতকে প্রশ্ন করে কিন্তু মনোযোগের সাথে ধর্ম শ্রবণ করে না; পুণ্নিয় ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, তথাগতকে দর্শন করে, শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে, তথাগতকে প্রশ্ন করে,

মনোযোগের সাথে ধর্ম শ্রবণ করে কিন্তু তা মনে ধারণ করে না; অথবা, পুণ্ণিয়, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, তথাগতকে দর্শন করে, শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে, তথাগতকে প্রশ্ন করে, মনোযোগের সাথে ধর্ম শ্রবণ করে, ধর্ম শ্রবণ করে কিন্তু ধর্ম শ্রবণ করে তা ধারণ করে কিন্তু ধারণকৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে না; অথবা, পুণ্ণিয়, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, তথাগতকে দর্শন করে, শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে তথাগতকে প্রশ্ন করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে, ধর্ম শ্রবণ করে তা ধারণ করে এবং ধারণকৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে কিন্তু অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয় না, সেক্ষেত্রে তথাগত ধর্ম দেশনা করেন না। কিন্তু যখন পুণ্ণিয়, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতকে দর্শন করে, শ্রবণের জন্য উপবেশন করে, তথাগতকে প্রশ্ন করে, মনোযোগের সাথে ধর্ম শ্রবণ করে, শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, শ্রুত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে তথাগত ধর্ম দেশনা করেন।

হে পুণ্ণিয়, এই আটটি ধর্মে যখন ভিক্ষু গুণান্বিত হয় তখনই পুণ্ণিয়, তথাগত ধর্ম দেশনা করেন।"

৩. মূলক সূত্র

৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা যদি তোমাদের এরূপ প্রশ্ন করেঃ "আয়ুষ্মানগণ, সমস্ত বিষয়ের[২] মূল কী? তাদের উৎপত্তি কোথায়? সমস্ত বিষয়ের সমুদয় কী? সমস্ত বিষয়ের সংযোগ কী? সমস্ত বিষয়ের প্রধান কী? সমস্ত বিষয়ের অধিপতি কী? সমস্ত বিষয়ের অধিক অবস্থা কী? এবং সমস্ত বিষয়ের মধ্যে (সার) মূল্যবান কী?" হে ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের দ্বারা এভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমরা কীভাবে উত্তর দেবে?"

২. "ভন্তে, আমাদের ধারণার ভিত্তি তথাগত, এগুলি ভগবৎ পরিচালিত এবং রক্ষিত। ভন্তে, ভগবান যদি এরূপ ভাষিত বিষয়ের অর্থ পরিষ্কার করে দিতেন তাহলে আমাদের ভালো হত, ভগবানের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করতেন[৩]।" "তাহলে হে ভিক্ষুগণ, মন সংযোগ কর, অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করব।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

৩. যদি হে ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ জিজ্ঞাসা করে "আয়ুষ্মানগণ, সমস্ত বিষয়ের মূল কী? তাদের উৎপত্তি কোথায়? সমস্ত

বিষয়ের সমুদয় কী? সমস্ত বিষয়ের সংযোগ কী? সমস্ত বিষয়ের প্রধান কী? সমস্ত বিষয়ের অধিপতি কী? সমস্ত বিষয়ের অধিক অবস্থা কী? এবং সমস্ত বিষয়ের মধ্যে (সার) মূল্যবান কী?" এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমরা তদুত্তরে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের বলবে, "আয়ুষ্মানগণ, সমস্ত বিষয় ছন্দমূলক[৪], তাদের মূল চিত্তে স্পর্শের কারণে এসব উৎপন্ন হয়, তাদের একত্রে সম্মিলনই বেদনা, সমাধি তাদের মুখ্য, স্মৃতিশীলতা তাদের প্রধান বিষয়, সমস্ত ধর্ম প্রজ্ঞা উত্তর, বিমুক্তিসারই[৫] সমস্ত বিষয়ের মধ্যে মূল্যবান।"

৪. চোর সূত্র

৮৪.১. হে ভিক্ষুগণ, অষ্ট অঙ্গ সমন্বিত মহাচোর[৬] শীঘ্রই অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয়, চিরস্থায়ী হয় না। কোন অষ্ট বিষয়ে?

২. যে ব্যক্তি তাকে প্রহার করে না সে তাকে প্রহার করে; কোনো কিছু না রেখেই সে লুঠ করে; সে স্ত্রীলোককে হত্যা করে; সে কুমারীকে দূষিত করে; সে প্রব্রজিতকে লুণ্ঠন করে; সে রাজকোষ লুঠ করে; সে অতি নিকটে কাজ করে;[৭] সে সঞ্চয়ে অদক্ষ।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট বিষয়ে সমন্বিত মহাচোর শীঘ্রই অধঃপতিত হয়, চিরস্থায়ী হয় না।

৩. কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত মহাচোর অধঃপতিত হয় না, চিরস্থায়ী হয়। অষ্ট কী কী?

৪. যে ব্যক্তি তাকে প্রহার করে না সে তাকে প্রহার করে না; কোনো কিছু না রেখে লুঠ করে না; স্ত্রীলোককে হত্যা করে না; সে কুমারীকে দূষিত করে না; সে প্রব্রজিতকে লুঠ করে না; সে রাজকোষ লুঠ করে না; সে অতি নিকটে কাজ করে না; সে রাজকোষ লুঠ করে না; সে সঞ্চয় কুশলী হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত মহাচোর অধঃপতিত হয় না, চিরস্থায়ী হয়।"

৫. শ্রমণ সূত্র

৮৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, "শ্রমণ" তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি।

হে ভিক্ষুগণ, "ব্রাহ্মণ" তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি।

হে ভিক্ষুগণ, "বেদগূ[৮]" তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি।

হে ভিক্ষুগণ, "ভিসক" তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি।

হে ভিক্ষুগণ, "নির্মল" তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি।
হে ভিক্ষুগণ, "বিমল" তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি।
হে ভিক্ষুগণ, "জ্ঞানী" তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি।
হে ভিক্ষুগণ, "বিমুক্ত" তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের একটা উপাধি।

বুদ্ধ শ্রমণ দ্বারা প্রাপ্তব্য যে মার্গ ব্রহ্মচর্য,
তথাগত ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রাপ্তব্য[৯] যে বেদগুণ,
ভিষকবর বুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্তব্য যে অনুত্তরগুণ,
নির্মল বুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্তব্য শুচিগুণ,
বিমল বুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্তব্য যে পবিত্রগুণ,
জ্ঞানী বুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্তব্য যে জ্ঞান,
বিমুক্ত বুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্তব্য যে অনুত্তর গুণ,
সব আমি করেছি লাভ।
সেহেতু আমি বিজিত সংগ্রামী ক্লেশ শত্রুকে করেছি পরাজয়।
আমি নিজে হয়ে মুক্ত মহাজন সংঘকে মুক্তি লাভে
দিতেছি শিক্ষা দিতেছি ভব বন্ধন মুক্তি, করছি মুক্ত।
আমি পরম দান্তনাগ[১০] বিনাগুরু উপদেশে
নিজকে নিজ করেছি দান্ত-শান্ত
সেহেতু আমি অসেখ, অর্হৎ এবং নির্বাণ
করে ক্লেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছি পরিনির্বাণ।"

৬. যশ সূত্র

৮৬.১. একসময় ভগবান কোশলে মহা ভিক্ষুসংঘের সাথে বিচরণ করতে করতে ইচ্ছানঙ্গল নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে এসে উপনীত হন। ভগবান তথায় ইচ্ছানঙ্গল[১১] বনে অবস্থান করেন।

২. ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনতে পেল, "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম ইচ্ছানঙ্গলে উপস্থিত হয়েছেন এবং ইচ্ছানঙ্গল বনে অবস্থান করছেন। এবং সেই ভবৎ গৌতমের সুকীর্তি এভাবে বিঘোষিত, "সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বিদ্যাচরণসম্পন্ন সুগত লোকবিদ অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি দেবমনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান।" এরূপ অর্হতের দর্শন সত্যই মঙ্গলজনক। তাই সে রাত্রির অবসানে ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ প্রভূত খাদ্যভোজ্য সঙ্গে নিয়ে ইচ্ছানঙ্গল বনে উপস্থিত হন এবং উচ্চ শব্দ মহাশব্দ সৃষ্টি করে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করেন।

৩. সে সময়ে শ্রদ্ধেয় নাগিত স্থবির ভগবানের উপস্থাপক ছিলেন[১২]। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান নাগিতকে[১৩] আহ্বান করেন এবং বলেন, "নাগিত, এরা কারা উচ্চশব্দ মহাশব্দ সৃষ্টি করছে? এ যেন জালের এক খেপে ধৃত মৎস্য[১৪] মনে হয়।" "ভন্তে, এঁরা ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ গৃহপতি বহির্দ্বারে অপেক্ষমান। তাঁরা ভগবান এবং ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে প্রভূত খাদ্যভোজ্য এনেছেন।" "নাগিত, আমার শ্রদ্ধার কিছুই নেই কিংবা শ্রদ্ধারও আমার সাথে করার কিছুই নেই। নাগিত, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, সহজে এবং বিনাকষ্টে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করতে পারে না যা আমি স্বেচ্ছায়, সহজে বিনাকষ্টে লাভ করি, সে সেই আবর্জনা স্তূপ[১৫] সুখ, সেই গোচর সদৃশ সুখ, সেই লাভ-সৎকার, যশ সুখ উপভোগ করুক।" "ভন্তে, ভগবান তাদের দান গ্রহণ করুন, সুগত, গ্রহণ করুন; ভন্তে ভগবান এখনি গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়, যেহেতু ভন্তে ভগবান এখন যেখানেই গমন করবেন, নগর এবং দেশের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ তাঁর প্রতি অনুরাগী হবেন। যেমন ভন্তে, যখন বর্ষণ দেব বৃষ্টির বড় ফোঁটা বর্ষণ করে তখন জল ঢালু ভূমি[১৬] বেয়ে প্রবাহিত হয়, ঠিক তদ্রূপ, ভন্তে ভগবান এখন যেখানেই গমন করবেন নগর এবং দেশের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ তাঁকে দান দিতে অনুরাগী হবেন। তার কারণ কী? ভন্তে, তথাগতের শীল, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানই এর কারণ।" "নাগিত, আমার শ্রদ্ধা করার কিছুই নেই কিংবা শ্রদ্ধারও আমার সাথে করার কিছুই নেই; নাগিত, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করতে পারে না যা আমি স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করি, সে সেই আবর্জনা স্তূপ সুখ। সেই গোবর সদৃশ সুখ, সেই লাভ-সৎকার-যশ সুখ উপভোগ করুক। নাগিত, কোনো কোনো দেবতাও স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করতে পারে না যা আমি স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করি। নাগিত, যখন তোমরা একত্রে সমবেত হও এবং পরস্পর সাক্ষাত করে পরিষদের মধ্যে বাস কর তখন আমি এরূপ চিন্তা করি, "এসব আয়ুষ্মানগণ স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে এই নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করতে পারে না যা আমি স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করে থাকি; তাই এই আয়ুষ্মানগণ পরস্পর মিলিত হয় এবং পরিষদের মধ্যে বসবাস করে।"

৪. তা ছাড়া নাগিত, আমি ভিক্ষুগণকে ঠাট্টা এবং পরস্পর অঙ্গুলি দ্বারা

কৌতুক ও আনন্দ করতে দেখি। তখন আমি চিন্তা করি—"এই আয়ুষ্মানগণ অবশ্যই স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে এই নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেকসুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করতে পারে না যা আমি স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেকসুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করি। যেহেতু এই আয়ুষ্মানগণ পরস্পর ঠাট্টা ও অঙ্গুলি দ্বারা কৌতুক ও আনন্দ করে।"

৫. অধিকন্তু, হে নাগিত, আমি দেখি ভিক্ষুগণ উদরপূর্ণ ভোজন করে, শয্যাসুখ, স্পর্শসুখ, তন্দ্রাসুখ ভোগ করে। হে নাগিত, তখন আমি চিন্তা করি—"এই আয়ুষ্মানগণ এই নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেকসুখ, উপশমসুখ, সম্বোধিসুখ, স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করতে পারে না যা আমি স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করি, তাই তারা উদরপূর্ণ ভোজন করে শয্যাসুখ, স্পর্শসুখ, তন্দ্রাসুখ ভোগ করে।"

৬. তা ছাড়া, হে নাগিত, আমি ভিক্ষুকে গ্রামের অন্তে সমাহিত, উপবিষ্ট অবস্থায় যাপন করতে দেখি। তখন হে নাগিত, আমি এরূপ চিন্তা করি, "কোন উদ্যমী পরিচারক বা শিক্ষানবিশ অনতিবিলম্বে এই আয়ুষ্মানকে উত্তেজিত করে এবং তাকে সেই সমাধি হতে তাড়িয়ে দেবে।" তাই হে নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর গ্রামান্তরে অবস্থানে সন্তুষ্ট নই।

৭. অতঃপর নাগিত, আমি আরণ্যক ভিক্ষুকে মাথা নোয়ানো[১৭] অবস্থায় অরণ্যে উপবিষ্ট দেখি। এরূপ দেখে আমি চিন্তা করি, "ইদানিং যখন এই আয়ুষ্মান এই নিদ্রালুতা, এই তন্দ্রাচ্ছন্নতা হয়েছে, সে নিশ্চয়ই অরণ্য সংজ্ঞায়[১৮] একাধিক (নির্জনতা) নিয়ে অনুধ্যান করবে।" সে-কারণে, হে নাগিত, আমি সে ভিক্ষুর অরণ্য বিহারে প্রসন্ন।

৮. তা ছাড়া হে নাগিত, আমি অরণ্যবিহারী ভিক্ষুকে অরণ্যে অসমাহিতভাবে উপবিষ্ট দেখি। হে নাগিত, তখন আমার মনে হয়, "ইদানিং এই আয়ুষ্মান অসমাহিত চিত্তকে সমাহিত করবে অথবা চিত্তকে সংরক্ষণ করবে।" সে-কারণে হে নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্যবিহারে প্রসন্ন।

৯. এ ছাড়া হে নাগিত, অরণ্যবিহারী ভিক্ষুকে আমি অরণ্যে সমাহিতভাবে উপবিষ্ট দেখি। এতে আমার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয়—"ইদানিং এই আয়ুষ্মান অবিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত করবে বা বিমুক্ত চিত্তকে অনুরক্ষণ করবে।" তাই, হে নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্যবিহারে প্রসন্ন। হে নাগিত, যে সময়ে আমি মার্গে গিয়ে পৌঁছি তখন আমি সম্মুখে বা পশ্চাতে কাকেও দেখি না। এমনকি সে সময়ে আমার নির্বিঘ্নে প্রাকৃতিক ডাকের অবকাশ ঘটে।"

৭. পাত্র নিকুর্জন সূত্র

৮৭.১. হে ভিক্ষুগণ, সংঘ ইচ্ছা করলে আটটি অঙ্গ সমন্বিত উপাসকের পাত্র প্রত্যাখ্যান[১৯] করতে পারেন। আট কী কী?

২. ভিক্ষুদের অলাভের জন্য চেষ্টা করা, ভিক্ষুদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা, ভিক্ষুদের আবাস হতে উচ্ছেদের চেষ্টা, ভিক্ষুদের আক্রোশ ও মন্দ ভাষণ করে, ভিক্ষু ভিক্ষুর মধ্যে বিভেদ ঘটায়, বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, ধর্মের অগুণ ভাষণ করে, সংঘের অগুণ বর্ণনা করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্ট অঙ্গসম্পন্ন উপাসকের পাত্র সংঘ ইচ্ছা করলে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অষ্টবিধ কারণে সংঘ ইচ্ছা করলে উপাসকের পাত্র প্রত্যর্পণ করতে পারেন। অষ্টবিধ কী কী?

৪. ভিক্ষুদের অলাভের জন্য চেষ্টা না করলে, ভিক্ষুদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা না করলে, ভিক্ষুদের আবাস হতে উচ্ছেদের চেষ্টা না করলে, ভিক্ষুদের আক্রোশ ও মন্দ ভাষণ না করলে, ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুর বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা না করলে, বুদ্ধের গুণ বর্ণনা, ধর্মের গুণ বর্ণনা, সংঘের গুণ ভাষণ করলে।

হে ভিক্ষুগণ, এই আট কারণে সংঘ ইচ্ছা করলে উপাসকের পাত্র প্রত্যর্পণ করতে পারেন।"

৮. অপ্রসাদ প্রবেদনীয় সূত্র

৮৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অষ্টবিধ কারণে উপাসক ভিক্ষুর প্রতি অসন্তোষ[২০] জ্ঞাপন করতে পারে। আট কী কী?

২. গৃহীর অলাভের চেষ্টা, গৃহীর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা, গৃহীর প্রতি আক্রোশ ও মন্দ ভাষণের চেষ্টা, গৃহীর সাথে গৃহীর বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা, বুদ্ধের অগুণ, ধর্মের অগুণ, সংঘের অগুণ ভাষণ, কোনো মন্দ বিষয়ে সংযুক্ত রয়েছে বলে দর্শন।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ বিষয় সংযুক্ত ভিক্ষুর প্রতি উপাসকেরা অসন্তোষ জ্ঞাপন করতে পারে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ কারণে উপাসকেরা ভিক্ষুর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করতে পারে। আটটি কী কী?

৪. গৃহীদের অলাভের জন্য চেষ্টা না করা, গৃহীদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা না করা, গৃহীদের আক্রোশ ও মন্দ ভাষণ না করা, গৃহীর সাথে গৃহীর বিভেদ সৃষ্টি না করা, বুদ্ধের গুণ, ধর্মের গুণ, সংঘের গুণ বর্ণনা করা, মন্দ বিষয়

দেখে না।

হে ভিক্ষুগণ, এই অষ্টবিধ কারণে উপাসকেরা ভিক্ষুর প্রতি প্রসাদ জ্ঞাপন করতে পারে।"

৯. প্রতিসারণীয় সূত্র

৮৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, আটটি কারণে সংঘ ইচ্ছা করলে দোষজনক কাজের জন্য ভিক্ষুকে প্রতিসারণীয় কর্ম[২১] আরোপ করতে পারেন। আট কী কী?

২. গৃহীর অলাভের চেষ্টা, গৃহীর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা, গৃহীর প্রতি আক্রোশ ও মন্দ ভাষণের চেষ্টা, গৃহীর সাথে গৃহীর বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা, বুদ্ধের অগুণ, ধর্মের অগুণ, সংঘের অগুণ ভাষণ, ধর্মত (আনুষ্ঠানিকভাবে) গৃহীদের প্রতি প্রতিজ্ঞা (করণীয়) পূরণ করে না।

হে ভিক্ষুগণ, এই আট কারণে সংঘ ইচ্ছা করলে দোষজনক কাজের জন্য ভিক্ষুকে প্রতিসারণীয় আরোপ করতে পারেন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, আট কারণে সংঘ ইচ্ছা করলে ভিক্ষুর আরোপিত প্রতিসারণীয় কর্ম প্রত্যাহার করতে পারেন না। আট কী কী?

৪. গৃহীদের অলাভের জন্য চেষ্টা না করা, গৃহীদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা না করা, গৃহীদের আক্রোশ ও মন্দ ভাষণ না করা, গৃহীর সাথে গৃহীর বিভেদ সৃষ্টি না করা, বুদ্ধের গুণ, ধর্মের গুণ, সংঘের গুণ বর্ণনা করে, ধর্মত গৃহীদের প্রতি করণীয় পূরণ করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই আট কারণে সংঘ ইচ্ছা করলে ভিক্ষুর আরোপিত প্রতিসারণীয় কর্ম প্রত্যাহার করতে পারে।"

১০. সম্যক আবর্তন[২২] সূত্র

৯০.১. "হে ভিক্ষুগণ, কতিপয় বিশেষ দোষে অভিযুক্ত ভিক্ষুর সাথে সঠিক আচরণ করা উচিত যার বিরুদ্ধে শাস্তির আটটি ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছে। আট কী কী?

তাকে উপসম্পদা দান করা যাবে না; তাকে কোনো আশ্রয় দেয়া যাবে না; কোনো শ্রামণ তাকে পরিচর্যা করতে পারবে না; তৎকর্তৃক উপস্থাপিত কোনো উপদেশ শ্রবণ করা যাবে না; এমন কি অনুমতি পেলেও সে ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দান করতে পারবে না; সে সংঘের কোনো প্রকার অনুমোদন উপভোগ করতে পারবে না; তাকে কোনো বিশেষ সম্মানজনক

স্থানে রাখা যাবে না; তাকে কোনো কারণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

হে ভিক্ষুগণ, কতিপয় বিশেষ দোষে অভিযুক্ত ভিক্ষুর সাথে সঠিক আচরণ মেনে চলা উচিত যার বিরুদ্ধে শাস্তির এই আটটি ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছে।"

কতিপয় উপাসিকা

৯১-১১৬. বোজ্ঝা, সিরিমা, পদুমা, সুধনা, মনুজা, উত্তরা, মুক্তা, খেমা, সোমা, রূপী, চুন্দী, বিম্বী, সুমনা, মল্লিকা, তিস্‌সা, তিস্যার মাতা, সোণা, সোণা"র মাতা, কাণা, কাণা"র মাতা, নন্দ মাতা উত্তরা, মিগার মাতা বিশাখা, উপাসিকা খুজ্জত্তরা, উপাসিকা সামাবতী, কোলিয় কন্যা সুপ্রবাসা, উপাসিকা সুপ্রিয়া, গৃহপত্নী নুকলমাতা।[২৩]

১১. রাগ ইত্যাদি সূত্র

(ক) রাগের পূর্ণ উপলব্ধি

১১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের সম্পূর্ণ উপলব্ধির জন্য আটটি বিষয় ভাবা উচিত। আট কী কী?

২. সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যকস্মৃতি, সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, রাগের সম্পূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই আটটি বিষয় ভাবা উচিত।"

(খ) রাগের পূর্ণ উপলব্ধি

১১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ; রাগের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য আটটি ধর্ম ভাবা উচিত। আট কী কী?

২. যখন অভ্যন্তরীণভাবে লোকে রূপসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, সীমিত হোক বা সুবর্ণ যাই হোক না কেন। "এগুলি আয়ত্ত করে আমি এগুলি জানি, এগুলি দর্শন করি।" এভাবে সে সচেতন হয়।

৩. যখন অভ্যন্তরীণভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে সচেতন তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, অপ্রমাণ বা সুবর্ণ-দুর্বর্ণ যাই হোক না কেন "এসব আয়ত্ত করে আমি এগুলি সম্পর্কে জানি ও এগুলি দর্শন করি।" এভাবে সে সচেতন হয়।

৪. যখন অভ্যন্তরীণভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে অসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, সীমিত বা সুবর্ণ-দুর্বর্ণ যাই হোক না কেন "এগুলি

আয়ত্ত করে আমি এগুলি জানি ও দর্শন করি।” এভাবে সে সচেতন হয়।

৫. যখন অভ্যন্তরীণভাবে লোকে দেহ সম্পর্কে অরূপসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, অপ্রমাণ বা সুবর্ণ-দুবর্ণ যাই হোক না কেন “এগুলি আয়ত্ত করে আমি এগুলি জানি, এগুলি দর্শন করি।” এভাবে সে সচেতন হয়।

৬. যখন অভ্যন্তরীণভাবে লোকে অসংজ্ঞী হয় তখন সে বাহ্যিক রূপ দর্শন করে, নীল, নীলবর্ণ... পীত, পীতবর্ণ... লোহিতক, লোহিতকবর্ণ... শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র নিদর্শন, শুভ্রাভ। “এসব আয়ত্ত করে আমি এসব জানি, দেখি”। এভাবে সে সংজ্ঞাবান হয়।

হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই আটটি বিষয় ভাবা উচিত।”

১১৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, রাগের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য আটটি বিষয় ভাবা উচিত। আট কী কী?

২. রূপী রূপসমূহ দর্শন করে। অভ্যন্তরীণভাবে অসংজ্ঞী হয়ে সে বাহ্যিকভাবে রূপসমূহ দর্শন করে। সে চিন্তা করে—“এটা শুভ।” সে সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে ক্রোধসংজ্ঞাসমূহ অস্তমিত করে নানাত্ব সংজ্ঞার প্রতি অমনোযোগী হয়ে “অনন্ত আকাশ” চিন্তা করে আকাশ অনন্ত আয়তনে প্রবেশ করে এবং তাতে অবস্থান করে। সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে “অনন্ত বিজ্ঞান” এরূপ চিন্তা করে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে। সে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে “কিছুই না” এরূপ চিন্তা করে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে। সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ লাভ করে তাতে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, রাগের সম্পূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবা উচিত।”

১২০-১৪৬. ৩. হে ভিক্ষুগণ, রাগের যথার্থ উপলব্ধির জন্য... পরিক্ষয়ের জন্য... পরিত্যাগের জন্য... ক্ষয়ের জন্য... ব্যয়ের জন্য... বিরাগের জন্য... নিরোধের জন্য... পরিহারের জন্য... প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য এই আটটি ধর্ম (উপরোক্ত রাগ (ক), (খ) ও ২-৬ নং বর্ণিত আটটি বিষয়) ভাবা উচিত।

১৪৭-৬২৬. দোষের যথার্থ উপলব্ধির জন্য, পরিক্ষয়ের জন্য,

পরিত্যাগের জন্য, ক্ষয়ের জন্য, ব্যয়ের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, পরিহারের জন্য, প্রতিনিসর্গের জন্য উপরোক্ত রাগ (ক), (খ) ও ২নং বর্ণিত যথাক্রমে আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

মোহের যথার্থ উপলব্ধির জন্য, পরিক্ষয়ের জন্য, পরিত্যাগের জন্য, ক্ষয়ের জন্য, ব্যয়ের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, পরিহারের জন্য, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরোক্ত রাগ (ক), (খ) ও ২নং বর্ণিত যথাক্রমে আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

ক্রোধের যথার্থ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগ (ক), (খ) ও ২নং বর্ণিত আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

শত্রুতার যথার্থ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগের পূর্ণ উপলব্ধি (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

অশুভ ভাবনা যথার্থ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগ (ক), (খ) ও ২-৬নং বর্ণিত আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

ঈর্ষার যথার্থ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগ (ক), (খ) ও ২নং বর্ণিত আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

মাৎসর্যের যথার্থ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগ (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

প্রবঞ্চনার যথার্থ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগ (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

শঠতার যথার্থ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগের পূর্ণ উপলব্ধি (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

একগুঁয়েমিতার পূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগের পূর্ণ উপলব্ধি (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

প্রচণ্ডতার পূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ,

পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগের পূর্ণ উপলব্ধি (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

মানের পূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগের পূর্ণ উপলব্ধি (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

ঔদ্ধত্যের পূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগের পূর্ণ উপলব্ধি (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

মত্ততার পূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগের পূর্ণ উপলব্ধি (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

প্রমাদের পূর্ণ উপলব্ধি, পরিক্ষয়, পরিত্যাগ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, পরিহার, প্রতিনিসর্গের (বর্জনের) জন্য উপরে বর্ণিত রাগের পূর্ণ উপলব্ধি (ক), (খ) ও ২-৬নং আট আটটি বিষয় ভাবা উচিত।

[স্মৃতি-বর্গ নবম সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

স্মৃতি, পুন্নিয়, মূল, চোর, শ্রমণে পঞ্চম
যশ, পাত্র, প্রসাদ, প্রতিসারণীয় ও যথার্থ আচরণ।

[অষ্টক নিপাত সমাপ্ত]

গ. নবক নিপাত

১. সম্বোধি বর্গ

১. সম্বোধি সূত্র

১.১. আমা দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "ভিক্ষুগণ," "হ্যাঁ ভদন্ত" উত্তরে তাঁরা বললেন। ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপ প্রশ্ন করে, "হে আয়ুষ্মানগণ, সম্বোধিপক্ষীয় ভাবনা কিরূপ?" "হে ভিক্ষুগণ, এভাবে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের তোমরা কীভাবে অন্যতীর্থিয়গণকে উত্তর দেবে?" "ভন্তে, আমাদের ধারণার মূল ভগবান; তা ভগবৎ পরিচালিত এবং ভগবৎ রক্ষিত। সাধু ভন্তে, ভগবান যদি আমাদেরকে এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা জ্ঞাপন করতেন; ভগবানের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ অন্তরে ধারণ করতেন।" "তাহলে ভিক্ষুগণ, অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করব।" "তাই হোক ভন্তে," ভিক্ষুগণ, উত্তর দিলেন। ভগবান বললেন :

৩. "হে ভিক্ষুগণ, যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপ প্রশ্ন করে, "হে আয়ুষ্মানগণ, সম্বোধিপক্ষীয় ভাবনা কিরূপ?" এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তোমাদের সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে উত্তর দেয়া উচিত, "এখানে বন্ধুগণ, একজন ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী। বন্ধুগণ, এটা সম্বোধি পক্ষীয় ধর্মের ভাবনার প্রথম কারণ।

৪. পুনঃ, বন্ধুগণ, একজন ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষের বিধানে সংযত হয়ে অবস্থান করে; সে আচরণ অভ্যাসে সম্পূর্ণ দক্ষ, সামান্যতম পাপে ভয়দর্শী, শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা ও গ্রহণ করে[১]। বন্ধুগণ, এটা সম্বোধিপক্ষীয় ধর্মের ভাবনার দ্বিতীয় কারণ।

৫. পুনঃ, বন্ধুগণ, যে কথা গম্ভীর এবং হৃদয় উন্মুক্তকরণে সহায়ক, যেমন : অল্পেচ্ছুকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা, বিমুক্তিজ্ঞান ও দর্শন কথা।একজন ভিক্ষু স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করে[২.] বন্ধুগণ, এটা সম্বোধিপক্ষীয় ধর্মের ভাবনার তৃতীয় কারণ।

৬. পুনঃ বন্ধুগণ ভিক্ষু বীর্যবান হয়ে অবস্থান করে, অকুশল ধর্মসমূহ প্রহীনে, কুশলধর্মসমূহ গ্রহণে, শক্তিশালী দৃঢ়-পরাক্রমী, সে কুশলধর্মসমূহ এড়িয়ে চলে না[৩]. বন্ধুগণ এটা সম্বোধিপক্ষীয় ধর্মের ভাবনার চতুর্থ কারণ।

৭. অধিকন্তু বন্ধুগণ ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হয় এবং উদয়-অস্তগামিনী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যনির্বেধ জ্ঞানসম্পন্ন[৪]। বন্ধুগণ, এটা সম্বোধিপক্ষীয় ধর্মের ভাবনার পঞ্চম কারণ।

৮. হে ভিক্ষুগণ, একজন কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী ভিক্ষু সম্পর্কে এটা আকাঙ্ক্ষিত—সে শীলবান হবে, প্রাতিমোক্ষের বিধান দ্বারা সংযত ও আচার-গোচরসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করবে, সামান্যতম ভয়জনক বিষয়ে ভয়দর্শী হবে ও শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ শিক্ষা করবে। ভিক্ষুগণ, একজন কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী ভিক্ষু সম্পর্কে এটাও প্রত্যাশিত, যে কথা গম্ভীর এবং হৃদয় উন্মুক্তকরণে সহায়ক, যেমন : অল্পেচ্ছুকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা, বিমুক্তিজ্ঞান ও দর্শনকথা সে স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করবে। একজন কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী ভিক্ষু সম্পর্কে এটাও প্রত্যাশিত, সে বীর্যবান হয়ে অবস্থান করবে, অকুশল ধর্মসমূহ প্রহীনে, কুশল ধর্মসমূহ গ্রহণে শক্তিশালী, দৃঢ়-পরাক্রমশালী হবে, সে কুশলধর্ম সমূহ এড়িয়ে চলবে না। একজন কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী ভিক্ষু সম্পর্কে এটাও অভিপ্রেত, সে প্রজ্ঞাবান হবে, উদয়-বিলয়গামী, সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যজ্ঞানসম্পন্ন হবে। হে ভিক্ষুগণ, যখন সেই ভিক্ষু এই পঞ্চধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় তার আরও চারটি ধর্ম ভাবা উচিত—রাগের প্রহীনের জন্য অশুভ ভাবনা,[৫] ব্যাপাদ (বিদ্বেষ) প্রহীনের জন্য মৈত্রী ভাবনা[৬], বিতর্ক উপচ্ছেদের জন্য আনাপানাস্মৃতি[৭] ভাবনা, অহংবোধ[৮] (আমি) মূল উৎপাটনের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা ভাবা উচিত। ভিক্ষুগণ, অনিত্যসংজ্ঞাযুক্ত ভিক্ষুর অনাত্মসংজ্ঞা সংস্থিত হয়, অনাত্মা সংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তির অহংবোধ ("আমি"-এর মান) সমুৎপাটিত হয়ে ইহ জীবনেই নির্বাণ লাভ ঘটে।[৯]"

২. নিশ্রয় সূত্র

২.১. তৎপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, তারা বলে সম্পূর্ণরূপে

নির্ভরশীল, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, ভন্তে, আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি কীভাবে একজন ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল?"

২. "যদি ভিক্ষু শ্রদ্ধা দ্বারা অকুশল পরিহার করে, কুশল ভাবে তদ্বারা অকুশল প্রহীন হয়। যদি ভিক্ষু হিরি দ্বারা অকুশল পরিহার করে, কুশল ভাবে তদ্বারা অকুশল প্রহীন হয়। যদি ভিক্ষু ঔত্তপ্য দ্বারা অকুশল পরিহার করে, কুশল ভাবে তদ্বারা অকুশল প্রহীন হয়। যদি ভিক্ষু বীর্য দ্বারা অকুশল পরিহার করে, কুশল ভাবে তদ্বারা অকুশল প্রহীন হয়। যদি প্রজ্ঞা দ্বারা ভিক্ষু অকুশল পরিহার করে, কুশল ভাবে তদ্বারা অকুশল প্রহীন হয়। প্রকৃতপক্ষে তখনি অকুশল প্রহীন ও সেই ভিক্ষুর অকুশল সুপ্রহীন হয় যখন আর্যপ্রজ্ঞা দৃষ্ট ও তদ্বারা অকুশল প্রহীন হয়। এবং যখন ভিক্ষু এই পঞ্চ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে অপর চারটি ধর্মের উপর নির্ভর করা উচিত। চার কী কী?

৩. এখানে ভিক্ষু সুচিন্তিতভাবে অনুসরণীয় বিষয় অনুসরণ করে; মনোনিবেশযোগ্য বিষয়ে সুচিন্তিতভাবে মনোনিবেশ করে; পরিবর্জন-যোগ্য বিষয় সুচিন্তিতভাবে পরিবর্জন করে; নির্বাসনযোগ্য বিষয় সুচিন্তিতভাবে নির্বাসন[১০] করে।

হে ভিক্ষু, এভাবে ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়।"

৩. মেঘিয় সূত্র

৩.১. একসময় ভগবান[১১] চালিকায়[১২] চালিকা পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানের উপস্থাপক ছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হন। একপ্রান্তে স্থিত আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানকে এরূপ বলেন, "ভন্তে, আমি জন্তুগ্রামে[১৩] পিণ্ডচারণে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক।" "মেঘিয়, তুমি এখন সময়োচিত যা করার ইচ্ছা কর তা কর।"

২. তৎপর আয়ুষ্মান মেঘিয় পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে জন্তুগ্রামে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করেন। তথায় পিণ্ডচারণ শেষে পিণ্ডগ্রহণ সমাপ্ত করে কিমিকালায় নদী তীরে উপস্থিত হন। আয়ুষ্মান মেঘিয় কিমিকালায় নদী তীরে অনুচঙ্ক্রমণ ও অনুবিচরণকালে মনোরম রমণীয় আম্রবন দেখতে পেলেন। এরূপ অবস্থা দেখে তিনি চিন্তা করলেন, সত্যই এই আম্রবন প্রাসাদিক ও রমণীয়; ধ্যানশীল কুলপুত্রের ধ্যানের জন্য এস্থান সত্যই উপযুক্ত। ভগবান যদি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আমি এ আম্রবনে ধ্যান করার জন্য আগমন করব।"

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর সঙ্গে নিয়ে জন্তুগ্রামে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করি, জন্তুগ্রামে পিণ্ডচারণ শেষে পিণ্ড গ্রহণ করে কিমিকালায় নদীতীরে উপনীত হই। ভন্তে, কিমিকালায় নদীতীরে অনুচঙ্ক্রমণ অনুবিচরণকালে আমি মনোরম রমণীয় আম্রবন দর্শন করি; দর্শন করে আমি চিন্তা করি এই আম্রবন সত্যই প্রাসাদিক ও রমণীয়; তাই এই স্থান কুলপুত্রের ধ্যানের পক্ষে উপযোগী। ভগবান যদি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আমি ধ্যান করার জন্য এখানে আগমন করব।" "মেঘিয়, যেহেতু আমরা একাকী তাই যাবত অন্য কোনো ভিক্ষু উপস্থিত হয় তাবৎ অপেক্ষা কর[১৪]।"

৪. দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, ভগবানের জন্য আর করণীয় কিছুই নেই, তাঁর সম্পাদন করার কোনো কিছু নেই। ভন্তে, কিন্তু আমার আরও করণীয় রয়েছে। যতটুকু কৃত আরও অধিক যোগ করার রয়েছে[১৫]। ভগবান যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি সেই আম্রবনে আসতে পারি ধ্যানের নিমিত্ত।" "মেঘিয়, যেহেতু আমরা একাকী, তাই কোনো ভিক্ষু না আসা পর্যন্ত অবস্থান কর।"

৫. তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানকে বলেন, "ভন্তে, ভগবানের জন্য অধিক করণীয় কিছুই নেই। তাঁর সম্পাদন করার কোনো কিছু নেই। কিন্তু, ভন্তে, আমার আরও করণীয় রয়েছে। যতটুকু কৃত তারও অধিক যোগ করার রয়েছে। ভগবান যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি ধ্যানের নিমিত্ত সেই আম্রবনে গমন করব।" "মেঘিয়, আমরা তোমাকে কি বলতে পারি? যখন তুমি পুনঃপুন বলতেছ, "আমি ধ্যান করব।" "মেঘিয়, এখন তুমি যা উপযুক্ত বলে মনে কর তা কর।"

৬. তৎপর আয়ুষ্মান মেঘিয় আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে সেই আম্রবনে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে দিবা বিহারের জন্য একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করেন। আয়ুষ্মান মেঘিয়ের সেই আম্রবনে অবস্থানের সময় তিনটি পাপ অকুশল চিন্তা উৎপন্ন হচ্ছিল, যেমন : কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক। এমতাবস্থায় আয়ুষ্মান চিন্তা করলেনঃ "ভো, আশ্চর্য, অদ্ভুত, আমি একমাত্র শ্রদ্ধায় আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়েছি; কিন্তু এই ত্রিবিধ পাপমূলক অকুশল বিতর্ক-কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক নাছোড়বান্দা অবস্থায় এখনো

আমাকে অনুসরণ করছে।”

৭. অতঃপর আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবান সমীপে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মেঘিয় ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, আমি যখন সেই আম্রবনে অবস্থান করছিলাম আমার অন্তরে ত্রিবিধ পাপ অকুশল বিতর্কIকামবিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক উদয় হচ্ছিল; সে সময় ভন্তে, আমি চিন্তা করলাম; আশ্চর্য, অদ্ভুত, যে আমি শ্রদ্ধায় আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়েছি কিন্তু এখনো ত্রিবিধ পাপ অকুশল বিতর্ক—কামবিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক আমাকে নাছোড়বান্দা অবস্থায় অনুসরণ করছে।”

“মেঘিয়, অপরিপক্ব চিত্তবিমুক্তির জন্য পঞ্চধর্ম। পরিপক্বতার উপযোগী পঞ্চ কী কী?

৮. মেঘিয়, ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী। মেঘিয়, অপরিপক্ব চিত্তবিমুক্তির পরিপক্বতার জন্য এই প্রথম ধর্ম উপযুক্ত।

৯. পুনঃ, মেঘিয়, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষের বিধান দ্বারা সংযত ও আচার-গোচরসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে। সামান্য দোষজনক বিষয়ে ভয়দর্শী হয় এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও অনুশীলন করে। মেঘিয়, অপরিপক্ব চিত্তবিমুক্তির পরিপক্বতার জন্য এটা দ্বিতীয় সহায়ক ধর্ম।

১০. পুনঃ, মেঘিয়, যে কথা গম্ভীর এবং হৃদয় উন্মুক্তকরণে সহায়ক, যেমন : অল্পেচ্ছুকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা, বিমুক্তিজ্ঞান ও দর্শনকথা এরূপ কথা স্বেচ্ছায়, অতি সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করে। মেঘিয়, অপরিপক্ব চিত্তবিমুক্তির পরিপক্বতার জন্য এটা তৃতীয় উপযুক্ত ধর্ম।

১১. পুনরায়, মেঘিয়, অকুশল ধর্মসমূহ প্রহীনে ভিক্ষু বীর্যবান হয়ে অবস্থান করে, কুশল ধর্মসমূহ গ্রহণে শক্তিশালী, দৃঢ়পরাক্রমী হয়, সে কুশল ধর্মসমূহ এড়িয়ে চলে না। মেঘিয়, অপরিপক্ব চিত্তবিমুক্তির পরিপক্বতার জন্য এটা চতুর্থ উপযুক্ত ধর্ম।

১২. পুনঃ, মেঘিয়, ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যনির্বেদ জ্ঞানসম্পন্ন। মেঘিয়, অপরিপক্ব চিত্তবিমুক্তির পরিপক্বতার জন্য এটা পঞ্চম উপযুক্ত ধর্ম।

১৩. মেঘিয়, একজন কল্যাণমিত্র, কল্যাণ সহায়, কল্যাণসহকর্মী ভিক্ষু সম্পর্কে এটা প্রত্যাশিত—সে শীলবান হবে, প্রাতিমোক্ষের বিধান দ্বারা

সংযত ও আচার-গোচরসম্পন্ন হয়ে বাস করবে, সামান্য দোষেও ভয়দর্শী হবে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ ও অনুশীলন করবে। মেঘিয়, একজন কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী ভিক্ষু সম্পর্কে এটা প্রত্যাশিত—যে কথা গম্ভীর এবং হৃদয় উন্মুক্তকরণে সহায়ক, যেমন : অল্পেচ্ছুকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা, বিমুক্তিজ্ঞান ও দর্শনকথা এরূপ কথা স্বেচ্ছায়, অতি সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করবে। মেঘিয়, কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী ভিক্ষু সম্পর্কে এটা আকাঙ্ক্ষিত, সে বীর্যবান হয়ে বাস করবে, অকুশল ধর্মসমূহ প্রহীনে, কুশল ধর্মসমূহ গ্রহণে শক্তিশালী, দৃঢ় পরাক্রমী হবে, সে কুশল ধর্মসমূহ এড়িয়ে চলবে না। মেঘিয়, কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসহকর্মী ভিক্ষু সম্পর্কে এটা প্রত্যাশিতঃ সে প্রজ্ঞাবান হবে, উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্য নির্বেধজ্ঞানসম্পন্ন হবে। মেঘিয়, যখন সেই ভিক্ষুর এই পঞ্চধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আরও চারটি ধর্ম ভাবা উচিত, রাগ প্রহীনের জন্য অশুভ ভাবনা ভাবা উচিত, ব্যাপাদ প্রহীনের জন্য মৈত্রী ভাবনা ভাবা উচিত, বিতর্ক উপচ্ছেদের জন্য আনাপানাস্মৃতি ভাবনা ভাবা উচিত, অহংবোধ (আমি)-এর মূল উৎপাটনের জন্য অনিত্যসংজ্ঞা ভাবা উচিত। মেঘিয়, অনিত্যসংজ্ঞাযুক্ত ভিক্ষুর অনাত্মা সংজ্ঞা সংস্থিত হয়, অনাত্মা সংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তির অহংবোধ (“আমি”-এর মান) সমুৎপাটিত হয়ে ইহ জীবনেই নির্বাণ লাভ ঘটে।”

৪. নন্দক সূত্র

৪.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সে সময় আয়ুষ্মান নন্দক[১৬] উপস্থানশালায়[১৭] ভিক্ষুদিগকে ধর্মশিক্ষা দ্বারা জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ, উৎফুল্ল করছিলেন।

২. তৎপর ভগবান সায়াহ্নসময়ে ধ্যান হতে উঠে উপস্থানশালায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে বহির্দ্বার পথে (ভিক্ষুদের) কথা অবসান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তৎপর ভগবান কথোপকথনের অবসান জ্ঞাত হয়ে কাঁশি দিয়ে দরজার মৃদু আঘাত করেন[১৮]। ভিক্ষুগণ ভগবানকে দ্বার খুলে দিলেন। তখন ভগবান উপস্থানশালায় প্রবেশ করে প্রজ্ঞাপিত আসনে উপবেশন করেন। আসনে উপবিষ্ট ভগবান আয়ুষ্মান নন্দককে বললেন, “সত্যই নন্দক, তুমি যে ধর্ম ভিক্ষুগণকে ভাষণ করছিলে তা দীর্ঘ কথা পর্যাবসানের বহির্দ্বার পথে অপেক্ষমান আমার পৃষ্ঠদেশে বেদনা

করছে।”

৩. এরূপ বললে আয়ুষ্মান নন্দক হতবুদ্ধি হয়ে ভগবানকে বললেন, “বস্তুত ভন্তে, আমরা জানতাম না যে ভগবান বহির্দ্বার পথে দাঁড়িয়ে আছেন, ভগবান বহির্দ্বার পথে দাঁড়িয়ে আছেন জানলে আমরা ততটুকু বলতাম না।” তখন ভগবান আয়ুষ্মান নন্দককে হতবুদ্ধি হয়েছেন জানতে পারলেন। তাই ভগবান তাকে বললেন, সাধু, সাধু নন্দক, তোমাদের ন্যায় শ্রদ্ধায় আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজিত প্রতিরূপ কুলপুত্রগণের পক্ষে এটা যথার্থ সময় যে তোমরা ধর্ম শ্রবণের জন্য উপবেশন করবে। নন্দক, তোমরা যারা সমবেত হয়েছ তোমাদের দ্বিবিধ করণীয়, ধর্মোপদেশ বা আর্য নীরবতা প্রতিপালন। হে নন্দক, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নহে[১৯.] তাই তার সে অঙ্গ অবশ্যই পরিপূরণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে, “আমার যদি শ্রদ্ধা ও শীল উভয়ই বিদ্যমান থাকত, এবং নন্দক, যখন ভিক্ষুর শ্রদ্ধা ও শীল উভয়ই থাকে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়। নন্দক, কোনো ভিক্ষুর শ্রদ্ধা ও শীল উভয়ই বিদ্যমান থাকে কিন্তু অভ্যন্তরীণ চিত্ত সমথ লাভী নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ নহে। তাই তার সে অঙ্গ পরিপূর্ণ করা উচিত এ চেতনায়—“আমার যদি শ্রদ্ধা ও শীল বিদ্যমান থাকত এবং আমি যদি অভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রশান্তি লাভ করতে পারতাম, এবং নন্দক, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয় এবং অভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রশান্তি লাভ করতে পারে তখন সে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়। নন্দক, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান এবং চিত্ত-প্রশান্তিলাভী কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নহে; তাই সে সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নহে। যেমন, নন্দক, কোনো চতুষ্পদ প্রাণীর এক পা নিষ্কৃষ্ট এবং লম্বা হতে পারেনি; তাই তার সেই অঙ্গ অপূর্ণ; তদ্রূপ, নন্দক, কোনো ভিক্ষুর শ্রদ্ধা ও শীল বিদ্যমান এবং অভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রশান্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করতে পারে না; তাই তার সে অঙ্গ পূর্ণ করা উচিত এ চিন্তায়—“আমি যদি শ্রদ্ধাবান, শীলবান হতাম এবং অভ্যন্তরীণ চিত্তসমথ ও অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী হতাম!” এবং নন্দক, ভিক্ষু যখন শ্রদ্ধাবান, শীলবান এবং অভ্যন্তরীণ চিত্তসমথ ও অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।”

এরূপ বললেন ভগবান। এরূপ বলে সুগত আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করেন।

৪. অতঃপর আয়ুষ্মান নন্দক ভগবানের চলে যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে

ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, আয়ুষ্মানগণ, সম্পূর্ণ অখণ্ড পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে আসন হতে উঠে ভগবান চার পায়ে বিহারে প্রবেশ করছেন।” (এবং আয়ুষ্মান নন্দক ভিক্ষুগণকে ভগবান যেসব বিষয় ভাষণ করেছিলেন সেসব বললেন)

আয়ুষ্মানগণ, যথা সময়ে ধর্মশ্রবণ এবং ধর্মালাপের এই পঞ্চ আনিশংস। পঞ্চ কী কী?

৫. আয়ুষ্মানগণ, ভিক্ষু ভিক্ষুদিগকে ধর্ম দেশনা করেন যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। আবুসো, যেভাবে যেভাবে ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে আদি কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে সেভাবে সেভাবে শাস্তা তাঁর নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, সম্মানিত ও শ্রদ্ধান্বিত হন। আবুসো, যথাকালে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্মালাপের এটা প্রথম আনিশংস।

৬. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে ধর্ম দেশনা করেন যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন। আবুসো, যেভাবে যেভাবে ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে আদি কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যবসানে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন সেভাবে সেভাবে তিনি সে ধর্মে অর্থ উপলব্ধি[২০] করেন এবং ধর্ম অনুভব করেন। যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্মালোচনার এটা দ্বিতীয় ফল।

৭. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে ধর্ম দেশনা করেন যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যবসানে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করে। আবুসো, যেভাবে ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ এবং পর্যবসানেকল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন সেভাবে সেভাবে তিনি সে ধর্মে গম্ভীর অর্থপদ প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি হয়েছে দেখেন। কালে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্মালাপের এটা তৃতীয় ফল।

৮. পুনরায় আবুসো, ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ এবং পর্যবসানে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন। আবুসো, যেভাবে যেভাবে ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র

পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন সেভাবে সেভাবে তাঁর সব্রহ্মচারীগণ তাঁকে অধিক শ্রদ্ধা করেন এ বলে—"এ আয়ুষ্মান সত্য লাভ করেছেন বা লাভ করবেন।" আবুসো, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্মালাপের এটা চতুর্থ ফল।

৯. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে ধর্ম দেশনা করেন যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন। আবুসো, যেভাবে যেভাবে ভিক্ষু ভিক্ষুদিগকে আদি কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন সর্বত্র সেসব ভিক্ষু যাঁরা শেখ, যাঁরা চিত্তের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করেননি তাঁরা অনুত্তর যোগক্ষেম প্রাপ্তির জন্য অবস্থান করেন, তাঁরা সে ধর্ম শ্রবণ করে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য[২১], অনধিগত বিষয়ের অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যক্ষের জন্য উৎসাহের সাথে চেষ্টা করেন এবং যেসব ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত, ভার অপনোদিত, পূর্ণতালাভী, ভবসংযোজন ক্ষীণ, পূর্ণতা জ্ঞানের মাধ্যমে বিমুক্ত, তাঁরা ধর্ম শ্রবণ করে ইহ জীবনে সুখে বাস করেন। আবুসো, যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্মালোচনার এটা পঞ্চম ফল।

আবুসো, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণের এই পঞ্চ ফল।"

৫. বল সূত্র

৫.১. "চার প্রকার বল। চার কী কী?

২. প্রজ্ঞাবল, বীর্যবল, অনবদ্যবল, সহানুভূতিবল[২২.] হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবল কিরূপ?

৩. যে ধর্ম অকুশল এবং অকুশল হিসেবে অভিহিত; যে ধর্ম কুশল এবং তদ্রূপভাবে অভিহিত; যে ধর্ম নিন্দনীয় এবং নিন্দনীয় হিসেবে কথিত; যে ধর্ম অনবদ্য এবং অনবদ্য হিসেবে কথিত; যে ধর্ম কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ হিসেবে কথিত; যে ধর্ম শুভ্র এবং শুভ্র হিসেবে অভিহিত; যে ধর্ম অসেবনযোগ্য এবং অসেবনযোগ্য হিসেবে অভিহিত; যে ধর্ম সেবনযোগ্য এবং সেবনযোগ্য হিসেবে অভিহিত; যে ধর্ম সত্য সত্যই আর্যজনক নহে এবং তদ্রূপভাবে অভিহিত; যে ধর্ম আর্যোচিত এবং আর্যোচিত বলে অভিহিত; এসব ধর্ম স্পষ্টই দৃষ্ট হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। ভিক্ষুগণ, এটাই প্রজ্ঞাবল। এবং বীর্যবল কীরূপ, ভিক্ষুগণ,

৪. যে ধর্ম অকুশল এবং সেরূপ অকুশল হিসাবে অভিহিত; যে ধর্ম নিন্দাযোগ্য এবং সেভাবে কথিত; যে ধর্ম কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ হিসেবে কথিত; যে ধর্ম অসেবনযোগ্য এবং তদ্রূপ কথিত; যে ধর্ম আর্যোচিত নহে এবং সেভাবে কথিত; এসব ধর্ম প্রহীনের জন্য সে সার্বিক ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে, চেষ্টা করে, কঠোর চেষ্টা করে, চিত্ত নমিত করে, প্রতিজ্ঞা করে। যেধর্ম কুশল এবং কুশল হিসেবে অভিহিত; যে ধর্ম অনবদ্য এবং তদ্রূপ অভিহিত; যে ধর্ম শুভ্র এবং শুভ্র হিসেবে অভিহিত; যে ধর্ম সেবনযোগ্য এবং তদ্রূপ অভিহিত; যে ধর্ম আর্যোচিত এবং আর্যোচিত হিসেবে কথিত; এসব বিষয় লাভের জন্য সে সর্বতোভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে, চেষ্টা করে, কঠোর চেষ্টা করে, চিত্ত নমিত করে, প্রতিজ্ঞা করে। ভিক্ষুগণ, এটাকে বলা হয় বীর্যবল। এবং ভিক্ষুগণ, অনবদ্যবল কিরূপ?

৫. হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক অনবদ্য কায়িক কর্মসম্পন্ন, অনবদ্য বাককর্মসম্পন্ন, অনবদ্য মনোকর্মসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এটাকে অনবদ্য বল বলা হয়। এবং ভিক্ষুগণ, সহানুভূতিবল কিরূপ?

৬. ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার সহানুভূতির ভিত্তি দান, দয়া, কুশল কর্ম সম্পাদন এবং সম আচরণ[২৩]। ভিক্ষুগণ, দান এদের মধ্যে অগ্রগণ্য; যেমন ধর্মদান। ভিক্ষুগণ, দয়া সর্বোত্তম, সৎ ও মনোযোগী শ্রোতৃবৃন্দকে পুনঃপুন ধর্মশিক্ষা প্রদান। ভিক্ষুগণ, কুশল কর্মের মধ্যে সর্বোত্তম—অশ্রদ্ধাবানকে শ্রদ্ধায় উদ্দীপ্ত করা, শ্রদ্ধা সঞ্চারিত করা, শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত করা; দুঃশীলকে শীল সম্পদে উদ্দীপ্ত করা, শীল গুণ সঞ্চারিত করা, শীলে প্রতিষ্ঠিত করা; কৃপণকে ত্যাগসম্পদে উদ্দীপ্ত করা, ত্যাগ মহিমা সঞ্চারিত করা, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত করা; নির্বোধকে প্রজ্ঞা সম্পদে উদ্দীপ্ত করা, প্রজ্ঞা সঞ্চারিত করা, প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করা; ভিক্ষুগণ, সম আচরণ সর্বোত্তম স্রোতাপন্ন ও স্রোতাপন্নের মধ্যে; সকৃদাগামী ও সকৃদাগামী, অনাগামী ও অনাগামী ও অর্হৎ ও অর্হতের মধ্যে সমতা। ভিক্ষুগণ, এটা সহানুভূতি হিসেবে অভিহিত।

ভিক্ষুগণ, এগুলিই হলো চার বল।

৭. ভিক্ষুগণ, এই চারবলে বলবান হয়ে আর্যশ্রাবক পঞ্চ ভয় অতিক্রম করেছেন। পঞ্চ কী কী?

৮. দুর্জীবিকাভয়, দুর্নামভয়, পরিষদভয়, মৃত্যুভয়, দুর্গতিভয়। ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপ গভীরভাবে চিন্তা করে :

৯. "আমি জীবিকা ভয়ে ভীত নহি। আমি কেন জীবিকা ভয়কে ভয় করব? আমার চতুর্বিধ বল আছে—প্রজ্ঞাবল, বীর্যবল, অনবদ্যবল,

সহানুভূতিবল। কিন্তু নির্বোধ জীবিকা ভয়কে ভয় করতে পারে, অলস ব্যক্তি জীবিকাভয়কে ভয় করতে পারে, দোষী ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মে জীবিকা ভয়কে ভয় করতে পারে। আমি দুর্নাম ভয়ে ভীত নহি... আমি পরিষদে হতবুদ্ধি হয়ে ভীত নহি... আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত নহি... আমি দুর্গতি ভয়কে ভয় করি না। আমি কেন দুর্গতি ভয়কে ভয় করব? আমার চতুর্বিধ বল আছে : প্রজ্ঞাবল, বীর্যবল, অনবদ্য বল, সহানুভূতিবল। নির্বোধ দুর্গতি ভয়ে ভীত হতে পারে, অলস ব্যক্তি দুর্গতি ভয়কে ভয় করতে পারে, দোষী ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মে দুর্গতি ভয়কে ভয় করতে পারে। সহানুভূতিহীন ব্যক্তি দুর্গতি ভয়কে ভয় করতে পারে।

হে ভিক্ষুগণ, এই চতুর্বিধ বলে বলসম্পন্ন আর্যশ্রাবক এই পঞ্চ ভয় অতিক্রম করেছেন।”

৬. সেবন সূত্র

৬.১. তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ, “আবুসোগণ।” “আবুসো,” সেই ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন এবং আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কথায় সায় দিলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্র বললেন :

২. “আবুসোগণ, কোনো ব্যক্তিকে দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য[২৪] বা অসেবনযোগ্য; বন্ধুগণ, একটা চীবরকে দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য; পিণ্ডপাতও দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য; বন্ধুগণ, শয্যাসনও দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য; বন্ধুগণ, গ্রাম নিগমও দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য; বন্ধুগণ, জনপদও দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য।

৩. বন্ধুগণ, বলা হয় একজন ব্যক্তিকে দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য। কেন এরূপ কথিত হয়?

কোন ব্যক্তির উদাহরণ ধরা যাক যেকোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানে, “এ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে আমার অকুশল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কুশল হ্রাস পাচ্ছে; আমার প্রব্রজিত জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গিলান প্রত্যয়, ভৈষজ্য, পরিষ্কার লাভ করা দুষ্কর; এবং যেজন্য আমি আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করেছি সেই শ্রামণত্ব আমাতে ভাবনা পরিপূরণে সহায়তা করছে না।” বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে অনুসরণ করবেন না, দিনে বা রাত্রে কোনো কিছু না বলে পরিত্যাগ করা উচিত,

বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে। অথবা, যে ব্যক্তি কারও সম্পর্কে জানে, "এ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে আমার অকুশল ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে, কুশল ধর্ম হ্রাস পাচ্ছে; এবং আমার প্রব্রজিত জীবনের প্রয়োজনীয় পরিষ্কার, চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গিলান প্রত্যয়, ভৈষজ্য পরিষ্কার অল্প কষ্টে পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু যেজন্য আমি আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়েছি আমার সেই শ্রামণত্ব আমাকে ভাবনা পরিপূরণে সহায়তা করছে না।" এক্ষেত্রে বন্ধুগণ, সে ব্যক্তিকে সেবন করা অনুচিত, কোনো বাক্য প্রয়োগ না করে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত, বন্ধনে বন্ধিত হওয়া অনুচিত। অথবা, যে ব্যক্তি কারও সম্পর্কে জানে, "এ ব্যক্তিকে সেবন করে আমার অকুশল ধর্ম হ্রাস পাচ্ছে, কুশল ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমার প্রব্রজিত জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান প্রত্যয়, ভৈষজ্য, পরিষ্কার কষ্টে পাওয়া যাচ্ছে; যেজন্য আমি আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করেছি, আমার সেই শ্রামণত্ব আমাকে ভাবনা পরিপূরণে সহায়তা করছে।" এক্ষেত্রে বন্ধুগণ, সেই ব্যক্তিকে সুচিন্তিতভাবে সেবন করা উচিত, তাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অথবা, যে ব্যক্তি কারও সম্পর্কে জানে, "এ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে আমার অকুশল ধর্ম হ্রাস পাচ্ছে, কুশল ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমার প্রব্রজিত জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলানপ্রত্যয়, ভৈষজ্য, পরিষ্কার অল্পকষ্টে পাওয়া যাচ্ছে; যেজন্য আমি আগার ত্যাগ করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করেছি, আমার সেই শ্রামণত্ব আমাকে ভাবনা পূরণে সহায়তা করছে।" এক্ষেত্রে বন্ধুগণ, সেই ব্যক্তিকে তোমরা সমগ্র জীবন অনুসরণ করবে, তাকে পরিত্যাগ করবে না, এমনকি ব্যাহত হয়েও না।

বন্ধুগণ, বলা হয়, একজন ব্যক্তিকে দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য—এটা যে বলা হয়ে থাকে এটা এ কারণেই বলা হয়ে থাকে।

৪. বন্ধুগণ, বলা হয়, একটা চীবরকে দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য। কেন এরূপ কথিত হয়? এমন একজন ব্যক্তির কথা ধরা যাক যে চীবর সম্পর্কে জানে, "এ চীবর ব্যবহার করে অকুশল ধর্ম বৃদ্ধি পায়, কুশলধর্ম হ্রাস পায়।" এরূপ চীবর সেবনযোগ্য নহে। কিন্তু সে যদি জানে, "এ চীবর ব্যবহার করে অকুশল হ্রাস ও কুশল বৃদ্ধি পায়" এরূপ চীবর সেবনযোগ্য।

বন্ধুগণ, বলা হয়, এটা চীবরকে দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—

সেবনযোগ্য বা সেবনযোগ্য নহে; এটা যে বলা হয়ে থাকে এটা এ কারণেই বলা হয়ে থাকে।

৫. বন্ধুগণ, পিণ্ডপাতও দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য এ কথা বলা হয়। কেন এরূপ কথিত হয়?

বন্ধুগণ, এমন এক ব্যক্তির কথা ধরা যাক যে পিণ্ডপাত সম্পর্কে জানে—"এ পিণ্ডপাত সেবন করে আমার অকুশল ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে, কুশলধর্ম হ্রাস পাচ্ছে" এরূপ পিণ্ডপাত সেবন উচিত নহে। কিন্তু সে যদি জানে, "এ পিণ্ডপাত সেবন করে আমার অকুশল হ্রাস পাচ্ছে, কুশল বৃদ্ধি পাচ্ছে" এরূপ পিণ্ডপাত সেবন উচিত।

বন্ধুগণ, এটা যে বলা হয়, পিণ্ডপাত দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য; এটা এ কারণেই বলা হয়ে থাকে।

৬. বন্ধুগণ, শয়নাসনও দ্বিবিধ উপায়ে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা সেবন অযোগ্য বলা হয়। কেন এরূপ বলা হয়?

বন্ধুগণ, এমন এক ব্যক্তির কথা ধরা যাক যে শয়নাসন সম্পর্কে জানে, "এ শয়নাসন ব্যবহার করে আমার অকুশল ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে, কুশলধর্ম হ্রাস পাচ্ছে।" এরূপ শয়নাসন ব্যবহার করা উচিত নহে। কিন্তু সে যদি জানে, "এ শয়নাসন ব্যবহার করে আমার অকুশল ধর্ম হ্রাস পাচ্ছে, কুশল ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে" এরূপ শয়নাসন সেবন উচিত।

বন্ধুগণ, শয়নাসন দ্বিবিধ হিসাবে জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা সেবন অযোগ্য যে বলা হয়ে থাকে তা এ কারণেই বলা হয়ে থাকে।

৭. বন্ধুগণ, গ্রাম-নিগমও দ্বিবিধ জানতে হবে—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য বলা হয়। কেন এরূপ বলা হয়?

বন্ধুগণ, এমন এক ব্যক্তির কথা ধরা যাক যে গ্রাম-নিগম সম্পর্কে জানে—"এ গ্রাম-নিগম ব্যবহার করে আমার অকুশল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কুশল হ্রাস পাচ্ছে" এরূপ গ্রাম-নিগম ব্যবহার করে আমার অকুশল হ্রাস পাচ্ছে, কুশলধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে"—তাহলে এরূপ গ্রাম-নিগম ব্যবহার করা উচিত নহে; "এরূপ গ্রাম-নিগম ব্যবহার করে আমার অকুশল হ্রাস পাচ্ছে, কুশল বৃদ্ধি পাচ্ছে" তাহলে এ গ্রাম-নিগম ব্যবহার করা উচিত। বন্ধুগণ, গ্রাম-নিগম দ্বিবিধ জানতে হবে, সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য যে বলা হয়ে থাকে তা এ কারণেই বলা হয়ে থাকে।

৮. বন্ধুগণ, জনপদ দ্বিবিধ উপায়ে জানা উচিত—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য বলা হয়। কেন এরূপ বলা হয়?

বন্ধুগণ, এমন এক ব্যক্তির কথা ধরা যাক যে জনপদ সম্পর্কে জানে, "এ জনপদ ব্যবহার করে আমার অকুশল বৃদ্ধি পাচ্ছে, কুশল ধর্ম হ্রাস পাচ্ছে" এরূপ জনপদ ব্যবহার করা উচিত নহে। কিন্তু সে যদি জানে, "এ জনপদ ব্যবহার করে আমার অকুশল ধর্ম হ্রাস পাচ্ছে, কুশল ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে" এরূপ জনপদ ব্যবহার করা উচিত।

বন্ধুগণ, জনপদ দ্বিবিধ জানা উচিত—সেবনযোগ্য বা অসেবনযোগ্য যে বলা হয় তা এ কারণেই বলা হয়ে থাকে।"

৭. সুতবা সূত্র

৭.১. এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন পরিব্রাজক সুতবা ভগবান যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে এবং সৌজন্যমূলক বাক্য বিনিময়ের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট পরিব্রাজক সুতবা ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, এক উপলক্ষে যখন ভগবান এখানে রাজগৃহের গিরিব্রজে অবস্থান করছিলেন, আমি ভগবানের মুখ নিঃসৃত, তাঁর স্বমুখে উচ্চারিত এটা শিখেছিলাম : "অর্হৎ ভিক্ষু সুতবা যিনি ক্ষীণাসব, জীবন নির্বাহিত, করণীয় কৃত, ভার অপনোদিত, লক্ষ্যস্থলে উপনীত, ভবসংযোজন ক্ষীণ, সম্যকভাবে জ্ঞাত[২৫], বিমুক্ত—তিনি পাঁচটি শর্ত লঙ্ঘন করতে পারেন না, একজন ক্ষীণাসব ভিক্ষু সজ্ঞানে কোনো প্রাণীহত্যা করতে পারেন না, চৌর্যচিত্তে[২৬] অদত্ত বস্তু গ্রহণ করতে পারে না, মৈথুন সেবন করতে পারেন না, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারেন না, পূর্বের আগারিক জীবনে থাকাকালীন সঞ্চয় করার ন্যায় সঞ্চয়ে কোনো প্রকার ঔৎসুক্য প্রদর্শন করতে পারেন[২৭] না।" "ভন্তে, আমি কি ভগবান থেকে ব্যাপারটি যথার্থই শ্রবণ করেছি, যথার্থই গ্রহণ করেছি, আমি কি সঠিক বিষয়টি মনে ধারণ করেছি, নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করেছি[২৮]?"

৩. "সত্যই সুতবা, তুমি বিষয়টি যথার্থই শ্রবণ করেছ, যথার্থই গ্রহণ করেছ, সঠিকভাবে মনে ধারণ করেছ, নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করেছ। সুতবা, আমি পূর্বে ঘোষণা করেছি এবং বর্তমানেও ঘোষণা করছি, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, জীবন অতিবাহিত, করণীয় কৃত, ভার অপনোদিত, লক্ষ্যস্থলে উপনীত, ভবসংযোজন ক্ষীণ, সম্যকভাবে জ্ঞাত, বিমুক্ত সে নয়টি বিষয় লঙ্ঘন করতে পারে না, সে সজ্ঞানে কোনো প্রাণীহত্যা করতে পারে না,

চৌর্যচিত্তে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করতে পারে না, মৈথুন সেবন করতে পারে না, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাভাষণ করতে পারে না, পূর্বেকার আগারিক জীবনে রত থাকার সময় যে সঞ্চয় মনোবৃত্তি ছিল সঞ্চয়ে সেরূপ কোনো ঔৎসুক্য প্রদর্শন করতে পারে না, অর্হৎ, ক্ষীণাসব ভিক্ষু ইচ্ছাপূর্বক বিপথে যেতে পারে না, দোষযুক্ত হয়ে বিপথে যেতে পারে না, মোহাচ্ছন্ন হয়ে বিপথে যেতে পারে না, ভয়ে ভীত হয়ে বিপথে যেতে পারে[২৯] না।

সুতবা, আমি পূর্বে যেমন বলেছি বর্তমানেও ঘোষণা করছি, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, জীবন অতিবাহিত, করণীয় কৃত, ভার অপনোদিত, লক্ষ্যস্থলে উপনীত, ভবসংযোজন ক্ষীণ, সম্যকভাবে জ্ঞাত, বিমুক্ত সে এই নয়টি বিষয় লঙ্ঘন করতে পারে না।"

৮. সজ্ঝ সূত্র

৮.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় সজ্ঝ পরিব্রাজক ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করেন, কুশল বিনিময়ের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট সজ্ঝ পরিব্রাজক ভগবানকে বলেন :

২. "ভন্তে, এক উপলক্ষে যখন ভগবান এখানে রাজগৃহের গিরিব্বজে অবস্থান করছিলেন, আমি ভগবানের মুখ নিঃসৃত, তাঁর সম্মুখে উচ্চারিত এটা শিখেছিলাম : "অর্হৎ ভিক্ষু সজ্ঝ যিনি ক্ষীণাসব, জীবন নির্বাহিত, করণীয়কৃত, ভার অপনোদিত, লক্ষ্যস্থলে উপনীত, ভব সংযোজন ক্ষীণ, সম্যকভাবে জ্ঞাত, বিমুক্ত—তিনি পাঁচটি শর্ত লঙ্ঘন করতে পারেন না, একজন ক্ষীণাসব ভিক্ষু সজ্ঞানে কোনো প্রাণিহত্যা করতে পারেন না, চৌর্যচিত্তে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করতে পারেন না, মৈথুন সেবন করতে পারেন না, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারেন না, পূর্বের আগারিক জীবনে থাকাকালীন সঞ্চয়ের ন্যায় সঞ্চয়ে কোনো প্রকার ঔৎসুক্য প্রদর্শন করতে পারেন না।"

"ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক বলুন, আমি কি ভগবান থেকে ব্যাপারটি যথাযথই শ্রবণ করেছি, যথার্থই গ্রহণ করেছি, সঠিকভাবে মনে ধারণ করেছি, যথার্থই অনুধাবন করেছি?"

৩. "সত্য-সত্যই সজ্ঝ, তুমি বিষয়টি যথাযথই শ্রবণ করেছ, যথার্থই গ্রহণ করেছ, সঠিকভাবে মনে ধারণ করেছ, যথার্থই অনুধাবন করেছ। সজ্ঝ, আমি পূর্বে ঘোষণা করেছি এবং এখনো ঘোষণা করছি—যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, জীবন অতিবাহিত, করণীয় কৃত, ভার অপনোদিত, লক্ষ্যস্থলে উপনীত, ভব

সংযোজন ক্ষীণ, সম্যকভাবে জ্ঞাত, বিমুক্ত সে নয়টি বিষয় লঙ্ঘন করতে পারে না—একজন ক্ষীণাসব ভিক্ষু সজ্ঞানে কোনো প্রাণিহত্যা করতে পারে না, চৌর্যচিত্তে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করতে পারে না, মৈথুন সেবন করতে পারে না, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাভাষণ করতে পারে না, পূর্বেকার আগারিক জীবনে থাকাকালীন যে সঞ্চয় মনোবৃত্তি ছিল সঞ্চয়ে তদ্রূপ কোনো ঔৎসুক্য প্রদর্শন করতে পারে না, অর্হৎ, ক্ষীণাসব ভিক্ষু ইচ্ছাপূর্বক বিপথে যেতে পারে না, দোষযুক্ত হয়ে বিপথে যেতে পারে না, মোহাচ্ছন্ন হয়ে বিপথে যেতে পারে না, ভয়ে ভীত হয়ে বিপথে যেতে পারে না; বুদ্ধকে অস্বীকার করতে পারে না, ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না, সংঘকে অস্বীকার করতে পারে না, শিক্ষাকে অস্বীকার করতে পারে না। সজ্জ, আমি পূর্বেও বলেছি এবং এখনো ঘোষণা করছি, একজন অর্হৎ ক্ষীণাসব ভিক্ষু যার জীবন অতিবাহিত, করণীয় কৃত, অপনোদিত ভার, লক্ষ্যস্থলে উপনীত, ভব সংযোজন ক্ষীণ হয়েছে, সম্যকভাবে জ্ঞাত, বিমুক্ত সে এই নয়টি বিষয় লঙ্ঘন করতে পারে না।”

৯. পুদ্গল সূত্র

৯.১. “ভিক্ষুগণ, এই নববিধ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। নয় কী কী?

২. অর্হৎ, অর্হত্ত্বে উপনীত, অনাগামী, অনাগামীফল প্রত্যক্ষ করণে উপনীত, সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষকরণে উপনীত, স্রোতাপন্ন, স্রোতাপন্নফল প্রত্যক্ষকরণে উপনীত, পৃথগ্‌জন ভিক্ষুগণ, এই নববিধ পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।”

১০. আহ্বানযোগ্য সূত্র

১০.১. “ভিক্ষুগণ, এই নববিধ পুদ্গল শ্রদ্ধেয়, সম্মানযোগ্য, দানযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। নয় কী কী?

২. অর্হৎ, অর্হত্ত্বে উপনীত, অনাগামী, অনাগামীফল প্রত্যক্ষকরণে উপনীত, সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফল প্রত্যক্ষকরণে উপনীত, স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল প্রত্যক্ষকরণে উপনীত, গোত্রভূ।

ভিক্ষুগণ, এই নববিধ পুদ্গল শ্রদ্ধেয়, সম্মানযোগ্য, দানযোগ্য, অঞ্জলিযোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।”

[সম্বোধি-বর্গ প্রথম সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

সম্বোধি, নিস্‌সয় এবং মেঘিয়, নন্দক, বল,
সেবন, সুতবা, সজ্ঝ, পুদ্গল এবং শ্রদ্ধেয়।

২. সিংহনাদ বর্গ

১. সিংহনাদ সূত্র

১১.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেছি এবং এখন আমি জনপদে যেতে ইচ্ছুক।"

"সারিপুত্র, এখন তুমি যা উপযুক্ত মনে কর তা কর।" তৎপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র আসন থেকে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

২. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের চলে যাওয়ার অল্পকালের মধ্যে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র আমাকে অভিযুক্ত করেছেন এবং আমার থেকে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে চলে গেলেন। ভগবান তখন এক ভিক্ষুকে আহ্বান করে বললেন, "ওহে ভিক্ষু, আমার নির্দেশে সারিপুত্রকে আহ্বান কর, "বন্ধু সারিপুত্র, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করেছেন।" "হ্যাঁ ভন্তে," ভিক্ষুটি উত্তর দিলেন এবং ভগবান কর্তৃক প্রতিশ্রুত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন, "বন্ধু, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করেছেন।" "হ্যাঁ, বন্ধু", আয়ুষ্মান সারিপুত্র সেই ভিক্ষুকে সম্মতি দিলেন। সে সময় আয়ুষ্মান মোদ্গলায়ন এবং আয়ুষ্মান আনন্দ চাবি নিয়ে বিহার হতে বিহারে গেলেন এবং বললেন, "আয়ুষ্মানগণ, তাড়াতাড়ি আসুন, যেহেতু শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র এখন ভগবানের সম্মুখে সিংহনাদ করবেন।"

৩. তৎপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান বললেন, "আয়ুষ্মান সারিপুত্র, এখানে তোমার জনৈক সব্রহ্মচারী তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে, "ভন্তে, আয়ুষ্মান

সারিপুত্র আমাকে অভিযুক্ত করেছেন এবং আমার থেকে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে চলে গেছেন।"

৪. "ভন্তে, এটা সত্য যে, যাঁর কায়গতাস্মৃতি নেই তিনি অন্য সব্রহ্মচারীকে অভিযুক্ত করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে চলে যেতে পারেন।

যেমন, ভন্তে, তারা পৃথিবীতে শুচি পদার্থ, অশুচি পদার্থ, গূথ পদার্থ, মূত্র, থুথু, পুঁয, রক্ত নিক্ষেপ করছে, তথাপি পৃথিবী পরম বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা নিদারুণ বিরক্তিতে ভরে উঠছে না, তদ্রূপ, ভন্তে, আমি পৃথিবী সদৃশ মহৎ, অপ্রমাণ মৈত্রী ও বিদ্বেষহীন চিত্তে অবস্থান করছি। ভন্তে, এটা সত্য যে, যাঁর মধ্যে কায়গতাস্মৃতি অবিদ্যমান তিনি অন্যতর সব্রহ্মচারীকে দোষারোপ করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে চলে যেতে পারেন।

যেমন, ভন্তে, তারা জলে শুচি পদার্থ, অশুচি পদার্থ, গূথ পদার্থ, মূত্র, থুথু, রক্ত ধৌত করে, তৎসত্ত্বেও জল পরম বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা নিদারুণ বিরক্তিতে ভরে উঠে না, তদ্রূপ, আমি জল সদৃশ মহৎ, বিপুল, অপ্রমাণ মৈত্রী ও বিদ্বেষহীন চিত্তে অবস্থান করি। ভন্তে, সত্য সত্যই যাঁর মধ্যে কায়গতা স্মৃতি বিদ্যমান নেই তিনি অন্যতর সব্রহ্মচারীর প্রতি দোষ করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বেরিয়ে যেতে পারেন।

যেমন, ভন্তে, তেজ শুচিকেও দহন করে, অশুচিকেও দহন করে, গূথ পদার্থকেও দহন করে, মূত্র, থুথু, পুঁষ, রক্তকেও দহন করে, তৎসত্ত্বেও, তেজ পরম বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা নিদারুণ বিরক্তিতে ভরে উঠে না, তদ্রূপ, ভন্তে, তেজ সদৃশ আমি মহৎ, বিপুল, অপ্রমাণ মৈত্রী ও বিদ্বেষহীন চিত্তে অবস্থান করি। ভন্তে, এটা সত্য যে, যাঁর মধ্যে কায়গতা স্মৃতি বিদ্যমান নেই তিনি অন্যতর সব্রহ্মচারীকে বিদ্রূপ করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বেরিয়ে যাবেন তা বলাই বাহুল্য।

যেমন, ভন্তে, বায়ু প্রবাহিত হলে শুচি, অশুচি, গূথ, মূত্র, থুথু, পুঁয এবং রক্ত—এসব পদার্থকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়, তৎসত্ত্বেও বায়ু পরম বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা বিরক্তি প্রকাশ করে না, তদ্রূপ, বায়ু সদৃশ আমি মহৎ, বিপুল, অপ্রমাণ মৈত্রী ও বিদ্বেষহীন চিত্তে অবস্থান করি। ভন্তে, এটা সত্য যে, যাঁর মধ্যে কায়গতাস্মৃতি বিদ্যমান নেই তিনি একজন সব্রহ্মচারীকে বিদ্রূপ করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বেরিয়ে যেতে পারেন।

যেমন, ভন্তে, ধুলা ঝাড়ার নেকড়া শুচি, অশুচি, গূথ, মূত্র, থুথু, পুঁয এবং রক্ত—এসব পদার্থকে মুছে ফেলে, তৎসত্ত্বেও, মোছার নেকড়া বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা বিরক্তি প্রকাশ করে না; তদ্রূপ, ভন্তে, নেকড়া সদৃশ আমি মহৎ,

বিপুল, অপ্রমাণ মৈত্রী ও বিদ্বেষহীন চিত্তে অবস্থান করি। ভন্তে, সত্য-সত্যই যাঁর মধ্যে কায়গতাস্মৃতি অবিদ্যমান তিনি একজন সব্রহ্মচারীকে বিদ্রূপ করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বেরিয়ে যেতে পারেন। এতে বিচিত্র কী!

যেমন, ভন্তে, কোনো চণ্ডাল[১] কুমার বা চণ্ডাল কুমারী ছিন্ন বস্ত্র টুকরা পরিহিত হয়ে ভিক্ষা থালা হস্তে গ্রাম বা নিগমে প্রবেশ করে বিনীত মুখাবয়ব ধারণ করে চলে; তদ্রূপ, ভন্তে, আমি চণ্ডাল কুমার সদৃশ মহৎ, বিপুল, অপ্রমাণ মৈত্রী ও বিদ্বেষহীন চিত্তে অবস্থান করি। ভন্তে, এটা সত্য যে, যাঁর মধ্যে কায়গতাস্মৃতি লেশমাত্র বিদ্যমান নেই তিনি সব্রহ্মচারীর নিন্দা করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বের হয়ে যেতে পারেন।

যেমন, ভন্তে, কোনো ছিন্ন শিং শান্ত, সুদান্ত, সুবিনীত ষাঁড় রাস্তা হতে রাস্তায়, দুই রাস্তার সঙ্গমস্থল হতে দুই রাস্তার সঙ্গমস্থলে ঘুরে বেড়ানোর সময় এর পা বা শিং দ্বারা কারো ক্ষতি করে না; তদ্রূপ, ভন্তে, ছিন্ন শিং ষাঁড় সদৃশ আমি মহৎ, বিপুল, অপ্রমেয় মৈত্রী ও বিদ্বেষহীন চিত্তে অবস্থান করি। ভন্তে, এটা সত্য যে, যাঁর মধ্যে কায়গতাস্মৃতি বিদ্যমান নেই তিনি সব্রহ্মচারীর নিন্দা করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বের হয়ে যেতে পারেন।

যেমন, ভন্তে, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ বা বালক বা যুবক মস্তক ধৌত করে, পোষাক পরিহিত হয়ে যদি তার কণ্ঠে সর্প, কুকুর বা মনুষ্য মৃতদেহ ঝুলিয়ে দেয় তাহলে পরম বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা বিরক্তি উদ্রেক করে। তদ্রূপ, ভন্তে, আমি এই দুর্গন্ধযুক্ত কায়ের পরম বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা বিরক্তিতে পরিপূর্ণ। ভন্তে, সত্য-সত্যই যাঁর মধ্যে কায়গতা স্মৃতি বিদ্যমান নেই তিনি সব্রহ্মচারীর নিন্দা করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বের হয়ে যেতে পারেন।

যেমন, ভন্তে, কোনো লোক ছিদ্রযুক্ত, বিচ্ছিদ্রযুক্ত মেদপূর্ণ গাত্রে যা হতে ধীরে ধীরে, ফোঁটা ফোঁটা মেদ পড়ে তা বহন করে; তদ্রূপ, ভন্তে, আমি ছিদ্রযুক্ত, বিচ্ছিদ্রযুক্ত এ দেহকে বহন করি। ভন্তে, এটা সত্য যে, যাঁর মধ্যে কায়গতাস্মৃতি বিদ্যমান নেই তিনি সব্রহ্মচারীকে নিন্দা করে ক্ষমা না চেয়ে পর্যটনে বের হয়ে যেতে পারেন।”

৫. অতঃপর সেই ভিক্ষু আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ভগবানের পাদে মস্তক রেখে নিপতিত হয়ে ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, আমি লঙ্ঘনের ফাঁদে পড়েছি। নির্বোধের ন্যায়, অন্ধলোকের ন্যায়, দুর্জন সদৃশ আমি অন্যায়ভাবে, অনর্থক, মিথ্যার বশবর্তী হয়ে শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে অভিযুক্ত করেছি। ভন্তে, আমাকে পাপের ক্ষমা করুন, পাপ হতে ভবিষ্যতে আমি যেন নিজকে সংযত করতে পারি।”

"সত্যই হে ভিক্ষু, তুমি পাপ করেছ। নির্বোধের ন্যায়, অন্ধলোকের মত, দুর্জন সদৃশ তুমি অন্যায়ভাবে, অনর্থক, মিথ্যার বশবর্তী হয়ে শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে অভিযুক্ত করেছ। কিন্তু যেহেতু তুমি পাপকে পাপ হিসাবে এবং যথাধর্ম প্রতিকার করেছ তাই আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম। সত্যই, হে ভিক্ষু, এটা তার কারণে আর্যদের বিনয়ের[২] লাভ যে পাপকে পাপ হিসাবে দেখেছে তদ্রূপ স্বীকার করেছে, সংশোধন করেছে যাতে ভবিষ্যতে সে যেন নিজকে সংযত করতে পারে[৩]"।

৬. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করলেন, "সারিপুত্র, এ মূর্খ ব্যক্তি যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে তার মস্তক সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত[৪] হওয়ার পূর্বে তাকে ক্ষমা কর।" "ভন্তে, যদি তিনি আমাকে এরূপ বলেন তাহলে আমি সেই আয়ুষ্মানকে ক্ষমা করছি এবং তিনিও আমাকে ক্ষমা করুন।"

২. স-উপাদিসেস সূত্র

১২.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর সঙ্গে নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করেন। তখন[৫] শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র চিন্তা করলেন, "শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের পক্ষে এখনো অনেক সময় আছে। এসময়ের মধ্যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হওয়া যেতে পারে।" তৎপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে কুশল বিনিময় করেন, কুশল বিনিময়ের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন।

২. সে সময় যেসব উপবিষ্ট সমবেত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক ছিলেন তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল—"যারা স-উপাদিসেস কালগত হয় তারা নিরয় হতে অপরিমুক্ত, তির্যগ্ যোনি হতে অপরিমুক্ত, প্রেতত্ব হতে অপরিমুক্ত, অপায় দুর্গতি বিনিপাত হতে অপরিমুক্ত।"

৩. তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষিত বিষয়কে অভিনন্দন কিংবা অবজ্ঞা না করে আসন হতে উঠে চলে যাওয়ার সময় নিজকে নিজে বললেন, "আমি ভগবান হতে এ ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব।" তৎপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তন করে পিণ্ডপাত গ্রহণ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে

উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, তখন আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিহিত হয়ে শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করি। ভন্তে, তখন আমি চিন্তা করলাম, শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের পক্ষে এখনো অনেক সময় বাকি আছে। এসময়ের মধ্যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে কুশল বিনিময় করেন, কুশল বিনিময়ের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন।

সে সময় যেসব উপবিষ্ট সমবেত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক ছিলেন তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল—"যারা স-উপাদিসেস কালগত হয় তারা নিরয় হতে অপরিমুক্ত, তির্যগ্‌যোনি হতে অপরিমুক্ত, প্রেতত্ব হতে অপরিমুক্ত, অপায় দুর্গতি বিনিপাত হতে অপরিমুক্ত।"

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষিত বিষয় অভিনন্দন কিংবা অবজ্ঞা না করে আসন হতে উঠে চলে যাওয়ার সময় নিজকে নিজে বললেন, "আমি ভগবান হতে এ ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব।"

৪. "সারিপুত্র, এসব অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকের কেউ কেউ নির্বোধ এবং বোধশক্তি হীন, কেউ স-উপাদিসেসকে স-উপাদিসেস হিসাবে জানবে, কেউ অনুপাদিসেসকে অনুপাদিসেস হিসাবে জানবে। সারিপুত্র, এই নয় প্রকার পুদ্গল যখন স-উপাদিসেস কাল প্রাপ্ত হয় তারা নরক হতে, তির্যগ্‌যোনি, প্রেতত্ব ও অপায়দুর্গতি হতে পরিমুক্ত হয়। নয় কী কী?

৫. সারিপুত্র, কোনো পুদ্গল শীল-সমাধি পরিপূরণকারী কিন্তু প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী নহে[৬.] সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে অন্তরাপরিনিব্বায়ী হয়[৭.] সারিপুত্র, এ ধরনের পুদ্গল প্রথম পুদ্গল যে স-উপাদিসেস কাল প্রাপ্ত হয়ে নরক, তির্যগ্‌যোনি, প্রেত ও অপায়দুর্গতি হতে পরিমুক্ত হয়।

৬. পুনঃ, সারিপুত্র, কোনো পুদ্গল শীল ও সমাধি পরিপূরণকারী কিন্তু প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী নহে। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে উপহচ্চপরিনিব্বায়ী হয়, সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে অসংস্কারপরিনিব্বায়ী হয়। সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে সসংস্কারপরিনিব্বায়ী হয়, সে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে সে ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হয়। সারিপুত্র, এটা পঞ্চম পুদ্গল যে স-উপাদিসেস কালপ্রাপ্ত হয়ে নরক, তির্যগ্‌যোনি, প্রেত ও অপায়দুর্গতি হতে পরিমুক্ত হয়।

৭. পুনরায়, সারিপুত্র, কোনো পুদ্গল শীল পরিপূরণকারী কিন্তু সমাধি

কিংবা প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী নহে। সে ত্রি-সংযোজন ক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করে সকৃদাগামী হয়, সে জগতে একবার মাত্র প্রত্যাগমন করে এবং দুঃখের অন্তসাধন করে। সারিপুত্র, এটা ষষ্ঠ পুদ্গল যে স-উপাদিসেস কাল প্রাপ্ত হয়ে নরক, তির্যগ্‌যোনি, প্রেত ও অপায়দুর্গতি হতে মুক্ত হয়।

৮. পুনঃ, সারিপুত্র, কোনো পুদ্গল শীল পরিপূরণকারী কিন্তু সমাধি কিংবা প্রজ্ঞা পরিপূরণকারী নহে। সে ত্রি-সংযোজন ক্ষয় করে একবীজি[৮] হয় এবং একবার মাত্র মনুষ্য হিসাবে জন্মগ্রহণ করে দুঃখের অন্তসাধন করে। সারিপুত্র, এটা সপ্তম পুদ্গল যে স-উপাদিসেস কালপ্রাপ্ত হয়ে নরক, তির্যগযোনি, প্রেত ও অপায়দুর্গতি হতে মুক্ত হয়।

৯. পুনরায়, সারিপুত্র, কোনো পুদ্গল শীল পরিপূরণকারী, সমাধি ও প্রজ্ঞায় মধ্যম ধরনের কৃতকার্য। সে ত্রি-সংযোজন ক্ষয় করে কুল হতে কুলে গমনকারী, দুই বা তিন কুল ধাবমান হয়ে দুঃখের অন্তসাধন করে। সারিপুত্র, এটা অষ্টম পুদ্গল যে স-উপাদিসেস কালপ্রাপ্ত হয়ে নরক, তির্যগ্‌যোনি, প্রেত ও অপায়দুর্গতি হতে মুক্ত হয়।

১০. পুনঃ, সারিপুত্র, কোনো পুদ্গল শীল পরিপূরণকারী, সমাধি ও প্রজ্ঞায় মধ্যম ধরনের কৃতকার্য। সে ত্রি-সংযোজন ক্ষয় করে সর্বাধিক সাতবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং সর্বাধিক সাতবার দেব এবং মনুষ্যদের মধ্যে সংসরণ-সন্ধাবন করতে করতে সে দুঃখের অন্তসাধন করে[৯]. সারিপুত্র, এটা নবম পুদ্গল যে স-উপাদিসেস কালপ্রাপ্ত হয়ে নরক, তির্যগ্‌যোনি, প্রেত ও অপায়দুর্গতি হতে মুক্ত হয়।

সারিপুত্র, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কেউ কেউ নির্বোধ এবং বোধশক্তিহীন, কেউ স-উপাদিসেসকে স-উপাদিসেস এবং অনুপাদিসেসকে অনুপাদিসেস হিসাবে জানবে।

সত্যই, সারিপুত্র, এই নয় প্রকার পুদ্গল যখন স-উপাদিসেস কালগত হয় তারা নরক, তির্যগ্‌যোনি, প্রেত ও অপায়দুর্গতি হতে পরিমুক্ত হয়। সারিপুত্র, এখনো পর্যন্ত এই ধর্মপর্যায় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকাদেরকে ভাষিত হয়নি। তার কারণ কী? পাছে এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করে তারা নিজেদের প্রমাদ নিয়ে এসেছিল। অধিকন্তু, সারিপুত্র, এই ধর্মপর্যায় আমা দ্বারা প্রশ্নকৃত হয়ে ভাষিত হয়েছিল।”

৩. কোট্ঠিক/কোট্ঠিত সূত্র

১৩.১. অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিত[১০] শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে দর্শন

করতে উপস্থিত হয়েছিলেন, উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে কুশল বাক্য বিনিময় করেন, কুশল বাক্য বিনিময়ের পর একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় মহাকোট্ঠিত শ্রদ্ধেয় সারিপুত্রকে এরূপ বললেন, "বন্ধু সারিপুত্র, এটা কিরূপ? কেউ কি এ আশায় ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করেঃ "বর্তমানে এখানে আমি যা কিছু অনুভব করছি ভবিষ্যতেও আমি যেন অনুরূপ অনুভব করতে পারি।""

"প্রকৃতপক্ষে তা নহে বন্ধু।"

"কিন্তু বন্ধু সারিপুত্র, এটা কি এর ঠিক বিপরীতটা?"

"না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নয়।"

"বন্ধু সারিপুত্র, "যে কর্ম সুখবেদনীয়, আমার সেই কর্ম দুঃখবেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?"

"বন্ধু, সত্য-সত্যই তা নহে।"

"কেমন বন্ধু সারিপুত্র, "যে কর্ম দুঃখবেদনীয়, আমার সেই কর্ম সুখবেদনীয় হোক," এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?"

"বন্ধু সত্যই তা নহে।"

"বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, "যে কর্ম পরিপক্ববেদনীয়, আমার সে কর্ম অপরিপক্ববেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের অধীনে ব্রহ্মচর্য বাস করে?"

"বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।"

"বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, "যে কর্ম অপরিপক্ববেদনীয়, আমার সে কর্ম পরিপক্ববেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?""

"বন্ধু, সত্যই তা নহে।"

"এটা কেমন, বন্ধু সারিপুত্র, "যে কর্ম বহুবেদনীয়, আমার সে কর্ম অল্পবেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের অধীনে ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করে?""

"না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।"

"এটা কেমন, বন্ধু সারিপুত্র, "যে কর্ম অল্পবেদনীয়, আমার সে কর্ম বহুবেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?""

"না বন্ধু, তা নহে।"

"এটা কেমন, বন্ধু সারিপুত্র, "যে কর্ম বেদনীয়, আমার সেই কর্ম অবেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?""

"বন্ধু, সত্যই তা নহে।"

"বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, "যে কর্ম অবেদনীয়, আমার সে কর্ম বেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করে?""

"না বন্ধু, সত্যই তা নহে।"

২. "বন্ধু সারিপুত্র, এটা কীরূপ? "বর্তমানে এখানে আমি যা কিছু অনুভব করছি ভবিষ্যতেও আমি যেন অনুভব করতে পারি" কেউ কি এ আশায় ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?" এভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, "না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।""

"বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন "যে কর্ম ভবিষ্যৎ বেদনীয়, আমার সে কর্ম বর্তমান বেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?" "এভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, "না বন্ধু, সত্যই তা নহে।"

"তাহলে বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, "কর্ম সুখবেদনীয়, আমার সে কর্ম দুঃখবেদনীয় হোক", এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?" "এভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, "না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।"

"বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, "যে কর্ম দুঃখবেদনীয়, আমার সে কর্ম সুখবেদনীয় হোক", এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?" "এভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, "না বন্ধু, সত্য সত্যই তা নহে।"

"বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, "যে কর্ম পরিপক্কবেদনীয়, আমার সে কর্ম অপরিপক্কবেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করে?" "এভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, "না বন্ধু, সত্যই তা নহে।"

"বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, "যে কর্ম অপরিপক্কবেদনীয়, আমার সে কর্ম পরিপক্কবেদনীয় হোক" এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য যাপন করে?" "এভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, "না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।"

"বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, "যে কর্ম বহুবেদনীয়, আমার সে কর্ম

অল্পবেদনীয় হোক” এ প্রত্যাশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য যাপন করে?” “এ প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, “না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।”

“বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, “যে কর্ম অল্পবেদনীয়, আমার সে কর্ম বহুবেদনীয় হোক” এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য যাপন করে?” “এভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, “না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।””

“বন্ধু সারিপুত্র, “যে কর্ম বেদনীয়, আমার সে কর্ম অবেদনীয় হোক” এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য যাপন করে?” “এ প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, “না বন্ধু, সত্যই তা নহে।”

“বন্ধু সারিপুত্র, এটা কেমন, “যে কর্ম অবেদনীয়, আমার সে কর্ম বেদনীয় হোক” এ আশায় কি কেউ ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য যাপন করে?” “এ প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, “না বন্ধু, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।” তাহলে ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য যাপনের কারণ কী?”

৩. “বন্ধু, যা কিছু অজ্ঞাত তা জানার জন্য, যা কিছু অদৃষ্ট তা দর্শনের জন্য, যা কিছু অপ্রাপ্ত তার প্রাপ্তির জন্য, যা কিছু অপ্রত্যক্ষ তার প্রত্যক্ষণ বা আয়ত্তের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত হয়।”

“বন্ধু, যা কিছু অজ্ঞাত তা জানার জন্য, যা কিছু অদৃষ্ট তা দর্শনের জন্য, যা কিছু অপ্রাপ্ত তার প্রাপ্তির জন্য, যা কিছু অপ্রত্যক্ষ তার প্রত্যক্ষণ বা আয়ত্তের জন্য কি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত হয়?”

“এটা দুঃখ—যা কিছু অজ্ঞাত তা জানার জন্য, যা কিছু অদৃষ্ট তা দর্শনের জন্য, যা কিছু অপ্রাপ্ত তা প্রাপ্তির জন্য, যা কিছু অপ্রত্যক্ষ তা প্রত্যক্ষণ এবং আয়ত্তের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত হয়।”

“এটা দুঃখ সমুদয়—যা কিছু অজ্ঞাত তা জানার জন্য, যা কিছু অদৃষ্ট তা দর্শনের জন্য, যা কিছু অপ্রাপ্ত তা প্রাপ্তির জন্য, যা কিছু অপ্রত্যক্ষ তা প্রত্যক্ষণ এবং আয়ত্তের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত হয়।”

“এটা দুঃখ নিরোধ—এটা অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অপ্রাপ্ত, অপ্রত্যক্ষ বা অনায়ত্ত এবং বন্ধু, এটা জানার জন্য, দর্শনের জন্য, প্রাপ্তির জন্য, প্রত্যক্ষণ এবং আয়ত্তের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত হয়।”

“এটা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা—এটা অজ্ঞাত অদৃষ্ট, অপ্রাপ্ত, অপ্রত্যক্ষ বা অনায়ত্ত এবং বন্ধু, এটা জানার জন্য, দর্শনের জন্য, প্রাপ্তির জন্য, প্রত্যক্ষণ এবং আয়ত্তের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত

হয়।”

“বন্ধু, এটা অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অপ্রাপ্ত, অপ্রত্যক্ষ বা অনায়ত্ত, এটা জানার জন্য, দর্শনের জন্য, প্রাপ্তির জন্য, প্রত্যক্ষণ বা আয়ত্তের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য জীবন যাপিত হয়।”

৪. সমিদ্ধি সূত্র

১৪.১. অতঃপর আয়ুষ্মান সমিদ্ধি[১১] আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সমিদ্ধিকে আয়ুষ্মান সারিপুত্র বললেন, “কিসের ভিত্তিতে পুরুষের সংকল্পবিতর্ক উৎপন্ন হয়?”

“ভন্তে, নাম এবং রূপের ভিত্তিতে। কি তাদিগকে নানাত্ব দান করে, সমিদ্ধি?” “ধাতু ভন্তে।” “সমিদ্ধি, কি কারণে এদের উৎপত্তি?” “ভন্তে, স্পর্শের কারণে” “তাদের সাধারণ ভিত্তি কোথায়?” “ভন্তে, বেদনায়।” “সমিদ্ধি, কি তাদের মুখ্য?” “সমাধি মুখ্য অবস্থা, ভন্তে।” “সমিদ্ধি, কি তাদের অধিপতি?” “ভন্তে, স্মৃতিপরায়ণতা অধিপতি।” “সমিদ্ধি, কি তাদের উচ্চতর অবস্থা?” “ভন্তে, প্রজ্ঞা।” “সমিদ্ধি, কি তাদের সার?” “ভন্তে, বিমুক্তিসার।” “সমিদ্ধি, তারা কিসে মিশে যায়?” “ভন্তে, অমৃতে (মৃত্যুহীনে)”।

২. “সমিদ্ধি, কিসের ভিত্তিতে পুরুষের সংকল্পবিতর্ক উৎপন্ন হয়?” এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে “নাম এবং রূপের ভিত্তিতে ভন্তে,” উত্তর দিতেছ; “কী তাদিগকে নানাত্ব দান করে সমিদ্ধি?” এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে “ধাতু ভন্তে” উত্তরে বলতেছ, “কী কারণে সমিদ্ধি এদের উৎপত্তি” এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে “ভন্তে, স্পর্শের কারণে “এ বলে উত্তরে বলছ; “এদের সাধারণ ভিত্তি কোথায় সমিদ্ধি?” এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তুমি বলতেছ “ভন্তে, বেদনায়”; “সমিদ্ধি, কী তাদের মুখ্য?” এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তুমি উত্তরে বলতেছ, “সমাধি মুখ্য ভন্তে”; “সমিদ্ধি, কি তাদের অধিপতি?” এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তুমি উত্তরে বলছ, “ভন্তে, স্মৃতিপরায়ণতা।” “সমিদ্ধি, কী তাদের উচ্চতর অবস্থা?” এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তুমি উত্তরে বলতেছ, “ভন্তে, প্রজ্ঞা।” “সমিদ্ধি, কী তাদের সার?” এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তুমি বলতেছ, “ভন্তে, বিমুক্তিসার।” “সমিদ্ধি, তারা কিসে মিশে যায়?” এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে তুমি উত্তরে বলতেছ, “ভন্তে, অমৃতে (মৃত্যুহীনে)”। সাধু, সাধু সমিদ্ধি; তোমার নিকট উত্থাপিত প্রশ্নের

যথার্থ উত্তরই প্রদান করেছ। কিন্তু তাই বলে সেজন্য দম্ভ করো না।"

৫. গণ্ড সূত্র

১৫.১. "ভিক্ষুগণ, বহু বৎসর ধরে সৃষ্ট একটা গণ্ডের বিষয় কল্পনা কর। এ ক্ষতের নয়টি মুখ, নয়টি স্বাভাবিক মুখ থাকতে পারে। তা হতে যা কিছু বের হতে পারে অশুচি অবশ্যই বের হয়; দুর্গন্ধ অবশ্যই বের হয়; অতিশয় ঘৃণিত বস্তু বের হয়, যা কিছু নির্গত হয় অশুচিই নির্গত হয়, দুর্গন্ধই নির্গত হয়, ঘৃণিত বস্তুই নির্গত হয়।

২. গণ্ড, ভিক্ষুগণ, চতুর্মহাভূত কায়ের একটি নাম, মাতাপিতার উৎপাদন, খাদ্য ও টক, দুধের একটা পিণ্ড যা অনিত্য এবং উৎসাদন, পরিমর্দন, ভেদন, বিধ্বংসন-ধর্মের অধীন, এর নয়টি মুখ, নয়টি স্বাভাবিক মুখ। তা হতে যা কিছু বের হয় অশুচিই বের হয়, দুর্গন্ধ বের হয়, ঘৃণিত বস্তুই বের হয়; যা কিছু নির্গত হয় অশুচিই নির্গত, দুর্গন্ধ নির্গত হয়। ঘৃণিত বস্তুই নির্গত হয়।

সেজন্য ভিক্ষুগণ, এ কায়ে বিরাগ পোষণ কর।"

৬. সংজ্ঞা সূত্র

১৬.১. "ভিক্ষুগণ, এই নয়টি সংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে মহা ফল প্রদায়ক, মহা আনিশংসসম্পন্ন, অমৃতে মিশে যায়, অমৃতে পর্যাবসান হয়। নয় কী কী?

২. অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, পরিত্যাগসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, এই নয়টি সংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে মহা ফল প্রদায়ক, মহা আনিশংসসম্পন্ন, অমৃতে মিশে যায়, অমৃতে পর্যাবসান হয়।"

৭. কুল[১২] সূত্র

১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি কেউ ইতো মধ্যে কোনো পরিবারে গমন না করে থাকে তাহলে এই নবাঙ্গযুক্ত কারণে গমন শোভন কিংবা গমন করে থাকলে তাদের সাথে উপবেশন অশোভন। নয় কী কী?

২. তারা আনন্দিত মনে আসন থেকে উঠে দাঁড়ায় না, আনন্দিত মনে অভিবাদন করে না, আনন্দিত মনে আসন প্রদান করে না, আসন থাকলেও লুকিয়ে রাখে, অনেক থাকা সত্ত্বেও অল্পই দেয়। উত্তম খাদ্য থাকা সত্ত্বেও মোটা খাদ্যই দেয়, শ্রদ্ধা সহকারে দেয় না, ধর্ম শ্রবণের জন্য উপবেশন করে

না, ভাষিত বিষয়ের রস উপভোগ করে না।

ভিক্ষুগণ, যদি কেউ ইতোমধ্যে কোনো পরিবারে গমন না করে থাকে তাহলে অশোভন এ নবাঙ্গযুক্ত কারণে গমন কিংবা গমন করে থাকলে তাদের সাথে উপবেশন অশোভন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যদি কেউ ইতোমধ্যে গমন না করে থাকে এই নবাঙ্গযুক্ত কারণে গমন শোভন কিংবা গমন করে থাকলে তাদের সাথে উপবেশন শোভন। নয় কী কী?

৪. তারা আনন্দিত মনে আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়, আনন্দিত মনে অভিবাদন করে, আনন্দিত মনে আসন প্রদান করে, আসন থাকলে লুকিয়ে রাখে না, অনেক থাকলে প্রচুর দেয়, প্রণীত থাকলে প্রণীতই দেয়, অসম্মান ও অশ্রদ্ধাভরে দেয় না, সম্মান ও শ্রদ্ধাভরেই দেয়, ধর্ম শ্রবণের জন্য উপবেশন করে, ভাষিত বিষয়ের রস উপভোগ করে।

ভিক্ষুগণ, যদি কেউ ইতোমধ্যে কোনো পরিবারে গমন না করে এই নবাঙ্গযুক্ত কারণে গমন শোভন কিংবা গমন করে থাকলে তাদের সাথে উপবেশন শোভন।"

৮. নবাঙ্গ উপোসথ সূত্র

১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, উপোসথ দিবসে যখন নবাঙ্গসম্পন্ন[১৩] উপোসথ রক্ষিত ও উদ্‌যাপিত হয় তা মহাফলদায়ক, মহা আনিশংসকর, মহোজ্জ্বল, ব্যাপক পরিব্যাপ্ত হয় এবং কীভাবে নবাঙ্গসম্পন্ন উপোসথ রক্ষিত ও উদ্‌যাপিত হয় যা মহাফলদায়ক, মহা আনিশংসকর, মহোজ্জ্বল, ব্যাপক পরিব্যাপ্ত হয়?

২. হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের বিষয় বিবেচনা কর যে গভীরভাবে বিবেচনা করে—"যাবজ্জীবন অরহৎগণ প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত; তাঁরা দণ্ড এবং শস্ত্র পরিহার করে বিবেকবান এবং সর্বজীবের প্রতি দয়াশীল, করুণাপূর্ণ, অনুকম্পাশীল হয়ে বাস করেন। আমিও এখন অদ্য রাত্রে এবং দিনে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হব; দণ্ড এবং শস্ত্র পরিত্যাগ করে আমি বিবেকবান এবং সর্ব জীবের প্রতি দয়ালু, করুণাপূর্ণ, অনুকম্পাশীল হয়ে বাস করব। সুতরাং, এ উপায়ে আমি অর্হৎগণের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ পালন করব।" এই প্রথম গুণে উপোসথ উদ্‌যাপিত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের বিষয় বিবেচনা কর যে গভীরভাবে

বিবেচনা করে—"অর্হৎগণ যাবজ্জীবন অদত্তবস্তু গ্রহণ প্রতিবিরত। তাঁরা প্রদত্ত বস্তু গ্রহণকারী, প্রদত্তবস্তু প্রত্যাশী, চৌর্যবৃত্তি নয়, শুচিসম্পন্ন হয়ে তাঁরা জীবন নির্বাহ করেন। আমিও এখন অদ্য দিনে এবং রাতে প্রদত্তবস্তু গ্রহণকারী প্রদত্তবস্তু প্রত্যাশী হব; চৌর্যবৃত্তি নয়, শুচিসম্পন্ন হয়েই আমি জীবন নির্বাহ করব। সুতরাং, এ উপায়ে আমি অর্হৎগণের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ পালন করব। এই দ্বিতীয় গুণে উপোসথ যাপিত হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের বিষয় বিবেচনা কর যে গভীরভাবে বিবেচনা করে, অর্হৎগণ যাবজ্জীবন অব্রহ্মচর্য পরিহার করে ব্রহ্মচর্যে রত, তাঁরা মৈথুন, গ্রাম্য আচরণ বিরত। আমিও এখন থেকে তদ্রূপ করব। এ উপায়ে আমি অর্হৎগণের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ পালন করব। এই তৃতীয় গুণে উপোসথ প্রতিপালিত হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের বিষয় বিবেচনা কর যে গভীরভাবে বিবেচনা করে—অর্হৎগণ যাবজ্জীবন মিথ্যা ভাষণ পরিহার করে মিথ্যাভাষণ প্রতিবিরত, সত্যবাদী, আস্থাশীল, বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, তাঁরা জগতে কারো সাথে প্রবঞ্চনা করেন না। আমিও এখন অদ্য দিনে-রাতে মিথ্যাভাষণ প্রতিবিরত, সত্যবাদী, আস্থাশীল, বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য হব। জগতে কারো সাথে প্রবঞ্চনা করব না। সুতরাং, এ উপায়ে আমি অর্হৎগণের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ পালন করব। এই চতুর্থ গুণে উপোসথ উদ্‌যাপিত হয়।

৬. হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের বিষয় বিবেচনা কর যে গভীরভাবে বিবেচনা করে, "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন সুরা-মদ্যপান, প্রমাদজনককর্ম পরিহার করে সুরা-মদ্যপান ও প্রমাদজনক কার্য প্রতিবিরত হন। আমিও এখন থেকে তদ্রূপ করব। সুতরাং, এ উপায়ে আমি অর্হৎগণের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ পালন করব। এই পঞ্চম গুণে উপোসথ প্রতিপালিত হয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের বিষয় বিবেচনা কর যে গভীরভাবে বিবেচনা করে, "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন দিনে একবার মাত্র ভোজনকারী একাহারী, বিকালভোজন বিরত হন। আমিও এখন থেকে তদ্রূপ করব। সুতরাং, এ উপায়ে আমি অর্হৎগণের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ পালন করব। এই ষষ্ঠ গুণে উপোসথ প্রতিপালিত হয়।

৮. হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের বিষয় বিবেচনা কর যে গভীরভাবে বিবেচনা করে, "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন নৃত্য-গীত দর্শন, মালা পরিধান, নিজকে সজ্জিতকরণ বা অলংকার ইত্যাদি জাঁকজমক পরিধান, সুগন্ধি দ্রব্য

ব্যবহার প্রতিবিরত হন। আমিও এখন থেকে এসব হতে প্রতিবিরত হব। এ উপায়ে আমি অর্হৎগণের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ পালন করব। এই সপ্তম গুণে উপোসথ প্রতিপালিত হয়।

৯. হে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবকের বিষয় বিবেচনা কর যে গভীরভাবে বিবেচনা করে, "অর্হৎগণ যাবজ্জীবন উচ্চশয্যামহাশয্যা পরিত্যাগ করে উচ্চশয্যামহাশয্যা প্রতিবিরত হন, নিচু শয্যায় শয়ন করেন, মঞ্চে বা ছড়ানো তৃণে। আমিও এখন অদ্য দিবা এবং রাত্রে উচ্চশয্যা-মহাশয্যা ব্যবহার হতে বিরত হব, নিচু শয্যায়, মঞ্চে বা ছড়ানো তৃণে শয়ন করব। সুতরাং, এ উপায়ে আমি অর্হৎগণের উদাহরণ অনুসরণ করব এবং উপোসথ প্রতিপালন করব।" এই অষ্টম গুণে উপোসথ প্রতিপালিত হয়।

১০. ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক মৈত্রীযুক্ত চিত্তে একদিক পরিব্যাপ্ত করে বাস করেন; তদ্রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দিকও[১৪.] তদ্রূপ জগতের ঊর্ধ্ব, অধো চতুর্দিক, সর্বত্র তিনি বহুদূর প্রসারিত, বিপুল, মহৎ, অপ্রমাণ, বৈরিতাহীন, বিদ্বেষহীন, মৈত্রীযুক্ত চিত্তে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করেন। এই নবম গুণে উপোসথ প্রতিপালিত হয়।

ভিক্ষুগণ, উপোসথ দিবসে যখন এই নবাঙ্গযুক্ত উপোসথ প্রতিপালিত ও উদ্‌যাপিত হয় তা মহা ফলদায়ক মহা লাভজনক, মহোজ্জ্বল, মহা পরিব্যাপ্ত হয়।"

৯. দেবতা সূত্র

১৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দিব্য আভরণ প্রতিমণ্ডিত বহু দেবতা আপন দিব্যজ্যোতিতে সমগ্র জেতবন আলোকিত করে শেষ রাত্রে আমার নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হন। হে ভিক্ষুগণ, একপ্রান্তে দণ্ডায়মান সেসব দেবতা আমাকে বললেন, "ভন্তে, যখন পূর্বে আমরা মনুষ্যদের মধ্যে বাস করেছিলাম, অনাগারিক প্রব্রজিতগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যদিও আমরা (সম্মানবশত) আসন হতে উঠেছিলাম, আমরা (হাততুলে) তাঁদেরকে অভিবাদন জানাইনি। ভন্তে, এ কর্তব্য পরিপূরণ না করে আমরা তীব্র অনুশোচনা করেছি এবং তখন থেকে আমরা দুঃখ ভোগ করছি; যেহেতু, আমরা হীন কায়ে উৎপন্ন হয়েছি।"

২. "ভিক্ষুগণ, তখন সম্বহুল দেবতার অপর একজন আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন, "ভন্তে, পূর্বে আমরা যখন মনুষ্যদের মধ্যে

বাস করতেছিলাম তখন অনাগারিক প্রব্রজিতগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যদিও আমরা আসন হতে উঠেছিলাম এবং অভিবাদন করেছিলাম, আমরা তাঁদেরকে আসন প্রদান করিনি। ভন্তে, এই কর্তব্য প্রতিপালন না করে আমরা তীব্র অনুশোচনা করেছি এবং তখন থেকে আমরা দুঃখ ভোগ করে আসছি; যেহেতু আমরা হীন[১৫] কায়ে জন্মগ্রহণ করেছি।"

৩. ভিক্ষুগণ, দেবতাদের অপর একজন আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, "ভন্তে, পূর্বে আমরা যখন মনুষ্যদের মধ্যে বাস করতেছিলাম তখন অনাগারিক প্রব্রজিতগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যদিও আমরা আসন হতে উঠেছিলাম এবং অভিবাদন করেছিলাম এবং আমরা তাঁদেরকে আসন প্রদান করেছিলাম, আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে আমাদের খাদ্য বিভাজন করে তাঁদেরকে দেইনি। ভন্তে, এই কর্তব্য প্রতিপালন না করে আমরা তীব্র অনুশোচনা করেছি এবং তখন থেকে আমরা দুঃখ ভোগ করে আসছি; যেহেতু আমরা হীন কায়ে জন্মগ্রহণ করেছি।"

হে ভিক্ষুগণ দেবতাদের মধ্যে অপর একজন আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, "ভন্তে, পূর্বে আমরা যখন মনুষ্যদের মধ্যে বাস করতেছিলাম তখন অনাগারিক প্রব্রজিতগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যদিও আমরা আসন হতে উঠেছিলাম এবং অভিবাদন করেছিলাম আমরা তাঁদেরকে আসন প্রদান করেছিলাম এবং আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁদেরকে খাদ্য বিভাগ করে দিয়েছিলাম, ধর্ম শ্রবণের জন্য আমরা চতুর্দিকে উপবেশন করিনি। ভন্তে, এই কর্তব্য প্রতিপালন না করে আমরা তীব্র অনুশোচনা করেছি এবং তখন থেকে আমরা দুঃখ ভোগ করে আসতেছি; যেহেতু আমরা হীন[১৫] কায়ে জন্মগ্রহণ করেছি।"

ভিক্ষুগণ, দেবতাদের অপর একজন আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, "ভন্তে, পূর্বে আমরা যখন মনুষ্যদের মধ্যে বাস করতেছিলাম তখন অনাগারিক প্রব্রজিতগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যদিও আমরা আসন হতে উঠেছিলাম এবং অভিবাদন করেছিলাম এবং আমরা তাঁদেরকে আসন প্রদান করেছিলাম, আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁদেরকে খাদ্য বিভাগ করে দিয়েছিলাম, ধর্ম শ্রবণের জন্য আমরা চতুর্দিকে উপবেশন করেছিলাম কিন্তু মনোযোগ দিয়ে ধর্ম শ্রবণ করিনি। ভন্তে, এই কর্তব্য প্রতিপালন না করে আমরা তীব্র অনুশোচনা করেছি এবং তখন থেকে আমরা দুঃখ ভোগ করে আসছি; যেহেতু আমরা হীন কায়ে জন্মগ্রহণ করেছি।"

হে ভিক্ষুগণ, দেবতাদের মধ্যে অপর একজন আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, “ভন্তে, পূর্বে আমরা যখন মনুষ্যদের মধ্যে বাস করতেছিলাম তখন অনাগারিক প্রব্রজিত আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যদিও আমরা আসন হতে উঠেছিলাম এবং অভিবাদন করেছিলাম এবং আমরা তাঁদেরকে আসন প্রদান করেছিলাম, আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁদেরকে খাদ্য-দ্রব্য বিভাগ করে দিয়েছিলাম, ধর্ম শ্রবণের জন্য আমরা চতুর্দিকে উপবেশন করেছিলাম, অন্যমনস্ক হয়ে ধর্ম শ্রবণ করেছিলাম কিন্তু ধর্মশ্রবণ করে তা ধারণ করিনি... ধর্ম শ্রবণ করে তা ধারণ করেছিলাম কিন্তু ধারণকৃত বিষয়ের অর্থ অনুসন্ধান করিনি।... যদিও ধারণকৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করেছি কিন্তু অর্থ জ্ঞাত হয়ে ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হইনি। ভন্তে, এই কর্তব্য প্রতিপালন না করে আমরা তীব্র অনুশোচনা করেছি এবং তখন থেকে আমরা দুঃখ ভোগ করে আসছি; যেহেতু আমরা হীন দেহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছি।”

৪. ভিক্ষুগণ, দেবতাদের মধ্যে অপর এক দেবতা উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন, “ভন্তে, পূর্বে আমরা যখন মনুষ্যদের মধ্যে বাস করতেছিলাম তখন অনাগারিক প্রব্রজিতগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন; ভন্তে, আমরা তাঁদেরকে দর্শন করে আসন হতে উঠেছিলাম এবং অভিবাদন করেছিলাম। তাঁদেরকে আসন প্রদান করেছিলাম; আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁদেরকে খাদ্য-দ্রব্য বিভাজন করে দিয়েছিলাম; ধর্ম শ্রবণের জন্য চতুর্দিকে উপবেশন করেছিলাম ধর্ম শ্রবণ করেছিলাম; যে ধর্ম শ্রবণ করেছিলাম তা মনে ধারণ করেছিলাম; ধারণকৃত ধর্মের অর্থ অনুসন্ধান করেছিলাম; অর্থ ও ধর্ম উভয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মপ্রতিপন্ন হয়েছিলাম। ভন্তে, এসব পরিপূরণ করে আমরা কোনো প্রকার অনুশোচনা ভোগ করিনি কিংবা তখন থেকে দুঃখ ভোগ করিনি; যেহেতু আমরা উত্তম কায়ে পুনর্জন্ম লাভ করেছি।”

হে ভিক্ষুগণ, বৃক্ষমূলসমূহ, শূন্যাগারসমূহ দর্শন কর, হে ভিক্ষুগণ, ধ্যান কর, অলস হয়ো না, পরবর্তীকালে যেন অনুশোচনা ভোগ করতে না[১৬] হয়, যেমনটি করেছিল প্রথম অষ্টবিধ দেবতারা”

১০. বেলাম[১৭] সূত্র

২০.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করেছিলেন। তখন অনাথপিণ্ডিক গৃহপতি ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন

করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে ভগবান বললেন, "গৃহপতি, আপনার পরিবারে দান দেয়া হয় কি?"

গৃহপতি উত্তর করলেন, হ্যাঁ ভন্তে, দান দেওয়া হয় বটে, তবে তা হীন। কাঁজিসহ তণ্ডুল কণার অন্ন মাত্র।

২. হে গৃহপতি, হীন হোক আর শ্রেষ্ঠ হোক, যে দান দিতেছেন তা যদি অযত্ন সহকারে দেওয়া[১৮] হয়, অগৌরবের সহিত, অপ্রসন্ন চিত্তে দেওয়া হয় এবং "এ দানের ফল আমি পাব না[১৯] এ ধারণা করে দেওয়া হয় তদ্বারা জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ-সম্পত্তি, বস্ত্র ও যান বাহনাদি পঞ্চ কাম্যবস্তু বিপুলভাবে উৎপন্ন হলেও তা পরিভোগে চিত্ত রঞ্জিত হয় না এবং তার যে স্ত্রী, পুত্র, দাস, পোষ্য ও কর্মচারিগণ আছে তারা তার বাক্যাদি গ্রাহ্য করে না, গ্রাহ্য করার প্রয়োজনও মনে করে না। তার কারণ কী? হে গৃহপতি, অগৌরব ও অযত্ন সহকারে কৃতকর্মের ফল এরূপই হয়ে থাকে।

৩. হে গৃহপতি, দানীয় বস্তু হীন হোক বা শ্রেষ্ঠ হোক, তা প্রসন্ন চিত্তে, স্বহস্তে, গৌরবের সহিত ও "এ দান কর্মের বিপাক পাব" এ ধারণায় দেওয়া হয়, তৎফলে দায়ক জন্ম-জন্মান্তরে প্রচুর পরিমাণে অন্ন-বস্ত্র ও যানাদি পঞ্চ কাম্য বস্তু লাভ করে তা ভোগ করতে চিত্তও রঞ্জিত হয় এবং তার স্ত্রী, পুত্র, দাস, পোষ্য ও কর্মচারীগণ তার আদেশ-নির্দেশাদি মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, শ্রবণ করার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে এবং একান্ত মনে তাকে সেবা করে। তার কারণ কী? সম্মান ও সৎকারপূর্বক কৃত কর্মের ফল এরূপই হয়ে থাকে।

৪. হে গৃহপতি, অতি প্রাচীনকালে বেলাম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এরূপ মহাদান দিয়েছিলেন, রৌপ্যপূর্ণ চুরাশি সহস্র সুবর্ণ পাত্র, সুবর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ চুরাশি সহস্র রৌপ্য পাত্র, সপ্তরত্ন, পরিপূর্ণ চুরাশি সহস্র কাংস্য পাত্র। সুবর্ণ অলংকার ও সুবর্ণ ধ্বজায় অলংকৃত হেমজালে আচ্ছাদিত চুরাশি সহস্র হস্তীর সিংহ-চর্ম, ব্যাঘ্র-চর্ম, নেক্‌ড়ে-চর্ম ও পাণ্ডুকম্বল দ্বারা পরিবেষ্টিত, সুবর্ণ অলংকারে অলংকৃত। সুবর্ণ ধ্বজা ও হেমজালে আচ্ছাদিত চুরাশি সহস্র রথ, উভয় শৃঙ্গ সুবর্ণ কোষে আবৃত গ্রীবায় সুবর্ণ ঘণ্টাসহ রাজমালতী পুষ্পের মালা পরিহিত, পাদসমূহ সুবর্ণ নুপুরে ভূষিত ও দেহ মূল্যবান বিচিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত চুরাশি সহস্র গাড়ি, মণি-মুক্তা কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে বিভূষিতা চুরাশি সহস্র কন্যা, চতুরাঙ্গুল দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট মহা কোজ, উর্ণাময় শ্বেতাস্তরণ, ঘন পুষ্প ও উর্ণাময় আস্তরণ, কদলী মৃগপৃষ্ঠের ন্যায় সুচিত্রিত আস্তরণ দ্বারা সজ্জিত, রত্নময় চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত এবং শিয়রে ও পাদ-স্থানে সুরক্তিম

মূল্যবান উপাধানসহ চুরাশি সহস্র পালঙ্ক এবং সূক্ষ্ম ক্ষোম-কম্বল ও কার্পাস বস্ত্র, প্রত্যেক প্রকারের চুরাশি সহস্র কোটি দান করেছিলেন। আর অন্ন-বস্ত্র-পানীয়-খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়্য-বস্তুর কথাই বা কী? যেমন দান-নদী প্রবাহিত হয়েছিল।

৫. গৃহপতি, সে সময়ে যিনি এরূপ মহাদান দিয়েছিলেন সেই বেলাম ব্রাহ্মণ অন্য কেউ বলে ধারণা করবেন না। আমিই সেই বেলাম ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমিই সেই মহাদান দিয়েছিলাম, কিন্তু গৃহপতি, সেই দানে শীলবান উপযুক্ত কোনো দানগ্রহীতা কেউ ছিল না। তাই সে দান কেউ বিশুদ্ধও করতে পারেনি। হে গৃহপতি, বেলাম ব্রাহ্মণ যে মহাদান দিয়েছিলেন তা হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে একজন মাত্র দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে (স্রোতাপন্নকে) ভোজন করায়। হে গৃহপতি, বেলাম ব্রাহ্মণ যে মহাদান দিয়েছিলেন এবং যে একজন মাত্র দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভোজন দান করে তা" হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে শতজন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভোজন করায়। গৃহপতি, বেলাম ব্রাহ্মণ যে মহাদান দিয়েছিলেন এবং যে একজন মাত্র স্রোতাপন্নকে ভোজন করায়, আর যে শতজন স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে ভোজন করায় তা হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে একজন মাত্র সকৃদাগামীকে ভোজন করায়। গৃহপতি, বেলাম ব্রাহ্মণ যে মহাদান দিয়েছিলেন এবং যে শতজন স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে ভোজন করায় আর যে একজন মাত্র সকৃদাগামী ব্যক্তিকে ভোজন করায় তা হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে শতজন সকৃদাগামী ব্যক্তিকে ভোজন করায়। হে গৃহপতি, বেলাম ব্রাহ্মণ যে মহাদান দিয়েছিলেন এবং যে একজন মাত্র সকৃদাগামীকে ভোজন করায় তা হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে একজন মাত্র অনাগামী ব্যক্তিকে ভোজন করায়। গৃহপতি, বেলাম ব্রাহ্মণ যে মহাদান দিয়েছিলেন এবং যে একজন মাত্র অনাগামী ব্যক্তিকে ভোজন করায় তা হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে শতজন অনাগামী ব্যক্তিকে ভোজন করায়। গৃহপতি, বেলাম ব্রাহ্মণ যে মহাদান দিয়েছিলেন এবং যে শতজন অনাগামী ব্যক্তিকে ভোজন করায় তা হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে একজন মাত্র অর্হৎকে ভোজন করায়। যে শতজন অর্হৎকে ভোজন করায় তা হতেও মহাফলপ্রদ যে একজন মাত্র পচ্চেক বুদ্ধকে ভোজন করায়। যে শতজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভোজন করায় তা হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে একজন মাত্র তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে ভোজন করায় তা হতেও মহাফলপ্রদ হয় যে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করায়। যে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করায় তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হয় যে চতুর্দিক হতে আগত-অনাগত ভিক্ষুসংঘের

উদ্দেশ্যে বিহার নির্মাণ করে দান দেয়। তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হয় যে প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হয়, প্রাণিহত্যা বিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরত, মিথ্যা কামাচার বিরত, মিথ্যা ভাষণ বিরত, সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন বিরত হয়। যে প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হয় অর্থাৎ প্রাণিহত্যা বিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরত, পরদার লঙ্ঘন বিরত, মিথ্যাভাষণ বিরত, সুরা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ বিরত হয় তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হয় যে অন্ততপক্ষে ঘ্রাণ গ্রহণের সময় কাল মৈত্রী ভাবনা করে। হে গৃহপতি, বেলাম ব্রাহ্মণ যে মহাদান দিয়েছিলেন এবং যে দৃষ্টিসম্পন্ন একজন মাত্র ব্যক্তিকে ভোজন করায় এবং যে একজন মাত্র সকৃদাগামীকে ভোজন করায় তদপেক্ষা যে শতজন সকৃদাগামীকে ভোজন করায় এবং যে একজন মাত্র অনাগামীকে ভোজন করায়, তদপেক্ষা যে শতজন অনাগামীকে ভোজন করায় এবং যে একজন মাত্র অর্হৎকে ভোজন করায় তদপেক্ষা যে শতজন অর্হৎকে ভোজন করায় এবং যে একজন মাত্র পচ্চেক বুদ্ধকে ভোজন করায় তদপেক্ষা যে শতজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভোজন করায় এবং যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে ভোজন করায় তদপেক্ষা যে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করায় এবং যে চতুর্দিক হতে আগত-অনাগত ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে বিহার নির্মাণ করে দান দেয় তদপেক্ষা যে প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করে; প্রাণিহত্যা বিরত, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরত, পরদার লঙ্ঘন বিরত, মিথ্যাভাষণ বিরত, সুরা ও মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ বিরত হয় তদপেক্ষা যে অন্ততপক্ষে ঘ্রাণ গ্রহণের সময়কাল মাত্র মৈত্রী ভাবনা করে এসব অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হয় যে অন্ততপক্ষে তুড়িপ্রমাণকাল অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা করে।”

[সিংহনাদ-বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

বর্ষাবসানে, স-উপাদিসেস এবং কোট্ঠিত ও সমিদ্ধিসহ
গন্ধসংজ্ঞা কুল, মৈত্রী, দেবতা এবং বেলাম।

৩. সত্ত্বাবাস বর্গ

১. ত্রি-স্থান সূত্র

২১.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন উপায়ে উত্তর কুরুর মনুষ্যগণ তাবতিংস দেবগণ ও জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণ হতে উৎকৃষ্টতর। তিন কী কী?

২. তাদের বিশেষ গুণাবলী হচ্ছে নিঃস্বার্থপরতা, লোভবিহীনতা এবং আয়ুর স্থায়িত্ব।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই তিন উপায়ে উত্তরকুরুর[১] মনুষ্যগণ তাবতিংস দেবগণ ও জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণ হতে উৎকৃষ্টতর।

৪. হে ভিক্ষুগণ, এই তিন উপায়ে তাবতিংস দেবগণ উত্তরকুরু ও জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তিন কী কী?

৫. দিব্য-আয়ু, দিব্যবর্ণ ও দিব্যসুখ।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিন ক্ষেত্রে তাবতিংস দেবগণ উত্তরকুরু ও জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

৬. ভিক্ষুগণ, এই তিন ক্ষেত্রে জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণ উত্তরকুরুর মনুষ্যগণ ও তাবতিংস দেবগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তিন কী কী?

তারা বীরত্বপূর্ণ, স্মৃতিমান এবং তথায় ব্রহ্মচর্যবাস করা যায়।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিন ক্ষেত্রে জম্বুদ্বীপের[২] মনুষ্যগণ উত্তরকুরুর মনুষ্যগণ ও তাবতিংস দেবগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।”

২. অশ্বখলুঙ্ক সূত্র

২২.১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে তিনটি উত্তেজিত অশ্ব ও উত্তেজিত করা যায় এমন তিনজনের সম্পর্কে দেশনা করব, তিনটি সু-জাত অশ্ব ও তিনজন সুজাত লোক; তিনটি সম্ভ্রান্ত উত্তমভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত অশ্ব ও তিনজন সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক সম্পর্কে দেশনা করব। তা উত্তমরূপে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি।” “হ্যাঁ ভন্তে”, তারা উত্তর দিল। ভগবান বললেন :

২. ভিক্ষুগণ, উত্তেজিত করা যায় এমন তিনটি অশ্ব কেমন? ভিক্ষুগণ, কোনো অশ্ব বেগবান কিন্তু বর্ণসম্পন্ন নহে, কিম্বা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে, কোনোটি বেগবান ও বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, কোনো অশ্ব বেগবান, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার অশ্বকে উত্তেজিত করা যায়।

৩. এবং ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার লোককে কীভাবে উত্তেজিত করা যায়? হে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন নহে কিম্বা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে; কোনো লোক ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে আর কেউ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন।

৪. এবং হে ভিক্ষুগণ, কীরূপ উত্তেজিত লোক ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু বর্ণসম্পন্ন কিম্বা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে?

ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যথাযথভাবে উপলব্ধি করে—এটা দুঃখ, এটা দুঃখসমুদয়, এটা দুঃখ নিরোধ এবং এটা দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি এটাকে তার ক্ষিপ্র বুদ্ধিমত্তা বলে থাকি। কিন্তু যখন অভিধর্মে ও অভিবিনয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় সে ব্যর্থ হয় এবং উত্তর দিতে পারে না। আমি এটাকে তার বর্ণহীনতা বলে অভিহিত করি। কিংবা সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-রোগে ঔষধলাভী হয় না। এটাকে আমি তার আরোহ-পরিণাহহীনতা বলে অভিহিত করি।

এভাবে, হে ভিক্ষুগণ, একজন উত্তেজিত লোক বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন কিম্বা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে।

৫. এবং হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে একজন লোক ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে?

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথভাবে উপলব্ধি করে, এটা দুঃখ, যথার্থভাবে জানে—এটা দুঃখের উৎপত্তি, প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করে, এটা দুঃখ নিরোধ, যথাযথভাবে জানে—এটা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা। আমি এটাকে তার ক্ষিপ্র বুদ্ধিমত্তা বলে অভিহিত করি। কিন্তু অভিধর্মে, অভিবিনয়ে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় সে উত্তরদানে ব্যর্থ হয় না। আমি এটাকে বর্ণসম্পন্ন বলে অভিহিত করি। কিন্তু সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন ও রোগে ভৈষজ্য লাভী হয় না। আমি এটাকে আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন বলে অভিহিত করি। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে একজন উত্তেজিত লোক ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে।

৬. হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে একজন উত্তেজিত লোক ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন এবং আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন?

এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথভাবে উপলব্ধি করে, এটা দুঃখ, এটা দুঃখের মূল, এটা দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি এটাকে ক্ষিপ্র বুদ্ধি বলে অভিহিত করি। অভিধর্মে ও অভিবিনয়ে যখন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় সে প্রশ্নের উত্তরদানে ব্যর্থ হয় না। আমি এটাকে বর্ণ বলে অভিহিত করি। কিন্তু সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলানপ্রত্যয়-ভৈষজ্য লাভী হয়। আমি এটাকে আরোহ-পরিণাহ হিসাবে অভিহিত করি। হে ভিক্ষুগণ, এরূপই হলো একজন উদ্দীপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, এসবই হলো তিন উদ্দীপ্ত ব্যক্তি।

৭. এবং, হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার সুজাত-অশ্ব কিরূপ?

হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো সুজাত অশ্ব ক্ষিপ্র-গতিসম্পন্ন, কিন্তু বর্ণসম্পন্ন কিংবা পরিণাহসম্পন্ন নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, কোনো সু-জাত অশ্ব ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন, আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, কোনো সু-জাত অশ্ব ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্নও।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই, তিন সুজাত অশ্ব।

৮. এবং হে ভিক্ষুগণ, তিন সুজাত ব্যক্তি কেমন?

হে ভিক্ষুগণ, কোনো সুজাত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু বর্ণসম্পন্ন কিম্বা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, কোনো সুজাত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে। হে ভিক্ষুগণ, কোনো সুজাত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন।

৯. এবং হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো সুজাত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন তা কেমন?

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে ওপপাতিক হিসাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই লোক হতে প্রত্যাবর্তন না করে সেখান থেকে পরিনির্বাণ লাভ করে। আমি এটাকে ক্ষিপ্র বুদ্ধি বলে অভিহিত করি। অভিধর্মে ও অভিবিনয়ে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় না। আমি এটাকে বর্ণ হিসাবে অভিহিত করি। সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলানপ্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী হয়। আমি এটাকে আরোহ-পরিণাহ হিসাবে অভিহিত করি। হে ভিক্ষুগণ, সুজাত, ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন ব্যক্তি এরূপ।

ভিক্ষুগণ, এগুলো তিন সুজাত ব্যক্তি।

১০. এবং হে ভিক্ষুগণ, সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত তিন অশ্ব কিরূপ?

কোন সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত অশ্ব ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন কিংবা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, কোনো সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত অশ্ব ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, কোনো সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত অশ্ব ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, এরা সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত তিন অশ্ব।

১১. এবং হে ভিক্ষুগণ, সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি কিরূপ?

ভিক্ষুগণ, কোনো সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন কিংবা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে। হে ভিক্ষুগণ, কোনো সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে। ভিক্ষুগণ, কোনো সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণসম্পন্ন কিংবা আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে?

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথাযথভাবে উপলব্ধি করে, এটা দুঃখ, এটা দুঃখ সমুদয়, এটা দুঃখ নিরোধ, এটা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা। আমি এটাকে ক্ষিপ্র বুদ্ধি বলে অভিহিত করি। অভিধর্মে, অভিবিনয়ে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে সে ব্যর্থ হয়, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আমি এটাকে তার বর্ণহীনতা বলে অভিহিত করি। সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভ করে না। আমি এটাকে তার আরোহ-পরিণাহ বলে অভিহিত করি।

হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে?

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথার্থভাবে জানে, এটা দুঃখ, এটা দুঃখের কারণ, এটা দুঃখনিরোধ ও এটা দুঃখ নিরোধের উপায়। আমি এটাকে ক্ষিপ্র বুদ্ধি বলে অভিহিত করি। অভিধর্মে, অভিবিনয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে সে উত্তর দানে ব্যর্থ হয় না। আমি এটাকে বর্ণ বলে অভিহিত করি। কিন্তু সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী হয় না। আমি এটাকে আরোহ-পরিণাহ বিহীনতা বলে অভিহিত করি। হে ভিক্ষুগণ, সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ও বর্ণসম্পন্ন কিন্তু আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন নহে।

১২. হে ভিক্ষুগণ, সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন কেমন?

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আসক্তিসমূহ ধ্বংস করে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। আমি এটাকে বর্ণ বলে অভিহিত করি। অভিধর্মে, অভিবিনয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে সে উত্তর দানে ব্যর্থ হয় না। আমি এটাকে বর্ণ বলে অভিহিত করি। সে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-গিলান প্রত্যয় ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী হয়। আমি এটাকে আরোহ-পরিণাহ বলে অভিহিত করি। হে ভিক্ষুগণ, সম্ভ্রান্ত উত্তমরূপে

শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণসম্পন্ন ও আরোহ-পরিণাহসম্পন্ন এরূপই।

হে ভিক্ষুগণ, এরাই তিন সম্ভ্রান্ত, উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি।"

৩. তৃষ্ণামূলক সূত্র

২৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি নয় প্রকার তৃষ্ণার মূল বিষয় দেশনা করব। তোমরা মনোনিবেশ কর, আমি দেশনা করব। এবং হে ভিক্ষুগণ, নববিধ তৃষ্ণার মূল ধর্ম কী কী?

২. তৃষ্ণার কারণে পর্যেষণ; পর্যেষণের কারণে লাভ; লাভের কারণে সিদ্ধান্ত; সিদ্ধান্তের কারণে অনুরাগ, আগ্রহ; অনুরাগ, আগ্রহের কারণে সংসক্তি; সংসক্তির কারণে অধিকারে থাকা; অধিকারে থাকার কারণে লোভ; লোভের কারণে সঞ্চয় এবং অনেক মন্দ ও দুর্জন বিষয় সঞ্চয় কর্ম হতে উৎপন্ন হয়—আকস্মিক দুর্দশা, আঘাত, বিবাদ, পরস্পর বিরোধ, প্রতিশোধ, বিসম্বাদ, মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা।

হে ভিক্ষুগণ, এই নববিধ বিষয় তৃষ্ণার মূল।"

৪. সত্ত্বাবাস সূত্র

২৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই নয়টি সত্ত্বাবাস। নয় কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ নানা কায়যুক্ত, নানা সংজ্ঞাসম্পন্ন, যেমন : মনুষ্য কিছু দেবতা এবং কিছু বিনিপাতিক (প্রায়শ্চিত্তমূলক)। এ হলো প্রথম সত্ত্বাবাস।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এমন কতগুলি সত্ত্ব আছে নানাকায়যুক্ত কিন্তু এক সংজ্ঞাসম্পন্ন, যেমন : ব্রহ্মকায়িক দেবতাগণ যারা এখানে প্রথম ধ্যানের অনুশীলনের দ্বারা তথায় পুনর্জন্ম লাভ করে। এ হলো দ্বিতীয় সত্ত্বাবাস।

৪. ভিক্ষুগণ, এমন কতেক সত্ত্ব আছে একই ধরনের কায়াসম্পন্ন কিন্তু নানা সংজ্ঞাযুক্ত। যেমন : আভাস্বর দেবগণ। এ হলো তৃতীয় সত্ত্বাবাস।

৫. হে ভিক্ষুগণ, এমন কতগুলি সত্ত্ব আছে যেগুলি এক ধরনের কায়া ও এক ধরনের সংজ্ঞাযুক্ত। যেমন শুভকিণ্ণর দেবতা। এ হলো চতুর্থ সত্ত্বাবাস।

৬. ভিক্ষুগণ, এক প্রকার সত্ত্ব আছে যেগুলি সংজ্ঞাহীন ও অনুভূতিহীন। যেমন অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতা। এ হলো পঞ্চম সত্ত্বাবাস।

৭. হে ভিক্ষুগণ, এক ধরনের সত্ত্ব আছে যারা সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞা চিন্তা না করে "অনন্ত

আকাশ” নামে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা লাভ করে। এ হলো ষষ্ঠ সত্ত্বাবাস।

৮. ভিক্ষুগণ, এমন ধরনের সত্ত্ব আছে যারা সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে “অনন্ত বিজ্ঞান” নামে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে। এ হলো সপ্তম সত্ত্বাবাস।

৯. হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার সত্ত্ব আছে যারা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে “কিছুই না” সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে। এ হলো অষ্টম সত্ত্বাবাস।

১০. হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার সত্ত্ব আছে যারা সম্পূর্ণরূপে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নেবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে। এ হলো নবম সত্ত্বাবাস।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই নয় সত্ত্বাবাস।”

৫. প্রজ্ঞা সূত্র

২৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুর চিত্ত প্রজ্ঞায় উত্তমরূপে পরিপূর্ণ হয় ভিক্ষুর পক্ষে এটা বলা যথার্থ—“আমি জানি যে, জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এর পর আমার আর কোনো জীবন নেই[৩]।”

এবং কীরূপে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর চিত্ত উত্তমভাবে প্রজ্ঞায় পূর্ণ হয়?

২. “আমার চিত্ত বীত-রাগ” এভাবে জ্ঞাত হয়ে তার চিত্ত প্রজ্ঞায় সুপরিচিত হয়, “বীত-দোষ আমার চিত্ত” এভাবে প্রজ্ঞায় তার চিত্ত সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ হয়; “বীত-মোহ আমার চিত্ত” এভাবে প্রজ্ঞায় তার চিত্ত উত্তমরূপে পরিপূর্ণ হয়; “আমার চিত্ত কোনো ধরনের রাগমূলক বিষয়াধীন নহে”, এভাবে প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত ভালোভাবে পরিপূর্ণ হয়; “আমার চিত্ত কোনো প্রকার দোষমূলক বিষয়ের অধীন নহে”, এভাবে প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত উত্তমভাবে পরিপূর্ণ হয়; “আমার চিত্ত কোনো প্রকার মোহমূলক বিষয়ের অধীন নহে”, এভাবে প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়; “আমার চিত্ত কামভবে প্রত্যাবর্তনধর্মী নহে”, এভাবে প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত উত্তমরূপে পরিপূর্ণ হয়; “আমার চিত্ত রূপভবে অনাবর্তনধর্মী”, এভাবে প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ হয়; “আমার চিত্ত অরূপভবে প্রত্যাবর্তনধর্মী নহে”, এভাবে প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর চিত্ত যখন উত্তমরূপে প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হয় সে ভিক্ষুর পক্ষে এটা বলা সমীচীন, “আমি জানি, জন্ম-বীজ ক্ষীণ হয়েছে,

ব্রহ্মচর্য যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এর পর আমার আর কোনো জীবন নেই।"

৬. শিলাস্তম্ভ সূত্র

২৬.১. আমাকর্তৃক এরূপ শ্রুত, একসময় শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র এবং শ্রদ্ধেয় চন্দ্রিকাপুত্র রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান চন্দ্রিকাপুত্র ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন, "শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ দেবদত্ত ভিক্ষুদিগকে এভাবে ধর্ম ভাষণ করছেন, "যখন আয়ুষ্মানগণ, ভিক্ষুর চিত্তে চেতনা সঞ্চিত হয়, তখন সে ভিক্ষুর পক্ষে ব্যাখ্যা করা যথাযর্থIআমি জানি, জন্ম-বীজ ক্ষীণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এরপর আর কোনো জীবন নেই।""

২. এরূপ বললে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান চন্দ্রিকাপুত্রকে এরূপ বললেন, "না আবুসো চন্দ্রিকাপুত্র, দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে এরূপ ধর্ম দেশনা করে না; যখন হে আবুসো, ভিক্ষুর চিত্তে চেতনা হয় তখন সে ভিক্ষুর পক্ষে এটা ব্যাখ্যা করা যথার্থIআমার জন্ম-বীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এরপর আমার আর কোনো জীবন নেই।" কিন্তু আবুসো চন্দ্রিকাপুত্র, দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে ধর্ম দেশনা করছে, "যখন ভিক্ষুর চিত্ত চেতনা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে ভিক্ষুর পক্ষে এটা ব্যাখ্যা করা যথার্থ : আমার জন্ম-বীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এরপর আমার আর কোনো জীবন নেই।"

৩. দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান চন্দ্রিকাপুত্র দেবদত্ত সম্পর্কে একই কথা ব্যক্ত করেন।

৪. এবং আবুসো, ভিক্ষুর চিত্তে কীভাবে চেতনা সুসঞ্চিত হয়? "আমার চিত্ত বীতরাগ" এভাবে চেতনা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়—"আমার চিত্ত বীতদোষ" এভাবে চেতনা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত; "আমার চিত্ত বীতমোহ" এভাবে চেতনা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়; আমার চিত্ত অসরাগসম্পন্ন হয়েছে" এভাবে চেতনা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়; "আমার চিত্ত সদোষবিহীন হয়েছে" এভাবে জ্ঞাত হয়ে চেতনা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়; "আমার চিত্ত মোহহীন হয়েছে" এভাবে চিত্ত চেতনা দ্বারা সুপরিচিত হয়; "আমার চিত্ত প্রত্যাবর্তনধর্মী নহে", এভাবে জ্ঞাত হয়ে চিত্ত চেতনা দ্বারা সুপরিচিত হয়; "আমার চিত্ত কামভবে প্রত্যাবর্তনধর্মী নহে", এভাবে চেতনা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়; "আমার চিত্ত রূপভবে প্রত্যাবর্তনধর্মী নহে", এভাবে চেতনা

দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়; "আমার চিত্ত অরূপভবে প্রত্যাবর্তনধর্মী নহে" এভাবে জ্ঞাত হয়ে চেতনা দ্বারা চিত্ত সুপরিচিত হয়।

৫. এরূপে আবুসো, যদি চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ[৪] অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর দৃষ্টিপথে আসে এগুলি (রূপসমূহ) তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয়[৫] লক্ষ করে। এভাবে যদি শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর শ্রবণ পথে আসে এগুলো তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে যদি ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর ঘ্রাণ পথে আসে এগুলো তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে যদি জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর রসাস্বাদন পথে আসে এগুলো তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে যদি কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর স্পর্শন পথে আসে এগুলো তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অভিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে যদি মনোবিজ্ঞেয় ধর্মসমূহ প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়ের আওতায় আসে তাহলে এগুলি তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার অর্ধেক নিম্নদিকে আট হাত এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। যেমন আবুসো, ষোল হাত দীর্ঘ এবং ঊর্ধ্বদিকে অপর আট হাতবিশিষ্ট একটা প্রস্তর স্তম্ভ প্রবল বাতাস ও বৃষ্টি পূর্বদিক হতে প্রবাহিত হলে এরূপ স্তম্ভকে কম্পিত বা প্রকম্পিত করতে পারে না। তদ্রূপ প্রবল বাতাস ও বৃষ্টি পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হলে এরূপ স্তম্ভকে কম্পিত বা প্রকম্পিত করতে পারে না। তদ্রূপ দক্ষিণদিক হতে প্রবাহিত হলে এটাকে কম্পিত বা প্রকম্পিত করতে পারে না। তদ্রূপ উত্তর দিক হতে প্রবাহিত হলে এটাকে কম্পিত বা প্রকম্পিত করতে পারে না। এবং এর কারণ কী? আবুসো, স্তম্ভের অর্ধেক গভীরতা এবং প্রস্তর স্তম্ভের খননবশত। তদ্রূপ, সত্যই আবুসো, যখন চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্ত চিত্ত ভিক্ষুর দৃষ্টিপথে আসে এগুলি তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ

করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর শ্রবণ পথে আসে এগুলো তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর আঘ্রাণ পথে আসে এগুলো তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস অত্যন্ত প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর রসাস্বাদন পথে আসে এগুলো তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ ধর্মসমূহ প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্ত চিত্ত ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়ের আওতায় আসে তাহলে এগুলো তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে। এভাবে মনোবিজ্ঞেয় ধর্মসমূহ প্রবলভাবে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়ের আওতায় আসে তাহলে এগুলি তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, অবিভ্রান্ত ও স্থির থাকে এবং সে এগুলোর উদয়-বিলয় লক্ষ করে।”

৭. প্রথম বৈরী সূত্র

২৭.১. অতঃপর অনাথপিণ্ডিক গৃহপতি ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান বললেন :

২. “যখন হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবকের পঞ্চ ভয় এবং শত্রুতা উপশম হয় এবং সে চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে[৬] গুণান্বিত হয়, সে যদি ইচ্ছা করে নিজকে নিজে ঘোষণা করতে পারে, আমার নিরয় ধ্বংস হয়েছে, আমার তির্যক যোনিতে পুনর্জন্ম ধ্বংস হয়েছে, আমার প্রেতকুল ধ্বংস হয়েছে, আমার অপায়-দুর্গতি বিনিপাত ধ্বংস হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন হয়েছি, বিনিপাত ধর্মাধীন নই, নিত্য সম্বোধিপরায়ণ।

৩. কোন পঞ্চ ভয় ও শত্রুতা উপশম হয়?

হে গৃহপতি, যখন[৭] প্রাণিহত্যাকারী প্রাণ হননের ফলে এ জগতে ভয় ও শত্রুতা প্রসব করে অথবা পরবর্তী জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে, তখন সে মনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয়

সে ইহ জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না, পরজগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা বিরত হয় তার সেই ভয় ও শত্রুতা প্রশমিত হয়।

হে গৃহপতি, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী যখন অদত্তবস্তু গ্রহণের ফলে এ জগতে ভয় ও শত্রুতা প্রসব করে অথবা পরবর্তী জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে, তখন সে মনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত হয় সে এই জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না; পর জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে যে ব্যক্তি অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরত হয় তার সেই ভয় ও শত্রুতা প্রশমিত হয়।

হে গৃহপতি, যখন মিথ্যা কামাচারের ফলে এ জগতে ভয় ও শত্রুতা প্রসব করে অথবা পরবর্তী জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে, তখন সে মনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে মিথ্যা কামাচার থেকে বিরত হয় সে এই জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না, পর জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে যে ব্যক্তি মিথ্যা কামাচার বিরত হয় তার সেই ভয় ও শত্রুতা প্রশমিত হয়।

হে গৃহপতি, যখন মিথ্যা ভাষণের ফলে মিথ্যাভাষী এ জগতে ভয় ও শত্রুতা প্রসব করে অথবা পরবর্তী জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে, তখন সে মনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত হয় সে এই জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না, পর জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে যে ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ বিরত হয় তার সেই ভয় ও শত্রুতা প্রশমিত হয়।

হে গৃহপতি, যখন সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবনকারী ইহলোকে বা পরলোকে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে, এরূপ ব্যক্তি চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে ব্যক্তি এসব থেকে বিরত হয় সে ইহলোকে, পরলোকে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে সেই পঞ্চ ভয় ও শত্রুতা প্রশমিত হয়।

এই পঞ্চ ভয় ও শত্রুতা উপশম হয়।

৪. কোন চার স্রোতাপত্তি অঙ্গে ভূষিত হয়?

এতে হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। ধর্মের প্রতি সে

অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দৃষ্ট বা দর্শনীয়, অকালিক, "এস দেখ" বলে আহ্বান করার উপযুক্ত, ঔপনায়িক, বিজ্ঞগণের প্রত্যক্ষ করার যোগ্য। সে সংঘের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, অর্হত্ত্বমার্গফল লাভী পুদ্গালের অন্যতর, এ চার পুরুষ যুগলই অষ্টপুরুষ পুদ্গল[৮], আহুনেয় অর্থাৎ চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন ও ঔষধ প্রত্যয় দানরূপে গ্রহণের যোগ্য পাত্র, পাহুনেয় অর্থাৎ দূরদেশ হতে আগত জ্ঞাতিমিত্রদের দানীয়বস্তু গ্রহণের যোগ্যপাত্র, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য পাত্র, অঞ্জলিলাভের যোগ্য, জগতের একমাত্র অসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র, আর্যকান্ত শীলে ভূষিত বা অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অকলঙ্কিত[৯], পবিত্র, বিজ্ঞজন প্রশংসিত, নির্দোষ, সমাধি অনুকূল।

এই চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে ভূষিত।

৫. যখন, হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এই পঞ্চবিধ ভয় ও শত্রুতা বিরত হয় এবং এই চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে ভূষিত হয় সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে নিজকে নিজে ঘোষণা করতে পারে, আমার নরক ধ্বংস হয়েছে, তির্যগ্প্রাণীর গর্ভে আমার জন্মগ্রহণ ধ্বংস হয়েছে, প্রেতত্ব ধ্বংস হয়েছে, অপায় দুর্গতি বিনিপাত ধ্বংস হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন হয়েছি, বিনিপাত ধর্মাধীন নই, আমি নিত্য সম্বোধিপরায়ণ।"

৮. দ্বিতীয় বৈরী সূত্র

২৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবকের পঞ্চ ভয় ও শত্রুতা প্রশমিত হয় এবং সে চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে গুণান্বিত হয়, সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে নিজকে নিজে ঘোষণা করতে পারে, আমার নিরয় ধ্বংস হয়েছে। আমার তির্যগ্যোনিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ ধ্বংস হয়েছে, আমার প্রেতত্ব ধ্বংস হয়েছে, অপায় দুর্গতি বিনিপাত ধ্বংস হয়েছে, আমি স্রোতাপন্ন হয়েছি, বিনিপাত ধর্মাধীন নই, নিত্য সম্বোধিপরায়ণ।

২. কোন পঞ্চ ভয় ও বৈরিতা উপশম হয়?

হে ভিক্ষুগণ, যখন প্রাণিহত্যাকারী প্রাণ হননের ফলে এ জগতে ভয় ও বৈরিতা প্রসব করে অথবা পরবর্তী জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে, তখন সে মনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয় সে ইহ জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না, পর জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে যে ব্যক্তি প্রাণিহত্যা বিরত হয় তার সেই ভয় ও বৈরিতা প্রশমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী যখন অদত্ত বস্তু গ্রহণের ফলে এ জগতে ভয় ও শত্রুতা প্রসব করে অথবা পরবর্তী জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে, তখন সে মনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত হয় সে এই জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে না, পর জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে যে ব্যক্তি অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরত হয় তার সেই ভয় ও বৈরিতা প্রশমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যা কামাচারী যখন মিথ্যা কামাচারের ফলে এ জগতে ভয় ও বৈরিতা প্রসব করে অথবা পরবর্তী জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে, তখন সে মনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে মিথ্যা কামাচার থেকে বিরত হয় সে এই জগতে ভয় ও শত্রুতা উৎপন্ন করে না, পর জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে যে ব্যক্তি মিথ্যা কামাচার বিরত হয় তার সেই ভয় ও বৈরিতা প্রশমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যা ভাষণকারী যখন মিথ্যা ভাষণের ফলে এ জগতে ভয় ও বৈরিতা প্রসব করে অথবা পরবর্তী জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে, তখন সে মনে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত হয় সে এই জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে না; পর জগতে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে যে ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ বিরত হয় তার সেই ভয় ও বৈরিতা প্রশমিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবনকারী ইহলোকে বা পরলোকে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে, এরূপ ব্যক্তি চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে; কিন্তু যে ব্যক্তি এসব থেকে বিরত হয় সে ইহলোকে, পরলোকে ভয় ও বৈরিতা উৎপন্ন করে না কিংবা চৈতসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এভাবে সেই পঞ্চ ভয় ও বৈরিতা প্রশমিত হয়।

৩. কোন চার স্রোতাপত্তি অঙ্গে ভূষিত হয়?

এতে হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। ধর্মের প্রতি সে অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়—ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দৃষ্ট বা দর্শনীয়, অকালিক, “এস দেখ” বলে আহ্বান করার উপযুক্ত, ঔপনায়িক,

বিজ্ঞগণের প্রত্যক্ষ করার যোগ্য। সে সংঘের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, অর্হত্ত্বমার্গফল লাভী পুদ্গালের অন্যতর, এ চার পুরুষ যুগলই অষ্টপুরুষ পুদ্গাল, আহুনেয় অর্থাৎ চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন ও ওষধ-প্রত্যয় দানরূপে গ্রহণের যোগ্য পাত্র, পাহুনেয় অর্থাৎ দূরদেশ হতে আগত জ্ঞাতিমিত্রদের দানীয় বস্তু গ্রহণের যোগ্যপাত্র, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলি লাভের যোগ্য, জগতের একমাত্র অসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র, আর্যকান্ত শীলে ভূষিত যা অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অকলঙ্কিত, পবিত্র, বিজ্ঞজন প্রশংসিত, নির্দোষ, সমাধি অনুকূল।

এই চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে ভূষিত।

৪. যখন, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এই পঞ্চবিধ ভয় ও বৈরিতা বিরত হয় এবং এই চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে ভূষিত হয় সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে নিজকে নিজে ঘোষণা করতে পারে, আমার নরক ধ্বংস হয়েছে, তির্যগ্প্রাণীর গর্ভে আমার জন্মগ্রহণ ধ্বংস হয়েছে, প্রেতত্ব ধ্বংস হয়েছে, অপায় দুর্গতি বিনিপাত ধ্বংস হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন হয়েছি, বিনিপাত ধর্মাধীন নই, আমি নিত্য সম্বোধিপরায়ণ।”

৯. আঘাতবস্তু সূত্র

২৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই নয়টি বিবাদের[১০] ভিত্তি। নয় কী কী?

২. (এরূপ চিন্তা)—সে আমার ক্ষতি করেছে—বিবাদ সৃষ্টি করে; অনুরূপ এ রকম চিন্তা, সে আমার অনিষ্ট করেছে; সে আমার অনিষ্ট করবে; সে আমার প্রিয় প্রীতিভাজনের অনিষ্ট করেছে; সে এরূপ কারো অনিষ্ট করছে; সে তার ক্ষতি করবে; সে আমার অপ্রিয় ও অপ্রীতিভাজনের উপকার করেছে; সে এরূপ ব্যক্তির উপকার করছে; সে তার উপকার করবে।

হে ভিক্ষুগণ, বিবাদের এই নয় প্রকার ভিত্তি।”

১০. আঘাত নিরসন সূত্র

৩০.১. “হে ভিক্ষুগণ, বিবাদ দূরীভূত করার এই নয়টি উপায়। নয় কী কী?

২. [এরূপ চিন্তা]—সে আমার ক্ষতি করেছে, কিন্তু এতে তার লাভ কী? এ ধরনের চিন্তা বিবাদ দূরীভূত করে। সে আমার অনিষ্ট করছে, কিন্তু তাতে তার কী লাভ হয়েছে? সে আমার অনিষ্ট করবে, কিন্তু তাতে তার কী লাভ

হবে? সে আমার প্রিয়, প্রীতিভাজনের অনিষ্ট করেছে, কিন্তু তাতে তার কী লাভটা হয়েছে? সে এরূপ কারো অনিষ্ট করেছে, কিন্তু তদ্বারা তার কী লাভ হয়েছে? সে তার ক্ষতি করবে, কিন্তু তাতে তার কী লাভ হবে? সে আমার অপ্রিয় অপ্রীতিভাজনের উপকার করেছে, কিন্তু তাতে তার কী লাভ হয়েছে? সে এরূপ ব্যক্তির উপকার করেছে, কিন্তু তাতে তার কী লাভ হয়েছে? সে তার উপকার করবে; কিন্তু তাতে তার কী লাভ হবে? এ ধরনের চিন্তা বিবাদ দূরীভূত করে।

"হে ভিক্ষুগণ, বিবাদ দূরীভূত করার এই নয় উপায়।"

১১. অনুপূর্ব নিরোধ সূত্র

৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই নয় প্রকার অনুপূর্ব নিরোধ[১১] নয় কী কী?

২. প্রথম ধ্যানলাভীর কামসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, দ্বিতীয় ধ্যান বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়, তৃতীয় ধ্যানলাভীর প্রীতি নিরুদ্ধ হয়, চতুর্থ ধ্যানলাভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান লাভীর রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানলাভীর আকাশ-অনন্ত-আয়তন নিরুদ্ধ হয়, আকিঞ্চনায়তন ধ্যানলাভীর বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নিরুদ্ধ হয়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানলাভীর আকিঞ্চনায়তন নিরুদ্ধ হয়; সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানলাভীর সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই ক্রম নিরোধ।"

[সত্ত্বাবাস-বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

স্থানখলুঙ্ক এবং তৃষ্ণা, সত্ত্বসংজ্ঞা, শিলাস্তম্ভ,
দ্বিবিধ শত্রুতা, বিবাদ এবং অনুপূর্ব নিরোধ।

৪. মহাবর্গ

১. অনুপূর্ব বিহার সূত্র

৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, এসবই নয় অনুপূর্ব বিহার। নয় কী কী?

২. এতে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামের প্রতি বিবিক্ত হয়ে অকুশলে নির্লিপ্ত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার প্রশমিত করে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদযুক্ত চিত্তে একাগ্রতাজনিত অবিতর্ক ও বিচারবিহীন সমাধিজনিত

প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে; স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে ক্রোধসংজ্ঞা অতিক্রম করে নানাত্ব-সংজ্ঞাসমূহের প্রতি অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" সংজ্ঞায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে। ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" সংজ্ঞায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে। সে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" এ সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে, সে সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলিই নয় অনুপূর্ব বিহার।"

২. অনুপূর্ব বিহার সম্পত্তি সূত্র

৩৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি নব অনুপূর্ব (ক্রম) বিহার প্রাপ্তি দেশনা করব, তা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। এবং হে ভিক্ষুগণ, নব অনুপূর্ব বিহার প্রাপ্তি কী কী?

২. যেখানে কামসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয় এবং কামসংজ্ঞা যারা নিরোধ করেছে, নিরোধ করে তদ্রূপভাবে অবস্থান করে প্রকৃতপক্ষে সেসব শ্রদ্ধেয়গণ সে-কারণে নিবৃত্ত, তীর্ণ এবং পারগত বলে আমি অভিহিত করি। "কামসংজ্ঞা কোথায় নিরুদ্ধ হয় এবং কে কামসংজ্ঞা নিরোধ করে তদ্রূপভাবে অবস্থান করে? আমি এটা জানি না, আমি এটা দেখি না" যে এরূপ বলে তাকে এরূপ বলা উচিত "শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতা জনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এখানে কামসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয় এবং যারা কামসংজ্ঞা নিরোধ করেছে তারা তদ্রূপভাবে অবস্থান করে।" সত্যই হে ভিক্ষুগণ,

অকপট, অমায়াবী ব্যক্তি ভাষণকে উত্তম বলে অভিনন্দিত করে ও অনুমোদন করে, ভাষণকে উত্তম হিসাবে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করে তাকে যুক্ত করে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

৩. যেখানে বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয় এবং যারা বিতর্ক-বিচার নিরোধ করেছে তারা তদ্রূপভাবে অবস্থান করে, প্রকৃতপক্ষে সেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সে-কারণে নিবৃত্ত, উত্তীর্ণ এবং পারগত বলে আমি অভিহিত করি। "কোথায় তারা নিরুদ্ধ হয় এবং কে বিতর্ক-বিচার নিরোধ করে তদ্রূপভাবে অবস্থান করে?" আমি এটা জানি না, আমি এটা দেখি না। যে এরূপ বলে তাকে এ রকম বলা উচিত—"শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক ও বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এখানে বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয় এবং যারা বিতর্ক-বিচার নিরোধ করেছে তারা তদ্রূপভাবে অবস্থান করে।" সত্যই হে ভিক্ষুগণ, অকপট অমায়াবী ব্যক্তি ভাষণকে উত্তম বলে অভিনন্দিত করে ও অনুমোদন করে, ভাষণকে উত্তম বলে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করে তাকে যুক্ত করে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

৪. যেখানে প্রীতি নিরুদ্ধ হয় এবং যারা প্রীতি নিরোধ করে তারা তদ্রূপভাবে অবস্থান করে, সত্যই, সেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সে-কারণে নিবৃত্ত, উত্তীর্ণ এবং পারগত বলে আমি অভিহিত করি। "কোথায় প্রীতি নিরুদ্ধ হয় এবং কে কারা প্রীতি নিরোধ করে তদ্রূপভাবে অবস্থান করে? আমি এটা জানি না, এটা দেখি না" যে এরূপ বলে তাকে এ রকম বলা উচিত : শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে সুখ অনুভব করে, আর্যগণ যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী ও উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এখানে প্রীতি নিরুদ্ধ হয় এবং যারা প্রীতি নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে।" সত্যই হে ভিক্ষুগণ, অকপট, অমায়াবী ব্যক্তি ভাষণটিকে উত্তম বলে অভিনন্দিত করে ও অনুমোদন করে; ভাষণটিকে উত্তম বলে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করে তাঁকে যুক্ত করে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

৫. যেখানে উপেক্ষাসুখ নিরুদ্ধ হয় এবং যারা উপেক্ষাসুখ নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে সেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সে-কারণে নিবৃত্ত, উত্তীর্ণ ও পারগত বলে আমি অভিহিত করি। "কোথায় উপেক্ষাসুখ

নিরুদ্ধ হয় এবং কারা উপেক্ষাসুখ নিরোধ করে তদ্রূপভাবে অবস্থান করে? আমি এটা জানি না, আমি এটা দেখি না” যে এরূপ বলে তাকে এ রকম বলা উচিত—“শ্রদ্ধেয় মহাশয়, প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় ভিক্ষু উপেক্ষাশীল (না-সুখ না-দুঃখ) হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে যাতে শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহীন পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য সুখ-দুঃখ অস্তগত হয়, সেই না-সুখ না-দুঃখ উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। এখানে উপেক্ষাসুখ নিরুদ্ধ হয় এবং যারা উপেক্ষাসুখ নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে।” প্রকৃতপক্ষে হে ভিক্ষুগণ, অকপট, অমায়াবী ব্যক্তি ভাষণটিকে উত্তম বলে অভিনন্দিত করে ও অনুমোদন করে, ভাষণটিকে উত্তম বলে অভিনন্দিত ও অনুমোদন করে তাঁকে যুক্ত করে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

৬. যেখানে রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয় এবং যারা রূপসংজ্ঞা নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে সেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সে-কারণে নিবৃত্ত, উত্তীর্ণ ও পারগত বলে আমি অভিহিত করি। “রূপসংজ্ঞা কোথায় নিরুদ্ধ হয় এবং কারা রূপসংজ্ঞা নিরোধ করে তদ্রূপভাবে অবস্থান করে? আমি তা জানি না, আমি তা দেখি না” যে এরূপ বলে তাকে বলা উচিত : “শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে ক্রোধসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব-সংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে “অনন্ত আকাশ” সংজ্ঞায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে; এখানে রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয় এবং যারা রূপসংজ্ঞা নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে।” সত্যই হে ভিক্ষুগণ, অকপট, অমায়াবী ব্যক্তি উত্তম হিসাবে ভাষণটি অভিনন্দিত ও অনুমোদন করে, ভাষণটি অভিনন্দিত করে ও অনুমোদন করে তাঁকে যুক্ত করে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

৭. যেখানে আকাশ-অনন্ত-আয়তন নিরুদ্ধ হয় এবং যারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে সেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সে-কারণে নিবৃত্ত, উত্তীর্ণ ও পারগত বলে আমি অভিহিত করি। “আকাশ-অনন্ত-আয়তন কোথায় নিরুদ্ধ হয় এবং যারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন নিরোধ করে তদ্রূপভাবে অবস্থান করে? আমি তা জানি না, আমি তা দেখি না” যে এরূপ বলে তাকে বলা উচিত—“শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে “অনন্ত বিজ্ঞান সংজ্ঞায়” বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে, এখানে আকাশ-অনন্ত-

আয়তন নিরুদ্ধ হয় এবং যারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে।" সত্যই ভিক্ষুগণ, অকপট, অমায়াবী ব্যক্তি উত্তম বলে ভাষণটি অভিনন্দিত করে ও অনুমোদন করে, ভাষণটি অভিনন্দিত ও অনুমোদন করে তাঁকে যুক্ত করে সম্মান করে ও শ্রদ্ধা করে।

৮. যেখানে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নিরুদ্ধ হয় এবং যারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নিরোধ করেছে তারা তদ্রূপভাবে অবস্থান করে, সত্যই, সেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সেক্ষেত্রে নিবৃত্ত, উত্তীর্ণ এবং পারগত হয়েছে বলে আমি ঘোষণা করি। "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন কোথায় নিরুদ্ধ হয় এবং কারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নিরোধ করে সেভাবে অবস্থান করে? আমি তা জানি না, আমি তা দেখি না" যে এরূপ বলে তাকে এ রকম বলা উচিত—"শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে তাতে অবস্থান করে। এখানে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নিরুদ্ধ হয় এবং যারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে।" সত্যই, হে ভিক্ষুগণ, অকপট, অমায়াবী ব্যক্তি এ উত্তরে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয় এবং বলে, উত্তম বলেছেন এবং তৎপর তাঁকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

৯. যেখানে আকিঞ্চনায়তন নিরুদ্ধ হয় এবং যারা আকিঞ্চনায়তন নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে, সত্যই, সেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নিবৃত্ত হেতু উত্তীর্ণ, পারগত বলে আমি ঘোষণা করি। "আকিঞ্চনায়তন কোথায় নিরুদ্ধ হয় এবং কে আকিঞ্চনায়তন নিরোধ করে তদ্রূপভাবে অবস্থান করে? আমি এটা জানি না, আমি এটা দেখি না" যে ব্যক্তি এরূপ বলে তাকে এ রকম বলা উচিত—"শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। এখানে আকিঞ্চনায়তন নিরুদ্ধ হয় এবং যারা আকিঞ্চনায়তন নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে।" সত্যই, হে ভিক্ষুগণ, অকপট, অমায়াবী ব্যক্তি এ উত্তরে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয় এবং বলে, উত্তম বলেছেন এবং তৎপর তাঁকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

১০. যেখানে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নিরুদ্ধ হয় এবং যারা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে, সত্যই, সেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নিবৃত্ত হেতু উত্তীর্ণ, পারগত বলে আমি ঘোষণা করি। "কোথায় নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নিরুদ্ধ হয় এবং কারা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নিরোধ করে সেভাবে অবস্থান করে? আমি এটা জানি না, আমি এটা দেখি

না” যে ব্যক্তি এরূপ বলে তাকে এ রকম বলা উচিত—“শ্রদ্ধেয় মহাশয়, ভিক্ষু সম্পূর্ণভাবে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। এখানে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নিরুদ্ধ হয় এবং যারা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নিরোধ করেছে তারা সেভাবে অবস্থান করে।” সত্যই, হে ভিক্ষুগণ, অকপট, অমায়াবী ব্যক্তি এ উত্তরে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয় এবং বলে, উত্তম বলেছেন এবং তৎপর তাঁকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলি নয় অনুপূর্ব বিহার প্রাপ্তি।”

৩. নির্বাণসুখ সূত্র

৩৪.১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, “আয়ুষ্মানগণ, এ নির্বাণ সুখ, আয়ুষ্মানগণ, এ নির্বাণ সুখ।”

২. যখন তিনি এরূপ বললেন শ্রদ্ধেয় উদায়ি[১] তাঁকে বললেন, “কিন্তু শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র, এতে সুখ কী? যা এতে অনুভূত নয়?”

৩. “আবুসো, এটা প্রকৃতপক্ষে সেই সুখ যা এতে অনুভূত নহে। আবুসো, এ পাঁচটি কামগুণ। পাঁচ কী কী?

চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ প্রলোভনদায়ক, আনন্দদায়ক, মনোরম, প্রিয়রূপ কামাবিষ্ট, উত্তেজনা সৃষ্টিতে দক্ষ। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ প্রলোভনদায়ক, আনন্দদায়ক, মনোরম, প্রিয়রূপ, কামাবিষ্ট, উত্তেজনা সৃষ্টিতে দক্ষ। ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ প্রলোভনদায়ক, আনন্দদায়ক, মনোরম প্রিয়রূপ, কাম ও আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণযুক্ত। জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস প্রলোভনদায়ক, আনন্দদায়ক, মনোরম, প্রিয়রূপ, কাম ও আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণযুক্ত। কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ প্রলোভনদায়ক, আনন্দদায়ক, মনোরম, প্রিয়রূপ, কাম ও আকাঙ্ক্ষার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আবুসো, এগুলিই পঞ্চকামগুণ। আবুসো, যাতে এই পঞ্চকামগুণবশত সুখ, আনন্দ উৎপন্ন হয়, এটাকে আবুসো, কামসুখ বলে অভিহিত করা হয়।

৪. এক্ষেত্রে, শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত (অসম্পৃক্ত বা পৃথক) হয়ে অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক-সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। সেই ভিক্ষু এভাবে অবস্থানকালে কাম সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং সত্যই এটা তাঁর

কাছে ব্যাধি স্বরূপ। যেমন : বন্ধু, সুখী ব্যক্তির ব্যাধিতুল্য দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে। তদ্রূপ, কামসহগত সেসব সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি স্বরূপ। আবুসো, যা ব্যাধি তা দুঃখ—এটা ভগবদোক্ত। প্রকৃতপক্ষে মহাশয়, এভাবেই নির্বাণকে সুখ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

৫. পুনঃ, মহাশয়, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। সেই ভিক্ষু এভাবে অবস্থানকালে বিতর্কসহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর নিকট একটা ব্যাধি স্বরূপ। যেমন : বন্ধু, সুখী ব্যক্তির ব্যাধি উৎপন্ন হতে পারে। তদ্রূপ, বিতর্ক সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি; আবুসো, যা ব্যাধি তা দুঃখ, এটা ভগবদোক্ত। প্রকৃতপক্ষে মহাশয়, এভাবেই নির্বাণকে সুখ বিহার হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

৬. পুনরায় আবুসো, ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে “ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন” বলে বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। সেই ভিক্ষু এভাবে অবস্থানকালে প্রীতিসহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। যেমন : বন্ধু, সুখী ব্যক্তির ব্যাধি উৎপন্ন হতে পারে। তদ্রূপ, প্রীতি সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। যা ব্যাধি তা দুঃখ, এটা ভগবদোক্ত। প্রকৃতপক্ষে মহাশয়, এভাবেই নির্বাণকে সুখ বিহার হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

৭. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। সেই ভিক্ষু এভাবে অবস্থানকালে উপেক্ষাসহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। যেমন : বন্ধু, সুখী ব্যক্তির ব্যাধি উৎপন্ন হতে পারে। তদ্রূপ, উপেক্ষা সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। যা ব্যাধি তা দুঃখ, এটা ভগবদোক্ত। প্রকৃতপক্ষে মহাশয়, এভাবেই নির্বাণকে সুখ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

৮. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞাসমূহ অতিক্রম করে

ক্রোধসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে অনন্ত আকাশ সংজ্ঞায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করেন। আবুসো, সেই ভিক্ষু এভাবে অবস্থানকালে রূপসহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। যেমন : বন্ধু, সুখী ব্যক্তির ব্যাধি উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ, রূপসহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। আবুসো, যা ব্যাধি তা দুঃখ, এটা ভগবদোক্ত। প্রকৃতপক্ষে মহাশয়, এভাবেই নির্বাণকে সুখ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

৯. পুনঃ বন্ধু, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" সংজ্ঞায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করেন। আবুসো, সেই ভিক্ষু এভাবে অবস্থানকালে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। যেমন : বন্ধু, সুখী ব্যক্তির ব্যাধি উৎপন্ন হতে পারে। তদ্রূপ আকাশ-অনন্ত-আয়তন সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। আবুসো, যা ব্যাধি তা দুঃখ, এটা ভগবদোক্ত। প্রকৃতপক্ষে মহাশয়, এভাবেই নির্বাণকে সুখ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

১০. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করেন। আবুসো, সেই ভিক্ষু এভাবে অবস্থানকালে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। যেমন : বন্ধু, সুখী ব্যক্তির ব্যাধি উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। আবুসো, যা ব্যাধি তা দুঃখ, এটা ভগবদোক্ত। প্রকৃতপক্ষে বন্ধু, এভাবেই নির্বাণকে সুখ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

১১. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করেন। আবুসো, সেই ভিক্ষু এভাবে অবস্থানকালে আকিঞ্চনায়তন সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। যেমন বন্ধু, সুখী ব্যক্তির ব্যাধি উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ আকিঞ্চনায়তন সহগত সংজ্ঞা ও মন তাঁর থাকে এবং এটা তাঁর জন্য একটা ব্যাধি। আবুসো, যা ব্যাধি তা দুঃখ, এটা ভগবদোক্ত। প্রকৃতপক্ষে বন্ধু, এভাবেই নির্বাণকে সুখ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।

১২. পুনঃ হে আবুসো, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন, তখন

তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা দেখেন যে, তাঁর আসক্তি ক্ষয় হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হে বন্ধু, এভাবেই নির্বাণকে সুখ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে।"

৪. গাভী উপমা সূত্র

৩৫.১. "যেমন হে ভিক্ষুগণ, একটি গাভী পর্বতজাত, নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ক্ষেত্রজ্ঞানহীন,[২] বিষম পর্বতে বিচরণে অদক্ষ চিন্তা করে থাকতে পারে, এটা কেমন হয় যদি আমি পূর্বে গমন করিনি এমন স্থানে গমন করি; পূর্বে আহার করিনি এমন তৃণ আহার করি; পূর্বে পান করিনি এমন জল পান করি! এমন করতে গিয়ে সে তার সে সম্মুখের পা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে পিছনের পা উত্তোলন করে ফেলে, তার ফলে সে পূর্বে যে স্থানে গমন করেনি সে-স্থানে গমন করতে পারবে না কিংবা পূর্বে যে আহার গ্রহণ করেনি সে আহার গ্রহণ করতে পারবে না, কিংবা যে জল পান করেনি সে জল পান করতে পারবে না, কিংবা সে যে স্থান হতে বিচরণ করার পদক্ষেপ নিয়েছিল সেস্থানে নিরাপদে[৩] প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। এর কারণ কী? এর কারণ হে ভিক্ষুগণ, সে গাভীটা পর্বত-জাত, নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ক্ষেত্রজ্ঞানহীন, বিষম পর্বতে বিচরণে অদক্ষ। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ক্ষেত্রজ্ঞানহীন, অদক্ষ ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করতে পারে না। সে সেই নিমিত্ত অনুশীলন করে না, ভাবে না, বৃদ্ধি করে না, নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে না; তৎসত্ত্বেও সে চিন্তা করে, এটা কেমন হয় যদি আমি বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি। কিন্তু সে বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করতে সক্ষম হয় না। তাই সে চিন্তা করে, এটা কেমন হয় যদি আমি কাম হতে বিবিক্ত, অকুশলে নির্লিপ্ত হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি! কিন্তু সে কাম হতে বিবিক্ত (নির্লিপ্ত) হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করতে সক্ষম হয় না। হে ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষুকে উভয় ক্ষেত্রে পতিত, উভয় ক্ষেত্রে ব্যর্থ বলে অভিহিত করা হয়; যেমন সেই পর্বত-জাত, নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ক্ষেত্রজ্ঞানহীন

গাভী বিষম পর্বতে বিচরণে অদক্ষ গাভী সদৃশ।

২. কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, একটি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমতী, পর্বত-জাত, ক্ষেত্রজ্ঞ, বিষম পর্বতে বিচরণে দক্ষ গাভী চিন্তা করতে পারে—পূর্বে গমন করিনি এমন স্থানে যদি আমি যেতাম, পূর্বে আহার করিনি যদি আমি এমন আহার করতাম, পূর্বে আমি পান করিনি যদি আমি এমন জল পান করতাম! এমন করতে গিয়ে তার সম্মুখের পা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে পেছনের পা উত্তোলন করে। তার ফলে সে পূর্বে যে-স্থানে গমন করেনি সে-স্থানে গমন করে, পূর্বে যে আহার গ্রহণ করেনি সেই আহার সে গ্রহণ করে, পূর্বে যে জল পান করেনি সেই জল পান করতে পারে এবং সে যে-স্থান হতে বিচরণ করার পদক্ষেপ নিয়েছিল সেই স্থানে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, এর কারণ এই যে, পর্বত-জাত গাভীটা ছিল বিজ্ঞ, বুদ্ধিমতী, ক্ষেত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং বিষম পর্বতে বিচরণে দক্ষ। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু পণ্ডিত, মেধাবী, ক্ষেত্রজ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ। সে কাম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ, প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। সে সেই নিমিত্ত অনুশীলন করে, ভাবে বর্ধিত করে, নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে; সে চিন্তা করে, এটা কেমন হয় যদি আমি বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি! সে দ্বিতীয় ধ্যানে হতবুদ্ধি না হয়ে বিতর্ক-বিচার উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে সেই নিমিত্ত অনুশীলন করে, ভাবে, বর্ধিত করে, নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সে তখন চিন্তা করে, আমি যদি প্রীতিতেও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখ অনুভব করি, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বাস করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি! সে হতবুদ্ধি না হয়ে প্রীতিতেও বিরাগী হয়ে স্বচিত্তে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখ অনুভব করে। আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বাস করেন বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। সে সেই নিমিত্ত অনুশীলন করে, ভাবে, বর্ধিত

করে, নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে; সে এরূপ চিন্তা করে, যদি আমি সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করি! সে হতবুদ্ধি না হয়ে সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে সেই নিমিত্ত অনুশীলন করে, ভাবে, বর্ধিত করে, নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে; সে এরূপ চিন্তা করে, আমি যদি সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে ক্রোধসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" সংজ্ঞায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করতে পারতাম! সে হতবুদ্ধি না হয়ে সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে ক্রোধসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" সংজ্ঞায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে; সে সেই নিমিত্ত অনুশীলন করে, ভাবে, বর্ধিত করে, সেই নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তখন সে চিন্তা করেঃ আমি যদি সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" সংজ্ঞায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করতাম! সে হতবুদ্ধি না হয়ে সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" সংজ্ঞায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। সে সেই নিমিত্ত অনুশীলন করে, ভাবে, বর্ধিত করে, নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তখন সে চিন্তা করে—আমি যদি সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" সংজ্ঞায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করতাম। সে সেই নিমিত্তকে অনুশীলন করে, ভাবে, বর্ধিত করে, নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তখন সে চিন্তা করে—আমি যদি সম্পূর্ণরূপে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করতাম। সে হতবুদ্ধি না হয়ে সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে; সে সেই নিমিত্ত অনুশীলন করে, ভাবে, বর্ধিত করে, নিমিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সে এরূপ চিন্তা করে—আমি যদি সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে পারতাম! সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধকে বিভ্রান্ত না করে সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ লাভ করে অবস্থান করে।

৩. প্রকৃতপক্ষে হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু সেই সমাপত্তি লাভ করে এবং সমাপত্তি হতে উত্থিত হয় তখন তার মৃদু চিত্ত কমনীয় হয়, মৃদু চিত্তে কর্মণ্যতায় অপ্রমাণ সমাধি সুভাবিত হয় এবং অপ্রমাণ সমাধি দ্বারা ভাবিত সুভাবনা দ্বারা সে অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষকরণীয় যে ধর্ম আছে চিত্তকে তদভিমুখী করে এবং ব্যাপৃতি যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সামর্থ্য অর্জন করে। যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, সে নিজের মধ্যে বহুবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি অনুভব করবে, এক হয়ে বহু হবে, বহু হয়ে এক হবে, ইচ্ছাক্রমে আবির্ভাব তিরোভাব সাধন করতে পারবে, প্রাচীর প্রাকার পর্বত স্পর্শ না করে গমন করতে পারবে, আকাশে গমনের মতো; জলে পদব্রজে গমন করতে পারবে, আকাশে গমনের মতো; স্থলে উঠা-নামা করতে পারবে, স্থলে গমনের ন্যায়; আকাশেও পর্যঙ্কবদ্ধ হয়ে (পদ্মাসন করে বসে) বিহঙ্গগণের মত গমন করতে পারবে, মহাকায় মহাশক্তিসম্পন্ন চন্দ্রসূর্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করতে পারবে, চন্দ্রসূর্যের গায়ে হাত বুলাতে পারবে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সশরীরে অবস্থান করতে পারবে। ব্যাপৃতি যাই হোক না কেন, সে সর্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষসাক্ষীর সামর্থ্য অর্জন করে। যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে সে দিব্য, পরিশুদ্ধ ও লোকাতীত শ্রোত্রধাতু দ্বারা উভয় শব্দ শুনতে পারবে, যা দিব্য ও যা মনুষ্য, যা দূরে ও যা নিকটে; ব্যাপৃতি যাই হোক না কেন, সে সর্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষসাক্ষীর সামর্থ্য অর্জন করে। যদি সে এই আকাঙ্ক্ষা করে সে স্বচিত্তে অপর ব্যক্তির চিত্তের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জানবে, চিত্ত সরাগ হলে সরাগ, বীতরাগ হলে বীতরাগ, সদ্বেষ হলে সদ্বেষ, বীতদ্বেষ হলে বীতদ্বেষ, সমোহ হলে সমোহ, বীতমোহ হলে বীতমোহ, সংক্ষিপ্ত হলে সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হলে বিক্ষিপ্ত, মহদ্গত হলে মহদ্গত, অমহদ্গত হলে অমহদ্গত, স-উত্তর হলে স-উত্তর, অনুত্তর হলে অনুত্তর, সমাহিত হলে সমাহিত, অসমাহিত হলে অসমাহিত, বিমুক্ত হলে বিমুক্ত, অবিমুক্ত হলে অবিমুক্ত বলেই জানতে পারবে; ব্যাপৃতি যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সামর্থ্য অর্জন করে; যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে সে বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে, যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শতজন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শতসহস্র জন্ম, বহুসংবর্ত কল্প, বহুবিবর্তকল্প, বহুসংবর্ত-বিবর্তকল্প, অমুক জন্মে আমার ছিল এই নাম, এই ছিল গোত্র, এই ছিল বর্ণ, এই ছিল আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই ছিল আয়ু-পরিমাণ; তা হতে চ্যুত হয়ে আমি এ যোনিতে জন্মগ্রহণ

করেছি; এ প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে। ব্যাপৃতি যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষসাক্ষীর সামর্থ্য লাভ করে। যদি সে এই আকাঙ্ক্ষা করে সে বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবগণকে দেখতে পারে, তারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত জীবসমূহকে জানতে পারবে, এ সকল জীব কায়দুশ্চরিত্র, বাক্‌দুশ্চরিত্র, মনদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্মপরিগ্রাহী হবার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে এসকল জীব কায়সুচরিত, বাক্‌সুচরিত, মনসুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক নহে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিউদ্ভূত কর্মপরিগ্রাহী হবার ফলে দেহান্তে, মৃত্যুর পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে; এরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত চক্ষু দ্বারা জীবগণকে দেখতে পাবে, তারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত জীবগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারবে; ব্যাপৃতি যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষসাক্ষীর সামর্থ্য অর্জন করে। যদি সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, সে আসবক্ষয়ে অনাসব হয়ে দৃষ্টধর্মে (বর্তমান জন্মে) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চেতবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎকার করে তাতে অবস্থিত হয়ে বিচরণ করবে। ব্যাপৃতি যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সামর্থ্য অর্জন করে।”

৫. ধ্যান সূত্র

৩৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি প্রকৃতপক্ষে আসব-ক্ষয় নির্ভর করে প্রথম ধ্যানের উপর; প্রকৃতপক্ষে আমি বলি আসব-ক্ষয় নির্ভর করে দ্বিতীয় ধ্যানের উপর; আমি বলি আসব-ক্ষয় নির্ভর করে তৃতীয় ধ্যানের উপর; আমি বলি আসব-ক্ষয় নির্ভর করে চতুর্থ ধ্যানের উপর। হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি প্রকৃতপক্ষে আসব-ক্ষয় নির্ভর করে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানের উপর; আমি বলি আসব-ক্ষয় নির্ভর করে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনের উপর; আমি বলি আসব-ক্ষয় নির্ভর করে আকিঞ্চনায়তন ধ্যানের উপর; আমি বলি আসব-ক্ষয় নির্ভর করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-নায়তন ধ্যানের উপর।

২. হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি ধ্যানের উপর আসব-ক্ষয় নির্ভর করে বলে কথিত। এবং কী কারণে এরূপ বলা হয়?

এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক সবিচার

বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে—তার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানসহগত যা কিছু ঘটুক না কেন, সে সম্পূর্ণরূপে অনিত্য হিসাবে, দুঃখ, রোগ, অসুচিমুখ শক্ত কীলক, ক্ষত, যন্ত্রণা, নিজস্ব নহে এমন, চটকদার কিন্তু তুচ্ছ বস্তু, শূন্য, অনাত্ম হিসাবে দেখে। সে সমস্ত বিষয় হতে চিত্তকে ফিরিয়ে নেয়। সে তদ্রূপ করে চিত্তকে অমৃত ধাতুতে এ চেতনায় কেন্দ্রীভূত করে, "এটাই শান্তি, এটাই উত্তম, যেমন সর্ব সংস্কার শান্ত, সর্ব উপাধি (জন্মের ভিত্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ[৪]।" এবং সে সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যদি আসক্তি ক্ষয় না হয় সেই ধর্মরাগবশত, সেই ধর্মানন্দ হেতু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে আপনা আপনি জন্মগ্রহণ করে এবং সেই জগৎ হতে প্রত্যাবর্তনের অধীন না হয়ে সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে।

যেমন হে ভিক্ষুগণ, তীরন্দাজ বা তীরন্দাজের শিষ্য তৃণ বা মৃত্তিকা-পুঞ্জের উপর অনুশীলন করবে; বর্তমানে সে দীর্ঘ, দ্রুত, বন্দুক ছোড়ক, মহা কায়ের[৫] তীক্ষ্ণভেদক হয়ে যাবে। তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে এবং তার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানসহগত যা কিছু হোক না কেন, সে এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, সুচিমুখ শক্ত কীলক, ক্ষত, যন্ত্রণা, নিজস্ব নহে এমন, চটকদার কিন্তু তুচ্ছ বস্তু, শূন্য, অনাত্ম হিসাবে দেখে। সে সেসব বিষয় হতে চিত্তকে ফিরায়ে নেয়। সে তদ্রূপ করে চিত্তকে অমৃত ধাতুতে এ চেতনায় কেন্দ্রীভূত করে, "এটাই শান্তি, এটাই উত্তম, যেমন, সর্ব সংস্কার শান্ত, সর্ব-উপাধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।" এবং সে সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যদি আসক্তি ক্ষয় না হয় সেই ধর্মরাগবশত, সেই ধর্মানন্দ হেতু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই জগৎ হতে প্রত্যাবর্তন অধীন না হয়ে সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ, এটা উক্ত আমি বলি প্রথম ধ্যানের উপর আসব ক্ষয় নির্ভর করে এবং এ কারণে এটা উক্ত।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এটা উক্ত; আমি বলি দ্বিতীয় ধ্যানের উপর আসব ক্ষয় নির্ভর করে; এবং এ কারণে এটা উক্ত। হে ভিক্ষুগণ, এটা উক্ত; আমি বলি তৃতীয় ধ্যানের উপর আসব ক্ষয় নির্ভর, এবং এ কারণে এটা উক্ত। হে

ভিক্ষুগণ, চতুর্থ ধ্যানের উপর আসব ক্ষয় নির্ভর করে বলে আমি বলি এবং কী কারণে এটা উক্ত?

এখানে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। তার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানসহগত যা কিছু ঘটুক না কেন, সে সম্পূর্ণ অনিত্য হিসাবে, দুঃখ, রোগ, সুচিমুখ শক্ত কীলক, ক্ষত, যন্ত্রণা, নিজস্ব নহে এমন, চটকদার কিন্তু তুচ্ছ বস্তু, শূন্য, অনাত্ম হিসাবে দেখে। সে সেসব বিষয় হতে চিত্তকে ফিরায়ে নেয়। সে তদ্রূপ করে চিত্তকে অমৃত ধাতুতে এ চেতনায় কেন্দ্রীভূত করে, "এটাই শান্তি, এটাই উত্তম, যেমন : সর্ব সংস্কার শান্ত, সর্ব উপাধি (জন্মের ভিত্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।" এবং সে সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যদি আসক্তি ক্ষয় না হয় সেই ধর্মরাগবশত, সেই ধর্মানন্দ হেতু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে আপনা আপনি জন্মগ্রহণ করে এবং সেই জগৎ হতে প্রত্যাবর্তনের অধীন না হয়ে সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে। যেমন হে ভিক্ষুগণ, তীরন্দাজ বা তীরন্দাজের শিষ্য তৃণপুঞ্জ বা মৃত্তিকাপুঞ্জের উপর অনুশীলন করবে; বর্তমানে সে দীর্ঘ, দ্রুত, বন্দুক ছোড়ক, মহা কায়ের তীক্ষ্ণভেদক হয়ে যাবে। তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে এবং তার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানসহগত যা কিছু হোক না কেন, সে এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, সুচিমুখ, শক্ত কীলক, ক্ষত, যন্ত্রণা, নিজস্ব নহে এমন, চটকদার কিন্তু তুচ্ছ বস্তু, শূন্য, অনাত্ম হিসাবে দেখে। সে সেসব বিষয় হতে চিত্তকে ফিরায়ে নেয়। সে তদ্রূপ করে চিত্তকে অমৃত ধাতুতে এ চেতনায় কেন্দ্রীভূত করে, "এটাই শান্তি, এটাই উত্তম, যেমন সর্ব সংস্কার শান্ত, সর্ব উপাধি (জন্মের ভিত্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।" এবং সে সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যদি আসক্তি ক্ষয় না হয় সেই ধর্মরাগবশত, সেই ধর্মানন্দ হেতু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে আপনা আপনি জন্মগ্রহণ করে এবং সেই জগৎ হতে প্রত্যাবর্তনের অধীন না হয়ে সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, চতুর্থ ধ্যানের উপর আসব-ক্ষয় নির্ভর করে যে বলা হয় তা এ কারণেই বলা হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানের উপর আসব-ক্ষয় নির্ভর করে বলে উক্ত এবং এটা কোন কারণে উক্ত হয়?

এখানে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে ক্রোধসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব-সংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" জ্ঞানে আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। তার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানসহগত যা কিছু ঘটুক না কেন, সে সম্পূর্ণরূপে অনিত্য হিসাবে, দুঃখ, রোগ, সুচিমুখ শক্ত কীলক, ক্ষত, যন্ত্রণা, নিজস্ব নহে এমন, চটকদার কিন্তু তুচ্ছ বস্তু, শূন্য, অনাত্ম হিসাবে দেখে। সে সেসব বিষয় হতে চিত্তকে ফিরিয়ে নেয়। সে তদ্রূপভাবে চিত্তকে অমৃত ধাতুতে এ চেতনায় কেন্দ্রীভূত করে, "এটাই শান্তি, এটাই উত্তম, যেমন সর্ব সংস্কার শান্ত, সর্ব উপাধি (জন্মের ভিত্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ[৬]।" এবং সে সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যদি আসক্তি ক্ষয় না হয় সেই ধর্মরাগবশত, সেই ধর্মানন্দ হেতু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে আপনা আপনি জন্মগ্রহণ করে এবং সেই জগৎ হতে প্রত্যাবর্তনের অধীন না হয়ে সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানের উপর আসব-ক্ষয় নির্ভর করে যে বলা হয় তা এ কারণেই বলা হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনের উপর নির্ভর... আকিঞ্চনায়তনের উপর আসব-ক্ষয় নির্ভর করে যে বলা হয় তা কি কারণে বলা হয়?

হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" জ্ঞানে আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করে। তার বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানসহগত যা কিছু ঘটুক না কেন, সে সম্পূর্ণরূপে অনিত্য হিসাবে দুঃখ, রোগ, সুচিমুখ শক্ত কীলক, ক্ষত, যন্ত্রণা, নিজস্ব নহে এমন, চটকদার কিন্তু তুচ্ছ বস্তু, শূন্য, অনাত্ম হিসাবে দেখে। সেভাবে চিত্তকে অমৃত ধাতুতে এ চেতনায় কেন্দ্রীভূত করে, "এটাই শান্তি, এটাই উত্তম, যেমন সর্ব সংস্কার শান্ত সর্ব, উপাধি (জন্মের ভিত্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।" এবং সে সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যদি আসক্তি ক্ষয় না হয় সেই ধর্মরাগবশত, সেই ধর্মানন্দ হেতু পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে আপনা আপনি জন্মগ্রহণ করে এবং সেই জগৎ হতে প্রত্যাবর্তনের অধীন না হয়ে সেখানেই

পরিনির্বাণ লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি, আকিঞ্চনায়তনের উপর আসব-ক্ষয় নির্ভর করে যে বলা হয় তা এ কারণেই বলা হয়।

এরূপে যাবৎ সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকে তাবৎ জ্ঞানপূর্ণ তীক্ষ্ণতা বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু হে ভিক্ষুগণ, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি ও সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ এই উভয় আয়তনে সমাপত্তি (লাভ) ও সমাপত্তি উত্থানের পর সমাপত্তি কুশল (দক্ষ) ও সমাপত্তি উত্থানকুশল ধ্যানী ভিক্ষুদের দ্বারা এক বলে যথার্থভাবে আখ্যায়িত হওয়া উচিত।"

৬. আনন্দ সূত্র

৩৭.১. আমার এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ বন্ধুগণ" বলে প্রত্যুত্তরে তাঁদের সম্মতি জানালেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন :

২. "বন্ধুগণ এটা আশ্চর্য, অদ্ভুত-সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য নিরোধের জন্য, যথার্থ পন্থা অনুসরণের জন্য, নির্বাণ উপলব্ধির জন্য, বন্ধন হতে অব্যাহতির এ উপায়ে কীভাবে জ্ঞাতা, দর্শেতা, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে জাগাল, সেখানে থাকবে মাত্র চক্ষু কিন্তু থাকবে না ইন্দ্রিয়গোচর কোনো বস্তুর অনুভূতি ও তার কোনো আয়তন, সেখানে থাকবে মাত্র কর্ণ (শ্রোত্র) কিন্তু থাকবে না শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কোনো অনুভূতি এবং তদায়তন; সেখানে থাকবে মাত্র নাসিকা কিন্তু থাকবে না ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কোনো অনুভূতি এবং তদায়তন; সেখানে থাকবে মাত্র জিহ্বা কিন্তু থাকবে না জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের কোনো অনুভূতি ও তদায়তন; সেখানে থাকবে মাত্র কায় কিন্তু থাকবে না স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের কোনো অনুভূতি ও তদায়তন।"

৩. এরূপ বললে বন্ধু উদায়ি আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, "আবুসো আনন্দ, তাহলে কি সংজ্ঞাই আয়তন উপলব্ধি করে না, না অসংজ্ঞী?" "আবুসো, সংজ্ঞীই (জ্ঞাত) তদায়তন উপলব্ধি করে না, অসংজ্ঞী নহে?" "কিন্তু কীভাবে সে প্রত্যক্ষকারী কিন্তু তদায়তন উপলব্ধি করে না?"

৪. "আবুসো, এখানে ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে ক্রোধসংজ্ঞা অবসান করে নানাত্ব-সংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" চিন্তা করে আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। এরূপে

উপলব্ধিকারী কিন্তু আয়তন উপলব্ধি করে না।

৫. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" চিন্তা করে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। এরূপে সে উপলব্ধিকারী কিন্তু আয়তন উপলব্ধি করে না।

৬. পুনরায় বন্ধু, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" চিন্তা করে আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করে, এরূপে সে উপলব্ধিকারী কিন্তু আয়তন উপলব্ধি করে না।

৭. বন্ধু, একসময় আমি সাকেতে অঞ্জনবনে মৃগদাবে অবস্থান করেছিলাম। তখন জটিলাগাহের জনৈকা ভিক্ষুণী আমার নিকট আসেন উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে স্থিত হন। এক প্রান্তে উপবিষ্টা জটিলাগাহের ভিক্ষুণী আমাকে বললেন, "ভন্তে আনন্দ, এই সেই সমাধি যা বাঁকানো কিংবা বাঁকিয়ে একপেশে করা যায় না যাতে ধ্যায়ী সজ্ঞান কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা পরিচালিত হন না, কিন্তু এর বিমুক্তি দ্বারা স্থিত হন। স্থিতিতা দ্বারা সুখী এবং সুখ দ্বারা অচঞ্চল থাকেন। ভগবৎ কর্তৃক এর সমাধির কী ফল উক্ত হয়েছে?"

আবুসো, এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে জটিলাগাহিয় ভিক্ষুণীকে আমি উত্তর দিলাম, "ভগিনী, এই সেই সমাধি যা বাঁকানো কিংবা বাঁকিয়ে এক পেশে করা যায় না যাতে ধ্যায়ী সজ্ঞান কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা পরিচালিত হন না, কিন্তু এর বিমুক্তি দ্বারা স্থিত হন, স্থিতি দ্বারা সুখী এবং সুখ দ্বারা অচঞ্চল থাকেন। ভগবৎ কর্তৃক সমাধির আধ্যাত্মিক জ্ঞানফল উক্ত হয়েছে।"

আবুসো, সে এরূপ সংজ্ঞী কিন্তু সে সেক্ষেত্রে অনুভব করে না।"

৭. লোকায়তিক সূত্র

৩৮.১. দুজন লোকায়তিক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে স্মরণীয় কথা সমাপনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদ্বয় ভগবানকে বললেন :

২. "ভো গৌতম, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী পূরণকশ্যপ অপরিশেষ জ্ঞানদর্শন বিশেষভাবে জানেন, "আমি বিচরণ করি বা স্থিত হই বা নিদ্রিত হই বা জাগ্রত হই সতত, শান্ত জ্ঞানদর্শন উপস্থিত থাকে।" তিনি এরূপ ঘোষণা করেছেন, "অনন্তলোক জ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে আমি অনন্ত জ্ঞানসহ অবস্থান করি।" ভো গৌতম, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী নির্গ্রন্থ নাথপুত্র অপরিশেষ জ্ঞান-দর্শন বিশেষভাবে জানেন, "আমি বিচরণ করি বা স্থিত হই বা নিদ্রিত হই বা

জাগ্রত হই সতত, শান্ত জ্ঞান দর্শন আমাতে বিদ্যমান থাকে।” তিনি এরূপ ঘোষণা করেছেন, “অনন্তলোক জ্ঞাত হয়ে, দর্শন করে আমি অনন্ত জ্ঞানসহ অবস্থান করি।” ভো গৌতম, এ উভয়ের মধ্যে কে অপরকে অস্বীকার করে? কে সত্য ভাষণ করে, কে মিথ্যা ভাষণ করে?”

৩. “যথেষ্ট ব্রাহ্মণ, এখানে দাঁড়ান, এ উভয় জ্ঞানবাদীর কে অপরকে অস্বীকার করে? কে সত্য ভাষণ করে, কে মিথ্যা ভাষণ করে? ব্রাহ্মণ আমি ধর্ম দেশনা করব, তা মনোনিবেশসহ শ্রবণ করুন, আমি ভাষণ করছি”। ব্রাহ্মণদ্বয় ভগবানের কথায় সায় দিলেন, “তাই হোক।” ভগবান বললেন :

৪. “মনে করুন, ব্রাহ্মণ, চার পুরুষ পৃথিবীর চার কোণে দাঁড়ানো, প্রত্যেকে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ ও গতিসম্পন্ন, সর্বোচ্চ দীর্ঘ পদক্ষেপসম্পন্ন যেমন একজন ধনুসহ শক্তিশালী, দক্ষ, চতুর লক্ষভেদী তীরন্দাজ পাত্‌লা তীর দ্বারা সহজে একটা তালবৃক্ষের ছায়া কেটে ফেলতে পারে—এরূপ হচ্ছে তাদের গতি; যেন পূর্ব সমুদ্র পশ্চিম সমুদ্র—এরূপ তাদের পদক্ষেপ। এখন মনে করুন, পূর্বকোণে স্থিত লোকটি বলতে পারে, “আমি হেঁটে জগতের শেষ সীমায় পৌঁছব!” যদিও জীবনের মেয়াদ শতবর্ষ এবং সে শতবর্ষই জীবিত রইল এবং শতবর্ষই হাঁটল, শুধুমাত্র আহার-পান-চর্বণ-চিবান-প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়া এবং নিদ্রার মাধ্যমে অবসন্নতা দূর করা ব্যতীত। শতবর্ষ যাবৎ হেঁটে জগতের অন্ত প্রাপ্ত না হয়ে এর মধ্যে সে কালপ্রাপ্ত হতে পারে। এবং মনে করুন, পশ্চিম কোণে স্থিত পুরুষটি... উত্তর কোণে স্থিত পুরুষটি... দক্ষিণ কোণে স্থিত পুরুষটি অনুরূপ বলতে পারে... যদিও প্রত্যেকে শতবর্ষ যাবৎ হাঁটল, শুধুমাত্র আহার পান-চর্বণ-চিবান-প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া প্রদান ও নিদ্রার মাধ্যমে অবসন্নতা দূর করা ব্যতীত। শতবর্ষ ব্যাপী হেঁটে জগতের অন্ত প্রাপ্ত না হয়ে এর মধ্যে তারা কাল প্রাপ্ত হতে পারে। এবং তার কারণ কী? ওহে ব্রাহ্মণ, এরূপ পরিভ্রমণ দ্বারা আমি বলি না যে, জগতের অন্ত জানা, দেখা ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি হে ব্রাহ্মণ, আমি ঘোষণা করছি—জগতের অন্তে না পৌঁছে দুঃখের অন্ত সাধন করা যায় না।

৫. হে ব্রাহ্মণ, এই পঞ্চকামগুণকে আর্যবিনয়ে লোক বলে অভিহিত করা হয়। পঞ্চ কী কী?

৬. চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আকাঙ্ক্ষিত, মুগ্ধকর, আনন্দময়, প্রিয়, অনুরাগ ও কাম উদ্দীপক; শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ আকাঙ্ক্ষিত, মুগ্ধকর, আনন্দময়, প্রিয়, অনুরাগ ও কাম উদ্দীপক; ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ আকাঙ্ক্ষিত, মুগ্ধকর, আনন্দময়,

প্রিয়, অনুরাগ ও কাম উদ্দীপক; জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস আকাঙ্ক্ষিত, মুগ্ধকর, আনন্দময়, প্রিয়, অনুরাগ ও কাম উদ্দীপক; কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ আকাঙ্ক্ষিত, মুগ্ধকর, আনন্দময়, প্রিয়, অনুরাগ ও কামোদ্দীপক।

হে ব্রাহ্মণ, এই পঞ্চ কামগুণকে আর্য-বিনয়ে লোক বলে অভিহিত করা হয়।

৭. এখন মনে করুন ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। তাকেই জগতের অন্তে এসেছে বলে অভিহিত করা হয় এবং সে জগতের অন্তে অবস্থান করে। এবং অন্যে তার সম্পর্কে বলতে পারে, "এপুরুষ এখনো জগতে আবদ্ধ, এখনো জগতের বাইরে যায়নি।" হে ব্রাহ্মণ, আমিও তার সম্পর্কে এরূপ বলি, "সে এখনো লোকে আবদ্ধ, এখনো লোকাতীত হয়নি।"

৮. পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদযুক্ত চিত্তে একাগ্রজনিত অবিতর্ক ও বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে, ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন" বলে যে বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করে। ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ, না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। হে ব্রাহ্মণ, এই ভিক্ষু জগতের অন্তে এসে জগতের অন্তে অবস্থান করে বলে অভিহিত করা হয়। অন্যে তার সম্পর্কে বলে, "এই পুরুষ এখনো জগতে আবদ্ধ, এখনো জগতের বাইরে যায়নি।" আমিও হে ব্রাহ্মণ, এরূপ বলি, "এব্যক্তি এখনো লোকে আবদ্ধ, লোকাতীত হয়নি।"

৯. পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব-সংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" সংজ্ঞায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। হে ব্রাহ্মণ, এই ভিক্ষু জগতের অন্তে এসে অবস্থান করে বলে অভিহিত করা হয়। অন্যে তার সম্পর্কে বলে, "এ পুরুষ এখনো জগতে আবদ্ধ, এখন জগতের বাইরে যায়নি।" আমিও ব্রাহ্মণ, এরূপ বলি, "এব্যক্তি এখনো

লোকে আবদ্ধ লোকাতীত হয়নি।"

১০. পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই চেতনায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" চেতনায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করে। হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" লাভ করে অবস্থান করে। হে ব্রাহ্মণ, এই ভিক্ষু লোকের অন্তে এসে লোকের অন্তে বাস করে বলে অভিহিত করা হয়। অন্যে তার সম্পর্কে বলে, "এই ব্যক্তি লোকে আবদ্ধ, লোকের বাইরে যায়নি।" হে ব্রাহ্মণ, আমিও এরূপ বলি, "এ ভিক্ষু লোকে আবদ্ধ লোকাতীত হয়নি।"

১১. পুনঃ হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু সর্বতোভাবে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ লাভ করে অবস্থান করে, প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে যে, আসক্তি সমূহ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। "হে ব্রাহ্মণ, এই ভিক্ষু লোকের অন্তে এসে লোকের অন্তে বাস করে, লোকাতীত, আসক্তি মুক্ত বলে অভিহিত করা হয়।"

৮. দেবাসুর সংগ্রাম সূত্র

৩৯. ১. "হে ভিক্ষুগণ, বহুকাল পূর্বে দেবতা ও অসুরের মধ্যে যুদ্ধ গর্জন করে উঠল। সেই যুদ্ধে অসুরদের জয় এবং দেবতাদের পরাজয় ঘটেছিল এবং পরাজিত দেবতাগণসহ উত্তরাভিমুখে (বিপক্ষ হয়ে) পলায়ন করে। তখন দেবগণ চিন্তা করল, "অসুরগণ পশ্চাদ্ধাবন করছে, চল আমরা দ্বিতীয়বার তাদের সাথে যুদ্ধ করি।"

২. দ্বিতীয়বারও হে ভিক্ষুগণ, দেবগণ অসুরদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়বারও অসুরদের জয় এবং দেবগণের পরাজয় হয়েছিল এবং পরাজিত দেবগণ ভীত হয়েছিল এবং উত্তরাভিমুখে অসুরদের অনুসরণ করেছিল। তখন দেবগণ চিন্তা করল, "অসুরগণ আমাদের অনুসরণ করছে, চল আমরা তৃতীয়বার তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হই।"

৩. তৃতীয়বারও হে ভিক্ষুগণ, দেবগণ অসুরগণের সাথে সংগ্রাম করে। হে ভিক্ষুগণ, এবারও অসুরদের জয়, দেবগণের পরাজয় ঘটে এবং পরাজিত ও ভীত দেবগণ দেবনগরে প্রবেশ করে। হে ভিক্ষুগণ, দেবপুরাগত দেবগণ এরূপ চিন্তা করল, "এখন আমরা যে ভীতদের পরিত্রাণের জন্য এসেছি, এখন হতে আমরা নিজেরা নিজেরাই বাস করব এবং অসুরদের সাথে

আমাদের কোনো কিছু করণীয় নেই।” অসুরগণও অপরপক্ষে হে ভিক্ষুগণ, এরূপ চিন্তা করল, “ভীত দেবগণ পরিত্রাণের জন্য চলে গেছে, এখন থেকে তারা নিজেরা নিজেরাই বাস করবে এবং আমাদের সাথে তাদের কোনো করণীয় নেই।”

৪. হে ভিক্ষুগণ, বহুকাল পূর্বে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে অন্য একটি সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। সে সংগ্রামে হে ভিক্ষুগণ, দেবগণের জয় এবং অসুরগণের পরাজয় ঘটেছিল এবং পরাজিত অসুরগণ দেবগণ দ্বারা অনুসৃত হয়ে দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করেছিল। হে ভিক্ষুগণ, তখন অসুরগণ চিন্তা করল, “দেবগণ আমাদের অনুসরণ করছে; সুতরাং, দ্বিতীয়বার তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হলে কেমন হয়!”

৫. এবং তারা তাই করল এবং দ্বিতীয়বারও তাদের পরাজয় ঘটল। এবং হে ভিক্ষুগণ, পরাজিত অসুরগণ সেবারও দেবগণ দ্বারা অনুসৃত হয়ে দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করল। তখন হে ভিক্ষুগণ, অসুরগণ পুনঃ চিন্তা করল, “চল, আমরা তৃতীয়বার দেবগণের সাথে সংগ্রাম করি।”

৬. তৃতীয়বারও হে ভিক্ষুগণ, অসুরেরা দেবগণের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হলো। তৃতীয়বারও দেবগণের জয়, অসুরদের পরাজয় ঘটল। পরাজিত এবং ভীত অসুরগণ অসুরপুরে প্রবেশ করে। অসুর পুরাগত অসুরেরা হে ভিক্ষুগণ, এরূপ চিন্তা করল, “এখন আমরা যে ভীতদের পরিত্রাণের জন্য এসেছি, এখন হতে আমরা নিজে নিজেই বাস করব এবং দেবগণের সাথে আমাদের কোনো কিছু করণীয় নেই।” অপর পক্ষে হে ভিক্ষুগণ, দেবগণও এরূপ চিন্তা করল, “ভীত অসুরগণ পরিত্রাণের জন্য চলে গেছে এখন থেকে তারা নিজেরা নিজেরাই বাস করবে এবং আমাদের সাথে তাদের কোনো করণীয় নেই।”

৭. তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, যে সময়ে ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত... প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে সে সময়ে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিন্তা করে, “এখন যে আমি ভয়গ্রস্তদের পরিত্রাণের জন্য এসেছি, এখন হতে আমি নিজেই বাস করব এবং মারের সাথে আমার কোনো করণীয় নেই।” এবং পাপমতি মারও এরূপ চিন্তা করে, “এখন যে ভিক্ষু ভয়গ্রস্তদের পরিত্রাণের জন্য চলে গেছেন, এখন হতে তিনি নিজে নিজেই বাস করবেন এবং আমার সাথে তাঁর কোনো করণীয় নেই।”

৮. যে সময়ে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার প্রশমিত... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে, সে সময়ে হে ভিক্ষুগণ,

ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে, "এখন যে আমি ভয়গ্রস্তদের পরিত্রাণের জন্য এসেছি, এখন হতে আমি নিজে নিজেই বাস করব এবং মারের সাথে আমার কোনো করণীয় নেই।" পাপমতি মারও হে ভিক্ষুগণ, এরূপ চিন্তা করে; "এখন যে ভিক্ষু ভয়গ্রস্তদের পরিত্রাণের জন্য চলে গেছেন, এখন হতে তিনি নিজে নিজেই বাস করবেন এবং আমার সাথে তাঁর কোনো করণীয় নেই।"

৯. যে সময়ে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" চেতনায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে, হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু মারকে অন্ধ করে দিয়েছে, পাপমতি মারের দৃষ্টিপথ ধ্বংস করে দিয়েছে বলে কথিত এবং সে পাপমতি মারের অদর্শনগত হয়েছে।

১০. যে সময়ে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পুরোপুরি আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" চেতনায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে... পুরোপুরি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" চেতনায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করে... পুরোপুরি আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে... পুরোপুরি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে যে আসক্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, সে মারকে অন্ধ করে দিয়েছে, পাপমতি মারকে বধ করে মারের দৃষ্টিপথ অন্ধ করে দিয়েছে বলে কথিত এবং সে মারের দর্শন বহির্ভূত হয়েছে।"

৯. নাগ সূত্র

৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, যখন আরণ্যক দাঁতাল নাগের সম্মুখে গিয়ে গোচররত হস্তী বা হস্তিনী বা যুব হস্তী বা শিশু হস্তী তৃণাগ্র ছেদন করে খায়। সে-কারণে দাঁতাল নাগ জ্বালা অনুভব করে, উত্তেজিত হয় ও বিরক্তি বোধ করে, সে সময়ে হে ভিক্ষুগণ, আরণ্যক দাঁতাল নাগের গোচররত হস্তী বা হস্তিনী বা যুব হস্তী বা শিশু হস্তী ভগ্ন বৃক্ষের শাখা গুচ্ছ খেয়ে ফেলে যেকারণে দাঁতাল নাগ জ্বালা অনুভব করে, উত্তেজিত হয় ও বিরক্তি বোধ করে। যেসময়ে হে ভিক্ষুগণ, হস্তিনী দাঁতাল নাগের নিকট গিয়ে তার বিপরীতে কায় ঘর্ষণ করে সে-কারণে দাঁতাল নাগ জ্বালা অনুভব করে, উত্তেজিত হয় ও বিরক্তি বোধ করে।

২. তখন হে ভিক্ষুগণ, আরণ্যক দাঁতাল নাগ চিন্তা করে, "আমি এখন

হস্তী, হস্তিনী, যুবক হস্তী, শিশু হস্তী দ্বারা আকীর্ণ হয়ে বাস করছি; আমি শুধু মাত্র ছিন্ন তৃণাগ্র ভোজন করছি; তারা আমার ভগ্ন বৃক্ষের শাখা ভোজন করে; আমি ঘোলা জল পান করছি; এবং হস্তিনী এসে যখন আমি পানিতে অবতরণ করি আমার কায় ঘর্ষণ করে; পশুদল ত্যাগ করে যদি আমি একাকী বাস করি তাহলে কেমন হয়?" এবং হে ভিক্ষুগণ, এখন পশুদল ত্যাগ করে সে একাকী বাস করছে; এবং সে অচ্ছিন্ন তৃণাগ্র ভোজন করছে এবং কেউ তার ভগ্ন বৃক্ষশাখা পরিভোগ করছে না; সে বিশুদ্ধ জল পান করছে এবং কোনো হস্তিনী পানিতে অবতরণ করে তার কায় ঘর্ষণের জন্য আসছে না। হে ভিক্ষুগণ, সেসময়ে আরণ্যক নাগ এরূপ চিন্তা করে, "পূর্বে আমি হস্তী, হস্তিনী, যুব হস্তী, শিশু হস্তী আকীর্ণ হয়ে বাস করতাম; ছিন্ন তৃণাগ্র আহার করতাম; আমার ভগ্ন বৃক্ষের শাখা তারা খেয়ে ফেলত এবং ঘোলা জল পান করতাম এবং আমি জলে অবতরণ করলে হস্তিনী আমার কায় ঘর্ষণের জন্য আগমন করত; এখন আমি কিন্তু পশুদল ত্যাগ করে একাকী বাস করছি, অচ্ছিন্ন তৃণাগ্র আহার করছি এবং আমার ভগ্ন বৃক্ষের শাখা তারা খেয়ে ফেলছে না, আমি অনাবিল জল পান করছি এবং আমার জলে অবতরণকালে আমার কায় ঘর্ষণের জন্য হস্তিনী আর আসছে না।" এবং শুঁড় দ্বারা বৃক্ষের শাখাগুচ্ছ ভেঙ্গে তদ্দারা নিজে নিজে কায় মর্দন করে আনন্দিত মনে চুলকানি উপশম করছে।

৩. তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, যেসময়ে ভিক্ষু ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, রাজামাত্য, তিত্থিয়, তির্থিয়শ্রাবক অকীর্ণ হয়ে বাস করে, সেসময়ে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ চিন্তা করে, "আমি এখন ভিক্ষু, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, রাজামাত্য, তির্থিয়, তির্থিয়শ্রাবক আকীর্ণ হয়ে বাস করছি। এখন আমার একাকী বাস করা উচিত।" এবং সে কোনো নির্জন স্থানে আশ্রয় নেয়—অরণ্যে, বৃক্ষ মূলে, পর্বত কন্দরে, গিরিগুহা, মশান, বনপথ, উন্মুক্ত আকাশতল পলালপুঞ্জ বা শূন্য কুড়েঘরে পর্যঙ্কবদ্ধ হয়ে কায় ঋজু করে উপবেশন করে এবং স্মৃতিমুখী হয়ে বসে। সে পার্থিব লোভ পরিহার করে বিগতলোভ চিত্তে বাস করে; লোভ থেকে সে চিত্তকে মুক্ত করে, ব্যাপাদদোষ পরিহার করে, অব্যাপন্ন চিত্তে অবস্থান করে; সর্বপ্রাণীর প্রতি হিতকামী ও অনুকম্পাশীল হয়ে সেই ব্যাপাদ দোষ হতে চিত্তকে মুক্ত করে; স্ত্যান-মিদ্ধ পরিহার করে বিগত স্ত্যান-মিদ্ধ হয়ে অবস্থান করে; সচেতন, সতর্ক, স্মৃতিপরায়ণ, মানসিক স্থৈর্যযুক্ত হয়ে সে স্ত্যান-মিদ্ধ হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে; ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করে অনুদ্ধত হয়ে অবস্থান করে;

আধ্যাত্মিকভাবে প্রশান্ত চিত্ত হয়ে চিত্ত হতে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ক্ষালন করে; বিচিকিৎস পরিহার করে তীর্ণ-বিচিকিৎস হয়ে অবস্থান করে; কুশলধর্মে অকথংকথী হয়ে চিত্তকে বিচিকিৎসা মুক্ত করে; সে এই পঞ্চ নীবরণ চেতনা দ্বারা পরিহার করে, প্রজ্ঞা দ্বারা উপক্লেশসমূহ দুর্বল করে কাম হতে বিবিক্ত হয়ে... প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে, জ্বালা প্রশমিত হয়ে সে আনন্দিত হয়। সে বিতর্ক ও বিচারহীন... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে, যন্ত্রণা প্রশমিত হয়ে সে আনন্দিত হয়; সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব-সংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" চেতনায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে, যন্ত্রণা প্রশমিত হয়ে সে আনন্দিত হয়; সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এ মানসিকতায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করে;... সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" চেতনায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করে;... সর্বতোভাবে আকিঞ্চনায়তন লাভ করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে... সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা আসক্তি ধ্বংস হয়েছে দেখে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়ে সে মহানন্দ লাভ করে।"

১০. তপস্যু সূত্র

৪১.১. আমার এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় ভগবান উরুবেলকপ্প নামক মল্লদের নিগমে মল্লদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান চীবর পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে উরুবেলকপ্পে পিণ্ডচারণে প্রবেশ করেন। পিণ্ডচারণ থেকে প্রত্যাবৃত হয়ে ভোজন সমাপনান্তে তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন, "আনন্দ, আমি যখন দিবাবিশ্রামের জন্য মহাবনে যাব তুমি তখন এখানে অপেক্ষা কর।" আনন্দ, "হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভগবানকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ভগবান মহাবনে প্রবেশ করেন দিবা বিশ্রামের জন্য এবং এক বৃক্ষতলে উপবেশন করেন।

২. অতঃপর গৃহপতি তপস্‌সু শ্রদ্ধেয় আনন্দের সন্নিকটে গেলেন, উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট গৃহপতি তপস্‌সু আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, "ভন্তে আনন্দ, আমরা গৃহীগণ কামভোগী, আনন্দ প্রিয়, কামরত, আনন্দমত্ত এবং

তদ্রূপ বিধায় ভন্তে, আমাদের পক্ষে এসব পরিত্যাগ করা খাড়া উচ্চ গিরিচূড়া সদৃশ। তথাপি ভন্তে, আমি শুনেছি যে এই ধর্মবিনয়ে প্রতিটি তরুণ ভিক্ষুর অন্তরে এই নৈষ্ক্রম্য চেতনা নেচে উঠছে, প্রশান্ত হচ্ছে, দৃঢ় হচ্ছে, তৎপ্রতি ইচ্ছুক হচ্ছে, একমাত্র এর প্রশান্তি দেখে। এবং ভন্তে, এই ধর্মবিনয়ে ভিক্ষু এবং বহুজনের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই নৈষ্ক্রম্যে নিহিত। "প্রকৃতপক্ষে হে গৃহপতি, এটা একটা আলাপের বিষয়। চলুন, হে গৃহপতি, এখন আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হয়ে এ বিষয়টা আমরা ভগবৎ সমীপে উপস্থাপন করি, ভগবান এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন আমরা তাই মনে ধারণ করব।" "এটা অতি উত্তম" বলে গৃহপতি তপস্‌সু আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ গৃহপতি তপস্‌সুসহ ভগবানের নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করেন, একপ্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় আনন্দ গৃহপতি তপস্‌সু যে কথা বলেছিলেন তা ভগবানের নিকট ব্যক্ত করেন।

৪. "এটা সত্যই তাই, আনন্দ, এটা সত্যই তাই। হে আনন্দ, আমি যখন জ্ঞান লাভ করতেছিলাম এবং পুরোপুরি সম্বোধি লাভ করিনি, পূর্ণ বোধি লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্বাবস্থায় আমি চিন্তা করেছিলাম, নৈষ্ক্রম্য সর্বোত্তম; বিচ্ছিন্ন হওয়া উত্তম কিন্তু আনন্দ, "এটাই প্রশান্তি" দর্শন করেও আমার চিত্ত নেচে ওঠেনি, শান্ত হয়নি, দৃঢ় হয়নি, এ নৈষ্ক্রম্যে ইচ্ছুক হয়নি এবং আমি চিন্তা করলাম, কি কারণে, কি হেতু "এটাই প্রশান্তি" দর্শন করেও নৈষ্ক্রম্যে আমার চিত্ত নেচে ওঠেনি, শান্ত হয়নি, স্থিত হয়নি, ইচ্ছুক হয়নি? তখন আমি চিন্তা করলাম আনন্দ, কামের আদীনব আমার দৃষ্ট হয়নি, বহুলীকৃত হয়নি, নৈষ্ক্রম্যে আনিশংস অর্জিত হয়নি, উপভোগকৃত হয়নি। তাই "এটাই প্রশান্তি" দর্শন করেও আমার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যে নেচে ওঠে না, শান্ত হয় না, স্থির হয় না, ইচ্ছুক হয় না। এবং আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, কামে আদীনব দর্শন করলে আমাকে এটা বহুলীকৃত করতে হবে, নৈষ্ক্রম্যে আনিশংস অধিগত হলে তা উপভোগ করতে হবে; সত্যই এমন হতে পারে যে, "এটা প্রশান্তি" দর্শন করে নৈষ্ক্রম্যে আমার চিত্ত নেচে ওঠতে পারে, শান্ত, স্থির ও ইচ্ছুক হতে পারে। হে আনন্দ, সেই আমিই বর্তমান কামে আদীনব দর্শন করে তা বর্ধিত করি, নৈষ্ক্রম্যে আনিশংস লাভ করে তা উপভোগ করি; এটা প্রশান্তি হিসাবে দর্শন করে হে আনন্দ, নৈষ্ক্রম্যে আমার চিত্ত লাফিয়ে উঠে, শান্ত ও স্থির হয়, বিমুক্ত হয় এবং বর্তমানে হে আনন্দ, আমি কাম হতে

বিমুক্ত হয়ে অকুশল নির্লিপ্ত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতা জনিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করছি; এই অবস্থানে বিহরণকালে কাম-চেতনা এবং বিহ্বলতা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি। যেমন, হে আনন্দ, সুখী ব্যক্তির ব্যাধিতুল্য দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ, আনন্দ, কাম-চেতনা এবং বিহ্বলতা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য ব্যাধি।

৫. তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তে একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করলে কেমন হয়? হে আনন্দ, তখন অবিতর্কে আমার চিত্ত এটা প্রশান্ত" বলে দর্শন করেও লাফিয়ে ওঠেনি, উজ্জ্বল হয়নি, স্থির হয়নি, মুক্ত হয়নি। তখন হে আনন্দ আমার এ চিন্তা উৎপন্ন হলো, এটা প্রশান্ত বলে দর্শন করেও কেন অবিতর্কে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, উজ্জ্বল হয়নি, স্থির হয়নি, মুক্ত হয়নি, তখন আবারও আমি চিন্তা করলাম, বিতর্কে আমার আদীনব দৃষ্ট হয়নি, এটা আমার বর্ধিত হয়নি, অবিতর্কে আনিশংস অর্জিত হয়নি, এবং এটা আমার উপভোগকৃত হয়নি। তাই "এটা প্রশান্ত" বলে জেনেও অবিতর্কে আমার চিত্ত লাফিয়ে উঠেনি, উজ্জ্বল হয়নি, স্থির হয়নি, মুক্ত হয়নি। তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, বিতর্কে আদীনব দর্শন করলে আমাকে তা বহুলীকৃত করতে হবে, অবিতর্কে আনিশংস অধিগত হলে তা উপভোগ করতে হবে। সত্যিই এমন হতে পারে যে এটা প্রশান্তি বলে দর্শন করে অবিতর্কে আমার চিত্ত লাফিয়ে উঠতে পারে, শান্ত, দৃঢ় ও ইচ্ছুক হতে পারে। হে আনন্দ সেই আমিই বর্তমানে বিতর্কে আদীনব দর্শন করে তা বর্ধিত করি। অবিতর্কে আনিশংস অধিগত হয়ে তা উপভোগ করি। তখন হে আনন্দ, এটা প্রশান্ত বলে দর্শন করে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে, প্রসন্ন হয়, স্থির হয়, বিমুক্ত হয়। হে আনন্দ, বর্তমানে সেই আমি বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ, প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। হে আনন্দ, এই অবস্থান যাপনকালে আমার বিতর্কসহগত সংজ্ঞা বিবেচনা থাকে এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি। যেমন, হে আনন্দ, সুখী ব্যক্তির ব্যাধিতুল্য দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে। তদ্রূপ আনন্দ, বিতর্কসহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি।

৬. হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম প্রীতিতেও বিরাগী উপেক্ষার ভাবে

(ধ্যায়ী) অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে, আর্যগণ যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করলে কেমন হয়? তখন হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত বলে দর্শনে প্রীতিহীনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে না, প্রসন্ন হয় না, স্থির হয় না, মুক্ত হয় না। তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, "এটা প্রশান্তি" বলে দর্শনেও কি কারণে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনা, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয় না? তখন হে আনন্দ, আবারও আমি চিন্তা করলাম; প্রীতিতে আমার আদীনব দৃষ্ট হয়নি, এটা আমার বহুলীকৃত হয়নি, প্রীতিহীনে আনিশংস অর্জিত হয়নি এবং এটা আমার উপভোগকৃত হয়নি। তাই "এটা প্রশান্ত" বলে জেনেও প্রীতিহীনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়নি। তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, প্রীতিতে আদীনব দর্শন করলে বহুলীকৃত করতে হবে, প্রীতিহীনে আনিশংস লাভ করলে তা উপভোগ করতে হবে; সত্যই এমন হতে পারে যে, "এটা প্রশান্তি" বলে দর্শনে প্রীতিহীনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠতে পারে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হতে পারে। হে আনন্দ, সেই আমিই বর্তমানে প্রীতিতে আদীনব দর্শন করে তা বহুলীকৃত করি, প্রীতিহীনে আনিশংস লাভ করে তা উপভোগ করি। তখন হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শন করে প্রীতিহীনে চিত্ত লাফিয়ে ওঠে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়। হে আনন্দ, বর্তমানে সেই আমি প্রীতিতে বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে, স্মৃতিজ্ঞান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করি, আর্যগণ যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। হে আনন্দ, এই অবস্থানে বিহরণকালে প্রীতিসহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি। যেমন, হে আনন্দ, সুখী ব্যক্তির ব্যাধিতুল্য দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ, আনন্দ, প্রীতিসহগত সংজ্ঞা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য ব্যাধি।

৭. তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, যদি আমি সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করলে কেমন হয়? তখন হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" দর্শনে অদুঃখ-অসুখে চিত্ত লাফিয়ে ওঠে না, প্রসন্ন হয় না, স্থির হয় না, মুক্ত হয় না। তখন হে আনন্দ,

আমি চিন্তা করলাম, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে কেন অদুঃখ-অসুখে আমার চিত্ত লাফিয়ে উঠে না, প্রসন্ন, স্থির ও বিমুক্ত হয় না? তখন হে আনন্দ, আমি আবারও চিন্তা করলাম আমার আদীনব দৃষ্ট হয়নি, তা আমার বহুলীকৃত হয়নি, অদুঃখ-অসুখে আনিশংস লাভ হয়নি এবং তা আমার উপভোগকৃত হয়নি; সে-কারণে "এটা প্রশান্তি" বলে দর্শন করে অদুঃখ-অসুখে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন হয়নি, স্থির হয়নি, মুক্ত হয়নি। হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, উপেক্ষাসুখে আদীনব দর্শন করলে তা বর্ধিত করতে হবে, অদুঃখ-অসুখে আনিশংস লাভ করলে তা উপভোগ করতে হবে; সত্যই এমন হতে পারে যে, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আমার চিত্ত অদুঃখ-অসুখে লাফিয়ে ওঠতে পারে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হতে পারে। হে আনন্দ, সেই আমিই বর্তমানে উপেক্ষাসুখে আদীনব দেখে তা বহুলীকৃত করি, অদুঃখ অসুখে আনিশংস লাভ করে তা উপভোগ করি। তখন হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আমার চিত্ত অদুঃখ-অসুখে লাফিয়ে ওঠে, প্রসন্ন, স্থির ও বিমুক্ত হয়। হে আনন্দ, সেই আমিই বর্তমানে সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ বিষাদ) অস্তমিত করে না-সুখ না-দুঃখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। হে আনন্দ, এই অবস্থানে বিহরণকালে উপেক্ষাসহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি। যেমন হে আনন্দ, সুখী ব্যক্তির ব্যাধিতুল্য দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ আনন্দ, উপেক্ষাসহগত সংজ্ঞা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য ব্যাধি।

৮. তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, আমি যদি সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" চেতনায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করলে কেমন হয়? তখন হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে না, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয় না। তখন হে আনন্দ, আমি আবারও চিন্তা করলাম, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শন করেও কেন আমার চিত্ত আকাশ অনন্ত আয়তনে লাফিয়ে ওঠে না, প্রসন্ন, স্থির ও বিমুক্ত হয় না? তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, রূপে আদীনব আমার দৃষ্ট হয়নি, তা আমার বহুলীকৃত হয়নি, আকাশ অনন্ত আয়তনে আনিশংস লাভ হয়নি এবং আমা দ্বারা তা উপভোগ করা হয়নি; সে-কারণে "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনেও আকাশ অনন্ত আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে উঠেনি, স্থির ও

মুক্ত হয়নি। হে আনন্দ, আমি তখন চিন্তা করলাম, রূপে আদীনব দর্শন করলে আমাকে তা বহুলীকৃত করতে হবে, আকাশ অনন্ত আয়তনে আনিশংস লাভ করলে তা উপভোগ করতে হবে; সত্য সত্যই এমন হতে পারে যে, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আকাশ অনন্ত আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠতে পারে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হতে পারে। হে আনন্দ, সেই আমিই বর্তমানে রূপে আদীনব দর্শন করে তা বহুলীকৃত করি, আকাশ-অনন্ত-আয়তনে আনিশংস লাভ করে তা উপভোগ করি। তখন হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আকাশ অনন্ত আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়। আনন্দ, সেই আমিই বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" চেতনায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করি। হে আনন্দ, আমার এই অবস্থানে বিহরণকালে রূপসহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি। যেমন হে আনন্দ, সুখী ব্যক্তির ব্যাধিতুল্য দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ, আনন্দ, রূপসহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি।

৯. তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, আমি যদি সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" চেতনায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করি তাহলে কেমন হয়? তখন হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শন করে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির ও বিমুক্ত হয়নি। তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম; "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শন করেও কেন বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন হয়নি, স্থির হয়নি, মুক্ত হয়নি? তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, আকাশ অনন্ত আয়তনে আদীনব আমার দৃষ্ট হয়নি এবং তা আমার বহুলীকৃত হয়নি, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনে আনিশংস অধিগত হয়নি এবং আমা দ্বারা তা উপভোগ করা হয়নি; সে-কারণে "এটা প্রশান্তি" বলে দর্শনে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়নি। তখন আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, আকাশ-অনন্ত-আয়তনে আদীনব দর্শন করলে তা বহুলীকৃত করতে হবে, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে আনিশংস অধিগত হলে তা উপভোগ করতে হবে; সত্য সত্যই এমন হতে পারে যে, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠতে পারে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হতে পারে। হে আনন্দ, এখন সেই আমিই আকাশ অনন্ত আয়তনে

আদীনব দেখে তা বহুলীকৃত করি, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনে আনিশংস অধিগত হয়ে তা উপভোগ করি। এবং হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে, প্রসন্ন হয়, স্থির হয় এবং মুক্ত হয়। হে আনন্দ, সেই আমি এখন সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" চেতনায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করি। এখন হে আনন্দ আমার এই অবস্থানে বিহরণকালে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাকে আক্রান্ত করেছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি।

১০. তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, যদি আমি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" চেতনায় আকিঞ্চনায়তন লাভ করে অবস্থান করি তা কেমন হয়? তখন হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শন করে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির ও বিমুক্ত হয়নি। তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শন করেও কেন আকিঞ্চন আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়নি? তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে আদীনব আমার অদৃষ্ট এবং আমার অবহুলীকৃত, আকিঞ্চন আয়তনে আনিশংস অনধিগত এবং আমা দ্বারা তা উপভোগকৃত হয়নি। সে-কারণে "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আকিঞ্চন আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়নি। তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে যদি আমি আদীনব দর্শন করি তাহলে তা বহুলীকৃত করতে হবে, আকিঞ্চন আয়তনে আনিশংস অধিগত হলে তা উপভোগ করতে হবে; এমন হতে পারে যে, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আকিঞ্চন আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠতে পারে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হতে পারে। হে আনন্দ, সেই আমিই এখন বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে আদীনব দেখে তা বহুলীকৃত করি, আকিঞ্চন আয়তনে আনিশংস লাভ করে করে তা উপভোগ করি। হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে আকিঞ্চন আয়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়। এখন হে আনন্দ, সেই আমিই পুরোপুরি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" চেতনায় আকিঞ্চন আয়তন লাভ করে অবস্থান করি। এখন হে আনন্দ, আমার এই অবস্থানে বিহরণকালে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাতে ছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি। যেমন, হে আনন্দ, সুখী ব্যক্তির ব্যাধিতুল্য দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ, আনন্দ, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন

সহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাতে ছিল এবং এটা ছিল আমার জন্য একটা ব্যাধি।

১১. তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, যদি আমি সর্বোতভাবে আকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করলে তা কেমন হয়? হে আনন্দ, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়নি "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শন করা সত্ত্বেও। এবং হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে কেন আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির, ও মুক্ত হয়নি? হে আনন্দ, তখন আমি চিন্তা করলাম, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে অকিঞ্চতনায়তনে আদীনব আমার অদৃষ্ট এবং তা বহুলীকৃত হয়নি, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আনিশংস অনধিগত এবং তা আমা দ্বারা উপভোগ অকৃত; তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, আকিঞ্চন আয়তনে আদীনব দর্শন করলে তা বহুলীকৃত করতে হবে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আনিশংস অধিগত হলে তা উপভোগ করতে হবে; সত্যই এমন হতে পারে যে, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে উঠতে পারে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হতে পারে। হে আনন্দ, সেই আমিই বর্তমানে আকিঞ্চন আয়তনে আদীনব দেখে তা বহুলীকৃত করি, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আনিশংস অধিগত হয়ে তা উপভোগ করি। হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে, প্রসন্ন হয়, স্থির হয় এবং মুক্ত হয়। হে আনন্দ, সেই আমিই সর্বোতভাবে আকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করি। হে আনন্দ, এই অবস্থানে বিহরণকালে আকিঞ্চন আয়তন সহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাতে ছিল এবং এটা আমার জন্য একটা ব্যাধি। যেমন, হে আনন্দ, সুখী ব্যক্তির ব্যাধিতুল্য দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে, তদ্রূপ, আনন্দ, আকিঞ্চন আয়তন সহগত সংজ্ঞা বিবেচনা আমাতে বিদ্যমান ছিল এবং এটা আমার জন্য ব্যাধি।

১২. তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, আমি যদি সম্পূর্ণররূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ লাভ করে অবস্থান করি তাহলে কেমন হয়? হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে না, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয় না। তখন হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে আমার চিত্ত কেন লাফিয়ে ওঠে না, প্রসন্ন, স্থির ও

মুক্ত হয় না? তখন আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আদীনব আমার দৃষ্ট হয়নি এবং তা অবহুলীকৃত, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে আনিশংস অনধিগত এবং তা আমার উপভোগকৃত হয়নি; সে-কারণে "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে চিত্ত লাফিয়ে ওঠেনি, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়নি। হে আনন্দ, আমি চিন্তা করলাম, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আদীনব দর্শন করলে তা বহুলীকৃত করতে হবে, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে আনিশংস অধিগত হলে তা উপভোগ করতে হবে; এমন হতে পারে যে, "এটা প্রশান্ত" বলে দর্শনে চিত্ত লাফিয়ে উঠতে পারে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হতে পারে। হে আনন্দ, সেই আমিই পরে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে আদীনব দেখে তা বহুলীকৃত করি; সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে আনিশংস অধিগত হয়ে তা উপভোগ করি। হে আনন্দ, "এটা প্রশান্ত" দর্শনে আমার চিত্ত লাফিয়ে ওঠে, প্রসন্ন, স্থির ও মুক্ত হয়। হে আনন্দ, সেই আমিই পরে সম্পূর্ণভাবে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ লাভ করে অবস্থান করি এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করি যে, আমার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে।

১৩. যাবৎ হে আনন্দ, এই নব অনুপূর্ব বিহার অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে আমি প্রাপ্ত হয়নি, তাবৎ হে আনন্দ, কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে, কি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে আমি অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করিনি। কিন্তু যখন, হে আনন্দ, এই নব অনুপূর্ব বিহার অনুলোম-প্রতিলোমভাবে প্রাপ্ত হই, তখনই আমি দেবলোকে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করি। তখন আমার এরূপ জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়—"আমার বিমুক্তি অচলা, এই আমার শেষ জন্ম, এখন আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নেই।"

[মহা-বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দ্বিবিধ বিহার, নির্বাণ, গাভী, ধ্যান দ্বারা পঞ্চম,
আনন্দ, ব্রাহ্মণ, দ্বিবিধ নাগ এবং তপস্‌সু।

৫. পঞ্চাল[১]/শ্রামণ্য✪ বর্গ

১. পঞ্চাল/সম্বাধ✝ সূত্র

৪২.১. আমার এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় শ্রদ্ধেয় আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উদায়ি যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ ছিলেন তথায় উপস্থিত হন, উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধেয় আনন্দের সাথে কুশল বিনিময় করেন, সারণীয় কথা সমাপনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করেন। এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় উদায়ি শ্রদ্ধেয় আনন্দকে বললেন, "বন্ধু, দেবপুত্র পঞ্চালচণ্ড দ্বারা এটা ভাষিত :

"যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান তিনি সম্বাধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন যিনি ধ্যানে জাগ্রত, সজাগ, দর্শক, সুদক্ষ, হয়েছেন প্রত্যাহৃত।"

"আবুসো, সম্বাধ কী এবং ভগবান সম্বাধ মুক্তির জন্য কোন পথের ঘোষণা করেছেন?

২. আবুসো, ভগবান কর্তৃক এই পঞ্চ কামগুণ বন্ধন বলে উক্ত হয়েছে। পঞ্চ কী কী? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আনন্দদায়ক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক; শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ আনন্দদায়ক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক; ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ আনন্দদায়ক মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক; জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস আনন্দদায়ক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক; কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ আনন্দদায়ক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক, এই পঞ্চ কামগুণ ভগবান কর্তৃক বন্ধন বলে উক্ত হয়েছে।

৩. বন্ধু, ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত (নির্লিপ্ত) হয়ে, অকুশলে নির্লিপ্ত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। বন্ধু, এতটুকু বন্ধনমুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে এবং বিশেষ বন্ধনমুক্তির উপায় ভগবান ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তথায়ও একটা বন্ধন; এবং তা কী? যে পর্যন্ত বিতর্ক-বিচার অ-নিরুদ্ধ থাকে এখানে তা বন্ধন।

৪. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদযুক্ত চিত্তে একাগ্রতাজনিত অবিতর্ক ও বিচার বিহীন দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে

✪ দেবনাগরী মতে সামঞ্‌ঞ।

✝ দেবনাগরী মতে সম্বাধ।

অবস্থান করেন। এতটুকু বন্ধনমুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। তথায় অন্য বন্ধনও আছে এবং সে বন্ধন কী? যে পর্যন্ত প্রীতি অ-নিরুদ্ধ থাকে এখানে তা-ই বন্ধন।

৫. পুনঃ বন্ধু, ভিক্ষু প্রীতি হতেও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। এতটুকু বন্ধনমুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। তথায় আরও বন্ধন আছে, সে বন্ধন কী? যে পর্যন্ত উপেক্ষা সুখ অ-নিরুদ্ধ থাকে এখানে তা-ই বন্ধন।

৬. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমতি করে না-দুঃখ, না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। এতটুকু বন্ধনমুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। এবং তথায়ও একটা বন্ধন এবং তা কী? যে পর্যন্ত রূপসংজ্ঞা অ-নিরুদ্ধ থাকে এখানে তাই বন্ধন।

৭. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে "অনন্ত আকাশ" চেতনায় আকাশ-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করেন। এতটুকু পর্যন্ত বন্ধন মুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। তথায়ও বন্ধন আছে, সে বন্ধন কী? যে পর্যন্ত আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা অ-নিরুদ্ধ, এখানে তা-ই বন্ধন।

৮. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে আকাশ-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" চেতনায় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন লাভ করে অবস্থান করেন। এতটুকু পর্যন্ত বন্ধন মুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। তথায় আরও বন্ধন আছে এবং সে বন্ধন কী? যে পর্যন্ত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা অ-নিরুদ্ধ থাকে, এখানে তা-ই বন্ধন।

৯. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন অতিক্রম করে "কিছুই না" চেতনায় আকিঞ্চন আয়তন লাভ করে অবস্থান করেন। এতটুকু পর্যন্ত বন্ধন মুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। তথায় আরও বন্ধন আছে এবং সে বন্ধন কী? যে পর্যন্ত আকিঞ্চন আয়তন সংজ্ঞা অ-নিরুদ্ধ থাকে, এখানে তাই বন্ধন।

১০. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে আকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করেন। এতটুকু পর্যন্ত বন্ধন

মুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। তথায় আরও বন্ধন আছে এবং সে বন্ধন কী? যে পর্যন্ত নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞা অ-নিরুদ্ধ থাকে, এখানে তাই বন্ধন।

১১. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু সর্বতোভাবে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন যে, তাঁর আসক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। বন্ধু, এতটুকু এবং অনধিক বিশেষ বন্ধন মুক্তির কথা ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।"

২. কায়সাক্ষী সূত্র

৪৩.১. "বন্ধু, কায়সাক্ষী, কায়সাক্ষী" বলে অভিহিত করা হয়। বন্ধু, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী বলে উক্ত হয়েছে?

২. এক্ষেত্রে, আবুসো, ভিক্ষু কাম হতে বিবিক্ত (নির্লিপ্ত) হয়ে, অকুশলে নির্লিপ্ত হয়ে সবিতর্ক ও সবিচার নির্জনতা জনিত প্রীতিসুখযুক্ত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন এবং ততটুকু আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে।

৩. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার প্রশমিত করে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদযুক্ত চিত্তে একাগ্রতাজনিত অবিতর্ক ও বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন; ভিক্ষু প্রীতিতেও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন; স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। ভিক্ষু সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-সুখ, না-দুঃখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। ততটুকু আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে।

৪. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু সর্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞায় মনন না করে "অনন্ত আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন এবং ততটুকু আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান

করেন। বন্ধু, এতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। পুনঃ আবুসো ভিক্ষু সর্বাংশে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এ ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত" আয়তন নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং এতটুকু আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে তাতে অবস্থান করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই না" এ ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন-আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন এবং ততটুকু আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং এতটুকু আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে।

৫. পুনঃ, বন্ধু, ভিক্ষু সর্বতোভাবে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" অতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন যে, তাঁর আসক্তি ক্ষয় হয়েছে এবং এতটুকু এবং অনধিক আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত কায়সাক্ষী অপরিবর্তনীয় বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।"

৩. প্রজ্ঞা বিমুক্ত সূত্র

৪৪.১. বন্ধু, "প্রজ্ঞাবিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত" বলে অভিহিত করা হয়। বন্ধু, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত প্রজ্ঞাবিমুক্ত ব্যক্ত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত হয়ে, অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলে অভিহিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রতা আনয়নকারী, বিতর্ক-রহিত, বিচার রহিত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা

উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলে অভিহিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, প্রীতিতে বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ প্রজ্ঞাবিমুক্তি বলে অভিহিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলে অভিহিত হয়েছে।

আবুসো ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ প্রজ্ঞাবিমুক্ত এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে। আবুসো, পুনঃ ভিক্ষু সর্বাংশে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি)... সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" অতিক্রম করে "কিছুই না" এ ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন-আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি)... সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ"... (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক অনধিক বিশেষ প্রজ্ঞাবিমুক্ত এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

৪. উভয়ভাগ বিমুক্ত সূত্র

৪৫.১. আবুসো, "উভয়ভাগবিমুক্ত, উভয়ভাগবিমুক্ত বলে কথিত, আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত উভয়ভাগ বিমুক্ত ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত হয়ে, অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান এবং ততটুকু আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক অনধিক এতটুকু পর্যন্ত উভয়ভাগ বিমুক্ত বলে কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী, বিতর্ক-রহিত, বিচার-রহিত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং ততটুকু আয়তন পর্যন্ত কায় দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা তা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক অনধিক এতটুকু পর্যন্ত উভয়ভাগ বিমুক্ত বলে কথিত হয়েছে।

৫. সন্দৃষ্টিক ধর্ম সূত্র

৪৬.১. আবুসো, "সন্দিট্‌ঠিক ধর্ম, সন্দিট্‌ঠিক ধর্ম" বলে কথিত। কিন্তু আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক স্বয়ং দৃষ্টধর্ম কতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত (নির্লিপ্ত) হয়ে অকুশলধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনও উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত সন্দিট্‌ঠিক ধর্ম বলে অভিহিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু কর্তৃক বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্ক-রহিত, বিচার রহিত, সমাধিজ প্রীতি সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত, সন্দিট্‌ঠিক ধর্ম বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে, যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ স্বয়ং দৃষ্টধর্ম বলে অভিহিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ স্বয়ং দৃষ্টধর্ম বলে কথিত হয়েছে।

৩. আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ অনন্ত" আয়তন নামক (প্রথম সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ স্বয়ং দৃষ্টধর্ম এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে।

আবুসো, পুনঃ ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ স্বয়ং দৃষ্টধর্ম এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে।

আবুসো, পুনঃ ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই না" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন আয়তন" (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ স্বয়ং দৃষ্টধর্ম এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে।

আবুসো, পুনঃ ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ স্বয়ং দৃষ্টধর্ম এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে।

আবুসো, পুনঃ ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" অতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ" নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক অনধিক বিশেষ স্বয়ং দৃষ্টধর্ম এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

৬. সন্দৃষ্টিক নির্বাণ সূত্র

৪৭.১. আবুসো, "সন্দিট্ঠিক নির্বাণ, সন্দিট্ঠিক নির্বাণ বলে কথিত হয়। আবুসো, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত সন্দিট্ঠিক নির্বাণ ব্যক্ত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত (নির্লিপ্ত) হয়ে অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ-প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত বিশেষ সন্দিট্ঠিক নির্বাণ বলে অভিহিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার-উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী, বিতর্ক রহিত, বিচার রহিত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত বিশেষ সন্দিট্ঠিক নির্বাণ ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ সন্দিট্ঠিক নির্বাণ বলে কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ সন্দিট্ঠিক নির্বাণ বলে কথিত হয়েছে।

আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত-আকাশ" এ ভাবোদয়ে আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ সন্দিট্ঠিক নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে।

আবুসো, পুনঃ ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" অতিক্রম করে

"অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তন নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ সন্দিট্‌ঠিক নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে।

আবুসো, পুনঃ ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে "কিছুই না" এ ভাবোদয়ে আকিঞ্চন-আয়তন নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ সন্দিট্‌ঠিক নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে।

আবুসো, পুনঃ ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" সমতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ সন্দিট্‌ঠিক নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

৩. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক অনধিক বিশেষ সন্দিট্‌ঠিক নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত অভিহিত হয়েছে।

৭. নির্বাণ সূত্র

৪৮.১. আবুসো, "নির্বাণ", "নির্বাণ" বলে অভিহিত হয়। আবুসো, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত নির্বাণ ব্যক্ত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত হয়ে অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবৎ কর্তৃক নির্বাণ বিঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রতাভাব আনয়নকারী, বিতর্ক-রহিত, বিচার-রহিত, সমধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবৎ কর্তৃক নির্বাণ বলে কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে, যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে অবস্থান করেন" বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে দেখতে পান ও প্রজ্ঞা দ্বারা তা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবৎ কর্তৃক নির্বাণ বলে কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে দেখতে পান ও প্রজ্ঞা দ্বারা তা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবৎ কর্তৃক নির্বাণ বলে উক্ত হয়েছে।

আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত-আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত কথিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা ধ্যান দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত কথিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই না" এ ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন-আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা ধ্যান দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত কথিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে আকিঞ্চন আয়তন সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন।

৩. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে

তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক অনধিক বিশেষ নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

৮. পরিনির্বাণ সূত্র

৪৯.১. আবুসো, "পরিনির্বাণ, পরিনির্বাণ" বলে কথিত। আবুসো, ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত পরিনির্বাণ বিঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত হয়ে অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত পরিনির্বাণ বলে উক্ত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী, বিতর্ক-রহিত, বিচার-রহিত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত পরিনির্বাণ বলে উক্ত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে অবস্থান করেন" বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক পরিনির্বাণ বলে উক্ত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন।

আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ পরিনির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ পরিনির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে "কিছুই না" এ ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ পরিনির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন।

৩. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ" নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক বিশেষ পরিনির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত কথিত হয়েছে।

৯. তদঙ্গ-নির্বাণ সূত্র

৫০.১. আবুসো, "তদঙ্গ-নির্বাণ," "তদঙ্গ-নির্বাণ" বলে কথিত। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত তদঙ্গ-নির্বাণ ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত হয়ে অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবৎ কর্তৃক তদঙ্গ-নির্বাণ বলে অভিহিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রতাভাব আনয়নকারী বিতর্ক-রহিত, বিচার-রহিত, প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত বিশেষ তদঙ্গ-নির্বাণ বলে অভিহিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান

করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক বিশেষ তদঙ্গ-নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক বিশেষ তদঙ্গ-নির্বাণ বলে কথিত হয়েছে। আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব সংজ্ঞা মনন না করে অনন্ত আকাশ এ ভাবোদয়ে "আকাশ আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ তদঙ্গ-নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে আকাশ আয়তন সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ তদঙ্গ-নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান আয়তন সমতিক্রম করে "কিছুই না" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন-আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ তদঙ্গ-নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন আয়তন" সমতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন।

৩. পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর

আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক অধিক বিশেষ তদঙ্গ-নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

১০. দৃষ্টধর্ম নির্বাণ সূত্র

৫১.১. আবুসো, "দৃষ্টধর্ম নির্বাণ" "দৃষ্টধর্ম নির্বাণ" বলে কথিত। আবুসো ভগবৎ কর্তৃক দৃষ্টধর্ম নির্বাণ কতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত হয়ে অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত দৃষ্টধর্ম নির্বাণ ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার রহিত, সমাধিজ প্রীতি সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত দৃষ্টধর্ম নির্বাণ বলে কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে অবস্থান করেন" বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক দৃষ্টধর্ম নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক দৃষ্টধর্ম নির্বাণ বলে কথিত।

আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ দৃষ্টধর্ম নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ দৃষ্টধর্ম নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই না" এই ভাবোদয়ে আকিঞ্চন-আয়তন নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ দৃষ্টধর্ম নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ দৃষ্টধর্ম নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ দৃষ্টধর্ম নির্বাণ এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

[পঞ্চাল-বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]

নবম নিপাতে প্রথম পঞ্চাশ সূত্র সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

পঞ্চাল এবং কায়সাক্ষী দ্বিবিধ স্বয়ং দৃষ্ট, দ্বিবিধ নির্বাণ
পরিনির্বাণ এবং তদঙ্গ দৃষ্টধর্ম।

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

৬. ক্ষেম বর্গ

১. ক্ষেম সূত্র

৫২.১. আবুসো, "ক্ষেম" "ক্ষেম" বলে অভিহিত। কিন্তু আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক বিবিক্ত হয়ে, অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত ক্ষেম ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্ক-রহিত, বিচার-রহিত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত ক্ষেম বলে ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে, যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন" বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক বিশেষ ক্ষেম এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো ভগবান কর্তৃক বিশেষ ক্ষেম এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে।

আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো ভগবৎ কর্তৃক বিশেষ ক্ষেম এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে আকাশ আয়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক বিশেষ ক্ষেম এতটুকু পর্যন্ত উক্ত হয়েছে।

পুনরায়, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" অতিক্রম করে "কিছুই না" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন-অনন্ত-আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক বিশেষ ক্ষেম এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে।

পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক বিশেষ ক্ষেম এতটুকু পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈব সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" অতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ" নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক অনধিক ক্ষেম এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে।

২. ক্ষেম প্রাপ্ত সূত্র

৫৩.১. আবুসো, "ক্ষেমপ্রাপ্ত, ক্ষেমপ্রাপ্ত" বলে অভিহিত। কিন্তু আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক ক্ষেমপ্রাপ্ত কতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কামসম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, সর্ব অকুশল পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ ক্ষেমপ্রাপ্ত এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো বিতর্ক-বিচার উপশমে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী ও চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী বিতর্কাতীত. বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক ক্ষেমপ্রাপ্ত এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে। পুনরায় আবুসো, প্রীতিতেও

বীতরাগ হয়ে ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে বর্ণনা করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ ক্ষেম প্রাপ্ত এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য মনের হর্ষ-বিষাদ অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ ক্ষেমপ্রাপ্ত এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে। আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "আকাশ অনন্ত" এই ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক বিশেষ ক্ষেমপ্রাপ্ত এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই নেই" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক ক্ষেমপ্রাপ্ত এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে। পুনরায় আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক ক্ষেমপ্রাপ্ত এতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ" নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবান কর্তৃক এতটুকু ক্ষেমপ্রাপ্ত বলে বিঘোষিত হয়েছে।

৩. অমৃত সূত্র

৫৪.১. আবুসো, "অমৃত, অমৃত" বলে কথিত। কিন্তু ভগবৎ কর্তৃক অমৃত কতটুকু পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, অকুশল ধর্ম হতে

বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক অমৃত এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, বিতর্ক-বিচার উপশমে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। পুনরায়, প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক অমৃত এতটুকু পর্যন্ত ব্যক্ত হয়েছে, পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু অমৃত বলে বিঘোষিত হয়েছে। আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা সমতিক্রম করে, প্রতিঘ সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব সংজ্ঞা মনন না করে "আকাশ অনন্ত" এই ভাবোদয়ে আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবান কর্তৃক বিশেষ অমৃত এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে। পুনরায় আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। ভগবৎ কর্তৃক অমৃত এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই নেই" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত অমৃত বলে বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে,

তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু পর্যন্ত অমৃত বলে ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ" নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত ভগবৎ কর্তৃক বলে ঘোষিত হয়েছে।

৪. অমৃতপ্রাপ্ত সূত্র

৫৫.১. আবুসো, "অমৃত প্রাপ্ত, অমৃত প্রাপ্ত" বলে কথিত। কিন্তু ভগবান কর্তৃক কতটুকু পর্যন্ত অমৃত প্রাপ্ত বলে কথিত হয়েছে?

২. আবুসো, ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, সর্ব অকুশল পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অমৃতপ্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, বিতর্ক-বিচার উপশমে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রভাব-আনয়নকারী বিতর্কাতীত বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অমৃত প্রাপ্ত বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনরায়, আবুসো, প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অমৃত প্রাপ্ত বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত। পুনশ্চ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না-দুঃখ না-সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অমৃত প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "আকাশ-অনন্ত" এই ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি

করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক অমৃত প্রাপ্ত এতটুকু পর্যন্ত বিঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অমৃত প্রাপ্ত বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে "কিছুই নেই" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন-আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অমৃতপ্রাপ্ত বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অমৃত প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ" নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অমৃতপ্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে।

৫. অভয় সূত্র

৫৬.১. আবুসো, "অভয়, অভয়" বলে কথিত। কিন্তু কতটুকু পর্যন্ত অভয় বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, কাম-সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, সর্ব অকুশল পরিহার করে ভিক্ষু সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয় বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী ও চিত্তের একমুখীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয় বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত

হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। পুনরায়, আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয় বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "আকাশ অনন্ত" এই ভাবোদয়ে আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, ভগবৎ কর্তৃক এতটুকু অভয় বলে বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয় বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনরায়, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই নেই" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয় বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয় বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ" নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয় বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে।

৬. অভয় প্রাপ্ত সূত্র

৫৭.১. আবুসো, "অভয়প্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত" বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু কতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, কাম-সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, সর্ব অকুশল পরিহার করে ভিক্ষু সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যান স্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে প্রীতি-নিরপেক্ষ সুখে অবস্থান করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনরায় আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখদুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবান কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করে প্রতিঘ সংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "আকাশ অনন্ত" এই ভাবোদয়ে আকাশ-অনন্ত-আয়তন নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-

আয়তন” সমতিক্রম করে “কিছুই নেই” এই ভাবোদয়ে আকিঞ্চন-আয়তন নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে “আকিঞ্চন-আয়তন” সমতিক্রম করে “নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন” নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমতিক্রম করে “সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ” নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত বিশেষ অভয়প্রাপ্ত বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।

৭. প্রশ্রদ্ধি সূত্র

৫৮.১. আবুসো, “প্রশ্রদ্ধি, প্রশ্রদ্ধি” বলে কথিত। কিন্তু আবুসো, কতটুকু প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, কাম-সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, সর্ব অকুশল পরিহার করে ভিক্ষু সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতি সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, বিতর্ক-বিচার উপশমে ভিক্ষু অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রভাব-আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি সুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনরায়, আবুসো, প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে “ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখে বিচরণ করেন” বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখদুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের

হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রব্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত আকাশ" এই ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক প্রথম অরূপ-সমাপত্তি ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রব্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক কথিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে, "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রব্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই নেই" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রব্ধি বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রব্ধি বলে ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ" নামক লোকোত্তর সমাপত্তি লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত প্রশ্রব্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।

৮. অনুপূর্ব প্রশ্রব্ধি সূত্র

৫৯.১. আবুসো, "অনুপূর্ব প্রশ্রব্ধি, অনুপূর্ব প্রশ্রব্ধি" বলে কথিত। কিন্তু কতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রব্ধি ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে?

২. আবুসো, কাম-সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, সর্ব অকুশল পরিহার করে ভিক্ষু সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে

তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী চিত্তের একাগ্রভাব-আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বিচরণ করেন" বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবান কর্তৃক দেশিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখদুঃখ পরিহার করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। আবুসো ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা সমতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "আকাশ অনন্ত" এই ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক দেশিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনরায়, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই নেই" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবান কর্তৃক দেশিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন অনন্ত আয়তন"

সমতিক্রম করে “নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন” নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি বলে ভগবান দেশনা করেছেন। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে “নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন” সমতিক্রম করে “সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ” নামক লোকোত্তর সমাপত্তি লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব প্রশ্রদ্ধি ভগবান কর্তৃক দেশিত হয়েছে।

৯. নিরোধ সূত্র

৬০.১. আবুসো, “নিরোধ, নিরোধ” বলে কথিত। কিন্তু আবুসো, কতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবান কর্তৃক দেশিত হয়েছে।

২. আবুসো, ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে, অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক কথিত হয়েছে।

পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রভাব আনয়নকারী, বিতর্ক-রহিত, বিচার-রহিত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে ভিক্ষু উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখ অনুভব করেন, যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে “ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বিচরণ করেন” বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো এতটুকু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক নিরোধ বলে কথিত হয়েছে। পুনরায় আবুসো, ভিক্ষু সর্ব-দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।

আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা সমতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা

অস্তমিত করে, নানাত্ব-সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত-আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমতিক্রম করে "অনন্ত-বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই নেই" এই ভাবোদয়ে আকিঞ্চন আয়তন নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকিঞ্চন-আয়তন" সমতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাযতন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবান কর্তৃক দেশিত হয়েছে। পুনরায়, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" সমতিক্রম করে "সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ" নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক দেশিত হয়েছে।

১০. অনুপূর্ব নিরোধ সূত্র

৬১.১. আবুসো, "অনুপূর্ব নিরোধ, অনুপূর্ব নিরোধ" বলে ভগবান কর্তৃক কথিত হয়েছে। কিন্তু আবুসো, কতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু কাম-সম্পর্ক বিবিক্ত হয়ে, অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রভাব-আনয়নকারী-বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং

প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু প্রীতিতেও বীতরাগ হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন এবং স্বচিত্তে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখ অনুভব করেন, যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে "ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বিচরণ করেন" বলে আর্যগণ বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।

আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে রূপ-সংজ্ঞা সমতিক্রম করে প্রতিঘ-সংজ্ঞা অস্তমিত করে, নানাত্ব সংজ্ঞা মনন না করে "অনন্ত আকাশ" এ ভাবোদয়ে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" নামক (প্রথম অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব নিরোধ বলে ভগবান দেশনা করেছেন। পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "আকাশ-অনন্ত-আয়তন" অতিক্রম করে "অনন্ত-বিজ্ঞান" এই ভাবোদয়ে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" নামক (দ্বিতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবান দেশনা করেছেন। পুনঃ আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন" সমতিক্রম করে "কিছুই নেই" এই ভাবোদয়ে "আকিঞ্চন-আয়তন" নামক (তৃতীয় অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত নিরোধ বলে ভগবৎ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।

পুনশ্চ, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে আকিঞ্চন-আয়তন অতিক্রম করে "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন" নামক (চতুর্থ অরূপ-সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব নিরোধ বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। পুনরায়, আবুসো, ভিক্ষু সর্বাংশে "নৈবসংজ্ঞা-

নাসংজ্ঞায়তন” সমতিক্রম করে “সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ” নামক (লোকোত্তর সমাপত্তি) ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তাঁর আসক্তি পরিক্ষীণ হয়েছে। আবুসো, এতটুকু পর্যন্ত অনুপূর্ব নিরোধ বলে ভগবান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।

১১. অভব্য সূত্র

৬২.১. হে ভিক্ষুগণ, নয়টি বিষয় পরিহার না করে অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। নয়টি কী কী?

২. রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, শক্রুতা, ম্রক্ষ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য।

হে ভিক্ষুগণ, এই নয়টি বিষয় পরিহার না করে অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব।

৩. হে ভিক্ষুগণ, নয়টি কারণ পরিহার করে অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। নয়টি কী কী?

৪. রাগ, দোষ, মোহ, ক্রোধ, শক্রুতা, ম্রক্ষ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য।

[ক্ষেম-বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

ক্ষেম এবং অমৃত অভয় এবং প্রশ্রদ্ধি
অনুপূর্ব নিরোধ এবং ধর্ম (কারণ) প্রহীন এবং সম্ভব।

৭. স্মৃতিপ্রস্থান বর্গ

১. শিক্ষা দৌর্বল্য সূত্র

৬৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি শিক্ষার দুর্বলতা। পাঁচ কী কী?

২. প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, সুরা-মদ ইত্যাদি নেশাজনক দ্রব্য সেবন। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটিই শিক্ষা দৌর্বল্য।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ শিক্ষা দৌর্বল্য পরিহার করার জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চার কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষুই জগতে (রূপোপাদান স্কন্ধকায়) অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমিত করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বেদনা উপাদানস্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বিজ্ঞান

উপাদানস্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে সংজ্ঞা ও সংস্কার উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ শিক্ষার দুর্বলতা পরিহার করার জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।”

২. নীবরণ সূত্র

৬৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ নীবরণ। পঞ্চ কী কী?

২. কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য নীবরণ, কৌকৃত্য নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ। ভিক্ষুগণ এগুলোই পঞ্চবিধ নীবরণ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ নীবরণ পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চার কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষুই জগতে রূপ-উপাদান স্কন্ধকায়ে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বেদনা উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে সংজ্ঞা ও সংস্কার উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ এই শিক্ষার দুর্বলতা পরিহার করার জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।”

৩. কামগুণ সূত্র

৬৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ এই পাঁচ প্রকার। পাঁচ কী কী?

২. চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা, উদ্দীপক; শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ আনন্দদায়ক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক; ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক; জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক; কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক। ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ কামগুণ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ কামগুণ পরিহার করার জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান হয়ে রূপস্কন্ধ কায়ে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বেদনা-উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে সংজ্ঞা ও সংস্কার উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চকামগুণ পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।”

৪. উপাদানস্কন্ধ সূত্র

৬৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, উপাদানস্কন্ধ এই পাঁচ প্রকার। পাঁচ কী কী?

২. রূপোপাদানস্কন্ধ, বেদনোপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞোপাদানস্কন্ধ, সংস্কার উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞানোপাদানস্কন্ধ। ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চোপাদানস্কন্ধ পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান হয়ে রূপস্কন্ধ কায়ে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বেদনা-উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বীর্যবান সম্প্রজ্ঞান স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে সংজ্ঞা ও সংস্কার উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চোপাদানস্কন্ধ পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।”

৫. অধোভাগীয় সংযোজন সূত্র

৬৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকারই অধোভাগীয় সংযোজন। পাঁচ কী

কী?

২. সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ। ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান হয়ে রূপস্কন্ধ কায়ে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বেদনা উপাদানস্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে সংজ্ঞা ও সংস্কার উপাদানস্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।"

৬. পঞ্চগতি সূত্র

৬৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার গতি, পাঁচ কী কী?

২. নিরয়, তির্যগযোনি, প্রেতযোনি, মনুষ্য, দেব। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ গতি।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ গতি পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান হয়ে রূপস্কন্ধ কায়ে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে বেদনা উপাদান স্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু জগতে সংজ্ঞা ও সংস্কার উপাদানস্কন্ধে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ গতি পরিহারের জন্য চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।"

৭. মাৎসর্য সূত্র

৬৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ মাৎসর্য। পাঁচ কী কী?

২. আবাসমাৎসর্য, কুলমাৎসর্য, লাভমাৎসর্য, বর্ণমাৎসর্য, ধর্মমাৎসর্য।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ মাৎসর্য।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ মাৎসর্য পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান হয়ে রূপস্কন্ধ কায়ে অভিধ্যা বা লোভ দৌর্মনস্য দমন করে রূপকায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু বেদনাস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু বিজ্ঞানস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ মাৎসর্য পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।"

৮. ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সূত্র

৭০.১. "হে ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন এই পাঁচ প্রকার। পাঁচ কী কী?

২. রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা। হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষুই রূপস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা বা লোভ দৌর্মনস্য দমন করে রূপকায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু বেদনাস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু বিজ্ঞানস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু বিজ্ঞানস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে

অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।”

৯. চেতোখিল সূত্র

৭১.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার চেতোখিল (মানসিক বন্ধ্যাত্ব) পাঁচ কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শাস্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ করে, নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না তার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না, একাগ্রশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায় ও একাগ্রশীল হয় না এটা প্রথম চেতাখিল।

৩. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্মে... সংঘে... শিক্ষা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না, সতীর্থদের প্রতি কোপিত হয়, তাদের সাথে অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে আহত হয়, সে হয় চেতোখিল (বন্ধ্যা) সদৃশ। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সতীর্থদের প্রতি কোপিত, অসন্তুষ্ট, তাদের ব্যাপারে আহত হয়, তার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ, ভক্তি প্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না, একাগ্রশীল হয় না, এটা পঞ্চম চেতোখিল।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ চেতোখিল।

৪. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ চেতোখিলের পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিশীল ভিক্ষুই রূপস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে রূপকায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু বেদনাস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু বিজ্ঞানস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু সংজ্ঞা ও সংস্কারস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ চেতোখিল পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবা উচিত।”

১০. চিত্তবন্ধন সূত্র

৭২.১. হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার চিত্তবন্ধন। পাঁচ কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, এ ক্ষেত্রে, ভিক্ষু কামে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবীতচ্ছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগত তৃষ্ণার্থ, অবিগত পরিদাহ, অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবীতচ্ছন্দ, অবিগত প্রেম, অবিগত তৃষ্ণার্থ, অবিগত পরিদাহ, অবিগত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত তার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ, ভক্তিযুক্ত, অধ্যবসায়ী একাগ্রতাযুক্ত হয় না। এটা প্রথম চিত্তবন্ধন।

৩. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ অবিগতচ্ছন্দ অবিগতপ্রেম, অবিগততৃষ্ণ, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত রূপে অবিগতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগত তৃষ্ণ, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, শুধুমাত্র উদরপূর্তি করে ভোজন করে শয্যাসুখ, পার্শ্বসুখ, মিদ্ধসুখ উপভোগে অনুযুক্ত (রত) হয়, যদি সে কোনো দেবনিকায় লাভ করে সে এই ভেবে ব্রহ্মচর্য যাপন করে—"আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেব হব বা দেবানুসারী হবো" তার চিত্ত বীর্য প্রবণ হয় না, ভক্তিমান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না। যার চিত্ত বীর্যপ্রবণ, ভক্তিমান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না তা তার পঞ্চম চিত্তবন্ধন।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ চিত্তবন্ধন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ চিত্তবন্ধন পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ শাসনে বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষুই রূপস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা বা লোভ দৌর্মনস্য দমন করে রূপকায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষুই বেদনাস্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু বিজ্ঞান স্কন্ধ জগতে অভিধ্যা দৌর্মনস্য দমন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন; বীর্যবান সম্প্রজ্ঞাত স্মৃতিমান ভিক্ষু সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধ জগতে দৌর্মনস্য দমন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ চিত্ত-বন্ধন পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করা উচিত।"

[স্মৃতিপ্রস্থান-বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

শিক্ষা নীবরণ কাম ও স্কন্ধ ওরম্ভাগীয়
গতি ও মাৎসর্য ঊর্ধ্বভাগীয় চেতোখিল বিনিবদ্ধ।

৮. সম্যক প্রধান বর্গ

৭৩-৮১. চারি সম্যক প্রধান

১. শিক্ষা-সূত্র

৭৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষার দুর্বলতা এই পাঁচ প্রকার। পাঁচ কী কী?

২. প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, সুরা-মদ ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ শিক্ষা দৌর্বল্য।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ শিক্ষা দৌর্বল্য পরিত্যাগের জন্য চতুর্বিধ সম্যক প্রধান ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের ক্ষয়ের চেষ্টা, অনুৎপন্ন পুণ্য (কুশল) ধর্ম উৎপাদনের চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল (পুণ্য) ধর্মের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্যায়াম এবং দৃঢ়চিত্ত গ্রহণ।

হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ শিক্ষা দৌর্বল্য পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ সম্যক প্রধান ভাবনা করা উচিত।"

১০. চিত্তবন্ধন সূত্র

৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ চিত্ত-বন্ধন। পঞ্চ কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগত পিপাসার্ত, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতপ্রেম, অবিগত পিপাসার্ত, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয় তার চিত্ত বীর্যপ্রধান, ভক্তিমান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না। যার চিত্ত বীর্য প্রধান, ভক্তিমান অধ্যবসায়ী, এতাগ্রতাযুক্ত হয় না এটা প্রথম চিত্ত-বন্ধন।

৩. পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগত পিপাসার্ত, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগততৃষ্ণাযুক্ত

হয়; রূপে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগত পিপাসার্ত, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়, শুধুমাত্র উদরপূর্তি করে ভোজন করে শর্যাসুখ-পার্শ্বসুখ-মিদ্ধসুখ উপভোগে অনুযুক্ত হয়, যদি সে কোনো দেবনিকায় লাভ করে সে এই ভেবে ব্রহ্মচর্য যাপন করে, "আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেব হয়ে জন্ম নেব বা দেবানুসারী হব।"

হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কোনো দেবনিকায়ে জন্ম লাভের জন্য এভাবে ব্রহ্মচর্য যাপন করে, "আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেব হয়ে জন্ম নেব বা দেবানুসারী হব" তার চিত্ত বীর্যপ্রধান, ভক্তিমান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না। যার চিত্ত বীর্যপ্রধান, ভক্তিমান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না তা তার পঞ্চম চিত্তবন্ধন।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ চিত্ত-বন্ধন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ চিত্ত-বন্ধন পরিহারের জন্য চার সম্যক প্রধান ভাবনা করা উচিত। চার কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ বা অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনের জন্য চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ (অকুশল) ধর্মের ক্ষয়ের চেষ্টা, অনুৎপন্ন পুণ্য (কুশল) ধর্ম উৎপাদনের চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল (পুণ্য) ধর্মের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্ধন ও পরিপূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যোগ, ব্যায়াম এবং দৃঢ়চিত্ত গ্রহণ।

হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ চিত্ত-বন্ধন পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ সম্যক প্রধান ভাবনা করা উচিত।"

[সম্যক প্রধান-বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]

৯. ঋদ্ধিপাদ বর্গ

৮৩-৯১. শিক্ষা সূত্র

৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, শিক্ষা দৌর্বল্য এই পাঁচ প্রকার। পাঁচ কী কী?

২. প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, সুরা-মদ ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ শিক্ষা দৌর্বল্য।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ শিক্ষা দৌর্বল্য পরিহারের জন্য চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করা উচিত। চতুর্বিধ কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষু-ছন্দ সমাধিপ্রধান সংস্কার সমন্বিত

ঋদ্ধিপাদ ভাবে, বীর্যসমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, চিত্ত সমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে, বীমংসা সমাধি প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবে।

হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ শিক্ষা দৌর্বল্য পরিহারের জন্য এই চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ভাবা উচিত।"

১০. চিত্তবন্ধন সূত্র

৯২.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ চিত্ত-বন্ধন। পাঁচ কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগত-প্রেম, অবিগত পিপাসার্ত, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ অবিগতপ্রেম, অবিগত পিপাসার্ত, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়, তার চিত্ত বীর্য প্রধান, ভক্তিমান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না, যার চিত্ত বীর্য প্রধান, ভক্তিমান অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না, এটা প্রথম চিত্ত-বন্ধন।

৩. পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগত পিপাসার্ত, অবিগত পরিদাহযুক্ত, অবিগত-তৃষ্ণাযুক্ত, রূপে অবীতরাগ, অবিগতচ্ছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগত-পিপাসার্ত, অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত, শুধুমাত্র উদরপূর্তি করে ভোজন করে, শয্যাসুখ, পার্শ্বসুখ, মিদ্ধসুখ উপভোগে রত হয়। যদি সে কোনো দেবনিকায় লাভ করে সে এই ভেবে ব্রহ্মচর্য যাপন করে, "আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেবজন্ম লাভ করব বা দেবানুসারী হব," হে ভিক্ষুগণ, তার চিত্ত বীর্য প্রধান, ভক্তিমান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না। যার চিত্ত বীর্যপ্রধান, ভক্তিমান, অধ্যবসায়ী, একাগ্রতাযুক্ত হয় না তা তার পঞ্চম চিত্তবন্ধন।

হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই পঞ্চ চিত্ত-বন্ধন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ চিত্ত-বন্ধন পরিহারের জন্য এই চার ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করা উচিত। চার কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু ছন্দসমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে, বীর্য সমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে, চিত্ত সমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে, বীমংসা সমাধি প্রধান সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে।

হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ চিত্ত-বন্ধন পরিহারের জন্য এই চার ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করা উচিত।"

(১০) ৫. রাগ ইত্যাদি

৯৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য নয়টি বিষয় ভাবনা করা উচিত।

২. অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা।

হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই নয়টি বিষয় ভাবনা করা উচিত।

৯৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য নয়টি বিষয় ভাবা উচিত।

প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ-অনন্তায়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ।

হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই নয়টি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৯৫-১১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের যথার্থ জ্ঞানের জন্য প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ, রাগের পরিক্ষয়ের জন্য প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ, রাগের পরিত্যাগের জন্য প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশআয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ, রাগের ক্ষয়ের জন্য প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ; রাগের হ্রাসের জন্য প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ; রাগের বিরাগের জন্য প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ; রাগের নিরোধের জন্য প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞা বেদয়িত

নিরোধ; রাগের ত্যাগের জন্য প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ও রাগের প্রতিনিসর্গের জন্য এই নবধর্ম ভাবনা করা উচিত।

৪৩২. দোষের... মোহ ক্রোধ-বিদ্বেষ, ম্রক্ষ, হিংসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, একগুঁয়েমিতা,... মান, অতিমান, মদ, প্রমাদের অভিজ্ঞা (উপলব্ধি)... পূর্ণ উপলব্ধি... পরিহার... পরিত্যাগ... ধ্বংস... হ্রাস... বিরাগ... নিরোধ... ত্যাগ... প্রতিনিসর্গের জন্য এই নয় ধর্ম (প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ আয়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ) ভাবনা করা উচিত।

ভগবান এরূপ বলেন। প্রসন্ন মনে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন জানান।

[ঋদ্ধিপাদ-বর্গ নবম সমাপ্ত]

নবক নিপাত সমাপ্ত।

নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতু।

নির্বাণের হেতু হোক।

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ খণ্ড) সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা ও টীকা গুচ্ছ

ক. সপ্তক নিপাত

১. ধন বর্গ

১. শ্রাবস্তী কোশলের রাজধানী। সবত্থ নামক ঋষির বাস স্থান বলে বা সমস্ত বস্তু এই নগরে পাওয়া যেত বলে এর পালি নাম সাবত্থী।

মহাস্থবির ধর্মরত্ন অনূদিত মহাপরিনিব্বান সুত্তং, প্রকাশিকা অন্নপূর্ণা বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৪১ খৃ. পৃ. ২৩৮

২. কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে অবস্থিত। জেতবন শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক (পূর্বে সুদত্ত) কর্তৃক নির্মিত বিহার। তিনি ৫৪ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে জেত নামক রাজ কুমারের উদ্যান ক্রয় করে তথায় সুরম্য বিহার নির্মাণ করে ভগবান বুদ্ধকে দান করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ বিহারের গুরুত্ব অপরিসীম। ভগবান বুদ্ধ সুদীর্ঘ ঊনবিংশতি বর্ষা এ বিহারে যাপন করেছিলেন। বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের অধিকাংশ বাণীর সাথে এব পবিত্র স্থানের নাম বিজড়িত। তৎকালীন সময়ের বুদ্ধের শ্রাবক-শ্রাবিকা, উপাসক-উপাসিকা, রাজা-মহারাজাকে উপলক্ষ করে সর্ব প্রাণীর হিতে প্রবর্তিত বুদ্ধের মৈত্রীময় ধর্মের নীরব সাক্ষী এ জেতবন।

৩. Cf. অষ্টক নিপাতের ১ম বর্গের ৪র্থ সূত্রের ১নং

৪. অহিরি—পাপে লজ্জাহীন। পালিতে হিরি এবং হিরী, বৈদিকে হ্রী। অহিরি বিপরীতার্থে ব্যবহৃত। হিরি অর্থ পাপে লজ্জা বা লজ্জা বোধ। "কায-দুচ্চরিত" আদীহি হিরিয়তী"তি হিরি; লজ্জায" এতং অধিবচনং; তেহি যেব ঔত্তপ্পতী"তি ঔত্তপ্পং; পাপতো উব্বেগস্‌স এতং অধিবচনং" Pali-English Dictionary, ed. Davids, Rhys, T. W. and Stede, William, Oriental Books Reprint Corporation. 54 Rani Jhansi Road, New Delhi—110055, P. 732.

৫. অনোত্তপ্পী—(অন্+ঔত্তপ্পী), ঔত্তপ্পী"র বিপরীত, পাপে ভয়হীন। হিরি ও ঔত্তপ্প পদদ্বয়ের মধ্যে বৈষম্যভাব এবং প্রায়শঃ এ দুটি পদ যুগপৎ ব্যবহৃত হয়। ঔত্তপ্প অর্থ পাপে ভয়। এতদতিরিক্ত প্রাগুক্ত, ৩

৬. সম্যক দৃষ্টির বিপরীত মিথ্যাদৃষ্টি, বিপরীত-দর্শন, মিথ্যা মতবাদেরই নামান্তর। মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তিরা মনে করে তাদের অভিমতই সত্য, অন্য

সবই মিথ্যা। মিথ্যাদৃষ্টি পঞ্চস্কন্ধকে আমি-রূপে নিত্য, সুখ, শুভ ও আত্মা বলে গ্রহণ করে এবং এই বৃত্তি নিচয়কে রক্ষা করার জন্য শীলব্রত-পরামর্শ সম্পাদন করে। মিথ্যাদৃষ্টি অবলম্বনে যথার্থ স্বভাব পরিত্যাগ করে অযথার্থ লক্ষণ গ্রহণ করে। মিথ্যাদৃষ্টি কু-সংস্কারের জনক-জননী। তীর্থ দর্শনে পাপ-ধ্বংস, মানত দিয়ে, পূজা দিয়ে দেবতার সন্তোষ বিধানে ধন, বিদ্যা, পুত্র-কন্যা লাভ হয় ইত্যাদি ধারণা মিথ্যাদৃষ্টি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ, অনাত্মকে আত্ম বলে ধারণা করে।

৭. দীর্ঘনিকায় ৩য় ভাগ সঙ্গীতি সুত্তন্ত ও দসুত্তর সুত্তন্ত। অঙ্গুত্তর নি. ২, ১৪১

৮. সংযুক্তনিকায় ১ম, পৃ. ৩৪, যোনিসো বিচিনে ধম্মং।

৯. দীর্ঘনিকায় ২য়, ১৫৭; অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম, ২৩৬, পজ্জোতস্‌স নিব্বানং।

১০. দীর্ঘনিকায় ১ম, ৬২; মধ্যমনিকায়, ১ম (অনু.), ৩৮; অঙ্গুত্তরনিকায়, ২য়, ১৬৮।

১১. সমাপত্তি।

১২. সরিতা অনুস্‌সরিতা।

১৩. মহাস্থবির ধর্মরত্ন, দীর্ঘনিকায়, ১ম (অনুবাদ), সামঞ্‌ঞফল সূত্র, ৬১-৬২; নবক নিপাত ৩৩ নং সূত্রের ২-৫ দেখুন।

১৪, ষোলো প্রকার বিদর্শন-স্তর পরিক্রমার অন্যতম স্তর। সংস্কার ধর্মকে আদীনব দর্শনের ফলে যোগী ত্রি-লোকের প্রতি উদাসীন ও উৎকণ্ঠিত হন। তাঁর চিত্ত কোথাও রমিত হয় না। যোগী প্রতিক্ষণে নাম-রূপের ভগ্ন-ভাব জানতে পেরে পঞ্চস্কন্ধে বত্রিশ প্রকার অশুচি পদার্থ ছাড়া আর কিছুই পরিজ্ঞাত হন না। বিশুদ্ধ জ্ঞানে যোগী দেহের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন করেন না বলে যোগীর নিরানন্দ ভাব জাগ্রত হয়। এই নিরানন্দ স্বভাবই নির্বেদ বা উৎকণ্ঠার নামান্তর।

১৫. শীলভদ্র ভিক্ষু, দীর্ঘনিকায়—৩য় (অনু.), দসুত্তর সূত্রান্ত, ২৫০; অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম, ২১০; অট্‌ঠক বর্গের ২৩ নং সূত্রের ৪নং প্যারা।

১৬. অঙ্গুত্তরনিকায়, ২য়, ৫৭; সংযুক্তনিকায়; ১, ২৩২।

১৭. শীলভদ্র ভিক্ষু অনূদিত দীর্ঘনিকায়, ৩য়, দসুত্তর সূত্রান্ত, ২৫৩; অঙ্গুত্তরনিকায় ২য়, ২৩

১৮. কোশলের রাজা প্রসেনজিতের মহামাত্যের নাম।

১৯. Comy. grandson of Rohana Cheṭṭhi. His mother was Visākhā.

২০. বন্ধন, Bond, fetter, especially the fetters that bind man to the wheel of transmigration—Davids, Rhys, T. W. and Stede, William, Ibid, 656.

সংযোজন দশবিধ; যথা : (১) সক্কাযদিট্‌ঠি, (২) বিচিকিচ্ছা, (৩) সীলব্বতপরামসো, (৪) কামচ্ছন্দো, (৫) ব্যাপাদো, (৬) রূপরাগো, (৭) অরূপরাগো, (৮) মানো, (৯) উদ্ধচ্চং, (১০) অবিজ্জা... প্রাগুক্ত

এ দশবিধ সংযোজন সত্ত্বগণকে ত্রি-ভবে আবদ্ধ রেখে অনন্তকাল ধরে ভব হতে ভবান্তরে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করে। জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পড়ে মুক্তির সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভ মুহূর্তে যখন পৃথিবীতে সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে তখনিই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ দশ-সংযোজন ছিন্ন করে ভবদুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

২১. অঙ্গুত্তরনিকায়, ১, ১৩৫;

২২. অঙ্গুত্তরনিকায়, ১, ১৩৪; বড়ুয়া, বেণীমাধব অনূদিত মধ্যমনিকায়; ১, ১৪

২. অনুশয়-বর্গ

১. শীলভদ্র ভিক্ষু অনূদিত দীর্ঘনিকায়, ৩য়, ২৫০

২. Cf. নবক নিপাতের ১৭ নং সূত্রের ১নং

৩. অঙ্গুত্তরনিকায়, ১, পি.টি.এস. পৃ. ৭৪; দীর্ঘনিকায়, ৩য়. পৃ. ১০৫

৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, ৭১

৫. অঙ্গুত্তরনিকায়, ২, পি.টি.এস. পৃ. ৫

৬. অঙ্গুত্তরনিকায়, ১, পি.টি.এস. ২৩১-২৩২

ত্রি-সংযোজন—সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত পরামর্শ, এই ত্রি-সংযোজন ছিন্ন করে নির্বাণের প্রথম সোপান স্রোতাপত্তি মার্গে উন্নীত হওয়া সম্ভব।

৭. অঙ্গুত্তরনিকায়, ১, পি.টি.এস. ২৩২; অঙ্গুত্তরনিকায়; ২য়, পি.টি.এস. ৮৯; Cf. বড়ুয়া, বেণীমাধব অনূদিত মধ্যমনিকায়; ১ম, পৃ. ৩৫

৮. অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম, পি.টি.এস. ২৩২; অঙ্গুত্তরনিকায়; ২য়, পি.টি.এস. ৮৯; Cf. বড়ুয়া, বেণী মাধব অনূদিত মধ্যমনিকায়, ১ম, পৃ. ৩৫

৯. অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম, পি.টি.এস. ২৩২; অঙ্গুত্তরনিকায়; ২য়, Cf. বড়ু

য়া, বেণী মাধব অনূদিত মধ্যমনিকায়; ১ম, পৃ. ৩৫

১০. অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম, পি.টি.এস. ২৩২; অঙ্গুত্তরনিকায়; ২য়, পি.টি.এস. ৮৯; Cf. বড়ুয়া, বেণীমাধব অনূদিত মধ্যমনিকায়, ১ম, পৃ. ৩৫

১১. অন্তরাপরিনিব্বাযী, উপহচ্চপরিনিব্বাযী, অসঙ্খারপরিনিব্বাযী, সসঙ্খারপরিনিব্বাযী। সপ্তক নিপাতের ৫২নং সূত্রের, ৩৭নং দেখুন।

১২. অকনিট্‌ঠ, কনিষ্ঠ নহে।

১৩. দেবতা-বর্গের ৩৯ নং সূত্রের ৪নং শেষে দেখুন।

৩. বজ্জী বর্গ

১. প্রাচীনকালে কাশী-রাজার প্রধান রাজ্ঞী একটা মৎস পিণ্ড প্রসব করেছিলেন। মহারাণী অকীর্তি ভয়ে তা পাত্রের মধ্যে রেখে গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দেন। এক মুনি সেই পাত্র পেয়ে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে যান। সেখানে তা কিছুদিন থাকলে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটা পরম সুন্দর কুমার ও একটা পরমা সুন্দরী কুমারীতে পরিণত হয়। তারা উভয়ে মাতৃস্তনের পরিবর্তে মুনির অঙ্গুলি চুষেছিল এবং তা হতেই দুগ্ধ পেয়েছিল। কুমার ও কুমারীর আকৃতি অবিকল একরূপ ছিল। তাদের লীন ছবি বলে তারা লিচ্ছবি (লিচ্ছবী) নামে পরিচিত হয়। তারা বড় হলে আশ্রম সংলগ্ন জনপদবাসী ছেলেমেয়েগণ তাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় শৌর্যে-বীর্যে পেরে উঠত না। অন্যান্য ছেলেমেয়েদেরকে তারা প্রহার করত; তারা কেঁদে কেঁদে বাড়ি গেলে তাদের মাতাপিতা জিজ্ঞাসা করত কেন তারা কাঁদছে। তারা বলত মাছাড়া ছেলেরা তাদের প্রহার করেছে। মুনির ভয়ে গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের মাতাপিতাগণ কুমার ও কুমারীকে কিছু বলতে অক্ষম হয়ে আপন ছেলেদের বলে দিলেন যেন তারা ওই কুমার-কুমারীর সাথে খেলা না করে, তাদের সান্নিধ্য বর্জন করে চলে। এ হেতু তাদের নাম হয় বজ্জী। বৌদ্ধ সাহিত্যে বজ্জিগণ খুবই পরিচিত। বিশেষত তাদের শাসন কার্যে সুশৃঙ্খলার জন্য তারা খ্যাতির অধিকারী।

—মহাস্থবির ধর্মরত্ন, মহাপরিনিব্বান সুত্তং, চট্টগ্রাম, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ২৪২

২. বজ্জী নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এক কুমার ও এক কুমারীর জন্ম প্রসঙ্গ উপরে উক্ত হয়েছে। কুমার ও কুমারী বড় হলে মুনির নির্দেশে জনপদবাসী উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেয়। ক্রমে তাদের ১৬টি পুত্র, ১৬টি কন্যা হয়। তারাও পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাদের বহু সন্তান, সন্ততি হয়। তারা যে নগরে বাস করত তা বিশাল আকার ধারণ করে। এ

হেতু তাদের রাজধানীর নাম হয় বৈশালী। তারা পুরুষানুক্রমে সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করে। বৈশালী লিচ্ছবী রাজাদের অতি সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। একসময় তথায় মহামারী, অমনুষ্য ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বৈশালীবাসীদের একান্ত অনুরোধ তাদের প্রতি অনুকম্পাশীল হয়ে ভগবান বৈশালীতে গমন করেন। বৈশালীর রাজা মহা সমারোহে পূজা সৎকার করতে করতে ভগবানকে আপন রাজ্যে নিয়ে যান। ভগবানের আদেশে আনন্দ স্থবির বৈশালীর চতুর্দিকে "রত্ন সূত্র" পাঠ করলে সর্ববিধ উপদ্রব ও ভয় তিরোহিত হয়ে যায়। তৎপর উদেন, গৌতমক, সপ্তম্বক, বহুপুত্রক, আনন্দ, চাপাল, মহাবন প্রভৃতি স্থানে চৈত্য নির্মিত হয়। আনন্দ (সারন্দদ) চৈত্যে ভগবান বজ্জিদিগকে সপ্ত অপরিহানিয় শ্রীবৃদ্ধিমূলক ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন। সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে একসময় বজ্জিগণ উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন। বৈশালী নগরের আম্রপালী গণিকা ভগবানের উপদেশে মুক্তির পথাবলম্বিনী হয়েছিলেন এবং স্বীয় বিরাট আম্র বাগান দান দিয়েছিলেন।

৩. একসময় মহামারী ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বৈশালীবাসী ও লিচ্ছবী রাজার ঐকান্তিক আগ্রহে বৈশালীতে ভগবান বুদ্ধের আগমন ঘটে। তাঁরই আদেশে আনন্দ স্থবির "রত্ন সূত্র" পাঠ করলে বুদ্ধের সত্যবাণীর প্রভাবে দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটে ও সর্ববিধ উপদ্রবের উপশম হয়। তখন হতে বৈশালীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। বৈশালীর বিভিন্ন স্থানে সাতটি চৈত্য নির্মিত হয়। আনন্দ বা সারন্দদ চৈত্য তন্মধ্যে অন্যতম। এ চৈত্যে অবস্থানকালে ভগবান বজ্জীদিগকে সপ্ত অপরিহানিয় শ্রীবৃদ্ধিমূলক ধর্মের উপদেশ প্রদান করেন। এর ফলে একসময় বৈশালী সর্ববিষয়ে চরম উন্নতি সাধন করেছিল।

৪. বর্ষাকার ব্রাহ্মণ মগধরাজ অজাতশত্রু মহামাত্য বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল রাজগৃহ (বর্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত)। দীর্ঘনিকায় (২য় ভাগ) থেকে জানা যায় যে, মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু মহামাত্য বর্ষাকারকে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানরত ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করে তিনি যে বৃজিগণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাদের ধ্বংস সাধনের সংকল্প পোষণ করেছিলেন সে ব্যাপারে ভগবানের অভিমত কী তা জানতে চেয়েছিলেন।

৫. K.S. I ৩২১ পৃ.

৬. Comy.'র ব্যাখ্যানুসারে লিচ্ছবীদের ন্যায় রাজার দেশ হতে সমান দূরত্বে ব্রকটা বন্দর ছিল। তথায় একটা মহার্ঘ গন্ধ দ্রব্য হস্তান্তরের জন্য

আনীত হয়েছিল। উভয় পক্ষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু লিচ্ছবীগণ সমস্ত কিছু নিয়ে পলায়ন করে।

৭. D.A. II—পৃ. ৫২২ বর্ণনা করেছে কীভাবে অজাতশত্রু বজ্জিগণকে পরাস্ত করেন।

৮. দীর্ঘনিকায় ২য়, ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, পৃ. ৭০; E. Hardy Edited **Aṅguttara-Nikāya** III, P. 116.

৯. দীর্ঘনিকায় ২য়, ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, পৃ. ৭১; Aṅguttara Nikāya. II, P.76 Edited

১০. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত দীর্ঘনিকায় ২য়, পৃ. ৭১ ও দীর্ঘনিকায় ৩য়, পৃ. ৯৩; ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত মধ্যমনিকায়, ১ম, পৃ. ১৪

১১. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত দীর্ঘনিকায়; ২য়, পৃ. ৭২; E. Hardy ed. Aṅguttara Nikāya III, P. 334.

১২. P.E.D. শুধুমাত্র উদ্ধৃতি দিয়েছে, Vin. II, indexes এ ভার-বাহিন দৃষ্ট হয় না; Childers অভিধানপ্পদীপিকা"র উদ্ধৃতি দিয়ে "মুটে" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৩. বোযোগং (সংকল্প প্রণোদিত প্রচেষ্টা) নিঃসন্দেহে পাঠ করা উচিৎ।

১৪. ভাবিতত্তানং—ভাবিতাত্ম, যার অর্থ ভাবিত।

১৫. অধিশীল-Comy. এর মতে পঞ্চসীল-দসসীল-সংখাতে উত্তমসীলে।

(Adhi+sīla) Higher morality, usually in threefold set of adhisīla-sikkhā, adhipaññā -sikkhā, adhisīla sikkhā.

DAVIDS, RHYS, T.W. and STEDE, WILLIAM, Ibid. p. 30

See also—Vin I.70; D 1. 174; III, 219; A. III. 133; Dh A I. 334.

৪. দেবতা বর্গ

১. অ+পমাদ, প্রমাদের বিপরীত; অপ্রমাদ শুভ অর্থে ব্যবহৃত। নানাবিধ গুণের অধিকারী হলে লোক অপ্রমাদপরায়ণ বা অপ্রমত্ত হয়। বৌদ্ধধর্মে অপ্রমাদের গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে গেলে সমগ্র ত্রিপিটক জুড়ে রয়েছে অপ্রমাদের গুণ মহিমা। অপ্রমাদকে বাদ দিয়ে বৃহত্তর লাভের চিন্তন অসম্ভব।

See D I. 13; III. 30; M. I. 477; S. I.25, 86, 158, 214; II-29, 132; IV. 78, 97, 125, 252; V. 30, 41, 91, 135, 240; A. I.16, 50; III. 330, 364, 449; IV. 120; V. 21, 126; Sn 184, 264, 334

২. E, Hardy ed. Aṅguttara Nikāya III, P, 331; D. III, 244.

৩. (১) মহাপণ্ডিত নাগসেন রাজা মিলিন্দকে নির্বাণধাতু সম্পর্কে

বলেছেন, নির্বাণ-ধাতু শান্ত, সুখ, প্রণীত। প্রজ্ঞা দ্বারা সাধক নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন। নির্বাণের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

Nibbānaṃ na atītaṃ na anāgataṃ na paccuppnnaṃ, na uppannaṃ na anuppannaṃ na uppādaniyan'ti.

(2) Khanti paramaṃ tapo titikkha.
nibbānaṃ paramaṃ vadanti Buddhā;
na hi pabbajito parūpaghāti,
Samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto.

-DHAMMAPADA—Buddhavagga, V. No. 184.

(3) The meanings of Nibbāna are—(1) The going out of a lamp or fire (popular meaning),—(2) health, the sense of bodily well-being (probably, at first, the passing away of faverishness, restlessness).-(3) The dying out in the heart of the threefold fire of rāga, dosa & moha: lust, ill-will, stupidity (Buddhistic meaning).—(4) the sense of spiritual well-being, of security, emancipation, victory and peace, salvation, bliss.

-DAIVIDS, RHYS. T.W. and STEDE, WILLIAM ed. PāLI-ENGLISH DICTIONARY, Ibid P. 302.

৪. সারি বা শারী নাম্নী ব্রাহ্মণীর পুত্র বলে সারিপুত্র। সারিপুত্র ভগবান বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। ধর্মসেনাপতি নামেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গৃহী নাম উপতিষ্য। নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী উপতিষ্য বা নালক জনপদে তাঁর জন্ম। তাঁর অপর এক অতি প্রিয় বন্ধু ছিল যাঁর নাম কোলিত। তাঁরা উভয়ে বুদ্ধের শাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বহু ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভগবান বুদ্ধ সারিপুত্র ও তদীয় বন্ধু মহামোদ্গালায়নকে "অগ্র শ্রাবক" পদে ভূষিত করেন। এই পদবী তাঁদের একান্তই প্রাপ্য ছিল। অতীত অতীত জন্মের প্রার্থনা ও অগ্রশ্রাবকত্ব লাভের যোগ্যতা ও গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমেই উভয়েই এই অনন্য সাধারণ পদ লাভে ধন্য ও সফল হয়েছিলেন। অগ্রশ্রাবক হিসেবে সারিপুত্র বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে অতীব পারদর্শী ছিলেন। বুদ্ধশ্রাবকদের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ আর মোদ্গালায়ন ঋদ্ধিশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধের অবিদ্যমানতা (অভাব) সারিপুত্র পূরণ করতে সক্ষম ছিলেন।

৫. শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাসই নহে, যুক্তিহীনও নহে, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসই হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা কয়েক প্রকার, যেমন : আগম শ্রদ্ধা, অধিগম শ্রদ্ধা, অবকপ্পন শ্রদ্ধা, প্রসাদ শ্রদ্ধা।

৬. (1) A good companion, a virtuous friend, an honest,

pure friend; at Pug 24 he is said to “have faith, be virtuous, learned, liberal and wise”; S 1.83; A IV. 357; Pug 37, 41; J III. 197; (2) as t.t. a spiritual guide, spiritual adviser. The Buddha is the spiritual friend par excellence. Kalyāṇamittatā friendship with the good and virtuous, association with the virtuous S 1. 87; such friendship is of immense help for the attainment of the path and Perfection. S V. 3, 32; it is the sign that the bhikkhu will realise the seven bojjhangas; A.I. 16, 83, it is one of the seven things conducive to the welfare of a bhikkhu D III. 212; A IV. 282.—Ibid, P. 199, 200

৭. Cf. A. I, 286; S. I, 19; J II, 45.

৮. ধর্মে

৯. Api panujjamānena, M. I, 108.

১০. নাসিযমানেন, √ নাস্ = অনিষ্ট করা

১১. পটিসম্ভিদা—Analysis, analytic insight, discriminating Knowledge. Paṭisambhidā is always referred to as “the four branches of logical analysis” (Catasso or catupaṭisambhidā), viz, atthapaṭisambhidā, analysis of meanings “in extension”; dhamma-paṭisambhidā, of reasons, conditions, or causal relations; nirutti paṭisambhidā, of (meanings “in intension” as given in) definitions, paṭibhāna paṭisambhidā or intellect to which things knowable by the foregoing processes are presented.

-Ibid, P. 400.

For detail, see—A II. 160; III. 113; Ps I. 88, 119; DhA IV. 70. Often included in the attainment of Arahantship, viz, Miln 18.

১২. Abhiññā (Abhi+jñā)—Certain conditions are said to conduce to serenity, to special knowledge (abhiññā), to special wisdom and to Nibbāna. These conditions precedent are The Path (S V. 421= Vin I.10= S IV. 331), the Path+ best Knowledge and full emancipation (A V. 238),the Four applications of Mindfulness (S V. 179) and the Four Steps to Iddhi. It gives us I, Iddhi; 2, the Heavenly Ear; 3, Knowing others’ thoughts; 4, recollecting one’s

previous briths; 5, Knowing other people's rebirths 6. certainty of emancipation already attained.

Ibid, P. 64.

১৩. চিত্ত—The meaning of citta is best understood when explaining it by expressions familiar to us, as; with all my heart; heart and soul; I have no heart to do it; blessed are the pure in heart; singleness of heart; all of which emphasize the emotional & conative side or "thought" more than its mental & rational side. It needs to be pointed out, as complementary to this view, that citta nearly always occurs in the singular (=heart).

Ibid, P. 266.

১৪. বেদনা—পঞ্চস্কন্ধের একটা স্কন্ধ। Vedanā—feeling, sensation.—Three modes of feeling (usually understood whenever mention is made of "tisso vedanā") sukhā (pleasant), dukkhā (painful) adukkha-m-asukkhā (indifferent) or kusalā, akusalā, avyākata.—Five vedanās: sukhang, dukkhang, somanassang, domanaassang, upekkhā. Vism 461, S IV. 223 sq.

Ibid, P. 648.

১৫. প্রজ্ঞা—"মিলিন্দ-প্রশ্ন" অনুসারে প্রজ্ঞার লক্ষণ ছেদন ও ওভাসন।

শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সম্পদের অন্যতম সম্পদ হচ্ছে প্রজ্ঞা সম্পদ। এগুলোকে স্কন্ধরূপেও বলা যায়, যেমন শীল-স্কন্ধ, সমাধি-স্কন্ধ ও প্রজ্ঞা-স্কন্ধ। পিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রজ্ঞাকে নানাভাবে নানা অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পঞ্‌ঞা-পাসাদ (The strong-hold of supreme knowledge Dh 28); পঞ্‌ঞা-বল (The power of reason or insight—M III. 72; A IV. 363), পঞ্‌ঞা-ভূমি (ground or stage of wisdom; Vism—XVII, PP. 517 sq), পঞ্‌ঞা-রতন (The gem of reason or knowledge Dhs 16, 20), পঞ্‌ঞা-বিমুত্ত (freed by reason D II. 70; III. 105) ইত্যাদি।

-Ibid, P. 390.

১৬. S. III, 264; A III, 311.

১৭. তিত্থ হতে তিত্থিয়। An Adherent of another sect, an heretic. Vin 1. 54, 84, 136, D III. 44, 46

—Ibid, P. 302,

বুদ্ধের সময়ে তাঁর শিষ্যগণ ব্যতীত বিভিন্ন ধর্মের ব্রতধারী ধর্মীয় প্রচারক দল বিদ্যমান ছিল। সাধারণভাবে এঁরাই অন্য তির্থিয় নামে পরিচিত। তির্থিয়দের মধ্যে একটা শ্রেণী ছিল যা পরিব্রাজক নামে পরিচিত। তাঁরা একস্থান হতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করতেন, ধর্মবাণী প্রচার করে ভগবানকে আকৃষ্ট করতেন। পরিব্রাজকদের জন্য বিভিন্ন স্থানে পরিব্রাজক আরাম ছিল। এখান থেকেই তাঁদের ধর্মাভিযান পরিচালিত হত। তবে পরিব্রাজকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা কোনো স্থানে দীর্ঘ দিন না থেকে অন্যত্র গমন করতেন। পালি সাহিত্যের বহু গ্রন্থে অঞ্ঞতিত্থিয় পরিব্বাজক (অন্যতির্থিয় পরিব্রাজক) এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮. অনুসয বগ্গো-এর ১৮ নং দেখুন।

১৯. কৌশাম্বীর ঘোষিতারাম এমন একটা স্থান যা অতীত স্মৃতি মানসপটে জাগিয়ে তোলে। এর অতীত ইতিহাস আমাদের স্মৃতিকে নাড়া দেয়। বুদ্ধের সময়ে এই আরামে বিনয়ধর ও ধর্মকথিক নামে দুজন ভিক্ষু অবস্থান করতেন। একদিন উভয়ের মধ্যে ভিক্ষুদের বিনয় সম্পর্কিত বিষয়ে বিবাদের সূত্রপাত হলে তা দুই পক্ষের পঞ্চশত পঞ্চশত ভিক্ষু থেকে আরম্ভ করে দায়ক-দায়িকা ও দেবগণের মধ্যে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধও এ বিবাদ নিরসন কল্পে তাদেরকে অতীত কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপদেশ দানে তাদেরকে স্ব স্ব যুক্তি ত্যাগ করে এক হওয়ার ভাষণ দিয়েও ব্যর্থ হয়ে তিনি পারিলেয়্য বনে চলে যান। যেখানে এমনকি হস্তী ও বনের বানরের সেবা লাভ করেন। বনের পশু বানর মধুচক্র বুদ্ধকে দান করলে বুদ্ধ তা গ্রহণ করেছেন। দেখে উৎফুল্ল চিত্তে লাফাতে লাফাতে প্রাণপাত হয়ে তাবতিংশ স্বর্গে ঊর্ধ্বগতি লাভ করেন, ঘোসিতারাম এসব স্মৃতির ধারক।

৫. মহাযজ্ঞ বর্গ

১. D. II, 68; III 253, 263

২. এমনকি দুই যমজও কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন হয়।

৩. কামলোকে দেবগণ; কারও দেহ নীল, কারও হলদে এবং এরূপ আরও কত কী; তাদের চিত্তও মনুষ্যদের ন্যায়।

৪. Comy. mentions Uttaramātā, Piyankaramātā, Phussamittā and Dhammagutta. They differ in colour and size; their minds are as men’s.

৫. তাদের আকারগত পার্থক্য রয়েছে; তাদের চিত্ত প্রথম ধ্যানের পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে।

৬. ā+bha+sar, i,e. from whose bodies are emitted rays like lightning, more probably a combn. of ābhā+svar (to shine, be bright), i,e. shining in splendour, brilliant, radiant, N. of a class of gods in "the Brahma heavens the radiant gods."

-Ibid, P. 103.

৭. The lustrous devas, a class of devas.

M. I, 2,329; III, 102; A. I, 122; J. III, 358

Ibid, P, 719.

৮. Perception of material qualities, notion of form D I, 34; II, 112.

৯. A mental quality as a constituent of individuality, the bearer of life, life-force, principle of conscious life, general consciousness, regenerative force, animation, mind as transforming one individual life (after death) into the next.

Ibid, P. 618.

১০. পরিষ্কার, ভিক্ষু-শ্রামণদের একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

(ক) Requisite, accessory, equipment, utensil, apparatas Vin 1, 50, 290; D I, 128, 137; M. I, 140. (খ) in a special sense and in very early we it refers to the æset of necessaries" of a Buddhist monk and comprises the 4 indispensable instruments of a mendicant, in stock phrase "Cīvara-piṇdapāta-senāsana-gilānāpaccaya bhesajja". i, e, robe, almsbowl, seat & bed, medicine as help in illness. Later we find another set of mendicants' requisites designated as "aṭṭha-parikkhāra," the 8 requirements, big ticīvarang, patto, vāsi, suci, (Kāya)—bandhang, parissāvana, ie. The three robes, the bowl, a razor, a needle, the girdle, a water-strainer.

-Ibid, P. 423.

১১. Cf. D III, 217; Iti, 92, Vbh, 368.

-Ibid, P. 5

১২. D. I, 127; S. I, 75; A. II, 297.

১৩. Cf. J. I, 72, 504; Pv III, 10; Sn A 458; Sn 309, 419; D I, 4,

56.

-Ibid, 674.

১৪. Vin I, 227; D I, 82; M I, 73; A III, 2 II; It, 58; Pug-60

১৫. পারমীর অন্তর্গত ষষ্ঠতম পারমী। দশ পারমী : দান পারমী, শীল পারমী, নৈষ্ক্রম্য পারমী, প্রজ্ঞা পারমী, বীর্য পারমী, ক্ষান্তি পারমী, সত্য পারমী, অধিষ্ঠান পারমী, মৈত্রী পারমী, উপেক্ষা পারমী। বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় জন্ম জন্মান্তরে এসব পারমী পূর্ণ করেছিলেন।

১৬. Sense, perception, discernment, recognition, awareness.

-Ibid, P. 670.

১৭. এই সপ্ত সংজ্ঞা ছাড়াও আরও অনেক সংজ্ঞার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অসুভসঞ্ঞা, মরণ-, আহারে পটিকুল-, সব্বলোকে অনভিরত-, অনিচ্চ-, অনিচ্চে দুক্খ-, দুক্খে অনত্ত-, পহান-, বিরাগ-, নিরোধ-, সঞ্ঞা। আরও দেখুন A V. 105

-Ibid, P.do.

১৮. রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ ইত্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় উপভোগ।

১৯. Vin. I, II; S. II, 171; A. I, 259.

২০. চম্পা প্রাচীন অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী, মগধের পূর্বদিকে অবস্থিত।

২১. ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য উপোসথ দ্বিবিধ—পণ্নরসী উপোসথ ও চাতুদ্দসী উপোসথ। পনের দিনের মধ্যে যে উপোসথ অনুষ্ঠিত হয় তা পণ্নরসী উপোসথ ও চৌদ্দ দিনের মধ্যে যে উপোসথ হয় তা চতুর্দশী উপোসথ বলে পরিচিত।

২২. দেখুন A. I, 63; A. II, 154; It. 95.

২৩. অসাধারণ, অলৌকিক শক্তিকে ঋদ্ধি বলা হয়। ঋদ্ধি বিভিন্ন প্রকার, যেমন : দিব্য-শ্রোত্র, পরচিত্ত-জ্ঞান, অতীত জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতি, সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান (দিব্য-চক্ষু) ও আসব-ক্ষয়-জ্ঞান। ঋদ্ধি সাধনা-জাত শক্তি, এটা কারও দান নহে। আত্ম-প্রচেষ্টা অর্থাৎ সাধনা দ্বারা এটা লাভ করতে হয়। তবে বৌদ্ধধর্ম মতে এ অর্জিত শক্তি অপরের মধ্যে শুভ উদ্দীপনা সৃষ্টি ব্যতীত অপরকে নিছক প্রদর্শনের খাতিরে এর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। যাঁরা এ শক্তির অধিকারী তাঁরা যা ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন। অর্হত্ত্ব বা নির্বাণ-এর মতো মহৎ লাভের তুলনায় ঋদ্ধি অর্জন খুব সামান্য ব্যাপার।

২৪. নন্দ ছিলেন গৌতম বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। নন্দের মাতার নাম

Brethr. 41 উত্তরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ধ্যানশীলী উপাসিকাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। দেখুন, বড়ুয়া, সুমঙ্গল অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ড, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৪ ইং, পৃ. ২১

২৫. বৈশ্রবণ চার লোকপাল দেবগণের একজন। তাঁর অন্য নাম হলো কুবের। তুলনীয় Dial. III, 143, সিংহলী ঐতিহ্য অনুসারে তদস্থলে সিংহ প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৬. পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন, (ক) সক্কাযদিট্‌ঠি, (খ) বিচিকিচ্ছা, (গ) সীলব্বতপরামসো, (ঘ) কামচ্ছন্দো, (ঙ) ব্যাপাদো।

৬. অব্যাকৃত বর্গ

১. অব্যাকত (অ-বি-আ-কর) অব্যাখ্যাত, অবিশ্লেষিত

D. I, 188; M. I, 426; S. IV, 375

২. যাঁর ধর্মীয় জ্ঞান আছে তিনি শ্রুতবান।

৩. সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত, পরিনির্বাপিত। Comy. এর মতে apaccaya—nibbāna ‘not taking up (fuel); According to Mrs. Rhys Davids the more usual term is sitibhūta, tranqui-lized.

৪. সংযোজন মানে বন্ধন যা পার্থিব জগতের প্রতি আবদ্ধ করে রাখে। পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন হলো : (১) সক্কাযদিট্‌ঠি, (২) বিচিকিচ্ছা, (৩) সীলব্বতপরামাসো, (৪) কামচ্ছন্দ, (৫) ব্যাপাদো।

৫. Comy. এর মতে এসব ভিক্ষুণী হলেন মহাপ্রজাপতি এবং অন্যান্য পঞ্চশত জন

৬. এ জাতীয় উপমা সাধারণ। দেখুন, D. I, 222; M. I, 326; S. I, 137.

৭. লিচ্ছবীর অধীন সিংহ সেনাপতি নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের অনুসারী ছিলেন।

৮. এ ধরনের উক্তি অন্যত্রও দেখা যায়। See D. III, 217; Dial. III 210; Vin. II, 248; A. III, 124.

৯. ভগ্গেরা বজ্জী মিত্রসংঘের সদস্য এবং তাদের রাজধানী ছিল সুংসুমার।

১০. তুলনীয়—Vin. III, 139; M. I, 286; A. V, 264.

১১. এ উদ্ধৃতি অন্যত্র উল্লেখিত, যেমন D. I. 7; D. II, 187;

Vin. I, 192; Vin, II 103; A, I, 137.

৭. মহাবর্গ

১. অম্বপালী ছিলেন বৈশালীর একজন বিখ্যাত গণিকা। গণিকাবৃত্তি তাঁর পেশা ছিল। জন্মজন্মান্তরে বহুপুণ্য সঞ্চয় করে শিখি বুদ্ধের সময় সংঘে প্রবেশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী থাকাকালে একদিন অন্যান্য ভিক্ষুণীদিগের সাথে চৈত্যপূজা করে চৈত্য প্রদক্ষিণ করার সময় একজন অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী তাঁর অগ্রে গমন করতেছিলেন। ওই ভিক্ষুণী নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলে তা চৈত্যাঙ্গনে পতিত হয়। ওই অনাসবা ভিক্ষুণীকে না দেখে তিনি বলে উঠেন, "কোন গণিকা এ স্থানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেছে?" ভিক্ষুণী-ব্রত অবলম্বন করে শীল পালনে নিরত থাকাকালে তিনি গর্ভাবাসজনিত জন্মে বীতরাগ হয়ে স্বয়ংসম্ভবা হতে মনস্থ করেছিলেন। তজ্জন্য তাঁর সর্বশেষ জন্মে তিনি বৈশালীস্থ রাজোদ্যানে আম্রবৃক্ষতলে স্বয়ংসম্ভবারূপে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন। উদ্যানরক্ষক তাঁকে দেখে নগরে আনয়ন করে। এভাবে তিনি আম্বপালী নামে পরিচিতা হন। তাঁর সৌন্দর্য ও গুণে মুগ্ধ হয়ে বহু রাজপুত্র তাঁকে অধিকার করার জন্য পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হলো। পরিশেষে কলহের অবসানের জন্য এবং কর্মের প্রভাব দ্বারা প্রণোদিত হয়ে রাজপুত্রগণ অম্বপালীকে গণিকারূপে স্থাপিত করল। পরে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা পরবশ হয়ে অম্বপালী স্বীয় উদ্যানে বিহার নির্মাণ করে তা বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে উৎসর্গ করেন। তাঁর পুত্র সংঘভুক্ত হয়ে স্থবির বিমল কোণ্ডঞ্ঞ নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

২. সিনেরু, অন্যভাবে মেরু পর্বত হিসাবে পরিচিত। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে একটা প্রসিদ্ধ পর্বত।

৩. কুশাবতী নগরের অনুরূপ একটা স্তম্ভ ছিল। এটা স্থায়িত্বের একটা প্রতীক। See D. I, 14, 56; S. III, 200

৪. এক ধারবিশিষ্ট এবং দ্বি-ধারবিশিষ্ট অস্ত্র।

৫. নাগ শব্দ দ্বারা সর্প, দৈত্য বা হস্তীকে বুঝায়

৬. এ তালিকা D. I, 51; Mil. 331 বারবার দৃষ্ট হয়। Rhys Davids Dialo, I, 68 পদগুলোকে ভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন।

৭. Cf. the lists at D. I, 141; j. I. 227; Mil. 106

৮. অনুরূপ

৯. লজ্জাবোধ

১০. ওক্কামনায নিব্বানস্‌স; আক্ষরিক অর্থে নির্বাণে প্রবেশ।

১১. এ তালিকা নিম্নবর্ণিত স্থানে দৃষ্ট, M. I, 133; A. II, 7, 103, 178; III, 86, 177, 361; Vin. III, 8. বুদ্ধঘোষ D. A. I, 23 f. তে

পদগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং উদাহরণ দিয়েছেন।

১২. যোগস্‌স। Comy. yoge Kammang pakkhipanassa.

১৩, অন্য চারটি A. II, 140 দ্রষ্টব্য।

১৪. এ তালিকা D. III, 236; A. II, 133 দেব পর্যন্ত বিস্তৃত দ্রষ্টব্য।

১৫. পুগ্গলপরোপরঞ্‌ঞূ, পরোপর বা পরোবর বলতে উচ্চ এবং নীচকে বুঝায়। অনুরূপ, হীনপ্পণীতং, নীচ এবং উচ্চ।

১৬. এ বৃক্ষই বুদ্ধের অন্তিম শয্যায় তার পুষ্পরাশি বর্ষণ করেছিল, D. II, 137. এটা কখনো কখনো ছত্র বৃক্ষ হিসাবে অভিহিত। D. A. II, 649 দেখুন।

১৭. Comy. লক্ষ করে যে, পত্র এবং পুষ্প একই সময়ে গজায়।

১৮. Cf. K.S, I, 9. Comy. আরও বলে যে, এ সময়টা মনুষ্য হিসাবে বারো হাজার বৎসরের সমতুল্য।

১৯. Cf. It. 75.

২০. এটা প্রচলিত একটা উদ্ধৃতি, D. I, 60; M. II, 67; A. I, 107; II, 208.

২১. Cf. Vin. I, 12; III, 18.

২২. এ গ্রন্থের প্রথম দিকে এ ধরনের উদ্ধৃতি বিদ্যমান।

২৩. অনুভাব।

২৪. পাঠটি এরূপ—পরিসুদ্ধা চে”ব ভবিস্‌সন্তি পরিসুদ্ধসঙ্খাততরা চ, Comy. লক্ষ করে তাঁরা অধিকতর পরিশুদ্ধ হবেন।

২৫. ভাবনা; দেখুন DhS. transl. 261. এ সূত্রটি S. III, 152 উল্লেখিত।

২৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্য Dial. II, 128f. দেখুন।

২৭. এটা Sn. A. 415 উল্লেখিত।

২৮. Comy. লক্ষ করে যে, চুল-অচ্ছরা-সংঘাত-সুত্ত, এর মন্তব্যে এ সূত্রের অর্থ বর্ধিত করা হয়েছে। A. I, 10; A. A. I, 63 দেখুন।

২৯. তলুন : তরুণ।

৩০. এ উদ্ধৃতি A. I, 108, 208, 126; Vin. II, 236 উল্লেখিত।

৩১. সঙ্কস্‌সর—সন্ধিগ্ধ।

৩২. অপ্পমাদেন সম্পাদেতুং, বুদ্ধের সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্য ছিল অপ্পমাদেন সম্পাদেথ; D. II, 156 দেখুন।

৩৩. এভাবে জৈন নেতা নাতপুত্ত মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে কথিত; M.

I, 347; Mil. 164. দেখুন যেখানে এ সূত্র উল্লেখিত।

৩৪. Comy. লক্ষ করে যে, শাস্তা এসময় অচ্ছরা-সংঘাত-সুত্ত A. I, 10. দেশনা করেছিলেন।

৩৫. দিট্ঠিসম্পন্নং

৩৬. Gradual Saying III, 264 দেখুন। এখানেও খন্তিং দৃষ্ট হয়।

৩৭. মন্তায বোধব্বং। Comy. এর মতে পঞ্ঞায জানিতব্বং। অমরণং পর্যন্ত উদ্ধৃতিটা D. II, 246f.; Dial, II, 277 দৃষ্ট হয়। Rhys Davids অনুবাদ করেছেন। আমাদের অবশ্যই প্রজ্ঞা দ্বারা শিক্ষা করতে হবে।

৩৮. অমরণং; মরণ (মৃত্যু) হতে রেহাই নেই।

৩৯. Cf. J. IV, 122; Vism. 231, 633.

৪০. Cf. S. III, 141 (K. S. III, 119)

৪১. Cf. A. III, 64, J. V, 445

৪২. হারহারিণী

৪৩. খণো বা লযো বা মুহূত্তো বা

৪৪. Cf. Vism. 468; M. I, 453, III, 300; IV, 190

৪৫. যঞ্ঞদ এব যং যং এব।

৪৬. বেস্সভু বুদ্ধের সময়ে জীবনের দীর্ঘতম মেয়াদ ছিল ষাট হাজার বৎসর। D. II, 3 দেখুন। কিন্তু D. III, 75 বলা হয়েছে যে, ৫০০ বৎসর বয়সকালে মেয়েরা বিবাহযোগ্যা হত এবং মানুষের আয়ুষ্কাল ছিল ৮০,০০০ বৎসর।

৪৭. নভেম্বর হতে মার্চ শীতকাল; মার্চ হতে জুন গ্রীষ্মকাল; জুলাই হতে অক্টোবর বর্ষাকাল। উপনিষদ অনুসারে পঞ্চ ঋতু, এখানে উক্ত তিনটি এবং বসন্তকাল ও শরৎকাল।

৪৮. রত্তি, রাত্রি।

৪৯. ভত্তন্তরায়, আহার-বারণ

৫০. বস্স

৫১. এ দুটো অনুচ্ছেদ M. I, 46; A. IV, 87; S. V 157; M. II, 266. দৃষ্ট হয়।

সর্বশেষ অনুচ্ছেদ এর জন্য D. II, 155 (বুদ্ধের শেষ উক্তি); A. II. 79 দেখুন।

৮. বিনয় বর্গ

১. মূলে আছে বিনয়-বগ্গো। Comy.-এর মতে "বিনয়ধর-বগ্গো"

২. আপত্তি বৌদ্ধসংঘের একধরনের দোষ আপত্তি বলে অভিহিত।

৩. এ ধরনের উক্তি গ্রন্থে প্রথম অংশেও দৃষ্ট হয়।

৪. Comy., এর মতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী; এ ধরনের বিষয় এ গ্রন্থের অন্যত্রও পরিলক্ষিত হয়।

৫. বিনয়ে ঠিতো হোতি অসংহীরো (মূল পাঠে-হিরো); Vin. II, 96: বিনয়ে ছেকো হোতি অসংহীরো।

৬. এ উদ্ধৃতি D, I, 13; S. II, 121; M. I, 22; A. I, 164 এ দৃষ্ট হয়।

৭. সোভতি।

৮. মূল পাঠে সম্পূর্ণ রয়েছে।

৯. উপালি বিনয়ধরদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধ-দেশিত বিনয় আবৃত্তি করেন। এ বিনয়বিধানই শাস্তার পরিবর্তে শাস্তা হিসাবে পরিগণিত।

১০. নিব্বিদায স্থলে নিব্বিধাম।

১১. এটা প্রচলিত একটা বাগ্‌ধারা। D. I, 189; II, 251; A. I, 30; III, 83; V, 216

১২. সতি

১৩. সংঘের বিবাদ নিরসনের জন্য "ভিক্‌খু পাতিমোক্‌খ" গ্রন্থের শেষভাগে (ভিক্ষু প্রজ্ঞালোক অনূদিত) এ ধরনের ব্যবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৯. বর্গ সংগৃহীত বর্গ

১. সক্কাযদিট্‌ঠি—আত্মা সম্পর্কে ধারণা

Theory of soul, heresy of individuality, speculation as to the eternity or otherwise of one's own individuality M. 1. 300, III, 17; S. III, 16 sq. In these passages this is explained as the belief that in one or other of the khandhas there is a permanent entity, an attā. The same explanation, at greater length, in the Diṭṭhigata Sutta (Ps I. 143-151).

T. W. Rhys Davids and W. Stede. Pali-English Dictionary, Ibid P. 661.

২. Samaṇa—a wanderer, recluse, religieux. "Samita-pāpatta samaṇa" cp. Dh 265 "Samitatta pāpang 'samaṇo'ti pavuccati". Samaṇas often are opposed to Brāhmaṇas.

Samaṇabrahmaṇā, Samaṇas and Brahmaṇas quite generally "leaders of religious life."

-Ibid, P. 682

Brāhmaṇa—"Sattannanṃ dhammānanṃ bāhitattā brāhmaṇa (like def—of bhikkhu)

৩. বিদিতত্তা বেদগূ।

"Vidanti etanā ti Vedo". Thus at Sn 529 and 792 (=Veda vuccanti catūsū maggesu ñāṇanṃ paññā Nd 93). "Tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū," This formula is frequent in stock phrase describing the accomplishments of a Brahmiṇ. In the older texts only the 3 Vedas (irubbeda=Rg; yaju and sama) are referred to, whereas later (in the commentasries) we find the 4 mentioned (athabbabna added).

ÍIbid, P. 647.

৪. অরীহতত্তা অরিযো

At M. I, 280 the definition of both ariya and arahā is the same, viz ārakā, ssa honti pāpaka. Trenckner gives no other reading at 553. At D. A. I, 140 on arahang we read: ārakatta arīṇang arānañca hatattā paccayādinang arahattā pāpakaraṇe rahabhavā.

৫. Arahatta-the state or condition of an Arahant. i, e, Perfection in the Buddhist sense= Nibbāna S. (IV. 151) final and absolute emancipation, Arahantship, the attainment of last and highest stage of the Path. This is not restricted by age or sex or calling. There is one īnstance in the canon of child having attained Arahantship at the age of 7. Many women Arahants are mentioned by name in the oldest Texts. About 400 men Arahants are known. Most of them were bhikkhus, but A III. 451 gives the names of more than a score lay Arahants. Arahattang is definend at S IV. 252 as rāgakkhaya, dosakkhaya and mohakkhaya. Descriptions of this state are to be found in the formulae expressing the feelings of an Arahant (see Arahant II.).

-Pali-English Dictionary, p. 76.

৬. Cf. M. III, 21

৭. এ গ্রন্থে এর আগে অনুরূপ উদ্ধৃতি পূর্ণ দেয়া হয়েছে।

৮. রাগ

Philosophical and ethical meaning-excitement, passion seldom by itself, mostly combined with dosa and moha, as the fundamental blemishes of character : passion or lust (uncontrolled excitement), ill-will (anger) and infatuation (bewilderment). These three again appear in manifold combined with similar terms, all giving various shades of the "craving for existence" or "lust of life" (taṇhā etc), or all that which is an obstacle of nibbāna. Therefore the giving up of rāga is one of the steps towards attaining the desired goal of emancipation (Vimutti). Some of the combined together are e. g. the 3 (rāga, dosa, moha) + kilesa; + kodha; very often fourfold rāga, dosa, moha with māna, these again with diṭṭhi.

৯. K.S. V, 51 ff দেখুন। মূল পাঠে সাতটি পুরোপুরি দেয়া হয়নি।

খ. অষ্টক নিপাত

১০. মৈত্রী বর্গ

১. অমনুস্‌সানং

২. A, V, 342 এগারোটি সুবিধা দেখানো হয়েছে। Cf. also J. II, 61; Mil. 198.

৩. গাথাগুলো It. 21 ব্যক্ত হয়েছে। ত্যাগের বিষয় Mrs. Rhys Davids এর K. S I, 102 দেখুন।

৪. It. 1. V. I দেখুন।

৫. উপমার জন্য দেখুন A. III, 34, 365; V, 22; J. V, 63

৬. Cf. Proverbs IV, 7

৭. ভিয্যোভাবায... ভাবনায... Cf. D. III, 284; Dial III, 259.

৮. Cf. A.V, 16.

৯. পাতিমোক্‌খ। বিনয়ের সংক্ষিপ্ত সার এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ মিলে সর্বমোট ২২৭টি ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান এগ্রন্থে-সন্নিবেশিত হয়েছে।

১০. এ গ্রন্থের প্রথম ভাগেও দৃষ্ট হয়।

১১. সংঘগতো, Vin. V, 183 অনুরূপ উদ্ধৃতি রয়েছে।

১২. Comy. চতুর্ধ্যান; Cf. K. S. II. 184; M. I, 161.

১৩. এ উদ্ধৃতি A. II, 45, 90; D. III, 223 ব্যক্ত হয়েছে।

১৪. জানং জানতি, পস্সং পস্সতি; Comy. এর মতে জানিতব্বং জানাতি, পস্সিতব্বং পস্সতি

১৫. একীভাবায।

১৬. গ্রন্থের প্রথম ভাগে দৃষ্ট হয়।

১৭. অনুপরিবত্ততি।

১৮. অনুরোধ ও নিরোধ। Sn. A. 363 : anurodhaviro-dhavippahīno'ti sabbavattūsu pahīnarāgadoso.

১৯. পদং। Comy., Nibbānapadang.

২০. অধিপ্পাযোসো। গ্রন্থের P. 467 দেখুন। উক্তিটা A. and S. III, 66 ব্যক্ত হয়েছে।

২১. এ উদ্ধৃতি M. I, 310; A. I, 199; V. 355; S. V. 218 উক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও এ গ্রন্থেও উক্ত হয়েছে।

২২. দেবদত্ত বুদ্ধের মামতো ভাই। তাঁর জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি বুদ্ধের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এসেছেন, সবসময় বুদ্ধের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। অবশ্য এ কর্মের ফলে তিনি অবীচি নরকে পতিত হয়েছেন এবং নরক যন্ত্রণা ভোগ করতেছেন। Comy. এর মতে সংঘের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে প্রস্থানের বেশি বিলম্বে নহে।

২৩. অসদ্ধম্মেহি; অনুরূপ উক্তি Vin. II, 202 দৃষ্ট হয়।

২৪. Cf. G. S. III, 212, 286.

২৫. এই ভিক্ষু থের বলে মনে হয় যাঁর রচিত গাথা Th. I, 121 দৃষ্ট হয়। যুবক ব্রাহ্মণ নামটি D. II, 354; M, II, 133, III, 298, দৃষ্ট হয়। এ নামের ভিক্ষুটি Vin. II, 302 অবশ্য ১০০ বৎসর (এক শতাব্দী) বেঁচে ছিলেন।

২৬. মারিস

২৭. এ উদ্ধৃতি S. II, 114; M. I, 148; D. II, 324 ব্যক্ত হয়েছে।

২৮. পিটকেহি

২৯. অঞ্জলিহি; G. S. III, 138 n.

৩০. Cf. The Bhabra Edict, Smith's Asoka 142 : "Reverend Sirs, all that has been said by the Venerable Buddha has been well-said'. The original is quoted by

Trenckner in his P. M. 75.

৩১. মূল পাঠে পতিট্‌ঠিতো স্থলে উপট্‌ঠিতো লক্ষণীয়।

৩২. তথাগত বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং মহাপ্রজাপতী-পুত্র। তিনি দেখতে খুবই লাবণ্যময় ছিলেন। তাঁকে ঘিরে একটা কাব্যও রচিত হয়েছে। এর নাম সৌন্দরনন্দ। বিস্তৃত দেখুন A. A. I 315; Th. I, 157; S. II, 281; Ud, 21. শেষটি অমরাবতীতে চিত্রিত হয়েছে।

৩৩. এটা নন্দের সতর্কতা, আত্মসংযম, জাগ্রতশীলতা।

৩৪. Cf. M. I, 355.

৩৫. এ প্রথাগত উদ্ধৃতি M. I, 273; II, 138; III, 2; A. I, 114; II, 145; III, 388 ব্যক্ত হয়েছে।

৩৬. অনুরূপ দেখুন G. S. I, 9.

৭. বিদিতা।

৩৮. অত্র গ্রন্থের XLIX অংশেও এটি উল্লেখিত।

৩৯. Cf. Dial. I, 116n. 2; M. I, 96; A. 1, 187; D. I, 94; M. II, 31

৪০. দমেথ—দমন কর, সংযত কর

৪১. পরপুত্তা—পুত্ত এখানে দেবদত্ত, কুলপুত্ত, অয্যপুত্ত, সক্যপুত্তা যেভাবে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, তদ্রূপভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪২. Cf. D. I, 70.

৪৩. সমণদূষী, Comy. সমণদূসকো।

৪৪. যবকরণে, শস্য প্রস্তুত; কিন্তু Comy. যবক্‌খেত্তে।

৪৫. সারবন্ত—মজ্জা, সারাংশ।

৪৬. Cf. Psalms I, 4, "বাতাস তুঁষকে যেভাবে তাড়িয়ে নেয়"

৪৭. কুঠারিপাসেন; পাস-কুঠার নিক্ষেপণ।

৪৮. কক্‌খলং

৪৯. দদ্দরং

Cf. J. II, 8; III, 461.

১১. মহাবর্গ

১. এ সূত্রটি অত্র গ্রন্থের অট্‌ঠক নিপাতের ১৯ নং সূত্রেও দৃষ্ট হয়। M. 1, 290; G.S 11, 66 আমরা জানতে পারি যে, মধুরা (অথবা মথুরা পরবর্তীতে ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ) ও এর মধ্যে একটা রাজপথ ছিল। Buddhist

India 36 দেখুন।

২. Vin—গ্রন্থের আলোকে Comy. বলে যে, নলেরু হচ্ছে যক্ষের নাম।

৩. এ প্রথাগত উদ্ধৃতি নিম্নবর্ণিত গ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে—D.1,114; 11, 100; M. 11, 66; A. 1, 155; Vin 11, 188.

৪. D. 1, 143; 111, 19; Dhp. 72 দেখুন। অত্র মূল পালি (রোমান অক্ষরে) গ্রন্থের নবক নিপাতের XI, 378 ও এ ঘটনার বিষয় উক্ত হয়েছে।

৫. পরিযাযো; কারণং; অত্র অট্ঠক বর্গের XII নং সূত্রেও অনুরূপ উক্ত হয়েছে।

৬. অরসরূপ।

৭. Cf. M.1, 488; S II, 62; অত্র মূল গ্রন্থের ধন-বগ্গ এর IX সূত্রেও দৃষ্ট হয়।

৮. নিব্ভোগ—সামাজিক প্রতিপত্তি। Comy. এর মতে রয়স্কদের সম্ভাষণ একটা সামাজিক মনোরমতা।

৯. See Dial. 1, 70.

১০. জেগুচ্ছা, যে ঘৃণা করে। See Dial. 1,237; F. Dial 1, 53.

১১. বেনযিকো

১২. তপস্সী

১৩. অপগব্ভ। Comy. গব্ভতো অপগতো, আরও বলেন ব্রাহ্মণ পোষণ করতেন যে, ভদ্রতা দেবলোকে পুনর্জন্ম দেয়।

১৪. অত্র গ্রন্থের (পালি রোমান অক্ষরে) LXV11, 125 এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

১৫. Cf. Buddha carita XIV, 07

১৬. অণ্ডভূত, জাত, ডিম হতে উৎপন্ন। সেসব প্রাণী অণ্ডে জাত বলে অণ্ডজাত অভিহিত হয়। তদ্রূপ সব মানুষ অবিদ্যার অণ্ড খোলকে জাত।

১৭. Cf. D, II, 15; J. 1, 43

১৮. অনুরূপ দৃষ্ট হয়—It. 119; A.1, 148; M. 1, 21

১৯. অত্র মূল গ্রন্থের (পালি রোমান অক্ষরে) নবক নিপাতের XXX—11, 410 সদৃশ।

২০. প্রথাগত উদ্ধৃতির সাথে নিম্নরূপ মিল রয়েছে—D.1, 42; M.1, 22; S.II. 122; A, I, 255; It. 99; Vin III, 4.

২১. প্রথম যামে বৃদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মাধ্যমে এ বিদ্যা অর্জন করেন।

২২. অভিনিব্বিদা।

২৩. বিমুত্তস্মিং বিমুত্তং ইতি ঞাণং অহোসি, V.1. বিমুত্তম্হি-তি; Cf. M. 1, 23, 528

২৪. জৈন সম্প্রদায়। সিংহ নিগণ্ঠ সম্প্রদায়ের নাটপুত্রের অনুসারী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাতা ছিলেন। ভারতে সে সময়ে নিগণ্ঠদের তিন প্রধান অনুসারী ছিলেন; নালন্দায় গৃহপতি উপালি (M.1, 373; কপিলবাস্তুতে শাক্যবংশীয় বপ্প (A. II... 196); বৈশালীতে লিচ্ছবী সিংহ। নাটপুত্ত (বা মহাবীর) সম্প্রদায়ের প্রধান অত্র মূল গ্রন্থে (রোমান হরফে) নবক নিপাতে XXXVII, 429 নিগণ্ঠ নাটপুত্ত এর বিষয় উল্লেখিত। সীহ সম্পর্কে অত্র মূল গ্রন্থের সত্তক নিপাতের LIV, 79 উল্লেখিত।

২৫. এটা একটা প্রথাগত উদ্ধৃতি। এজন্য দেখুন D.1,89; II, 73, 95; A.V, 65

২৬. বিভিন্ন গ্রন্থে এ ধরনের উদ্ধৃতি ব্যক্ত হয়েছে, D.1, 161; III, 115; M. 1, 368, 382; A.1, 161; III, 57; S II, 33

২৭. এখানে এবং এ গ্রন্থের অন্যত্রও এ ধরনের উক্তি ব্যক্ত হয়েছে। M.1.378f এখানে উপালি গৃহপতি নালন্দায় জৈনদের পরিত্যাগ করেন।

২৮. ঞাতমনুস্সানং

২৯. এ উদ্ধৃতি অন্যত্রও দেখা যায়, D.1, 110; II, 41; M II, 145; Vin. 1,15; Vin II, 156; Ud. 49; নিচে গহপতি বগ্গে, XXI 209 এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

৩০. প্রথাগত এ উদ্ধৃতি এসব গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে, D.1, 109; II, 126; Ud.81.

৩১. পবত্তমংসং জানাহি। Comy. এর মতে বাজারে কিছু বৈধ (কপ্পিয) মাংস সন্ধান কর।

৩২. Vin. 1, 388-কারও উদ্দেশ্যে জীবহত্যা করলে সে মাংস খাওয়ার অনুমতি নেই। অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অসন্ধিগ্ন অবস্থায় মাংস ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে।

৩৩. Cf. G.S. 1, 223; II, 118, 225

৩৪. অল্লং বা সুক্কং বা সবুজ বা শুষ্ক।

৩৫. Cf. M. 1, 340; A.V.167

৩৬. উজুমগ্গং

৩৭. এ উদ্ধৃতি অন্যত্রও ব্যক্ত হয়েছে, M. 1, 481; S II, 28; G.S. 1, 45.

৩৮. খলুঙ্ক,আন্দোলিত করে এমন Cf. G.S. 1, 266; A.V. 166; অত্র মূল গ্রন্থের XXII, 397 এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

৩৯. "সে একে কাঁটাযুক্ত ঝোপ বা প্রতিহত হয়ে সজোড়ে লাফিয়ে ওঠে এমন মাটির উপর দিয়ে নিয়ে যায়।"

৪০. মুখাধানং; মুখে আঁটার জন্য প্রস্তুত লৌহ শৃঙ্খল। Cf. M.S. 1, 446; III, 2.

৪১. অত্র মূল পালি গ্রন্থের (রোমান হরফে) X, 108 এর সাথে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

৪২. সাপত্তিক

৪৩. এসব গাথা Dhp. 240 f. K. S. 1, 53 দৃষ্ট হয়।

৪৪. মূল পাঠে আছে ব্যাধতি। ভাষ্যে—বেধতি।

৪৫. মূল পাঠে আছে অসন্দিট্‌ঠং। ভাষ্যে—অসন্দিদ্ধং, ব্যাখ্যায় বিগতসংসযং; Cf. Vin. II, 201 f. এখানে আটটি ব্যক্ত হয়েছে।

৪৬. বনভঙ্গেন। ভাষ্য—বন হতে পুষ্প এবং ফল, ইত্যাদি উপহার দ্বারা। নিচেও এরূপ উল্লেখিত, মূল পালি গ্রন্থে XL, 435.

৪৭. অত্র মূল পালি গ্রন্থের (রোমান হরফে) মহাবগ্গ এর XI, 172 এ বিষয় পুনরোক্ত হয়েছে।

৪৮. ভাষ্য—অসুরদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। এরূপ তিনজন ছিল। যেমন, বেপচিত্তি, রাহু (যে গ্রহণের সময় চন্দ্রকে গিলে ফেলে) এবং পহারাদ। সমগ্র সূত্রটি Vin II, 237; Ud. 55 এর সাথে তুলনীয়। এখানে বুদ্ধঘোষের ভাষ্যের সাথে ধর্মপালের ভাষ্যের বস্তুতঃমিল রয়েছে। ড. বি. এম. বড়ুয়ার Gayā, p. 42 দেখুন।

৪৯. Cf. Mil, 187, 250

৫০. এ ধরনের উদ্ধৃতি অনেক স্থানে উল্লেখিত। উপরে মূল পালি LXII, 101 গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

৫১. গোত্ত।

৫২. ভাষ্য, অবিমিশ্র স্বাদ।

৫৩. রতন। উদ্ধৃতি দেখুন—Vin. Cullavagga IX. I; Ud. A. 103, 302.

৫৪. ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গোলাকার বা দীর্ঘ।

৫৫. লোহিত, নীল, ইত্যাদি।

৫৫. বাবলা গোত্রীয় বাঁশের রং, Mil (trs) 1, 177 দেখুন।

৫৭. দক্ষিণ হস্ত পেঁচাল খোলক, তামা বর্ণের, শূন্য, ভৈরী খোলক ইত্যাদি।

৫৮. ক্ষুদ্র, বৃহৎ ফ্যাকাশে লাল এবং লাল

৫৯. মূল পাঠে আছে তিমিতিমিঙ্গল তিমিরমিঙ্গল। Vin. II 288; Ud. A. 308 অনুসারে ধর্মপাল মত প্রকাশ করেন যে, তিন প্রকারের মৎস্য আছে; দ্বিতীয় প্রকারের মৎস্য প্রথম প্রকারের মৎস্যকে খেয়ে ফেলে এবং তৃতীয় প্রকারের মৎস্য প্রথম প্রকারের মৎস্যকে খেতে পারে। Cf. Mil, 85

৬০. ভাষ্য, ঢেউয়ের চূড়ায় বসবাসকারী।

৬১. Cf. K. S. III. 197

৬২. M. III, 1. ত্রয়ী শিক্ষা।

৬৩. Ud. A. স্রোতাপত্তিলাভীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৬৪. এ প্রথাগত উদ্ধৃতি নিম্নবর্ণিত স্থানে উল্লেখিত হয়েছে, A. 1, 108, 126; Vin, II 236; A II, 239; Ud. 52; উপরে LXV111, 128 এর সাথে মিল রয়েছে।

৬৫. উক্খিপতি, বহিষ্কার করে; dussīlo pāpadhammo... avassuto Kasambujāto এর সাথে Mahā-vagga, XX, 205 এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৬৬. Cf. Vin. II, 239; M. II, 128

৬৭. গৌতমের বংশ।

৬৮. এগুলো হলো ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম; see Mrs. Rhys Davids` remarks at K. S. V p. VI দেখা যাবে যে, অঙ্গুত্তরনিকায় দীর্ঘরীতি অনুসরণ করেছে। উপরে LXV11, 125 এর সাথে সামঞ্জস্য আছে।

৬৯. এই সুত্ত Vin II, 236; Sn. A. 312 উল্লেখিত।

৭০. মূল পালি গ্রন্থে অট্ঠক নিপাতে X L1, 248; XLIII 255; XLVII, 267; XLIX, 269, 348 উল্লেখিত।

৭১. নিম্নে মূল পালি গ্রন্থে উল্লেখিত, XXL, 248.

৭২. মোদ্গাল্ল্যায়ন ঋদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। দেখুন K.S. I, 247; II, 170 f.

১২. গৃহপতি বর্গ

১. G.S.I, 23 তিনি প্রধান অমায়িক দাতা ছিলেন; Cf A.A.I, 394; G.S. III, 40f.

২. উপরে দেখুন পালি গ্রন্থে অট্ঠক নিপাতে XII, 186 এ উল্লেখিত।

৩. ওনোজেসিং; M. II. 45; Mil. 236; Vin I, 39 দেখুন। ভাষ্য-এ শব্দের উপর পরবর্তী সূত্র লক্ষ করে, তিনি তাদের হস্তে পানি ঢালেন এবং তাকে (বালিকাকে) প্রদান করেন। এ উৎসব শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ বিবাহে এখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪. অপ্পটিবিভত্তা। ভাষ্য—ভাতৃসংঘ এবং শীলবান সংঘকে আমি আমার সম্পদের অংশ বণ্টন করে দিই। এই পক্ষপাতহীন বিভাজন একজন ভিক্ষুকে আদেশ করা হয়। A. III, 289; Mil. 373 দেখুন।

৫. অসক্কচ্চং

৬. চিত্তস্স উন্নতিং

৭. সঞ্ঞোজনানি; মূল পালি গ্রন্থে IX, P.8 উল্লেখিত।

৮. A.I, 26 তিনি সংঘের প্রধান খাদ্য পরিবেশক হিসাবে অভিহিত।

৯. ভাষ্য—লক্ষ করে যে এ বন তাঁরই অধিকৃত। A.A I, 396 একই ঘটনা উল্লেখ করেছে।

১০. উভতোভাগ বিমুত্তো

১১. উপ্পাদেন্তো

১২. ইমিনা উপাসকো অত্তনো অনাগামি-ফলং ব্যাকরোতি।

১৩. A.I, 26 হত্থক তাঁদের মধ্যে প্রধান যাঁরা মানুষকে জনপ্রিয়তার চার ভিত্তি দ্বারা তালিকাভুক্ত করে। A.A. I, 388 এ তাঁর জীবনী রয়েছে। এখানে ভাষ্যে উল্লেখ আছে যে, তিনি জনৈক ভারতীয় রাজপুত্র এবং আলবীর যক্ষহস্ত থেকে বুদ্ধ হস্তে গৃহীত হয়েছিলেন বলে তিনি হত্থক নামে অভিহিত হয়েছিলেন। আলবীর যক্ষ সম্পর্কে জানতে হলে Sn, P. 31 দেখুন।

১৪. উপরে মূল পালি গ্রন্থের 1 (V.), 4 দেখুন।

১৫. আবুসো—সম্মানার্থে ব্যবহৃত। বিশেষত ভিক্ষুসংঘের মধ্যে এ সম্বোধনটা প্রচলিত। একজন জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে সম্বোধনের সময় "আবুসো" ব্যবহৃত হয়।

১৬. অপ্পিচ্ছো, মূল পালি গ্রন্থে নিচে XXX, ২২৮ এ উল্লেখিত।

১৭. ভাষ্য—তাঁরা ছিলেন স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী আর্যশ্রাবক। তাঁরা সুগন্ধি পুষ্প নিয়ে এসেছিলেন।

১৮. Cf. D. III, 152, 190, 232; A II, 32, 248; এ গ্রন্থের মূল পালি V. 363; J.v. 330; G. S. II, 36.

১৯. সোতব্বং।

২০. A.I, 25-26 Etad aggaṃ bhīkkhave mama sāvakānaṃ upāsakānaṃ pāthamaṃ saraṇaṃ gacchantānaṃ paºitadāyakānaṃ yadidaṃ Mahānāmo Sakko.

"প্রণীত (উত্তম) বস্তু দায়কদের মধ্যে মহানাম শাক্য অগ্রগণ্য" সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ড, পৃ. ২১, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১ম সং-১৪০১, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ইং কলিকাতা।

মহানাম শাক্য সম্পর্কে বর্ণনা আছে A.A. I, 393 যেখানে বলা হয়েছে, তিনি কপিলবাস্তুতে সারা বৎসর সংঘকে আহার্য দিতেন। কপিলবাস্তু ছিল শাক্যবংশের প্রধান নগর। বুদ্ধ এ নগরে জন্মগ্রহণ করেন, J.I, 52.

২১. অস্‌সুতবা পুথুজ্জনো।

২২. Idha bhikkhave bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena samannāgato cirakataṃ pi cirabhāsitam pi saritā anussaritā. এ অংশটুকু উপরে IV. 7.p. 4 উল্লেখিত।

২৩. উপরে মূল গ্রন্থের iv. p. 4 no. 9 উল্লেখিত।

২৪. Atha Kho āyasmā Anuruddho eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpi pahitatto viharanto... nāparaṃ itthattāyā'ti abbhññāsi, এ অংশটি A. I, 282 no. 3 সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

১৩. দান বর্গ

১. Dial. III, 239 দেখুন

২. আসজ্জ।

৩. Cf. উপরে মূল পালি গ্রন্থের XIX, 57 এ উল্লেখিত।

৪. হিরিযং, হিরির দুষ্প্রাপ্য একটা আকার।

৫. মগ্ন।

৬. ছন্দা, ভাষ্য, পেম, তদ্রূপ স্নেহ।

৭. মোহ।

৮. ভযা; ভাষ্য-গরহ, দোষ।

৯. ঊসরং, ভাষ্য-উব্‌ভিদোদকং।

১০. মরিযাদ, ভাষ্য, কেদার

১১. সদৃশ, A. II, 220; D.II, 353; III, 254, A. V, 222 উপমা D. II, 353;

১২. দানূপপত্তিযো, দানের জন্য উপযুক্ত বস্তু সামগ্রী।

১৩. Cf. M. III, 205; S.I 94; A.I and Above in the main

Roman Text XLIX, 60.

১৪. বিসুদ্ধত্তা

১৫. বীতরাগত্তা। ভাষ্য লক্ষ করে যে, শুধুমাত্র দানের দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করতে পারে না, এর জন্য সমাধি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন।

১৬. এ তিনটি দেয়া হয়েছে—D III, 218; It. 51

১৭. পরিত্তং, থোকং, মন্দং।

১৮. Cf. M. II, 152; A. I, 107; A. II, 85.

১৯. মত্তসো।

২০. সোভগ্গং, ভাষ্যমতে, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ক্ষুদ্র কৃষক।

২১. Cf. D. III, 146; Dial. II, 296

২২. এসব দেবগণের নাম রয়েছে D. 1, 297

২৩. সপ্পুরিসো, নিচে নবক নিপাতে xx, 392

২৪. অনুরূপ সূত্র আছে, A. III, 46.

২৫. পুব্বপেতানং। ভাষ্য, পরলোকানং ঞাতীনং

২৬. পূজেতি সহ ধম্মেন পুব্বে কতং অনুস্সরং Cf. তিরোকুড্ড সুত্তং

২৭. পুঞ্ঞাভিসন্দা। Cf. A II, 54; A. III, 51

২৮. এ উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়েছে D. I, 51; A. III, 46

২৯. দানানি

১৪. উপোসথ বর্গ

১. উপোসথ।

At the time of the rise of Buddhism the word ‘Uposotha’ had come to mean the preceding four stages of the moon’s waxing and waning, viz. ist, 8th, 15th, 23rd nights of the lunar month that is to say, a weekly sacred day, a Sabbath. These days were utilized by the pre—Buddhistic reforming communities for the expounding of their views, Vin. 1.101 The Buddhists adopted this practice and on the15th day of the half month held a chapter of the order to expound their dhammas. They also utilized one or other of these Uposatha days for the recitation of the Pātimokkha (pātimokkhuddesa). On Uposatha days laymen take upon themselves the Uposatha vows, that is to say, the eight

Sīlas, during day and night. The day in the middle of the month is called cātuddasiko or paṇṇarasiko according as the month is shorter or longer. The reckoning is not by the month (māsa), but by the half month (pakkha), so the twenty third day is simply aṭṭhamī, the same as the eight day. There is an occasional Uposatha called Sāmaggi-uposatha, "reconciliation Uposatha" which is held when quarrel among the fraternity has been made up the general confession forming as it were a seal to the reconciliation. The ceremony of a layman taking upon himself the eight sīlas is called Aṭṭhāṇga-Uposatha silaṃ.

-T.W. Rhys Davids and William Stede. Pali-English Dictionary P. 150-51.

২. Cf. D1, 4; M.1.278; A.1,211 (Pali main Roman Text); below in the main Pali Roman Text A. iv. P. 389

৩. সচ্চসন্ধা

Cf. D.III, 170; M. III, 33

৪. এ তালিকা উল্লেখিত হয়েছে, A. 1, 213 (main Roman Pali Text) তালিকা Buddhist India, P. 23 উল্লেখিত।

৫. চৈত্যগণ হিসাবে উচ্চারিত।

৬. Cf. A. 1,116.

৭. এ উদ্ধৃতি উল্লেখিত—D. III, 327.

৮. "Pāṇaṃ na hane na cādinnamādiye
Aninditā saggaṃ upenti ṭhānanti."

২৪ লাইনের এ গাথাটি A.1. P. 214-215 এর সাথে তুলনীয়।

৯. বিশাখা মিগারমাতা নামে পরিচিত। তিনি শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী-পোষিত মিথ্যাদৃষ্টি যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে দূরীভূত করেছিলেন এবং সেদিন থেকে পুত্রবধূ বিশাখাকে মা বলে সম্বোধন করেছিলেন। ত্রিপিটকে এ সম্বোধনকে মিগারমাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে। তিনি দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত হয়েছেন যা অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ডে মূল রোমান অক্ষরে পালিতে এতদগ্গ বর্গে ২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত—"Etad aggaṃ bhikkhave mama sāvikānaṃ paṭhamaṃ dāyikānaṃ yadidaṃ Visakhā Migāramātā."

১০. তেবিজ্জ সুত্তে উল্লেখিত ব্রাহ্মণ বলে মনে হয়।

১১. মহাসালা। ভাষ্যমতে, তাঁর সম্মুখে দুটি শালবৃক্ষ দাঁড়িয়েছিল।

১২. Cf. Ime ce pi Bhaddiya mahāsālā... avaṭṭeyyuṃ akusaladhammappahānāya Kusaladhammūpasamāya imesaṃ p'assa mahāsālānaṃ digharattaṃ hitāya. sukhāya" A. II, 194.

১৩. এ গৃহী শিষ্যের নাম তেমন কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। শুধু মাত্র নবক নিপাতের xc, p. 347, এ উল্লেখিত। বোজ্ঝা শব্দের অর্থ জ্ঞান প্রাপ্ত।

১৪. অত্র মূল গ্রন্থের XL, p. 37 সাথে তুলনীয়।

১৫. দেবতা।

১৬. অচ্ছরিকং বাদেসি-স্বর্গীয় সঙ্গীত তৈরি করা। বৈদিক অপ্সরা থেকে পালি অচ্ছরা। অপ্সরাগণ নাচে, গায়, হাততালি দেয়।

১৭. এ উপমা উল্লেখিত হয়েছে, D. ii, 172, 183. ভাষ্য মতে পাঁচ প্রকার ঢাক।

১৮. কমনীয়।

১৯. Indriyāni okkhipi.

২০. Cf. A. III, sec. xxx III, p. 37.

২১. Cf. "vigatamalamaccherena cetasā... payatapaṇi vosaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato" above sec. vi, p.6.

২২. নকুলমাতা বিশ্বাসিনীদের মধ্যে অন্যতমা, "Etad aggaṃ bhikkhave mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ upāsikānaṃ paṭhamaṃ vissāsikānaṃ yadidaṃ Nakulamātā gahapatāni." A.1, sec. xiv, p. 26.

২৩. অনলস, সে অলস নহে।

২৪. নিচ্চং মগ্গং = আন্তমার্গ।

১৫. স-আধান বর্গ

১. A. I, 25 মহাপ্রজাপতী গৌতমী জ্যেষ্ঠাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা : "Etad aggaṃ bhikkhave mama sāvikānaṃ rattaññ³naṃ yadidaṃ Mahāpajāpatī Gotamī.'

মহাপ্রজাপতী গৌতমী গৌতম বুদ্ধের মাতৃস্বসা ও বিমাতা। রাজা শুদ্ধোদনের সহধর্মিনীদের মধ্যে একজন। তিনি নন্দমাতা এবং ভিক্ষুণীসংঘের প্রতিষ্ঠাতা। অতীতে তিনি ছিলেন বারাণসী (কাশী) রাজ

কিকির সপ্ত দুহিতার অন্যতমা।

২. V. A. Smith এর মতে এ দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব আনুমানিক ২০০ মাইল। চীনা পরিব্রাজক রামগাম, কুসিনারা এবং বারাণসীর মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। নিকটবর্তী পথ অবশ্যই হিরঞ্ঞবতী (গণ্ডক) নদী অনুসরণ করেছে।

৩. বুদ্ধের মহাপরিনিব্বানের পর রাজগৃহে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতিতে আনন্দ বুদ্ধকে মাতৃজাতিকে শাসনে প্রবেশের অনুমতি প্রদানে প্রবৃত্ত করানোর এবং তদ্বারা শাসনের ধ্বংস সাধনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এজন্য Vin. II, 289 দেখুন।

৪. উপসম্পদা

৫. পবারণা—ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বর্ষাবাসের পরিসমাপ্তির পর যে উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তা হলো পবারণা। এ উৎসবে সংঘের সদস্যগণের মধ্যে কোনো দোষ-ক্রুটি ঘটে থাকলে তা পরস্পরের মধ্যে স্বীকারের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

৬. সেতট্‌ঠিকা

৭. মঞ্জিট্‌ঠিকা

৮. Cf. উপমা সদৃশ—M. III, 96; A. III, 28

৯. Cf. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhamma ādikalyāṇa majjhe kalyāṇā... manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā. above, P.152.

১০. Cf. Ubhayāni kho pan’assa pātimokkhānī vitthārena svāgatāni suvinicchitāni suttaso anubyañjanoso. above, p. 140.

১১. “Kalyāṇavākkāraṇo poriyā vācāya samannāgato vissaṭṭhāya anelagalāya atthassa viññāpaniyā”

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি উক্ত হয়েছে, A. II, P. 97; III, 114.

১২. এ সূত্রের সাথে উপরের L III, P. 280-81 সূত্রের মিল পরিলক্ষিত।

১৩. আচযায, ভাষ্য-বট্টস্‌স বড্‌ঢনত্থায। বুদ্ধ বলেন যে, মহাপ্রজাপতী গৌতমী এ ধ্যানের মাধ্যমে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

১৪. দীর্ঘজানু; এটা নিঃসন্দেহে তাঁর ডাক নাম, দেখুন Dial. I, 193; তাঁর পারিবারিক নাম ব্যগ্‌ঘপজ্জ।

১৫. কোলিয়গণ ছিলেন বর্জ্জী গণতন্ত্রের সদস্য এবং শাক্যদের থেকে উৎপত্তি, তাঁদের রাজধানী ছিল রামগাম, কপিলবত্থুর প্রায় ৪০ মাইল পূর্বে। কক্করপত্ত বলতে বন্য মোরগের পালক বুঝায়।

১৬. Cf. "tattha dakkho hoti analaso tatrupāyāya vīmaṃsāya samannāgatā alaṃ katuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ." XLIX, P. 269.

১৭. "Uṭṭhānaviriyādhigata bāhābalaparicita sedāvakkhittā dhammikā dhammaladdhā" এ অংশটির সাথে A. II, 69; A III 45 তুলনাযোগ্য।

১৮. Cf. A. II, 166 (4).

১৯. এই ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখিত হয়েছে, A. II, 42

২০. Cf. A. V, 132.

১৬. ভুমিকম্প বর্গ

১. নিরাযত্তবুত্তি, ভাষ্য—অনাযত্ত

২. লাভ = সম্পত্তি। ভাষ্যমতে চার সম্পত্তি।

৩. "Socati Kilamati paridevati urattāliṃ kandati sammohaṃ āpajjati.' উদ্ধৃত অংশটির সাথে A. II, P. 188 (n. 4) এর সাদৃশ্য রয়েছে।

৪. ভাষ্য মতে—বিপস্‌সনা, অন্তর্দর্শন।

৫. "Khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu, sutañca dhammānaṃ dhārakajātiko hoti, dhātūnañ ca dhammānaṃ... sandssakoca hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako sabrahmacārīnaṃ."

উদ্ধৃতাংশটুকুর সাথে A. II, 97 এবং উপরে গহপতি-বগ্গো P. 221 এর বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

৬. অজ্ঝত্তং

৭. ভাষ্য—মূল সমাধি বলে অভিহিত।

৮. এ উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়েছে—D. II, 102; M. III, 97

৯. এ চারটি ব্রহ্ম-বিহার, মেত্তা, করুণা, মুদিতা, উপেক্‌খা।

১০. চত্তারো সতিপট্‌ঠানা, কায-সতিপট্‌ঠান, বেদনা-সতিপট্‌ঠান, চিত্ত-সতিপট্‌ঠান, ধম্ম-সতিপট্‌ঠান।

১১. গয়া ভারতের বিহার প্রদেশের একটি জেলার নাম, মগধের অধীন।

১২. Pubb’eva sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattassa eva’-এ প্রথাগত উদ্ধৃতির সাথে A. III, 240 এবং নিচে Mahavagga, P. 499 এর সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

১৩. এ সূত্রটির সাথে A, I, P. 40 ও এ গ্রন্থের Sativagga, P. 348 (2-6) সামঞ্জস্য রয়েছে।

১৪. Dial. II, 119

১৫. “sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkha-mma nevasaññānāsaññāyātanaṃ upasampjja viharati sabbaso nevasaññānāsaññāyātanaṃ samatikkamma saññāvedayitanirodhaṃ upasa-mpajja viharati.”

-This extract has close similarity with the extract of the last portion of no 2. chapter XXXII, p. 410.

১৬. “Adiṭṭhe diṭṭhavādita, asute sutavāditā, amute mutavādinā, aviññāte viññātavāditā.”

Cf. A. II. sec—247, P. 246.

১৭. “Adiṭṭhe adiṭṭhavāditā, asute asutavāditā amute amutavāditā, aviññāte aviññatavāditā, diṭṭhe diṭṭhavāditā, sute sutavāditā, mute mutavāditā, viññāte viññātavāditā,”

১৮. ‘bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānu-kampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussā-nan’ti.

উদ্ধৃতাংশটুকুর সাথে মহাবর্গ (প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত) পৃ. ২২ এর অর্থগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

১৯. বুদ্ধ এ ঘটনা বিবৃত করেন, D. II, 112

২০. এখানে কিছুটা ঔৎসুক্যের ব্যাপার এই যে, এ গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠায় বুদ্ধ সেবক আনন্দকে বলতেছেন যে, রমণীদের যদি সংসার ত্যাগের অনুমতি দেয়া না হতো তাহলে ধর্ম স্থায়ী হত তথাপি সরাসরি বুদ্ধত্ব লাভের পর (পঠমাভিসম্বুদ্ধো) তিনি জানতেন যে, ভিক্ষুণীগণ সংঘভুক্ত হবেন।

২১. ‘anupādisesāya nibbānadhātuyā parini-bbāyati,

-এ অংশটুকুর সাথে উপরে Mahāvagga, 202-203 এর মিল রয়েছে।

২২. চার স্থানে বিশেষ কারণে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টমবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। উক্ত চার স্থান শ্রদ্ধাযোগ্য, সেগুলো হলো—কপিলবস্তু (সিদ্ধার্থের জন্মস্থান); বারাণসী (ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান); উরুবেলা

(বোধিজ্ঞান লাভের স্থান); কুশিনারা (মহাপরিনির্বাণ স্থান)। ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থানে এসব স্থানের গুরুত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।

১৭. যমক বর্গ

১. 'Saddho ca bhikkhu hoti, no ca sīlavā. Evaṃ so ten' aṇgena aparipuro hoti.'

উদ্ধৃতাংশটি Sambodha-vagga. Sec. IV, n. 3, 359 এর সাথে তুলনীয়।

২. এ সূত্রের সাথে Bhūmicāla-vagga sec. IXVI. P. 306 সামঞ্জস্য রয়েছে।

৩. সম্পূর্ণ সূত্রের সাথে A. III, 303-304 এর সাদৃশ্য রয়েছে।

—Maraṇasati bhikkhave bhāvitā bahulikata mahapphalā hoti mahānisaṃsā amatogadhā amatopariyosānā. Bhāvetha tumhe bhikkhave maraṇasati ti' etc.

৪. এ সূত্রের সাথে A. III, 306-308 পুরোপুরি মিল পরিলক্ষিত।

৫. সূত্রের এ অংশের সাথে A. III, 307-308 মিল রয়েছে।

৬. সম্পদা বলতে পরিপূর্ণতা, পূর্ণ, পূর্ণত্ব বুঝায়।

৭. এ সূত্রের সাথে A. III, 293 এবং এ গ্রন্থের বজ্জীবগ্গো,এর XXVI, P. 24 সাথে সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

৮. সংসগ্গারামতা এর অর্থ কখনো প্রশংসা করা হয়েছে যেমন : Avyākatavagga এর LVIII, 88.

৯. এ সূত্রটি D. III, P—266 ব্যক্ত হয়েছে।

১০. অপ্রাপ্তি বলতে ধ্যান বুঝানো হয়েছে।

১১. মগ্গো—গন্তব্বো।

১৮. স্মৃতি বর্গ

১. সমগ্র সূত্রটি A, V. 154 এর সাথে তুলনীয়।

২. Mrs. Rhys Davids এর Buddhism, 222 তে sabbe dhammā এর সম্পর্কে বলা হয়েছে consciousness.

৩. অত্র গ্রন্থের Mettāvagga, VI, 158 এর সাথে তুলনীয়।

৪. ছন্দ = করার ইচ্ছা।

৫. তুলনীয়, It. 40; A. II, 243

Paññamuttaraṃ, vimuttisāraṃ, satādhipate-yyanti.”

৬. তুলনীয়, A. I, 153; III, I28

samannāgato mahācoro sandhiṃ pi chindati nillopampi harati ekāgārikampi karoti paripanthe pi tiṭṭhati.

৭. অচ্চাসন্নে কম্মং করোতি।

৮. বেদগূ, বেদজ্ঞ

৯. গুণ, সততা

১০. নাগদান্ত, নাগ যেমন দান্ত, সংযত হয়; তুলনীয় A, III. 346

nāgaṃ vo kittayissāmi, na hi āyuṃ karoti’so.

১১. D. I, 87; D. A. I, 244, M. II, 196; Ud. 13; UdÍA. 115

১২. আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের শুরু লক্ষণীয়, এ ছাড়া A. III, 30, 341 সমগ্র সূত্রের সাথে মিল পরিলক্ষিত হয়।

১৩. এখানে ভগবান বুদ্ধের উপস্থাপক হিসাবে আনন্দের পরিবর্তে নাগিতের নাম দেখা যায়। এ ছাড়াও দেখুন, Dial, I, 198; Ud. A. 217.

১৪. ke pana te—uccāsaddha, mahāsaddha, kevaṭṭa maññe macche vilopentiti?’ Avyākata vagga, 91; A. III, 31, 342.

১৫. Cf. M. I, 454; III, 236.

১৬. উপমাটি তুলনীয় A. I, 243; 140.

১৭. Cf. Avyākatavagga. 85.

১৮. সংজ্ঞাকে ধ্যানের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯. নিক্কুজ্জেয্য. প্রত্যাখ্যান করতে পারে; বিপরীত উক্কুজ্জেয্য।

২০. অপ্পসাদ—অসন্তোষ।

২১. পটিসারণীয়—ভিক্ষুদের এক প্রকার শাস্তির বিধান যে ধরনের দোষগ্রস্ত হলে ভিক্ষুর জন্য আরোপ করা হয়। এ ধরনের বিবিধ বিষয় বিনয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

২২. তুলনীয়, M. II, 249.

২৩. উপাসিকাদের তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে নন্দমাতা উত্তরা, খুজ্জুত্তরা, সামাবতী, কোলিয়ধীতা সুপ্পবাসা, মিগারমাতা বিসাখা, সুপ্পিয়া, নকুলমাতার নাম A. I, 26 উল্লেখিত। ভাষ্যে উল্লেখ আছে চুন্দী ও সুমনা রাজকন্যা (A. III, 32, 35 দেখুন); মল্লিকা একজন রাজ্ঞী। সোমা, রূপী,

কাণা ও কাণার মা বাদ পড়েছেন। নন্দের মা সম্পর্কে অত্র মূল গ্রন্থে Mahāyañña vagga, 63 দেখুন। বিসাখা সম্পর্কে Uposatha vagga, 255 দেখুন ও নকুলমাতা সম্পর্কে এ বর্গের P, 268 দেখুন। থেরী হিসাবে খেমাকে A. I, 25 এবং Psalms of the Sisters, 81 এবং সোণাকে পূর্বোক্ত 61 দেখুন। Psalms of the Sisters সোমাকে p. 44, 181; সুমনাকে 18, 19; তিস্‌সাকে 12, 13 এবং উত্তরাকে 19, 94 দেখুন। বোজ্ঝা সম্পর্কে এ গ্রন্থের Uposatha vagga,p. 259 দেখুন। নকুলমাতা বিশ্বাসিনীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা A. I. 26.

গ. নবক নিপাত

১৯. সম্বোধি বর্গ

১. Cf... bhikku sīlavā hoti pātimokkhasṃvuto viharati ācāragocarasampanno anumettesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu Vinay-Vagga—p.140.

২. Cf. নিচে মূল পালি গ্রন্থে P-357; A, III, 117, 121.

Seyyathidaṃ appicchakathā santuṭṭhikathā pravivekakathā asaṃsaggakathā viriyārambha-kathā sīlakathā samādhikathā paññākathā vimuttikathā vimuttiñāṇadassanakathā, evarū-piyā kathāya nikāmalābhī hoti akicchalābhī, akasiralābhī.

৩. উপরে ধন-বগ্গ গন্থে p. 3.-Ariyasāvako ārddhaviriyo hoti vihirarti akusalānaṃ dhammāna pahānāya, kusalnaṃ dhammānaṃ upasampadāya, thāmavā daṃhapa-rakkamo anikkhitthadhuro kusalesu dhammesu.

৪. Cf. উপরে p. 4. Ariyasāvako paññavā hoti, udayatthagāminiyā paññāya samannāgato ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā.

৫. অশুভ বিষয়ে ভাবনা

৬. মৈত্রী ভাবনা অনুশীলন

৭. স্মৃতিসহকারে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ

৮. অহংবোধ (আমিত্ব ভাব) দূর করার জন্য অনিত্য ভাবনা।

৯. উপমাটি এরূপ, এটা যেমন কাস্তে হাতে এক ব্যক্তি যে ধান্য মাঠের এক পার্শ্ব হতে কাস্তে দ্বারা ধান কাটতে শুরু করেছে। পশুরা তার মাঠের ক্ষেতের বেড়া ভাংতে শুরু করেছে। তাই উক্ত ব্যক্তি কাস্তে রেখে হাতে লাঠি নেয় এবং পশুদের তাড়িয়ে দেয়, চারদিকের বেড়া মেরামত করে এবং ধান কাটা শেষ করে। এখানে মাঠ হচ্ছে বুদ্ধবানী; ধান কর্তনকারী হচ্ছে উদ্যোগী ধ্যানী ব্যক্তি, কাস্তে হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি, কর্তন সময় হচ্ছে মানসিক চেতনা বা ধ্যান; লাঠি হচ্ছে অশুভ বিষয়ে ভাবনা, বেড়া হচ্ছে সংযম; পশুদের অনুপ্রবেশ হচ্ছে আসক্তি উৎপত্তি; পশুদের বিতাড়ন এবং তার কাজে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তার আসক্তি ক্ষয় এবং ধ্যানে প্রত্যাবর্তন।

১০. চত্তারি অপস্সেনানি, চার সহায়তা

১১. সমগ্র সূত্রটি Ud. 34 উক্ত হয়েছে।

১২. চলপঙ্ক নামক জল-কাদায় ভরা একটা নগর।

১৩. জন্তু বলতে ব্যক্তি বা ঘাসকে বুঝায়।

১৪. ভগবান মেঘিয়ের জ্ঞানের অপরিপক্বতা জেনেই তাকে বারণ করেছিলেন। মেঘিয়ের উদ্দেশ্যেই বুদ্ধ ধর্মপদ গ্রন্থে ৩৩-৩৪ নং গাথা "ফন্দনং চপলং চিত্ত" গাথা ভাষণ করেছিলেন।

১৫. অকুশল বর্জন। উদ্ধৃতিটা অন্যান্য বহুস্থানের ন্যায় A. III, 376 উল্লেখিত।

১৬. ভিক্ষুগণকে উপদেশ প্রদানকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নন্দক যা A. I, 25 ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর জীবনী অঙ্গুত্তরনিকায় অট্ঠকথায় ব্যক্ত হয়েছে।

১৭. উপট্ঠানসালা—পরিষদকক্ষ

১৮. Cf. M. I, 161; A. V, 65.

—Atha kho Bhagavā kathāpariyosanaṃ viditvā ukkāsitvā aggalaṃ ākoṭesi. Vivariṃ kho te bhikkhū Bhagavato dvāraṃ.

১৯. Cf. অত্র মূল গ্রন্থে Yamakavagga, P. 215

-Saddho ca bhikkhu hoti no ca silavā; evaṃ so ten' añgena aparipūro hoti.

২০. পটিসংবেদী—অভিজ্ঞা অর্জনকারী।

২১. অপ্পত্তমানসা—অপ্রাপ্তির জন্য, ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা অমৃতপদ অর্থাৎ

অর্হত্ত্ব লাভ করেননি তাঁদেরকে সেখো বলা হয়। আর যাঁরা এ পদ লাভ করেছেন তাঁদেরকে অসেখো বলা হয়।

২২. Cf. A. II, 142 এ চারটি বল পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গহবলের পরিবর্তে সঙ্গাহবল আছে।

—Paññabalaṃ, viriyabalaṃ, anavajjabalaṃ, sañgahabalaṃ.

২৩.Cf. A. II, 32, 248

-Dānaṃ, peyyavajjaṃ, atthacariyo, samāna-ttatā.

২৪. সেবিতব্ব, সেবনযোগ্য, অনুসরণযোগ্য, উপযুক্ত।

২৫. অত্র মূল গ্রন্থে P. 362; A. I, 144. অর্হত্ত্বের অনুমোদিত বিধি এ ধরনের উক্তির মধ্যে নিহিত।

-yo so bhikkhu arahaṃ khiṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo ohitabhāro anuppattasadattho parikkhīṇa bhavasaṃyojano sammadaññā-vimutto.

২৬. যেভাবে একটা চুরিকর্ম সম্পাদিত হয়।

২৭. এখানে একজন ভিক্ষুর যথার্থ করণীয় ও অকরণীয় বিষয় ব্যক্ত হয়েছে।

২৮. Cf. A. III, 23 শব্দগুচ্ছের সাথে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

-suggahitaṃ sumanasikataṃ supadhāritanti.

২৯. চার প্রকার অগতিগমন Cf. A. I, 72; II; 18; III, 274.

-Chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati. bhayāgatiṃ gacchati.

২০. সিংহনাদ বর্গ

১. চণ্ডাল, ভারতের নিম্নবর্ণের লোক। তাদেরকে সাধারণত পুক্কুস শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে। উচ্চবর্ণের লোকদের দ্বারা তারা নিপীড়িত ও নির্যাতিত।

২. অরিযস্‌স বিনযে, ভগবান বুদ্ধের শাসনে।

৩. এটা একটা উদ্ধৃতি-ভাণ্ডার; Cf. A. II, 146.

-Vuddhi h’esā bhikkhu ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatī’ti.

৪. Cf. D. I, 95, Mil. 157 অত্র মূল গ্রন্থে Maha-vagga. 173.

Nāhaṃ taṃ brāhmaṇa passāmi sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhma-ṇiyā pajāya sadevamanussāya, yaṃ ahaṃ abhivādeyyaṃ va paccuṭṭheyyaṃ vā āsanena vā nimanteyya, muddhā pi tassa vipateyya'ti.

৫. Cf. উপরে অত্র গ্রন্থে দেবতা-বগ্গো P. 35

-'atippago kho tāva Sāvatthiyaṃ piñdāya carituṃ; yan nūnāhaṃ yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ ārāmo ten'upasaṇkame-yyan'ti...sammodi, sammodanīyaṃ kathaṃ sārāniyaṃ vitisaretvā ekamantaṃ nisīdi.

৬. Cf. A. II, 136

-Idha ekacco puggalo sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ paripūrakārī, paññāya na paripū-rakārī.

৭. Cf. অত্র মূল গ্রন্থে P. 70

-So pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyoja-nānaṃ parikkhayā antarāparinibbāyi hoti.

৮. Cf. A. I, 233.

-Idha bhikkave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ mattasokārī paññāya mattasokāri So tinnaṃ saṃjoyanānaṃ parikkhayā ekabījī hoti ekaṃ eva mānusakaṃ bhavaṃ nibbattetvā dukkhassa antaṃ karoti.

৯. Cf. A. I, 233.

-Idha bhikkhave bhikkhu sīlesu paripurakārī hoti samādhismiṃ mattasokarī paññāya matta-sokarī. So tinnaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sattakkhattuparamo hoti sattakkhattuparamaṃ deve ca mānuse ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassa antaṃ karoti.

১০. মহাকোট্ঠিত।

A. I, 24 মহাকোট্ঠিত প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্তদের মধ্যে প্রধান হিসাবে আখ্যাত হয়েছেন।

১১. সমিদ্ধি।

এ নামটি A. I, 24-26 নেই। অবশ্য তিনি যুবক অবস্থায় সংঘে প্রবেশ করেন (K. S. I, 15) i. M. III, 208 বুদ্ধ তাঁকে "মোঘপুরিস" হিসাবে অভিহিত করেন। ভাষ্যকারদের মতে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পদের গুণে তিনি

সমিদ্ধি নাম কথিত হন।

১২. Cf. উপরে অনুপম বগ্গো P. 10.

১৩. এখানে এ সূত্রে অট্ঠসীল (অষ্টশীল) এর সম্ভাব্যতা প্রকাশ করছে।

১৪. এটা প্রথম ব্রহ্মবিহার, Cf. A. I, 183

-Ariyasāvako mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati, tathā dutiyaṃ… … …tathā tatiyaṃ... … … tathā catutthaṃ, Iti uddhaṃ adho tiriyaṃ sabbadhi sabbatthatāya sabbavantaṃ lokaṃ mettāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena avyāpajjena pharitvā viharati.

১৫. ভাষ্যকারগণ লক্ষ করেন, সর্বোচ্চ দেবগণের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর দেবগণকে নিম্নস্তরের দেবতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

১৬. Cf. Mahā-vagga, P. 139.

—Etāni bhikkhave rukkhamūlāni etāni suññā-gārāni, jhāyatha bhikkhave mā pamādatha, mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha.

১৭. এই সূত্রটি J. I, 228 উল্লেখিত হয়েছে।

১৮. এ পাঁচটি বিষয় অন্যত্রও পাওয়া যায়, যেমন : A. III, 171

-Asakkaccaṃ deti, acittikatvā deti, asahatthā deti, apaviddhaṃ deti, anāgamanadiṭṭhiko deti.

১৯. কর্ম বা ফল বিশ্বাস না করা।

২১. সত্ত্বাবাস বর্গ

১. উত্তরকুরু বৌদ্ধশাস্ত্র মতে মহাদ্বীপ বা মহাদেশ চারটি ভাগে বিভক্ত, যেমন : উত্তরে উত্তরকুরু, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ (ভারত), পূর্বে পূর্ববিদেহ এবং পশ্চিমে অপরগোয়ান।

২. ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেছেন বুদ্ধ ও পচ্চেক বুদ্ধগণ জম্বুদ্বীপেই উৎপন্ন হয়ে থাকেন এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও ব্রহ্মচর্য প্রবর্তন করেন দেব-মানবের মঙ্গলের জন্য।

৩. এ উক্তি দ্বারা অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিকে বুঝায়।

৪. Cf. A. III, 377

-Evaṃ sammāvimuttacittassa kho āvuso Bhikkhuno bhusā ce pi cakkhuviññeyyā rūpā cakkhussa āpāthaṃ gacchanti, ne'assa cittaṃ pariyādiyanti, amissīkataṃ,

ev'assa cittaṃ hoti ṭhitaṃ ānejjappattaṃ, vayañ c'assānupassati,

৫. উৎপত্তি ও বিলয়।

৬. চতুর্বিধ অঙ্গ ধম্মাদাস, ধর্মের আদাস নামে অভিহিত। আরও দেখুন A. II, 56.

৭. পুনরুক্ত, A, III. 205

-yaṃ gahapati pāṇātipātapaccayā diṭṭhadha-mmikampi bhayaṃ veraṃ pasavati, samparā-yikam pi bhayaṃ veraṃ pasavati, cetasikaṃ pi dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti; pāṇāti-pātā paṭivirato neva diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na cetasikaṃ dukkhaṃ domana-ssaṃ paṭisaṃvedeti.

৮. যেসব শ্রাবকসংঘ চার মার্গ বা চার ফল লাভ করেছেন।

৯. এটা একটা মজ্জুদশব্দ গুচ্ছ; Cf. পূর্বে উল্লেখিত. p. 54

—yaṃ hi taṃ brāhmaṇa sammā vadamāno vadeyya akhaṇdam acchiddhaṃ asabalaṃ akammāsaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahma-cariyaṃ carati'ti.

১০. Cf. D. III, 262; A. V. 150.

১১. Cf. D. III, 266. ধ্যান অনুশীলনের দ্বারা নিরোধ সাধিত হয়।

২২. মহাবর্গ

১. লালুদাযিন, নির্বোধ উদায়ী।

২. bālā avyattā akhettaññu akusalā visame pabbate carituṃ.

-উপরোক্ত অংশের সাথে A, III. 484 এর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

৩. স্বস্তিতে, নিরাপদে।

৪. D. II. 36; A V. 8

৫. Cf. I. 284; II, 170.

—dūre pāti ca hoti akkhaṇavedhi ca mahato ca kāyassa padāletā.

২৩. পঞ্চাল বর্গ

১. ৪৩-৬১ পর্যন্ত সূত্রসমূহে আনন্দ ও উদায়ির মধ্যে কথোপকথনের

অংশবিশেষ।

২৫. স্মৃতিপ্রস্থান বর্গ

১. Cf. অত্র গ্রন্থের মহাবগ্গো (নবক নিপাত) XXXIV 3. P. 415—Cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajaniyā, sotaviññeyyā saddā pe... ghā naviññeyyā gandhā... jibhāvi-ññeyyā rasā...kāyaviññeyyā phoṭṭābbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmupasaṃhitā raja-niyā.

২. চেতোখিল A. III, 248.

[ব্যাখ্যা ও টীকা গুচ্ছ সমাপ্ত]

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তরনিকায়

(পঞ্চম খণ্ড)

দশম, একাদশ নিপাত

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ :
৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ :
৩০ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ :
শ্রীমৎ রাহুলবংশ ভিক্ষু

উৎসর্গ

ধর্মপিতা, আমার উপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)

শ্রীকরকমলে

এই শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিবেদন।

ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চম খণ্ড)

দ্বিতীয় পঞ্চাশক

তৃতীয় পঞ্চাশক

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক

একাদশ নিপাত

বনভন্তের আশীষ বাণী

লোভ-দ্বেষ-মোহে পৃথিবী আজ ভূলুণ্ঠিত। সর্বত্র ভোগবাসনার করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন। লোভ-দ্বেষ-মোহরূপ মানব মনের যাবতীয় কালিমা অপসৃত করে জীবনের পূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্ধর্ম অনুশীলন। লোভ-দ্বেষ-মোহ থাকলে প্রকৃত সত্য অধিগত হওয়া যায় না। তাই চারি আর্যসত্য উপলব্ধির জন্য সদ্ধর্ম অনুশীলনের পাশাপাশি ধর্ম গ্রন্থাদি পঠন-পাঠন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমার শিষ্য প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষুর প্রয়াসে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুদিত হলো অঙ্গুত্তরনিকায়ের সর্বশেষ খণ্ড তথা দশম-একাদশ নিপাত। জীবনদুঃখের চির অবসানের নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ সংবলিত প্রতিপাদ্য গ্রন্থটি আশাকরি শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু-শ্রামণ, উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মবোধ জাগ্রতকরণে সহায়ক হবে।

বুদ্ধবচন-ঋদ্ধ ত্রিপিটক সম্পূর্ণ বাংলায় অনুবাদ, প্রকাশনা ও প্রচারের জন্য বিশাল প্রকাশনা ফান্ড এবং তার যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। সমগ্র ত্রিপিটক, অর্থকথা, টীকা-অনুটীকা সমেত বহু ধর্মগ্রন্থই বাংলায় অননূদিত থেকে গেছে এখন পর্যন্ত। সদ্ধর্ম আচরণের পূর্বশর্ত ধর্মগ্রন্থাদির পঠন। কেননা, ধর্ম বোধনের ক্ষেত্রে ত্রিপিটক চর্চা অপরিসীম। আশা করি, এরূপ পুণ্যময় সদ্ধর্ম প্রচারমূলক ধর্মগ্রন্থাদি অনুবাদে অনাগতে আগ্রহীরা অগ্রসর হবেন এবং এরূপ ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশ ও বহুল প্রচারে অংশ গ্রহণ করবেন।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির
অধ্যক্ষ
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

ভূমিকা

অঙ্গুত্তরনিকায়, তথাগত গৌতম বুদ্ধের দেশিত অমৃতোপম ধারাবাহিক উপদেশমালার এক অনন্য গ্রন্থের নাম। সমগ্র ত্রিপিটকের মধ্যে অঙ্গুত্তরনিকায়ের স্বাতন্ত্র্য ভূমিকা চোখে পড়ার মতন। পার্থিব ও পারমার্থিক উপদেশমালার অনন্য সমন্বয় ঘটেছে ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকভুক্ত এই অঙ্গুত্তরনিকায়ে। সুখের বিষয়, প্রতিপাদ্য গ্রন্থটির অনুবাদ ও প্রকাশনার মাধ্যমে এগারো অংশে বিভক্ত বৃহদাকার অঙ্গুত্তরনিকায়ের পূর্ণাঙ্গরূপ পেল বাংলা ভাষায়। ইতোপূর্বে অঙ্গুত্তরনিকায়ের এক হতে নবম নিপাত অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ক্রমান্বয়ে। বর্তমান প্রকাশনার সাথে সাথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ প্রচারণার মহতী অভিপ্রায়।

কী আছে এই গ্রন্থে? হ্যাঁ আছে বৈকি! তবে, এতে আপনারা খুঁজে পাবেন না কোনো স্বনামধন্য ঔপন্যাসিকের রচিত রোমান্টিক অথবা বেদনাবিধুর ঘটনাবলি। এতে অবতারণা হয়নি আবেগময়ী প্রচলিত কোনো রূপক ঘটনার। সত্যের দৃঢ় ভিত্তিতে, তৃষ্ণানলে তাপিত জনসাধারণের জীবনকে প্রশান্ত ও তাৎপর্যমণ্ডিত করারই প্রয়াস মেলবে আলোচ্য গ্রন্থে। খুঁজে পাবেন যথাযথ উপায়, দেখা মিলবে বাস্তব জীবনের চূড়ান্ত সত্যের। পার্থক্যটা হচ্ছে শুধু উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি। যদি করুণাময় গৌতম বুদ্ধের জীবন গঠনমূলক উপদেশ জানার আগ্রহ থাকে, যদি জীবনদুঃখের ইতি টানার সিদ্ধান্ত বুদ্ধের ভাষাতেই জানতে চান, তবে এই গ্রন্থটিই পথ বাতলে দেবে। সত্যালোকে অধিষ্ঠিত করার, ধ্যানী-যোগীদের জন্য উপযোগী বিভিন্ন ধ্যানপন্থা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করলেও পারিবারিক-জীবনে শান্তি সুধা বয়ে আসবে। কেননা, সমগ্র ত্রিপিটক এক রসেই পূর্ণ, তা হলো **'বিমুক্তিরস'**। সাংসারিক জীবনের অজস্র ঝড়-ঝঞ্ঝাট হতে মনকে একটু ধর্মের শীতল ছায়ায় প্রশান্ত করতে তথাগত বুদ্ধের হিতোপদেশের জুড়ি মেলা ভার। আর ভিক্ষু জীবনে তো তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

চলুন, গ্রন্থটি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনায় যাওয়া যাক—অঙ্গুত্তরনিকায় হচ্ছে ত্রিপিটকভুক্ত সূত্রপিটকের চতুর্থ নিকায়। আবার, এগারোটি বিভাগ বা নিপাতে বিভক্ত অঙ্গুত্তরনিকায়টি। '১, ২, ৩, ৪' নিপাত ও '৭ম, ৮ম, ৯ম'

নিপাতসমূহের অনুবাদ ও প্রকাশনা ইতোপূর্বে সমাধা হয়েছে। আর আমার হাতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ নিপাতদ্বয় পৃথক প্রকাশনায় প্রকাশিত হয় '০৮ ও ০৯' ইংরেজিতে, ক্রমান্বয়ে পর পর। বাকি থাকে ১০, ১১ নিপাত দুটির বঙ্গানুবাদ। সমগ্র অঙ্গুত্তরনিকায় ৯৫৫৭টি সূত্রে এবং পালি অক্ষর গণনায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০০ অক্ষরে রচিত। স্বয়ং বুদ্ধের মুখনিসৃত বাণীরই অপূর্ব সংগ্রহ অঙ্গুত্তরনিকায়। ক্ষেত্রবিশেষে, শিষ্যমণ্ডলীর ধর্মোপদেশও সংগৃহীত হয়েছে কিয়দংশে। অঙ্গুত্তরনিকায়ের দশম নিপাতটি চারটি পঞ্চাশকে ২২ বর্গে বিভক্ত। আর একাদশ নিপাতটিতে অবতারণা হয়েছে মাত্র তিনটি বর্গের। বর্গসমূহের নামকরণ হয়েছে বর্গভুক্ত সূত্রাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। যেমন, প্রথম পঞ্চাশকের সর্বপ্রথম বর্গের নাম আনিশংস বর্গ বা সুফল বর্গ। লক্ষ্য করুন, বর্গে আলোচিত সূত্র বা উপদেশাবলির মধ্যে প্রথম পাঁচটির বিষয়াবলি অভিন্ন ও বারবার সুফল-বিষয়ক কথা উত্থাপিত হয়েছে। সূত্রের বিষয়াদির আধিক্যতার উপর নির্ভর করেই সম্ভবত বর্গের এমন নামকরণ পদ্ধতি।

দশক নিপাতের বর্গসমূহের ক্রমিক নাম—আনিশংস বর্গ, নাথবর্গ, মহাবর্গ, উপালি বর্গ, আক্রোশ বর্গ, সচিত্ত বর্গ, যমক বর্গ, আকাঙ্ক্ষা বর্গ, স্থবির বর্গ, উপালি বর্গ, শ্রমণ-সংজ্ঞা বর্গ, পচ্চোরোহনী বর্গ, পরিশুদ্ধ বর্গ, সাধু বর্গ, আর্য বর্গ, পুদ্গালবর্গ, জানুশ্রোণি বর্গ, সাধু বর্গ, আর্যমার্গ বর্গ, অপর পুদ্গাল বর্গ, অপবিত্র কায় বর্গ, শ্রামণ্য বর্গ এবং রাগপেয়্যাল। আমরা এখন দশম নিপাতের বর্গভুক্ত সূত্রাদির সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করব।

আনিশংস বর্গ : আনিশংস বর্গে কিমত্থিয়, চেতনা, ত্রিবিধ উপনিসা, সমাধি, সারিপুত্র, ধ্যান, শান্ত, বিদ্যা নামে মোট দশটি সূত্র গ্রথিত হয়েছে। বর্গের প্রথম পাঁচটি সূত্রের বিষয়বস্তু একই। প্রথম সূত্রে যেমন, আনন্দ ভন্তের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সহজ অথচ হৃদয়গ্রাহী উত্তর দিতে দেখা যায় ভগবান বুদ্ধকে। কুশলশীল তথা চরিত্র গঠনোপযোগী নিয়মাবলি পালন করলে একজনের মন অনুতাপহীন হয় এবং এরূপ অনুতাপহীনতাই কুশলশীলাদি আচরণের সুফল বলে কথিত হয়েছে। অনুতাপহীন হলে তার মধ্যে পরমানন্দ ভাব জাগে। পরমানন্দিত জন প্রীতিপূর্ণ মনে অবস্থান করতে পারে। আর প্রীত, সন্তুষ্ট ব্যক্তি মানসিক প্রশান্তি অর্জন করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিমুক্তিজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হয়ে থাকে শুধুমাত্র কুশলশীলাদি আচরণের দ্বারা। সমাধি সূত্রে একজন ধ্যানী ভিক্ষুর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। জাগতিক সমস্ত কিছুসহ সমস্ত সংজ্ঞায় ভিক্ষু মনোযোগ দেয় না।

সে শুধুমাত্র সংস্কারসমূহে বিলয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে নির্বাণ-সংজ্ঞায় মনোযোগী হয়। আর্য-সমাধি লাভ হলেই এভাবে অবস্থান সম্ভবপর হয়। পরবর্তী সূত্রের তথা সারিপুত্র সূত্রের বিষয়বস্তুও একই। তবে সমাধি সূত্রে প্রশ্নকর্তা হচ্ছেন আনন্দ ও উত্তরদাতা ছিলেন স্বয়ং তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ। আর সারিপুত্র সূত্রে প্রশ্নকর্তার ভূমিকায় আনন্দ ভন্তে থাকলেও উত্তরদাতার ভূমিকায় ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র ভন্তেকে দেখা যায়। সারিপুত্র ভন্তে নিজ ধ্যানাবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এমন সমাধি অর্জন করেছিলেন যদ্দরুন পার্থিব কোনো চিন্তা তার মনেতে রেখাপাত করেনি। শুধুমাত্র জন্ম নিরোধে নির্বাণ লাভ হয় এমন চিন্তা মনে জাগ্রত হয়েছিল। একজন ধ্যানী বৌদ্ধ ভিক্ষুর মন ধ্যানানুশীলনের দ্বারা কত অত্যুচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে, তারই কিঞ্চিৎ ধারণা এই সূত্রদ্বয়ে মেলে। ধ্যানসুখ সত্যিই অনন্য, অবর্ণনীয় প্রশান্তিকর। বর্গের অষ্টম সূত্রের নাম ধ্যান সূত্র। সূত্রটিতে একজন শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুর আরও উত্তরোত্তর নয়টি গুণাবলি অর্জনের শিক্ষা দিতে তথাগতকে দেখা যায়। ভিক্ষু শুধুমাত্র শ্রদ্ধাবান হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক, চতুর্বিধ ধ্যান স্তর লাভে সুখবিহারী এবং ইহজীবনেই অনাসব গুণমণ্ডিত অর্হৎ! একটু ভাবুন, পৃষ্ঠা দুয়েক এই উপদেশমালা ভিক্ষুদের নিকট দেশনা বা প্রচার করতে কতটুকু সময় তথাগত বুদ্ধের লেগেছিল? বড়জোড় পাঁচ কী দশ মিনিট। কিন্তু, এই সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যমণ্ডিত উপদেশ কতই না সুগভীর ও ভাবব্যঞ্জক! চলুন, সামান্য আলোকপাত করি এমন ভাব-ব্যঞ্জনার—শ্রদ্ধাবান বলতে আমরা বুদ্ধের উপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালির প্রতি বিশ্বাস ও কর্মফলের প্রতি আস্থাকে বুঝে থাকি। তেমন গুণঋদ্ধ ভিক্ষুকে তথাগত শিক্ষা দিয়েছেন শীলবান হওয়ার। এখন শীলবান বলতে এক্ষেত্রে ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য প্রাতিমোক্ষ সংবরণ তথা ২২৭টি শীলকেই বুঝানো হচ্ছে। উপরন্তু, ইন্দ্রিয়সংবরণ শীল, পারমার্থিক শীল বা ধুতাঙ্গ শীল, প্রভৃতি তো রয়েছেই। তার পর আসি, ভিক্ষুর বহুশ্রুত হওয়ার প্রসঙ্গে। বহুশ্রুত শব্দটির অর্থ যিনি তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পারঙ্গম, সুদক্ষ। যিনি সূত্র, গেয়্য, ইতিবুত্তকসহ ত্রিপিটকের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তেমন যোগ্য ভিক্ষুকে হতে হবে ধর্মকথিক বা ধর্ম যথার্থভাবে বিশ্লেষণে পটু। ভিক্ষুদের একপক্ষে অনুষ্ঠিত উপোসথে এবং ধর্মসভায় ভিক্ষুকে যোগদান করতে হয়। তবেই তাকে পরিষদ গমনকারী বলা চলে। পরিষদে উপস্থিত হয়ে ধর্ম সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসিত হলে কিংবা প্রয়োজন বোধে ধর্মের নিপুণ, গম্ভীর দুর্বোধ্য বিষয়াদি তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তাই সংঘমধ্যে ধর্ম বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও তার নিকট থাকা চাই। এটাই ছিল বুদ্ধের অভীপ্সিত। পরন্তু, তেমন গুণসম্পন্ন ভিক্ষুকে বিনয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও যথাযথ ধারণা সম্পন্ন হতে হবে। তাকে হতে হবে বিনয়ধর। এতটুকু গুণাবলি পর্যন্ত দেখা যায়, ধর্ম সম্বন্ধে যোগ্যতা বর্ধনের জন্য এবং সংঘমধ্যে একতাবদ্ধভাবে সহবস্থান তথা ধর্মের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ভিক্ষুকে বুদ্ধ সাতটি গুণাবলি অর্জনের উপদেশ দিচ্ছেন। অষ্টম গুণাবলির মধ্যে পরিচয় মেলে ভিক্ষুর আধ্যাত্মিক জীবনে উচ্চতর সোপানের দ্বারোন্মোচনের পন্থা। আরণ্যিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য তথাগত বুদ্ধ এক্ষেত্রে প্রবুদ্ধ করছেন ভিক্ষুদের। নির্জন স্থানে অবস্থান ব্যতীত কায়বিবেক, চিত্তবিবেক ও উপধিবিবেক লাভ অসম্ভব। তাই তো ভিক্ষুদের জন্য আরণ্যিক জীবন যাপনের ভূয়সী প্রশংসা বুদ্ধমুখে বারংবার ধ্বনিত হয়েছিল। এরপর ভিক্ষুর চার প্রকার উচ্চতর ধ্যানস্তর লাভের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন তথাগত। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান লাভের মাধ্যমে চিত্তকে প্রজ্ঞা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়। কেননা শান্ত, সমাধিস্থ মনেই চারি আর্যসত্য দর্শনসহ বিবিধ অলৌকিক ঋদ্ধিক্রিয়া সম্ভব। বিষয় বাসনায় লিপ্ত, মিথ্যা মায়ামোহে আচ্ছন্ন মন কখনও দুঃখমুক্তিকর পথের সন্ধান পায় না। তাই তো ধ্যান অর্জনের শিক্ষা সত্যিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাধক, যোগীদের জন্য। তার পর ভিক্ষুদের শিক্ষাপ্রণালির চূড়ান্ত অর্জন তথা নির্বাণ লাভের প্রোৎসাহ জুগিয়েছেন পরম করুণাময় তথাগত বুদ্ধ।

বুদ্ধের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ও বুদ্ধের দীক্ষায় দীক্ষিত জন অবশ্যই আরও গভীরে, আরও তলিয়ে যদি ভাবেন, তবে বুঝতে সক্ষম হবেন ক্ষুদ্রাকৃতির এই সূত্রসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ কতই বিমুক্তি রসাত্মক, কতই প্রেরণাদায়ক দুঃখমুক্তির জন্য! পরবর্তী সূত্রদ্বয় যথাক্রমে শান্তবিমোক্ষ ও বিদ্যা সূত্রের আলোচ্য বিষয়াবলিও ধ্যান সূত্রের ন্যায়। তবে সূত্রভুক্ত দশটি গুণাবলির মধ্যে কয়েকটির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সূত্র দুটিতে বলা হয়েছে, যদি ভিক্ষু সূত্রোক্ত দশ গুণাবলিতে বিভূষিত হয়, তবে তিনি সকল অঙ্গ পরিপূর্ণ ও সকলের নিকট প্রসাদনীয় হন।

নাথ বর্গ : নাথ বর্গের শয্যাসন সূত্রে বিধৃত হয়েছে যদি পাঁচটি গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পাঁচ প্রকার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থানে অবস্থানপূর্বক সাধনা করে তবে সে অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করতে পারে। বর্গভুক্ত অন্যান্য সূত্রাদিতে একজন আদর্শস্থানীয় ভিক্ষুর বিভিন্ন গুণাবলি, ধ্যানী-যোগীদের পালনীয়

অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলি ও আধ্যাত্মিক উচ্চতর বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। বর্গটি মনোযোগের সাথে পুনঃপুন অধ্যয়নে আশা করি প্রকৃত ভিক্ষুব্রত উদ্‌যাপনে আগ্রহী ভিক্ষুমণ্ডলী উপকৃত হবেন।

মহাবর্গ : বর্গ সংশ্লিষ্ট সূত্রাদির আকৃতি তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃহৎ বিধায় আলোচ্য বর্গটির নামকরণ হয়েছে মহাবর্গ নামে। সিংহনিনাদ বা সিংহের গর্জনের সাথে তুলনা করে তথাগতের গুণবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বর্গের প্রথম সিংহনিনাদ সূত্রে। তথাগত যেই দশ প্রকার গুণশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ধর্মচক্র প্রকাশ করতেন, সেই দশপ্রকার গুণাবলি এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরবর্তী অধিবুত্তি পদ সূত্রে দেখা যায় একই বিষয়ের অবতারণা। কায় সূত্রে অকুশল ত্যাগের বিবিধ উপায় নিয়ে আলোচনা দৃষ্ট হয়। মহাচুন্দ সূত্রও কায় সূত্রের ন্যায় একই বিষয় নির্ভর। পরবর্তী সূত্র যথা কৃৎস্ন সূত্রে দশ প্রকার কৃৎস্ন ভাবনার বিষয় যৎসামান্যরূপে আলোচিত হয়েছে। বর্গের ষষ্ঠ সূত্র বা কালী সূত্রে মহাকাত্যায়ন ভন্তের সাথে কালী নাম্নী জনৈকা উপাসিকার মধ্যে কৃৎস্ন-বিষয়ক ধর্মালাপ করতে দেখা যায়। তথাগত বুদ্ধ কিরূপে, কত সুগভীরভাবে কৃৎস্ন ভাবনায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তারই পরিচয় মেলে আলোচ্য সূত্রে। ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজকদের সাথে বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষুদের মধ্যকার সৃষ্ট ধর্মপ্রশ্ন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহাপ্রশ্ন সূত্রটির অবতারণা হয়। এই সূত্রটিতে দশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর তথা ব্যাখ্যা প্রদানে ভিক্ষুদের ধর্মশিক্ষা ও পরবাদ খণ্ডনের যৌক্তিক প্রণালি শিক্ষা দেন তথাগত বুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাপ্রশ্ন সূত্রটিও পূর্বের ন্যায়। তবে প্রবক্তার ভূমিকায় ছিলেন কজঙ্গলের জনৈকা ভিক্ষুণী ও শ্রোতৃমণ্ডলীর ভূমিকায় কতিপয় উপাসকবৃন্দ। কোশল সূত্রে বিবিধ উপমাযোগে ধ্যান-সমাধির বিষয়ই তথাগত ভিক্ষুদের শিক্ষা দেন। দ্বিতীয় কোশল সূত্রটির প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। এই সূত্রটিতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে তথাগতের স্তুতিগানে বিভোর হতে দেখা যায়। তথাগতের বিবিধ গুণাবলির অপূর্ব সমন্বয় করে সূত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রদ্ধায় আপ্লুত রাজাধিরাজ প্রসেনজিৎ তাই বিনম্র তথাগতের পাদপদ্মে।

উপালি বর্গ : উপালি বর্গে ভিক্ষুদের আইনগ্রন্থ স্বরূপ প্রাতিমোক্ষ প্রচলন করার, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি অনুষ্ঠান স্থগিত করার দশটি কারণ উক্ত হয়েছে। আরও আলোচিত হয়েছে, দশটি গুণে সমৃদ্ধ ভিক্ষু বিবাদ নিষ্পত্তিকারকের ভূমিকা রাখবে এ কথা। উপসম্পদা দান, অন্য ভিক্ষুকে নিজ আশ্রয়ে রাখা ও শ্রামণকে অনুকম্পকারী ভিক্ষুকেও হতে হয় দশটি গুণে সমন্নাগত। নচেৎ তেমন দায়িত্ব পালনে ভিক্ষু অর্বাচীন। সংঘভেদের কারণ ও সংঘের মধ্যে

সুষ্ঠুতা আনয়ন করার বিষয় বর্গটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপালি ভন্তেই মূলত বর্গের প্রায় সব সূত্রে প্রশ্নকর্তারূপে সমুপস্থিত। আর তথাগত উত্তরদানে করছেন উপালি ভন্তেকে বিনয়ে আরও অভিজ্ঞ। তবে বর্গের শেষ দুটি সূত্রে উপালি ভন্তের স্থলে আনন্দ ভন্তেকে দেখা যায় জ্ঞানপিপাসুরূপে। আলোচ্য বর্গটি বিনয়পিটকের চূলবর্গ নামক বৃহদাকার গ্রন্থভুক্ত পরিচ্ছেদের সংগ্রহ বিশেষ বলা চলে।

আক্রোশ বর্গ : বর্গটির প্রথম তিনটি সূত্রে সংঘমধ্যে সৃষ্ট বিবাদের মূল কারণসমূহ স্থান পেয়েছে। চতুর্থ সূত্রে দোষারোপকারীর অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি অর্জন ও আত্মশুদ্ধ করার কথা উঠে এসেছে। পঞ্চমসূত্র তথা রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ সূত্রটিতে দশটি সমস্যার বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। যে সমস্যাসমূহ রাজন্তঃপুরে নিয়ত গমনকারী ভিক্ষুর হতে পারে বলে বুদ্ধ কর্তৃক শনাক্ত করা হয়। পরবর্তী সূত্র তথা শাক্য সূত্রটিতে গৃহীদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রতিপাল্য বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। উপোসথশীল বা অষ্টাঙ্গশীল পালনের উপযোগীতা ও তার মহনীয়তার প্রকাশ ঘটে এই শাক্য সূত্রে। দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ এই মানবজীবনে যদি শান্তির সলিলে স্নাত হতে চান, তবে শীল পালন তথা চরিত্র গঠন সর্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। তথাগত বুদ্ধকে দেখা যায় সূত্রটিতে জনাকয়েক গৃহীদের উপোসথ শীল পালনের জন্য উৎসাহিত করতে। বর্গের অষ্টম সূত্র প্রব্রজিতের সর্বদা চিন্তনীয় সূত্রে বলা হয়েছে দশটি বিষয় একজন প্রব্রজিতের বারংবার চিন্তা করা উচিত। এমন চিন্তাশীল ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম। কেননা, আদর্শ ভিক্ষুজীবন গঠনের জন্য কুশলমূলক চিন্তার বিকল্প নেই। শরীরস্থ ধর্ম ও ভণ্ডন সূত্রদ্বয়ের মাধ্যমে আক্রোশ বর্গের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয় অন্যান্য বর্গটির মতোন দশটি সূত্রগুচ্ছে। এতটুকু পর্যন্ত বর্ণিত সূত্রাদি প্রথম পঞ্চাশক বা প্রথম পঞ্চাশটি সূত্রের আওতাভূক্ত। এরপরই দ্বিতীয় পঞ্চাশক সাজানো হয়েছে পাঁচটি বর্গে মোট পঞ্চাশটি সূত্রগুচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চাশকে তবে পাঁচটি বর্গে সর্বমোট ৫৪টি সূত্র আলোচিত হয়েছে। আর চতুর্থ পঞ্চাশকে সাতটি বর্গে ৮২টি সূত্রগুচ্ছ সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চাশকে সূত্র বিভাজনের ক্ষেত্রে পঞ্চাশক বা পঞ্চাশটি করে সূত্র এই পদ্ধতি রক্ষিত হয়নি। দশম নিপাতের পঞ্চাশক বহির্ভূত সম্ভবত পরবর্তী সংযোজন তথা রাগপেয়্যাল হচ্ছে এক বিশাল সূত্ররাশির সংগ্রহ। এতে ৫০৯টি সূত্র সংযোজিত হয়েছে। একাদশ নিপাতটি মাত্র তিনটি বর্গে ও রাগপেয়্যাল নিয়ে হয়েছে গ্রহিত। বর্গত্রয়ে দশম নিপাতের প্রথমাংশের বেশ কিছু সূত্রাদির সাথে

সামঞ্জস্যতা প্রায় একই। একাদশ নিপাতটিতে সর্বসাকুল্যে ৬৭১টি সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সূত্রগুচ্ছে সাজানো প্রত্যেক বর্গ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলেও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে লেখনি সীমাবদ্ধই রাখতে হলো।

উপন্যাস, গল্পগ্রন্থের মতোন সরল শব্দের প্রয়োগ এমন আধ্যাত্মিক রসপূর্ণ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে প্রত্যাশা সত্যিই হতাশা মাত্র। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রবিশেষে বাক্যের গাম্ভীর্যতা রক্ষার্থে ও বুদ্ধবচন যাতে বিকৃত না হয়, সেদিকটায় সতর্কতার দরুন অনুবাদের প্রাঞ্জলতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে মাঝেমধ্যে। তবুও যতটুকু সম্ভব পালি গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদে আমি যত্নশীল হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের দশ, একাদশ নিপাত দুটির প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল মৈত্রীময় পুণ্যদান ও শুভেচ্ছা। গ্রন্থটির প্রকাশনায় শ্রদ্ধেয় শোভিত ভন্তের ভূমিকা আমায় কৃতজ্ঞ করেছে। জুরাছড়িবাসী সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের সামগ্রিক আর্থিক অনুদানে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করে শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তে ধর্মশাসনের অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ধর্মগ্রন্থাদির প্রকাশনা ও বহুল প্রচারে শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের উদ্যোগ ও ভূমিকা অনুকরণীয়। শ্রদ্ধাবান উপাসক চিরঞ্জিত চাকমা দাতা কমিটির পক্ষে সোৎসাহপূর্ণভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রকাশনার কার্য ত্বরান্বিত করেছেন। মৈত্রীময় আশীর্বাদ রইল প্রকাশনা কমিটি সকল সভ্যগণের প্রতি। শ্রদ্ধেয় অর্থদর্শীর ভন্তের নির্দেশনায় এবারও আগের মতোন শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করে দিয়ে অশেষ পুণ্যের ভাগী হলেন উপাসক অনিল কুমার চাকমা, উপাসিকা চিত্রাঙ্গদা (কুন্তলা) চাকমা ও উপাসিকা কনকলতা খীসা। ইতোপূর্বে আমার যৌথ অনূদিত গ্রন্থ *'সংযুক্তনিকায়ে মহাবর্গ'* গ্রন্থটি প্রকাশেও শ্রদ্ধাদান সংগ্রহের মহতী ভূমিকা রেখেছেন ওঁনারা। এ ছাড়াও যারা যারা সামর্থ্য অনুযায়ী এমন মহতোপ্রবর ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে নিজেকে ধর্মদানে সম্পৃক্ত করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল মৈত্রীময় পুণ্য বিতরণ। গ্রন্থ অনুবাদে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহবাক্যে উজ্জীবিত করে এবং কায়-বাক্য-মনে যারা সব সময় সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন, সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার কম্পোজের মতোন কষ্টসাধ্য কার্য সুসমাধা করে ধর্মপুণ্যের ভাগী হলো সহবিহারী রাহুলবংশ ভিক্ষু এবং আনুষাঙ্গিক প্রযুক্তি প্রক্রিয়ায় বিশেষ সহায়তা দানে ধর্মসেবায় কৃতার্থ করেছেন শ্রদ্ধেয় সম্বোধি ভন্তে। তাদের নিরোগ ও দীর্ঘায়ু জীবন কামনাসহ রইল অফুরন্ত মৈত্রীময় ভালোবাসা।

পরিশেষে, বুদ্ধের শাসন দীর্ঘস্থিতি কামনায়, এবং যার প্রোৎসাহে আজ আমার এই ধর্মপথ পরিক্রমা, সেই গুরুবর শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে সশ্রদ্ধ বন্দনা জানিয়ে দুঃখমুক্তিকর নির্বাণ লাভ করতে পারি এই শুভ চেতনায় সঞ্চিত পুণ্যরাশি বিলিয়ে দিলাম অনন্তে, সকলের উদ্দেশ্যে... ।

সাধু! সাধু! সাধু!

২৯ জুন ২০১১ **প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু**
২৫৫৫ বুদ্ধবর্ষ; ১৪১৮ বাংলা কাটাছড়ি বন বিহার, রাঙামাটি

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চম খণ্ডের পুনঃ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত হঠাৎ নেয়া। জনাকয়েক উপাসক-উপাসিকার উৎসাহে ও আর্থিক বদান্যতায় বস্তুত প্রকাশনাটি করা সম্ভবপর হয়েছে। গ্রন্থের বানান বিভ্রাট ও দ্বিতীয় সংস্করণের পুরো দায়িত্ব রেখে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন শ্রদ্ধাভাজন করুণাবংশ ভন্তে ও বঙ্গীস ভন্তে। প্রকাশনার সঠিক দায়িত্ব সমাধায় এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ভাতৃবর বঙ্গীস ভন্তের প্রতি সশ্রদ্ধ বন্দনা। বুদ্ধের শিক্ষা সুন্দর সুখী মানবজীবন গঠনে অত্যন্ত আবশ্যক এ চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে চীনা উপাসক-উপাসিকা Mr. Zhou Wei, Mrs. Ha ca Qiao, Mr. Huang Zhi Sheng, Ms. Lee Ming Wei, এবং Mr. Ni Shao long গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে অপ্রমেয় পুণ্যের অংশীদার হলেন। বিশেষত, Ms. Lee Ming Wei-এর ভূমিকা এবং উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাদের সকলের নিরোগ ও দীর্ঘায়ু জীবন কামনাসহ রইল অফুরন্ত মৈত্রীময় ভালোবাসা। ওঁনাদের সুখী-সুন্দর জীবনসহ বুদ্ধজ্ঞান অর্জন হোক, এই মৈত্রী কামনায়—

'ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!'

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি
৩০ জানুয়ারি ২০১৫

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

সূত্রপিটকে
অঙ্গুত্তরনিকায়
(পঞ্চম খণ্ড)

দশক নিপাত

প্রথম পঞ্চাশক

১. আনিশংস বর্গ

১. কী উদ্দেশ্য সূত্র

১.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান[১] শ্রাবস্তীর[২] অনাথপিণ্ডিক

---

[১]। **ভগবান** শব্দটি সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। নাম চার প্রকার—আবস্থিক, লিঙ্গিক, নৈমিত্তিক ও অধিত্য সমুৎপন্ন (বা ইচ্ছানুরূপ প্রদত্ত নাম)। তন্মধ্যে **'ভগবান'** নামটি নৈমিত্তিকের অন্তর্গত। এটা মা-বাবা কিংবা অন্য কারও প্রদত্ত নয়। যে সকল গুণে এই নাম নৈমিত্তিক, সে সকল গুণ প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত গাথাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

ভগী, ভজী, ভাগী, বিভবত্তবা ইতি, অকাসি ভগ্নন্তি গরূতি ভাগ্যবা।
বহুহি ঞায়েহি সুভাবিতত্তানো, ভবন্তগো সো ভগবাতি বুচ্চতীতি।।

অর্থাৎ, ভগী, ভজী, ভাগী, বিভক্তবান (ভগ্ন করেছেন এমন), গুরু, ভাগ্যবান, বহু প্রকারে সুভাবিতাত্ম এবং ভবান্তগ বলেও তিনি ভগবান নামে উক্ত হন। এই সকল পদের ব্যাখ্যা নিদ্দেশ গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। বিস্তৃতার্থ দেখুন—দীর্ঘনিকায় অর্থকথা (১ম খণ্ড); বিশুদ্ধিমগ্গ, সমাধি নিদ্দেস; *The path of Purification, p.no. 224; Trnsl. by Bhikkhu Ñânamoli.*

[২]। ভারতের কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল এই শ্রাবস্তী নগরী। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভারতের ছয়টি মহানগরীর মধ্যে শ্রাবস্তী ছিল অন্যতম। সাকেত হতে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ৯ ক্রোশ বা ১৮ মাইল (বিনয় গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, ওলডের্নবার্গ সংস্করণ)। সংযুক্তনিকায় অর্থকথানুসারে রাজগৃহের উত্তর-পশ্চিমদিকস্থ এই শ্রাবস্তীর সাথে রাজগৃহের মধ্যকার ব্যবধান ছিল প্রায় সাড়ে ৬৭ ক্রোশ বা প্রায় ১৩৫ মাইলের। মি. ফোস্‌বোল সম্পাদিত জাতক ৪র্থ খণ্ড মতে সাংকাশ্য নগর হতে শ্রাবস্তীর দূরত্ব ৪৫ ক্রোশ বা ৯০ মাইল প্রায়। মধ্যমনিকায় অর্থকথা ২য় খণ্ডে প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশিলা হতে এর ব্যবধান ২২০

নির্মিত জেতবন আরামে[১] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কুশলশীল পালনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"হে আনন্দ[২], কুশলশীল পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীনতা এবং ইহাই কুশলশীল পালনের সুফল বা আনিশংস।"

"ভন্তে, অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমানন্দ লাভ করা এবং পরমানন্দই অনুতাপহীনতার সুফল।"

"ভন্তে, পরমানন্দ লাভের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, পরমানন্দ লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রীতি এবং প্রীতিই পরমানন্দের সুফল।"

"ভন্তে, প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি অর্জন করা এবং প্রশান্তিই প্রীতির সুফল।"

"ভন্তে, প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ উপলব্ধি করা এবং সুখই প্রশান্তি অর্জনের ফল।"

ক্রোশের কিছু বেশি (৪৪১ মাইল প্রায়)। সুত্তনিপাত অর্থকথা ও পটিসম্ভিদামগ্গ অর্থকথানুযায়ী, সবত্থ নামক ঋষির আবাসস্থল কিংবা সমস্ত বস্তু এই স্থানে পাওয়া যেত বলে এর পালি নাম **'সাবত্থি'**। সুত্তনিপাত অর্থকথায় উল্লেখ আছে, তথাগত এই শ্রাবস্তীতে ২৫ বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। তন্মধ্যে ১৯ বর্ষা জেতবন আরামে এবং ছয় বর্ষা পূর্বারাম বিহারে।

[১]। অনাথপিণ্ডিক নামে প্রসিদ্ধ ধনকুবের সুদত্ত জেত নামক রাজকুমার হতে ৫৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে উদ্যান ক্রয় করে সেখানে সুরম্য বিহার নির্মাণপূর্বক বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজকুমার জেতের উদ্যানে নির্মিত বিধায় তা জেতবন আরাম নামে খ্যাত হয়। মধ্যমনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড মতে এই জেতবন আরামটি শ্রাবস্তীর দক্ষিণদিকস্থ ছিল।

[২]। শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমিতোদন হচ্ছে আনন্দের পিতা আর মহানাম ও অনুরুদ্ধ সম্ভবত তার সৎভাই (249 p. vol.1, dic of pali proper names)। কিন্তু মহাবস্তু, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃ. দেখা যায় যে, শুক্লোদন হচ্ছে তার পিতা এবং দেবদত্ত ও উপধান হচ্ছে তার ভাই। বহুশ্রুত, স্মৃতিমান ইত্যাদির মধ্যে আনন্দ স্থবিরই শ্রেষ্ঠ বলে বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছেন (সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তরনিকায়, একক নিপাত, ৩১ পৃ.)।

"ভন্তে, সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাধি অর্জন করা এবং সমাধিই সুখোপলব্ধির ফল।"

"ভন্তে, সমাধি অর্জন করার উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়া এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়াই সমাধি অর্জনের ফল।"

"ভন্তে, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বেদ ও বিরাগভাব অর্জন এবং নির্বেদ ও বিরাগই যথাভূত জ্ঞানদর্শনের আনিশংস বা সুফল।"

"ভন্তে, নির্বেদ ও বিরাগভাব অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, নির্বেদ ও বিরাগভাব প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই নির্বেদ ও বিরাগভাব প্রাপ্তির আনিশংস বা সুফল।"

২. এরূপেই আনন্দ, কুশলশীলাদি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীন হওয়া এবং অনুতাপহীনতাই কুশলশীলাদি পালনের আনিশংস বা সুফল। অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমানন্দিত হওয়া এবং পরমানন্দই অনুতাপহীনতার সুফল। পরমানন্দিত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রীতি লাভ করা এবং প্রীতি অর্জনই হচ্ছে পরমানন্দের সুফল। প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি অর্জন এবং প্রশান্তিই প্রীতির সুফল। প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখোপলদ্ধি হওয়া এবং সুখই প্রশান্তির আনিশংস বা সুফল। সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাধি অর্জন এবং সমাধিই সুখের আনিশংস। সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শনই সমাধির সুফল। যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বেদ ও বিরাগ এবং নির্বেদ-বিরাগই যথাভূত জ্ঞানদর্শনের সুফল। নির্বেদ ও বিরাগ অবস্থা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই নির্বেদ ও বিরাগের আনিশংস। এরূপে আনন্দ, কুশলশীলাদির পালন অনুক্রমে শ্রেষ্ঠে বা অর্হত্ত্বে উপনীত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. চেতনা করণীয় সূত্র

২.১. "হে ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার মধ্যে অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হোক।' ভিক্ষুগণ, তার কারণ শীলবান, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর অনুতাপ উৎপন্ন না হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, অনুতাপহীন ভিক্ষুর এমন চৈতন্য অনুচিত; যথা : 'আমার

মধ্যে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, অনুতাপহীন ভিক্ষুর নিকট পরমানন্দভাব উৎপন্ন হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, প্রমোদিত (পরমানন্দিত) ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট প্রীতি উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, প্রমোদিত ভিক্ষুর নিকট প্রীতি উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, প্রীত ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার কায় প্রশান্ত হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, প্রীত ভিক্ষুর কায় প্রশান্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, প্রশান্ত কায়া ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট সুখ অনুভূত হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, প্রশান্ত কায়া ভিক্ষুর সুখোপলব্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, সুখী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার চিত্ত সমাধিস্থ হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ বা একাগ্র হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, সমাধিস্থ ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমি যাতে যথাভূত বিষয় জানতে ও দেখতে পারি।' তার কারণ ভিক্ষুগণ, সমাধিস্থ ভিক্ষু যথাভূত বিষয় জানে ও দেখে, ইহাই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, যথাভূত বিষয় জ্ঞাত ও দর্শনকারী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট নির্বেদ ও বিরাগভাব উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, যথাভূত বিষয় জ্ঞাত ও দর্শনকারী ভিক্ষুর নিকট নির্বেদ ও বিরাগভাব উৎপন্ন হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, নির্বেদলাভী ও বিরাগী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট বিমুক্তি জ্ঞান উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, নির্বেদলাভী ও বিরাগী ভিক্ষুর নিকট বিমুক্তি জ্ঞানোদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

২. ভিক্ষুগণ, নির্বেদ ও বিরাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই নির্বেদ ও বিরাগভাব অর্জনের সুফল বা আনিশংস। নির্বেদ ও বিরাগভাব প্রাপ্ত হওয়া হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শনের সুফলও হচ্ছে নির্বেদ ও বিরাগ। সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন এবং তার সুফলও তাই। সুখের উদ্দেশ্য ও আনিশংস হচ্ছে সমাধিস্থ হওয়া; প্রশান্তির উদ্দেশ্য ও আনিশংস হচ্ছে সুখ। প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য এবং তার সুফলও হচ্ছে প্রশান্তি। পরমানন্দিত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং তার সুফল হচ্ছে প্রীতি। অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য এবং আনিশংস হচ্ছে পরমানন্দ লাভ করা। কুশলশীলাদি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে

অনুতাপহীন হওয়া এবং অনুতাপহীন হওয়াই হলো কুশলশীলাদি পালনের সুফল। ভিক্ষুগণ, এরূপে একটি বিষয়ের ধারা অপর বিষয়ে প্রবহমান, একটি বিষয় অপর বিষয়কে পরিপূর্ণ করে এবং নির্বাণপারে নিয়ে যায়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. উপনিসা সূত্র

৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, ভিক্ষুগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের

বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই ভিক্ষুগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।” তৃতীয় সূত্র।

৪. ২য় উপনিসা সূত্র

৪.১. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র[১] ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, “হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, আবুসোগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি

---

[১]। গৌতম বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবক। ইনি **ধর্মসেনাপতি** নামেও খ্যাত। ভিক্ষুপূর্ববস্থায় ইনি উপতিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন (মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড)। অর্থকথাচার্যদের মতে, উপতিষ্য তার জন্মজাত গ্রামের নাম এবং সারিপুত্র ছিলেন সেই গ্রাম প্রধানের পুত্র। অধিকন্তু, সেই উপতিষ্য গ্রামটি নালক নামেও পরিচিত। এটা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী। তার পিতার নাম ছিল বঙ্গান্ত ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম রূপসারি (ধর্মপদ অর্থকথা, ২য় খণ্ড)। মাতার নামানুসারে তিনি সারি বা সারিপুত্র নামে পরিচিত হন। সংস্কৃত গ্রন্থে তার নাম এভাবে প্রদত্ত হয়েছে; যথা : সারিপুত্র, সালিপুত্র, সারিসুত, সারদ্বতীপুত্র। **সারিসম্ভব** নামটির ব্যবহারও অপদান গ্রন্থে দেখা যায়। থেরগাথা, ৪৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতার্থ দেখুন।

উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২. পুনশ্চ, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন আবুসোগণ, সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. তৃতীয় উপনিসা সূত্র

৫.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে

বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, আবুসোগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২. পুনশ্চ, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন আবুসোগণ, সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।” পঞ্চম সূত্র।

৬. সমাধি সূত্র

৬.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "সত্যিই কি ভন্তে, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৩. "হে আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

৪. "ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৫. "আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই আনন্দ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম

হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সারিপুত্র সূত্র

৭.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ কথা এবং কুশল বিনিময় করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. "হে আয়ুষ্মান সারিপুত্র, সত্যিই কি একজন ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না?"

৩. "হে আবুসো আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না।"

৪. "আয়ুষ্মান সারিপুত্র, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে

থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না?"

৫. "আবুসো আনন্দ, একদা আমি শ্রাবস্তীর অন্ধবনে অবস্থান করছিলাম। তথায় পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; তেজকে তেজ সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; বায়ুকে বায়ু সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; বিজ্ঞানানন্ত আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে অবস্থান করছিলাম।"

"আয়ুষ্মান সারিপুত্র, তাহলে আপনি কিরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সেই সময়ে অবস্থান করছিলেন?"

"আবুসো আনন্দ, 'ভবনিরোধই নির্বাণ' এরূপ সংজ্ঞা জাগ্রত হচ্ছিল এবং 'ভবনিরোধই নির্বাণ' এরূপ সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হচ্ছিল। যেমন, আবুসো, মাকড়সা বা ঊর্নানাভ অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার সময় এক স্ফুলিঙ্গের (অগ্নিশিখা) সৃষ্টি হয় এবং অন্য স্ফুলিঙ্গ শূন্যতায় বিলীন হয়; ঠিক তদ্রুপ আবুসো, 'ভবনিরোধই নির্বাণ, ভবনিরোধই নিরোধই' এরূপ পূর্ণজ্ঞান সংজ্ঞা তখন আমার নিকট উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়েছিল। আবুসো, ভবনিরোধ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়েই আমি সেই সময় অবস্থান করেছিলাম। সপ্তম সূত্র।

৮. ধ্যান সূত্র

৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান কিন্তু বহুশ্রুত নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ

করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত কিন্তু ধর্মকথিক নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক কিন্তু পরিষদে গমনকারী[১] নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী কিন্তু পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ কিন্তু বিনয়ধর নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে, 'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম

১। **পরিষদে গমনকারী**—'পরিসাবচর' (পরিসা+বচর) অর্থাৎ যিনি সংঘে বা পরিষদে অংশগ্রহণ করেন এমন। ভিক্ষুসংঘ সম্মেলনে ভিক্ষুদের ভাতৃত্ব ভাব।

প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর কিন্তু আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন স্থানে অনুরক্ত হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৮. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত কিন্তু চতুর্বিধ ধ্যান লাভে দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৯. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী কিন্তু ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের

মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত হব এবং চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী ও আসবক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত, চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী হয় এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্ম সমৃদ্ধ ভিক্ষু সকল অঙ্গসমন্বিত হয় এবং সকলের নিকট প্রসাদনীয় হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. শান্ত বিমোক্ষ সূত্র

৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান কিন্তু বহুশ্রুত নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত কিন্তু ধর্মকথিক নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক কিন্তু পরিষদে গমনকারী নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে

গমনকারী হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী কিন্তু পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ কিন্তু বিনয়ধর নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর কিন্তু আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন স্থানে অনুরক্ত হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৮. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত কিন্তু রূপ অতিক্রমপূর্বক যেই শান্ত বিমোক্ষ অরূপ্য অবস্থা আছে, সেই অবস্থা সে কায় দ্বারা উপলব্ধি করে অবস্থান করে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ

অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং রূপ-আরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন স্থানে অনুরক্ত এবং রূপ-অরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৯. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং রূপ-আরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করে কিন্তু ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত হবো এবং রূপ-আরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করব এবং আসবক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত, রূপ-আরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্ম সমৃদ্ধ ভিক্ষু সকল অঙ্গসমন্বিত হয় এবং সকলের নিকট প্রসাদনীয় হয়।" নবম সূত্র।

১০. বিদ্যা সূত্র

১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ

করতে হবে। যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান কিন্তু বহুশ্রুত নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত কিন্তু ধর্মকথিক নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক কিন্তু পরিষদে গমনকারী নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী কিন্তু পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ কিন্তু বিনয়ধর নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান,

শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর কিন্তু বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে না; যথা : 'এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি।' এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৮. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে কিন্তু বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, জীবদের দেখতে পায় না, সে এরূপ জানতে পারে না যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে

সক্ষম হয় না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হব এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখে এরূপ জানতে পারবো যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হবো?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয় এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখে এরূপ জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৯. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন

হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখতে পায় না, সে এরূপ জানতে পারে না যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হয় কিন্তু সে ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে—'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হব এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখে এরূপ জানতে পারবো যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হবো এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয় এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখে

এরূপ জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হয় এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মসমন্বিত ভিক্ষুর সকল অঙ্গ পরিপূর্ণ হয় এবং সকলের নিকট প্রসাদনীয় হয়।" দশম সূত্র।

আনিশংস বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

কিমত্থিয়, চেতনা, ত্রিবিধ উপনিসা,
সমাধি, সারিপুত্র, একই অঙ্গে গাথা;
ধ্যান, শান্ত, বিদ্যা তথা হলো উল্লেখিত,
আনিশংস বর্গ দশে হলো গ্রথিত ॥

(২) ২. নাথ বর্গ

১. শয্যাসন সূত্র

১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি পাঁচটি গুণে বিভূষিত ভিক্ষু পাঁচটি গুণসম্পন্ন স্থানে অবস্থানপূর্বক (শয্যাসন বা আবাস পরিভোগপূর্বক) সাধনা করে তাহলে অচিরেই সে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করতে পারে।

২. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পাঁচটি গুণে বিভূষিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পাঁচটি গুণের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, সে তথাগতের বোধিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর অদম্য দমনের সারথি এবং দেবনরের শাস্তা, বুদ্ধ'; দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, 'সুস্থ, রোগমুক্ত এবং অত্যধিক

গরম বা ঠাণ্ডা নয় কিন্তু উপক্রমের জন্য উপযোগী মধ্যম মানের সমবিপাক বা হজম ক্ষমতাসম্পন্ন হয়', তৃতীয় গুণ হচ্ছে, সে অশঠ (ছলনাহীন), অমায়াবী হয় এবং সত্যকে সত্য বলে শাস্তা বা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীর নিকট বিবৃত করে; চতুর্থ গুণ হচ্ছে, সে অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম উৎপাদনে আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করে। সে কুশলধর্মসমূহে তেজীয়ান, দৃঢ় পরাক্রমী হয় এবং নিজ দায়িত্ব বা ধুর ত্যাগ করে না; পঞ্চম গুণ হচ্ছে, সে প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-অস্তগামী, আর্য, নির্বেধিক ও সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর প্রজ্ঞায় বিমণ্ডিত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু পাঁচ প্রকার গুণে বিভূষিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে শয্যাসন বা আবাস পঞ্চ অঙ্গ সমৃদ্ধ হয়? ভিক্ষুগণ; যথা : গমনাগমনের ক্ষেত্রে সুবিধাসম্পন্ন স্থানে শয্যাসন বা আবাস অবস্থিত হয় যা লোকালয় হতে অতিদূরে বা অতিনিকটে অবস্থিত নয়; এরূপ স্থানই শয্যাসনের প্রথম অঙ্গ। দিনের বেলায় যেখানে অল্পাকীর্ণ (সামান্য জনাকীর্ণ), রাত্রিতে অল্পশব্দ, উৎকট শব্দহীন, ডাঁশ, মশা, মাছি, বায়ু, তাপ, সরীসৃপের উৎপাত তথা ঝামেলাবিহীন স্থানই শয্যাসনের দ্বিতীয় অঙ্গ। সেরূপ স্থানে অবস্থানকারীর অল্প আয়াসেই চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন, গিলান-প্রত্যয়সহ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ হওয়াই হচ্ছে শয্যাসনের তৃতীয় অঙ্গ। সেরূপ শয্যাসনে প্রাজ্ঞ, বহুশ্রুত, বিনয়ধর, ধর্মধর, মাতিকাধর স্থবিরগণের অবস্থানই শয্যাসনের চতুর্থ অঙ্গ। এবং পঞ্চম অঙ্গ হচ্ছে, সেই স্থবির ভিক্ষুদের নিকটে উপস্থিত হয়ে অবস্থানরত ভিক্ষু তাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে থাকে; যথা : 'ভন্তে, ইহা কিরূপ? ইহার অর্থ কী?' এভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে স্থবিরগণ আবৃতকে অনাবৃত, অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে অনেক প্রকার ধর্মবিনয় সম্পর্কীত সৃষ্ট সন্দেহ অপনোদন করেন। ভিক্ষুগণ, এরূপে স্থান বা শয্যাসন পঞ্চ অঙ্গে সমৃদ্ধ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, যদি এরূপ পাঁচটি গুণে বিমণ্ডিত ভিক্ষু পঞ্চ অঙ্গসম্পন্ন শয্যাসনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করে তাহলে অচিরেই সে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করতে পারে।" প্রথম সূত্র।

২. পঞ্চাঙ্গ সূত্র

১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পাঁচটি অঙ্গ বর্জনপূর্বক পঞ্চ অঙ্গে বিভূষিত হয়েছে তাকে এই ধর্মবিনয়ে 'পূর্ণতাপ্রাপ্ত, উদ্‌যাপিত জীবন, উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ' বলা হয়।

২. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর পঞ্চ অঙ্গ প্রহাণ হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়, ব্যাপাদ প্রহীণ হয়, স্ত্যান-মিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা) প্রহীণ হয়, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (চিত্তের অস্থিরতা-অনুশোচনা) প্রহীণ হয় এবং বিচিকিৎসা (সন্দেহ ভাব) প্রহীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুর পঞ্চ অঙ্গ প্রহীণ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পঞ্চ অঙ্গসমন্বিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধে (লোকোত্তর-শীলসমূহ) সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধে সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধে সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধে সমৃদ্ধ হয় এবং অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন স্কন্ধে সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ এরূপে ভিক্ষু পঞ্চ অঙ্গসমন্বিত হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, সেহেতু পাঁচটি অঙ্গ প্রহৃত ও পাঁচটি অঙ্গসমন্বিত ভিক্ষুকে এই ধর্মবিনয়ে বলা হয়—'পূর্ণতাপ্রাপ্ত, উদ্‌যাপিত জীবন ও উত্তম পুদ্গল'।

কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ আর আলস্য-তন্দ্রাভাব,
ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যসহ যত সন্দেহের প্রভাব;
সর্ববিধভাবে হয় এ পঞ্চ অঙ্গের প্রহাণ,
ভিক্ষুর নিকট রয় না তার কিঞ্চিৎ বিদ্যমান।
অশৈক্ষ্য শীল, সমাধি আর বিমুক্তি ও জ্ঞান,
তেমন গুণেতে হয় ভিক্ষু মহা গুণীয়ান।
এরূপে পঞ্চ অঙ্গে ভিক্ষু হয়ে গুণান্বিত,
অপর পঞ্চ অঙ্গ তার হয় বিবর্জিত।
এ শাসনে বলা চলে তাকে এমন নামে,
অর্হৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত সে সকল ধামে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সংযোজন সূত্র

১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার সংযোজন বা বন্ধন রয়েছে। সেই দশ প্রকার সংযোজনগুলো কী কী? যথা : পাঁচটি নিম্নভাগীয় সংযোজন ও পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন।

২. ভিক্ষুগণ, নিম্নভাগীয় সংযোজনগুলো কী কী? যথা : সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত-পরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ। এ সকল হচ্ছে নিম্নভাগীয় সংযোজন।

৩. ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনগুলো কী কী? যথা : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এসকল হচ্ছে ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন।

ভিক্ষুগণ, এসকল হচ্ছে দশ সংযোজন।" তৃতীয় সূত্র।

৪. চেতোস্খিল সূত্র

১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোস্খিল প্রহীণ না হলে; পাঁচটি চিত্তের সংযোজন সমুচ্ছিন্ন না হলে তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে পরিহানি হওয়াই প্রত্যাশিত; বৃদ্ধি নহে।

২. ভিক্ষুগণ, সেই অপ্রহীণ বা অপরিত্যক্ত পাঁচ প্রকার চেতোস্খিল কী কী?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না। যে ভিক্ষু শাস্তা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার প্রথম অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই প্রথম চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না। যে ভিক্ষু ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার দ্বিতীয় অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই দ্বিতীয় চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুসংঘ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না। যে ভিক্ষু সংঘ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার তৃতীয় অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই তৃতীয় চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না। যে ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না, সেহেতু তার চিত্ত

প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার চতুর্থ অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই চতুর্থ চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সব্রহ্মচারী বা সতীর্থদের প্রতি কুপিত হয়, তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারী বা সতীর্থদের প্রতি কোপিত হয়, তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পঞ্চম অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই পঞ্চম চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না। এই পঞ্চম চেতোস্খিল প্রহীণ হয় না।

৩. ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার চিত্তের সংযোজন বা বন্ধন কী কী, যা তার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ (অনুরাগ বা আসক্তিযুক্ত), অবিগতছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগতপ্রেম (আসক্তিসম্পন্ন), অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে প্রথম চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ (অনুরাগ বা আসক্তিযুক্ত), অবিগতছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগতপ্রেম (আসক্তিসম্পন্ন), অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে দ্বিতীয় চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ (অনুরাগ বা

আসক্তিযুক্ত), অবিগতছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগতপ্রেম (আসক্তিসম্পন্ন), অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে তৃতীয় চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদরপূর্ণ করে ভোজনপূর্বক শয়নসুখ, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আলস্য-তন্দ্রা সুখে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। যে ভিক্ষু উদরপূর্ণ করে ভোজনপূর্বক শয়নসুখ, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আলস্য-তন্দ্রা সুখে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে চতুর্থ চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো এক দেবলোককে লক্ষ করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে; যথা : 'আমি এই প্রকার শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের মধ্যে অন্যতর হবো।' যে ভিক্ষু কোনো এক দেবলোককে লক্ষ করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে; যথা : 'আমি এই প্রকার শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের মধ্যে অন্যতর হবো।' সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে পঞ্চম চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে। এই পঞ্চবিধ চিত্তের সংযোজন তার মধ্যে অপ্রহীণ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোখিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ না হলে এবং পাঁচটি সংযোজন বা বন্ধন সমুচ্ছিন্ন না হলে, তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হওয়াই প্রত্যাশিত; বৃদ্ধি নয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণপক্ষে যতই রাত্রি বা দিন গত হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বলবর্ণ, চতুর্দিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা ক্ষীণ হয় এবং চাঁদের উচ্চতা ও পরিধি হ্রাস পায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোখিল প্রহীণ না হলে এবং পাঁচটি

সংযোজন বা বন্ধন সমুচ্ছিন্ন না হলে, তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হওয়াই প্রত্যাশিত; বৃদ্ধি নয়।

৫. ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোস্খিল প্রহীণ হলে এবং পাঁচটি সংযোজন বা বন্ধন সমুচ্ছিন্ন হলে, তার দিবা-রাত্র কুশলধর্মসমূহের বৃদ্ধি হওয়াই প্রত্যাশিত; হানি নয়।

৬. ভিক্ষুগণ, পঞ্চ চেতোস্খিল কী কী যা (তার মধ্যে) প্রহীণ হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু, ভিক্ষু শাস্তার প্রতি নিসন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়। যে ভিক্ষু শাস্তা সম্বন্ধে সন্দেহহীন, নিশ্চিত ও আশ্বস্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার প্রথম পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই প্রথম চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়। যে ভিক্ষু ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহহীন, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার দ্বিতীয় পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই দ্বিতীয় চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সংঘ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়। যে ভিক্ষু সংঘ সম্বন্ধে সন্দেহহীন, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার তৃতীয় পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই তৃতীয় চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়। যে ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর

প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার চতুর্থ পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই চতুর্থ চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু স্ব্রহ্মচারী বা সতীর্থদের প্রতি কুপিত হয় না তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। যে ভিক্ষু স্ব্রহ্মচারী বা সতীর্থদের প্রতি কোপিত নয়, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পঞ্চম পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মণ্যতা। তাই তার মধ্যে এই পঞ্চম চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়। এই পঞ্চম চেতোস্খিল প্রহীণ হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার চিত্তের সংযোজন বা বন্ধন কী কী, যা তার মধ্যে সমুচ্ছিন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামে বীতরাগ (অনুরাগ বা আসক্তিহীন), বিগতছন্দ (আকাঙ্ক্ষাহীন), বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কামে বীতরাগ, অবিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে প্রথম চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কায়ে বীতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কায়ে বীতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে দ্বিতীয় চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কায়ে বীতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত

হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে তৃতীয় চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদরপূর্ণ করে ভোজনপূর্বক শয়নসুখ, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আলস্য-তন্দ্রা সুখে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে না। যে ভিক্ষু উদরপূর্ণ করে ভোজনপূর্বক শয়নসুখ, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আলস্য-তন্দ্রা সুখে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে চতুর্থ চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো এক দেবলোককে লক্ষ করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না; যথা : 'আমি এই প্রকার শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের মধ্যে অন্যতর হবো।' যে ভিক্ষু কোনো এক দেবলোককে লক্ষ করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না; যথা : 'আমি এই প্রকার শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের মধ্যে অন্যতর হবো।' সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে পঞ্চম চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়। এই পঞ্চবিধ চিত্তের সংযোজন তার মধ্যে অপ্রহীণ হয়।

৮. ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোস্খিল প্রহীণ হলে; পাঁচটি চিত্তের সংযোজন সমুচ্ছিন্ন হলে তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহের অভিবৃদ্ধি হওয়াই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, শুক্লপক্ষে যতই রাত্রি বা দিন গত হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বলবর্ণ, চতুর্দিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং চাঁদের আয়তন ও পরিধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোস্খিল প্রহীণ হলে; পাঁচটি চিত্তের সংযোজন সমুচ্ছিন্ন হলে তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহের অভিবৃদ্ধি হওয়াই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. অপ্রমাদ সূত্র

১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, বহুপদী, রূপলোক অবস্থানকারী সত্ত্ব বা জীব, অরূপলোক অবস্থানকারী সত্ত্ব বা জীব, সংজ্ঞাবান, সংজ্ঞাহীন, সংজ্ঞা আছে আবার নাই, এরূপ সত্ত্বদের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ।

ঠিক একইভাবে, ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সমস্ত কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন ভিক্ষুগণ, যে-সকল ভ্রাম্যমান প্রাণীর পদচিহ্ন আছে, সে-সমস্ত পদচিহ্ন হস্তী পদচিহ্নের মধ্যে সংকুলান হয়। অন্যান্য প্রাণীর পদচিহ্ন হতে বৃহদাকারহেতু হাতির পদচিহ্নই প্রধান বা শ্রেষ্ঠরূপে বিবচিত হয়। তার কারণ, হাতির পদচিহ্ন অন্য জীবজন্তুর পদচিহ্ন হতে বৃহৎ। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, চূড়াযুক্ত গৃহের যে-সমস্ত বরগা বা সহায়ক কড়ি-কাষ্ঠ রয়েছে সে-সমস্তই চূড়াগামী, চূড়া হতে নিম্নাভিমুখী এবং চূড়াতেই মিলিত। সে-সমস্ত কড়ি-কাষ্ঠ হতে চূড়াই প্রধান বা শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যেকোনো বৃক্ষমূল বা শেকড়ের সুগন্ধি হতে কালো চন্দন কাষ্ঠের[১] সুগন্ধিই উত্তম বলে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যেকোনো বৃক্ষের সার অংশের গন্ধ হতে রক্ত চন্দন বৃক্ষের সার অংশের গন্ধই উত্তম বলে বিবেচিত হয়। ঠিক একইভাবে,

---

[১]। কালানুসারী। P.T.S-এর অভিধানে যার অর্থ দেয়া আছে `A fragrant dark substance.'। শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের 'পালি-বাংলা' অভিধানেও একই অর্থ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু, ইংরেজি তর্জমার পাদটীকায় অন্য নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে; যথা : "According to Benfey's Sanskrit Dict. (ref. to Sucr. ii, 94, 21) it is benzoin; 'gum-benzamin' is a thick juice flowing from cuts in the bark of a tree in Sumatra"

ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যেকোনো ফুলের মোহনীয় সুবাস হতে জুঁই ফুলের সুবাসই উত্তম বলে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, অল্পশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র রাজাগণ প্রতাপশালী চক্রবর্তী রাজাকে মান্য করেন ও তার অনুবর্তী হন। সেই ক্ষুদ্র রাজাদের হতে চক্রবর্তী রাজাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। ঠিক একইভাবে, ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, সমস্ত তারকারাজির প্রভা চন্দ্রপ্রভার ষোল কলার (ভাগ) এক কলাও হয় না, সেহেতু সমস্ত তারকা হতে চন্দ্রপ্রভাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, শরৎকালে মেঘমুক্ত আকাশে উদীয়মান সূর্য যেমন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে আলোয় উদ্ভাসিত করে সর্বত্র, চতুর্দিকে বিকীর্ণ করে আলোক এবং দীপ্তিমান হয়; ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহীসহ যে-সকল মহানদী আছে, তৎসমস্তই সমুদ্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সমুদ্রের দিকে নিম্নাভিমুখী, সমূদ্রের দিকে প্রবাহমান এবং সমুদ্রের দিকেই ক্রমাবনত। মহাসমুদ্র সেই সকল মহানদী হতে শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক সেরূপেই, ভিক্ষুগণ, জগতে যে-সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তৎসমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” পঞ্চম সূত্র।

৬. আহ্বানীয় সূত্র

১৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে দশ প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) আছে যারা আহ্বান যোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, করজোড়ে বন্দনার

যোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

২. সেই দশ প্রকার[১] কী কী? যথা : তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ; প্রত্যেক বুদ্ধ; উভয়ভাগ বিমুক্ত; প্রজ্ঞাবিমুক্ত; কায়সাক্ষী (নিজ সম্পর্কে ধর্মত ঘোষণা করা); দৃষ্টিপ্রাপ্ত; শ্রদ্ধাবিমুক্ত; শ্রদ্ধানুসারী; ধর্মানুসারী ও গোত্রভূ। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার পুদ্গল জগতের মধ্যে আহ্বান যোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, করজোড়ে বন্দনার যোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. নাথ সূত্র

১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, আত্মরক্ষক হয়ে বাস করো, অরক্ষক হয়ে নয়। অরক্ষিত হয়ে অবস্থান সর্বদা দুঃখজনক। ভিক্ষুগণ, রক্ষাকরণযোগ্য ধর্ম দশ প্রকার। সেই দশ প্রকার রক্ষাকরণ বা নাথকরণ ধর্মসমূহ কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে; আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে; ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য প্রথম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য দ্বিতীয় ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ

---

[১]। সূত্রটির ইংরেজি তর্জমায় অনুবাদক মহাশয় শ্রদ্ধানুসারী ও ধর্মানুসারী এই দুটির অনুবাদ দেননি। পক্ষান্তরে 'তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ' এই বিশেষণ ত্রয় দ্বারা পৃথক পুদ্গল বুঝিয়েছেন। কিন্তু মূল পালি অনুযায়ী 'শ্রদ্ধানুসারী ও ধর্মানুসারী' এই দুটি বিশেষণযুক্ত হবে।

সহকর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য তৃতীয় ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়। সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়, সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য চতুর্থ ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য, তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য পঞ্চম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়; ইহা হচ্ছে রক্ষাকরণযোগ্য ষষ্ঠ ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণ সপ্তম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য অষ্টম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরম স্মৃতিতে প্রতিমণ্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরম স্মৃতিতে প্রতিমণ্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ

করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য নবম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলংকৃত হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত হয়; ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য দশম ধর্ম।

৩. ভিক্ষুগণ, আত্মরক্ষক হয়ে অবস্থান করো, অরক্ষিত হয়ে নয়। অরক্ষিত হয়ে অবস্থান করা সর্বদাই দুঃখাবহ। এই দশ প্রকারই হচ্ছে রক্ষাকরণ বিষয় বা ধর্ম।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় নাথ সূত্র

১৮.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের "হে ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভন্তে" বলে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর বুদ্ধ এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, আত্মরক্ষিত হয়ে বাস করো, অরক্ষিত হয়ে নয়। অরক্ষিত হয়ে অবস্থান সর্বদা দুঃখজনক। ভিক্ষুগণ, রক্ষাকরণ ধর্ম দশ প্রকার। সেই রক্ষাকরণযোগ্য দশবিধ ধর্মসমূহ কী কী? যথা :

৩. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সুসংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে এবং সামান্য পাপের প্রতিও ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে। 'এই ভিক্ষুটি শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সুসংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে এবং সামান্য পাপের প্রতিও ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে রক্ষাকরণযোগ্য প্রথম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ,

সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে। 'এই ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য দ্বিতীয় ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়। 'এই ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ-সহকর্মী' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য তৃতীয় ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়। সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়। 'এই ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী, সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনার দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য চতুর্থ ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং

সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে। 'এই ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস এবং সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী ও তা সযত্নে তদারক করে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনার দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য পঞ্চম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়। 'এই ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে রক্ষাকরণযোগ্য ষষ্ঠ ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। 'এই ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনার দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণ সপ্তম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ

ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে। 'এই ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনার দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য অষ্টম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরম স্মৃতিতে প্রতিমণ্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়। 'এই ভিক্ষুটি স্মৃতিমান, পরম স্মৃতিতে প্রতিমণ্ডিত। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য নবম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত হয়। 'এই ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনার দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য দশম ধর্ম।

৪. ভিক্ষুগণ, আত্মরক্ষক হয়ে অবস্থান করো, অরক্ষিত হয়ে নয়। অরক্ষিত হয়ে অবস্থান করা সর্বদাই দুঃখাবহ। এই দশ প্রকারই হচ্ছে রক্ষাকরণ বিষয় বা ধর্ম।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম আর্য-আবাস সূত্র

১৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি আর্য-আবাস রয়েছে। যেখানে আর্যগণ পূর্বে অবস্থান করেছিলেন, বর্তমানে করছেন এবং ভবিষ্যতে অবস্থান করবেন। সেই দশটি আর্য-আবাস কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পঞ্চ অঙ্গ প্রহীণ হয়, ছয় প্রকার অঙ্গে সুসমৃদ্ধ হয়, ভিক্ষুটি এক প্রকারে রক্ষিত হয়, তার চার প্রকার অবলম্বন থাকে, ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্ত ধারণা অপসৃত হয়, ভিক্ষুটির সর্বতোভাবে স্পৃহা পরিত্যক্ত হয়, সে হয় অনাবিল চিন্তাক্ষম, তার কায়সংস্কার প্রশান্ত হয়, চিত্ত সুবিমুক্ত এবং সে সুবিমুক্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

১৯.৩. হে ভিক্ষুগণ, এই দশটি আর্য-আবাস। যেখানে আর্যগণ পূর্বে অবস্থান করেছিলেন, বর্তমানে করছেন এবং ভবিষ্যতে অবস্থান করবেন।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় আর্য-আবাস সূত্র

২০.১. একসময় ভগবান কুরুরাজ্যের[১] কম্মাসধম্ম নামক নগরে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান "হে ভিক্ষুগণ" বলে ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর জানালে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি আর্য-আবাস রয়েছে। যেখানে আর্যগণ পূর্বে অবস্থান করেছিলেন, বর্তমানে করছেন এবং ভবিষ্যতেও অবস্থান করবেন। সেই দশটি আর্য-আবাস কী কী? যথা :

৩. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পঞ্চ অঙ্গ প্রহীণ হয়, ছয় প্রকার অঙ্গে সুসমৃদ্ধ হয়, ভিক্ষুটি এক প্রকারে রক্ষিত হয়, তার চার প্রকার অবলম্বন থাকে, ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্ত ধারণা অপসৃত হয়, ভিক্ষুটির সর্বতোভাবে স্পৃহা পরিত্যক্ত হয়, সে হয় অনাবিল চিন্তাক্ষম, তার কায়সংস্কার প্রশান্ত হয়, চিত্ত সুবিমুক্ত এবং সে সুবিমুক্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, পঞ্চ অঙ্গ কী কী যা ভিক্ষুর প্রহীণ হয়? ভিক্ষুগণ, যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কামছন্দ প্রহীণ হয়, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (চঞ্চলতা-অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব) প্রহীণ হয়। ভিক্ষুগণ,

---

[১]। কুরুরাজ্যটি হচ্ছে তদনীন্তন ষোলটি মহাজনপদের একটি (D. ii. 200; A. i. 213 etc)। কম্মাসধম্ম নামক কুরুরাজ্যের অন্তর্গত এক নিগমে বা নগরে আলোচ্য সূত্রটি দেশিত হয়। এই কম্মাসধম্ম নগরেই মাগন্ধিয় সুত্ত, আনঞ্জসপ্পায সুত্ত, সম্মোস সুত্ত, অরিযবসা সুত্ত, সতিপট্‌ঠান সুত্তসহ বিভিন্ন সুত্ত দেশিত হয়েছিল।

এরূপে ভিক্ষুর পাঁচটি অঙ্গ প্রহীণ হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ, ছয়টি অঙ্গ কী কী যাতে ভিক্ষু সুসমৃদ্ধ হয়? ভিক্ষুগণ, যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ (দর্শনীয় বিষয়) দর্শন করে সুখানুভব করে না, দুঃখও অনুভব করে না। সে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

এভাবে ভিক্ষুটি কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

এখানে ভিক্ষুটি নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করে তাতে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

ভিক্ষুটি জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদনপূর্বক তাতে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

ভিক্ষুটি কায় দ্বারা কোনো কিছু স্পর্শ করে তাতে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

ভিক্ষুটি মন দ্বারা ধর্মসমূহ (কোন বিষয়) বিজ্ঞাত হয়ে তাতে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুটি ছয়টি অঙ্গে সুসমৃদ্ধ হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, কোন এক প্রকারে ভিক্ষু রক্ষিত হয়? ভিক্ষুগণ, যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি স্মৃতি সুরক্ষার মাধ্যমে প্রশান্তচিত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু এক প্রকারে রক্ষিত হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটির কোন চার প্রকার অবলম্বন থাকে? ভিক্ষুগণ, যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বিবেচনা-সহকারে পন্থানুসরণ করে, বিবেচনা-সহকারে কোনো বিষয় সহ্য করে; বিবেচনা-সহকারে (কোন কিছু) পরিবর্জন বা ত্যাগ করে এবং বিবেচনা-সহকারেই (অকুশলধর্মসমূহ) অপনোদন করে। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটির এ চার প্রকার অবলম্বন থাকে।

৮. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্ত ধারণা অপসৃত হয়? ভিক্ষগণ, এক্ষেত্রে পৃথগ্‌জন বা সাধারণ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের ন্যায় দৃষ্টি; যথা : জগৎ শাশ্বত[১] (নিত্য), জগৎ শাশ্বত নয়[২], জগৎ অনন্ত[৩], জগৎ অনন্ত নয়[৪],

---

[১]। জগৎ শাশ্বত বলতে নিত্য, ধ্রুব, অপরিণাম ধর্মতাকেই বুঝায়। একে শাশ্বতবাদ বলে।

[২]। এটা সাত প্রকার উচ্ছেদবাদের অন্তর্গত।

[৩]। 'সসীমরূপে আত্মা আছে'—এরূপ সিদ্ধান্ত।

[৪]। আত্মার সর্ব ব্যাপকত্ব অর্থাৎ আত্মার পরিধি অনন্ত।

যেই জীব (আত্মা) সেই শরীর[১], যেই জীব সেই শরীর নয়[২], মৃত্যুর পর তথাগত (স্বত্ত্ব বা জীব) থাকে[৩], মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না[৪], মৃত্যুর পর তথাগত থাকেও না আবার থাকে[৫] এবং মৃত্যুর তথাগত থাকে ও না আবার না থাকে তাও না[৬] এরূপ দৃষ্টি বা ধারণা ভিক্ষুটির বিতারিত হয়, পরিত্যক্ত হয়, উদ্‌গীরিত হয়, নিক্ষিপ্ত হয়, প্রহীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্ত ধারণা অপসৃত হয়।

৯. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পরিপূর্ণরূপে আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়? ভিক্ষুগণ; যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কাম-আকাঙ্ক্ষা প্রহীণ হয়, ভব-আকাঙ্ক্ষা প্রহীণ হয়, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়।

১০. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু অনাবিল সংকল্পকারী বা চিন্তাকারী হয়? ভিক্ষুগণ, যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কামচিন্তা প্রহীণ হয়, ব্যাপাদচিন্তা প্রহীণ হয়, বিহিংসাচিন্তা প্রহীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু অনাবিল সংকল্পকারী হয়।

১১. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর কায়সংস্কার প্রশান্ত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ প্রহাণ করে তার পূর্বেকার সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য বিদূরিত করে, অদুঃখ-অসুখ বা সর্ববিধ বিষয়ে উপেক্ষাভাব পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুর কায়সংস্কার প্রশান্ত হয়।

১২. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর চিত্ত সুবিমুক্ত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর চিত্ত রাগ বা আসক্তি হতে মুক্ত হয়, দ্বেষ হতে মুক্ত হয়, মোহ বা অবিদ্যা হতে মুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন হয়।

---

[১]। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ প্রাণী ও ব্রহ্মার অভিন্নত্ব। (অদ্বৈতবাদ)

[২]। 'যেই জীব সেই শরীর নয়' বলতে দ্বৈতবাদকেই বুঝায়। অর্থাৎ আত্মা আর শরীরকে ভিন্ন মনে করাকে দ্বৈতবাদ বলা হয়।

[৩]। তথা হতে আগত অর্থাৎ সেখান হতে আগত বলতে এক ভব হতে অন্য ভবে গমনাগমনশীল সত্ত্বদের বুঝায়। সেহেতু এস্থলে তথাগত শব্দটি সত্ত্ব বা প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। জীবাত্মা মৃত্যুর পর থাকে বলতে শাশ্বতবাদ, সংজ্ঞীবাদ, অসংজ্ঞীবাদ, নৈবসংজ্ঞী-না-সংজ্ঞীবাদকে বুঝায়।

[৪]। 'জীবাত্মা মৃত্যুর পর থাকে না' বলতে নাস্তি বা উচ্ছেদবাদ।

[৫]। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না আবার থাকে'—এটা একাংশ শাশ্বত ও একাংশ উচ্ছেদবাদের অন্তর্গত।

[৬]। 'মৃত্যুর তথাগত থাকেও না আবার না থাকে তাও না'—ইহা অমরাবিক্ষেপবাদের দ্যোতক।

১৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানে যে 'আমার নিকট বিদ্যমান রাগাসক্তি, দ্বেষ ও মোহের মূলোৎপাটন হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় পুনঃ আবির্ভাবে অক্ষম এবং ভবিষ্যতে তা উৎপন্ন হতে পারবে না।'

১৪. ভিক্ষুগণ, যে-সকল আর্যগণ অতীতে আর্য-আবাসে অবস্থান করেছিলেন, তারা সকলেই এই দশ প্রকার আর্য-আবাসেই অবস্থান করেছিলেন; যে-সকল আর্যগণ বর্তমানে আর্য-আবাসে অবস্থান করছেন, তারা সকলেই এই দশ প্রকার আর্য-আবাসেই অবস্থান করছেন এবং যে-সকল আর্যগণ ভবিষ্যতে আর্য-আবাসে অবস্থান করবেন তারাও এই দশ প্রকার আর্য-আবাসেই অবস্থান করবেন।

ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে দশ প্রকার আর্য-আবাস যেখানে আর্যগণ অবস্থান করেছিলেন, করছেন এবং করবেন।" দশম সূত্র।

নাথ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দান—সূত্রসূচি

"শয্যাসন, পঞ্চাঙ্গ, সংযোজন ও চেতোখিল,
অপ্রমাদ, আহুনীয় এথায় হলো বিবৃত;
নাথ, আর্যবাস সূত্র চতুর্গুণে ভাষিত,
দশ সূত্র যোগে হলো নাথ বর্গ সমাপ্ত॥

(৩) ৩. মহাবর্গ

১. সিংহনাদ সূত্র

২১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পশুরাজ সিংহ সায়াহ্নকালে (সন্ধ্যায়) বাসস্থান হতে বের হয়ে জৃম্ভন করে (হাই তুলে)। হাই তুলার পর চারিদিকে অবলোকন করে তিনবার সিংহনাদ বা গর্জন করে। তিনবার নিনাদ করার পর পশুরাজ সিংহ চারণভূমিতে গমন করে। তার কারণ কী? কারণ সে চিন্তা করে যে 'বিপথে বিচরণরত ক্ষুদ্র প্রাণীদের যাতে আমি আক্রমণ না করি।'

২. ভিক্ষুগণ, এখানে 'সিংহ' শব্দটি তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের অপর একটি অধিবচন বা শ্রেষ্ঠার্থসূচক নাম। ভিক্ষুগণ, যখন তথাগত পরিষদে[১]

---

[১]। অর্থকথানুসারে পরিষদ আট প্রকার; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ, চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, মার এবং ব্রহ্মপরিষদ।

ধর্মদেশনা করেন তখন তা হচ্ছে তা সিংহনাদ।

৩. ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার বল বা ক্ষমতা রয়েছে যে-সমস্ত বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র[১] প্রকাশ করেন। সেই দশ প্রকার বল কী কী? যথা :

৪. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে তথাগত স্থানকে স্থানরূপে, অস্থানকে অস্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত অতীত, অনাগত ও ভবিষ্যৎ কর্মের কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে বিপাক সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত সর্বগামী প্রতিপদা (সর্ববিধ গতিগামী মার্গ) যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত জগৎকে অনেক ধাতু ও নানা ধাতুরূপে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত সত্ত্বদের বহুপ্রকার অভিপ্রায় সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞাত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত অন্য সত্ত্বদের (প্রধান সত্ত্ব) অন্য পুদ্গালদের (প্রধান সত্ত্ব হতে হীন) মনোভাব সম্পর্কে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত

---

[১]। ব্রহ্ম অর্থে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম এবং চক্র অর্থে ধর্মচক্র। সেহেতু ব্রহ্মচক্র বলতে শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্রই জ্ঞাতব্য।

শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, অপবিত্রতা, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের

ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব ও স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

৫. ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার বল বা ক্ষমতা; যে-সমস্ত বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরু-গম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।" প্রথম সূত্র।

২. অধিবুত্তি পদ সূত্র

২২.১. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে আনন্দ, যে-সকল ধর্ম সেই সেই মতবাদ অভিজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধির জন্য পরিচালিত করে, আনন্দ, আমি বিশারদের ন্যায় তা জানি। সেই সেই দৃষ্টি (ধারণা) বা অপর আশয় জ্ঞাত হয়ে সেই সেই ধর্ম দেশনা করতে যেরূপ যেরূপভাবে প্রতিপন্ন হবে। যেমন, একজন ব্যক্তির যা আছে তা আছে বলে জ্ঞাত হবে, যা নেই তা নেই বলে জ্ঞাত হবে; হীনকে (হীন ধর্মকে) হীন বলে জ্ঞাত হবে; প্রণীত বা শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞাত হবে, সউত্তরকে সউত্তর বলে জ্ঞাত হবে; অনুত্তরকে অনুত্তর বলে জ্ঞাত হবে। যেরূপ যেরূপে তা জ্ঞাতব্য, দ্রষ্টব্য ও গভীরভাবে উপলব্ধি করণীয় সেই সেইভাবেই তা সে জ্ঞাত হবে, দর্শন করবে ও উপলব্ধি করবে, এরূপ কারণ বিদ্যমান। আনন্দ, এরূপ অনুত্তর জ্ঞান অর্থাৎ তত্রতত্র যথাভূত জ্ঞান হতে অন্য কোনো উত্তরিতর, প্রণীততর, জ্ঞান নাই বলে আমি ঘোষণা করছি।

৩. আনন্দ, দশ প্রকার বল বা ক্ষমতা রয়েছে যে-সমস্ত বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন। সেই দশ প্রকার বল কী কী? যথা :

৪. আনন্দ, এক্ষেত্রে তথাগত স্থানকে স্থানরূপে, অস্থানকে অস্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন। আনন্দ, ইহা তথাগতের এক প্রকার বল, যে বলে

বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত অতীত, অনাগত ও ভবিষ্যৎ কর্মের কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে বিপাক সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত সর্বগামী প্রতিপদা (সর্ববিধ গতিগামী মার্গ) যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত জগৎকে অনেক ধাতু ও নানা ধাতুরূপে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত সত্ত্বদের বহুপ্রকার অভিপ্রায় সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞাত হয়। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত অন্য সত্ত্বদের (প্রধান সত্ত্ব) অন্য পুদ্গলদের (প্রধান সত্ত্ব হতে হীন) মনোভাব সম্পর্কে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, অপবিত্রতা, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম,

এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। আনন্দ, এই যে তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব ও স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

৫. আনন্দ, এই দশ প্রকার বল বা ক্ষমতা; যে-সমস্ত বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরু-গম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. কায় সূত্র

২৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো (অকুশল) ধর্ম আছে যা কায় দ্বারা প্রহাণযোগ্য বাক্য দ্বারা নয়; কোনো কোনো ধর্ম আছে যা বাক্য দ্বারা প্রহাণীয় কায় দ্বারা নয়; কোনো কোনো ধর্ম আছে যা প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনেই প্রহাণতব্য কায় কিংবা বাক্য দ্বারা নয়।

২. ভিক্ষুগণ, কিরূপ ধর্ম আছে যা কায় দ্বারা প্রহাণযোগ্য বাক্য দ্বারা নয়?

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কায়ের দ্বারা সামান্য মাত্রায় অকুশলগ্রস্ত হয়। তা বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীগণ জ্ঞাত হয়ে কায়িক অকুশলগ্রস্ত ভিক্ষুকে এরূপ বলেন, 'হে আয়ুষ্মান, আপনি কায় দ্বারা সামান্য পরিমাণে অকুশলগ্রস্ত হয়েছেন। সেহেতু, আপনি উত্তমরূপে কায়দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে কায়সুচরিত্র অনুশীলন করুন। সে বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীদের দ্বারা এরূপে উপদিষ্ট হয়ে কায়দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে কায়সুচরিত্র অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, সেহেতু ইহাকে বলা হয়—'কায় দ্বারা প্রহাণযোগ্য, বাক্য দ্বারা নয়।'

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপ ধর্ম আছে যা বাক্য দ্বারা প্রহাণীয় কায় দ্বারা নয়?

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বাক্য দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রায় অকুশলগ্রস্ত হয়। তা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা জ্ঞাত হয়ে বাচনিক অকুশলগ্রস্ত ভিক্ষুকে এরূপ বলেন, 'হে আয়ুষ্মান, আপনি বাক্য দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রায় অকুশল প্রাপ্ত হয়েছেন। সেহেতু, আপনি উত্তমরূপে বাচনিক দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত্র অনুশীলন করুন। সে বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীদের দ্বারা এরূপে উপদিষ্ট হয়ে বাচনিক দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত্র অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, সেহেতু ইহাকে বলা হয়—'বাক্য দ্বারা প্রহাণযোগ্য কায় দ্বারা নয়।'

৪. ভিক্ষুগণ, কিরূপ ধর্ম আছে যা প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনেই প্রহাণতব্য কায় কিংবা বাক্য দ্বারা নয়?

ভিক্ষুগণ, লোভ হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম। দ্বেষ-মোহ ও হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম। ক্রোধ, উপনাহ (দোষ অন্বেষণ), ম্রক্ষ (অন্যের নিন্দকারী), পলাস (ঘৃণা), মাৎসর্য (কৃপণতা) এ সমস্তও হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পাপ-ঈর্ষা (পরশ্রীকারতা) হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, পাপ-ঈর্ষা কিরূপ? যেমন, গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য

বৃদ্ধি পেলে তথায় কোনো কোনো দাস বা অনাহারীর এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় যে 'অহো, গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রের যাতে ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য বৃদ্ধি না হয়।' আবার, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথেচ্ছা লাভ করলে অন্যান্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় যে 'অহো, এরা চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথেচ্ছা লাভ না করুক।' ভিক্ষুগণ, একেই পাপ-ঈর্ষা বলে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পাপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, পাপ ইচ্ছা কিরূপ? যেমন, জগতে কোনো কোনো বীতশ্রদ্ধ ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে শ্রদ্ধাবান বলে জানুক'; কোনো কোনো দুঃশীল ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে শীলবান বলে জানুক'; কোনো কোনো অল্পশ্রুত ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে বহুশ্রুত বলে জানুক'; কোনো কোনো সংঘপ্রিয় ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে প্রবিবেকসম্পন্ন (নির্জনবিহারী) বলে জানুক'; কোনো কোনো হীনবীর্য ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে আরব্ধবীর্যবান বলে জানুক'; কোনো কোনো (ধর্মবিনয়ে) অমনোযোগী ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে মনোযোগী বলে জানুক'; কোনো কোনো অসমাহিত চিত্তসম্পন্ন ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে সমাহিত চিত্তসম্পন্ন বলে জানুক'; কোনো কোনো দুষ্প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে প্রজ্ঞাবান বলে জানুক'; কোনো কোনো আসবযুক্ত বা আসক্তিপরায়ণ ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করে যে 'আমাকে সকলে (বিষয় আশয়ে) অনাসব বা আসবমুক্ত বলে জানুক।' ভিক্ষুগণ, ইহাকে পাপ ইচ্ছা বলে। ভিক্ষুগণ, এগুলো হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণীয় ধর্ম।

৫. যদি ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ বিহ্বল (অভিভূত) করে বিচলিত করে; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ বিহ্বল (অভিভূত) করে বিচলিত করে; ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা ও পাপ-আকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল (অভিভূত) করে বিচলিত করে; তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না।

সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে বিচলিত করে।' তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে বিচলিত করে।'

৬. যদি ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ বিহ্বল না করে বিচলিত না করে; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ বিহ্বল না করে বিচলিত না করে; ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা ও পাপ-আকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল না করে ও বিচলিত না করে; তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে

জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং বিচলিত করে না।' তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং বিচলিত করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং বিচলিত করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং বিচলিত করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।" তৃতীয় সূত্র।

৪. মহাচুন্দ সূত্র

২৪.১. একসময় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ[১] সব্রহ্মচারীদের সহিত চেতী-তে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ সমবেত ভিক্ষুদের "আবুসোগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো" বলে ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর মহাচুন্দ এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসোগণ, জ্ঞান-সংক্রান্ত আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি ও দর্শন করেছি।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে স্থিত হয়; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়। তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

---

[১]। **মহাচুন্দ** ছিলেন ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সারিপুত্রের পরে প্রব্রজিত হয়ে তারই আশ্রয়ে ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্বফল লাভ করেন (থেরগাথা, পৃ. ১৫৮)। পালি সাহিত্যে মহাচুন্দ, চূলচুন্দ এবং চুন্দ সমনুদ্দেস নামে তিনটি নামের ব্যবহার রয়েছে। অর্থকথাচার্যদেরও এই তিনটি নাম নিয়ে সংশয়াপন্ন হতে দেখা যায়। বিস্তৃতার্থ দেখুন—*Pali Proper Names by G.P.Malalasekera,Vol.1.Page no. 878.*

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

৩. আবুসোগণ, ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে স্থিত হয়; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়। তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

৪. আবুসো ভিক্ষুগণ, জ্ঞান ও ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, আমি ধর্ম দর্শন করেছি; আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে স্থিত হয়; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়। তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

৫. যেমন, আবুসোগণ, দরিদ্র পুরুষ সমৃদ্ধিতার কথা বলে; ধনহীন পুরুষ ধন সম্পদ-বিষয়ক আলাপ করে এবং অভোগী পুরুষ ভোগ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে। ধনবৃদ্ধির উপলক্ষ সৃষ্টি হলে এবং ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য লাভের সুযোগ আসলেও সে তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। অন্যরা তাকে এরূপে জানতে পারে যে এই দরিদ্র পুরুষ সমৃদ্ধিতার কথা বলে, ধনহীন পুরুষ ধনসম্পদ-বিষয়ক আলাপ করে এবং এই অভোগী পুরুষ ভোগ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে। তার কারণ কী? কেননা এই ব্যক্তি ধনবৃদ্ধির উপলক্ষ সৃষ্টি হলে এবং ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য লাভের সুযোগ আসলেও সে তা অর্জনে ব্যর্থ হয়।'

৬. এরূপেই আবুসোগণ, জ্ঞান ও ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, আমি ধর্ম দর্শন করেছি; আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে স্থিত হয়; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ-

আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়। তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

৭. আবুসোগণ, জ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয় আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি ও দর্শন করেছি।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই

ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না। তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়

না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

৮. আবুসোগণ, ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না। তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা

প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

৯. আবুসো ভিক্ষুগণ, জ্ঞান ও ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, আমি ধর্ম দর্শন করেছি; আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না। তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না।

সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

১০. যেমন, আবুসোগণ, আঢ্য পুরুষ সমৃদ্ধিতার কথা বলে, ধনবান পুরুষ ধন-সম্পদ-বিষয়ক আলাপ করে এবং ভোগবান পুরুষ ভোগ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে। সে ধনবৃদ্ধির উপলক্ষ সৃষ্টি হলে এবং ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য লাভের সুযোগ আসলেও সে তা অর্জনে সক্ষম হয়। অন্যরা তাকে এরূপে জানতে পারে যে 'এই সমৃদ্ধ পুরুষ সমৃদ্ধিতার কথা বলে, এই ধনবান পুরুষ ধন-সম্পদ-বিষয়ক আলাপ করে এবং এই ভোগবান পুরুষ ভোগ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে। তার কারণ কী? এই ব্যক্তি অধিকন্তু ধনবৃদ্ধির উপলক্ষ সৃষ্টি হলে এবং ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য লাভের সুযোগ আসলেও সে তা অর্জনে সক্ষম হয়।

১১. এরূপেই আবুসোগণ, জ্ঞান ও ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, আমি ধর্ম দর্শন করেছি; আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎসর্য, পাপ-ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না। তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ-আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।” চতুর্থ সূত্র।

৫. কৃৎস্ন সূত্র

২৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার কৃৎস্ন আয়তন আছে। সেই দশ প্রকার কৃৎস্ন আয়তনসমূহ কী কী? যেমন :

কেউ কেউ পৃথিবী-কৃৎস্নকে ঊর্ধ্বে, অধেঃ, চারিপাশে, অদ্বৈতরূপে এবং অপ্রমাণভাবে জানে; কেউ কেউ আপ বা জল-কৃৎস্নকে ঊর্ধ্বে, অধেঃ, চারিপাশে, অদ্বৈতরূপে এবং অপ্রমাণভাবে জানে; তেজ-কৃৎস্ন, বায়ু-কৃৎস্ন,

নীল-কৃৎস্ন, পীত বা হলুদ-কৃৎস্ন, লোহিত বা লাল-কৃৎস্ন, শ্বেত বা সাদা-কৃৎস্ন, আকাশ-কৃৎস্ন এবং বিজ্ঞান-কৃৎস্নকেও ঊর্ধ্বে, অধেঃ, চারিপাশে, অদ্বৈতরূপে এবং অপ্রমাণভাবে জানতে পারে।

ভিক্ষুগণ, এ সকল হচ্ছে দশ কৃৎস্ন আয়তন।" পঞ্চম সূত্র।

৬. কালী সূত্র

২৬.১. একসময় মহাকাত্যায়ন[১] অবন্তী প্রদেশের[২] কুরুরঘরের সন্নিকটস্থ পবত্ত নামক পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর কুরুরঘরের জনৈক কালী[৩] নাম্নী উপাসিকা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই কুরুরঘরের কালী নাম্নী উপাসিকা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক কুমারী প্রশ্নে বলা হয়েছে যে

'প্রিয় ও সুখরূপ সেনাদল করে পরাজিত,
সদর্থ ও হৃদয়ের শান্তি আমার হয়েছে অর্জিত;
একাকী নিরালায় করে ধ্যান হয়েছি সুখ প্রাপ্ত,
তাই অন্যের সাথে নই আমি কদাচ সম্পৃক্ত।
পারস্পারিক মিত্র বন্ধন যত প্রকার হয়,
সেরূপ বন্ধন আমাতে মানানসই নয়।'

---

[১]। **মহাকাত্যায়ন স্থবির** সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল (অঙ্গুত্তরনিকায়, এক নিপাত, ৩০ পৃ. অনু. সুমঙ্গল বড়ুয়া)। বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। উজ্জেনীর রাজা চন্ডপ্রদ্যোতের পুরোহিতের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণময় দেহবর্ণের জন্য কাঞ্চন মানব এবং গোত্রের নাম কচ্চান বা কাত্যায়ন হওয়ায় তিনি কাত্যয়িন নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপাদান গ্রন্থ, ২য় খণ্ডে দেখা যায়, কাত্যায়ন স্থবিরের পিতার নাম তিরীটিবচ্ছ বা তিদিববচ্ছ এবং মাতার নাম চন্দপদুম। ৩১৮ পৃ. থেরগাথায় বিস্তৃতার্থ দ্রষ্টব্য।

[২]। **অবন্তী**—বুদ্ধের সময়ে প্রসিদ্ধ রাজতান্ত্রিক চারটি রাজ্যের মধ্যে এটি একটি। অপর তিনটি হল মগধ, কোশল ও বংশ বা বত্স। অবন্তীও ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে অন্যতম। এর রাজধানী হল **উজ্জেনী** কিন্তু দীর্ঘনিকায়, ২য় খণ্ডের সূত্রানুযায়ী, **মহিস্সতি** ছিল এর সমসাময়িক রাজধানী। মূলত অবন্তী উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরের রাজধানী উজ্জেনী এবং দক্ষিণের রাজধানী ছিল **মহিস্সতি**। তথ্যসূত্র : Bhandarkar: Carmichael Lectures (1918), p. 54.

[৩]। ইনি ছিলেন বৌদ্ধ মহিলাদের মধ্যে অগ্র স্রোতাপন্নালাভী। অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড, ১৩৩; সংযুক্তনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড, ২০৮। কুরুরঘরিকা নামেও ইনি ছিলেন পরিচিত। সোণকুটিকন্ন-এর মাতা হতেন কুরুরঘরিকা কালী।

ভন্তে, ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কিরূপ?

৩. "হে ভগ্নী, পৃথিবী-কৃৎস্ন সমাপত্তিতে সুদক্ষ কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তা দ্বারা (সেই সমাপত্তি দ্বারা) তাদের মঙ্গল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান সেই পৃথিবী-কৃৎস্ন সমাপত্তির চূড়ান্ত অবস্থান পর্যন্ত জ্ঞাত হয়েছিলেন। তা জ্ঞাত হয়ে ভগবান তার মূল তলিয়ে দেখলেন, সেই বিষয়ের যাবতীয় আদীনব বা দোষ বিচার করে দেখলেন, তার নিঃসরণ বা মুক্তির বিষয় দেখতে পেলেন এবং মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শন বিবেচনাপূর্বক দেখতে পেলেন। সেরূপে মূল, আদীনব, নিঃসরণ এবং মার্গ-অমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শনহেতু ভগবানের সদর্থ বা নিজ মঙ্গল সাধিত হয়েছে এবং হৃদয়ের শান্তি প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভগ্নী, জল-কৃৎস্ন, তেজ-কৃৎস্ন, বায়ু-কৃৎস্ন, নীল-কৃৎস্ন, পীত-কৃৎস্ন, লোহিতকৃৎস্ন ওদাত বা শ্বেত-কৃৎস্ন, আকাশ-কৃৎস্ন এবং বিজ্ঞান-কৃৎস্ন সমাপত্তিতেও সুদক্ষ কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তা দ্বারা তাদের মঙ্গল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান সেই কৃৎস্ন সমাপত্তিসমূহের চূড়ান্ত অবস্থান পর্যন্ত জ্ঞাত হয়েছিলেন। তা জ্ঞাত হয়ে ভগবান তার মূল তলিয়ে দেখলেন, সেই বিষয়ের যাবতীয় আদীনব বা দোষ বিচার করে দেখলেন, তার নিঃসরণ বা মুক্তির বিষয় দেখতে পেলেন এবং মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শন বিবেচনাপূর্বক দেখতে পেলেন। সেরূপে মূল, আদীনব, নিঃসরণ এবং মার্গ-অমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শনহেতু ভগবানের সদর্থ বা নিজ মঙ্গল সাধিত হয়েছে এবং হৃদয়ের শান্তি প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভগ্নী, এ কারণে ভগবান কর্তৃক কুমারী-প্রশ্নে বলা হয়েছে যে—

'প্রিয় ও সুখরূপ সেনাদল করে পরাজিত,
সদর্থ ও হৃদয়ের শান্তি আমার হয়েছে অর্জিত;
একাকী নিরালায় করে ধ্যান হয়েছি সুখ প্রাপ্ত,
তাই অন্যের সাথে নই আমি কদাচ সম্পৃক্ত।
পারস্পারিক মিত্র বন্ধন যত প্রকার হয়,
সেরূপ বন্ধন আমাতে মানানসই নয়।'

ভগ্নী, ভগবান কর্তৃক ভাষিত এই সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ এরূপেই জানা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. মহাপ্রশ্ন সূত্র

২৭.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে

অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বহু সংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—'আমরা শ্রাবস্তীতে অতি শীঘ্র পিণ্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হয়েছি। সেহেতু যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রম রয়েছে আমরা এখন সেখানেই গমন করি।'

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে প্রীতিপূর্ণ কথা বললেন। প্রীতিপূর্ণ কথা ও কুশল বিনিময় করে ভিক্ষুগণ একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুদের সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

২. "হে বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম নিজ শ্রাবক বা শিষ্যদের এরূপে ধর্মদেশনা করেন যে 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে (এই ধর্মবিনয়ে) আগমনপূর্বক সর্ববিধ ধর্ম (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হও; সর্ববিধ ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর।'

বন্ধুগণ, আমরাও নিজ নিজ শ্রাবকদের এরূপ ধর্মদেশনা করে থাকি; যথা : 'হে আবুসোগণ, তোমরা এখানে (এই ধর্মবিনয়ে) আগমনপূর্বক সর্ববিধ ধর্ম (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হও; সর্ববিধ ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর।'

বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে গৌতম ও আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের মধ্যে কে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন? কে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ? এবং এক্ষেত্রে গৌতম ও আমাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যই বা কী?"

৩. অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষণ আনন্দ-সহকারে গ্রহণও করলেন না আবার নিন্দাও করলেন না। অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষণ আনন্দ-সহকারে গ্রহণ না করে এবং নিন্দাও না করে 'এই ভাষণের অর্থ ভগবান বুদ্ধের নিকট হতে জ্ঞাত হবো' এরূপ চিন্তা করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তার পর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ করে আহারকৃত্য শেষ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪. "ভন্তে, আমরা পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর সাথে

নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। তখন আমাদের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো যে 'আমরা শ্রাবস্তীতে অতি শীঘ্র পিণ্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হয়েছি। সেহেতু যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রম রয়েছে আমরা এখন সেখানেই গমন করব।

অতঃপর আমরা যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে প্রীতিপূর্ণ কথা বলি। প্রীতিপূর্ণ কথা এবং কুশল বিনিময়ের পর একপার্শ্বে উপবেশন করি। একান্তে উপবেশনের পর সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আমাদেরকে এরূপ বললেন :

৫. "হে বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম নিজ শ্রাবক বা শিষ্যদের এরূপে ধর্মদেশনা করেন যে 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে (এই ধর্মবিনয়ে) আগমনপূর্বক সর্ববিধ ধর্ম (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হও; সর্ববিধ ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর।'

বন্ধুগণ, আমরাও নিজ নিজ শ্রাবকদের এরূপ ধর্মদেশনা করে থাকি; যথা 'হে আবুসোগণ, তোমরা এখানে (এই ধর্মবিনয়ে) আগমনপূর্বক সর্ববিধ ধর্ম (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হও; সর্ববিধ ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর।'

বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে গৌতম ও আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের মধ্যে কে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন? কে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ? এবং এক্ষেত্রে গৌতম ও আমাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যই বা কী?"

অতঃপর ভন্তে, সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষণ অভিনন্দন না করে ও নিন্দা না করে—'ভগবানের নিকট এই ভাষণের অর্থ জ্ঞাত হব' এরূপ চিন্তা করে আসন হতে উঠে সেখান হতে প্রস্থান করেছিলাম।"

৬. "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ বাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে তোমাদের এরূপ বলা উচিত; যথা : 'হে আবুসোগণ, একটি প্রশ্ন, এক প্রকার উদ্দেশ (অর্থ) ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে; দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে; তিনটি প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে; চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে; পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে; ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে; সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে; আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে; নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে; এবং দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে। ভিক্ষুগণ, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে অন্যতীর্থিয়

পরিব্রাজকেরা তার যথার্থ অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না অধিকন্তু, বিরক্ত হবে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, আমি বলি তা তাদের বোধ শক্তির অতীত। ভিক্ষুগণ, তথাগত, তথাগতের শ্রাবকগণ কিংবা এই ধর্মবিনয় হতে শ্রবণ ব্যতীত দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মালোক ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন কাকেও আমি দেখছি না, যে এই প্রশ্নসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদানে মনঃতুষ্টি সাধন করতে পারে।

১০. ভিক্ষুগণ, এই যে একটি প্রশ্ন, এক প্রকার অর্থ ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ধর্মে (বিষয়ে) ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই এক প্রকার ধর্ম কী? যথা : 'সকল সত্ত্ব বা জীব আহারের দ্বারাই স্থিত।' ভিক্ষুগণ, এই এক প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে একটি প্রশ্ন, এক প্রকার অর্থ ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, দুই প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই দুই প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'নাম ও রূপ।' ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তিন প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই তিন প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'তিন প্রকার বেদনা (সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা)।' ভিক্ষুগণ, এই তিন

প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, তিন প্রকার প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'চতুর্বিধ আহার।' ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'পঞ্চবিধ উপাদান স্কন্ধ।' ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন।' ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন

করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, সাত প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই সাত প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'সাত প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি।' ভিক্ষুগণ, এই সাত প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, আট প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই আট প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'অষ্ট লোকধর্ম।' ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, নয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই নয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'নয় প্রকার সত্ত্বাবাস।' ভিক্ষুগণ, এই নয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই দশ প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'দশবিধ অকুশলকর্ম পথ।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় মহাপ্রশ্ন সূত্র

২৮.১. একসময় ভগবান কজঙ্গলের বেলুবনে[১] অবস্থান করছিলেন। সেই সময় কজঙ্গলের স্থানীয় বহু উপাসক যেখানে কজঙ্গলের ভিক্ষুণী (সেই নগরের জনৈকা প্রব্রজিতা) অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন। সেই উপাসকেরা তথায় উপস্থিত হয়ে কজঙ্গলের ভিক্ষুণীকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট উপাসকেরা সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বললেন :

২. "হে আর্যা, ভগবান কর্তৃক মহাপ্রশ্নে বলা হয়েছে যে 'একটি প্রশ্ন, এক প্রকার উদ্দেশ (অর্থ) ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে; দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে; তিনটি প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে; চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে; পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে; ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে; সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে; আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে; নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে; এবং দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' আর্যা, ভগবানেই এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃতার্থ কী?"

৩. "গৃহপতিগণ, আমি ইহার বিস্তৃতার্থ ভগবানের নিকট হতে, ভাবিতমনা ভিক্ষুদের (অর্হৎ) নিকট হতে সম্মুখ শ্রবণ করি নাই ও প্রতিগ্রহণ

---

[১]। এই বেলুবনে ভগবান মাত্র একবারই অবস্থান করেছিলেন। কজঙ্গল-এর ভিক্ষুণীর সম্বন্ধে অবদান সতক-এ বিস্তৃতার্থ দেখা যায়।

করি নাই। তথাপি আমি এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃতার্থ যা মনে করি তা এখন বিবৃত করব। আপনারা উত্তমরূপে তা শ্রবণ করুন মনোনিবেশ করেন। "হ্যাঁ আর্যা" বলে সেই উপাসকেরা ভিক্ষুণীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভিক্ষুণী এরূপ বললেন :

৪. "গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'একটি প্রশ্ন, এক প্রকার অর্থ ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, এক প্রকার ধর্মে (বিষয়ে) ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই এক প্রকার ধর্ম কী? যথা : 'সকল সত্ত্ব বা জীব আহারের দ্বারাই স্থিত।' গৃহপতিগণ, এই এক প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'একটি প্রশ্ন, এক প্রকার অর্থ ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, দুই প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই দুই প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'নাম ও রূপ।' গৃহপতিগণ, এই দুই প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'তিন প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, তিন প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই তিন প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'তিন প্রকার বেদনা (সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা)।' গৃহপতিগণ, এই তিন প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে

বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'তিন প্রকার প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, চার প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'চতুর্বিধ আহার।' গৃহপতিগণ, এই চার প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, পাঁচ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'পঞ্চবিধ উপাদান-স্কন্ধ।' গৃহপতিগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, ছয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ

কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন।' গৃহপতিগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, সাত প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই সাত প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :'সাত প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি।' গৃহপতিগণ, এই সাত প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, আট প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই আট প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'অষ্ট লোকধর্ম।' গৃহপতিগণ, এই আট প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, নয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ

কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই নয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'নয় প্রকার সত্ত্বাবাস।' গৃহপতিগণ, এই নয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে : 'নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, দশ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। সেই দশ প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'দশবিধ অকুশল-কর্মপথ।' গৃহপতিগণ, এই দশ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

৫. হে গৃহপতিগণ, আমি বুদ্ধ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃতার্থ এরূপই মনে করি। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তথাগতের নিকট গমনপূর্বক এই ভাষণের বিস্তৃতার্থ পুনঃ জিজ্ঞাসা করুন। তথাগত আপনাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন সেরূপ অর্থই অবধারণ করুন।"

'তা-ই হোক আর্যা' বলে সেই উপাসকেরা ভিক্ষুণীর ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রদক্ষিণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভাগবানকে অভিবাদনপূর্বক তারা একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে সেই উপাসকেরা কজঙ্গলের ভিক্ষুণীর সাথে আলাপ আলোচনার বিষয় আদ্যোপান্ত বুদ্ধকে জানালেন।

(অতঃপর ভগবান বললেন :)

৬. "উত্তম হে গৃহপতিগণ, অতি উত্তম। কজঙ্গল নিবাসী ভিক্ষুণী অত্যন্ত পণ্ডিত ও মহাপ্রজ্ঞাবতী। গৃহপতিগণ, আপনারা যদি এই আসনে উপবিষ্টাবস্থায় এখন তা পুনরায় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি তা সেরূপেই ব্যাখ্যা করব, যেরূপে কজঙ্গল নিবাসী ভিক্ষুণী করেছে। এর

অর্থ তদনুরূপই ধারণ করুন।” অষ্টম সূত্র।

৯. কোশল সূত্র

২৮.১. হে ভিক্ষুগণ, কাসি-কোশল[১] রাজ্য যতদূর বিস্তৃত, যতদূর পর্যন্ত কোশলরাজ প্রসেনজিতের[২] বিজিত রাজ্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসেনজিৎ কোশলই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, কোশলরাজ প্রসেনজিতেরও বিনাশ ও বিপরিণাম বিদ্যমান। এরূপ দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক তৎপ্রতি বিরক্ত (বিরাগ) হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

২. ভিক্ষুগণ, যতদূর পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্য চারিদিকে মণ্ডলাকারে গমন করে এবং সর্বদিক তাদের আলোয় আলোকিত হয়, ঠিক তদ্দূর পর্যন্ত জগৎ সহস্রভাগে বিভক্ত। সেই সহস্র জগতে সহস্র চন্দ্র, সহস্র সূর্য, সহস্র সিনেরু পর্বতরাজ, সহস্র জম্বুদ্বীপ, সহস্র অপরগোয়ান, সহস্র উত্তরকুরু, সহস্র পূর্ববিদেহ, চারি সহস্র মহাসমুদ্র, চারি সহস্র মহারাজ, সহস্র চতুর্মহারাজিক, সহস্র ত্রয়োত্রিংশ, সহস্র যাম, সহস্র তুষিত, সহস্র নির্মাণরতী, সহস্র পরনির্মিত বশবর্তী ও সহস্র ব্রহ্মালোক[৩] বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, সেই সহস্র

---

[১]। কোশলার অধিকৃত ছিল **কোশলরাজ্যটি**। এটা মগধের উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং কাশী রাজ্যের পরে অবস্থিত ছিল। তদানীন্তন ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে এটা দ্বিতীয় ছিল (অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃ. ৪র্থ খণ্ড, ২৫২ পৃ. ইত্যাদি)। বুদ্ধের সময়ে এই রাজ্য প্রসেনজিৎ রাজার মহানুভবে অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সে সময়ে কাশী জনপদ ছিল কোশলের অধীনে। প্রসঙ্গে জাতকের ২খণ্ড, ২৩৭ এবং ৪র্থ খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, মহাকোশলের কন্যা এবং প্রসেনজিতেরবোন কোশলদেবীকে যখন মগধরাজ বিম্বিসার বিবাহ করেন তখন তিনি উপঢৌকন হিসেবে কাশীর অন্তর্গত একটি গ্রাম পান। কোশল ও কাশীর মধ্যকার যুদ্ধ যে অত্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাতক ২য় খণ্ড, ২১; ৩য় খণ্ড, ১১৫, ২১১ এবং ৫ম খণ্ড, ৩১৬, ৪২৫ প্রভৃতিতে।

[২]। **প্রসেনজিৎ**—ইনি ছিলেন কোশল রাজ্যের রাজা এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি ছিলেন মহাকোশল রাজার পুত্র। লিচ্ছবী মহালী ও মল্ল যুবরাজ বন্ধুলসহ প্রসেনজিৎ তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করেন। শিক্ষা সমাপনে প্রত্যাবর্তনের পর প্রসেনজিতের বিদ্যা-কলা-কৌশল নৈপুণ্যে পিতা মহাকোশল সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাজরূপে অভিসিক্ত করেন (ধর্মপদ অর্থকথা, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ.)।

[৩]। **ব্রহ্মলোক**—ব্রহ্মাগণের জগৎকে ব্রহ্মালোক বলা হয়। ব্রহ্মালোকের মধ্যে ‘প্রজাপতি’ হতে ‘বিভূ’ পর্যন্ত ১৬ প্রকার রূপলোক এবং ‘আকাশ অনন্ত আয়তন’ হতে ‘নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা আয়তন’ পর্যন্ত ৪ প্রকার অরূপ ব্রহ্ম ভূমি রয়েছে। ব্রহ্মালোক হচ্ছে কাম বিবর্জিত

লোকধাতু বা জগতের মধ্যে মহাব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মারও বিনাশ ও বিপরিণাম বিদ্যমান। এরূপ দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

৩. ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন এই জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মহাপ্রলয় কালে জগতের বহুসংখ্যক সত্ত্ব আভাস্বর ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়। সেখানে তারা মনোময়, প্রীতি আস্বাদনকারী, স্বয়ং প্রভাস্বর, অন্তরীক্ষচর ও যশস্বী হয়ে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, জগতের মহাপ্রলয়কালে প্রভাস্বর ব্রহ্মাগণ সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, আভাস্বর ব্রহ্মাদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম বিদ্যমান। এরূপ দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

৪. ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার কৃৎস্ন আয়তন রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : একজন পৃথিবী-কৃৎস্নকে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, অযুগ্ম এবং অপ্রমাণভাবে জানে; এভাবে একজন আপ বা জল, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আকাশ এবং বিজ্ঞান-কৃৎস্নকে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, অযুগ্ম এবং অপ্রমাণভাবে জানে। এই দশ প্রকারই হচ্ছে কৃৎস্ন আয়তন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার কৃৎস্ন আয়তনের মধ্যে বিজ্ঞান-কৃৎস্ন আয়তনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যা একজন ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, অযুগ্ম এবং অপ্রমাণভাবে জানে। ভিক্ষুগণ, এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বগণ বিদ্যমান। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

৫. ভিক্ষুগণ, আট প্রকার অভিভূ-আয়তন রয়েছে। সেই আট প্রকার কী

স্থান। ব্রহ্মালোকে কোন নারী রূপ উৎপন্ন হয় না (ধর্মপদ অর্থকথা, ১ম খণ্ড,২৭০ পৃ.)। ইহলোকে নারীদের মধ্যে যারা ধ্যানবল প্রাপ্ত হন, তারা দেহান্তে পুরুষাকারে ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হন। বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যতীত বহু মুনি-ঋষিদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির বিষয় জাতক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে দেখা যায় (জাতক, ২য় খণ্ডের ৪৩, ৬৯, ৯০ নং; ৫ম খণ্ডের ৯৮ নং প্রভৃতি)। ভাবনা বা চিত্তের একাগ্রতা অর্জনের মাধ্যমে বক ব্রহ্মার ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও কোনো কোনো জনের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির ঘটনাও দেখা যায়। তথ্যসূত্র : মধ্যমনিকায়, মূল পঞ্চাশক।

কী? যথা এক্ষেত্রে একজন নিজমধ্যে (অধ্যাত্ম) রূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক সীমাবদ্ধ সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে প্রথম অভিভূ-আয়তন।

একজন অধ্যাত্ম রূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক অপ্রমাণ সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন।

একজন অধ্যাত্ম অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক সীমাবদ্ধ সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে তৃতীয় অভিভূ-আয়তন।

একজন অধ্যাত্ম অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক অপ্রমাণ সুবর্ণ-দুর্বর্ণ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে চতুর্থ অভিভূ-আয়তন।

একজন নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক নীল, নীলরঙ্গা, নীল চিহ্নসম্পন্ন ও উজ্জ্বল নীলাভ রূপসমূহ দর্শন করে। অতসী ফুল[১] যেমন নীল, নীলরঙ্গা, নীলচিহ্ন এবং উজ্জ্বল নীলাভ কিংবা বেনারসীর নীলরঙ্গা মসলিন কাপড় যেমন উভয় অংশেই নীল, নীলরঙ্গা, নীল চিহ্নসম্পন্ন এবং উজ্জ্বল নীলাভ; ঠিক তদ্রুপ সে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক নীল, নীলরঙ্গা, নীল চিহ্নসম্পন্ন ও উজ্জ্বল নীলাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে পঞ্চম অভিভূ-আয়তন।

একজন নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক পীত, পীতরঙ্গা, পীতচিহ্ন ও পীতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। কর্ণিকার ফুল যেমন পীত (স্বর্ণালী), পীতরঙ্গা, পীত চিহ্ন ও পীতাভ; ঠিক তদ্রুপ সে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক পীত, পীতরঙ্গা, পীত চিহ্ন ও পীতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন।

একজন নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক লোহিত, লোহিতরঙ্গা, লোহিতচিহ্ন ও রক্তাভ রূপসমূহ দর্শন করে। বন্ধুজীবক ফুল (বা চীনা গোলাপফুল) যেমন লোহিত, লোহিতরঙ্গা, লোহিত চিহ্ন ও রক্তাভ; ঠিক তদ্রুপ সে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক লোহিত, লোহিতরঙ্গা,

---

[১]। মসিনা বা শণফুল। একজাতীয় নীল বর্ণের ফুল।

লোহিত চিহ্ন ও রক্তাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে সপ্তম অভিভূ-আয়তন।

একজন নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক শ্বেত, শ্বেতরঙ্গা, শ্বেত চিহ্ন ও শ্বেতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। শুকতারা যেমন শ্বেত, শ্বেতরঙ্গা, শ্বেতচিহ্ন ও শ্বেতাভ; ঠিক তদ্রুপ সে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক শ্বেত, শ্বেতরঙ্গা, শ্বেত চিহ্ন ও শ্বেতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে অষ্টম অভিভূ-আয়তন। ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকার হচ্ছে অভিভূ-আয়তন। ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকারের মধ্যে সে-ই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ যে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক শ্বেত, শ্বেতরঙ্গা, শ্বেত চিহ্ন ও শ্বেতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎসমস্ত আয়ত্ত করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ভিক্ষুগণ, এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বগণ বিদ্যমান। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

৬. ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা (বা আচরণের পন্থা) চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : দুঃখকর অথচ মন্থর গতিসম্পন্ন পন্থা বা প্রতিপদা, দুঃখকর অথচ ক্ষীপ্র গতিময় পন্থা, সুখকর অথচ মন্থর গতিসম্পন্ন পন্থা এবং সুখকর অথচ ক্ষীপ্র গতিশীল পন্থা। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে প্রতিপদা বা পন্থা। এই চার প্রকার পন্থার মধ্যে সুখকর অথচ ক্ষীপ্র গতিশীল পন্থাই উৎকৃষ্ট। এরূপ পন্থা অনুশীলনকারী সত্ত্বও বিদ্যমান। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এরূপ পন্থায় প্রতিপন্ন সত্ত্বগণেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

৭. ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : কেউ কেউ 'সীমাবদ্ধ' (বা সামান্য) এরূপ জ্ঞান লাভ করে, আবার কেউ কেউ 'বিস্তৃত' (বা ব্যাপক) এরূপ জ্ঞান লাভ করে, কেউ কেউ 'অপ্রমাণ' (বা অপরিমিত) এরূপ জ্ঞান লাভ করে, আবার কেউ কেউ 'শূন্যতা ব্যতীত কিছুই নাই' এরূপ জ্ঞান লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে সংজ্ঞা। এই চার প্রকার

সংজ্ঞার মধ্যে যে 'শূন্যতা ব্যতীত কিছুই নাই' এরূপ জ্ঞান লাভ করে, সেই উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বও জগতে বিদ্যমান। কিন্তু, এমন সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

৮. ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ের বাইরে এমন মতবাদীদের মধ্যে এরূপ ধারণাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়; যথা :

'পূর্ব কর্ম না হলে মোর,
হতো না এই দেহ-ধর!
অনাগতে জন্ম না হলে আর
কিবা হবে ভবিষ্যতে আমার!!'

ভিক্ষুগণ, এরূপ ধারণা পোষণকারী জনের নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে 'ভবের (উৎপত্তি বা সংসার) মধ্যে যে অপ্রতিকূলতা রয়েছে তার নিকট তা পুনঃ উৎপন্ন হবে না এবং ভব-নিরোধে যে প্রতিকুল্যতা রয়েছে তা-ও তার নিকট উৎপন্ন হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপ ধারণা পোষণকারী সত্ত্ব বিদ্যমান। কিন্তু, এরূপ সত্ত্বগণেরও বিনাশ ও অন্যথাভাব ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

৯. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা পরমার্থ (শ্রেষ্ঠ বা যথার্থ) বিশুদ্ধি প্রচার করেন। এদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচ্য যারা সর্বতোভাবে আকিঞ্চন-আয়তন ('কিছুই নাই'-এরূপ) অতিক্রমপূর্বক নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন অবস্থা লাভ করে অবস্থান করেন। তারা তা উপলব্ধি ও সাক্ষাৎ করার জন্য অপরকে ধর্মোপদেশ দেন। ভিক্ষুগণ, এরূপ মতবাদী সত্ত্বগণও বিদ্যমান। কিন্তু এমন মতাবলম্বীদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী!

১০. ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা ইহজীবনেই পরম নির্বাণপদ প্রচার করেন। এদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা ছয় প্রকার স্পর্শ-আয়তনের সমুদয় বা উৎপত্তি, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব (বা দোষ)

এবং নিঃসরণ (মুক্তি) যথার্থভাবে জ্ঞাত হয়ে উপাদানহীন বিমোক্ষ প্রচার করেন। আর আমিই এরূপ মতবাদী ও এরূপ বর্ণনাকারী। অথচ কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আমাকে অসত্য, বাজে, মিথ্যে ও অভূত বিষয়ে দোষারোপ করেন যে 'শ্রমণ গৌতম কামসমূহ সম্বন্ধে পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য কিছুই প্রচার করেন না, রূপ ও বেদনা-বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য ও কিছুই প্রচার করেন না।' ভিক্ষুগণ, আমি কামসমূহের পরিজ্ঞান প্রচার করি, রূপ ও বেদনা-বিষয়ক পরিজ্ঞানও প্রচার করি এবং ইহজীবনেই অনাসক্তি, নিবৃত্তি, প্রশান্তভাবপ্রাপ্ত, উপাদানহীন 'পরিনির্বাণ' সম্বন্ধে প্রচার করি।" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় কোশল সূত্র

৩০.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিত যুদ্ধে[১] বিজয়ী হয়ে অভিসন্ধি পূরণের পর প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ জেতবন আরামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তথায় যতদূর বাহনের মাধ্যমে গমন করা সম্ভব হলো ততদূর পৌঁছে বাকি পথ হেঁটেই রাজা জেতবন আরামে উপস্থিত হলেন। সেসময় অনেক ভিক্ষু খোলা আকাশতলে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সেই ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন:

"ভন্তে, ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এখন কোথায় অবস্থান করছেন? ভন্তে, আমরা ভগবান তথাগতকে দর্শন করতে ইচ্ছা করছি।"

"হে মহারাজ, ওই যে আবৃত দরজা দেখা যাচ্ছে সেদিকে অল্পশব্দে গিয়ে বারান্দা পার হোন এবং সংকেতস্বরূপ কাশি দিয়ে দরজার কড়া নাড়ুন। তার পর ভগবানকে দরজা উম্মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা জানান। ভগবান স্বয়ং দ্বার উন্মোচন করবেন।"

২. অতঃপর রাজা প্রসেনজিৎ সেই আবাসকক্ষের দিকে অল্পশব্দে উপস্থিত হলেন এবং বারান্দা পাড় হয়ে সংকেতস্বরূপ কাশি দিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। দরজা উন্মুক্ত হলে[২] কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতে প্রবেশ করত

---

[১]। মূল পালিতে **'উয্যোধিকা'** অর্থাৎ ***প্রস্তুতিমূলক যুদ্ধ*** দেয়া থাকলেও অর্থকথায় বলা হয়েছে রাজা অজাতশত্রুর সাথে প্রকৃত যুদ্ধের কথা।

[২]। তথাগত কোটি কল্পকালব্যাপী পূর্ব পূর্ব জন্মে দান ধর্ম সম্পাদন করেছিলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে তথাগত বুদ্ধ যখন ইচ্ছা করেন যে দরজা অনাবৃত হোক তখন আপনাতেই দরজা

ভগবানের পাদদ্বয়ে নিজ মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা জ্ঞাপন করলেন। ভগবানের পাদ চুম্বন করে নিজ হস্ত দ্বারা পাদ সংবাহন করতে করতে নিজ নাম বলতে লাগলেন, "ভন্তে, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, ভন্তে, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ।"

৩. "মহারাজ, আপনি কোন কারণ দর্শন করে তথাগতের দেহকে এইরূপে সম্মান প্রদর্শন করছেন ও মৈত্রীপূর্ণ অভিবাদন করছেন?"

৪. "ভন্তে, আমি তথাগতের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশের জন্যই তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত বহুজনের হিতার্থে ও সুখার্থে প্রতিপন্ন। তিনি বহুজনকে আর্যধারা যথা : কল্যাণ ধর্মে ও কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। ভন্তে, এই যে তথাগত বহুজনকে আর্যধারা যথা : কল্যাণ ধর্মে ও কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, আমি তা দর্শন করে তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত শীলবান এবং বুদ্ধশীল, আর্যশীল ও কুশলশীলসম্পন্ন এবং কুশলশীলে সমন্নাগত। যেহেতু তথাগত শীলবান এবং বুদ্ধশীল, আর্যশীল ও কুশলশীলসম্পন্ন এবং কুশলশীলে সমন্নাগত; সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত দীর্ঘকালব্যাপী আরণ্যিক এবং অরণ্যের বানপ্রস্থ, বিজন স্থানে (নির্জন) অবস্থান করেন; যেহেতু তথাগত দীর্ঘকালব্যাপী আরণ্যিক এবং অরণ্যের বানপ্রস্থ, বিজন স্থানে (নির্জন) অবস্থান করেন; সেহেতু তা দর্শন করে তথাগতের আমি দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকেন। যেহেতু তথাগত চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকেন। সেহেতু তা দর্শন করে তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত আহ্বানযোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য,

---

উন্মুক্ত হয়। (অর্থকথা)

অঞ্জলিকরণের যোগ্য এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। যেহেতু তথাগত আহ্বানযোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণের যোগ্য এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেহেতু তা দর্শন করে তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান যে-সমস্ত কথা গম্ভীর ও হৃদয় উন্মুক্তকরণে সহায়ক তদ্রুপ কথা; যথা : অল্পেচ্ছাকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন কথা এবম্বিধ কথায় তিনি যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী হয়। যেহেতু তথাগত যে-সমস্ত কথা গম্ভীর ও হৃদয় উন্মুক্তকরণে সহায়ক তদ্রুপ কথা; যথা : অল্পেচ্ছাকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন কথা এবম্বিধ কথায় তিনি যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী; সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী হন। যেহেতু তথাগত দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী হন; সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। যেহেতু তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ

করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। যেহেতু তথাগত বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। যেহেতু, তথাগত আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন; সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

ভন্তে, এখন আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছি। আমাদের বহুকৃত্য, বহু করণীয়।"

"হে মহারাজ, যা বিহিত বলে মনে করেন তা করুন।"

অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আসন হতে উঠে তথাগতকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। দশম সূত্র।

মহাবর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সিংহনাদ, অধিবুত্তি, কায় পূর্বে ভাষিত,
মহাচুন্দ, কৃৎস্ন, কালী ত্রিবিধ হলো বিবৃত;
মহাপ্রশ্ন, কোশল এথায় দুয়ে দুয়ে ব্যক্ত,
দশে মিলে মহাবর্গ এবার হলো সমাপ্ত॥

(৪) ৪. উপালি বর্গ

১. উপালি সূত্র

৩১.১. অনন্তর আয়ুষ্মান উপালি[১] যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন:

২. "ভন্তে, কী অর্থবশে, কী প্রত্যয়ে তথাগত শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করেছেন?"

৩. "হে উপালি, দশটি কারণে তথাগত শিষ্যদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করেছেন। সেই দশটি কারণ কী কী?; যথা : সংঘের সুষ্ঠুতার জন্য, সংঘের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্য, দুর্দমনীয় ও

---

[১]। ভগবান বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে উপালি ছিলেন বিনয়বিশারদ, অন্যতম ব্যক্তিত্ব। উপালির উপাধ্যায় হলেন কপ্পিতক (বিনয় পিটক, খণ্ড ৩য়)। থেরগাথা অর্থকথা, ১ম খণ্ড ও অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা ১ম খণ্ড মতে জানা যায় যে তথাগত স্বয়ং উপালিকে সমগ্র বিনয় পিটক সম্পর্কে শিক্ষা দেন। সংঘ উপস্থিতিতে তথাগত উপালিকে বিনয়ধর পদে বিভূষিত করেন। তথ্যসূত্র : অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, ২৪; বিনয়পিটক, ৪র্থ খণ্ড, ১৪২। বিনয়পিটকের ৫ম খণ্ড পরিবার গ্রন্থে **'উপালি পঞ্চক'** নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে যেখানে ভগবান বুদ্ধের সাথে উপালির বিনয়-সংক্রান্ত আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে।

কটূভাষী ভিক্ষুদের নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য, সদাচারী ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্য, ইহজীবনেই (অন্যদের) আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য, ভবিষ্যতে আগমনকারীদের আসবসমূহ দমনের জন্য, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন তথা বর্ধনের জন্য, প্রসন্নদের প্রসন্নতা অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধনের জন্য, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য এবং ন্যায়নীতি তথা বিনয়ের প্রতি গারবতার জন্য। উপালি, এই দশবিধ অর্থবশে, প্রত্যয়ে তথাগত শিষ্যদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করেছেন।" প্রথম সূত্র।

২. প্রাতিমোক্ষ সূত্র

৩২.১. "ভন্তে, প্রাতিমোক্ষ কিরূপে স্থগিত করা ধর্মসম্মত?"

২. "হে উপালি, দশবিধ কারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত। সেই দশবিধ কারণ কী কী? যথা : পারাজিকা দোষে দোষী সেই পরিষদে উপবিষ্ট হলে, পরিষদে পারাজিকা সম্বন্ধে আলোচনা চলতে থাকলে, অনুপসম্পন্ন সেই পরিষদে উপবিষ্ট থাকলে, অনুপসম্পন্নের কথা পরিষদে চলতে থাকলে, শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যানকারী ভিক্ষু পরিষদে উপবিষ্ট থাকলে, পরিষদে শিক্ষা প্রত্যাখ্যানের আলোচনা চলতে থাকলে, পণ্ডক বা নপুংসক পরিষদে উপস্থিত থাকলে, পরিষদে পণ্ডক বা নপুংসক-সংক্রান্ত আলোচনা চলতে থাকলে, ভিক্ষুণীদূষক পরিষদে উপস্থিত থাকলে এবং পরিষদে ভিক্ষুণী-সংক্রান্ত কথা চলতে থাকলে। উপালি এই দশটি হচ্ছে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করার ধর্মসম্মত কারণ।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. বিচারক সূত্র

৩৩.১. "ভন্তে, কত প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে মনোনীত হয়ে বিবাদ মীমাংসার ভার প্রাপ্ত হওয়া উচিত?"

২. "হে উপালি, দশ প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুই সংঘের নিকট মনোনীত হয়ে বিবাদ মীমাংসার ভার (দায়িত্ব) প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা : ভিক্ষু শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল পালন করে; আচারগোচরসম্পন্ন হয়; অণুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে; যে-সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ; মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যের দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে এবং দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত

ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; অকম্পিতভাবে বিনয়ে স্থিত থাকে অর্থাৎ বিনয়ের প্রতি গৌরববশত ক্ষুদ্র শিক্ষাপদও লঙ্ঘন করে না; উভয় প্রতিপক্ষে নিজ নিজ সন্দেহ অপনোদন করাতে সক্ষম হয়, আইন বিধিবদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, বিবেচনা করতে সক্ষম হয়, নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হয় ও প্রসাদিত করতে সক্ষম হয়, অধিকরণ সমথ তথা উৎপন্ন কলহ উপশম করার ব্যাপারে সুদক্ষ হয়; যথা : সৃষ্ট কলহ সম্পর্কে জানে, সৃষ্ট কলহের কারণ জানে, উৎপন্ন কলহ প্রতিকারে সম্বন্ধে জানে ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকে। উপালি, এই দশবিধ ধর্মসমন্বিত ভিক্ষুই সংঘের নিকট মনোনীত হয়ে বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়া উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. উপসম্পদা সূত্র

৩৪.১. "ভন্তে, কত প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুই অন্যকে উপসম্পদা প্রদান করা কর্তব্য?"

২. "হে উপালি, দশ প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুরই অন্যকে উপসম্পদা দেয়া কর্তব্য। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? এক্ষেত্রে উপালি, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষশীলসম্পন্ন, আচারগোচরশীল ও অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে; যে-সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয় এবং সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যে, মন ও দৃষ্টিতে উত্তমরূপে মনে রাখে; সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; পীড়িত বা রোগীকে পরিচর্যা করতে সক্ষম হয়; (ব্রহ্মচর্য) অনভিরতি বর্জন করতে ও বর্জন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন দ্বিধা বা উদ্বেগ ধর্মত অপনোদন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি বা ধারণা ধর্মত বিবেচনা করাতে সক্ষম হয়; অধিশীল হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়, অধিচিত্তসম্পন্ন করাতে এবং অধিপ্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়। উপালি, এই দশবিধ ধর্মে সুসমন্বিত ভিক্ষুরই অন্যকে উপসম্পদা দেয়া কর্তব্য।" চতুর্থ সূত্র।

৫. নিশ্রয় সূত্র

৩৫.১. “ভন্তে, কত প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুর অন্যকে আশ্রয় প্রদান করা কর্তব্য?”

২. “হে উপালি, দশ প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুরই অন্যকে আশ্রয় প্রদান করা কর্তব্য। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? এক্ষেত্রে উপালি, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষশীলসম্পন্ন, আচারগোচরশীল ও অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে; যে-সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয় এবং সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যে, মন ও দৃষ্টিতে উত্তমরূপে মনে রাখে; সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; পীড়িত বা রোগীকে পরিচর্যা করতে সক্ষম হয়; (ব্রহ্মচর্য) অনভিরতি বর্জন করতে ও বর্জন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন দ্বিধা বা উদ্বেগ ধর্মত অপনোদন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি বা ধারণা ধর্মত বিবেচনা করাতে সক্ষম হয়; অধিশীল হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়, অধিচিত্তসম্পন্ন করাতে এবং অধিপ্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়। উপালি, এই দশবিধ ধর্মে সুসমন্বিত ভিক্ষুর অন্যকে নিশ্রয় প্রদান করা কর্তব্য।” পঞ্চম সূত্র।

৬. শ্রামণের সূত্র

৩৬.১. “ভন্তে, কত প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুর শ্রামণেরকে অনুকম্পা করা কর্তব্য?”

২. “হে উপালি, দশ প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুরই শ্রামণেরকে অনুকম্পা করা কর্তব্য। সেই দশ প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে উপালি, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষশীলসম্পন্ন, আচারগোচরশীল ও অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে; যে-সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয় এবং সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যে, মন ও দৃষ্টিতে উত্তমরূপে মনে রাখে; সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে;

পীড়িত বা রোগীকে পরিচর্যা করতে সক্ষম হয়; (ব্রহ্মচর্য) অনভিরতি বর্জন করতে ও বর্জন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন দ্বিধা বা উদ্বেগ ধর্মত অপনোদন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি বা ধারণা ধর্মত বিবেচনা করাতে সক্ষম হয়; অধিশীল হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়, অধিচিত্তসম্পন্ন করাতে এবং অধিপ্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়। উপালি, এই দশবিধ ধর্মে সুসমন্বিত ভিক্ষুরই শ্রামণেরকে অনুকম্পা করা কর্তব্য।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সংঘভেদ সূত্র

৩৭.১. "ভন্তে, সংঘের ভিন্নতাকেই সংঘভেদ বলে। ভন্তে, কী কারণে সংঘমধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়?"

২. "হে উপালি, যখন ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তারা সংঘভেদ করে ও সংঘের মধ্যে পৃথকভাবে বিনয়কার্যাদি করে এবং পৃথক প্রাতিমোক্ষ-উদ্দেশ (আবৃত্তি) করে। উপালি, এরূপেই সংঘমধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. সংঘের সমন্বয় সূত্র

৩৮.১. "ভন্তে, সাংঘিক একতাকেই সংঘের সমন্বয় বলা হয়। ভন্তে, কিরূপে সংঘের সমন্বয় হয়?"

২. "হে উপালি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত

বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তারা সংঘভেদ করে না ও সংঘের মধ্যে পৃথকভাবে বিনয়কার্যাদি করে না এবং পৃথক প্রাতিমোক্ষ-উদ্দেশ (আবৃত্তি) করে না। উপালি, এরূপে সংঘের সমন্বয় হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম আনন্দ সূত্র

৩৯.১. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, সংঘের ভিন্নতাকেই সংঘভেদ বলা হয়। ভন্তে, কী কারণে সংঘমধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়?"

৩. "হে আনন্দ, যখন ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তারা সংঘভেদ করে ও সংঘের মধ্যে পৃথকভাবে বিনয়কার্যাদি করে এবং পৃথক প্রাতিমোক্ষ-উদ্দেশ (আবৃত্তি) করে। আনন্দ, এরূপেই সংঘমধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।"

৪. "ভন্তে, যিনি সংঘের একতা নষ্ট করে তার কী বৃদ্ধি পায়?"

"আনন্দ, যিনি সংঘের একতা নষ্ট করে তার কল্পস্থায়ী দুঃখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"

"ভন্তে, কল্পস্থায়ী দুঃখ কী?"

"আনন্দ, যিনি সংঘভেদক তিনি কল্পকালব্যাপী অপায় নরকে অশেষ দুঃখ পায়।"

"সংঘভেদক গতি পায় নরক লোকে,
কল্পকাল দুঃখ ভোগে অশেষ শোকে;

সংঘচ্যুত, অধার্মিক বিনষ্ট তার যোগক্ষেমাদি,
সংঘভেদ দোষে সে-তো নিরয় ভোগে কল্পাবধি।"

১০. দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র

৪০.১. "ভন্তে, সাংঘিক একতাকেই সংঘের সমন্বয় বলা হয়। ভন্তে, কিরূপে সংঘের সমন্বয় হয়?"

২. "হে আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তারা সংঘভেদ করে না ও সংঘের মধ্যে পৃথকভাবে বিনয় কার্যাদি করে না এবং পৃথক প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ (বর্ণনা) করে না। আনন্দ, এরূপে সংঘের সমন্বয় হয়।"

৩. "ভন্তে, যিনি সংঘমধ্যে একতা সৃষ্টি করেন তার কী বৃদ্ধি পায়?"

"আনন্দ, যে ভিন্ন সংঘকে একতাবদ্ধ করে তার ব্রহ্মপুণ্য অর্জন হয়।"

"ভন্তে, ব্রহ্মপুণ্য কী?"

"আনন্দ, কল্পকালব্যাপী স্বর্গে অভিনন্দিত হওয়াকেই ব্রহ্মপুণ্য বলে।"

"সংঘের একতা সদা সুখ পূর্ণ হয়,
একতার অনুগ্রহও সদা সুখময়;
একতারত ধার্মিক, শীলবান যিনি,
অধ্বংসিত যোগক্ষেম, দুঃখমুক্ত তিনি;
সংঘের একতা তিনি করে পুনঃ স্থাপন,
কল্পকাল স্বর্গসুখে আমোদিত হন।" দশম সূত্র।

উপালি বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

উপালি, প্রাতিমোক্ষ স্থগিত আর বিচারক যথা
উপসম্পদা, নিশ্রয়, শ্রমণ একই বর্গে গাথা;

ভেদ ও একতা সংঘের আর দুয়ে আনন্দ কথন,
দশে মিলে উপালি বর্গের হলো বিবরণ ॥

(৫) ৫. আক্রোশ বর্গ

১. বিবাদ সূত্র

৪১.১. অনন্তর আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, কোন হেতুতে, কোন প্রত্যয়ে সংঘ মধ্যে বিভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং ভিক্ষুগণ শান্তিতে অবস্থান করতে পারেন না?"

৩. "হে উপালি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে। উপালি, এ সকল হেতুতে এবং এ সকল প্রত্যয়েই সংঘের মধ্যে বিভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং ভিক্ষুগণ শান্তিতে অবস্থান করতে পারেন না।" প্রথম সূত্র।

২. প্রথম বিবাদ মূল সূত্র

৪২.১. "ভন্তে, বিবাদের মূল কারণ কত প্রকার?"

২. "হে উপালি, বিবাদের মূল কারণ হচ্ছে দশ প্রকার। সেই দশ প্রকার মূল কারণগুলো কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে

ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে। উপালি, এই দশটি কারণই বিবাদ সৃষ্টির মূল।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. দ্বিতীয় বিবাদমূল সূত্র

৪৩.১. "ভন্তে, বিবাদের মূল কারণ কত প্রকার?"

২. "হে উপালি, বিবাদের মূল কারণ হচ্ছে দশ প্রকার। সেই দশ প্রকার মূল কারণগুলো কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অনাপত্তিকে আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; আপত্তিকে অনাপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; লঘু আপত্তিকে গুরুতর আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; গুরুতর আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; দুট্ঠুল্ল (নিকৃষ্টতর) আপত্তিকে অদুট্ঠুল্ল আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; অদুট্ঠুল্ল আপত্তিকে দুট্ঠুল্ল আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; সাবশেষ (অসম্পূর্ণ আছে এমন) আপত্তিকে অনবশেষ আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; অনবশেষ আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; সপ্রতিকর্ম (প্রতিকারযোগ্য) আপত্তিকে অপ্রতিকর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; এবং অপ্রতিকর্ম আপত্তিকে সপ্রতিকর্ম আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে। উপালি, এই দশটি কারণই বিবাদ সৃষ্টির মূল।" দ্বিতীয় সূত্র।

৪. কুশীনারা সূত্র

৪৪.১. একসময় ভগবান কুশীনারার বলিহরণের বনসন্ডে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুরা "হ্যাঁ ভন্তে" বলে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, দোষ আরোপকারী ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় পাঁচটি বিষয় নিজমধ্যে সূক্ষ্মরূপে বিচার করে এবং সেই পাঁচটি গুণধর্ম নিজমধ্যে আনয়ন করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হয়। এই পাঁচটি বিষয় কী কী যা নিজমধ্যে সূক্ষ্মরূপে বিচার ও প্রতিস্থাপন করতে হয়? যথা : দোষ আরোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'আমার কায়িক আচার পরিশুদ্ধ আছে কি? ছিদ্রাদি মলরহিত, নির্দোষ, পরিশুদ্ধ, কায়িক আচারে কি আমি সমন্নাগত? আমার নিকট এই ধর্ম আছে না নাই?' ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর কায়িক আচার পরিশুদ্ধ

না থাকে, ছিদ্রাদি মলরহিত, নির্দোষ, পরিশুদ্ধ, কায়িক আচারে সে সমন্নাগত না হয় তাহলে তাকে লোকে বলবে, 'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং কায়িক আচার অভ্যাস করুন।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দোষারোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'আমার বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ আছে কি? ছিদ্রাদি মলরহিত, নির্দোষ, পরিশুদ্ধ, বাচনিক আচারে কি আমি সমন্নাগত? আমার নিকট এই ধর্ম আছে না নাই?' ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ না থাকে, ছিদ্রাদি মল রহিত নির্দোষ পরিশুদ্ধ বাচনিক আচারে সে সমন্নাগত না হলে তাকে লোকে বলবে—'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং বাচনিক আচার অভ্যাস করুন।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দোষারোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'সব্রহ্মচারীদের প্রতিক্রোধহীন মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত আমার সর্বদা থাকে কি? আমার নিকট এ ধর্ম বিদ্যমান আছে কি না নাই?' ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর চিত্ত সর্বদা সব্রহ্মচারীদের প্রতি ক্রোধহীন মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত না থাকে তাহলে তাকে লোকে বলবে—'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং মৈত্রীচিত্ত জাগ্রত করুন।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দোষারোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'আমি কি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী? যেই সব ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণময়; যা অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ সম্যকরূপে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে আমি বহুশ্রুত কি? বাক্য দ্বারা বুঝতে পেরেছি কি? দৃষ্টি দ্বারা সম্যকরূপে বুঝেছি কি?' ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী না হয়, যে সব ধর্ম আদিতে, মধ্যে ও পর্যবসানে কল্যাণময় এবং যা অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ সম্যকরূপে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত না হয়; তা ধারণ না করে এবং বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা সম্যকরূপে বুঝতে না পারে তাহলে তাকে লোকে বলবে—'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করুন।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দোষারোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত উভয় প্রাতিমোক্ষ (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ) আমার নিকট কি বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়েছে? আমার নিকট এই ধর্ম আছে কি নাই?' যদি ভিক্ষুগণ, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত উভয়

প্রাতিমোক্ষ (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ) ভিক্ষুর নিকট বিস্তৃতভাবে জানা না থাকে, তাহলে 'আয়ুষ্মান, ভগবান বুদ্ধ এ বিষয় কোথায় বলেছেন?' এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না। সেজন্য অন্যরা তখন তাকে বলবে—'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং বিনয় শিক্ষা করুন।' ভিক্ষুগণ, দোষ আরোপকারী ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এই পাঁচটি গুণধর্ম নিজমধ্যে সূক্ষ্মরূপে বিচার করে তার পরই অন্যের উপর দোষারোপ করতে হয়।

২. ভিক্ষুগণ, অপরকে দোষারোপ করার পূর্বে কোন পাঁচটি গুণধর্ম নিজমধ্যে উপস্থাপিত করতে হয়? যথা : (ক) সময়ে বলব, অসময়ে নয়; (খ) যথার্থ বলব, অযথার্থ নয়; (গ) মৃদুতার সাথে বলব, কর্কশভাবে নয়; (ঘ) হিত-মঙ্গলার্থে বলব, অহিতের জন্য নয়; এবং (ঙ) মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে বলব, দ্বেষবশে নয়। ভিক্ষুগণ, অপরকে দোষারোপ করার পূর্বে এই পাঁচটি গুণধর্ম নিজমধ্যে উপস্থাপিত করতে হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ সূত্র

৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের দশ প্রকার আদীনব (অসুবিধা) রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : রাজা ও রাণী একত্রে বসে থাকার সময় কোনো প্রব্রজিত তখন সেখানে প্রবেশ করলে যদি রাণী প্রব্রজিতকে দেখে হাসে অথবা প্রব্রজিত রাণীকে দেখে হাসে তবে রাজার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় যে 'নিশ্চয়ই এদের গোপন সম্পর্ক আছে, নয়তো হবে,' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা প্রথম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা বহুকৃত্য, বহুকাজের দরুন কোনো স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েও তা ভুলে যান। কিন্তু, রাজার সাথে সহবাসের পর রাজস্ত্রী গর্ভবতী হলে রাজার এমন চিন্তা জাগে যে 'এখানে প্রব্রজিত ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা দ্বিতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে কোনো দামি রত্ন হারালে রাজার এমন চিন্তা জাগে যে 'এখানে প্রব্রজিত ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা তৃতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরের অভ্যন্তরীণ গোপন মন্ত্রণা প্রকাশ্যে প্রচার হলে তখন রাজার এমন চিন্তা জাগে যে 'এখানে প্রব্রজিত ব্যতীত অন্য

কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা চতুর্থ আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে পিতা পুত্রকে ক্ষতি করতে ইচ্ছুক হয় এবং পুত্রও পিতার ক্ষতি সাধনে অভিলাষী হয়। তাদের মনে এমন সন্দেহ জাগে যে 'এখানে প্রব্রজিত ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা পঞ্চম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা নিচু স্থানীয়কে উঁচু পদমর্যাদার স্থান দিলে যাদের এ বিষয় অমনঃপুত তারা এরূপ চিন্তা করে যে 'রাজার সাথে প্রব্রজিতের সংসর্গ আছে। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা ষষ্ঠ আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা উচ্চ স্থানীয়কে নিচু পদমর্যাদায় স্থান দিলে যাদের এ বিষয় অমনঃপুত তারা এরূপ চিন্তা করে যে 'রাজার সাথে প্রব্রজিতের সংসর্গ আছে। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা সপ্তম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা অসময়ে সৈন্যদলকে যুদ্ধে প্ররোচিত করলে যাদের এ বিষয় অমনঃপুত তারা এরূপ চিন্তা করে যে 'রাজার সাথে প্রব্রজিতের সংসর্গ আছে। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা অষ্টম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা যথাসময়ে সৈন্যদলকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে মাঝপথ হতে ফিরিয়ে আনলে যাদের এ বিষয় অমনঃপুত তারা এরূপ চিন্তা করে যে 'রাজার সাথে প্রব্রজিতের সংসর্গ আছে। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা নবম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে হস্তী, অশ্ব, রথ, প্রলোভনকারী রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের প্রাচুর্যতা থাকে যা প্রব্রজিতের জন্য উপযুক্ত নয়। ভিক্ষুগণ, এটা রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের দশম আদীনব।" পঞ্চম সূত্র।

৬. শাক্য সূত্র

৪৬.১. একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের[১] কপিলবাস্তুর[১] নিকটস্থ

[১]। **শাক্য** শব্দটি একটি গোত্র বিশেষের নাম। তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ তাঁর অন্তিম জন্মে এই শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শাক্যদের আদি পুরুষের নাম হচ্ছে **রাজা ওক্কাকা**। শাক্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন—দীর্ঘনিকায়, শীলস্কন্ধ বর্গ, অম্বট্ঠ সূত্র,

নিগ্রোধারামে[২] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর বহু শাক্য উপাসক উপোসথ দিবসে তথাগতের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই শাক্য উপাসকদের তথাগত এরূপ বললেন :

২. "হে শাক্যগণ, আপনারা কি অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত উপোসথ শীল পালন করছেন?" "ভন্তে, আমরা মাঝেমধ্যে উপোসথ শীল পালন করি, আবার মাঝেমধ্যে করি না।"

"হে শাক্যগণ, তা সত্যিই আপনাদের অলাভ, দুর্লব্ধ যে এমন শোক-সংকুল ও মরণভয়ে তাড়িত হয়ে জীবন ধারণ করেও মাত্র মাঝেমধ্যে অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করছেন আর মাঝেমধ্যে পালন করছেন না। শাক্যগণ, আপনারা এটা কিরূপ মনে করেন, যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ দিবসের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার কর্মস্থলে পারিশ্রমিকরূপে অর্ধ কার্ষাপণ মাত্র পায় তবে অন্যেরা কি বলে যে 'এই ব্যক্তি দক্ষ ও উদ্যমী (উত্থানশীল)?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা এটা কিরূপ মনে করেন, যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ দিবসের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার কর্মস্থলে পারিশ্রমিকরূপে এক কার্ষাপণ মাত্র পায় তবে অন্যেরা কি বলে যে 'এই ব্যক্তি দক্ষ ও উদ্যমী?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

অনুবাদক : ধর্মরত্ন মহাথেরো।

[১]। **কপিলবাস্তু** হচ্ছে সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদনের রাজধানী। জাতক ৪র্থ খণ্ডের **কন্হ জাতকটি** কপিলবাস্তুতে অবস্থানকালে তথাগত দেশনা করেন। রোহিনী নদীর জল বন্টন নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে উৎপন্ন বিবাদ নিরসনের জন্য বুদ্ধ অত্তদণ্ড জাতকসহ ফন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, রুক্খধম্ম এবং বট্টক জাতকসমূহ দেশনা করেন এই কপিলবাস্তুতেই। কপিলবাস্তু নিগ্রোধারামে অবস্থানকালে রাজা শুদ্ধোদনের অনুরোধে তথাগত মাতৃ-পিতৃ অনুমতিতে প্রব্রজ্যা প্রদান বিষয়ক বিনয় বিধান করেন (বিনয়পিটক, মহাবর্গ, ৯২ পৃ. অনুবাদক : প্রজ্ঞানন্দ স্থবির)।

[২]। **নিগ্রোধারাম** হচ্ছে কপিলবাস্তুর নিকটস্থ অরণ্য বিহার। অভিসম্বুদ্ধ প্রাপ্তির প্রথম বছর পর তথাগত কপিলবাস্তুতে আসলে এই আরামটি নির্মিত হয় (মধ্যমনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড, ২৮৯ পৃ.)। নিগ্রোধ নামক জনৈক শাক্য এটা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করেন বিধায় নিগ্রোধারাম নামে এটা খ্যাত হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, কালক্ষেম নামক জনৈক শাক্য নিগ্রোধারামের পাশে আলাদা বিহার নির্মাণ করেছিলেন (মধ্যমনিকায় অর্থকথা, ২য় খণ্ড)।

"পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা এটা কিরূপ মনে করেন, যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ দিবসের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার কর্মস্থলে পারিশ্রমিকরূপে দুই কার্ষাপণ মাত্র পায় তবে অন্যেরা কি তবুও বলে যে 'এই ব্যক্তি দক্ষ ও উদ্যমী?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা এটা কিরূপ মনে করেন, যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ দিবসের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার কর্মস্থলে পারিশ্রমিকরূপে তিন, এভাবে চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ কার্ষাপণ পর্যন্ত পায় তবে অন্যেরা কি বলে যে 'এই ব্যক্তি দক্ষ ও উদ্যমী?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা তা কী মনে করেন, যদি সেই ব্যক্তি দৈনিক শত বা হাজার কার্ষাপণ পারিশ্রমিক পেয়ে তা সঞ্চয় করে এবং সে যদি শতায়ু হয় তবে সে এভাবে (শত বছরের মধ্যে) বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হতে পারবে?

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা তা কী মনে করেন যে সেই ব্যক্তি ভোগ সম্পত্তিহেতু, সেই ভোগ্য-সম্পত্তির কারণে এবং তা অর্জনের দরুন এক দিবা-রাত্র অথবা অর্ধ দিবারাত্রি পর্যন্ত একান্ত সুখী হয়ে অবস্থান পারবে?"

"না ভন্তে, আমরা তা মনে করি না।"

"তার কারণ কী?"

"কেননা ভন্তে, কাম্য বিষয় হচ্ছে অনিত্য, তুচ্ছ, মিথ্যে এবং মরিচিকাবৎ অসত্য।"

৩. "শাক্যগণ, আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য দশ বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হতে পারে।

শাক্যগণ, দশ বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য নয় বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে

সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, নয় বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য আট বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, আট বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য সাত বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, সাত বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য ছয় বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, ছয় বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য পাঁচ বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, পাঁচ বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য চার বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, চার বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য তিন বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, তিন বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার

শিষ্য দুই বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দুই বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য এক বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

৪. শাক্যগণ, এক বছরের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য দশ মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দশ মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য নয় মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, নয় মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য আট মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, আট মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য সাত মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, সাত মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য ছয় মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর

পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, ছয় মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য পাঁচ মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, পাঁচ মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য চার মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, চার মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য তিন মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, তিন মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য দুই মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দুই মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য এক মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, এক মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য এমনকি অর্ধমাস পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ

স্রোতাপন্ন হয়।

৫. শাক্যগণ, অর্ধমাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য দশ দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দশ দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য নয় দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, নয় দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য আট দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, আট দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য সাত দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, সাত দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য ছয় দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, ছয় দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে

আগত আমার শিষ্য পাঁচ দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, পাঁচ দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য চার দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, চার দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য তিন দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, তিন দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য দুই দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দুই দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্মবিনয়ে আগত আমার শিষ্য এমনকি এক দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

৬. সেহেতু, তা সত্যিই আপনাদের অলাভ, দুর্লব্ধ যে এমন শোক-সঙ্কুল ও মরণভয়ে তাড়িত হয়ে জীবন ধারণ করেও মাত্র মাঝেমধ্যে অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করছেন আর মাঝেমধ্যে পালন করছেন না।”

৮. "ভন্তে, আজ হতে আমরা সবাই উপোসথ দিবসে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করব।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. মহালি সূত্র

৪৭.১. একসময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে নির্মিত কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর লিচ্ছবী মহালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর লিচ্ছবী মহালি ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে[১] পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রবর্তিত হয়?"

"হে মহালি, লোভের হেতুতে ও লোভের প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; দ্বেষের হেতুতে ও দ্বেষের প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; মোহের হেতুতে ও মোহের প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; জ্ঞানপূর্বক বিচার না করার হেতুতে ও জ্ঞানপূর্বক বিচার না করার প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; মিথ্যায় অভিনিবিষ্ট চিত্তের হেতুতে ও মিথ্যায় অভিনিবিষ্ট চিত্তের প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে।"

৩. "পুনঃ ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে কল্যাণ বা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়?"

"মহালি, অলোভ হেতুতে ও অলোভের প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; অদ্বেষের হেতুতে ও অদ্বেষের প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; অমোহের হেতুতে ও অমোহের প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; জ্ঞানপূর্বক বিচার করার হেতুতে ও জ্ঞানপূর্বক বিচার করার প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; সত্যে অভিনিবিষ্ট চিত্তের হেতুতে ও সত্যে অভিনিবিষ্ট চিত্তের প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে। মহালি, যদি এই দশটি ধর্ম জগতে বিদ্যমান না থাকতো তবে অধর্মচর্যা-কুটিলতা এবং ধর্মচর্যা-সারল্যতা দৃষ্টিগোচর হতো না। মহালি, যেহেতু এই দশটি বিষয় জগতে বিদ্যমান সেহেতু জগতে অধর্মচর্যা-কুটিলতা এবং ধর্মচর্যা-সারল্যতা দৃষ্টিগোচর হয়।" সপ্তম সূত্র।

---

[১]। **হেতু**—মূল কারণ; **প্রত্যয়**—সহায়ক কারণ।

৮. প্রব্রজিতের সর্বদা চিন্তনীয় সূত্র

৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্ম প্রব্রজিতগণের পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ বা চিন্তা করা কর্তব্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২. 'আমি সংসারহীন, অনাগারিক প্রব্রজিতকুলে আগমন করেছি' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমার জীবিকা এখন পরনির্ভরশীল' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'এখন আমাকে অবশ্যই শিষ্ট বা ভদ্রব্যবহার করতে হবে' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমি কি নিজ শীলস্খলনের জন্য আত্মনিন্দা করছি না?' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমার সব্রহ্মচারীরা আমার শীল পর্যবেক্ষণ করে আমাকে শীলচ্যুত বলে অপবাদ দিচ্ছে না তো?' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমার সমস্ত প্রিয় ও মনঃপুত বিষয়ই পরিবর্তনস্বভাবী ও বিনাশশীল।' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'নিজ কর্মের জন্য আমি নিজেই দায়ী, আমার কর্মের উত্তরাধিকারী আমি নিজেই, কর্মই আমার সুহৃদ, কর্মই আমার পুনর্জন্মের হেতু এবং কর্মই আমার একমাত্র প্রতিশরণ। আমি ভালো-মন্দ যে কর্ম করি না কেন সেই কর্মের ফল ভোগ করব।' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'কিরূপে আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হচ্ছে?' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমি কি নির্জন গৃহে অভিরমিত হচ্ছি?' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমার নিকট কি মনুষ্যোত্তর গুণধর্ম ও আর্যজ্ঞানদর্শন অধিগত হয়েছে. যে বিষয়ে সব্রহ্মচারীরা জিজ্ঞাসা করলে আমার অন্তিমকালে কি আমি অধোমুখ হয়ে রইব?' ইহা প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

৩. ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণধর্ম প্রব্রজিতগণের পুনঃপুন প্রত্যবেক্ষণ বা চিন্তা করা কর্তব্য।" অষ্টম সূত্র।

৯. শরীরস্থ ধর্ম সূত্র

৪৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি শরীরস্থ ধর্মতা রয়েছে। সেগুলো কী কী? যথা :

২. শীত, উষ্ণতা, ক্ষুধা, পিপাসা, বাহ্য-প্রস্রাব, কায়সংযম, বাক্যসংযম, জীবিকাসংযম এবং পুনর্জন্মদায়ী সংস্কার। ভিক্ষুগণ, এই দশটি বিষয়কেই শরীরস্থ ধর্ম বলে।" নবম সূত্র।

১০. ভণ্ডন সূত্র

৫০.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বহু ভিক্ষু আহারকৃত্য সমাপন করে উপস্থানশালায় একত্রিত হয়ে ভেদশীল, কলহপরায়ণ ও বিবাদাপন্ন হয়ে একে অপরকে বাক্যবাণে ব্যথিত করে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সন্ধ্যাবেলায় ধ্যান হতে উঠে উপস্থানশালায় উপস্থিত হয়ে পূর্বনির্দিষ্ট (প্রজ্ঞাপ্ত) আসনে বসলেন। বসার পর ভগবান সেই ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একত্রিত হয়ে এতক্ষণ কী বিষয়ে আলাপ করছিলে? তোমাদের অসম্পন্ন আলোচ্য বিষয় কী ছিল?"

"ভন্তে, আমরা আহারকৃত্য শেষে এই উপস্থানশালায় একত্রিত হয়ে ভেদশীল, কলহপরায়ণ ও বিবাদাপন্ন হয়ে একে অপরকে বাক্যবাণে ব্যথিত করে অবস্থান করছিলাম।"

"ভিক্ষুগণ, তোমরা যে ভেদশীল, কলহপরায়ণ ও বিবাদাপন্ন হয়ে একে অপরকে বাক্যবাণে ব্যথিত করছ, তা তোমাদের ন্যায় শ্রদ্ধায় গৃহ হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় আগত কুলপুত্রদের পক্ষে উচিত নয়। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার গুণধর্ম আছে—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে; আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে; ইহা হচ্ছে এক প্রকার গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ,

সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে, ইহা হচ্ছে আরেক প্রকার গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়, ইহা হচ্ছে অপর এক প্রকার গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়। সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়, সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়, ইহা হচ্ছে আরেক প্রকার গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে, ইহা হচ্ছে এক প্রকার গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়; ইহা হচ্ছে অপর গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা

মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে, ইহা হচ্ছে এক প্রকার গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, ইহা হচ্ছে আরেক প্রকার গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরম স্মৃতিতে প্রতিমণ্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরম স্মৃতিতে প্রতিমণ্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়, ইহা হচ্ছে অপর গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলংকৃত হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলংকৃত হয়; ইহাও হচ্ছে এক প্রকার গুণধর্ম—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

৩. ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণধর্ম আছে—যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর—যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।” দশম সূত্র।

আক্রোশ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদানং—সূত্রসূচি

বিবাদ, বিবাদমূল দ্বে এবং কুশীনারা,
রাজন্তঃপুরে প্রবেশ, শাক্য সূত্র তথা;

মহালি, প্রব্রজিত আর শরীরস্থ ধর্ম,
প্রযুক্ত হয়ে ভণ্ডন সূত্র দশে সমাপ্ত ॥
প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) ১. সচিত্ত বর্গ

১. সচিত্ত সূত্র

৫১.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হবো।' এরূপই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়; যথা : 'আমি কি অভিধ্যা বা লোভবহুল হয়ে নাকি নির্লোভী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ব্যাপাদ চিত্তে নাকি অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি আলস্য-তন্দ্রাভিভূত (স্ত্যান-মিদ্ধ) হয়ে অবস্থান করছি নাকি আলস্য-তন্দ্রা প্রহীণ করে অবস্থান করছি? আমি কি ঔদ্ধত্যবহুল নাকি অনৌদ্ধত্যবহুল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি বিচিকিৎসা বা সন্দেহপ্রবণ হয়ে অবস্থান করছি নাকি বিচিকিৎসাহীন হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ক্রোধবহুল নাকি অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি সংক্লিষ্ট চিত্তে অবস্থান করছি নাকি অসংক্লিষ্ট (পবিত্র) চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি কায়িক অসহনশীল নাকি

সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি পরাক্রমহীন হয়ে অবস্থান করছি নাকি দৃঢ় পরাক্রমশালী হয়ে অবস্থান করছি? আমি অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি নাকি সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি?'

৩. ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অভিধ্যাবহুল, ব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা, ক্রোধবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আমি সংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক অসহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমহীন হয়ে ও অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই পাপ-অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য তাকে অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পাপ-অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৪. ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অনভিধ্যাবহুল, অব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অনভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; অনৌদ্ধত্য, বিচিকিৎসাহীন, অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি; আমি অসংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমী ও সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর এরূপ কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত থেকে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।" প্রথম সূত্র।

২. সারিপুত্র সূত্র

৫২.২. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদের 'আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হবো।' এরূপই আবুসোগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না

কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই আবুসোগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়; যথা : 'আমি কি অভিধ্যা বা লোভবহুল হয়ে নাকি নির্লোভী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ব্যাপাদ-চিত্তে নাকি অব্যাপাদ-চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি আলস্য-তন্দ্রাভিভূত (স্ত্যান-মিদ্ধ) হয়ে অবস্থান করছি নাকি আলস্য-তন্দ্রা প্রহীণ করে অবস্থান করছি? আমি কি ঔদ্ধত্যবহুল নাকি অনৌদ্ধত্যবহুল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি বিচিকিৎসা বা সন্দেহপ্রবণ হয়ে অবস্থান করছি নাকি বিচিকিৎসাহীন হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ক্রোধবহুল নাকি অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি সংক্লিষ্ট চিত্তে অবস্থান করছি নাকি অসংক্লিষ্ট (পবিত্র) চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি কায়িক অসহনশীল নাকি সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি পরাক্রমহীন হয়ে অবস্থান করছি নাকি দৃঢ় পরাক্রমশালী হয়ে অবস্থান করছি? আমি অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি নাকি সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি?'

৩. আবুসোগণ, যদি ভিক্ষু এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অভিধ্যাবহুল, ব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা, ক্রোধবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আমি সংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক অসহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমহীন হয়ে ও অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে আবুসোগণ, সেই পাপ-অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য তাকে অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুকে পাপ-অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৪. আবুসোগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অনভিধ্যাবহুল, অব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায়

অনভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; অনৌদ্ধত্য, বিচিকিৎসাহীন, অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি; আমি অসংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমী ও সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুর এরূপ কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত থেকে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. স্থিতি সূত্র

৫৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহে আঁকড়ে পড়ে থাকা বা তাতে শুধু স্থিত থাকাকে আমি কখনোই প্রশংসা করি না, পরিহানির কথা তো নয়ই। অধিকন্তু, ভিক্ষুগণ, আমি কুশলধর্মসমূহে ভিক্ষুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির হওয়াকেই প্রশংসা করি, তাতে স্থিত থাকা কিংবা তা হতে পরিহানি হওয়াকে নয়।

২. কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ স্থিতি এবং শ্রীবৃদ্ধি না পেয়ে শুধুই পরিহানি হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যতটুকু শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও প্রতিভাণ (বাকশক্তি) চর্চা করে তা তার নিকট স্থিতও হয় না আবার বৃদ্ধিও পায় না। ভিক্ষুগণ, একেই আমি কুশলধর্মসমূহে স্থিতি ও ক্রমবৃদ্ধি না হয়ে শুধুই পরিহানি হওয়া বলি। এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ স্থিতি এমনকি শ্রীবৃদ্ধি না পেয়ে শুধুই পরিহানি হয়।

৩. কিরূপে, ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ শ্রীবৃদ্ধি ও পরিহানি না হয়ে স্থিতি হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যতটুকু শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও প্রতিভান (বাকশক্তি) চর্চা করে তা তার নিকট ক্রমবৃদ্ধি পায় না এবং হ্রাসও হয় না। ভিক্ষুগণ, একে আমি কুশলধর্মসমূহে স্থিতি বলি, পরিহানি কিংবা ক্রমবৃদ্ধি নয়। এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ শ্রীবৃদ্ধি ও পরিহানি না হয়ে স্থিত হয়।

৪. কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ স্থিত ও পরিহানি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যতটুকু শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও প্রতিভান (বাক্‌শক্তি) চর্চা করে তা তার নিকট শুধুমাত্র স্থিত হয় না এবং হ্রাসও পায় না। অধিকন্তু তা বৃদ্ধি পায়। ভিক্ষুগণ, একেই আমি কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি বলি, স্থিতি কিংবা পরিহানি নয়। এরূপেই

ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ স্থিত ও পরিহানি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হবো।' এরূপই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়; যথা : 'আমি কি অভিধ্যা বা লোভবহুল হয়ে নাকি নির্লোভী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ব্যাপাদ চিত্তে নাকি অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি আলস্য-তন্দ্রাভিভূত (স্ত্যান-মিদ্ধ) হয়ে অবস্থান করছি নাকি আলস্য-তন্দ্রা প্রহীণ করে অবস্থান করছি? আমি কি ঔদ্ধত্যবহুল নাকি অনৌদ্ধত্যবহুল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি বিচিকিৎসা বা সন্দেহপ্রবণ হয়ে অবস্থান করছি নাকি বিচিকিৎসাহীন হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ক্রোধবহুল নাকি অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি সংক্লিষ্ট চিত্তে অবস্থান করছি নাকি অসংক্লিষ্ট (পবিত্র) চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি কায়িক অসহনশীল নাকি সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি পরাক্রমহীন হয়ে অবস্থান করছি নাকি দৃঢ় পরাক্রমশালী হয়ে অবস্থান করছি? আমি অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি নাকি সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি?'

৬. ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অভিধ্যাবহুল, ব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা, ক্রোধবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আমি সংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক অসহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমহীন হয়ে ও অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই পাপ-অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য তাকে অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে

যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পাপ-অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৭. ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অনভিধ্যাবহুল, অব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অনভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; অনৌদ্ধত্য, বিচিকিৎসাহীন, অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি; আমি অসংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমী ও সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর এরূপ কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত থেকে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।" তৃতীয় সূত্র।

৪. শমথ সূত্র

৫৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হবো।' এরূপই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়, যেমন, 'আমি কি নিজ চিত্তের সমাধি (আধ্যাত্মিক শমথভাব) লাভ করেছি নাকি করি নাই? আমি কি অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করেছি নাকি করি নাই?'

২. ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি প্রত্যবেক্ষণকালে এরূপ জ্ঞাত হয় যে 'আমি চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি লাভ করেছি কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করি নাই।' তাহলে ভিক্ষুগণ, তখন তাকে চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এরূপে সে পরবর্তী সময়ে চিত্তের সমাধি এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করতে পারে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি প্রত্যবেক্ষণকালে এরূপ জ্ঞাত হয় যে 'আমি

অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করেছি কিন্তু চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি লাভ করি নাই।' তাহলে ভিক্ষুগণ, তখন তাকে লব্ধ অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি লাভের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এরূপে সে পরবর্তী সময়ে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন এবং চিত্তের সমাধি লাভ করতে পারে।

যদি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি প্রত্যবেক্ষণকালে এরূপ জ্ঞাত হয় যে 'আমি চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি ও অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করি নাই।' তাহলে ভিক্ষুগণ, তখন তাকে কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। এরূপে সে পরবর্তী সময়ে চিত্তের সমাধি এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করতে পারে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি প্রত্যবেক্ষণকালে এরূপ জ্ঞাত হয় যে 'আমি চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করেছি।' তাহলে ভিক্ষুগণ, তখন তাকে কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করতে হবে।

৩. ভিক্ষুগণ, চীবরকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : পরিধানযোগ্য ও পরিধানের অযোগ্য। পিণ্ডপাতকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : আহারযোগ্য ও আহারের অযোগ্য। শয্যাসনকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : ব্যবহারযোগ্য ও ব্যবহারের অযোগ্য। গ্রামকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়। জনপদকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়। ব্যক্তিকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সংসর্গের যোগ্য ও অসংসর্গনীয়।

৪. ভিক্ষুগণ, চীবরকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : পরিধানযোগ্য ও পরিধানের অযোগ্য। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যে চীবর পরিধানে অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ চীবর পরিধানের অযোগ্য। আবার যেরূপ চীবর পরিধানে অকুশলধর্ম হ্রাস পায় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ চীবরই পরিধানযোগ্য। এ কারণেই বলা হয়েছে : 'চীবরকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : পরিধানযোগ্য ও পরিধানের অযোগ্য।'

ভিক্ষুগণ, পিণ্ডপাতকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : আহারযোগ্য ও আহারের অযোগ্য। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ আহার পরিভোগে অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ আহার পরিভোগের অযোগ্য। আবার যেরূপ আহার গ্রহণে

অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ আহারই পরিভোগযোগ্য। এ কারণেই বলা হয়েছে : 'পিণ্ডপাতকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : আহারযোগ্য ও আহারের অযোগ্য।'

ভিক্ষুগণ, শয্যাসনকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : ব্যবহারযোগ্য ও ব্যবহারের অযোগ্য। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ শয্যাসন ব্যবহারে অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ শয্যাসন ব্যবহারের অযোগ্য। আবার যেরূপ শয্যাসন ব্যবহারে অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ শয্যাসনই ব্যবহারের যোগ্য। এ কারণেই বলা হয়েছে : 'শয্যাসনকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : ব্যবহারযোগ্য ও ব্যবহারের অযোগ্য।'

ভিক্ষুগণ, গ্রামকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ গ্রামকে নিশ্রয় করে অবস্থানের দরুন অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ গ্রামকে নিশ্রয় করে অবস্থান করা অনুচিত। আবার যেরূপ গ্রামকে নিশ্রয় করে অবস্থানের দরুন অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ গ্রামকে নিশ্রয় করে অবস্থান করা উচিত। এ কারণেই বলা হয়েছে : 'গ্রামকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়।'

ভিক্ষুগণ, জনপদকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ জনপদকে নিশ্রয় করে অবস্থানের দরুন অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ জনপদকে নিশ্রয় করে অবস্থান করা অনুচিত। আবার যেরূপ জনপদকে নিশ্রয় করে অবস্থানের দরুন অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ জনপদকে নিশ্রয় করে অবস্থান করা উচিত। এ কারণেই বলা হয়েছে : 'জনপদকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়।'

ভিক্ষুগণ, ব্যক্তিকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সংসর্গযোগ্য ও অসংসর্গনীয়। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ ব্যক্তির সংসর্গে অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ ব্যক্তির সাথে মেশা অনুচিত। আবার যেরূপ ব্যক্তির সংসর্গে অবস্থানের দরুন অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ ব্যক্তির সংসর্গে থাকা উচিত। এ কারণেই বলা হয়েছে : 'ব্যক্তিকে

আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সংসর্গযোগ্য ও অসংসর্গনীয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. পরিহান সূত্র

৫৫.১. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদের 'হে আবুসোগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো,' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "হে আবুসোগণ, এই যে প্রায় বলা হয়—'পরিহানধর্মী ব্যক্তি, পরিহানধর্মী ব্যক্তি' এবং 'অপরিহানধর্মী ব্যক্তি, অপরিহানধর্মী ব্যক্তি'। আবুসোগণ, ভগবান কর্তৃক সেই পরিহানধর্মী ব্যক্তি এবং অপরিহানধর্মী ব্যক্তি কী প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে?"

"আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট এরূপ অর্থ জানার জন্য বহুদূর হতে এসেছি। তা সত্যিই উত্তম হবে যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট হতে তা শ্রবণপূর্বক ধারণ করবেন।"

"তাহলে, আবুসোগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন। আমি ভাষণ করছি।"

'তাই হোক' বলে ভিক্ষুরা সম্মতি দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলতে লাগলেন :

৩. "হে আবুসোগণ, পরিহানধর্মী ব্যক্তি কিরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে?

এক্ষেত্রে আবুসোগণ, ভিক্ষু অশ্রুতপূর্ব ধর্মশ্রবণ করে না; শ্রুত ধর্মসমূহ ভুলে যেতে থাকে; পূর্বে মনোগোচর হয়নি এমন বিষয়ও তার মনে উদিত হয় না; এবং অজানা বিষয়ও বুঝতে পারে না। আবুসোগণ, পরিহানধর্মী ব্যক্তি এরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৪. আবুসোগণ, অপরিহানধর্মী ব্যক্তি কিরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে?

এক্ষেত্রে আবুসোগণ, ভিক্ষু অশ্রুতপূর্ব ধর্মশ্রবণ করে; শ্রুত ধর্মসমূহ ভুলে যায় না; পূর্বে মনোগোচর হয়নি এমন বিষয়ও তার মনে উদিত হয়; এবং অজানা বিষয়ও বুঝতে পারে। আবুসোগণ, অপরিহানধর্মী ব্যক্তি এরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৫. আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হবো।' এরূপই

আবুসোগণ, আপনাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই আবুসোগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়; যথা :

'আমি কি অনভিধ্যা বা নির্লোভী হয়ে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি আলস্য-তন্দ্রা প্রহীণপূর্বক অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অনুদ্ধত চিত্তে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি বিচিকিৎসাহীন বা সন্দেহাতীত চিত্তে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অসংক্লিষ্ট চিত্তে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি ধর্ম সম্বন্ধে আত্মপ্রসাদলাভী? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি নিজ চিত্তের একাগ্রতালাভী? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

৬. আবুসোগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে সে-সমস্ত কুশলধর্মাদি নিজমধ্যে না দেখে; তবে তাকে সেই কুশলধর্মসমূহ লাভের

জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৭. যদি আবুসোগণ, ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে সে-সমস্ত কুশলধর্মাদির মধ্যে কিছু পরিমাণ কুশলধর্ম নিজমধ্যে বিদ্যমান দেখতে পায় এবং কিছু পরিমাণ না দেখে; তবে তাকে সেই বিদ্যমান কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অবিদ্যমান কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৮. যদি আবুসোগণ, ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে সে-সমস্ত কুশলধর্মাদি নিজমধ্যে বিদ্যমান দেখতে পায়, তবে ভিক্ষুটির তখন বিদ্যমান কুশলধর্মাদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।" পঞ্চম সূত্র।

৬. প্রথম সংজ্ঞা সূত্র

৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতে নিমজ্জন ও অমৃতে পর্যাবসানরূপ মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। সেই দশ সংজ্ঞা কী কী?

২. যথা : অশুভসংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, এই দশটি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতে নিমজ্জন ও অমৃতে পর্যাবসানরূপ মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র

৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতে

নিমজ্জন ও অমৃতে পর্যাবসানরূপ মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। সেই দশ সংজ্ঞা কী কী?

২. যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, মৃত্যুসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অস্থিসংজ্ঞা, পুলবকসংজ্ঞা[১], বিনীলকসংজ্ঞা[২], বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞা[৩], উৰ্দ্ধমাতকসংজ্ঞা[৪]।

ভিক্ষুগণ, এই দশটি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতে নিমজ্জন ও অমৃতে পর্যাবসানরূপ মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. মূলক সূত্র

৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ যদি তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করে, 'সর্ববিধ ধর্মের মূল কী? সর্ববিধ ধর্মের উৎপত্তি কী? সর্ববিধ ধর্মের সমুদয় কী? সর্ববিধ ধর্মের সংযোগ কী? সর্ববিধ ধর্মের প্রধান কী? সর্ববিধ ধর্মের আধিপত্য কী? সর্ববিধ ধর্মের অতিক্রমন কী? সর্ববিধ ধর্মের সার কী? সর্ববিধ ধর্মের নিমজ্জন কী? এবং সর্ববিধ ধর্মের পর্যাবসান বা সমাপ্তিই বা কী?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কী ব্যাখ্যা করবে?"

"ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক,

---

[১]। পুলবক দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে নবম। আমক শ্মশানে পরিত্যক্ত শবদেহ বা মৃতদেহ পঁচে গেলে তাতে ক্রিমিকীট উৎপন্ন হয়ে যখন পঁচা ক্ষতদেহ ভক্ষণ করতে থাকে সেই সময়ে অশুভ ভাবনাকারী যোগী শবদেহের পরিবর্তে "ক্রিমিকীটের দ্বারা ভক্ষিত হচ্ছে" বলে ভাবনায় বা ধ্যানে মনোনিবেশ করে থাকেন। এই ধ্যানের মাধ্যমে যোগী উহাকে জানেন, তদপেক্ষা অধিক জানেন, বিশেষরূপে জানেন এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞাসহকারে জানেন। ইহাই "পুলবক সঞ্ঞা" বা "পুলবক সংজ্ঞা"।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (২য় খণ্ড), পৃ. ১১২১।

[২]। ইহা দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে দ্বিতীয়। উদ্ধুমাতকং বা মৃত শরীরের প্রথমাবস্থার পর শবদেহের দ্বিতীয়াবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে মাংসবহুল স্থানে রক্তবর্ণ, পুঁজ সঞ্চিত স্থানে শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলবর্ণ বা নীলবস্ত্রাবৃতের মত হওয়াকে 'বিনীলক' মৃতদেহ বলে। এই 'বিনীলক' মৃতদেহকে সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'বিনীলকসংজ্ঞা'। শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খণ্ড), পৃ. ২৫৩।

[৩]। মৃতদেহের বিভিন্ন স্থানে ছিন্নভিন্ন অবস্থা। ইহা দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে চতুর্থ।

[৪]। মৃতদেহের প্রথমাবস্থা। শবদেহ বা মৃতদেহ ফুলে কামারের ভাঁতির ন্যায় অতি ভীষণ কুৎসিত আকার ধারণ করাকে 'উদ্ধুমাতক' বলে। এই 'উদ্ধুমাতক' মৃতদেহকে সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'উদ্ধুমাতক-সংজ্ঞা'। 'উদ্ধুমাতক' দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে প্রথম।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খণ্ড), পৃ. ২৩৫।

প্রতিশরণ। সত্যিই ভন্তে, তা উত্তম হয় যদি ভগবান এই বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট হতে তা শ্রবণপূর্বক অবধারণ করবেন।"

"হে ভিক্ষুগণ, তাহলে শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'তা-ই হোক' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ যদি তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করে, 'সর্ববিধ ধর্মের মূল কী? সর্ববিধ ধর্মের উৎপত্তি কী? সর্ববিধ ধর্মের সমুদয় কী? সর্ববিধ ধর্মের সংযোগ কী? সর্ববিধ ধর্মের প্রধান কী? সর্ববিধ ধর্মের আধিপত্য কী? সর্ববিধ ধর্মের অতিক্রমন কী? সর্ববিধ ধর্মের সার কী? সর্ববিধ ধর্মের নিমজ্জন কী? এবং সর্ববিধ ধর্মের পর্যাবসান বা সমাপ্তিই বা কী?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপ ব্যাখ্যা করবে :

'আবুসোগণ, ছন্দই সর্ববিধ ধর্মের মূল। সর্ববিধ ধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে মনোযোগ প্রদান। স্পর্শ হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের সমুদয়। সর্ববিধ ধর্মের সংযোগ হলো বেদনা। সমাধি হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের প্রধান। সর্ববিধ ধর্মের আধিপত্য হলো স্মৃতি। প্রজ্ঞা হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের অতিক্রমন। সর্ববিধ ধর্মের সার হলো বিমুক্তি। অমৃতে নিমজ্জনই হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের নিমজ্জন এবং নির্বাণ হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের পর্যাবসান বা সমাপ্তি।'

ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলে এরূপ ব্যাখ্যা করবে।" অষ্টম সূত্র।

৯. প্রব্রজ্যা সূত্র

৫৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, সেহেতু তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য :

'আমাদের চিত্ত প্রব্রজ্যায় অভ্যস্ত হবে; পাপ-অকুশলধর্মসমূহ আমাদের চিত্তকে পরাভূত করে স্থিত হবে না; আমাদের চিত্ত অনিত্যসংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; অনাত্মসংজ্ঞায় আমাদের চিত্ত অভ্যস্ত হবে; অশুভসংজ্ঞায় আমাদের চিত্ত অভ্যস্ত হবে; আমাদের চিত্ত আদীনবসংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; আমাদের চিত্ত জগতের ভালো-মন্দ জ্ঞাত হয়ে তদ্রুপ সংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; আমাদের চিত্ত জগতের ভব-বিভব সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তদ্রুপ সংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; আমাদের চিত্ত জগতের সমুদয় বা উৎপত্তি ও নিরোধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তদ্রুপ সংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; প্রহাণসংজ্ঞায় আমাদের চিত্ত অভ্যস্ত হবে; বিরাগসংজ্ঞায় ও

নিরোধসংজ্ঞায় আমাদের চিত্ত অভ্যস্ত হবে।' এরূপই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য।

২. যখন ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর চিত্ত প্রব্রজ্যায় অভ্যস্ত হয়; পাপ-অকুশলধর্মসমূহ তার চিত্তকে পরাভূত করে স্থিত হয় না; তার চিত্ত অনিত্যসংজ্ঞায়, অনাত্মসংজ্ঞায়, অশুভসংজ্ঞায়, আদীনবসংজ্ঞায় অভ্যস্ত হয়; জগতের ভালো-মন্দ জ্ঞাত হয়ে তদ্রুপ সংজ্ঞায় তার চিত্ত অভ্যস্ত হয়; জগতের ভব-বিভব এবং সমুদয় ও অস্তগমন সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তার চিত্ত তৎবিষয়ে অভ্যস্ত হয়; প্রহাণসংজ্ঞায়, বিরাগসংজ্ঞায় ও নিরোধসংজ্ঞায় সেই ভিক্ষুটির চিত্ত অভ্যস্ত হয়; তখন তার নিকট দুটি ফলের অন্যতর ফলই প্রত্যাশিত—'হয় ইহজীবনেই সে অর্হত্ত্বফল নয়তো জীবনের কিছু ইন্ধন বাকি রেখে অনাগামী ফল লাভ করবে।" নবম সূত্র।

১০. গিরিমানন্দ সূত্র

৬০.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ অসুস্থ, পীড়িত ও অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি ভীষণ পীড়াদায়ক ক্ষতরোগে আক্রান্ত। ভন্তে, ভগবান অনুকম্পাবশত আয়ুষ্মান গিরিমানন্দকে দর্শন করলে ভালো হয়।"

৩. "হে আনন্দ, যদি তুমি আয়ুষ্মান গিরিমানন্দকে দশ সংজ্ঞা পাঠ করে শোনাও তাহলে সেই দশ সংজ্ঞা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার রোগ উপশম হওয়ার হেতু আছে। সেই দশ সংজ্ঞা কী কী? যথা :

অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, সর্বসংস্কারে অনিত্যসংজ্ঞা এবং আনাপানস্মৃতিসংজ্ঞা।

৪. আনন্দ, অনিত্যসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়—'রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞানও অনিত্য। এভাবে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে অনিত্যানুদর্শী হয়ে

সেই ভিক্ষু অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই অনিত্যসংজ্ঞা।

৫. আনন্দ, অনাত্মসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়—'চক্ষু অনাত্ম, রূপ অনাত্ম, শ্রোত্র অনাত্ম, শব্দ অনাত্ম, ঘ্রাণ অনাত্ম, গন্ধ অনাত্ম, জিহ্বা অনাত্ম, রস অনাত্ম, কায় অনাত্ম, স্পর্শ অনাত্ম, মন অনাত্ম এবং ধর্মও অনাত্ম। এভাবে ছয় বাহ্যিক আয়তন এবং ছয় প্রকার অভ্যন্তরীণ আয়তনে অনাত্মদর্শী হয়ে সে অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই অনাত্মসংজ্ঞা।

৬. আনন্দ, অশুভসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু পাদতল হতে ঊর্ধ্বে কেশাগ্র পর্যন্ত চর্মাবৃত দেহে নানা প্রকার অশুচি পদার্থ পর্যবেক্ষণ করে; যথা : এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক; মাংস, পেশীতন্তু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক; হৃদয়, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস; অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, মল, মস্তিষ্ক; পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ; অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সিকনি, লাসিকা ও মূত্র আছে। এভাবে কায়ের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে সেই ভিক্ষু অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই অশুভসংজ্ঞা।

৭. আনন্দ, আদীনবসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়—'এই দেহে অনেক দুঃখ, অনেক আদীনব (অসুবিধা বা দোষ) আছে। এই দেহে বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়; যথা : চক্ষু রোগ, শ্রোত্র রোগ, নাসিকার রোগ, জিহ্বা রোগ, কায় রোগ, শির রোগ, কর্ণ রোগ, মুখ রোগ, দন্ত রোগ, ওষ্ঠ রোগ, কাশি, শ্বাস বা হাপানী রোগ, পিনাস বা সর্দি, দাহ, জ্বর, পেটের রোগ, মূর্চ্ছা, আমাশয়, সূল, কলেরা, কুষ্ঠ, ফোড়া বা গন্ড, কিলাস বা একজিমা, যক্ষা, মৃগীরোগ, দাদ, কন্ডু বা চুলকানি, খোস-পাঁচড়া, চর্মরোগ, পান্ডুরোগ, বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস, অর্শ্ব, বিষ ফোঁড়া, ভগন্দর, পিত্তরোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বাতব্যাধি, বায়ুজাত রোগ, শারীরিক রসজাত রোগ, সংক্রামক ব্যাধি, ঋতু পরিবর্তনের দরুন সৃষ্ট রোগ, শরীরের অত্যধিক চাপের ফলে সৃষ্ট রোগ, কর্মবিপাকজ রোগ এবং শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, মল-মূত্রাদি। এভাবে সে কায়ের প্রতি আদীনব বা দোষদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই আদীনবসংজ্ঞা।

৮. আনন্দ, প্রহাণসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি উৎপন্ন কামবিতর্ক চিন্তা করে না, বরং তা বর্জন

করে, দমন করে, অন্তসাধন করে এবং যাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে সেজন্য সচেষ্ট হয়। উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক চিন্তা করে না, বরং তা বর্জন করে, দমন করে, অন্তসাধন করে এবং যাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে সেজন্য সচেষ্ট হয়। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম চিন্তা করে না, বরং তা বর্জন করে, দমন করে, অন্তসাধন করে এবং যাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে সেজন্য সচেষ্ট হয়।

৯. আনন্দ, বিরাগসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়—'ইহাই যথার্থ, ইহাই প্রণীত যথা সকল সংস্কারের উপশম, সকল উপধির (পুনর্জন্মের স্তম্ভ) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ ও নির্বাণ। আনন্দ, ইহাই বিরাগসংজ্ঞা।

১০. আনন্দ, নিরোধসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়—'ইহাই যথার্থ, ইহাই প্রণীত যথা সর্ববিধ সংস্কারের উপশম, সকল উপধির (পুনর্জন্মের স্তম্ভ) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, নিরোধ ও নির্বাণ। আনন্দ, ইহাই নিরোধসংজ্ঞা।

১১. আনন্দ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি জগতের মধ্যে যে-সমস্ত উপাদানসমূহ ও চিত্তের কুসংস্কার রয়েছে, তা পরিত্যাগপূর্বক এবং তাতে সংলগ্ন না হয়ে অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা।

১২. আনন্দ, সকল সংস্কারের প্রতি অনিত্যসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সকল সংস্কারের প্রতি বিরক্ত হয়, লজ্জিত হয় এবং ঘৃণাবোধ করে। আনন্দ, ইহাই সকল সংস্কারের প্রতি অনিত্যসংজ্ঞা।

১৩. আনন্দ, আনাপানস্মৃতিসংজ্ঞা কিরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে পদ্মাসনে ঋজুভাবে বসে। তার পর কর্মস্থান বা স্মৃতি অভিমুখে মনোযোগ দেয়। সে স্মৃতিমান হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে জানে; 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে জানে। হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে জানে; হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে জানে।

সে শিক্ষা করে যে 'আমি পুরো দেহে শ্বাসক্রিয়া অনুভবপূর্বক নিশ্বাস

গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। কায়সংস্কারকে উপশান্ত করে আমি নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে আরও শিক্ষা করে যে 'আমি প্রীতি অনুভবপূর্বক নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি সুখ অনুভবপূর্বক নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে শিক্ষা করে যে 'আমি চিত্তসংস্কারে সতর্ক হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। চিত্তসংস্কারকে উপশান্ত করে আমি নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে আরও শিক্ষা করে যে 'আমি চিত্তকে নিরীক্ষণ করে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি প্রফুল্লমনা হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে শিক্ষা করে যে 'আমি চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি চিত্তকে বন্ধনমুক্ত করে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে আরও শিক্ষা করে যে 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি বিরাগানুদর্শী হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে শিক্ষা করে যে 'আমি নিরোধদর্শী হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি ত্যাগানুদর্শী (পটিনিস্সগ্গ) হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

১৪. আনন্দ, যদি তুমি গিরিমানন্দ ভিক্ষুকে এই দশ সংজ্ঞা আবৃত্তি করে শোনাও তাহলে এই দশ সংজ্ঞা শ্রবণের সাথে সাথে গিরিমানন্দের রোগ উপশমের হেতু আছে।"

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট হতে এই দশ সংজ্ঞা শিক্ষা করে আয়ুষ্মান গিরিমানন্দের নিকট গিয়ে দশ সংজ্ঞা আবৃত্তি করলেন। আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ এই দশ সংজ্ঞা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করলেন। আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ সেই ব্যাধি হতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হলেন। এভাবে আয়ুষ্মান গিরিমানন্দের রোগ উপশম হয়েছিল। দশম সূত্র।

সচিত্ত বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্র সূচি

সচিত্ত, সারিপুত্র, স্থিতি হলো ব্যাখ্যাত,
সমথ, প্রহাণ সূত্রাদি হয়েছে আলোচিত;
দু-সংজ্ঞা, মূল, প্রব্রজ্যা ও গিরিমানন্দ,
এ দশে মিলে ষষ্ঠ বর্গ হলো সমাপ্ত॥

(৭) ২. যমক বর্গ

১. অবিদ্যা সূত্র

৬১.১. "হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার অতীত সম্বন্ধে এরূপে জানা যায় না যে 'এই পূর্বে অবিদ্যা ছিল না, ইহা পরবর্তী সময়েই উৎপন্ন হয়েছে।' এই উক্তির প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে 'ইহার প্রত্যয়েই অবিদ্যা।'

২. ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অবিদ্যার আহার বা প্রত্যয় কী? পঞ্চ-নীবরণই হচ্ছে অবিদ্যার প্রত্যয় বা অবিদ্যা উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, পঞ্চ-নীবরণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। পঞ্চ-নীবরণের আহার বা প্রত্যয় কী? ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রই হচ্ছে পঞ্চ-নীবরণের প্রত্যয় বা পঞ্চ-নীবরণ উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের আহার বা প্রত্যয় কী? অসংযত ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের প্রত্যয় বা ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হওয়ার সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অসংযত ইন্দ্রিয়কে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অসংযত ইন্দ্রিয়ের আহার বা প্রত্যয় কী? বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানই হচ্ছে অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যয় বা অসংযত ইন্দ্রিয় হওয়ার সহায়ক কারণ। ভিক্ষুগণ, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের আহার বা প্রত্যয় কী? অযথার্থ মনোনিবেশই হচ্ছে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অযথার্থ মনোনিবেশকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অযথার্থ মনোনিবেশের আহার বা প্রত্যয় কী? অশ্রদ্ধাই হচ্ছে অযথার্থ মনোনিবেশের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অশ্রদ্ধাকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অশ্রদ্ধার আহার বা প্রত্যয় কী? অসদ্ধর্ম শ্রবণই হচ্ছে অশ্রদ্ধার প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম শ্রবণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অসদ্ধর্ম শ্রবণের আহার বা প্রত্যয় কী? অসৎ পুরুষের সংসর্গই হচ্ছে অসদ্ধর্ম শ্রবণের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

৩. এরূপে ভিক্ষুগণ, অসৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন অসদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, অসদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন অশ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান অসম্ভবপর, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের অভাবে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান এসে ভর করে, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের কারণে পঞ্চ-নীবরণ পেয়ে বসে। পঞ্চ-নীবরণের কারণে অবিদ্যা পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে অবিদ্যার আহার, এরূপেই হয় অবিদ্যার পূর্ণতা সাধিত।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে প্রচণ্ড বর্ষণ হলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটরে পূর্ণ হয়। পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটর জলপূর্ণ হয়ে ছোটো গর্তাদি পূর্ণ হয় সেই উপচে পড়া জলে। ছোটো গর্তাদি জলে ভরাট হওয়ার পর বড় বড় গর্তসমূহও জল পূর্ণ হয়; বড় গর্তসমূহে জল উপচে পরে ছোটো নদীতে মিশে যায়। ছোটো নদীতে জল মিশে গিয়ে তা মহানদীতে প্রবাহিত হয়। মহানদীর জলও তার পর মহাসমুদ্র, সাগরের দিকে বয়ে চলে। এরূপে ইহাই হচ্ছে মহাসমুদ্র, সাগরের আহার; এরূপেই মহাসমুদ্র, সাগরের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৪. ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, অসৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন অসদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, অসদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন অশ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান অসম্ভবপর, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের অভাবে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান এসে ভর করে, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের কারণে পঞ্চ-নীবরণ পেয়ে বসে। পঞ্চ-নীবরণের কারণে অবিদ্যা পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে অবিদ্যার আহার, এরূপেই হয় অবিদ্যার পূর্ণতা সাধিত।

৫. ভিক্ষুগণ, বিদ্যাবিমুক্তিকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। বিদ্যাবিমুক্তির আহার বা প্রত্যয় কী? সপ্তবোধ্যঙ্গই হচ্ছে বিদ্যাবিমুক্তির প্রত্যয় বা বিদ্যাবিমুক্তি উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, সপ্তবোধ্যঙ্গকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। সপ্তবোধ্যঙ্গের আহার বা প্রত্যয় কী? চারি স্মৃতিপ্রস্থানই হচ্ছে সপ্তবোধ্যঙ্গের প্রত্যয় বা সপ্তবোধ্যঙ্গ উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের আহার বা প্রত্যয় কী? ত্রিবিধ সুচরিতই

হচ্ছে চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রত্যয় বা চারি স্মৃতিপ্রস্থান সম্পাদিত হওয়ার সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ সুচরিতকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ত্রিবিধ সুচরিতের আহার বা প্রত্যয় কী? ইন্দ্রিয় সংযমই হচ্ছে ত্রিবিধ সুচরিতের প্রত্যয় বা ত্রিবিধ সুচরিত সম্পাদনের সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় সংযমকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ইন্দ্রিয় সংযমের আহার বা প্রত্যয় কী? স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের আহার বা প্রত্যয় কী? জ্ঞানত মনোনিবেশই হচ্ছে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, জ্ঞানত মনোনিবেশকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। জ্ঞানত মনোনিবেশের আহার বা প্রত্যয় কী? শ্রদ্ধাই হচ্ছে জ্ঞানত মনোনিবেশের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। শ্রদ্ধার আহার বা প্রত্যয় কী? সদ্ধর্ম শ্রবণই হচ্ছে শ্রদ্ধার প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম শ্রবণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। সদ্ধর্ম শ্রবণের আহার বা প্রত্যয় কী? সৎপুরুষের সংসর্গই হচ্ছে সদ্ধর্ম শ্রবণের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

৬. এরূপে, ভিক্ষুগণ, সৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন সদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন শ্রদ্ধা জাগে, সশ্রদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান সম্ভব হয়, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের দরুন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ সুচরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ সুচরিত্রের কারণে চারি স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলিত হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের কারণে সপ্তবোধ্যঙ্গ পূর্ণ হয় এবং সপ্তবোধ্যঙ্গের দরুন বিদ্যাবিমুক্তি পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে বিদ্যাবিমুক্তির আহার, এরূপেই হয় বিদ্যাবিমুক্তির পূর্ণতা সাধিত।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে প্রচণ্ড বর্ষণ হলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটরে পূর্ণ হয়। পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটর জলপূর্ণ হয়ে ছোটো গর্তাদি পূর্ণ হয় সেই উপচে পড়া জলে। ছোটো গর্তাদি জলে ভরাট হওয়ার পর বড় বড় গর্তসমূহও জল পূর্ণ হয়; বড়

গর্তসমূহে জল উপচে পরে ছোটো নদীতে মিশে যায়। ছোটো নদীতে জল মিশে গিয়ে তা মহানদীতে প্রবাহিত হয়। মহানদীর জলও তার পর মহাসমুদ্র, সাগরের দিকে বয়ে চলে। এরূপে ইহাই হচ্ছে মহাসমুদ্র, সাগরের আহার; এরূপেই মহাসমুদ্র, সাগরের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৭. ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, সৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন সদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন শ্রদ্ধা জাগে, সশ্রদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান সম্ভব হয়, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের দরুন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ সুচরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ সুচরিত্রের কারণে চারি স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলিত হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের কারণে সপ্তবোধ্যঙ্গ পূর্ণ হয় এবং সপ্তবোধ্যঙ্গের দরুন বিদ্যাবিমুক্তি পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে বিদ্যাবিমুক্তির আহার, এরূপেই হয় বিদ্যাবিমুক্তির পূর্ণতা সাধিত।” প্রথম সূত্র।

২. ভবতৃষ্ণা সূত্র

৬২.১. “হে ভিক্ষুগণ, ভবতৃষ্ণার অতীত সম্বন্ধে এরূপে জানা যায় না যে ‘এই পূর্বে ভবতৃষ্ণা ছিল না, ইহা পরবর্তী সময়েই উৎপন্ন হয়েছে।’ এই উক্তির প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে ‘ইহার প্রত্যয়েই ভবতৃষ্ণা।’

২. ভিক্ষুগণ, ভবতৃষ্ণাকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ভবতৃষ্ণার আহার বা প্রত্যয় কী? অবিদ্যাই হচ্ছে ভবতৃষ্ণার প্রত্যয় বা ভবতৃষ্ণা উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অবিদ্যার আহার বা প্রত্যয় কী? পঞ্চ-নীবরণই হচ্ছে অবিদ্যার প্রত্যয় বা অবিদ্যা উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, পঞ্চ-নীবরণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। পঞ্চ-নীবরণের আহার বা প্রত্যয় কী? ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রই হচ্ছে পঞ্চ-নীবরণের প্রত্যয় বা পঞ্চ-নীবরণ উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের আহার বা প্রত্যয় কী? অসংযত ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের প্রত্যয় বা ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হওয়ার সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অসংযত ইন্দ্রিয়কে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা

কারণহীন নয়। অসংযত ইন্দ্রিয়ের আহার বা প্রত্যয় কী? বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানই হচ্ছে অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যয় বা অসংযত ইন্দ্রিয় হওয়ার সহায়ক কারণ। ভিক্ষুগণ, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের আহার বা প্রত্যয় কী? অযথার্থ মনোনিবেশই হচ্ছে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অযথার্থ মনোনিবেশকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অযথার্থ মনোনিবেশের আহার বা প্রত্যয় কী? অশ্রদ্ধাই হচ্ছে অযথার্থ মনোনিবেশের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অশ্রদ্ধাকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অশ্রদ্ধার আহার বা প্রত্যয় কী? অসদ্ধর্ম শ্রবণই হচ্ছে অশ্রদ্ধার প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম শ্রবণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অসদ্ধর্ম শ্রবণের আহার বা প্রত্যয় কী? অসৎপুরুষের সংসর্গই হচ্ছে অসদ্ধর্ম শ্রবণের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

৩. এরূপে, ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন অসদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, অসদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন অশ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান অসম্ভবপর, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের অভাবে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান এসে ভর করে, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের কারণে পঞ্চ-নীবরণ পেয়ে বসে। পঞ্চ-নীবরণের কারণে অবিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং অবিদ্যার কারণে ভবতৃষ্ণা জাগে। ইহাই হচ্ছে ভবতৃষ্ণার আহার, এরূপেই হয় ভবতৃষ্ণার পূর্ণতা সাধিত।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে প্রচণ্ড বর্ষণ হলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটরে পূর্ণ হয়। পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটর জলপূর্ণ হয়ে ছোটো গর্তাদি পূর্ণ হয় সেই উপচে পড়া জলে। ছোটো গর্তাদি জলে ভরাট হওয়ার পর বড় বড় গর্তসমূহও জল পূর্ণ হয়; বড় গর্তসমূহে জল উপচে পরে ছোটো নদীতে মিশে যায়। ছোটো নদীতে জল মিশে গিয়ে তা মহানদীতে প্রবাহিত হয়। মহানদীর জলও তার পর মহাসমুদ্র, সাগরের দিকে বয়ে চলে। এরূপে ইহাই হচ্ছে মহাসমুদ্র, সাগরের আহার; এরূপেই মহাসমুদ্র, সাগরের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৪. ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন অসদ্ধর্ম

শ্রবণ সম্পাদিত হয়, অসদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন অশ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান অসম্ভবপর, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের অভাবে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান এসে ভর করে, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের কারণে পঞ্চ-নীবরণ পেয়ে বসে। পঞ্চ-নীবরণের কারণে অবিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং অবিদ্যার কারণে ভবতৃষ্ণা জাগে। ইহাই হচ্ছে ভবতৃষ্ণার আহার, এরূপেই হয় ভবতৃষ্ণার পূর্ণতা সাধিত।

৫. ভিক্ষুগণ, বিদ্যাবিমুক্তিকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। বিদ্যাবিমুক্তির আহার বা প্রত্যয় কী? সপ্তবোধ্যঙ্গই হচ্ছে বিদ্যাবিমুক্তির প্রত্যয় বা বিদ্যাবিমুক্তি উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, সপ্তবোধ্যঙ্গকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। সপ্তবোধ্যঙ্গের আহার বা প্রত্যয় কী? চারি স্মৃতিপ্রস্থানই হচ্ছে সপ্তবোধ্যঙ্গের প্রত্যয় বা সপ্তবোধ্যঙ্গ উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের আহার বা প্রত্যয় কী? ত্রিবিধ সুচরিতই হচ্ছে চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রত্যয় বা চারি স্মৃতিপ্রস্থান সম্পাদিত হওয়ার সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ সুচরিতকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ত্রিবিধ সুচরিতের আহার বা প্রত্যয় কী? ইন্দ্রিয় সংযমই হচ্ছে ত্রিবিধ সুচরিতের প্রত্যয় বা ত্রিবিধ সুচরিত সম্পাদনের সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় সংযমকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ইন্দ্রিয় সংযমের আহার বা প্রত্যয় কী? স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের আহার বা প্রত্যয় কী? জ্ঞানত মনোনিবেশই হচ্ছে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, জ্ঞানত মনোনিবেশকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। জ্ঞানত মনোনিবেশের আহার বা প্রত্যয় কী? শ্রদ্ধাই হচ্ছে জ্ঞানত মনোনিবেশের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। শ্রদ্ধার আহার বা প্রত্যয় কী? সদ্ধর্ম শ্রবণই হচ্ছে শ্রদ্ধার প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম শ্রবণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। সদ্ধর্ম শ্রবণের আহার বা প্রত্যয় কী? সৎপুরুষের সংসর্গই হচ্ছে সদ্ধর্ম শ্রবণের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

৬. এরূপে, ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন সদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন শ্রদ্ধা জাগে, সশ্রদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান সম্ভব হয়, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের দরুন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ সুচরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ সুচরিত্রের কারণে চারি স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলিত হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের কারণে সপ্তবোধ্যঙ্গ পূর্ণ হয় এবং সপ্তবোধ্যঙ্গের দরুন বিদ্যাবিমুক্তি পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে বিদ্যাবিমুক্তির আহার, এরূপেই হয় বিদ্যাবিমুক্তির পূর্ণতা সাধিত।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে প্রচণ্ড বর্ষণ হলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটরে পূর্ণ হয়। পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটর জলপূর্ণ হয়ে ছোটো গর্তাদি পূর্ণ হয় সেই উপচে পড়া জলে। ছোটো গর্তাদি জলে ভরাট হওয়ার পর বড় বড় গর্তসমূহও জল পূর্ণ হয়; বড় গর্তসমূহে জল উপচে পরে ছোটো নদীতে মিশে যায়। ছোটো নদীতে জল মিশে গিয়ে তা মহানদীতে প্রবাহিত হয়। মহানদীর জলও তার পর মহাসমুদ্র, সাগরের দিকে বয়ে চলে। এরূপে ইহাই হচ্ছে মহাসমুদ্র, সাগরের আহার; এরূপেই মহাসমুদ্র, সাগরের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৭. ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন সদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন শ্রদ্ধা জাগে, সশ্রদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান সম্ভব হয়, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের দরুন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ সুচরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ সুচরিত্রের কারণে চারি স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলিত হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের কারণে সপ্তবোধ্যঙ্গ পূর্ণ হয় এবং সপ্তবোধ্যঙ্গের দরুন বিদ্যাবিমুক্তি পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে বিদ্যাবিমুক্তির আহার, এরূপেই হয় বিদ্যাবিমুক্তির পূর্ণতা সাধিত।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. পূর্ণাঙ্গতা সূত্র

৬৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস লাভ করেছে তারা সকলেই দৃষ্টিসম্পন্ন। সেই দৃষ্টিসম্পন্নদের ইহজগতেই পাঁচটি বিষয়ে

পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় এবং ইহলোক ত্যাগে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয়।

২. ইহজগতেই যে পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় তা কী কী?

যথা : সে সাতবার মাত্র জন্ম ধারণ করে, কোলংকোল, একবীজি, সকৃদাগামী এবং ইহজন্মেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়। এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ইহলোকে লব্ধ পূর্ণাঙ্গতা।

৩. ইহলোক ত্যাগে অপর যে পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা তার অর্জিত হয় তা কী কী?

যথা : অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী, উপহচ্চ পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কার পরিনির্বাণলাভী, সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী এবং অকনিষ্ঠগামী ঊর্ধ্বস্রোতা। এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ইহলোক ত্যাগে লব্ধ পূর্ণাঙ্গতা।

৪. ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস লাভ করেছে তারা সকলেই দৃষ্টিসম্পন্ন। সেই দৃষ্টিসম্পন্নদের ইহজগতেই পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় এবং ইহলোক ত্যাগে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয়।” তৃতীয় সূত্র।

৪. অটুট প্রসাদ সূত্র

৬৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস লাভ করেছে তারা সকলেই স্রোতাপন্ন। সেই স্রোতাপন্নদের ইহজগতেই পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় এবং ইহলোক ত্যাগে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয়।

২. ইহজগতেই যে পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় তা কী কী?

যথা সে সাতবার মাত্র জন্ম ধারণ করে, কোলংকোল, একবীজি, সকৃদাগামী এবং ইহজন্মেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়। এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ইহলোকে লব্ধ পূর্ণাঙ্গতা।

৩. ইহলোক ত্যাগে অপর যে পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা তার অর্জিত হয় তা কী কী?

যথা : অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী, উপহচ্চ পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কার পরিনির্বাণলাভী, সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী এবং অকনিষ্ঠগামী ঊর্ধ্বস্রোতা। এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ইহলোক ত্যাগে লব্ধ পূর্ণাঙ্গতা।

৪. ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস লাভ করেছে তারা সকলেই স্রোতাপন্ন। সেই স্রোতাপন্নদের ইহজগতেই পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় এবং ইহলোক ত্যাগে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয়।” চতুর্থ

সূত্র।

৫. প্রথম সুখ সূত্র

৬৫.১. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র মগধরাজ্যের নালকগ্রামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর সামন্ডকানি পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সম্বোধনসূচক আলাপ ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সামন্ডকানি পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসো সারিপুত্র, সুখ কী? দুঃখই বা কী?"

"হে আবুসো সামন্ডকানি, পুনর্জন্মই দুঃখ এবং পুনর্জন্মের নিরোধই সুখ। আবুসো সামন্ডকানি, পুনর্জন্মহেতু এসকল দুঃখই প্রত্যাশিত; যথা : শীত-উষ্ণতা, ক্ষুধা-পিপাসা, মল-মূত্রজনিত দুঃখ, অগ্নির সংস্পর্শ, দণ্ড বা শাস্তি ভোগ, অস্ত্রাঘাত পাওয়া এমনকি নিজ জ্ঞাতিমিত্রদের সম্মিলিত রোষানল ভোগ করা। আবুসো সামন্ডকানি, এসকল হচ্ছে পুনর্জন্মহেতু প্রত্যাশিত দুঃখ।

অধিকন্তু, আবুসো সামন্ডকানি, পুনর্জন্ম নিরোধহেতু এসকল সুখই প্রত্যাশিত; যথা : শীত-উষ্ণহীনতা, ক্ষুধা-পিপাসারহিত ও মল-মূত্রহীন সুখময় অবস্থা, অগ্নির অসংস্পর্শ, শাস্তিভোগ হতে চির রেহাই, অস্ত্রাঘাত না পাওয়া এমনকি নিজ জ্ঞাতিমিত্রদের সম্মিলিত রোষানল হতে মুক্ত থাকা। আবুসো সামন্ডকানি, এসকল হচ্ছে পুনর্জন্ম নিরোধহেতু প্রত্যাশিত সুখ।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় সুখ সূত্র

৬৬.১. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র মগধরাজ্যের নালকগ্রামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর সামন্ডকানি পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সম্বোধনসূচক আলাপ ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সামন্ডকানি পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসো সারিপুত্র, এই ধর্মবিনয়ে সুখ কী? দুঃখই বা কী?"

"হে আবুসো সামন্ডকানি, এই ধর্মবিনয়ে অনভিরতিই দুঃখ পক্ষান্তরে অভিরতিই সুখ। আবুসো সামন্ডকানি, এই ধর্মবিনয়ে অনভিরতিহেতু এই দুঃখসমূহই প্রত্যাশিত; যথা : এই ধর্মবিনয়ে অনভিরতিহেতু গমনে বা দাঁড়ানে, অথবা উপবেশনে বা শয়নে যেকোনো অবস্থায়ই সে সুখ-আনন্দ

লাভ করতে পারে না। অরণ্য, বৃক্ষমূল কিংবা শূন্যাগার অথবা খোলা আকাশের নিচে, এমনকি ভিক্ষুদের সাহচর্যেও সে সুখ-আনন্দ লাভ করতে অক্ষম হয়। আবুসো সামন্ডকানি, এসকল হচ্ছে এই ধর্মবিনয়ে অনভিরতিহেতু প্রত্যাশিত দুঃখ।

অধিকন্তু, আবুসো সামন্ডকানি, এই ধর্মবিনয়ে অভিরতিহেতু এই সুখসমূহই প্রত্যাশিত; যথা : এই ধর্মবিনয়ে অভিরতিহেতু গমনে বা দাঁড়ানে, অথবা উপবেশনে বা শয়নে যেকোনো অবস্থায়ই সে সুখ-আনন্দ লাভ করতে পারে। অরণ্য, বৃক্ষমূল কিংবা শূন্যাগার অথবা খোলা আকাশের নিচে, এমনকি ভিক্ষুদের সাহচর্যেও সে সুখ-আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হয়। আবুসো সামন্ডকানি, এসকল হচ্ছে এই ধর্মবিনয়ে অভিরতিহেতু প্রত্যাশিত সুখ।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম নলকপান সূত্র

৬৭.১. একসময় ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘসহ কোশলরাজ্যে ধর্ম পরিক্রমা করছিলেন। পর্যটন করতে করতে কোশলদের নলকপান নামক নিগম বা নগরে পৌঁছলেন। তার পর ভগবান সেই নলকপান নামক নগরীর পলাসবনে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় এক উপোসথ দিবসে ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে বসলেন। অতঃপর ভগবান অধিকরাত্রি পর্যন্ত ভিক্ষুদের ধর্ম উপদেশ ব্যাখ্যা করে, হৃদয়ঙ্গম করিয়ে, শিক্ষা পালনে উৎসাহিত করে এবং পুলকিত করে তাদের নিরব দেখতে পেয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ডেকে বললেন :

২. "হে সারিপুত্র, উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ আলস্য-তন্দ্রাভিভূত নয়। সারিপুত্র, তুমি ভিক্ষুদের ধর্মকথা শোনাও। আমার পৃষ্ঠদেশ ক্লান্ত হয়েছে, আমি বিশ্রাম করব।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান সংঘাটি চারভাজ করে বিছালেন। তার পর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে 'যথাসময়ে জাগব' এরূপ অধিষ্ঠানপূর্বক দক্ষিণ পাশে সিংহশয্যায় শয়ন করলেন।

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদের 'হে আবুসোগণ' বলে সম্বোধন করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুবৃন্দ প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

৪. "হে আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয়

নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই এবং প্রজ্ঞাও নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। যেমন, আবুসোগণ, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী, আভা এবং আকার-আয়তন ক্ষীণ হয়। ঠিক তদ্রুপ আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই এবং প্রজ্ঞাও নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

আবুসোগণ, এরূপে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়, পাপে নির্লজ্জী-নির্ভয়ী, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমহীন, দুষ্প্রাজ্ঞজনের কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়। ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী (উপনাহী), পাপেচ্ছু, পাপমিত্র এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন জনের কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়।

৫. পুনশ্চ, আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাও বিদ্যমান; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, আবুসোগণ, শুক্লপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারি দিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং আকার-আয়তনও প্রসারিত হয়। ঠিক তদ্রুপ আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম বিদ্যমান এবং প্রজ্ঞাও উপস্থিত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।

আবুসোগণ, এরূপে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়, পাপে সলজ্জী-সভয়ী, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রাজ্ঞজনের কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়। অক্রোধী, দোষান্বেষণকারী নয় এমন ব্যক্তি, অল্পেচ্ছু, কল্যাণমিত্র এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন জনের কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধি হয়।”

৬. অতঃপর ভগবান বিশ্রাম শেষে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ডেকে বললেন :

সাধু, সারিপুত্র, সাধু। সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই এবং প্রজ্ঞাও নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। যেমন, সারিপুত্র, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই

পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী, আভা এবং আকার-আয়তন ক্ষীণ হয়। ঠিক তদ্রুপ সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই এবং প্রজ্ঞাও নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

সারিপুত্র, এরূপে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়, পাপে নির্লজ্জী-নির্ভয়ী, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমহীন, দুষ্প্রাজ্ঞজনের কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়। ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী (উপনাহী), পাপেচ্ছু, পাপমিত্র এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন জনের কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়।

৭. পুনশ্চ, সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাও বিদ্যমান; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, সারিপুত্র, শুক্লপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং আকার-আয়তনও প্রসারিত হয়। ঠিক তদ্রুপ সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম বিদ্যমান এবং প্রজ্ঞাও উপস্থিত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।

সারিপুত্র, এরূপে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়, পাপে সলজ্জী-সভয়ী, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রাজ্ঞজনের কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়। অক্রোধী, দোষান্বেষণকারী নয় এমন ব্যক্তি, অল্পেচ্ছু, কল্যাণমিত্র এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন জনের কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধি হয়।” সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় নলকপান সূত্র

৬৮.১. একসময় ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘসহ কোশলরাজ্যে ধর্ম পরিক্রমা করছিলেন। পর্যটন করতে করতে কোশলদের নলকপান নামক নিগম বা নগরে পৌঁছলেন। তার পর ভগবান সেই নলকপান নামক নগরীর পলাসবনে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় এক উপোসথ দিবসে ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে বসলেন। অতঃপর ভগবান অধিকরাত্রি পর্যন্ত ভিক্ষুদের ধর্ম উপদেশ ব্যাখ্যা করে, হৃদয়ঙ্গম করিয়ে, শিক্ষা পালনে

উৎসাহিত করে এবং পুলকিত করে তাদের নিরব দেখতে পেয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ডেকে বললেন :

২. "হে সারিপুত্র, উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ আলস্য-তন্দ্রাভিভূত নয়। সারিপুত্র, তুমি ভিক্ষুদের ধর্মকথা শোনাও। আমার পৃষ্ঠদেশ ক্লান্ত হয়েছে, আমি বিশ্রাম করব।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান সংঘাটি চারভাজ করে বিছালেন। তার পর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে 'যথাসময়ে জাগব' এরূপ অধিষ্ঠানপূর্বক দক্ষিণ পাশে সিংহশয্যায় শয়ন করলেন।

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদের 'হে আবুসোগণ' বলে সম্বোধন করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুবৃন্দ প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

৪. "হে আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই, প্রজ্ঞা নাই, শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগ নাই, ধর্মাদির অবধারণ নাই, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ নাই, ধর্মানুধর্ম আচরণ নাই এবং অপ্রমাদ নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। যেমন, আবুসোগণ, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী, আভা এবং আকার-আয়তন ক্ষীণ হয়। ঠিক তদ্রুপ আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই, প্রজ্ঞা নাই, শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগ নাই, ধর্মাদির অবধারণ নাই, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ নাই, ধর্মানুধর্ম আচরণ নাই এবং অপ্রমাদ নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

৫. পুনশ্চ, আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যে শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগকারী, ধর্মাদি অবধারণ করে, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, ধর্মানুধর্ম আচরণ করে এবং অপ্রমত্ত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, আবুসোগণ, শুক্লপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং আকার-আয়তনও প্রসারিত হয়। ঠিক তদ্রুপ

আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যে শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগকারী, ধর্মাদি অবধারণ করে, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, ধর্মানুধর্ম আচরণ করে এবং অপ্রমত্ত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।”

৬. অতঃপর ভগবান বিশ্রাম শেষে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ডেকে বললেন :

সাধু, সারিপুত্র, সাধু। সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই, প্রজ্ঞা নাই, শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগ নাই, ধর্মাদির অবধারণ নাই, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ নাই, ধর্মানুধর্ম আচরণ নাই এবং অপ্রমাদ নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। যেমন, সারিপুত্র, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী, আভা এবং আকার-আয়তন ক্ষীণ হয়। ঠিক তদ্রুপ সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই, প্রজ্ঞা নাই, শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগ নাই, ধর্মাদির অবধারণ নাই, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ নাই, ধর্মানুধর্ম আচরণ নাই এবং অপ্রমাদ নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

৭. পুনশ্চ, সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যে শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগকারী, ধর্মাদি অবধারণ করে, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, ধর্মানুধর্ম আচরণ করে এবং অপ্রমত্ত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, সারিপুত্র, শুক্লপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং আকার-আয়তনও প্রসারিত হয়। ঠিক তদ্রুপ সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যে শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগকারী, ধর্মাদি অবধারণ করে, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, ধর্মানুধর্ম আচরণ করে এবং অপ্রমত্ত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।”

অষ্টম সূত্র।

৯. প্রথম আলোচনার বিষয় সূত্র

৬৯.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেইসময় বহু ভিক্ষু আহারকৃত্য সমাপনে উপস্থান শালায় একত্রিত হয়ে বিবিধ প্রকার বাজে আলাপচারিতায় সময় কাটাচ্ছিলেন। যেমন, রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয়-সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ-বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন-বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ-সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূর্বপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছিল।

অনন্তর ভগবান সন্ধ্যাবেলায় নির্জনতারূপ ধ্যান হতে এসে উপস্থানশালায় উপস্থিত হলেন এবং পূর্বপ্রস্তুত আসনে বসলেন। আসনে বসে ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের উদ্দেশ করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একত্রিত হয়ে এতক্ষণ কী বিষয়ে আলাপ করছিলে? আমি আসা মাত্র যা অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো?"

"ভন্তে, আজ আমরা আহার শেষে এই উপস্থানশালায় একত্রিত হয়ে রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয়-সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ-বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন-বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ-সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূর্বপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছিলাম।"

"ভিক্ষুগণ, তোমরা যে রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয়-সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ-বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন-বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ-সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূর্বপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত

হয়ে অবস্থান করছ, তা তোমাদের ন্যায় শ্রদ্ধায় গৃহ হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় আগত কুলপুত্রদের পক্ষে সমীচীন নয়।

৩. ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিতদের দশ প্রকার আলোচনার যোগ্য কথা রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : অল্পেচ্ছা কথা, সন্তুষ্টি কথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, শীল কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনের কথা। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার কথাই প্রব্রজিতদের আলোচনার যোগ্য।

৪. ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা এই দশ প্রকার বিষয় নির্ভর আলোচনা কর তবে এই মহাশক্তিধর, মহানুভব চন্দ্র-সূর্যের তেজকেও তা আপন তেজচ্ছটায় জয় করবে, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের মিথ্যে মতবাদের কথাই বা কী!" নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় সূত্র

৭০.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেইসময় বহু ভিক্ষু আহারকৃত্য সমাপনে উপস্থান শালায় একত্রিত হয়ে বিবিধ প্রকার বাজে আলাপচারিতায় সময় কাটাচ্ছিলেন। যেমন, রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয়-সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ-বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন-বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ-সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূর্বপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছিল।

অনন্তর ভগবান সন্ধ্যাবেলায় নির্জনতারূপ ধ্যান হতে এসে উপস্থান শালায় উপস্থিত হলেন এবং পূর্বপ্রস্তুত আসনে বসলেন। আসনে বসে ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একত্রিত হয়ে এতক্ষণ কী বিষয়ে আলাপ করছিলে? আমি আসা মাত্র যা অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো?"

"ভন্তে, আজ আমরা আহার শেষে এই উপস্থানশালায় একত্রিত হয়ে রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয়-সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ-বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন-বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ-সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা,

যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূর্বপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছিলাম।"

"ভিক্ষুগণ, তোমরা যে রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয়-সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ-বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন-বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ-সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূর্বপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছ, তা তোমাদের ন্যায় শ্রদ্ধায় গৃহ হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় আগত কুলপুত্রদের পক্ষে সমীচীন নয়।

৩. ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার প্রশংসনীয় বিষয় রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্বয়ং অল্পেচ্ছু হয় এবং ভিক্ষুদের নিকট অল্পেচ্ছা বিষয়ে আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু অল্পেচ্ছু এবং ভিক্ষুদের নিকট অল্পেচ্ছা বিষয়ে আলোচনা করেন'—এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে যথালাভে সন্তুষ্ট থাকে এবং যথালাভে সন্তুষ্ট থাকার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'ইনি যথালাভে সন্তুষ্ট এবং যথালাভে সন্তুষ্ট থাকার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন' এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি স্বয়ং প্রবিবেক বা নির্জনপ্রিয় হয় এবং নির্জনপ্রিয়তার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু নির্জনপ্রিয় এবং নির্জনপ্রিয়তার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'—এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে (কোলাহলে) অসংশ্লিষ্ঠ এবং ভিক্ষুদের নিকট অসংশ্লিষ্ঠতার কথা আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু (কোলাহলে) অসংশ্লিষ্ট এবং ভিক্ষুদের নিকট অসংশ্লিষ্টতার কথা আলোচনা করেন'—এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি স্বয়ং দৃঢ় পরাক্রমী হয় এবং দৃঢ় পরাক্রমতার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু দৃঢ় পরাক্রমী হয় এবং দৃঢ় পরাক্রমতার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'—এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে শীলবান এবং শীল পালনের কথা ভিক্ষুদের নিকট

আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু শীলবান এবং শীল পালনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন' এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি স্বয়ং সমাধিলাভী এবং সমাধি অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু সমাধিলাভী এবং সমাধি অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন' এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে প্রজ্ঞাবান এবং প্রজ্ঞা অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান এবং প্রজ্ঞা অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন' এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি স্বয়ং বিমুক্তিসম্পন্ন এবং বিমুক্তি অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু বিমুক্তিসম্পন্ন এবং বিমুক্তি অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন' এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন প্রতিমণ্ডিত এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান এবং প্রজ্ঞা অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন' এই উভয় গুণাবলিই প্রশংসনীয়।

৪. ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে প্রশংসনীয় বিষয়।" দশম সূত্র।

যমক বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অবিদ্যা, ভবতৃষ্ণা, পূর্ণাঙ্গতা সূত্রত্রয়,
অটুট প্রসাদ ও দুই সুখ সূত্র উক্ত হয়;
দুই নলকপান সূত্রযোগে হলো অষ্টবিধ,
আলোচ্য বিষয় সূত্র দুয়ে যমক বর্গ গঠিত ॥

(৮) ৩. আকাঙ্ক্ষা বর্গ

১. আকাঙ্ক্ষা সূত্র

৭১.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পন্ন ও প্রাতিমোক্ষ অধিগত হয়ে অবস্থান কর। প্রাতিমোক্ষ অনুযায়ী সংযত ও আচার-গোচরশীল হয়ে

অবস্থান কর। অণুমাত্র বর্জনীয় পাপে ভয় দর্শনপূর্বক শিক্ষাপদসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষা কর।

৩. ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যদি আমার সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনঃপুত ও সম্মানিত হতাম এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতাম।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যদি চীবর, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয় ও ভৈষজ্যসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করতে পারতাম।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমার যেই রক্তসম্বন্ধীয় কালগত জ্ঞাতিপ্রেতরা প্রসন্নচিত্ত বা কুশলচিত্ত অনুস্মরণ করে, তা তাদের মহাফলদায়ক ও মহানিশংসকর হোক।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যাতে যথালব্ধ চীবর, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয় ও ভৈষজ্যসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি!' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যাতে শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-পিপাসা, ডাঁশ-মশাদিসহ সরীসৃপের সংস্পর্শে সহনশীল থাকতে পারি। আমি যাতে নিন্দা, মনোকষ্টদায়ক দুর্বাক্য এবং তীব্র, কষ্টকর, কটু, অপ্রিয়, অমনঃপুত, প্রাণহরণকর উৎপন্ন শারীরিক দুঃখদায়ক বেদনাসহিষ্ণু হই!' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যেন রতি-

অরতিকে অতিক্রম করতে পারি। রতি-অরতি যেন আমাকে পরাভূত করতে না পারে এবং উৎপন্ন রতি-অরতিভাবকে যেন আমি পরাভূত করে অবস্থান করতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যেন ভয়-ভীতিকে অতিক্রম করতে পারি। ভয়-ভীতি যেন আমাকে পরাভূত করতে না পারে এবং উৎপন্ন ভয়-ভীতিকে যেন আমি পরাভূত করে অবস্থান করতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যেন ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ আভিচৈতসিক চর্তুবিধ ধ্যানসমূহ সহজে, অনায়াসে এবং বিনা কষ্টে লাভ করতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যেন আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে সাক্ষাৎ করে এবং তা অধিগত হয়ে অবস্থান করতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমণ্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

৪. ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পন্ন ও প্রাতিমোক্ষ অধিগত হয়ে অবস্থান কর। প্রাতিমোক্ষ অনুযায়ী সংযত ও আচার-গোচরশীল হয়ে অবস্থান কর। অণুমাত্র বর্জনীয় পাপে ভয় দর্শনপূর্বক শিক্ষাপদসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষা কর। ইহা বলা হয়েছে, এই প্রত্যয়েই তা বলা হয়েছে।" প্রথম সূত্র।

২. কণ্টক বা কাঁটা সূত্র

৭২.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনের কূটাগারশালায় বহু স্থবির শ্রাবক; যথা : আয়ুষ্মান চাল, আয়ুষ্মান উপচাল, আয়ুষ্মান কুক্কুট, আয়ুষ্মান কলিম্ভ, আয়ুষ্মান নিকট, আয়ুষ্মান কটিস্‌সহসহ আরও অন্যান্য নামকরা,

সুপরিচিত শিষ্যদের সাথে অবস্থান করছিলেন। তখন একদিন অনেক নামজাদা, সুপরিচিত লিচ্ছবীগণ ভগবানের দর্শনেচ্ছায় যানারূঢ় হয়ে মহাবনের দিকে উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ করতে করতে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সেই আয়ুষ্মান ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—'এই নামজাদা, সুপরিচিত লিচ্ছবীগণ ভগবানের দর্শনেচ্ছায় যানারূঢ় হয়ে মহাবনের দিকে উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ করতে করতে প্রবেশ করছে। অধিকন্তু ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে ধ্যানের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শব্দ। সেহেতু আমরা মনোরম গোশৃঙ্গশালবনে গিয়ে অল্পশব্দে ও অল্পাকীর্ণ হয়ে অবস্থান করব।' অতঃপর সেই আয়ুষ্মানবৃন্দ মনোরম গোশৃঙ্গশালবনে গিয়ে অল্পশব্দে ও অল্পাকীর্ণ হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

২. এদিকে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, চাল, উপচাল, কুক্কুট, কলিম্ভ, নিকট, কটিস্‌সহসহ আরও অন্যান্য শিষ্যরা কোথায়? তারা কোথায় গিয়েছে?"

"ভন্তে, আয়ুষ্মানবৃন্দের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল যে 'এই নামজাদা, সুপরিচিত লিচ্ছবীগণ ভগবানের দর্শনেচ্ছায় যানারূঢ় হয়ে মহাবনের দিকে উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ করতে করতে প্রবেশ করছে। অধিকন্তু ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে ধ্যানের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শব্দ। সেহেতু আমরা মনোরম গোশৃঙ্গশালবনে গিয়ে অল্পশব্দে ও অল্পাকীর্ণ হয়ে অবস্থান করব।' অতঃপর ভন্তে, সেই আয়ুষ্মানবৃন্দ মনোরম গোশৃঙ্গশালবনে গিয়ে অল্পশব্দে ও অল্পাকীর্ণ হয়ে অবস্থান করছেন।"

"সাধু, ভিক্ষুগণ, সাধু। 'ধ্যানের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শব্দ' এরূপ আমার দ্বারা ভাষিত বিষয়ের অর্থ সেই মহাশ্রাবকেরা সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পেরেছে।

৩. ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার কণ্টক রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

প্রবিবেক বা নির্জনতায় অবস্থানকারীর কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সঙ্গপ্রিয়তা, অশুভ নিমিত্ত দর্শনকারীর প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শুভ নিমিত্ত দর্শন (দোষকে দোষরূপে না দেখা), ইন্দ্রিয়সমূহে সংযতজনের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমোদ-প্রমোদ দর্শন, ব্রহ্মচর্যের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে স্ত্রীলোকের সংসর্গতা, প্রথম ধ্যানের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শব্দ, দ্বিতীয় ধ্যানের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে বিতর্ক-বিচার, তৃতীয় ধ্যানের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রীতি, চতুর্থ ধ্যানের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, সংজ্ঞা-বেদয়িত

নিরোধসমাপত্তির প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সংজ্ঞা ও বেদনা এবং রাগ-দ্বেষ-মোহও হচ্ছে কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা।

৪. ভিক্ষুগণ, কণ্টকহীন হয়ে অবস্থান কর। নিষ্কণ্টক হয়ে অবস্থান কর। কণ্টকহীন ও নিষ্কণ্টক হয়েই অবস্থান কর। কণ্টকহীনতায় অর্হত্ত্বফল লাভ হয়, নিষ্কণ্টকতায় অর্হত্ত্বফল লাভ হয় এবং কণ্টকহীনতায় ও নিষ্কণ্টকতায় অর্হত্ত্বফল লাভ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ইষ্টধর্ম সূত্র

৭৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে দশটি ধর্ম বা বিষয় আছে যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু অতীব দুর্লভ। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

জগতে ভোগ্যবিষয় হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে উত্তম বর্ণ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে আরোগ্য সম্পত্তি হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে শীল হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে ব্রহ্মচর্যা হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে সৎমিত্র হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ। জগতে বহু বিষয়ে জ্ঞান (বহুসচ্চ) হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে প্রজ্ঞা হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে ধর্ম বা শিক্ষা হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; এবং জগতে স্বর্গ লাভ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ।

২. ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম যা জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ, তার আবার দশ প্রকার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে; যথা :

আলস্য ও অনুত্থান হচ্ছে ভোগ্য সম্পত্তি লাভের প্রতিবন্ধকতা; সাজসজ্জা না করা হচ্ছে বর্ণের প্রতিবন্ধক; অশোভনীয় কর্ম হচ্ছে আরোগ্যের প্রতিবন্ধক; পাপমিত্রতা হচ্ছে শীলাদির প্রতিবন্ধক; অসংযত ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্রহ্মচর্যার প্রতিবন্ধক; প্রবঞ্চনা হচ্ছে সৎমিত্র লাভের প্রতিবন্ধকতা; অনধ্যয়ন হচ্ছে বিদ্যা অর্জনের প্রতিবন্ধক; শ্রবণেচ্ছাহীনতা এবং জিজ্ঞাসা না করা হচ্ছে প্রজ্ঞা লাভের বাধাস্বরূপ; অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ না করা হচ্ছে ধর্ম বা শিক্ষা লাভের প্রতিবন্ধকতা; এবং মিথ্যা আচরণ বা পাপ আচরণ হচ্ছে স্বর্গ লাভের প্রতিবন্ধকতা।

৩. ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম যা জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ, তার আবার দশ প্রকার আহার বা তা লাভের পন্থা রয়েছে; যথা :

পরিশ্রম ও উত্থান হচ্ছে হচ্ছে ভোগ্য সম্পত্তি লাভের আহার বা ভোগ্যবিষয় লাভের সহায়ক; সাজসজ্জা করা হচ্ছে বর্ণ লাভের সহায়ক;

শোভনীয় কর্ম হচ্ছে আরোগ্যের আহার; কল্যাণমিত্রতা হচ্ছে শীলাদির আহার; সংযত ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্রহ্মচর্যার আহার; প্রবঞ্চনাহীনতা বা সততা হচ্ছে সৎমিত্র লাভের সহায়ক; অধ্যয়ন হচ্ছে বিদ্যা অর্জনের সহায়ক; শ্রবণেচ্ছা এবং জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে প্রজ্ঞা লাভের সহায়ক; অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ধর্ম বা শিক্ষা লাভের পন্থা; এবং সম্যক আচরণ বা কুশল আচরণ হচ্ছে স্বর্গ লাভের সহায়ক। ভিক্ষুগণ, এসকল হচ্ছে দশ প্রকার ধর্ম লাভের পন্থা বা আহার।" তৃতীয় সূত্র।

৪. বৃদ্ধি সূত্র

৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার বর্ধনের দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পাওয়ার সময় একজন আর্যশ্রাবক আর্যরূপ বর্ধনে সমৃদ্ধ হয় এবং অত্যাবশ্যক বিষয় প্রাপ্ত হয় ও কায়ভেদে মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ অবস্থা অর্জন করে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে ক্ষেত্রসম্পত্তিতে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ধনধান্যতে সমৃদ্ধ হয়, স্ত্রী-পুত্র দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পায়, দাস-কর্মচারী ও ভৃত্যদের মাধ্যমে সমৃদ্ধি পায়, চতুষ্পদী বা গৃহপালিত পশুর মাধ্যমেও সমৃদ্ধি লাভ করে। তার শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়, সে শীলগুণ, শ্রুতি, ত্যাগগুণে সমৃদ্ধ হয় এবং প্রজ্ঞা বর্ধনে সমৃদ্ধি পায়। এই দশ প্রকার বর্ধনের দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পাওয়ার সময় একজন আর্যশ্রাবক আর্যরূপ বর্ধনে সমৃদ্ধ হয় এবং অত্যাবশ্যক বিষয় প্রাপ্ত হয় ও কায়ভেদে মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ অবস্থা অর্জন করে।"

"ধনধান্যে হয় বৃদ্ধি আরও পুত্র-পত্নী,
চতুষ্পদ লাভে হয় সুসমৃদ্ধি অতি;
জ্ঞাতি, মিত্র, রাজার নিকট হয়ে পূজিত,
যশস্বী হন ভোগবান অতি আমোদিত।
শ্রদ্ধা, শীল, প্রজ্ঞা যার হয় বর্ধিত,
ত্যাগ, শ্রুতি উভয়ের প্রবৃদ্ধি সতত;
তেমন সৎপুরুষ, বিচক্ষণ সর্বদা যিনি,
ইহধামে উভয় দিকেই হন বর্ধমান তিনি।" চতুর্থ সূত্র।

৫. মিগসালা সূত্র

৭৫.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উপাসিকা মিগসালার[১] গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে

[১]। ইনি বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। মিগসালার পিতা পোরাণ গৃহী অবস্থায় রাজা

প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তার পর উপাসিকা মিগসালা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্টা উপাসিকা মিগসালা আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আনন্দ, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম জানা কষ্টকর; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে? ভন্তে, আমার পিতা পোরাণ গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত, দূরে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত লোকে উৎপন্ন হয়েছেন। কিন্তু ভন্তে, আমার কাকা ঋষিদত্ত ছিলেন অব্রহ্মচারী এবং শুধুমাত্র নিজ ভার্যায় সন্তুষ্ট। তিনিও কালগত হলে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম জানা কষ্টকর; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে?"

"হে ভগ্নি, ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে।"

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ উপাসিকা মিগসালার গৃহে পিণ্ডপাত গ্রহণ করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তার পর আয়ুষ্মান আনন্দ আহারকৃত্য সমাপনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪. "ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উপাসিকা মিগসালার গৃহে গমন করি। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশনের পর উপাসিকা মিগসালা আমার সম্মুখে আসেন। এসে আমাকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করেন। একপাশে উপবেশনের পর উপাসিকা মিগসালা আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৫. "ভন্তে, আনন্দ, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম জানা কষ্টকর; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে? ভন্তে, আমার পিতা পোরাণ গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত, দূরে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত লোকে উৎপন্ন হয়েছেন। কিন্তু ভন্তে, আমার কাকা ঋষিদত্ত ছিলেন অব্রহ্মচারী এবং শুধুমাত্র নিজ ভার্যায় সন্তুষ্ট। তিনিও কালগত

প্রসেনজিতের গৃহাধ্যক্ষ বা গৃহস্থালি কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ঋষিদত্ত পোরাণের আপন ভ্রাতা হতেন। অঙ্গুত্তরনিকায়, ৬ষ্ঠ নিপাত, ৪৪ নং সূত্র; অনু. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু দ্রষ্টব্য।

হলে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম কষ্টকর; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে?”

এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি উপাসিকা মিগসালাকে বললাম, “হে ভগ্নি, ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে।”

৬. “হে আনন্দ, কে সেই নির্বোধ, অজ্ঞ, স্ত্রী-কায়িক, স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না উপাসিকা মিগসালা যে মানুষে মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে? আনন্দ, জগতে দশ প্রকার পুদ্গল বা মানুষ বিদ্যমান। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

৭. এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি দুঃশীল হয়। সেরূপ দুঃশীলতা যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য[১] বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও[২] লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি দুঃশীল হয়। কিন্তু সেরূপ দুঃশীলতা যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে ‘এর মধ্যে যেই দুঃশীলতা বিদ্যমান, অপর জনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?’ আনন্দ, এমনতরো চিন্তা

---

[১]। “বাহুসচ্চ” শব্দটির আভিধানিক অর্থ মহাজ্ঞান। কিন্তু অর্থকথায় “বাহুসচ্চেন” এর অর্থ দেয়া হয়েছে—‘বীরিযং’। যথা : বাহুসচ্চেনপি অকতং হোতীতি এত্থ বহুসচ্চং বুচ্চতি বীরিযং, বীরিযেন কত্তব্বযুত্তকং অকতং হোতীতি অত্থো। সম্পূর্ণ বইটিতেই মূল ও অর্থকথার সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে অনুবাদের প্রয়াস করা হয়েছে।

[২]। সাময়িক বিমুক্তি লাভ করে না অর্থাৎ ধর্মশ্রবণহেতু উৎপন্ন প্রীতি-প্রমোদ্য লাভ করে না। (অর্থকথা)

তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে দুঃশীল কিন্তু সেরূপ দুঃশীলতা যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা, আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কি অন্য কোনো ব্যক্তির তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

৮. এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি সুশীল হয়। সেরূপ শীল যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি সুশীল হয়। কিন্তু সেরূপ শীল যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই শীলগুণ বিদ্যমান, অপর জনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে সুশীল কিন্তু সেরূপ শীল যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা

সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কী অন্য কোনো ব্যক্তির তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

৯. এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি তীব্র রাগ বা আসক্তিপরায়ণ হয়। সেরূপ তীব্র আসক্তি যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি তীব্র আসক্তিপরায়ণ হয়। কিন্তু সেরূপ তীব্র আসক্তি যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই তীব্র আসক্তি বিদ্যমান, অপর জনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে তীব্র আসক্তিপরায়ণ কিন্তু সেরূপ তীব্র আসক্তি যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা, আনন্দ,

এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কি অন্য কোনো ব্যক্তির তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

১০. এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধী হয়। সেরূপ ক্রোধ যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধী হয়। কিন্তু সেরূপ ক্রোধ যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই ক্রোধ বিদ্যমান, অপরজনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে ক্রোধী কিন্তু সেরূপ ক্রোধ যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কী অন্য কোনো ব্যক্তির তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায়

ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

১১. এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ঔদ্ধত্য হয়। সেরূপ ঔদ্ধত্য যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ঔদ্ধত্য হয়। কিন্তু সেরূপ ঔদ্ধত্য যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই ঔদ্ধত্য বিদ্যমান, অপরজনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য কিন্তু সেরূপ ঔদ্ধত্য যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কী অন্য কোনো ব্যক্তির দোষ-গুণের তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের জন্য গর্ত খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

১২. আনন্দ, কে সেই নির্বোধ, অজ্ঞ, স্ত্রী-কায়িক এমনকি স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না উপাসিকা মিগসালা; যে মানুষে মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে, আনন্দ, জগতে এই দশ প্রকার পুদ্গল বা মানুষ বিদ্যমান। আনন্দ, যেরূপ শীলে

পোরাণ সমৃদ্ধ ছিলেন, একই শীলেও ঋষিদত্ত ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তাই, এক্ষেত্রে পোরাণ ও ঋষিদত্তের পরলৌকিক গতি ভিন্ন হয়নি। আনন্দ, যেরূপ প্রজ্ঞায় ঋষিদত্ত সমৃদ্ধ ছিলেন, একই প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত ছিলেন পোরাণও। তাই, ঋষিদত্ত ও পোরাণের গতিও একই স্থানে হয়েছে। আনন্দ, এরূপে এই উভয় ব্যক্তিরই একটি অঙ্গ[১] কম ছিল।" পঞ্চম সূত্র।

৬. ত্রিবিধ ধর্ম সূত্র

৭৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় যদি জগতে বিদ্যমান না থাকতো তবে তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভাব হতেন না এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ও জগৎ মাঝে প্রচার পেতো না। সেই তিন কী কী? যথা : জন্ম, জরা ও মরণ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় যদি জগতে বিদ্যমান না থাকতো তবে তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভাব হতেন না এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ও জগৎ মাঝে প্রচার পেতো না। যেহেতু ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় জগতে বিদ্যমান সেহেতু তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভাব হন এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ও জগৎ মাঝে প্রচার পায়।

২. ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে জন্ম-জরা ও মরণকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে জন্ম-জরা ও মরণকে ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত-পরামর্শ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত-পরামর্শকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্ব। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত-পরামর্শকে ত্যাগ করা

---

[১]। একঙ্গহীনা অর্থাৎ 'পূরণো সীলেন বিসেসী অহোসি ইসিদত্তো পঞ্ঞ্ঞায়'। পুরাণ ছিলেন শীলসমৃদ্ধ আর ঋষিদত্ত প্রজ্ঞামণ্ডিত। উভয়েই পৃথক গুণাধিকারী ছিলেন এবং একের গুণ অন্যেতে প্রকট ছিল না বিধায় একঙ্গহীনা উল্লেখ আছে।

অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বকে ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : অবজ্ঞা, একগুঁয়েমি ও পাপমিত্রতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে অবজ্ঞা, একগুঁয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা ও প্রমাদ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে অবজ্ঞা, একগুঁয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পাপে নির্লজ্জী, ভয়হীন এবং প্রমত্ত হয়। সেরূপ প্রমত্ত হয়ে সে অবজ্ঞা, একগুঁয়েমিভাব ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। সেরূপ পাপমিত্র হয়ে সে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করতে পারে না। অলসতাহেতু সে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা

ত্যাগ করতে অক্ষম হয়। দুঃশীল বিধায় সে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণের অনীহা এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। পরনিন্দুকহেতু সে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্তভাব ত্যাগ করতে অক্ষম হয়। বিক্ষিপ্তচিত্তহেতু সে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বভাব ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। সেরূপ লীনত্ব চিত্ত হয়ে সে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ ত্যাগ করতে অক্ষম হয়। সে বিচিকিৎসা বা ধর্মে সন্দেহপরায়ণ হয়ে রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগে অসমর্থ হয়; এবং সে রাগ, দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ না করে জন্ম, জরা ও মরণ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।

৪. ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে জন্ম-জরা ও মরণকে ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে জন্ম-জরা ও মরণকে ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত-পরামর্শ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত-পরামর্শকে ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্ব। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত-পরামর্শকে ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বকে ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বকে ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : অবজ্ঞা, একগুঁয়েমি ও পাপমিত্রতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে অবজ্ঞা, একগুঁয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা ও প্রমাদ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে অবজ্ঞা, একগুঁয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা সম্ভব।

৫. ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পাপে সলজ্জী, সভয়ী এবং অপ্রমত্ত হয়। সেরূপ প্রমত্ত হয়ে সে অবজ্ঞা, একগুঁয়েমিভাব ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। সেরূপ পাপ কল্যাণমিত্রত্ব হয়ে সে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করতে পারে। অলসতা পরিত্যাগহেতু সে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। সুশীল বিধায় সে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণের অনীহা এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়। পরনিন্দুক নয় বিধায় সে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্তভাব ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। একাগ্রচিত্তহেতু সে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বভাব ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। সেরূপ লীনত্ব চিত্ত পরিত্যক্ত করে সে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ ত্যাগ করতে সমর্থ হয়। সে বিচিকিৎসাহীন বা ধর্মে সন্দেহমুক্ত হয়ে রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগে সমর্থ হয়; এবং সে রাগ, দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ করে জন্ম, জরা ও মরণ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. কাক সূত্র

৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, কাক পাখি দশ প্রকার খারাপ গুণে ভরা। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২. আক্রমণাত্মক, বেপরোয়া, লোভী, পেটুক, প্রচণ্ড, নির্দয়, দুর্বল, কর্কশকণ্ঠী, বোকা (বিস্মরণশীল) ও খাদ্য মজুতকারী। ভিক্ষুগণ, কাক পাখি এই দশ প্রকার খারাপ গুণে ভরা। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, একজন পাপী ভিক্ষু দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

৩. সে আক্রমণাত্মক, বেপরোয়া, লোভী, পেটুক, প্রচণ্ড, নির্দয়, দুর্বলমনা, কর্কশকণ্ঠী, বিস্মরণশীল ও খাদ্য মজুতকারী হয়। ভিক্ষুগণ, একজন পাপী ভিক্ষু এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ।" সপ্তম সূত্র।

৮. নির্গ্রন্থ সূত্র

৭৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থরা (এক শ্রেণির সন্ন্যাসী) দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : নির্গ্রন্থরা শ্রদ্ধাহীন, দুঃশীল, নির্লজ্জী, পাপে ভয়হীন, অসৎপুরুষের মিত্র, আত্ম প্রশংসাকারী ও পরনিন্দুক, সাংসারিক বিষয়ে জড়িত, স্বার্থান্বেষী এবং তৎবিষয় ত্যাগ করা তাদের পক্ষে দুরূহ, কুহক, পাপেচ্ছাসম্পন্ন এবং পাপমিত্র। ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থরা এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ।" অষ্টম সূত্র।

৯. শত্রুতার কারণ সূত্র

৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার শত্রুতার কারণ রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২. 'সে আমার ক্ষতি সাধন করেছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার ক্ষতি সাধন করছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার ক্ষতি সাধন করবে' এরূপ ভেবেও কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার প্রিয় ও মনঃপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করেছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার প্রিয় ও মনঃপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার প্রিয় ও মনঃপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করবে' এরূপ ভেবেও কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার অপ্রিয় ও

অমনঃপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করেছে’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ‘সে আমার অপ্রিয় ও অমনঃপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করছে’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ‘সে আমার অপ্রিয় ও অমনঃপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করবে’ এরূপ ভেবেও কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে; এবং রাগের অযোগ্য পাত্রে সে বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার শত্রুতার কারণ রয়েছে।” নবম সূত্র।

১০. শত্রুতার জয় সূত্র

৮০.১. “হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার চিন্তা হচ্ছে শত্রুতা উপশমকর। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২. ‘সে আমার ক্ষতি সাধন করেছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। ‘সে আমার ক্ষতি সাধন করছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। ‘সে আমার ক্ষতি সাধন করবে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। ‘সে আমার প্রিয় ও মনঃপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করেছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। ‘সে আমার প্রিয় ও মনঃপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। ‘সে আমার প্রিয় ও মনঃপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করবে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। ‘সে আমার অপ্রিয় ও অমনঃপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করেছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। ‘সে আমার অপ্রিয় ও অমনঃপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। ‘সে আমার অপ্রিয় ও অমনঃপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করবে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?’ এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়; এবং

রাগের অযোগ্য পাত্রে সে বিদ্বেষভাব পোষণ করে না। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার চিন্তা হচ্ছে শত্রুতা উপশমকর।” দশম সূত্র।

আকাঙ্ক্ষা বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

আকাঙ্ক্ষা, কণ্টক, ইষ্ট, বৃদ্ধি, মিগসালা,
ধর্মত্রয়, কাক, নির্গ্রন্থ ও দ্বে শত্রুতা সূত্র মালা;
উক্ত দশ সূত্র যোগে আঘাত বর্গ গঠিত,
অষ্ট বর্গের তৃতীয় বিভাগরূপে জান পণ্ডিত ॥

(৯) ৪. থেরো বর্গ

১. বাহন সূত্র

৮১.১. একসময় ভগবান চম্পায় গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বাহন ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান বাহন ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. “ভন্তে, কত প্রকার ধর্ম তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও তথাগত তাতে বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন?”

“হে বাহন, দশ প্রকার ধর্ম তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও তথাগত তাতে বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

বাহন, রূপ তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও তাতে তথাগত বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন। এভাবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, জন্ম, জরা, মরণ, দুঃখ এবং ক্লেশাদি তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও সে-সমস্তে তথাগত বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন। যেমন, বাহন, উৎপল, পদ্ম, কিংবা শ্বেতপদ্ম পানিতে জাত, পানি হতে ঊর্ধ্বে বর্ধমান এবং পানিতে স্থিত হলেও তা পানি দ্বারা অনুলিপ্ত হয় না। ঠিক তদ্রুপ বাহন, এই দশ প্রকার ধর্ম তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও তথাগত তাতে বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন।” প্রথম সূত্র।

২. আনন্দ সূত্র

৮২.১. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর

আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে আনন্দ, সত্যিই একজন শ্রদ্ধাহীন ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা অসম্ভব। একজন দুঃশীল, অল্পশ্রুত, কটুভাষী, পাপমিত্র, অলস, অমনোযোগী; যথালাভে অসন্তুষ্ট, পাপেচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা অসম্ভব। আনন্দ, এই দশ প্রকার খারাপ চারিত্রিক গুণে সমৃদ্ধ কোনো ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা অসম্ভব।

৩. কিন্তু, আনন্দ, সত্যিই একজন শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা সম্ভব। একজন সুশীল, বহুশ্রুত, মিষ্টভাষী, কল্যাণমিত্র, উদ্যমী, মনোযোগী; যথালাভে সন্তুষ্ট, অল্পেচ্ছু ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা সম্ভব। সত্যিই আনন্দ, এই দশ প্রকার সৎগুণে গুণান্বিত কোনো ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা সম্ভব।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. পূর্ণিয় সূত্র

৮৩.১. অনন্তর আয়ুষ্মান **পূর্ণিয়** ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান **পূর্ণিয়** ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, কী কারণে কী হেতুতে তথাগত কোনো কোনো সময় ধর্মদেশনা করেন আবার কোনো কোনো সময় ধর্মদেশনা করেন না?"

৩. "হে পূর্ণিয়, এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয় কিন্তু যতক্ষণ তথাগতের নিকট উপস্থিত হয় না ততক্ষণ তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় কিন্তু শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশনও করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়ে শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে কিন্তু তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে ও তথাগতকে প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কিন্তু মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণও করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে কিন্তু শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণও করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে কিন্তু ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে এবং ধৃত ধর্মের অর্থও পরীক্ষা করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে কিন্তু অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে এবং অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার

জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় কিন্তু কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করে না, মঙ্গলপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করে না, নগরস্থ ভাষা ব্যবহার করে, বিদায় প্রাক্কালে বিদায় সম্ভাষণ জানায় না এবং পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বক্তব্য উপস্থাপন করে না; তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় এবং কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করে, মঙ্গলপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করে, নগরস্থ ভাষা ব্যবহার করে না, বিদায় প্রাক্কালে বিদায় সম্ভাষণ জানায় এবং পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বক্তব্য উপস্থাপন করে; তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়, কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করে, মঙ্গলপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করে, নগরস্থ ভাষা ব্যবহার করে না, বিদায় প্রাক্কালে বিদায় সম্ভাষণ জানায় এবং পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বক্তব্য উপস্থাপন করে কিন্তু সব্রহ্মচারীদের ধর্ম পথে পরিচালিত করে না, ধর্মে উদ্বুদ্ধ করায় না, উৎসাহিত করায় না এবং আনন্দিতও করায় না; তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে, শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়, কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করে, মঙ্গলপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করে, নগরস্থ ভাষা ব্যবহার করে না, বিদায় প্রাক্কালে বিদায় সম্ভাষণ জানায় ও পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং সব্রহ্মচারীদের ধর্ম পথে পরিচালিত করে, ধর্মে উদ্বুদ্ধ করায়, উৎসাহিত করায় এবং আনন্দিতও করায়; তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

৪. পূর্ণিয়, এই দশটি গুণধর্ম ভিক্ষুটির নিকট বিদ্যমান থাকলে তবেই তথাগত ধর্মদেশনা করেন।” তৃতীয় সূত্র।

৪. ব্যাখ্যা সূত্র

৮৪.১. একসময় আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন ভিক্ষুবৃন্দদের হে আবুসোগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুবৃন্দ প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসোগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অর্হত্ত্বলাভ সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা; করে যথা : 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'

৩. অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল (ধ্যানে সুদক্ষ), পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে, ঘনিষ্ঠভাবে জেরা করে এবং তৎবিষয়ে আলাপ করে। সেই ভিক্ষুটি ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দ্বারা সেই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঘনিষ্ঠভাবে জেরা এবং তৎবিষয়ে আলাপচারিতার সময় বাকরুদ্ধ হয়, সন্দেহান্বীত হয়, প্রত্যুত্তরে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়, অযোগ্যতার প্রকাশ পায় এবং দুর্বিপাকে পরে।

৪. তখন ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে "কী কারণে এই আয়ুষ্মান নিজ অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করে যে, 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি?"

৫. তার পর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান ক্রোধী এবং ক্রোধে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। ক্রোধে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দোষ অন্বেষণকারী (উপনাহী) এবং দোষান্বেষণে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দোষান্বেষণে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দোষ পরগুণ ধ্বংসী এবং পরগুণ ধ্বংসে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পরগুণ ধ্বংসে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে

পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান নির্দয় এবং নির্দয়তায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। নির্দয়তায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান ঈর্ষুক এবং ঈর্ষায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। ঈর্ষায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান পরশ্রীকাতর এবং পরশ্রীকাতরতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পরশ্রীকাতরতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান শঠ এবং শঠতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। শঠতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান মায়াবী এবং মায়ায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। মায়ায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান পাপেচ্ছু এবং পাপেচ্ছায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পাপেচ্ছায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মানের অর্হত্ত্ব লাভের জন্য উত্তরোত্তর করণীয় থাকলেও সে সামান্য বিষয় অধিগমহেতু মধ্যপথেই থেমে গেছে। মধ্যপথে থেমে যাওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।'

৬. আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগ না করে এরূপ ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে, তা অসম্ভব। অধিকন্তু আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগপূর্বক এরূপ ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে, তা সম্ভব।" চতুর্থ সূত্র।

৫. দাম্ভিক সূত্র

৮৫.১. একসময় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ চেতী নগরীর সহজাতিয়তে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ভিক্ষুদের 'আবুসো ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাচুন্দ এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "হে আবুসোগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু নিজ অধিগত বিষয়ে এমন দম্ভ প্রকাশ করে এবং অহংকারী হয়; যথা : 'আমি প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি তৃতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই;

আমি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; এবং আমি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই।'

৩. অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল (ধ্যানে সুদক্ষ), পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে, ঘনিষ্ঠভাবে জেরা করে এবং তৎবিষয়ে আলাপ করে। সেই ভিক্ষুটি ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দ্বারা সেই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঘনিষ্ঠভাবে জেরা এবং তৎবিষয়ে আলাপচারিতার সময় বাকরুদ্ধ হয়, সন্দেহান্বীত হয়, প্রত্যুত্তরে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়, অযোগ্যতার প্রকাশ পায় এবং দুর্বিপাকে পরে।

৪. তখন ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে "কী কারণে এই আয়ুষ্মান নিজ অধিগত বিষয়ে এমন দম্ভ প্রকাশ করে এবং অহংকারী হয়; যথা : 'আমি প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি তৃতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; এবং আমি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই'?

৫. তার পর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান দীর্ঘকালব্যাপী শীলসমূহে খণ্ড বা অসামঞ্জস্যকারী, ভেদকারী, শীলাদি অনুচিতভাবে সম্পাদনকারী, ত্রুটিপূর্ণভাবে নিষ্পন্নকারী এবং সংগতপূর্ণভাবে ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে শীলাদি আচরণ করে না। এই আয়ুষ্মান দুঃশীল। দুঃশীলতা তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান শ্রদ্ধাহীন এবং অশ্রদ্ধায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অশ্রদ্ধায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অল্পশ্রুত এবং অল্পশ্রুতিতে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অল্পশ্রুতিতে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুর্বাক্যভাষী এবং দুর্বাক্য ভাষণে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুর্বাক্য ভাষণে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান পাপ বা খারাপ মিত্র এবং পাপমিত্রত্বে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পাপমিত্রত্বে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অলস এবং অলসতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অলসতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান বিস্মরণশীল এবং বিস্মরণশীলতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। বিস্মরণশীলতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান কুহক এবং কুহকতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। কুহকতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুর্পোষ্য (দুব্ভরো) এবং দুর্পোষ্যতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুর্পোষ্যতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুষ্প্রাজ্ঞ এবং দুষ্প্রাজ্ঞতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুষ্প্রাজ্ঞতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।'

৬. যেমন, আবুসোগণ, কোনো বন্ধু তার অন্য সহায়কে এরূপ বলল যে 'সৌম্য, তোমার অর্থের প্রয়োজন হলে আমার নিকট হতে নিও। আমি তোমাকে অর্থ দিব।' পরবর্তীতে কোনো উপলক্ষ্যে সেই বন্ধুটির অর্থের প্রয়োজন হলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধুকে এরূপ বলে যে 'সৌম্য, আমার অর্থের প্রয়োজন। আমায় কিছু অর্থ দাও।' প্রত্যুত্তরে বন্ধুটি তাকে বলল যে 'তবে সৌম্য, এখানটায় খনন কর।' সেখানে খনন করে কিছুই না পেয়ে অপর বন্ধুটি বলল যে 'অলীক কথাই বললে, সৌম্য, ভ্রান্ত কথাই বললে যে 'এখানটায় খনন কর', তখন দাতা বন্ধুটি বলল, 'না না, সৌম্য, আমি অলীক কিংবা ভ্রান্ত বলিনি। আচ্ছা তবে এদিকটায় খনন করে দেখতো দেখি।' অপর বন্ধুটি সেখানটায়ও খনন করে কিছুই না পেয়ে বলল যে 'অলীক কথাই বললে, সৌম্য, ভ্রান্ত কথাই বললে যে 'এখানটায় খনন কর', তখন দাতা বন্ধুটি বলল, 'না না, সৌম্য, আমি অলীক কিংবা ভ্রান্ত কিছুই বলিনি। পরন্তু

আমি স্মরণ করতে পারছি না, উন্মাদ হলাম মনে হচ্ছে,'

৭. এরূপেই আবুসোগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু নিজ অধিগত বিষয়ে এমন দম্ভ প্রকাশ করে এবং অহংকারী হয়; যথা : 'আমি প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি তৃতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; এবং আমি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই।'

৮. অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল (ধ্যানে সুদক্ষ), পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে, ঘনিষ্টভাবে জেরা করে এবং তৎবিষয়ে আলাপ করে। সেই ভিক্ষুটি ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দ্বারা সেই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঘনিষ্টভাবে জেরা এবং তৎবিষয়ে আলাপচারিতার সময় বাকরুদ্ধ হয়, সন্দেহান্বীত হয়, প্রত্যুত্তরে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়, অযোগ্যতার প্রকাশ পায় এবং দুর্বিপাকে পরে।

৯. তখন ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে "কী কারণে এই আয়ুষ্মান নিজ অধিগত বিষয়ে এমন দম্ভ প্রকাশ করে এবং অহংকারী হয়; যথা : 'আমি প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি তৃতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; এবং আমি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই'?

১০. তার পর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান দীর্ঘকালব্যাপী শীলসমূহে খণ্ড

বা অসামঞ্জস্যকারী, ভেদকারী, শীলাদি অনুচিতভাবে সম্পাদনকারী, ত্রুটিপূর্ণভাবে নিষ্পন্নকারী এবং সংগতপূর্ণভাবে ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে শীলাদি আচরণ করে না। এই আয়ুষ্মান দুঃশীল। দুঃশীলতা তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান শ্রদ্ধাহীন এবং অশ্রদ্ধায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অশ্রদ্ধায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অল্পশ্রুত এবং অল্পশ্রুতিতে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অল্পশ্রুতিতে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুর্বাক্যভাষী এবং দুর্বাক্য ভাষণে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুর্বাক্য ভাষণে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান পাপ বা খারাপমিত্র এবং পাপমিত্রত্বে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পাপমিত্রত্বে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অলস এবং অলসতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অলসতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান বিস্মরণশীল এবং বিস্মরণশীলতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। বিস্মরণশীলতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান কুহক এবং কুহকতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। কুহকতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুর্পোষ্য (দুব্ভরো) এবং দুর্পোষ্যতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুর্পোষ্যতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুষ্প্রাজ্ঞ এবং দুষ্প্রাজ্ঞতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুষ্প্রাজ্ঞতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।'

১১. আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগ না করে এরূপ ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে, তা অসম্ভব। অধিকন্তু আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগপূর্বক এরূপ ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে, তা সম্ভব।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অধিমান সূত্র

৮৬.১. একসময় আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ রাজগৃহের সন্নিকটস্থ বেনুবনের কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ভিক্ষুদের 'আবুসো ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকশ্যপকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "হে আবুসোগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করে যথা : 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'

৩. অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল (ধ্যানে সুদক্ষ), পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে, ঘনিষ্টভাবে জেরা করে এবং তৎবিষয়ে আলাপ করে। সেই ভিক্ষুটি ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দ্বারা সেই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঘনিষ্টভাবে জেরা এবং তৎবিষয়ে আলাপচারিতার সময় বাকরুদ্ধ হয়, সন্দেহান্বীত হয়, প্রত্যুত্তরে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়, অযোগ্যতার প্রকাশ পায় এবং দুর্বিপাকে পরে।

৪. তখন ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে "কী কারণে এই আয়ুষ্মান নিজ অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করে যে, 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি'?"

৫. তার পর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান অধিমানসম্পন্ন (নিজ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণকারী। অধিমানবশে এই আয়ুষ্মান অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি, অসম্পাদিত বিষয় সম্পাদিত হয়েছে এবং অনধিগত বিষয় অধিগত হয়েছে বলে মনে করে। অধিমানবশেই এই আয়ুষ্মান অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করেছে যে 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয়

নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'

৬. অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে 'কী কারণে এই আয়ুষ্মান অধিমানসম্পন্ন এবং অধিমানবশে অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি, অসম্পাদিত বিষয় সম্পাদিত হয়েছে এবং অনধিগত বিষয় অধিগত হয়েছে বলে মনে করে? এবং কী কারণে অধিমানবশে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করেছে যে 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি'?

৭. অনন্তর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী। যেরূপ ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং সমাপ্তিতেও কল্যাণপ্রদ, যা সার্থক, সব্যঞ্জক, শুধুমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মে এই আয়ুষ্মান বহুশ্রুত, সেরূপ ধর্ম বাক্য দ্বারা তার পরিচিত, মনেতে অবধারণকৃত এবং দৃষ্টির দ্বারা উত্তমরূপে উপলব্ধ। তদ্ধেতু এই আয়ুষ্মান অধিমানসম্পন্ন। অধিমানবশে অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি, অসম্পাদিত বিষয় সম্পাদিত হয়েছে এবং অনধিগত বিষয় অধিগত হয়েছে বলে মনে করে। এবং অধিমানবশে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করেছে যে 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'

৮. অধিকন্তু ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান অভিধ্যালু এবং অভিধ্যায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অভিধ্যায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান বিদ্বেষী এবং বিদ্বেষে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। বিদ্বেষে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অলস ও তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং অলসতা ও তন্দ্রাচ্ছন্নতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অলসতা ও তন্দ্রাচ্ছন্নতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান ঔদ্ধত্য এবং ঔদ্ধত্যে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। ঔদ্ধত্যে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান সন্দেহপূর্ণ এবং সন্দেহপূর্ণতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। সন্দেহপূর্ণতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান কর্মপ্রিয়, কর্মে লিপ্ত এবং কর্মপ্রিয়তায় রত। কর্মপ্রিয়তা তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান গল্পপ্রিয়, গল্পে অনুযুক্ত এবং খোশগল্পে রত। খোশগল্প তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান নিদ্রাপ্রিয়, নিদ্রায় বিভোর এবং নিদ্রায় নিমগ্ন। নিদ্রাপ্রিয়তা তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান সঙ্গপ্রিয়, সঙ্গকামী এবং জনসংসর্গে সংশ্লিষ্ট। সঙ্গপ্রিয়তা তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মানের অর্হত্ত্ব লাভের জন্য উত্তরোত্তর করণীয় থাকলেও সে সামান্য বিষয় অধিগমহেতু মধ্যপথেই থেমে গেছে। মধ্যপথে থেমে যাওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে পরিহানিকর।'

৯. আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগ না করে এরূপ ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে, তা অসম্ভব। অধিকন্তু আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগপূর্বক এরূপ ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে, তা সম্ভব।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. অপ্রিয় সূত্র

৮৭.১. তখন জনৈক কালগত ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে ভগবান ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কলহপরায়ণ হয়, কলহ উপশমের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু কলহপরায়ণ এবং কলহ উপশমের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি শিক্ষাকামী হয় না এবং শিক্ষা আচরণের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু শিক্ষাকামী নয় এবং শিক্ষা আচরণের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি

আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পাপেচ্ছু হয় এবং পাপেচ্ছা পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু পাপেচ্ছু এবং পাপেচ্ছা পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ক্রোধী হয় এবং ক্রোধ পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু ক্রোধী এবং ক্রোধ পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পরগুণধ্বংসী (ম্রক্ষী) হয় এবং পরগুণধ্বংস বা ম্রক্ষ পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু পরগুণধ্বংসী এবং পরগুণধ্বংস পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি শঠ হয় এবং শঠতা পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু শঠ এবং শঠতা পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি মায়াবী হয় এবং মায়া পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু মায়াবী হয় এবং মায়া পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হয় না এবং ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হয় না এবং ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নির্জন স্থানে অবস্থান করে না এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু নির্জন স্থানে অবস্থান করে না এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করে না এবং সম্ভাষণ করার প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করে না এবং সম্ভাষণ করার প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।

৩. ভিক্ষুগণ, যদি এমনতরো ভিক্ষুর মনে ইচ্ছা জাগে যে 'অহো, সব্রহ্মচারীরা আমায় সৎকার করুক, সম্মান করুক, মান্য করুক এবং সেবা-পূজা করুক।' তবে তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সৎকার করে না, সম্মান করে না, মান্য করে না এবং সেবা-পূজাও করে না। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা তার মধ্যে সেই পাপ-অকুশল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান দেখতে পায়।

যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো নিকৃষ্টতর অশ্বের যদি এমন সাধ জাগে—'অহো, এই মানুষেরা যদি আমায় উৎকৃষ্ট অশ্বের স্থলে স্থান দিত, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়াতো এবং উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় আমাকে পরিচর্যা করতো!' কিন্তু, তবুও মানুষেরা সেই নিকৃষ্টতর অশ্বকে উৎকৃষ্ট অশ্বরূপে স্থান দেয় না, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়ায় না এবং উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় পরিচর্যাও করে না। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, অভিজ্ঞ মানুষেরা সেই নিকৃষ্ট অশ্বটির মধ্যে শঠতা, ফাকি দেয়ার প্রবণতা, ছলনা এবং বক্রতা বিদ্যমান দেখতে পায়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যদি তেমন ভিক্ষুর মনে ইচ্ছা জাগে যে 'অহো, সব্রহ্মচারীরা আমায় সৎকার করুক, সম্মান করুক, মান্য করুক এবং সেবা-পূজা করুক।' তবে তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সৎকার করে না, সম্মান করে না, মান্য করে না এবং সেবা-পূজাও করে না। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা তার মধ্যে সেই পাপ-অকুশল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান দেখতে পায়।

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কলহপরায়ণ হয় না, কলহ উপশমের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু কলহপরায়ণ নয় এবং কলহ উপশমের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি শিক্ষাকামী হয় এবং শিক্ষা আচরণের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু শিক্ষাকামী এবং শিক্ষা আচরণের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পাপেচ্ছু হয় না এবং পাপেচ্ছা পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু পাপেচ্ছু নয় এবং পাপেচ্ছা পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি অক্রোধী হয় এবং ক্রোধ পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু অক্রোধী এবং ক্রোধ পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পরগুণধ্বংসী (ম্রক্ষী) হয় না এবং পরগুণধ্বংস বা ম্রক্ষ পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু পরগুণধ্বংসী নয় এবং পরগুণধ্বংস পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি অশঠ হয় এবং শঠতা পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু অশঠ এবং শঠতা পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি অমায়াবী হয় এবং মায়া পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু অমায়াবী হয় এবং মায়া পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হয় এবং ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হয় এবং ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নির্জন স্থানে অবস্থান করে এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু নির্জন স্থানে অবস্থান করে এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করে এবং সম্ভাষণ

করার প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করে এবং সম্ভাষণ করার প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারস্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, এমনতরো ভিক্ষুর মনে কখনও এরূপ ইচ্ছা জাগে না যে 'অহো, সব্রহ্মচারীরা আমায় সৎকার করুক, সম্মান করুক, মান্য করুক এবং সেবা-পূজা করুক।' তবে তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সৎকার করে, সম্মান করে, মান্য করে এবং সেবা-পূজাও করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা তার মধ্যে সেই পাপ-অকুশল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান দেখতে পায় না।

যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো উৎকৃষ্টতর অশ্বের কদাপি এমন সাধ জাগে না- 'অহো, এই মানুষেরা যদি আমায় উৎকৃষ্ট অশ্বের স্থলে স্থান দিত, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়াতো এবং উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় আমাকে পরিচর্যা করতো!' কিন্তু, তবুও মানুষেরা সেই উৎকৃষ্টতর অশ্বকে উৎকৃষ্ট অশ্বরূপে স্থান দেয়, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়ায় এবং উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় পরিচর্যাও করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, অভিজ্ঞ মানুষেরা সেই উৎকৃষ্ট অশ্বটির মধ্যে শঠতা, ফাকি দেয়ার প্রবণতা, ছলনা এবং বক্রতা বিদ্যমান দেখতে পায় না। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, তেমন ভিক্ষুর মনে কদাচিৎ এরূপ ইচ্ছা জাগে না যে 'অহো, সব্রহ্মচারীরা আমায় সৎকার করুক, সম্মান করুক, মান্য করুক এবং সেবা-পূজা করুক!' তবে তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সৎকার করে, সম্মান করে, মান্য করে এবং সেবা-পূজাও করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা তার মধ্যে সেই পাপ-অকুশল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান দেখতে পায় না।" সপ্তম সূত্র।

৮. আক্রোশকারী সূত্র

৮৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশ করে, ভর্ৎসনা করে ও আর্যদের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে সে দশ প্রকার বিনাশের অন্যতর বিনাশপ্রাপ্ত হবে তা যৌক্তিক ও সম্ভব।

২. ভিক্ষুগণ, সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয়ের পরিহানি ঘটে, সদ্ধর্ম তার নিকট উপলব্ধ হয় না, সদ্ধর্মে সে অধিমানী হয়, ব্রহ্মচর্যে অনভিরতি উৎপন্ন হয়, সংক্লিষ্ট অপরাধ সম্পাদন করে, অতিশয় রোগগ্রস্ত হয়, উন্মাদ হয়,

বিক্ষিপ্ত চিত্তে মৃত্যুবরণ করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশ করে, ভর্ৎসনা করে ও আর্যদের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে সে এই দশ প্রকার বিনাশের অন্যতর বিনাশপ্রাপ্ত হবে তা যৌক্তিক ও সম্ভব।" অষ্টম সূত্র।

৯. কোকালিক সূত্র

৮৯.১. সেই সময় কোকালিক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু পাপেচ্ছাসম্পন্ন। তারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়েছেন।"

কোকালিক ভিক্ষু কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হলে ভগবান তাকে বললেন :

"হে কোকালিক, তা কখনোই তদ্রুপ নয়, তা কখনোই তদ্রুপ নয়। কোকালিক, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হও। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন সর্বদাই সদাচারী।"

দ্বিতীয়বারও কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, যদিও বা আপনি আমার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ও আস্থা স্থাপনের যোগ্য কিন্তু তবুও বলব, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু পাপেচ্ছাসম্পন্ন। তারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়েছেন।"

কোকালিক ভিক্ষু কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হলে দ্বিতীয়বারও ভগবান তাকে বললেন :

"হে কোকালিক, তা কখনোই তদ্রুপ নয়, তা কখনোই তদ্রুপ নয়। কোকালিক, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হও। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন সর্বদাই সদাচারী।"

তৃতীয়বারও কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, যদিও বা আপনি আমার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ও আস্থা স্থাপনের যোগ্য কিন্তু তবুও বলব, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু পাপেচ্ছাসম্পন্ন। তারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়েছেন।"

কোকালিক ভিক্ষু কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হলে তৃতীয়বারও ভগবান তাকে বললেন :

"হে কোকালিক, তা কখনোই তদ্রুপ নয়, তা কখনোই তদ্রুপ নয়।

কোকালিক, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হও। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন সর্বদাই সদাচারী।"

৩. অতঃপর কোকালিক ভিক্ষু আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক চলে গেলেন। প্রস্থানের কিছুক্ষণ পরই কোকালিক ভিক্ষুর সমস্ত শরীর সরিষা প্রমাণ বিষব্রণে পূর্ণ হলো। তা সরিষা প্রমাণ হতে মুগডাল প্রমাণ হলো। তার পর মুগ প্রমাণ হতে মাসকলায় প্রমাণ, মাসকলায় প্রমাণ হতে কুলবীজ প্রমাণ হলো, কুলবীজ প্রমাণ হতে কুলফল প্রমাণ হলো, কুলফল প্রমাণ হতে আমলকী প্রমাণ হলো, আমলকী প্রমাণ হতে কাঁচা বেল প্রমাণ হলো, কাঁচা বেল প্রমাণ হতে সেই বিষব্রণসমূহ পাকা বেল প্রমাণ হলো। সেই বিষব্রণসমূহ পাকা বেল প্রমাণ হয়ে ফেটে গেল এবং তা হতে রক্ত ও পূঁজ বের হতে লাগল। বিষে আক্রান্ত মাছের ন্যায় সে সেখানে কলাপাতার উপর পরে রইল।

অতঃপর তুরূ নামক প্রত্যেক ব্রহ্মা কোকালিক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশে স্থিত থেকেই কোকালিক ভিক্ষুকে এরূপ বললেন :

৪. "হে কোকালিক, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হোন, তারা সদাচারী।"

"হে বন্ধু, আপনি কে?"

"আমি তুরূ নামক প্রত্যেক ব্রহ্মা।"

"বন্ধু, আপনি তো ভগবান কর্তৃক অনাগামী বলে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। তৎসত্ত্বেও কেন এই জগতে আবার এসেছেন? আপনি তো অনাগামী ফললাভী হতে পারেন না। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে।"

অতঃপর তুরূ ব্রহ্মা কোকালিক ভিক্ষুকে এই গাথা বললেন :

"জন্মহেতু উৎপত্তি হয় মুখতুণ্ডের,
দুর্বাক্য ভাষণে মূর্খ ক্ষতি করেই নিজের।
নিন্দনীয়ের প্রশংসায় উতলায় যেবা,
পক্ষান্তরে প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে সদা;
তেমন পাপকর্মে সে সুখ না লভে,
দুঃখপ্রাপ্ত হয়ে দিন সদাই গত করে।
ধন, প্রাণ যায় যদি পাশাতে কারো,
তুলনীয় পাপে তা তুচ্ছ সতত;
সুগত ক্ষেত্রে যদি চিত্ত ক্লেশপূর্ণ হয়,
গুরুপাপ হয় তা হয় অতিশয়;

দশ কোটি বছরে হয় এক অব্বুদ,
তেমন বিশ অব্বুদে হয় এক নিরব্বুদ;
লক্ষ নিরব্বুদ হলো সেই নরক আয়ুষ্কাল,
গতি সেথায় তেমন পাপীর অনন্তকাল।
কায়-বাক্য-মনে কেউ আর্যনিন্দায় হলে যুক্ত,
আর্যনিন্দা সম্পাদনে হলে স্বয়ং প্রবৃত্ত;
তেমন পাপ কর্মহেতু হয় নিরয়ে দগ্ধ।"

৫. অতঃপর কোকালিক ভিক্ষু সেই রোগের দ্বারাই মারা গেলেন। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি নিজ চিত্ত প্রদুষ্ট করায় মৃত্যুর পর তিনি পদুম নামক নরকে উৎপন্ন হলেন। তার পর সহম্পতি ব্রহ্মা রাত্রির শেষ যামে সমস্ত জেতবন আলোকিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানকে এরূপ বললেন :

৬. "ভন্তে, কোকালিক ভিক্ষু কালগত হয়েছেন। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি নিজ চিত্ত প্রদুষ্ট করায় তিনি মৃত্যুর পর পদুম নামক নরকে উৎপন্ন হয়েছেন।"

সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হলেন। অতঃপর সেই রাত্রির অবসানে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে এরূপ বললেন :

৭. "হে ভিক্ষুগণ, অদ্য রাত্রির শেষ যামে সহম্পতি ব্রহ্মা সমস্ত জেতবন আলোকিত করে আমার নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বললেন :

'ভন্তে, কোকালিক ভিক্ষু কালগত হয়েছেন। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি নিজ চিত্ত প্রদুষ্ট করায় তিনি মৃত্যুর পর পদুম নামক নরকে উৎপন্ন হয়েছেন।'

সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হলেন।"

ভগবান এরূপ বলায় অন্য একজন ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন :

৮. "ভন্তে, পদুম নিরয়ের আয়ুষ্কাল কত দীর্ঘ?"

"হে ভিক্ষু, পদুম নরকে পাপ ভোগের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ এত বছর, কিংবা দীর্ঘ এত শত বছর অথবা এত হাজার বছর কিংবা এত লক্ষ বছর, এরূপ

বলে নির্ণয় করা যায় না।"

"কিন্তু ভন্তে, উপমা দেয়া সম্ভব কি?"

হ্যাঁ ভিক্ষু, তা সম্ভব। যেমন ভিক্ষু, একটি বিশ খাড়ি তিলভারবিশিষ্ট কোশলক হতে কোনো ব্যক্তি যদি প্রতি একশত বছর অন্তর অন্তর এক একটি করে তিল সরায়, তাহলে সমস্ত তিল সরাতে যে সময় লাগবে ওই সময় অপেক্ষা বেশি দীর্ঘতর অব্বুদ নরকে আয়ুষ্কাল। ভিক্ষু, এরূপে বিশবার অব্বুদ নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি নিরব্বুদ নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। আবার, বিশবার নিরব্বুদ নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি অব্ব নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। এভাবে বিশবার অব্ব নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি অহহ নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। আবার, বিশবার অহহ নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি অট্ট নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। এভাবে বিশবার অট্ট নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি কুমুদ নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। আবার, বিশবার কুমুদ নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি সোবান্ধিক নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। এভাবে বিশবার সোবান্ধিক নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি উপ্পলক নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। আবার, বিশবার উপ্পলক নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি পুন্ডরীক নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। এভাবে বিশবার পুন্ডরীক নরকের অবস্থানকাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি পদুম নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। ভিক্ষু, সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়নের প্রতি নিজ চিত্ত প্রদুষ্ট করায় কোকালিক ভিক্ষু এই পদুম নরকেই উৎপন্ন হয়েছে।"

অতঃপর সুগত শাস্তা এরূপ বললেন :

"জন্মহেতু উৎপত্তি হয় মুখতুণ্ডের,
দুর্বাক্য ভাষণে মূর্খ ক্ষতি করেই নিজের।
নিন্দনীয়ের প্রশংসায় উতলায় যেবা,
পক্ষান্তরে প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে সদা;
তেমন পাপকর্মে সে সুখ না লভে,
দুঃখপ্রাপ্ত হয়ে দিন সদাই গত করে।
ধন, প্রাণ যায় যদি পাশাতে কারো,
তুলনীয় পাপে তা তুচ্ছ সতত;
সুগত ক্ষেত্রে যদি চিত্ত ক্লেশপূর্ণ হয়,

গুরুপাপ হয় তা হয় অতিশয়;
দশ কোটি বছরে হয় এক অব্বুদ,
তেমন বিশ অব্বুদে হয় এক নিরব্বুদ;
লক্ষ নিরব্বুদ হলো সেই নরক আয়ুষ্কাল,
গতি সেথায় তেমন পাপীর অনন্তকাল।
কায়-বাক্য-মনে কেউ আর্যনিন্দায় হলে যুক্ত,
আর্যনিন্দা সম্পাদনে হলে স্বয়ং প্রবৃত্ত;
তেমন পাপ কর্মহেতু হয় নিরয়ে দগ্ধ।" নবম সূত্র।

১০. ক্ষীণাসব সূত্র

৯০.১. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে সারিপুত্র, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল (ক্ষমতা) কত প্রকার, যে বল বা ক্ষমতার দরুন ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানে যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'?"

৩. "ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল (ক্ষমতা) দশ প্রকার, যে বল বা ক্ষমতার দরুন ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

ভন্তে, ইহজগতে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর নিকট অনিত্যরূপে সকল সংস্কার যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধ হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষু অনিত্যরূপে সকল সংস্কারকে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন, ইহা হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর নিকট অঙ্গারপূর্ণ গর্ত সদৃশ কাম যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধ হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষু অঙ্গারপূর্ণ গর্ত সদৃশ কামকে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন, ইহাও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্তবিবেক বা ভাবনায় রত হয়, বিবেক বা ভাবনাভিমুখী এবং বিবেকের দিকেই ক্রমাবনত হয়। তার চিত্তবিবেকস্থ বা ধ্যানস্থ ও সে নৈষ্ক্রম্যে অভিরত হয় এবং তার সমস্ত আসবস্থানীয় বিষয়

বিনাশ পায়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্তবিবেক বা ভাবনায় রত হয়, বিবেক বা ভাবনাভিমুখী এবং বিবেকের দিকেই ক্রমাবনত হয়। তার চিত্তবিবেকস্থ বা ধ্যানস্থ ও সে নৈষ্ক্রম্যে অভিরত হয় এবং তার সমস্ত আসবস্থানীয় বিষয় বিনাশ পায়, ইহাও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চবল ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চবল ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও সুভাবিত

হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

৪. ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর এই দশ প্রকার বল, যে বল বা ক্ষমতার দরুন ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।" দশম সূত্র।

থের বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

বাহন, আনন্দ, পূর্ণিয় আর ব্যাকরণ,
দাম্ভিক, অধিমান, অপ্রিয় ও আক্রোশন;
কোকালিক, ক্ষীণাসব সূত্র হলো উক্ত,
দশ সূত্র যোগে থের বর্গ হলো সমাপ্ত॥

(১০) ৫. উপালি বর্গ

১. কামভোগী সূত্র

৯১.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে গৃহপতি, জগতের মধ্যে দশ প্রকার কামভোগী পুদ্গল বা বিষয় বাসনায় লিপ্ত ব্যক্তি রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : গৃহপতি, এ জগতে এক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে অপর এক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে অপর আরেক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। অধর্মত নির্ভয়ে

ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে এক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে অপর এক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে অপর আরেক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে এক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে অপর এক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে আরেক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে বণ্টনও করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে। কিন্তু তারা ভোগ্যবিষয়ে গ্রথিত, মোহগ্রস্ত, লালায়িত, শুভদর্শী, বা আদীনব অদর্শনকারী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ না হয়ে তা পরিভোগ করে।

এক্ষেত্রে গৃহপতি, এ জগতে আরেক শ্রেণির কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে

যারা ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে বণ্টনও করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে। এবং তারা ভোগ্যবিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে।

৩. গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি তিনটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি এই তিনটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি দ্বিবিধ কারণে গর্হিত এবং একটি কারণে প্রশংসিত হয়ে থাকে। 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। কিন্তু 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণির কামভোগী ব্যাক্তি এই দ্বিবিধ কারণে গর্হিত এবং একটি কারণে প্রশংসিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি একটি কারণে গর্হিত এবং দুটি কারণে প্রশংসিত হয়ে থাকে। 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। কিন্তু 'সে নিজে

সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণির কামভোগী ব্যাক্তি এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

৪. গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি একটি কারণে প্রশংসিত এবং তিনটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত পাপে সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। কিন্তু 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি এই একটি কারণে প্রশংসিত ও তিনটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি দুটি কারণে প্রশংসিত এবং দ্বিবিধ কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত পাপে সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। কিন্তু 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে অপর একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না' ইহা হচ্ছে অপর দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণির কামভোগী ব্যাক্তি এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত এবং দ্বিবিধ কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি তিনটি কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত পাপে সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। কিন্তু 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে অপর দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয় এবং 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণির কামভোগী ব্যাক্তি এই তিনটি কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

৫. গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি একটি কারণে প্রশংসিত এবং দুটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত পাপে সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি এই একটি কারণে প্রশংসিত এবং দুটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয় এবং 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে অপর একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। কিন্তু 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে না

এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে না' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণির কামভোগী ব্যাক্তি এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে। কিন্তু 'সে ভোগ্যবিষয়ে গ্রথিত, মোহগ্রস্ত, লালায়িত, শুভদর্শী, বা আদীনব অদর্শনকারী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ না হয়ে তা পরিভোগ করে'। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি তিনটি কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। 'সে ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয় এবং 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। কিন্তু, 'সে ভোগ্যবিষয়ে গ্রথিত, মোহগ্রস্ত, লালায়িত, শুভদর্শী, বা আদীনব অদর্শনকারী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ না হয়ে তা পরিভোগ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণির কামভোগী ব্যাক্তি এই তিনটি কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

পুনশ্চ, গৃহপতি, তথায় যে-সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে। এবং 'সে ভোগ্যবিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে'। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি চারটি কারণেই প্রশংসিত হয়ে থাকে। 'সে ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয় এবং 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয় এবং 'সে ভোগ্যবিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে' ইহা হচ্ছে চতুর্থ কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণির কামভোগী ব্যাক্তি এই চারটি কারণেই প্রশংসিত হয়ে

থাকে।

৬. গৃহপতি, জগতে এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তি বিদ্যমান। গৃহপতি, এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে যে কামভোগী ব্যক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে। এবং 'সে ভোগ্যবিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে'; সে এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধার, উত্তম এবং প্রবর। যেমন, গৃহপতি, গাভী হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘি এবং ঘি হতে ঘৃতমন্ড উৎপন্ন হয় এবং সে সকল হতে ঘৃতমন্ডই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ, গৃহপতি, এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে যে কামভোগী ব্যক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বণ্টন করে এবং পুণ্যকর্ম ও সম্পাদন করে। এবং 'সে ভোগ্যবিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে'; সে এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং প্রবর।" প্রথম সূত্র।

২. ভয় সূত্র

৯২.১. অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে গৃহপতি, যেহেতু একজন আর্যশ্রাবকের পাঁচ প্রকার ভয়-ভৈবর উপশান্ত হয়, চার প্রকার স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে সমন্নাগত হলে এবং আর্যজ্ঞান তার নিকট সম্যক প্রজ্ঞায় উত্তমরূপে উপলব্ধ হলে যদি সে ইচ্ছা করে তবে নিজেই নিজেকে এরূপে প্রকাশ করতে পারে যে 'আমার নিরয় গমন ক্ষীণ হয়েছে, তীর্যক গমন ক্ষীণ হয়েছে, প্রেতলোকেও প্রতিসন্ধির হেতু ক্ষীণ হয়েছে এবং আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

৩. সেই পাঁচ প্রকার ভয়-ভৈবর কী কী যা তার উপশান্ত হয়?

গৃহপতি, যে প্রাণিহত্যাকারী তার প্রাণিহত্যার দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-ভৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ)

ভোগ করে। প্রাণিহত্যা হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-ভৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। প্রাণিহত্যা হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-ভৈরব উপশান্ত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী (চোর) তার অদত্তবস্তু গ্রহণের দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-ভৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-ভৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। অদত্তবস্তু গ্রহণ বা চুরি করা হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-ভৈরব উপশান্ত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ব্যাভিচারী তার ব্যাভিচারের দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-ভৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। ব্যাভিচার হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-ভৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। ব্যাভিচার করা হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-ভৈরব উপশান্ত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যাকথনের দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-ভৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-ভৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-ভৈরব উপশান্ত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, সুরা, মদ, গাঁজা সেবনকারী তার নেশা সেবনের দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-ভৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। নেশা সেবন হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-ভৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। নেশা সেবন হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-ভৈরব উপশান্ত হয়।

৪. কোন চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গেতে সে সমন্নাগত হয়?

গৃহপতি, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধে পূর্ণবিশ্বাসসম্পন্ন হয়। যেমন, 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী, দেবমানবের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক ধর্মে পূর্ণবিশ্বাসসম্পন্ন হয়, যেমন, 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রাপ্তব্য।' এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক সংঘে পূর্ণবিশ্বাসসম্পন্ন হয়,

যেমন, 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমিচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী চারি যুগ্ম হিসেবে আট প্রকার পুরুষই আহ্বানযোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আর্যশ্রাবক আর্যসম্মত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, বিশুদ্ধ, নিষ্কলুষ, বিমুক্ত, বিজ্ঞকর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত ও সমাধি লাভের সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। এই চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গের মাধ্যমে সুসমৃদ্ধ হয়।

৫. কিরূপে আর্যজ্ঞান তার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়?

গৃহপতি, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক এরূপে বিচার করে যে উহার কারণে ইহা হয়, ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি হয়, ইহার অনুপস্থিতিতে ইহা হয় না, ইহার নিরোধে উহাও নিরুদ্ধ হয়। যেমন, অবিদ্যার কারণে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণ ভব, ভবের কারণে জাতি (জন্ম), জাতির কারণে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন (বিলাপ), দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (মানসিক যন্ত্রণা) উৎপন্ন হয়। ইহাই সম্পূর্ণরূপে দুঃখস্কন্ধের কারণ। অবিদ্যার প্রতি অশেষ বিরাগ ও অবিদ্যার নিরোধের কারণে সংস্কার নিরোধ হয়; সংস্কার নিরোধের কারণে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণ ভব, ভবের কারণে জাতি (জন্ম), জাতির কারণে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন (বিলাপ), দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (মানসিক যন্ত্রণা) উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এরূপেই সম্পূর্ণরূপে দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ইহাও আর্যজ্ঞান যা তার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়।

৬. গৃহপতি, যেহেতু একজন আর্যশ্রাবকের এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈবর উপশান্ত হয়, চার প্রকার স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে সমন্নাগত হলে এবং আর্যজ্ঞান তার নিকট সম্যক প্রজ্ঞায় উত্তমরূপে উপলব্ধ হলে যদি সে ইচ্ছা করে তবে নিজেই নিজেকে এরূপে প্রকাশ করতে পারে যে 'আমার নিরয় গমন ক্ষীণ হয়েছে, তীর্যক গমন ক্ষীণ হয়েছে, প্রেতলোকেও প্রতিসন্ধির হেতু ক্ষীণ হয়েছে এবং আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

দ্বিতীয় সূত্র।

৩. কীরূপ দৃষ্টি সূত্র

৯৩.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক মধ্যাহ্নকালীন সময়ে ভগবানকে দর্শনের জন্য শ্রাবস্তী হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—'এখন ভগবানকে দর্শন করার যথার্থ সময় নয়। ভগবান এখন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবেন এবং ভাবিতমনা ভিক্ষুদের সাথে দর্শনেরও এখন যথার্থ সময় নয়। ভাবিতমনা ভন্তেগণও এখন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবেন। তাহলে আমি এখন যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরাম সেখানেই গমন করি।

২. অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরাম তথায় উপনীত হলেন। সেই সময়ে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা একত্রে মিলিত হয়ে কোলাহল করে ও উচ্চশব্দে-মহাশব্দে বহুপ্রকার তিরচ্ছান কথা বা বৃথা কথায় রত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে আগমনকালে দূর স্থান হতে দেখলেন। এবং তাকে দেখে পরস্পর পরস্পরকে এরূপ বললেন, "ওহে বন্ধুগণ, অল্পশব্দে অবস্থান করুন, শব্দ করে বাক্যালাপে রত হবেন না। কেননা শ্রমণ গৌতমের শিষ্য (গৃহী) গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক আমাদের আরামের দিকেই আসছেন। শ্রমণ গৌতমের যে-সকল শ্বেতবস্ত্রধারী গৃহী শিষ্য শ্রাবস্তীতে অবস্থান করেন, তাদের মধ্যে এই গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক অন্যতম। সেই আয়ুষ্মানেরা অল্পশব্দকামী, অল্পশব্দে বিনীত এবং অল্পশব্দের প্রশংসাকারী। তা উত্তম হয়, যদি এই পরিষদকে অল্পশব্দসম্পন্ন জ্ঞাত হয়ে এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন। অতঃপর সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা তুষ্ণীভাব (নিরবতা) অবলম্বন করলেন। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের সহিত সম্বোধন ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ করলেন। সম্বোধন ও প্রীত্যালাপ করার পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

৩. ওহে গৃহপতি, বলুন তো শ্রমণ গৌতম কিরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন (এখানে দৃষ্টি অর্থ মতবাদ বা ধারণা)?"

"ভদন্ত, আমি ভগবানের সর্ববিধ দৃষ্টি জ্ঞাত নই।"

"হে গৃহপতি, আমরা তাহাই মনে করছি যে, আপনি শ্রমণ গৌতমের সর্ববিধ দৃষ্টি জ্ঞাত নন। গৃহপতি, বলুন তো ভিক্ষুগণ (বুদ্ধের শ্রাবক

শিষ্যেরা) কিরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন?”

“ভদন্ত, আমি ভিক্ষুগণেরও দৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত নই।”

“গৃহপতি, আচ্ছা, আমরা তাই মনে করছি যে, আপনি শ্রমণ গৌতমের সর্ববিধ দৃষ্টি জ্ঞাত নন এবং ভিক্ষুগণেরও সর্ববিধ দৃষ্টি সম্পর্কে অবগত নন। গৃহপতি, বলুন তো আপনি কিরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করেন?”

“ভদন্ত, আমরা যেই দৃষ্টিসম্পন্ন তা ব্যাখ্যা করা আমাদের দ্বারা দুষ্কর নয়। দেখুন, যদি আয়ুষ্মানেরা নিজ নিজ দৃষ্টি প্রথমে ব্যাখ্যা করেন তবে পরে আমরা যেই দৃষ্টিসম্পন্ন তা ব্যাখ্যা করা আমাদের দ্বারা আরও সহজ হবে।”

৪. ‘গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে জনৈক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বললেন :

“জগৎ শাশ্বত (নিত্য)’ এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।”

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

“জগৎ অশাশ্বত (অনিত্য)’ এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।”

অতঃপর অপর এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

“জগৎ অনন্ত’ এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।”

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

“জগৎ অনন্ত নয়’ এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি পোষণ করি।”

অতঃপর আরেক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

“যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর’ এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি পোষণ করি।”

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

“যেই জীব সেই শরীর নয়’ এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।”

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

“মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকে’ এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি পোষণ করি।”

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

“মৃত্যুর পর থাকে না’ এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি

এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না আবার থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

৫. অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই পরিব্রাজকদের এরূপ বললেন, "ভদন্ত, যে আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'জগৎ শাশ্বত (নিত্য)' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু (অযোনিশ মনসিকারহেতু) উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'জগৎ অশাশ্বত' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'জগৎ অনন্ত' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু

প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'জগৎ অনন্ত নয়' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'যেই জীব সেই শরীর নয়' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর তথাগত

(সত্ত্ব বা জীব) থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর থাকে না' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না আবার থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত,

সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে-সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টিভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

৬. গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে সেই পরিব্রাজকেরা গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"গৃহপতি, আমরা যেই দৃষ্টি পোষণ করি তা আমাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখন গৃহপতি, বলুন আপনি কী দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করেন?"

"ভদন্ত, যা কিছু ভূত, (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত) সংস্কারজাত, চিন্তিত, কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য, যা অনিত্য দুঃখ পূর্ণ, যা দুঃখ তা আমার নয়, তাতে আমি নই ও তা আমার আত্মা নহে। ভদন্ত, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

"গৃহপতি, যা কিছু ভূত (পরিণতিস্বরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলস্বরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য, যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ তাতে গৃহপতি, আপনি অনুরক্ত এবং তাতে গৃহপতি, আপনি উপনীত (আগত)"।

ভদন্ত, যা কিছু ভূত সংস্কারজাত, চিন্তিত, কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য, যা অনিত্য দুঃখ পূর্ণ, যা দুঃখ তা আমার নয়, তাতে আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়। আমি ইহা এরূপে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত আছি। তার চেয়েও অতিরিক্ত নিঃসরণ যথাভূতভাবে ও প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত আছি।"

৭. গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে সেই পরিব্রাজকেরা মৌনাবলম্বন করলেন, হতোদ্যম হলেন, অধোশির, অধোবদন, অনুতপ্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই

পরিব্রাজকদের মৌন, হতোদ্যম, অধোশির, অধোবদন, অনুতপ্ত ও তাদের হতবুদ্ধি হয়ে থাকতে দেখে আসন হতে উঠে যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে যা কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছে, সে-সমস্ত ভগবানকে জ্ঞাপন করলেন।

৮. ভগবান বললেন, "সাধু, সাধু, গৃহপতি, এরূপই গৃহপতি মূর্খ পুরুষদের যথাসময়ে প্রমাণিত তথ্য দ্বারা উত্তমরূপে নিগৃহিত করা উচিত।"

অতঃপর ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ধর্ম কথায় বললেন, ধর্মকথা গ্রহণ করালেন, ধর্মকথায় উৎসাহিত ও পুলকিত করলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট ধর্মকথা শুনে, তা গ্রহণ করে এবং ধর্মকথায় উৎসাহিত ও পুলকিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করলেন। ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গমনের কিয়ৎকাল পরে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ে যে ভিক্ষুর উপসম্পন্নতা শত বর্ষ, সে এরূপেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের প্রমাণিত তথ্য দ্বারা উত্তমরূপে নিগৃহিত করতে পারে, যেমনটি গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক করা হয়েছে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. বজ্জিয়মাহিত সূত্র

৯৪.১. একসময় ভগবান চম্পা নগরের গর্গরা নামক পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত মধ্যাহ্ন সময়ে ভগবানকে দর্শনের জন্য চম্পা নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অনন্তর গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—'এখন ভগবানকে দর্শন করার যথার্থ সময় নয়। ভগবান এখন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবেন এবং ভাবিতমনা ভিক্ষুদের সাথে দর্শনেরও এখন যথার্থ সময় নয়। ভাবিতমনা ভন্তেগণও এখন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবেন। তাহলে আমি এখন যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরাম সেখানেই গমন করি।

২. অতঃপর গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরাম তথায় উপনীত হলেন। সেই সময়ে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা একত্রে মিলিত হয়ে কোলাহল করে ও উচ্চশব্দে-মহাশব্দে বহুপ্রকার তিরচ্ছান কথা বা বৃথাকথায় রত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতকে আগমনকালে দূর স্থান হতে দেখলেন। তাকে দেখে

পরস্পর পরস্পরকে এরূপ বললেন, "ওহে বন্ধুগণ, অল্পশব্দে অবস্থান করুন, শব্দ করে বাক্যালাপে রত হবেন না। কেননা শ্রমণ গৌতমের শিষ্য (গৃহী) গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত আমাদের আরামের দিকেই আসছেন। শ্রমণ গৌতমের যে-সকল শ্বেতবস্ত্রধারী গৃহী শিষ্য শ্রাবস্তীতে অবস্থান করেন, তাদের মধ্যে এই গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত অন্যতম। সেই আয়ুষ্মানেরা অল্পশব্দকামী, অল্পশব্দে বিনীত এবং অল্পশব্দের প্রশংসাকারী। তা উত্তম হয়, যদি এই পরিষদকে অল্পশব্দসম্পন্ন জ্ঞাত হয়ে এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন। অতঃপর সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা তুষ্ণীভাব (নিরবতা) অবলম্বন করলেন। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের সহিত সম্বোধন ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ করলেন। সম্বোধন ও প্রীত্যালাপ করার পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতকে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

৩. "হে গৃহপতি, সত্যিই কি শ্রমণ গৌতম অন্যান্য সর্ববিধ তপশ্চর্যাকে নিন্দা করেন। অন্য সব তপস্বীই যৎপরোনাস্তি দুঃখী জীবনযাপনকারী এরূপে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করেন ও অপমান করেন?"

"ভদন্ত, প্রকৃতপক্ষে ভগবান অন্যান্য সর্ববিধ তপশ্চর্যাকে নিন্দা করেন না, অন্য সব তপস্বীই যৎপরোনাস্তিভাবে দুঃখী জীবন যাপনকারী এরূপে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা ও অপমান করেন না। ভদন্ত, ভগবান গর্হিতকে গর্হিত বলেন ও প্রশংসার যোগ্যকে প্রশংসা করেন। ভদন্ত, যেহেতু ভগবান গর্হিতকে গর্হিত বলেন ও প্রশংসার যোগ্যকে প্রশংসা করেন সেহেতু তিনি বিভাজ্যবাদী। ভগবান এখানে একাংশবাদী নন।"

গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে জনৈক পরিব্রাজক গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতকে এরূপ বললেন, "গৃহপতি, আপনি যে শ্রমণ গৌতমের গুণ বর্ণনা করছেন, শ্রমণ গৌতম নাকি প্রচলিত সামাজিক নীতি-প্রথার ধ্বংসকামী[১] এবং অপ্রজ্ঞাপক?"

---

[১]। 'বেনযিকো' বলতে এক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক নীতি-প্রথার ধ্বংসকামী বুঝানো হয়েছে। **'বেনযিকো'**-এর অপর অর্থ হচ্ছে **বিনয়বিশারদ** A. iv, 175। তুলনীয়: মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, ১৪০; *বেনযিকো* ***সমণো গোতমো সতো সত্তস্স উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং পঞ্ঞাপেতি। সো যেব বেনযিকো*** (মধ্যমনিকায় অর্থকথা ২য় খণ্ডে ১১৭ প্যারায় বলা হয়েছে ***বিনযতি বিনাসেতী'তি, বিনযো***)। আমাদের অর্থকথায় বলা হয়েছে : সত্ত-বিনাসকো। কিন্তু তার পূর্বে উক্ত হয়েছে ***সযং অবিনীতো অঞ্ঞেঞহি বিনেতব্বো*** ।

"ভদন্ত, এখন আমি আয়ুষ্মানকে প্রমাণিত তথ্য দ্বারা বলছি যে ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে যে 'ইহা কুশল, ইহা অকুশল'। যেহেতু ভগবান এরূপ কুশলাকুশল প্রজ্ঞাপনে রত সেহেতু ভগবান সপ্রজ্ঞাপক; এবং ভগবান সামাজিক নীতি-প্রথার ধ্বংসকামী নন।"

৪. গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে সেই পরিব্রাজকেরা মৌনাবলম্বন করলেন, হতোদ্যম হলেন, অধোশির, অধোবদন, অনুতপ্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকলেন। অতঃপর গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত সেই পরিব্রাজকদের মৌন, হতোদ্যম, অধোশির, অধোবদন, অনুতপ্ত ও তাদের হতবুদ্ধি হয়ে থাকতে দেখে আসন হতে উঠে যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে যা কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছে, সে-সমস্ত ভগবানকে জ্ঞাপন করলেন।

৫. "সাধু, সাধু, গৃহপতি, এরূপেই গৃহপতি মূর্খ পুরুষদের যথা সময়ে প্রমাণিত তথ্য দ্বারা উত্তমরূপে নিগৃহীত করা উচিত। গৃহপতি, আমি সর্ববিধ তপশ্চর্যাকে তপশ্চর্যার যোগ্য বলি না; আবার সর্ববিধ তপশ্চর্যাকে তপশ্চর্যার অযোগ্যও বলি না। আমি সকল রীতি-নীতিকে পালনযোগ্য বলি না; আবার সর্ববিধ রীতি-নীতিকে পালনের অযোগ্যও বলি না; আমি সকল প্রকার প্রধানকে (প্রচেষ্টাকে) প্রচেষ্টার যোগ্য বলছি না; আবার সকল প্রকার প্রধান (প্রচেষ্টাকে) প্রচেষ্টার অযোগ্যও বলছি না; আমি সর্ববিধ পরিত্যাগ বা বিসর্জনকে পরিত্যাগ যোগ্য বলছি না; আবার সর্ববিধ পরিত্যাগ বা বিসর্জনকে পরিত্যাগ অযোগ্য বলছি না; আমি সর্ববিধ বিমুক্তিকে বন্ধন মুক্তির যোগ্য বলছি না; আবার সর্ববিধ বিমুক্তিকে বন্ধমুক্তির অযোগ্য বলছি না।

গৃহপতি, যে-সমস্ত তপশ্চর্যার ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ তপশ্চর্যাকে আমি তপশ্চর্যার অযোগ্য বলি। আবার যে-সমস্ত তপশ্চর্যার ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ তপশ্চর্যাকে আমি তপশ্চর্যার যোগ্য বলি।

পুনশ্চ, গৃহপতি, যে-সমস্ত রীতি-নীতি পালনের ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ রীতি-নীতিকে আমি পালনের অযোগ্য বলছি। আবার যে রীতি-নীতি পালনের ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ রীতি-নীতিকে আমি

পালনের যোগ্য বলছি।

পুনশ্চ, গৃহপতি, যে-সমস্ত প্রধানের (প্রচেষ্টার) ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ প্রচেষ্টাকে আমি প্রচেষ্টার অযোগ্য বলি। আবার যে প্রচেষ্টার ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ প্রচেষ্টাকে আমি প্রচেষ্টার যোগ্য বলি।

পুনশ্চ, গৃহপতি, যে-সমস্ত (বিষয়) পরিত্যাগ বা বিসর্জনের ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ পরিত্যাগকে আমি পরিত্যাগের অযোগ্য বলছি। আবার যে পরিত্যাগের ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ পরিত্যাগকে আমি পরিত্যাগের যোগ্য বলি।

পুনশ্চ, গৃহপতি, যে বিমুক্তির ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ বিমুক্তিকে আমি বন্ধন মুক্তির অযোগ্য বলছি। আবার যে বিমুক্তির ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ বিমুক্তিকে আমি বন্ধন মুক্তির যোগ্য বলছি।

অতঃপর গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত ভগবানের নিকট ধর্মকথা শুনে, তা গ্রহণ করে এবং ধর্মকথায় উৎসাহিত ও পুলকিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করলেন। গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতের গমনের পর অনতিবিলম্বে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ে যে ভিক্ষু দীর্ঘ সময়ব্যাপী অল্প কলুষসম্পন্ন সে-ই এরূপে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে প্রমাণিত তথ্যযোগে নিগৃহীত করতে পারে যেমনটি গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. উত্তিয় সূত্র

৯৫.১. অনন্তর উত্তিয় পরিব্রাজক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানের সহিত প্রীতিপূর্ণ কথা বললেন। প্রীতিপূর্ণ কথা ও কুশল বিনিময়ের পর উত্তিয় পরিব্রাজক একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট উত্তিয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "হে মাননীয় গৌতম, 'কী জন্য জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাকৃত (অব্যাখ্যাত) যে ‘জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“মাননীয় গৌতম, ‘কী জন্য জগৎ অশাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?”

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে ‘জগৎ অশাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“মাননীয় গৌতম, ‘জগৎ অনন্ত’ কী জন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?”

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে ‘জগৎ অনন্ত’ ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“মাননীয় গৌতম, ‘জগৎ অনন্ত নয়’ কী জন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?”

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে ‘জগৎ অনন্ত নয়’ ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“মাননীয় গৌতম, ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর’ কী জন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?”

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর’ ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“মাননীয় গৌতম, ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়’ কী জন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?”

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়’ ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“মাননীয় গৌতম, ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন’ কী জন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?”

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন’ ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“মাননীয় গৌতম, ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না’ কী জন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?”

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না’ ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“মাননীয় গৌতম, ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন’ কী জন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?”

“উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন’ ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

"মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' কী জন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

৩. "মাননীয় গৌতম, 'জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেন আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ শাশ্বত অন্য সব মিথ্যা।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'জগৎ অশাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেনইবা আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অশাশ্বত অন্য সব মিথ্যা।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'জগৎ অনন্ত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কী জন্য আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অনন্ত অন্য সব মিথ্যা।'

পুনরায়, মাননীয় গৌতম, 'জগৎ অনন্ত নয় ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেনইবা আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অনন্ত নয় অন্য সব মিথ্যা।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কী জন্য আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর।'

পুনরায়, মাননীয় গৌতম, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেন আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কী জন্য আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন।'

পুনরায়, মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেন আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কী জন্য আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন।'

পুনরায়, মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না

থাকেন তা-ও না' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেন আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না।' তাহলে ভো গৌতমের দ্বারা কী ব্যাখ্যাত হয়েছে?"

৪. "উত্তিয়, আমি সত্ত্বদের বিশুদ্ধির জন্য, শোক, পরিদেবন (বিলাপ) অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের তিরোধানের জন্য, জ্ঞান (আর্যমার্গ) হৃদয়ঙ্গমের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য অভিজ্ঞা দ্বারা শ্রাবকদের নিকট ধর্ম দেশনা করি।

মাননীয় গৌতম, সত্ত্বদের বিশুদ্ধির জন্য, শোক, পরিদেবন (বিলাপ) অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের তিরোধানের জন্য, জ্ঞান (আর্যমার্গ) হৃদয়ঙ্গমের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য এই যে আপনি অভিজ্ঞা দ্বারা শ্রাবকদের নিকট ধর্মদেশনা করেন তা জগৎকে সর্বতোভাবে কিংবা অর্ধেক, অথবা তিন ভাগের একভাগ মাত্র মুক্তিতে উপনীত করায় কি?"

এরূপ উক্ত হলে ভগবান মৌনাবলম্বন করলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—"তা কখনোই তদ্রুপ নহে, প্রকৃতপক্ষে উত্তিয় পরিব্রাজকের পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে—'আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের মধ্যে প্রশংসিত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে শ্রমণ গৌতম উত্তর দিতে বিলম্বিত হবেন, সাড়া দিবেন না এবং সমর্থও হবেন না।'

ইহা উত্তিয় পরিব্রাজকের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হবে। তার পর আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তিয় পরিব্রাজককে এরূপ বললেন :

"তাহলে হে আবুসো উত্তিয়, আমি তোমাকে উপমা প্রদান করব। যেমন, এখানে একশ্রেণির বিজ্ঞব্যক্তিগণ আছেন যারা উপমাযোগে বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারেন। যেমন, আবুসো উত্তিয়, কোনো রাজার সীমান্তবর্তী এক ফটকবিশিষ্ট সুবিশাল ও সুদৃঢ় প্রাকার-প্রাচীর বেষ্টিত নগর রয়েছে এবং সেই দ্বার বা ফটকে সুদক্ষ, সতর্ক, মেধাবী দ্বাররক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন যিনি অপরিচিতদের প্রবেশ না করিয়ে শুধুমাত্র পরিচিতদের নগরে প্রবেশ করান। সে মাঝেমধ্যে সেই নগরের চারদিকে পর্যবেক্ষণ করে। সে পর্যবেক্ষণকালে প্রাকারে কোনো ফাটল ও কোনোরূপ গর্ত দেখতে পায় না। এমনকি বিড়াল বের হওয়ার মতো ছোটো গর্তও দেখতে পায় না। তার এরূপ ধারণা হয় না যে 'এই নগরে বহু প্রাণী প্রবেশ করছে ও বহির্গত হচ্ছে।' অধিকন্তু তার মনে এমন ধারণা হয় যে 'এই নগরে যেকোনো আকৃতির প্রাণী প্রবেশ করুক

আর বের হোক না কেন, সবাই এই একটি মাত্র ফটক দিয়েই প্রবেশ করছে ও বের হচ্ছে।'

ঠিক এরূপেই আবুসো উত্তিয়, তথাগতের এরূপ উৎসাহ নেই যে 'জগৎ সর্বতোভাবে কিংবা অর্ধেক, অথবা তিন ভাগের একভাগ মাত্র মুক্তিতে উপনীত হোক।' অধিকন্তু তথাগতের এমন মনোভাব জাগে যে 'যারা এই জগৎ হতে মুক্তি পেয়েছে, কিংবা মুক্তি পাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে বিমুক্ত হবে, তারা সকলেই পঞ্চ নীবরণ পরিত্যাগ করে, চিত্তের উপক্লেশকে প্রজ্ঞার দ্বারা দুর্বলকরণের মাধ্যমে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ যথাযথভাবে অনুশীলন করেই মুক্ত হয়েছে, কিংবা মুক্তি পাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে বিমুক্ত হবে। এরূপেই সত্ত্বগণ জগৎ হতে মুক্ত হয়েছে, কিংবা মুক্তি পাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে বিমুক্ত হবে। আবুসো উত্তিয়, তুমি ভগবানকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে, তাই ভগবান তোমার প্রশ্নের উত্তর দেননি।" পঞ্চম সূত্র।

৬. কোকনুদ সূত্র

৯৬..১. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহের তপোদ নামক আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ অতি প্রত্যুষে উত্থিত হয়ে স্নানের জন্য তপোদায় গমন করলেন। তপোদাতে গা ধুয়ে উঠে এসে শরীর শুকানোর জন্য একটি চীবর পরিধান করে রইলেন। সেদিন কোকনুদ পরিব্রাজকও অতিপ্রত্যুষে শয্যা হতে উত্থিয় হয়ে যেখানে তপোদা সেখানে গাত্র প্রক্ষালনের জন্য গমন করলেন। কোকনুদ পরিব্রাজক তথায় আগমন কালে আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখলেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখে দূর হতেই এরূপ বললেন, "বন্ধু, আপনি কে?" প্রত্যুত্তরে আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন, "আবুসো, আমি ভিক্ষু।"

"বন্ধু, আপনি কোন ভিক্ষু?"

"আবুসো, আমি শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু।"

"যদি আয়ুষ্মান প্রশ্ন করার জন্য অবকাশ প্রদান করেন তাহলে আমরা আয়ুষ্মানকে যৎসামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।"

"আবুসো, জিজ্ঞাসা করুন। তা শ্রবণ করে বিদিত হবো।"

২. "বন্ধু, 'জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'যথা জগৎ শাশ্বত ইহাই

সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“বন্ধু, ‘জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘যথা জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“বন্ধু, ‘জগৎ অনন্ত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘যথা জগৎ অনন্ত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“বন্ধু, ‘জগৎ অনন্ত নয় ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘যথা জগৎ অনন্ত নয় ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।”

“বন্ধু, ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর।”

“বন্ধু, ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়।”

“বন্ধু, ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন।”

“বন্ধু, ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না।”

“বন্ধু, ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না আবার থাকেন’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন

না আবার থাকেন।”

“বন্ধু, ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না’ কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?”

“আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না।”

“বন্ধু, তাহলে কি আপনি অস্থিত্বের অবস্থাকে (ভবকে) জানেন না দর্শন করেন না?”

“আবুসো, আমি জানি না দর্শন করি না তা নয়। তা আমি জানি ও দর্শন করি।”

৩. “বন্ধু, ‘জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?’ এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে ‘আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যথা জগৎ শাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।’

পুনরায়, বন্ধু, ‘জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?’ এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে ‘আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যথা জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।’

আবার, বন্ধু, ‘জগৎ অনন্ত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?’ এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে ‘আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : জগৎ অনন্ত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।’

বন্ধু, ‘জগৎ অনন্ত নয় ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?’ এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে ‘আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যথা জগৎ অনন্ত নয় ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।’

পুনরায়, বন্ধু, ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?’ এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে ‘আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর।’

বন্ধু, ‘যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয় কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?’ এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে ‘আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়।’

বন্ধু, ‘মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা

মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন।'

আবার, বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না' কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না।'

পুনরায়, বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না আবার থাকেন কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন।'

বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না কী জন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না।'

বন্ধু, 'তাহলে কি আপনি অস্থিত্বের অবস্থাকে জানেন না দর্শন করেন না এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি জানি না দর্শন করি না তা নয়। তা আমি জানি ও দর্শন করি।'

বন্ধু, আপনার এরূপ ভাষণের অর্থ কিরূপে জ্ঞাতব্য?"

৪. "আবুসো, 'জগৎ শাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।' ইহা হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা।

আবুসো, 'জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।' ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণার অন্তর্গত।

আবুসো, 'জগৎ অনন্ত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।' এরূপ ধারণাও মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত।

আবুসো, 'জগৎ অনন্ত নয় ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।' ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণার অন্তর্গত।

আবুসো, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর।' ইহাও হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা।

আবুসো, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়।' এরূপ ধারণাও মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত।

আবুসো, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন।' ইহাও হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা।

আবুসো, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না।' ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণার অন্তর্গত।

আবুসো, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন।' এরূপ ধারণাও মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত।

আবুসো, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না।' ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণার অন্তর্গত।

আবুসো, যাবৎ বা যতদূর ভ্রান্ত মতবাদ, দৃষ্টিস্থান (কাল্পনিক দর্শনের অবলম্বিত মত বা নীতি), দৃষ্টি অধিষ্ঠান, দৃষ্টি সমুত্থান (উৎপত্তি), দৃষ্টি পর্যুস্থান, দৃষ্টি অপসারণ; ততদূর আমি জানি এবং ততদূর আমি দর্শন করি। তা জ্ঞাতবস্থায় ও দর্শনকারী হয়ে কেন বলব—'আমি জানি না দর্শন করি না?' আবুসো, আমি তা জানি এবং দর্শন করি।"

৫. "আয়ুষ্মান আপনার নাম কী? আপনাকে সব্রহ্মচারীগণ কী নামে জানেন?"

"আবুসো, আমার নাম আনন্দ। আমাকে আনন্দ নামেই সব্রহ্মচারীগণ জানেন।"

"মাননীয়, মহাআচার্যের সাথে আলোচনার সময় আমরা জানতে পারলাম না যে ইনিই আয়ুষ্মান আনন্দ। যদি আমরা জানতাম যে ইনিই আয়ুষ্মান আনন্দ—তাহলে আমরা এরূপে প্রতিভাষণ করতাম না। আয়ুষ্মান আনন্দ, আমাকে ক্ষমা করুন।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. আহ্বানীয় সূত্র

৯৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশবিধ গুণধর্মে সমলংকৃত ভিক্ষুই জগতের মধ্যে আহ্বানীয়, পূজনীয়, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করার যোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই দশবিধ গুণধর্মসমূহ কী কী?

২. যথা, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে; আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং সম্যক দর্শনগুণে গুণান্বিত হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু নানাবিধ ঋদ্ধিতে অভিজ্ঞ হয়। যেমন, সে একজন হয়েও বহুজন হয়, বহুজন হয়েও একজন হয়; হঠাৎ অন্তর্হিত হয় এবং হঠাৎ দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হয়, আকাশে গমনের ন্যায় সে পর্বত, প্রাচীর ভেদ করে গমন করতে পারে; জলে ডুব দেয়া ও জল হতে উত্থিত হওয়ার ন্যায় সে মাটিতে ডুব দিতে পারে এবং উত্থিত হতে পারে; জলে মাটির ন্যায় পদব্রজে গমন করতে পারে; পক্ষীর ন্যায় আকাশ পথে উড়ে যেতে পারে; মহাঋদ্ধির মাধ্যমে সে চন্দ্র সূর্যকেও হস্ত দ্বারা স্পর্শ করতে এবং পরিমর্দন করতে পারে; সে যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর সশরীরে গমন করতে পারে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অতি মানবীয় দিব্যকর্ণসম্পন্ন হয়ে স্বর্গভূমি-মনুষ্যভূমি, দূরবর্তী স্থান ও সন্নিকটের শব্দ বা কথা শ্রবণ করতে পারে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অপর পুদ্গলদের (সত্ত্বদের) চিত্ত ভাব প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। সে সরাগ চিত্তকে (আসক্ত চিত্তকে) সরাগ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়; বীতরাগ চিত্তকে (অনাসক্ত চিত্তকে) বীতরাগ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়; দ্বেষ চিত্তকে (দ্বেষপূর্ণ চিত্তকে) সদ্বেষ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়; বীত দ্বেষ চিত্তকে (দ্বেষহীন চিত্তকে) বীত দ্বেষ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, বীতমোহ চিত্তকে (মোহহীন) বীতমোহ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে (আলস্য ও জড়তা ভাবাপন্ন চিত্তকে) সংক্ষিপ্ত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, মহদ্গত চিত্তকে (কামলোকের চিত্তকে) মহদ্গত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, সউত্তর চিত্তকে সউত্তর চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ

ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে অবস্থান করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এই দশবিধ গুণধর্মে সমলংকৃত ভিক্ষুই জগতের মধ্যে আহ্বানীয়, পূজনীয়, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করার যোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" সপ্তম সূত্র।

৮. স্থবির সূত্র

৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু যেই যেই দিকেতে অবস্থান করে; তথায় সুখেই অবস্থান করে। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী এবং দীর্ঘদিন ধরেই প্রব্রজিত হয়।

পুনশ্চ, সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল পালন করে, আচারগোচরসম্পন্ন হয় ও অণুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে।

পুনশ্চ, যে-সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে, সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা

বাক্যের দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে এবং দৃষ্টিদ্বারা উত্তমরূপে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়।

পুনশ্চ, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে।

পুনশ্চ, সে কলহের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে দক্ষ হয়।

পুনশ্চ, সে ধর্মকামী, মনোজ্ঞ বা প্রিয়ভাষী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়।

পুনশ্চ, সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকে।

পুনশ্চ, সে গমনে, প্রত্যাগমনে এবং সংযত হয়ে গৃহমধ্যে উপবেশনকালেও প্রসন্ন থাকে।

পুনশ্চ, এই জীবনেই সুখ অবস্থানরূপ অভিচৈতসিক চতুর্থ ধ্যান সে যথেচ্ছা লাভ করতে পারে, সহজে এবং অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হয়।

পুনশ্চ, সে ইহজীবনে আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে তা লাভ করে অবস্থান করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণধর্মে সমলংকৃত স্থবির ভিক্ষু যেই যেই দিকেতে অবস্থান করে, তথায় সুখেই অবস্থান করে।" অষ্টম সূত্র।

৯. উপালি সূত্র

৯৯.১. সেই সময় আয়ুষ্মান উপালি যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন অতঃপর একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আমি অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন (জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থান) এবং বিজন প্রান্তে (জনহীন স্থানে) শয়নাসন সেবন করতে (অভ্যাস করতে) ইচ্ছা করছি।"

"হে উপালি, অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন, বিজন প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস দুরভিসম্ভব (কষ্টকর), বিবেক-বৈরাগ্য সাধন দুষ্কর এবং দুরভিরাম।

মনে হয় একাকী অবস্থানে যে ভিক্ষু সমাধি লাভ করতে পারে নাই, নিবিড় বন তার মনকে টানে। উপালি, যদি কেউ এরূপ বলে যে 'আমি সমাধি লাভ না করে অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন এবং বিজন প্রান্তে শয়নাসন

অভ্যাস করব।' তার ইহাই প্রত্যাশিত যে 'তার চিত্তের নিরুৎসাহ উৎপন্ন হবে ও মনে উদ্বিগ্নভাব জাগবে।'

যেমন, হে উপালি, বিশাল জলাশয়ে (সরোবরে) যদি সাত বা আট হাত উচ্চতার কোনো হাতি আসে তথায় তার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় যে 'নিশ্চয়ই আমি এই জলাশয়ে (সরোবরে) অবগাহন করে কর্ণ ধৌত করে যথেচ্ছা ক্রীড়া করব এবং পৃষ্ঠদেশ ধৌত করে ক্রীড়া করব। হাতিটি কর্ণ ও পৃষ্ঠদেশ ধৌত করে, যথেচ্ছা ক্রীড়া করত সেখানে স্নান করে ও পানি পান করে। অতঃপর সেখান হতে উত্থিত হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করে। তার কারণ কী? উপালি, তার কারণ হচ্ছে হাতিটি জলাশয়ের গভীরেও নিজ পা রাখার বা পায়ের খুট পাতার দৃঢ় স্থান লাভ করে।

অতঃপর যদি সেখানে খরগোশ বা বিড়াল এসে এমন চিন্তা করে যে 'কে আমি আর কেবা হস্তী, নিশ্চয়ই আমিও এই জলাশয়ে নেমে কর্ণ ধৌত করে যথেচ্ছা ক্রীড়া করব এবং পৃষ্ঠদেশ ধৌত করে ক্রীড়া করব। এবং যথেচ্ছা ক্রীড়া করত স্নান করে ও পানি পান করে জলাশয় হতে উঠে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করব।' সে সেই জলাশয়ে না ভেবে না চিন্তে সহসা ঝাপিয়ে পরে। সেহেতু তার ইহাই প্রত্যাশিত যে 'তার চিত্তের নিরুৎসাহ উৎপন্ন হবে ও মনে উদ্বিগ্নভাব জাগবে।' তার কারণ কী? উপালি, তার কারণ হচ্ছে সেই খরগোশ বা বিড়ালটি জলাশয়ের গভীরে নিজ পায়ের খুট পাতার দৃঢ় স্থান লাভ করে না।

ঠিক তদ্রুপ, উপালি, যদি কেউ এরূপ বলে যে 'আমি সমাধি লাভ না করে অরণ্যে বানপ্রস্থ জীবন এবং বিজন প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করব।' তার ইহাই প্রত্যাশিত যে 'তার চিত্তের নিরুৎসাহ উৎপন্ন হবে ও মনে উদ্বিগ্নভাব জাগবে।'

৩. যেমন, উপালি, ছোটো বালক, উত্তানশায়ী শিশু নিজ মল-মূত্র নিয়ে খেলা করে। উপালি, তুমি তা কিরূপ মনে করো, ইহা কি শুধুমাত্র শিশুখেলা নয়?"

'হ্যাঁ ভন্তে, তদ্রুপই।"

"উপালি, সেই শিশুটি পরবর্তী সময়ে বুদ্ধি বৃদ্ধির পর, ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে কিশোরদের বিভিন্ন রকমের খেলা রপ্ত করে। যেমন বঙ্কক বা লাঙ্গলখেলা, যষ্ঠি খেলা (লম্বা লাটির আঘাতে ছোটো লাটি দূরে নিক্ষেপ), ডিগবাজি, বায়ুচালিত কল নিয়ে খেলা, তালপাতায় তৈরি আঁড়ি নিয়ে খেলা, খেলনার গাড়ি নিয়ে খেলা, খেলনার ধনু নিয়ে খেলা সে আয়ত্ত করে।

উপালি, তা কিরূপ মনে কর, এরূপ বিভিন্ন ক্রীড়া উত্তানশায়ী শিশুর খেলার চেয়ে কি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উপালি, সেই কিশোর পরবর্তীকালে আরও বুদ্ধি বৃদ্ধির পর, ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে পঞ্চকামগুণে সমর্পিত ও তাতে সমন্বিত হয়ে চিত্ত বিনোদন করে, সে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায় দ্বারা জ্ঞাতব্য ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক ও রজনীয় বিবিধ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ সুখে সমর্পিত হয়ে ও তাতে সমন্বিত হয়ে চিত্ত বিনোদন করে। উপালি, তা কিরূপ মনে কর, এরূপ আমোদ-প্রমোদ পূর্বের চেয়েও কি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

৪. "এক্ষেত্রে উপালি, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদমনকারী সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান জগতে উৎপন্ন হন। তিনি এই জগৎকে ও দেব-মারসহ ব্রহ্মালোক এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সমেত দেবমনুষ্য ও সকল সত্ত্বদের স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে বিদিত হন। তিনি এমন ধর্ম প্রকাশ করেন যা আদিতে কল্যাণময়, মধ্যেও মঙ্গলপ্রদ এবং পর্যবসানেও কল্যাণপ্রদ; যা সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবলমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে।

তেমন ধর্ম কোনো গৃহপতি কিংবা গৃহপতির সন্তান, অথবা অন্য যেকোনো কুলে জন্মধারী শ্রবণ করে। সে এবম্বিধ ধর্মশ্রবণ করে তথাগতের প্রতি তার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সে তেমন শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়ে এরূপ বিবেচনা করে যে গৃহবাস বাধাপূর্ণ, আবর্জনা সদৃশ, আর প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়। এমন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ও শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করা গৃহে থেকে সম্ভব নয়। নিশ্চয় আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে, কাষায় বস্ত্র পড়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হবো।'

সে পরবর্তীতে অল্প-বিস্তর ভোগ্যরাশি ও জ্ঞাতিস্বজনদের ত্যাগ করে কেশ-শ্মশ্রু মুড়িয়ে কাষায় বস্ত্র পড়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়।

সে এরূপে প্রব্রজিত হয়ে ভিক্ষুদের শিক্ষা ও জীবনধারণ প্রণালি অনুসারে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়। সে দণ্ডহীন, শস্ত্রহীন, পাপে লজ্জী, দয়ালু ও সকল প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

সে অদত্তদ্রব্য ত্যাগ করে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত হয় এবং শুধুমাত্র

প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করে ও প্রদত্ত বিষয়ই প্রত্যাশা করে। সে বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করে, চৌর্যমনা হয়ে নয়।

সে অব্রহ্মচর্যা ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী হয় এবং গ্রাম্য ধর্ম মৈথুন হতে বিরত থাকে।

সে মিথ্যাভাষণ ত্যাগ করে মিথ্যা বলা হতে বিরত থাকে। সত্যবাদী, সত্যানুসন্ধী, সত্যনিষ্ঠ, বিশস্ত ও জগতে অবিসংবাদী হয়।

সে ভেদমূলক বাক্য বলা পরিত্যাগ করে তেমন বাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

সে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

সে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

সে বীজ ও চারা বিনষ্ট করা হতে বিরত থাকে। সে একাহারী হয়, রাত্রি ভোজন ও বিকালে ভোজন হতে বিরত থাকে। সে নৃত্য-গান, বাদ্য-বাজনা ও ব্যঙ্গরসাত্মক বিষয় দর্শন হতে বিরত হয়; সে মালা, সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার ও সাজসজ্জা হতে বিরত থাকে। উঁচু আসন ও মহার্ঘ শয্যা ব্যবহার হতেও সে দূরে থাকে। সে স্বর্ণ-রৌপ্য, আমন ধান, তাজা মাংস গ্রহণ করে না। স্ত্রী-কুমারী ও দাসদাসী গ্রহণ করা হতেও সে বিরত থাকে। ছাগল, মুরগী, শুকর, হাতি, গরু, অশ্ব, বলদ ইত্যাদি গ্রহণ হতেও সে বিরত হয়। সে ক্ষেত্র, বস্তু গ্রহণ করে না। দূতকার্য করা হতেও সে বিরত থাকে। ক্রয় বিক্রয় করা, নিক্তিতে অপরকে ঠকানো ওজনে কম দেয়া কিংবা প্রতারণা করা হতেও সে বিরত হয়। সে অবৈধ বিচারের দ্বারা বঞ্চনা, প্রতারণা ও ঠকানো হতেও বিরত থাকে। ছেদন-বধ, কিংবা বন্ধন করা, ডাকাতি করা, অথবা দিবা গ্রামলুণ্ঠনসহ বিবিধ সন্ত্রাসী কার্যক্রম হতে বিরত থাকে।

৫. সে দেহ আচ্ছাদনের জন্য শুধুমাত্র চীবরেই এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য পরিমিত পিণ্ডপাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে যেখানেই গমন করুক না কেন

তাতেই নির্ভর করে গমন করে। যেমন, পাখি কোনোখানে উড়ে গেলে বোঝাস্বরূপ শুধু তার ডানাই সাথে নিয়ে যায়, ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুটি দেহ আচ্ছাদনের জন্য শুধুমাত্র চীবরেই এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য পরিমিত পিণ্ডপাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে যেখানেই গমন করুক না কেন তাতেই নির্ভর করে গমন করে। সে এরূপ আর্যশীলস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে নিজমধ্যে অনবদ্য সুখ লাভ করে।

সে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্ত গ্রহণ করে না ও ব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে এরূপ আর্য-ইন্দ্রিয় সংবরণে সংবৃত হয়ে নিজমধ্যে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করে।

সে গমন ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞানী হয়, সম্মুখে দর্শন ও পশ্চাতেও

দর্শনের সময় সে সম্প্রজ্ঞানী হয়, সে দেহ সংকোচন ও প্রসারণেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। সংঘাটি, পাত্র-চীবর গ্রহণকালেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। পান-ভোজন ও খাদ্য চিবানোর সময় এবং রস আস্বাদনের সময়ও সে সম্প্রজ্ঞানী হয়। বাহ্য-প্রস্রাব করার সময়ও সে সম্প্রজ্ঞানী হয়। সে গমনকালে, স্থিতবস্থায়, উপবেশনকালে, শায়িতবস্থায় এবং জাগ্রত হওয়ার সময়, কথা বলার সময় ও নিরব অবস্থায়ও সম্প্রজ্ঞানী হয়।

সে এরূপ আর্য-শীলস্কন্ধ, আর্য-ইন্দ্রিয় সংবর ও এরূপ আর্য-স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে সমন্নাগত হয়ে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে বা গিরিগুহায়, নয়তো শ্মশানে, বানপ্রস্থ কিংবা উন্মুক্ত আকাশতলে, তৃণপুঞ্জে নির্জন শয্যাসন রচনা করে অবস্থান করতে থাকে। সে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যগৃহে গিয়ে ঋজুকায়ে পদ্মাসনে বসে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে।

৬. সে জগতে অভিধ্যা ত্যাগ করে অভিধ্যাহীন চিত্তে অবস্থান করে এবং অভিধ্যা হতে চিত্তকে পরিশোধিত করে। ব্যাপাদ-প্রদোষ ত্যাগ করে অব্যাপন্নচিত্তে সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে এবং ব্যাপাদ-প্রদোষ হতে চিত্তকে পরিশোধিত করে। সে আলস্য-তন্দ্রা ত্যাগ করে আলস্য-তন্দ্রাহীন হয়ে আলোকসংজ্ঞী হয় ও স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। আলস্য-তন্দ্রা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

সে ঔদ্ধত্য-অনুশোচনা ত্যাগ করে অনুদ্ধত ও অধ্যাত্মভাবে উপশান্ত চিত্ত হয়ে অবস্থান করে এবং ঔদ্ধত্য-অনুশোচনা হতে চিত্তকে পরিশোধিত করে। সে বিচিকিৎসা বা সন্দেহভাব পরিত্যাগ করে সন্দেহোত্তীর্ণ ও কুশলধর্মসমূহে সন্দেহমুক্ত হয়ে অবস্থান করে এবং সন্দেহভাব হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

৭. সে এই পঞ্চ নীবরণকে ত্যাগ করে চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞার দ্বারা দুর্বলকরণের মাধ্যমে কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক-বিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। তা কিরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্ম নিজমধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবৎ তার নিজ সদর্থপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমহেতু অধ্যাত্মভাবে প্রশান্ত ও চিত্তের একাগ্রময় বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান

লাভ করে অবস্থান করে। তা কিরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্মও নিজমধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবৎ তার নিজ সদর্থপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে ধ্যানস্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে ভিক্ষুটি অবস্থান করে। তা কিরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্মও নিজমধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবৎ তার নিজ সদর্থপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষুর শারীরিক সুখ-দুঃখবোধ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য প্রহীণ হয় এবং তিনি সেই না-সুখ, না-দুঃখরূপ উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। তা কিরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্মও নিজমধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবৎ তার নিজ সদর্থপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু সর্ববিধ রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ সংজ্ঞার (হিংসাত্মক চিন্তা) বিলয় সাধন করে, নানান সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে শুধুই 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ধ্যান করতে করতে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করে। তা কিরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্ম নিজমধ্যে দর্শন করে

অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবৎ তার নিজ সদর্থপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করে শুধুই 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ধ্যান করতে করতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করে। তা কিরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্ম নিজমধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবৎ তার নিজ সদর্থপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করে শুধুই 'কিছুই নাই বা আকিঞ্চন ' এরূপ ধ্যান করতে করতে আকিঞ্চন-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করে। তা কিরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্মও নিজমধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবৎ তার নিজ সদর্থপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ সেখানেই অবস্থান করে।

এরূপেই উপালি, তুমি সংঘমধ্যে অবস্থান কর। সংঘমধ্যে এরূপে অবস্থানকারীর সুখ লাভ হবে।" নবম সূত্র।

১০. অভব্য সূত্র

১০০.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম প্রহীণ না হলে অর্হত্ত্বফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

১. সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা : রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা) ও মান। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম প্রহীণ না হলে অর্হত্ত্বফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

২. ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম প্রহীণ হলে অর্হত্ত্বফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

৩. সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা : রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা) ও মান। ভিক্ষুগণ, এই দশ

প্রকার ধর্ম প্রহীণ হলে অর্হত্ত্বফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

উপালিবর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

কামভোগী, ভয়, দৃষ্টিক, বজ্জিয়মাহিত, উত্তিয়,
কোকনুদ, আহুনেয্য, থের, উপালি, অভব্য, হলো বিবৃত॥

"দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত"।

তৃতীয় পঞ্চাশক

(১১) ১. শ্রমণসংজ্ঞা বর্গ

১. শ্রমণসংজ্ঞা সূত্র

১০১.১. হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার শ্রমণসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে সাত প্রকার ধর্ম পরিপূর্ণ হয়। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা :

২. 'আমি সংসারহীন, অনাগারিক প্রব্রজিতকুলে আগমন করেছি'; 'আমার জীবিকা এখন পরনির্ভরশীল'; 'এখন আমাকে অবশ্যই শিষ্ট বা ভদ্র ব্যবহার করতে হবে'। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার শ্রমণসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে সপ্তবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।

৩. সেই সাত প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : সে সঙ্গত ব্যবহার ও সঙ্গত কর্মী হয়; শীলাদিতে অনভিধ্যালু হয়; অব্যাপাদসম্পন্ন হয়; অনতিমানী হয় (অত্যধিক মানসম্পন্ন হয় না); শিক্ষাকামী হয়; জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সে ভাবে যে 'ইহাই আমার বিষয়'; এবং সে আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, উক্ত তিন প্রকার শ্রমণসংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এই সপ্তবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।" প্রথম সূত্র।

২. বোধ্যঙ্গ সূত্র

১০২. ১. "হে ভিক্ষুগণ, সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তিন প্রকার বিদ্যা পরিপূর্ণ হয়। সেই সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ কী কী?

২. যথা : স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ত্রিবিধ বিদ্যা পরিপূর্ণ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, সেই ত্রিবিধ বিদ্যা কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, উক্ত সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এই বিদ্যাত্রয় পরিপূর্ণ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ভ্রান্ত ধারণা সূত্র

১০৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভ্রান্ত ধারণার দরুন কার্য নিষ্ফলা হয়, কৃতকার্য নয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভ্রান্ত ধারণার দরুন কার্য নিষ্ফলা হয়, কৃতকার্য নয়? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাধারণা বশবর্তীজনের সংকল্প মিথ্যা বা ভ্রান্ত হয়। মিথ্যা সংকল্পকারীর বাক্যও হয় ভুলে পর্যবসিত। মিথ্যাবাক্যভাষীর সম্পাদিত কর্ম মিথ্যারূপে প্রতীত হয় এবং মিথ্যাকর্মীর জীবিকা নির্বাহও অসৎ হয়ে থাকে। অসদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর যাবতীয় প্রচেষ্টাও ভ্রান্তিতে পূর্ণ হয়। তেমন

মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল জনের স্মৃতি বা মনোযোগও হয় ভ্রান্তিতে পূর্ণ। মিথ্যা স্মৃতি চর্চাকারীর সমাধিও মিথ্যা বা ভ্রান্ত হয়। এরূপ মিথ্যাসমাধিহেতু তার জ্ঞানও মিথ্যা বা অসত্য বলে হয় পরিগণিত আর মিথ্যাজ্ঞানীর বিমুক্তিও অসত্য বা ভ্রান্তই হয়ে থাকে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভ্রান্ত ধারণার দরুন কার্য নিষ্ফলা হয়, কৃতকার্য নয়।

২. ভিক্ষুগণ, সম্যক বা যথাযথ ধারণার দরুন কার্য সফল হয়, নিষ্ফলা নয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে সম্যক বা যথাযথ ধারণার দরুন কার্য সফল হয়, নিষ্ফলা নয়? ভিক্ষুগণ, সম্যক ধারণার বশবর্তী জনের সংকল্প যথাযথ বা সম্যক হয়। সম্যক সংকল্পকারীর বাক্যও হয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যভাষীর সম্পাদিত কর্ম সঠিক বলে প্রতীত হয় এবং উচিতকর্মীর জীবিকা নির্বাহও সৎ হয়ে থাকে। সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর যাবতীয় প্রচেষ্টাও সম্যক হয়। তেমন সম্যক প্রচেষ্টাশীল জনের স্মৃতি বা মনোযোগও হয় যথাযথ। সম্যক স্মৃতি চর্চাকারীর সমাধিও যথার্থ হয়। এরূপ সম্যক সমাধিহেতু তার জ্ঞানও সম্যক বা সত্য বলে হয় পরিগণিত আর সম্যক জ্ঞানীর বিমুক্তিও সত্য বা যথার্থই হয়ে থাকে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, সম্যক ধারণা দরুন কার্য সফলা হয়, নিষ্ফলা নয়।” তৃতীয় সূত্র।

৪. বীজ সূত্র

১০৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, মিথ্যা সংকল্পকারী, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা জীবিকা নির্বাহকারী, মিথ্যা প্রচেষ্টাকারী, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী ও মিথ্যা বিমুক্তিধর ব্যক্তি যেরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কায়-বাক্য ও মনেতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সমুদয় এবং তাদের চেতনা, প্রার্থনা, প্রণিধিসহ সমস্ত কিছুই অনিষ্টকর, অকান্তকর, অমনঃপুত এবং তা অহিত ও দুঃখে পরিচালিত করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বা ধারণা পাপমূলক তাই।

যেমন ভিক্ষুগণ, নিম, ঝিঙ্গা ও তিক্ত শসার বীজ ভেজা মাটিতে বপন করলে সেই মাটি ও পানির নির্যাস তিক্ত, কটু ও অস্বাদু হয়ে পড়ে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, বীজগুলোর খারাপ গুণই তার কারণ। এরূপেই ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, মিথ্যা সংকল্পকারী, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা জীবিকা নির্বাহকারী, মিথ্যা প্রচেষ্টাকারী, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী ও মিথ্যা বিমুক্তিধর ব্যক্তি যেরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কায়-বাক্য ও মনেতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সমুদয় এবং

তাদের চেতনা, প্রার্থনা, প্রণিধিসহ সমস্ত কিছুই অনিষ্টকর, অকান্তকর, অমনঃপুত এবং তা অহিত ও দুঃখে পরিচালিত করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বা ধারণা পাপমূলক তাই।

২. ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, সম্যক সংকল্পকারী, সত্যভাষী, সম্যক কর্মী, সৎজীবিকা নির্বাহকারী, সম্যক প্রচেষ্টকারী, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সত্যজ্ঞানী ও সম্যক বিমুক্তিধর ব্যক্তি যেরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কায়-বাক্য ও মনেতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সমুদয় এবং তাদের চেতনা, প্রার্থনা, প্রণিধিসহ সমস্ত কিছুই ইষ্ট, কান্ত, মনঃপুত এবং তা হিত-মঙ্গল সাধনে পরিচালিত করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বা ধারণা মঙ্গলজনক তাই।

যেমন ভিক্ষুগণ, আঁখ, শালি বা আমন ধানের বীজ কিংবা আঙুরের বীজ ভেজা মাটিতে বপন করলে সেই মাটি ও পানির নির্যাস স্বাদু, মধুর ও রসালো হয়ে পড়ে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, বীজগুলোর ভালোগুণই তার কারণ। এভাবেই ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, সম্যক সংকল্পকারী, সত্যভাষী, সম্যক কর্মী, সৎজীবিকা নির্বাহকারী, সম্যক প্রচেষ্টকারী, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সত্যজ্ঞানী ও সম্যক বিমুক্তিধর ব্যক্তি যেরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কায়-বাক্য ও মনেতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সমুদয় এবং তাদের চেতনা, প্রার্থনা, প্রণিধিসহ সমস্ত কিছুই ইষ্ট, কান্ত, মনঃপুত এবং তা হিত-মঙ্গল সাধনে পরিচালিত করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বা ধারণা মঙ্গলজনক তাই।” চতুর্থ সূত্র।

৫. বিদ্যা সূত্র

১০৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, অকুশলধর্ম লাভের জন্য অবিদ্যা অগ্রগামী হয় আর পাপে নির্লজ্জা ও নির্ভয়তা হয় তার পশ্চাৎ সঙ্গী। ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাগত, অজ্ঞানীর নিকট মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যা ধারণা উৎপন্ন হয়। মিথ্যাধারণা বশবর্তী জনের সংকল্প মিথ্যা বা ভ্রান্ত হয়। মিথ্যা সংকল্পকারীর বাক্যও হয় ভুলে পর্যবসিত। মিথ্যাবাক্যভাষীর সম্পাদিত কর্ম মিথ্যারূপে প্রতীত হয় এবং মিথ্যাকর্মীর জীবিকা নির্বাহও অসৎ হয়ে থাকে। অসদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর যাবতীয় প্রচেষ্টাও ভ্রান্তিতে পূর্ণ হয়। তেমন মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল জনের স্মৃতি বা মনোযোগও হয় ভ্রান্তিতে পূর্ণ। মিথ্যা স্মৃতি চর্চাকারীর সমাধিও মিথ্যা বা ভ্রান্ত হয়। এরূপ মিথ্যা সমাধিহেতু তার জ্ঞানও মিথ্যা বা

অসত্য বলে হয় পরিগণিত আর মিথ্যাজ্ঞানীর বিমুক্তিও অসত্য বা ভ্রান্তই হয়ে থাকে।

২. ভিক্ষুগণ, কুশলধর্ম লাভের জন্য বিদ্যা অগ্রগামী হয় আর পাপে লজ্জা ও ভয় হয় তার পশ্চাৎ সঙ্গী। ভিক্ষুগণ, বিদ্যাগত, জ্ঞানীর নিকট সম্যক দৃষ্টি বা সম্যক ধারণা উৎপন্ন হয়। সম্যকধারণা বশবর্তীজনের সংকল্প যথাযথ বা সম্যক হয়। সম্যক সংকল্পকারীর বাক্যও হয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যভাষীর সম্পাদিত কর্ম সঠিক বলে প্রতীত হয় এবং উচিতকর্মীর জীবিকা নির্বাহও সৎ হয়ে থাকে। সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর যাবতীয় প্রচেষ্টাও সম্যক হয়। তেমন সম্যক প্রচেষ্টাশীল জনের স্মৃতি বা মনোযোগও হয় যথাযথ। সম্যক স্মৃতি চর্চাকারীর সমাধিও যথার্থ হয়। এরূপ সম্যক সমাধিহেতু তার জ্ঞানও সম্যক বা সত্য বলে হয় পরিগণিত আর সম্যক জ্ঞানীর বিমুক্তিও সত্য বা যথার্থই হয়ে থাকে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. জীর্ণ সূত্র

১০৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার জীর্ণ বা বিনাশের বিষয় রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী?

২. যথা : ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন জনের মিথ্যাদৃষ্টি বা ধারণা জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয় এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যা সংকল্প জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয় এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বাক্যভাষীর মিথ্যাবাক্য জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয় এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক কর্মীর মিথ্যাকর্ম জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয় এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয় এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টাকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয় এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যা স্মৃতি বা মনোযোগ জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয় এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয় এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বা সত্যজ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান জীর্ণ হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ হয় এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তজনের মিথ্যা বিমুক্তি জীর্ণ হয়। মিথ্যা বিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ হয় এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে জীর্ণ বা বিনাশের বিষয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. আচমন সূত্র

১০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, দক্ষিণ জনপদসমূহে আচমন বা পুণ্যস্নান করা হয়। তখন সেখানে অন্ন-পানীয়, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্য-পেয়্যর ছড়াছড়ি হয় এবং নৃত্য-গীত চলে ও বাদ্য ধ্বনিত হয়। ভিক্ষুগণ, এমন পুণ্যস্নান বিদ্যমান, তা 'বিদ্যমান নাই' এরূপ বলছি না। ভিক্ষুগণ, এরূপ পুণ্যস্নানও হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য, অনর্থকর। তা নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ উৎপত্তির জন্য, নিরোধের জন্য, উপশম লাভের জন্য, অভিজ্ঞা অর্জনের

জন্য, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে না।

২. ভিক্ষুগণ, আমিও আর্যস্নান দেশনা করব, যেরূপ পুণ্যস্নান একান্তই নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ উৎপত্তির জন্য, নিরোধের জন্য, উপশম লাভের জন্য, অভিজ্ঞা অর্জনের জন্য, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে; যেরূপ পুণ্যস্নানে স্নাত হয়ে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৩. "হে ভিক্ষুগণ, সেই আর্যস্নান কিরূপ যা একান্ত নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ উৎপত্তির জন্য, নিরোধের জন্য, উপশম লাভের জন্য, অভিজ্ঞা অর্জনের জন্য, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে; যেরূপ পুণ্যস্নানে স্নাত হয়ে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়?

৪. ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি বিধৌত হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যা সংকল্প বিধৌত হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বা সত্যভাষীর মিথ্যাবাক্য বিধৌত হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক কর্মীর মিথ্যাকর্ম বিধৌত হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সৎজীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা বিধৌত হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা বিধৌত হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যা স্মৃতি বিধৌত হয়। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি বিধৌত হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বা সত্যজ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান বিধৌত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তজনের মিথ্যা বিমুক্তি বিধৌত হয়। মিথ্যা বিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয় এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

৫. ভিক্ষুগণ, এই আর্যস্নানই একান্ত নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ উৎপত্তির জন্য, নিরোধের জন্য, উপশম লাভের জন্য, অভিজ্ঞা অর্জনের জন্য, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে; যেরূপ পুণ্যস্নানে স্নাত হয়ে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. চিকিৎসক সূত্র

১০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, চিকিৎসক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু বিকারজনিত রোগে জোলাপ বা বিরেচন দিয়ে থাকে। ভিক্ষুগণ, তেমন বিরেচন বিদ্যমান, 'তা নাই' তা বলছি না। ভিক্ষুগণ, তেমন জোলাপ বা বিরেচন প্রয়োগে কাজ হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

ভিক্ষুগণ, আমিও আর্যবিরেচন সম্বন্ধে দেশনা করব। যেই বিরেচন সফলভাবে কাজ করে, নিষ্ফল নয়। সেরূপ বিরেচন ব্যবহারে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি ভাষণ করছি।"

'তথাস্তু ভন্তে,' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি নিঃসারিত হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যা সংকল্প নিঃসারিত হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সত্যভাষীর মিথ্যাবাক্য নিঃসারিত হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সত্যবাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক কর্মীর মিথ্যাকর্ম নিঃসারিত হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সৎজীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা নিঃসারিত হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়,

সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা নিঃসারিত হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যা স্মৃতি নিঃসারিত হয়। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি নিঃসারিত হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান নিঃসারিত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তিলাভীর মিথ্যা বিমুক্তি নিঃসারিত হয়। মিথ্যা বিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয় এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

৩. ভিক্ষুগণ, এই সেই আর্যবিরেচন, যেই বিরেচন ব্যবহারে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. বমন সূত্র

১০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, চিকিৎসক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুবিকারজনিত রোগ আরোগ্যের জন্য বমি করায়। ভিক্ষুগণ, তেমন বমন বা উদ্গারণ বিদ্যমান 'তা বিদ্যমান নাই' তা বলছি না। ভিক্ষুগণ, তেমন বমন বা উদ্গারণে

আরোগ্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

ভিক্ষুগণ, আমিও আর্যবমন সম্বন্ধে দেশনা করব। যেই বমন সফলভাবে কাজ করে, নিষ্ফল নয়। সেরূপ বমনের ফলে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি ভাষণ করছি।"

'তথাস্তু ভন্তে,' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি বমিত হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যা সংকল্প বমিত হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সত্যভাষীর মিথ্যাবাক্য বমিত হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সত্যবাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক কর্মীর মিথ্যাকর্ম বমিত হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সৎজীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা বমিত হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা বমিত হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার

নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যা স্মৃতি বমিত হয়। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি বমিত হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান বমিত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তিলাভীর মিথ্যা বিমুক্তি বমিত হয়। মিথ্যা বিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয় এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

৩. ভিক্ষুগণ, এই সেই আর্যবমন, যেই বমনের ফলে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়।” নবম সূত্র।

১০. দূরীভূতকরণ সূত্র

১১০.১. “হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার দূরীভূত করণযোগ্য বিষয় আছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যা সংকল্প দূরীভূত হয়। মিথ্যা

সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সত্যভাষীর মিথ্যাবাক্য দূরীভূত হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সত্যবাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক কর্মীর মিথ্যাকর্ম দূরীভূত হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সৎজীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা দূরীভূত হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা দূরীভূত হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যা স্মৃতি দূরীভূত হয়। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি দূরীভূত হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তিলাভীর মিথ্যা বিমুক্তি দূরীভূত হয়। মিথ্যা

বিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয় এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে দূরীভূত করণযোগ্য বিষয়।" দশম সূত্র।

১১. প্রথম অশৈক্ষ্য সূত্র

১১১.১. অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

২. "ভন্তে, এই যে অশৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য বলা হয়, ভন্তে, কিরূপে একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্য হয়?"

"এক্ষেত্রে হে ভিক্ষু, একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্যের ন্যায় সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সে অশৈক্ষ্যের ন্যায় সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধিতে গুণান্বিত হয় এবং অশৈক্ষ্যের ন্যায় সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তিতেও সে হয় সমন্নাগত। এরূপেই ভিক্ষু, একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্য হয়।" একাদশ সূত্র।

১২. দ্বিতীয় অশৈক্ষ্য সূত্র

১১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার অশৈক্ষ্য ধর্ম আছে, সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : অশৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি, অশৈক্ষ্য সম্যক সংকল্প, অশৈক্ষ্য সম্যক বাক্য, অশৈক্ষ্য সম্যক কর্ম, অশৈক্ষ্য সম্যক জীবিকা, অশৈক্ষ্য সম্যক প্রচেষ্টা, অশৈক্ষ্য সম্যক স্মৃতি, অশৈক্ষ্য সম্যক সমাধি, অশৈক্ষ্য সম্যক জ্ঞান, অশৈক্ষ্য সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে অশৈক্ষ্য ধর্ম।" দ্বাদশ সূত্র।

শ্রমণ সংজ্ঞাবর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সংজ্ঞা, বোধ্যঙ্গ, মিথ্যা ও বীজ, বিদ্যাসূত্র,
জীর্ণ, ধোবন আর হলো চিকিৎসক উক্ত;
বমন, দূরীভূত করণ সূত্রসহ,
দ্বে অশৈক্ষ্য সূত্রযোগে বর্গ সমাপ্ত॥

(১২) ২. পচ্চোরোহণী বা যজ্ঞাগ্নি বর্গ

১. প্রথম অধর্ম সূত্র

১১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল (অনর্থ) কী তা জ্ঞাতব্য। আবার ধর্ম ও মঙ্গল কী তাও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

২. ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল কিরূপ? যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যা বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এ সকলকে বলা হয় অধর্ম ও অমঙ্গল।

৩. ভিক্ষুগণ, ধর্ম ও মঙ্গল কিরূপ? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এ সকলকে বলা হয় ধর্ম ও মঙ্গল।

এই প্রত্যয়েই বলা হয়েছে যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল কী তাও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় অধর্ম সূত্র

১১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, আবার অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য। অধর্ম-ধর্ম ও অমঙ্গল-মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

২. ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম কিরূপ এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা সংকল্প হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক সংকল্প হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক বাক্য হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে

মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাকর্ম হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক কর্ম হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা জীবিকা হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক জীবিকা হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা প্রচেষ্টা হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক প্রচেষ্টা হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা স্মৃতি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক স্মৃতি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা সমাধি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক সমাধি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাজ্ঞান হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক জ্ঞান হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা বিমুক্তি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক বিমুক্তি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা বিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

৩. এই প্রত্যয়েই তাই বলা হয়েছে, 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, আবার অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য। অধর্ম-ধর্ম ও অমঙ্গল-মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় অধর্ম সূত্র

১১৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য”

ভগবান এরূপ বলে আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করলেন। অতঃপর ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে সমবেত ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা জাগল—“বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে ‘ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।’ ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?”

২. অতঃপর সেই ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা হলো—‘আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞ ব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান আনন্দই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান আনন্দ যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।’

৩. অতঃপর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ শেষে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

৪. “হে আবুসো আনন্দ, আজ ভগবান বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করছেন—‘ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।’

আবুসো আনন্দ, তখন ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আমাদের এরূপ চিন্তা জাগল যে ‘বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে ‘ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে

যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।’ ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?’ অতঃপর আবুসো আনন্দ, আমাদের এরূপ চিন্তা হলো—‘আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান আনন্দই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান আনন্দ যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।’

আয়ুষ্মান আনন্দ, আপনি উক্ত বিষয়ের অর্থ আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।”

৫. “আবুসোগণ, বৃক্ষসার সংগ্রাহক ও বৃক্ষসার অন্বেষণকারী কোনো পুরুষ যেমন বৃক্ষসার অন্বেষণ করতে গিয়ে সারবান, স্থিত মহাবৃক্ষকে বাদ দিয়ে, মূল বাদ দিয়ে শাখা-পত্ররাশিতে সার অন্বেষণ করা উচিত বলে মনে করে; ঠিক তদ্রুপ শাস্তার সম্মুখাৎ উপস্থিত থেকেও আয়ুষ্মানগণ সেই ভগবানকে জিজ্ঞাসা না করে আমার নিকট এ বিষয়ের অর্থ জ্ঞাতব্য বলে মনে করছেন। আবুসোগণ, সেই ভগবান যথাযথই জানেন এবং দর্শন করেন। সবই তার চক্ষুর গোচরীভূত ও জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি ধার্মিক, ব্রহ্মস্বরূপ, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ মীমাংসক, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। আপনাদের নিশ্চয়ই ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করার সুযোগ ছিল। ভগবান যেরূপ প্রকাশ করবেন সেরূপই আপনাদের ধারণ করা উচিত।”

৬. “নিশ্চয় আবুসো আনন্দ, সেই ভগবান যথাযথই জানেন ও দর্শন করেন। সবই তার চক্ষুর গোচরীভূত ও জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি ধার্মিক, ব্রহ্মস্বরূপ, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ মীমাংসক, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ আমাদের ছিল। ভগবান আমাদের যেরূপ প্রকাশ করতেন সেরূপেই আমরা অবধারণ করতে পারতাম। অধিকন্তু আনন্দ, অনুগ্রহপূর্বক তা ব্যাখ্যা করুন।”

৭. “তবে আবুসোগণ, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন, আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ আবুসো’ বলে ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বলতে লাগলেন :

“আবুসোগণ, এই যে ভগবান আপনাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি

সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য?'

আবুসোগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক দৃষ্টি হলো ধর্ম। যে মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা সংকল্প হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক সংকল্প হলো ধর্ম। যে মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক বাক্য হলো ধর্ম। যে মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাকর্ম হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক কর্ম হলো ধর্ম। যে মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা জীবিকা হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক জীবিকা হলো ধর্ম। যে মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা প্রচেষ্টা হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক প্রচেষ্টা হলো ধর্ম। যে মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা স্মৃতি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক স্মৃতি হলো ধর্ম। যে মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা সমাধি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক সমাধি হলো ধর্ম। যে মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাজ্ঞান হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক জ্ঞান হলো ধর্ম। যে মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা বিমুক্তি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক বিমুক্তি হলো ধর্ম। যে মিথ্যা বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

৮. আবুসোগণ, এই যে ভগবান আপনাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত অর্থ আমি এরূপই মনে করি। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তবে পুনঃ ভগবানের নিকট গিয়ে এই বিস্তৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ভগবান আপনাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন, সেরূপই আপনারা অবধারণ করুন।"

৯. 'তাই হোক আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণ অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানের নিকট গেলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভগবান আমাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।"

"ভন্তে, তখন ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আমাদের এরূপ চিন্তা জাগল যে 'বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ,

অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?'

অতঃপর ভন্তে, আমাদের এরূপ চিন্তা হলো—'আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান আনন্দই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান আনন্দ যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

তার পর ভন্তে, আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট যাই এবং এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ভন্তে, তখন আয়ুষ্মান আনন্দ আমাদের এই এই প্রকারে এবং এই এই পদব্যঞ্জনে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন।"

১০. "সাধু, ভিক্ষুগণ, সাধু। ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, সে মহাপ্রাজ্ঞ। ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করলে আমিও সেরূপই প্রত্যুত্তর দিতাম যেরূপে আনন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ বিষয়ের অর্থ সেরূপই, সেরূপই তা অবধারণ কর।" তৃতীয় সূত্র।

৪. অজিত সূত্র

১১৬.১. অতঃপর পরিব্রাজক অজিত ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপের পর একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর পরিব্রাজক অজিত ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "মাননীয় গৌতম, পণ্ডিত নামক আমাদের এক সব্রহ্মচারী রয়েছেন। তার নিকট চিত্তের পাঁচশত বিষয় চিন্তিত, যেই বিষয়ের দরুন অন্যতীর্থিয়রা নিন্দা করার সময় জানতে পারে যে 'আমরা নিন্দার্হ।'"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের উদ্দেশ করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত বত্থু বা পণ্ডিত কাকে বলে তা কি তোমরা জান?"

"হে ভগবান, এখন উপযুক্ত সময়, হে সুগত, এখন যথার্থ সময়। ভগবান যা বর্ণনা করবেন তা শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ অবধারণ করবেন।"

"তাহলে, ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ

করছি।”

“হ্যাঁ ভন্তে” বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৩. “এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন স্বয়ং অধর্মত মতবাদ দ্বারা আরেক অধর্মবাদ খণ্ডন করে, নিবারণ করে এবং সেই অধার্মিক পরিষদকে আনন্দিত করে। সে কারণে সেই অধার্মিক পরিষদ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করতে থাকে যে ‘সত্যিই এই মহাশয় পণ্ডিত। সত্যিই ইনি পণ্ডিত বটে।’”

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন স্বয়ং অধর্মত মতবাদ দ্বারা ধর্মত মতবাদকে খণ্ডন করে, নিবারণ করে এবং সেই অধার্মিক পরিষদকে আনন্দিত করে। সে কারণে সেই অধার্মিক পরিষদ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করতে থাকে যে ‘সত্যিই এই মহাশয় পণ্ডিত। সত্যিই ইনি পণ্ডিত বটে।’

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন স্বয়ং অধর্মত মতবাদ দ্বারা ধর্মত মতবাদ এবং অধর্মত মতবাদ উভয় খণ্ডন করে, নিবারণ করে এবং সেই অধার্মিক পরিষদকে আনন্দিত করে। সে কারণে সেই অধার্মিক পরিষদ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করতে থাকে যে ‘সত্যিই এই মহাশয় পণ্ডিত। সত্যিই ইনি পণ্ডিত বটে।’

৪. তাই ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জানা উচিত এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধেও জানা কর্তব্য। অধর্ম-ধর্ম ও অমঙ্গল-মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

২. ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম কিরূপ এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা সংকল্প হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক সংকল্প হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক বাক্য হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাকর্ম হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক কর্ম হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাকর্মের

প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা জীবিকা হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক জীবিকা হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা প্রচেষ্টা হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক প্রচেষ্টা হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা স্মৃতি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক স্মৃতি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা সমাধি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক সমাধি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাজ্ঞান হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক জ্ঞান হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা বিমুক্তি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক বিমুক্তি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা বিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

৫. এই প্রত্যয়েই তাই বলা হয়েছে : 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, আবার অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম-ধর্ম ও অমঙ্গল-মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' চতুর্থ সূত্র।

৫. সঙ্গারব সূত্র

১৭৭.১. অতঃপর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ শেষে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "হে মাননীয় গৌতম, এই তীর (সমুদ্রের তীর বা পার) কাকে বলে আর ওই তীর কাকে বলে?"

"হে ব্রাহ্মণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এই তীর, আর সম্যক দৃষ্টি হলো ওই তীর। মিথ্যা সংকল্পকে বলা হয় এই তীর আর সম্যক সংকল্পকে ওই তীর বলা হয়। মিথ্যাবাক্য হচ্ছে এই তীর আর সম্যক বা সত্য বাক্য হচ্ছে ওই তীর। এভাবে মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় এই তীর। পক্ষান্তরে, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে বলা হয় ওই তীর।

ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে এই তীর আর ওই তীর।

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী, যারা এই জগতে অপার,
তারাই হতে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেকশূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ।
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে আকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্তমাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
আত্মশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্ত ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
এই জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।" পঞ্চম সূত্র।

৬. এই তীর সূত্র

১১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই তীর ও ওই তীর সম্বন্ধে দেশনা করব। তা

শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, এই তীর কাকে বলে আর ওই তীর কাকে বলে? মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এই তীর, আর সম্যক দৃষ্টি হলো ওই তীর। মিথ্যা সংকল্পকে বলা হয় এই তীর আর সম্যক সংকল্পকে ওই তীর বলা হয়। মিথ্যাবাক্য হচ্ছে এই তীর আর সম্যক বা সত্য বাক্য হচ্ছে ওই তীর। এভাবে মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় এই তীর। পক্ষান্তরে, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে বলা হয় ওই তীর।

ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে এই তীর আর ওই তীর।

“অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী, যারা এই জগতে অপার,
তারাই হতে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেকশূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ।
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্তমাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
আত্মশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্তি ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
এই জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম যজ্ঞাগ্নি সূত্র

১১৯.১. সেই সময়ে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ কোনো এক উপোসথ দিবসে মস্তক ধুয়ে নতুন ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে কুশতৃণ হাতে নিয়ে ভগবানের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভগবান ধৌত মস্তক ও নতুন ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে হাতে কুশতৃণ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

তা দেখে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে এরূপ বললেন :

২. "হে ব্রাহ্মণ, উপোসথ দিনে মস্তক ধুয়ে নতুন বস্ত্র পড়ে আছেন। হাতে কুশ তৃণ নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপার কী? ব্রাহ্মণকুলে আজ কি বিশেষ দিন নাকি?"

"মাননীয় গৌতম, আজ ব্রাহ্মণকুলে পচ্চোরোহণী বা যজ্ঞাগ্নি অনুষ্ঠান।"

"ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি অনুষ্ঠান কেমন?"

"মাননীয় গৌতম, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা উপোসথ দিনে মস্তক ধুয়ে নতুন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করেন। এদিন ভেজা গোবর দিয়ে ঘর লেপন করে সবুজ কুশতৃণ ছড়িয়ে দেয় এবং গৃহসীমানা ও অগ্নিশালার মধ্যবর্তী স্থানে শয্যা রচনা করেন। অতঃপর সেই রাত্রিতে তিনবার উঠে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে অগ্নি পূজা করেন—'আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি, আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি।' এরূপ বলে বহু ঘি, তেল, মাখন অগ্নিতে আহুতি দেন। রাত্রির অবসানে তারা প্রণীত খাদ্য-ভোজ্য দানে ব্রাহ্মণদের পরিতৃপ্ত করেন। মাননীয় গৌতম, এরূপেই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি সম্পাদিত হয়"

৩. "ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি এক রকম আর আর্যবিনয়ে বা নিয়মে যজ্ঞাগ্নি আরেক রকম।"

"মাননীয় গৌতম, আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি কিরূপ? মাননীয় গৌতম, সত্যিই তা উত্তম হয় যদি আমাকে আর্যনিয়মে যজ্ঞাগ্নি সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করেন।" "তাহলে ব্রাহ্মণ শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন। আমি ভাষণ করছি।" "হ্যাঁ মাননীয়" বলে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৪. "হে ব্রাহ্মণ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে 'মিথ্যাদৃষ্টির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা সংকল্পের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা সংকল্প ত্যাগ করে এবং মিথ্যা সংকল্প হতে নেমে আসে।

পুনরায়, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যাবাক্যের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে

হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে এবং মিথ্যাবাক্য হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যাকর্মের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাকর্ম ত্যাগ করে এবং মিথ্যাকর্ম হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা জীবিকার দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা জীবিকা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা জীবিকা হতে নেমে আসে।

পুনঃ এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা প্রচেষ্টার দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা প্রচেষ্টা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা স্মৃতির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা স্মৃতি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা স্মৃতি হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা সমাধির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা সমাধি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা সমাধি হতে নেমে আসে।

পুনঃ এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যাজ্ঞানের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাজ্ঞান ত্যাগ করে এবং মিথ্যাজ্ঞান হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা বিমুক্তির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা বিমুক্তি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা বিমুক্তি হতে নেমে আসে।

ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি।"

৫. "মাননীয় গৌতম, সত্যিই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান এক আর আর্যবিনয়ে

যজ্ঞানুষ্ঠান আরেক। মাননীয় গৌতম, এই আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের তুলনায় ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান ষোল ভাগের একভাগও পুরোয় না।"

অদ্ভূত মাননীয় গৌতম, সত্যিই চমৎকার, যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথপ্রদর্শন কিংবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করলে যেমন চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পায়, ঠিক তদ্রুপ, মাননীয় গৌতম কর্তৃক বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত হলো। আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। মাননীয় গৌতম, আজ হতে আমায় শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় যজ্ঞাগ্নি সূত্র

১২০.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য পচ্চরোহনী বা যজ্ঞাগ্নি সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।" 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি কিরূপ?

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে 'মিথ্যাদৃষ্টির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা সংকল্পের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা সংকল্প ত্যাগ করে এবং মিথ্যা সংকল্প হতে নেমে আসে।

পুনরায়, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যাবাক্যের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে এবং মিথ্যাবাক্য হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যাকর্মের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাকর্ম ত্যাগ করে এবং মিথ্যাকর্ম হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা জীবিকার দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক

পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা জীবিকা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা জীবিকা হতে নেমে আসে।

পুনঃ এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যো প্রচেষ্টার দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা প্রচেষ্টা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা স্মৃতির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা স্মৃতি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা স্মৃতি হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা সমাধির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা সমাধি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা সমাধি হতে নেমে আসে।

পুনঃ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যাজ্ঞানের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাজ্ঞান ত্যাগ করে এবং মিথ্যাজ্ঞান হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা বিমুক্তির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা বিমুক্তি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা বিমুক্তি হতে নেমে আসে।

ভিক্ষুগণ, একেই আর্য পচ্চরোহনী বা আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান বলা হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. পূর্বগামী সূত্র

১২১.১. "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা[১] হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, কুশলধর্মসমূহের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে 'সম্যক দৃষ্টি'। সম্যক দৃষ্টিরসম্পন্নের সংকল্প সম্যক হয়, সম্যক সংকল্পবান সম্যক বা সত্য বাক্য ভাষণ করে যাকে, সম্যক বাক্যভাষীর কর্ম সম্যক হয় এবং সম্যক কর্মীর জীবিকা নির্বাহও সম্যক হয়। সম্যকভাবে

---

[১]। উপমাটি সংযুক্তনিকায়, ৫ম খণ্ড, ৮৬নং পৃ. ১৯৩ নং সূত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জীবিকা নির্বাহকারীর প্রচেষ্টা সম্যক হয়, সম্যক প্রচেষ্টাকারীর স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সম্যক স্মৃতির সম্যক সমাধি লাভ হয়, সম্যক সমাধিলাভীর সম্যক বা যথাযথ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সম্যক জ্ঞানীর সম্যক বিমুক্তি অর্জিত হয়।" নবম সূত্র।

১০. আসবক্ষয় সূত্র

১২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" দশম সূত্র।

যজ্ঞাগ্নি বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

তিন অধর্ম, অজিত আর সঙ্গারব সূত্র,
এ তীর ও দুই যজ্ঞাগ্নি সূত্র হলো উক্ত;
পূর্বগামী সূত্র আর সূত্র আসবক্ষয়,
দশসূত্র যোগে বর্গ গ্রথিত হয়॥

(১৩) ৩. পরিশুদ্ধ বর্গ

১. প্রথম সূত্র

১২৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম পরিশুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্মল যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র হয় না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম পরিশুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্মল যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র হয় না।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় সূত্র

১২৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে তা উৎপন্ন হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই দশ প্রকার কী কী?

যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে তা উৎপন্ন হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. তৃতীয় সূত্র

১২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম মহাফলদায়ী ও মহা আনিশংসকর, যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম মহাফলদায়ী ও মহা আনিশংসকর, যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" তৃতীয় সূত্র।

৪. চতুর্থ সূত্র

১২৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম রাগ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয়ে পরিসমাপ্ত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম রাগ, দ্বেষ ও মোহক্ষয়ে পরিসমাপ্ত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. পঞ্চম সূত্র

১২৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম একান্তই নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম একান্তই নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. ষষ্ঠ সূত্র

১২৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ প্রকার

কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সপ্তম সূত্র

১২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মহাফলদায়ী ও মহা আনিশংসকর হয়, কিন্তু তা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মহাফলদায়ী ও মহা আনিশংসকর হয়, কিন্তু তা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. অষ্টম সূত্র

১৩০.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে রাগ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয় হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে রাগ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয় হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. নবম সূত্র

১৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা একান্ত নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা একান্ত নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব।" নবম সূত্র।

১০. দশম সূত্র

১৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার মিথ্যা বিষয় রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে মিথ্যা বিষয়।" দশম সূত্র।

১১. একাদশতম সূত্র

১৩৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার সম্যক বিষয় রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে সম্যক বিষয়।" একাদশতম সূত্র।

পরিশুদ্ধ বর্গ সমাপ্ত।

(১৪) ৪. সাধুবর্গ

১. সাধু সূত্র

১৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, সাধু ও অসাধু সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অসাধু কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অসাধু। ভিক্ষুগণ, সাধু কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সাধু বলে।" প্রথম সূত্র।

২. আর্যধর্ম সূত্র

১৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্যধর্ম ও অনার্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অনার্যধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অনার্যধর্ম। ভিক্ষুগণ, আর্যধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে আর্যধর্ম বলে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. অকুশল সূত্র

১৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, কুশল ও অকুশল সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অকুশল কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অকুশল। ভিক্ষুগণ, কুশল কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে কুশল বলে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. অর্থ সূত্র

১৩৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, অর্থ ও অনর্থ সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অনর্থ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অনর্থ। ভিক্ষুগণ, অর্থ বা মঙ্গল কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অর্থ বলে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. ধর্ম সূত্র

১৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অধর্ম। ভিক্ষুগণ, ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে ধর্ম বলে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. আসব সূত্র

১৩৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, আসব ও অনাসব সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, আসব কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় আসব। ভিক্ষুগণ, অনাসব কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অনাসব বলে।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. নিন্দনীয় সূত্র

১৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, নিন্দনীয় ও অনিন্দনীয় সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, নিন্দনীয় কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় নিন্দনীয়। ভিক্ষুগণ, অনিন্দনীয় কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অনিন্দনীয় বলে।" সপ্তম সূত্র।

৮. অনুতাপ যোগ্য সূত্র

১৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, অনুতাপ যোগ্য ও অনুতাপের অযোগ্য বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অনুতাপ যোগ্য কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অনুতাপ যোগ্য। ভিক্ষুগণ, অনুতাপের অযোগ্য কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অনুতাপের অযোগ্য বলে।" অষ্টম সূত্র।

৯. পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী সূত্র

১৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী ধর্ম এবং পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী ধর্ম। ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী ধর্ম বলে।" নবম সূত্র।

১০. দুঃখের হেতুপ্রদ সূত্র

১৪৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম এবং সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম বলে।" দশম সূত্র।

১১. দুঃখ-বিপাক সূত্র

১৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-বিপাক এবং সুখ-বিপাক সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, দুঃখ-বিপাক ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় দুঃখ-বিপাক ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সুখ-বিপাক ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সুখ-বিপাক ধর্ম বলে।" একাদশতম সূত্র।

সাধু বর্গ সমাপ্ত।

(১৫) ৫. আর্য বর্গ

১. আর্যমার্গ সূত্র

১৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্যমার্গ ও অনার্যমার্গ সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অনার্যমার্গ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অনার্যমার্গ। ভিক্ষুগণ, আর্যমার্গ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে আর্যমার্গ বলে।" প্রথম সূত্র।

২. কৃষ্ণমার্গ সূত্র

১৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণমার্গ ও শুক্লমার্গ সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণমার্গ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় কৃষ্ণমার্গ। ভিক্ষুগণ, শুক্লমার্গ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে শুক্লমার্গ বলে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সদ্ধর্ম সূত্র

১৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম ও অসদ্ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অসদ্ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সদ্ধর্ম বলে।" তৃতীয় সূত্র।

৪. সৎপুরুষ ধর্ম সূত্র

১৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ধর্ম ও অসৎপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে

তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অসৎপুরুষ ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সৎপুরুষ ধর্ম বলে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. উৎপন্ন করা উচিত সূত্র

১৪৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, উৎপন্ন করা উচিত এমন ধর্ম এবং উৎপন্ন করা অনুচিত এমন ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, উৎপন্ন করা অনুচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় উৎপন্নের অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, উৎপন্ন করা উচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে উৎপন্নযোগ্য ধর্ম বলে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. সম্পাদনযোগ্য সূত্র

১৫০.১. "হে ভিক্ষুগণ, সম্পাদন যোগ্য ধর্ম এবং সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি,

মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সম্পাদন যোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সম্পাদন যোগ্য ধর্ম বলে।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. ভাবিত করা উচিত সূত্র

১৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত করা উচিত এমন ধর্ম এবং ভাবিত করার অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, ভাবিত করার অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় ভাবিত করার অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, ভাবিত করা উচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে ভাবিতব্য ধর্ম বলে।" সপ্তম সূত্র।

৮. বহুলীকৃতব্য সূত্র

১৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃত করা উচিত এমন ধর্ম এবং বহুলীকৃত করার অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃত করার অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় বহুলীকৃত করার অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃত করা উচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান

এবং সম্যক বিমুক্তিকে বহুলীকৃত করার যোগ্য ধর্ম বলে।” অষ্টম সূত্র।

৯. অনুস্মরণযোগ্য সূত্র

১৫৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণযোগ্য ধর্ম এবং অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. “ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অনুস্মরণযোগ্য ধর্ম বলে।” নবম সূত্র।

১০. লাভ করা উচিত সূত্র

১৫৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, লাভ করা উচিত এমন ধর্ম এবং লাভ করা অনুচিত এমন ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. “ভিক্ষুগণ এবং লাভ করা অনুচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিকে বলা হয় লাভ করার অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, লাভ করা উচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে লাভের যোগ্য ধর্ম বলে।” দশম সূত্র।

আর্য বর্গ সমাপ্ত।

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬) ১. পুদ্গল বর্গ

১. সেবার যোগ্য সূত্র

১৫৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সেবার যোগ্য নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সেবার অযোগ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার যোগ্য, সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : যে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার যোগ্য।" প্রথম সূত্র।

২-১২. ভজনার যোগ্য প্রভৃতি সূত্রাদি

১৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি ভজনার যোগ্য নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি ভজনার অযোগ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার যোগ্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার যোগ্য।" দ্বিতীয় সূত্র।

১৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা

সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের অযোগ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য।" তৃতীয় সূত্র।

১৫৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পূজনীয় নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পূজনীয় নয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি পূজনীয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি পূজনীয়।" চতুর্থ সূত্র।

১৫৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশংসার্হ নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশংসার্হ নয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রশংসার্হ। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রশংসার্হ।" পঞ্চম

সূত্র।

১৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গৌরবের অযোগ্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গৌরবের অযোগ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি গৌরবের যোগ্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি গৌরবের যোগ্য।" ষষ্ঠ সূত্র।

১৬১.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অবাধ্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অবাধ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবাধ্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবাধ্য।" সপ্তম সূত্র।

১৬২.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো ক্ষেত্রে সফল হয় না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো ক্ষেত্রে সফল হয় না।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সর্বত্রই সফল হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক

প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সর্বত্রই সফল হয়।" অষ্টম সূত্র।

১৬৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যক ভাষী, সম্যক কর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ হয়।" নবম সূত্র।

১৬৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে পারে না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে পারে না।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।" দশম সূত্র।

১৬৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ

প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না।

২. দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়।" একাদশ সূত্র।

১৬৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যা বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয় না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যক কর্মী, সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যক জ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয় না।" দ্বাদশ সূত্র।

পুদ্গল বর্গ সমাপ্ত।

(১৭) ২. জানুশ্রোণি বর্গ

১. ব্রাহ্মণ যজ্ঞাগ্নি সূত্র

১৬৭.১. সেই সময়ে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ কোনো এক উপোসথ দিবসে মস্তক ধুয়ে নতুন ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে কুশতৃণ হাতে নিয়ে ভগবানের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভগবান ধৌত-মস্তক ও নতুন ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে হাতে কুশতৃণ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তা দেখে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে এরূপ বললেন :

২. "হে ব্রাহ্মণ, উপোসথ দিনে মস্তক ধুয়ে নতুন বস্ত্র পড়ে আছেন। হাতে কুশ তৃণ নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপার কী? ব্রাহ্মণকুলে আজ কি বিশেষ দিন নাকি?"

"মাননীয় গৌতম, আজ ব্রাহ্মণকুলে পচ্চোরোহণী বা যজ্ঞাগ্নি অনুষ্ঠান।"

"ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি অনুষ্ঠান কেমন"

"মাননীয় গৌতম, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা উপোসথ দিনে মস্তক ধুয়ে, নতুন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করেন। এদিন ভেজা গোবর দিয়ে ঘর লেপন করে সবুজ কুশতৃণ ছড়িয়ে দেয় এবং গৃহসীমানা ও অগ্নিশালার মধ্যেবর্তী স্থানে শয্যা রচনা করেন। অতঃপর সেই রাত্রিতে তিনবার উঠে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে অগ্নি পূজা করেন—'আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি, আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি।' এরূপ বলে বহু ঘি, তেল, মাখন অগ্নিতে আহুতি দেন। রাত্রির অবসানে তারা প্রণীত খাদ্য-ভোজ্য দানে ব্রাহ্মণদের পরিতৃপ্ত করেন। মাননীয় গৌতম, এরূপেই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি সম্পাদিত হয়?"

৩. "ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি এক রকম আর আর্য-বিনয়ে বা নিয়মে যজ্ঞাগ্নি আরেক রকম।"

"মাননীয় গৌতম, আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি কিরূপ? মাননীয় গৌতম, সত্যিই তা উত্তম হয় যদি আমাকে আর্যনিয়মে যজ্ঞাগ্নি সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করেন।" "তাহলে ব্রাহ্মণ শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন। আমি ভাষণ করছি।" "হ্যাঁ মাননীয়" বলে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৪. "হে ব্রাহ্মণ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'প্রাণিহত্যার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে এবং প্রাণিহত্যা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'অদত্তদ্রব্য চুরির ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে অদত্তদ্রব্য চুরি করা ত্যাগ করে এবং অদত্তদ্রব্য চুরি হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা কামাচারের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যা কামাচার করা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা কামাচার হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যা বলা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'পিশুন বা কুৎসাত্মক ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ

চিন্তা করে সে কুৎসাত্মক বাক্য বলা ত্যাগ করে এবং তেমন বাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'কর্কশ বাক্য ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে কর্কশ বাক্য বলা ত্যাগ করে এবং কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'সম্প্রলাপ বা বৃথা কথা বলার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে বৃথাবাক্য বলা ত্যাগ করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'অভিধ্যার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে অভিধ্যা বা লোভ করা ত্যাগ করে এবং তেমন অভিধ্যা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'ব্যাপাদের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে ব্যাপাদ বা হিংসা করা ত্যাগ করে এবং তেমন ব্যাপাদ হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যাদৃষ্টির ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করা ত্যাগ করে এবং তেমন ভ্রান্ত দৃষ্টি হতে নেমে আসে। ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি।

৫. "মাননীয় গৌতম, সত্যিই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান এক আর আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান আরেক রকম। মাননীয় গৌতম, এই আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের তুলনায় ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান ষোল ভাগের একভাগও পুরোয় না।"

অদ্ভূত মাননীয় গৌতম, সত্যিই চমৎকার, যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথপ্রদর্শন কিংবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করলে যেমন চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পায়, ঠিক তদ্রুপ, মাননীয় গৌতম কর্তৃক বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত হলো। আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। মাননীয় গৌতম, আজ হতে আমায় শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" প্রথম সূত্র।

২. আর্য যজ্ঞাগ্নি সূত্র

১৬৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য পচ্চরোহনী বা যজ্ঞাগ্নি সম্বন্ধে ধর্মদেশনা

করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।" 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, আর্য যজ্ঞানুষ্ঠান কিরূপ?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'প্রাণিহত্যার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে এবং প্রাণিহত্যা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'অদত্তদ্রব্য চুরির ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে অদত্তদ্রব্য চুরি করা ত্যাগ করে এবং অদত্তদ্রব্য চুরি হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা কামাচারের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যা কামাচার করা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা কামাচার হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যা ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যা বলা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'পিশুন বা কুৎসাত্মক ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে কুৎসাত্মক বাক্য বলা ত্যাগ করে এবং তেমন বাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'কর্কশ বাক্য ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে কর্কশ বাক্য বলা ত্যাগ করে এবং কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'সম্প্রলাপ বা বৃথা কথা বলার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে বৃথাবাক্য বলা ত্যাগ করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'অভিধ্যার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে অভিধ্যা বা লোভ করা ত্যাগ করে এবং তেমন অভিধ্যা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'ব্যাপাদের

ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে ব্যাপাদ বা হিংসা করা ত্যাগ করে এবং তেমন ব্যাপাদ হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে—'মিথ্যাদৃষ্টির ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করা ত্যাগ করে এবং তেমন ভ্রান্ত দৃষ্টি হতে নেমে আসে।

ভিক্ষুগণ, একেই আর্য যজ্ঞানুষ্ঠান বলা হয়। দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সঙ্গারব সূত্র

১৬৯.১. অতঃপর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ শেষে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "হে মাননীয় গৌতম, এই তীর (সমুদ্রের তীর বা পার) কাকে বলে আর ওই তীর কাকে বলে?"

"হে ব্রাহ্মণ, প্রাণিহত্যা হচ্ছে এই তীর, আর প্রাণিহত্যা হতে বিরতি হচ্ছে ওই তীর। অদত্তগ্রহণ বা চুরি করাকে বলা হয় এই তীর আর চুরি বিরতিকে ওই তীর বলা হয়। মিথ্যা কামাচার হচ্ছে এই তীর আর মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি হলো ওই তীর। এভাবে মিথ্যাভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, বৃথা বাক্য ব্যয় ও অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এই তীর আর মিথ্যা ভাষণ হতে বিরতি, পিশুন, কর্কশ, বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরতি এবং অনভিধ্যা অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে ওই তীর।

ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে এই তীর আর ওই তীর।

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী, যারা এই জগতে অপার,
তারাই হতে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেকশূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ।
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছাক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্তমাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
আত্মশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।

সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্ত ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
এই জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।" তৃতীয় সূত্র।

৪. এই তীর সূত্র

১৭০.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই তীর ও ওই তীর সম্বন্ধে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "ভিক্ষুগণ, এই তীর কাকে বলে আর ওই তীর কাকে বলে? প্রাণিহত্যা হচ্ছে এই তীর, আর প্রাণিহত্যা হতে বিরতি হচ্ছে ওই তীর। অদত্তগ্রহণ বা চুরি করাকে বলা হয় এই তীর আর চুরি বিরতিকে ওই তীর বলা হয়। মিথ্যা কামাচার হচ্ছে এই তীর আর মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি হলো ওই তীর। এভাবে মিথ্যাভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, বৃথা বাক্য ব্যয় ও অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এই তীর আর মিথ্যা ভাষণ হতে বিরতি, পিশুন, কর্কশ, বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরতি এবং অনভিধ্যা অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে ওই তীর।

ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে এই তীর আর ওই তীর।

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী, যারা এই জগতে অপার,
তারাই হতে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেকশূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ।
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছাক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্তমাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
আত্মশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্ত ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
এই জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।" চতুর্থ সূত্র।

৫. প্রথম অধর্ম সূত্র

১৭১.১. "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল (অনর্থ) কী তা জ্ঞাতব্য। আবার ধর্ম ও মঙ্গল কী তাও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

২. ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অনর্থ কাকে বলে? প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার বা মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, বৃথালাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অধর্ম ও অনর্থ।

৩. ভিক্ষুগণ, ধর্ম ও অর্থ কাকে বলে? প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্তগ্রহণ হতে বা চুরি করা হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি, পিশুন ভাষণ হতে বিরতি, কর্কশ ও বৃথা বাক্য বলা হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টি পোষণকে বলা হয় ধর্ম ও অর্থ বা মঙ্গল।

এই প্রত্যয়েই বলা হয়েছে যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল কী তাও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় অধর্ম সূত্র

১৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

ভগবান এরূপ বলে আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করলেন। অতঃপর ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে সমবেত ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা জাগল—"বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?"

২. অতঃপর সেই ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা হলো—'আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট গিয়ে

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

৩. অতঃপর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ শেষে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে এরূপ বললেন :

৪. "হে আবুসো মহাকাত্যায়ন, আজ ভগবান বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করছেন—'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।'

আবুসো মহাকাত্যায়ন, তখন ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আমাদের এরূপ চিন্তা জাগল যে 'বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?' অতঃপর আবুসো মহাকাত্যায়ন, আমাদের এরূপ চিন্তা হলো—'আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষণের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, আপনি উক্ত বিষয়ের অর্থ আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।"

৫. "আবুসোগণ, বৃক্ষসার সংগ্রাহক ও বৃক্ষসার অন্বেষণকারী কোনো পুরুষ যেমন বৃক্ষসার অন্বেষণ করতে গিয়ে সারবান, স্থিত মহাবৃক্ষকে বাদ দিয়ে, মূল বাদ দিয়ে শাখা-পত্ররাশিতে সার অন্বেষণ করা উচিত বলে মনে করে; ঠিক তদ্রুপ শাস্তার সম্মুখাৎ উপস্থিত থেকেও আয়ুষ্মানগণ সেই ভগবানকে জিজ্ঞাসা না করে আমার নিকট এ বিষয়ের অর্থ জ্ঞাতব্য বলে মনে

করছেন। আবুসোগণ, সেই ভগবান যথাযথই জানেন এবং দর্শন করেন। সবই তার চক্ষুর গোচরীভূত ও জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি ধার্মিক, ব্রহ্মস্বরূপ, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ মীমাংসক, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। আপনাদের নিশ্চয়ই ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করার সুযোগ ছিল। ভগবান যেরূপ প্রকাশ করবেন সেরূপই আপনাদের ধারণ করা উচিত।”

৬. “নিশ্চয় আবুসো মহাকাত্যায়ন, সেই ভগবান যথাযথই জানেন ও দর্শন করেন। সবই তার চক্ষুর গোচরীভূত ও জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি ধার্মিক, ব্রহ্মস্বরূপ, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ মীমাংসক, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। এবং ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ আমাদের ছিল। ভগবান আমাদের যেরূপ প্রকাশ করতেন সেরূপেই আমরা অবধারণ করতে পারতাম। অধিকন্তু মহাকাত্যায়ন, অনুগ্রহপূর্বক তা ব্যাখ্যা করুন।”

৭. “তবে আবুসোগণ, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন, আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ আবুসো’ বলে ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন এরূপ বলতে লাগলেন :

“আবুসোগণ, এই যে ভগবান আপনাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে ‘ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।’ সেই অধর্ম ও ধর্ম কিরূপ এবং অনর্থ ও অর্থও বা কিরূপ?

আবুসোগণ, প্রাণিহত্যা হচ্ছে অধর্ম, আর প্রাণিহত্যা হতে বিরতি হলো ধর্ম। প্রাণিহত্যার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, অপরের দ্রব্য গ্রহণ বা চুরি করা হচ্ছে অধর্ম, আর চুরি বিরতি হলো ধর্ম। চুরি করার দরুন যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং চুরি ছেড়ে দেয়ার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা কামাচার হচ্ছে অধর্ম, আর মিথ্যা কামাচার হতে

বিরতি হলো ধর্ম। মিথ্যা কামাচারের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর মিথ্যাবাক্য হতে বিরতি হলো ধর্ম। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং মিথ্যাবাক্যের বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, পিশুন বা ভেদবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর ভেদবাক্যের বিরতি হলো ধর্ম। ভেদবাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং ভেদবাক্যের বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, কর্কশ বাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর কর্কশ বাক্য হতে বিরতি হলো ধর্ম। কর্কশ বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং কর্কশ বাক্য বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, বৃথাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর বৃথাবাক্য হতে বিরতি হলো ধর্ম। বৃথাবাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং বৃথাবাক্য হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, অভিধ্যা হচ্ছে অধর্ম, আর অনভিধ্যা হলো ধর্ম। অভিধ্যার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং অনভিধ্যার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, ব্যাপাদ হচ্ছে অধর্ম, আর অব্যাপাদ হলো ধর্ম। ব্যাপাদের কারণে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং অব্যাপাদের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক দৃষ্টি হলো ধর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

৮. আবুসোগণ, এই যে ভগবান আপনাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম

জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত অর্থ আমি এরূপই মনে করি। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তবে পুনঃ ভগবানের নিকট গিয়ে এই বিস্তৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ভগবান আপনাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন, সেরূপই আপনারা অবধারণ করুন।"

৯. 'তাই হোক আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের ভাষণ অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানের নিকট গেলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভগবান আমাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।"

"ভন্তে, তখন ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আমাদের এরূপ চিন্তা জাগল যে 'বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?'

অতঃপর ভন্তে, আমাদের এরূপ চিন্তা হলো—'আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

তার পর ভন্তে, আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট যাই এবং এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ভন্তে, তখন আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন আমাদের এই এই প্রকারে এবং এই এই পদব্যঞ্জনে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন।"

১০. “সাধু, ভিক্ষুগণ, সাধু। ভিক্ষুগণ, মহাকাত্যায়ন পণ্ডিত, সে মহাপ্রাজ্ঞ। ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করলে আমিও সেরূপই প্রত্যুত্তর দিতাম যেরূপে মহাকাত্যায়ন কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ বিষয়ের অর্থ সেরূপই, সেরূপই তা অবধারণ কর।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. তৃতীয় অধর্ম সূত্র

১৭৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।

২. সেই অধর্ম ও ধর্ম কিরূপ এবং অনর্থ ও অর্থও বা কিরূপ?

ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যা হচ্ছে অধর্ম, আর প্রাণিহত্যা হতে বিরতি হলো ধর্ম। প্রাণিহত্যার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, অপরের দ্রব্য গ্রহণ বা চুরি করা হচ্ছে অধর্ম, আর চুরি বিরতি হলো ধর্ম। চুরি করার দরুন যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং চুরি ছেড়ে দেয়ার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা কামাচার হচ্ছে অধর্ম, আর মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি হলো ধর্ম। মিথ্যা কামাচারের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর মিথ্যাবাক্য হতে বিরতি হলো ধর্ম। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং মিথ্যাবাক্যের বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, পিশুন বা ভেদবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর ভেদবাক্যের বিরতি হলো ধর্ম। ভেদবাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং ভেদবাক্যের বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, কর্কশ বাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর কর্কশ বাক্য হতে বিরতি হলো ধর্ম। কর্কশ বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই

হচ্ছে অমঙ্গল এবং কর্কশ বাক্য বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, বৃথাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর বৃথাবাক্য হতে বিরতি হলো ধর্ম। বৃথাবাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং বৃথাবাক্য হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, অভিধ্যা হচ্ছে অধর্ম, আর অনভিধ্যা হলো ধর্ম। অভিধ্যার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং অনভিধ্যার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, ব্যাপাদ হচ্ছে অধর্ম, আর অব্যাপাদ হলো ধর্ম। ব্যাপাদের কারণে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং অব্যাপাদের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক দৃষ্টি হলো ধর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

৩. তাই ভিক্ষুগণ, এ কারণেই বলা হয়েছে : 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।" সপ্তম সূত্র।

৮. কর্ম নিদান সূত্র

১৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যাকে আমি তিন প্রকার বলছি; যথা : লোভহেতুজ, দ্বেষহেতুজ এবং মোহহেতুজ। এভাবে অদত্তগ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, পিশুনবাক্য বলা, কর্কশবাক্য ভাষণ, বৃথালাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি এসমস্তও তিন প্রকার; যথা : লোভ, দ্বেষ ও মোহহেতুজ। ভিক্ষুগণ, এই লোভ, দ্বেষ ও মোহ কার্যকারণসম্ভূত। লোভ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয় হলে কার্যকারণ শৃঙ্খলও ধ্বংস হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. সুগম সূত্র

১৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মের সর্বত্রই সুগমন বা সহজে যাওয়া যায়, ইহা অগম্য নয়। কিরূপে ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম সুগমন হয় অগম্য নয়?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যাকারীর প্রাণিহত্যা হতে বিরতি হচ্ছে সুগমন। অদত্তগ্রহণকারী বা চোরের চৌর্যবৃত্তি ত্যাগই হচ্ছে সুগমন, মিথ্যা

কামাচারী বা ব্যভিচারীর সেরূপ ব্যভিচার হতে বিরতি হচ্ছে সুগমন, মিথ্যাভাষীর মিথ্যাকথা ত্যাগ করাই হচ্ছে সুগমন, পিশুনভাষী, কর্কশভাষী ও বৃথালাপকারীর সেরূপ বাক্য না বলাই হচ্ছে সুগমন। অভিধ্যালু জনের অনভিধ্যা হচ্ছে সুগমন। বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির সেরূপ বিদ্বেষ পরিত্যাগ হচ্ছে সুগমন এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন জনের নিকট সম্যক দৃষ্টিই হচ্ছে সুগমন। এরূপেই ভিক্ষুগণ, এই ধর্মের সর্বত্রই সুগমন বা সহজে যাওয়া যায়, ইহা অগম্য নয়।" নবম সূত্র।

১০. চুন্দ সূত্র

১৭৬.১. একসময় ভগবান পাবার কামারপুত্র চুন্দের আম্রকাননে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর কামারপুত্র চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট কামারপুত্র চুন্দকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে চুন্দ, তুমি কিরূপ শুদ্ধতায় সন্তুষ্ট হও?"

"ভন্তে, কমন্ডলুধারী (জলপাত্রধারী), মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ আছেন যারা শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রচার করেন। আমি তাদের প্রচারিত শুদ্ধতায় সন্তুষ্ট হই।"

"চুন্দ, সেই কমন্ডলুধারী (জলপাত্রধারী), মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ কিরূপ শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রচার করেন?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে কমন্ডলুধারী, মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ তাদের শিষ্যদের এরূপ শিক্ষা দেন; যথা : 'ওহে, আসো তোমরা, প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে মাটি স্পর্শ কর, মাটি স্পর্শ না করলে সদ্য গোবর স্পর্শ কর, সদ্য গোবর স্পর্শ না করলে সবুজ তৃণ স্পর্শ কর, সবুজ তৃন স্পর্শ না করলে অগ্নি পরিচর্যা কর, অগ্নি পরিচর্যা না করলে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্য প্রণাম কর, সূর্য প্রণাম না করলে সন্ধ্যায় তৃতীয় বার জলে অবতরণ কর।'

ভন্তে, এরূপেই কমন্ডলুধারী, শৈবালের মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রচার করেন। আমি তাদের প্রচারিত শুদ্ধতায় সন্তুষ্ট হই।"

৩. "চুন্দ, কমন্ডলুধারী, শৈবালের মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ একরকম শুদ্ধতা প্রচার করেন আর

আর্যবিনয়ে শুদ্ধতা অন্য রকম।”

“ভন্তে, আর্যবিনয়ে শুদ্ধতা কিরূপ? ভন্তে, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আর্যবিনয়ের শুদ্ধতা সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করেন।”

“তাহলে চুন্দ, শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি সে সম্বন্ধে বলব।”

“তাই হোক” বলে কামারপুত্র চুন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৪. “চুন্দ, কায়িক ত্রিবিধ অবিশুদ্ধিতা রয়েছে। আরও আছে চার প্রকার বাচনিক অবিশুদ্ধিতা এবং তিন প্রকার মানসিক অবিশুদ্ধিতা।

চুন্দ, কায়িক ত্রিবিধ অবিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে চুন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতারক্ষিতা বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা[১] এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এরূপেই চুন্দ, কায়িক অবিশুদ্ধিতা তিন প্রকার।

৫. চুন্দ, চার প্রকার বাচনিক অবিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে চুন্দ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে ‘আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।’ তবে সে অজানা বিষয়কে ‘জানি’ এবং জ্ঞাত বিষয়কে ‘জানি না’ বলে এমনকি অদেখা বিষয় ‘দেখেছি’ এবং দৃষ্ট ঘটনা ‘আমি দেখিনি’ বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ

---

[১]। **সপরিদণ্ডা**—একজাতীয় স্ত্রীলোক যাদের সাথে জৈবিক সম্পর্কের দরুন পুরুষদের দণ্ড বা শাস্তি পেতে হয়।

সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে। চুন্দ, এরূপে চার প্রকার বাচনিক অবিশুদ্ধিতা রয়েছে।

৬. চুন্দ, তিন প্রকার মানসিক অবিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে চুন্দ, কোনো কোনো জন অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক।'

পুনঃ, কোনো কোনো জন মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিকসত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' চুন্দ, এরূপে তিন প্রকার মানসিক অবিশুদ্ধিতা রয়েছে।

৭. চুন্দ, এই দশ প্রকার হচ্ছে অকুশল-কর্মপথ বা অকুশল সম্পাদনের পন্থা। চুন্দ, এই দশ প্রকার অকুশল-কর্মপথে সমন্নাগত কোনো ব্যক্তি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে যদি মাটি স্পর্শ করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি মাটি স্পর্শ না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সদ্য গোবর স্পর্শ করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি গোবর স্পর্শ না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সবুজ তৃণ স্পর্শ করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি তৃণ স্পর্শ না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে অগ্নি পরিচর্যা করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি অগ্নি পরিচর্যা না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্যকে প্রণাম করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্যকে প্রণাম না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সন্ধ্যায় তৃতীয়বার জলে অবতরণ করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি সন্ধ্যায় তৃতীয়বার জলে অবতরণ না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে। তার কারণ কী? কেননা চুন্দ, এই দশ অকুশল-কর্মপথ অবিশুদ্ধ এবং তা অবিশুদ্ধিতার কারণও বটে।

চুন্দ, এই দশ প্রকার অকুশল-কর্মপথ আচরণের দরুন নরক, তীর্যক, প্রেতসহ অন্য যেকোনোরূপ দুর্গতিই তার নিকট প্রকাশিত হয়।

৮. চুন্দ, কায়িক ত্রিবিধ বিশুদ্ধিতা রয়েছে, আরও আছে চার প্রকার বাচনিক বিশুদ্ধিতা এবং তিন প্রকার মানসিক বিশুদ্ধিতা।

চুন্দ, কায়িক ত্রিবিধ বিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে চুন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, দণ্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্তদ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতারক্ষিতা, পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। এরূপেই চুন্দ, কায়িক বিশুদ্ধিতা তিন প্রকার।

৯. চুন্দ, চার প্রকার বাচনিক বিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে চুন্দ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে

বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে। চুন্দ, এরূপে চার প্রকার বাচনিক বিশুদ্ধিতা রয়েছে।

১০. চুন্দ, তিন প্রকার মানসিক বিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে চুন্দ, কোনো কোনো জন অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক।'

পুনঃ, কোনো কোনো জন সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক

সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' চুন্দ, এরূপে তিন প্রকার মানসিক বিশুদ্ধিতা রয়েছে।

১১. চুন্দ, এই দশ প্রকার হচ্ছে কুশল-কর্মপথ বা কুশল সম্পাদনের পন্থা। চুন্দ, এই দশ প্রকার কুশল-কর্মপথে সমন্নাগত কোনো ব্যক্তি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে যদি মাটি স্পর্শ করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি মাটি স্পর্শ না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সদ্য গোবর স্পর্শ করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি গোবর স্পর্শ না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সবুজ তৃণ স্পর্শ করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি তৃণ স্পর্শ না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে অগ্নি পরিচর্যা করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি অগ্নি পরিচর্যা না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্যকে প্রণাম করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্যকে প্রণাম না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সন্ধ্যায় তৃতীয়বার জলে অবতরণ করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি সন্ধ্যায় তৃতীয়বার জলে অবতরণ না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে। তার কারণ কী? কেননা চুন্দ, এই দশ কুশল-কর্মপথ বিশুদ্ধ এবং তা বিশুদ্ধিতার কারণও বটে।

চুন্দ, এই দশ প্রকার কুশল-কর্মপথ আচরণের দরুন দেব, মনুষ্যসহ অন্য যেকোনোরূপ সুগতিই তার নিকট প্রকাশিত হয়।"

এরূপ বলা হলে কামারপুত্র চুন্দ ভগবানকে বললেন :

১২. "অদ্ভূত মাননীয় গৌতম, সত্যিই চমৎকার, যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথপ্রদর্শন কিংবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করলে যেমন চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পায়, ঠিক তদ্রুপ, মাননীয় গৌতম কর্তৃক বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত হলো। আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। মাননীয় গৌতম, আজ হতে আমায় শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" দশম সূত্র।

১১. জানুশ্রোণি সূত্র

১৭৭.১. অতঃপর জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর

একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "মাননীয় গৌতম, আমরা এই ব্রাহ্মণেরা দান সম্পাদন করি এবং এরূপে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করে থাকি; যথা : 'আমাদের প্রয়াত রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিদের নিকট এই দানফল পৌঁছুক, আমাদের প্রয়াত রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিগণ তা পরিভোগ করুক।' মাননীয় গৌতম, সেই দান বাস্তবিকই কি প্রয়াত রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিগণের নিকট পৌঁছায়? সেই দান কি সত্যিই প্রয়াত জ্ঞাতিগণ পরিভোগ করে?"

"হে ব্রাহ্মণ, সেই দান নির্দিষ্ট স্থানেই পৌঁছায়, অস্থানে নয়।"

৩. "মাননীয় গৌতম, সেই নির্দিষ্ট স্থান কিরূপ আর অস্থানই বা কিরূপ?"

"এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যুক, ভেদবাক্যভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী হয় এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হয়। নারকী সত্ত্বগণের যেরূপ আহার তদ্দ্বারা সে সেখানে অবস্থান করে, সেরূপ আহারের মাধ্যমেই সেখানে সে স্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ, ইহা হচ্ছে অস্থান যেখানে অবস্থানকারীর নিকট সেরূপ দানফল পৌঁছায় না।

এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনুষ্যদের সাহচর্যে পুনঃজন্ম লাভ করে। মানুষদের যেরূপ আহার তদ্দ্বারা সে সেখানে অবস্থান করে, সেরূপ আহারের মাধ্যমেই সেখানে সে স্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ, ইহা হচ্ছে অস্থান যেখানে অবস্থানকারীর নিকট সেরূপ দানফল পৌঁছায় না।

এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর দেবতাদের সাহচর্যে পুনঃজন্ম লাভ করে। দেবতাদের যেরূপ আহার তৎদ্বারা সে সেখানে অবস্থান করে, সেরূপ আহারের মাধ্যমেই সেখানে সে স্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ, ইহা হচ্ছে অস্থান যেখানে অবস্থানকারীর নিকট সেরূপ দানফল পৌঁছায় না।

এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যুক, ভেদবাক্যভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী হয় এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। প্রেতদের যেরূপ আহার তৎদ্বারা সে সেখানে অবস্থান করে। বন্ধু-বান্ধব অথবা রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিগণ তাদের উদ্দেশ্যে এখান হতে দান দিলে সেই দানফল দ্বারাই সে সেখানে অবস্থান করে, সেরূপ দানফলের মাধ্যমেই সেখানে সে স্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ, ইহা হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থান যেখানে অবস্থানকারীর নিকট সেরূপ দানফল পৌঁছায়।"

৪. "মাননীয় গৌতম, যদি সেই প্রয়াত রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিটি সেখানে উৎপন্ন না হয় তবে কে সেই দান পরিভোগ করে থাকে?"

"ব্রাহ্মণ, তবে প্রয়াত রক্তসম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতিগণ সেখানে থাকলে তারাই সেই প্রদত্ত দান পরিভোগ করে।"

"মাননীয় গৌতম, যদি প্রয়াত রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিটি এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গও সেখানে উৎপন্ন না হয় তবে কে সেই দান পরিভোগ করে?"

"ব্রাহ্মণ, সেই প্রেতকুল প্রয়াত রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতি প্রেতশূন্য হয়ে থাকবে তা অসম্ভব, তার কোনো অবকাশ নেই। অধিকন্তু, ব্রাহ্মণ, দাতাও দান দিয়ে নিষ্ফল হয় না।"

৫. "মাননীয় গৌতম, অসাধ্য বিষয়ের প্রতি কি আপনি কোনো সত্যতা স্বীকার করেন?

"হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমি অসাধ্য বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করি। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যুক, ভেদবাক্যভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী হয় এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়; কিন্তু, সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যদি হস্তীদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয় তবে সেখানেও সে অন্ন-পানীয়সহ মালা ও নানান অলংকার লাভ করে।

যেহেতু ব্রাহ্মণ, সেই জন প্রাণিহত্যাকারী, চৌর্যকর্মী, ব্যভিচারী, মিথ্যুক, ভেদবাক্যভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তাই তেমন

পাপকর্মফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর হস্তীদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, যেহেতু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে তাই সে সেখানেও অন্ন-পানীয়সহ মালা ও নানান অলংকার লাভ করে।

এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যুক, ভেদবাক্যভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী হয় এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, কিন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যদি অশ্ব কিংবা গরু নয়তো কুকুরদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয় তবে সেখানেও সে অন্ন-পানীয়সহ মালা ও নানান অলংকার লাভ করে।

যেহেতু ব্রাহ্মণ, সেই জন প্রাণিহত্যাকারী, চৌর্যকর্মী, ব্যভিচারী, মিথ্যুক, ভেদবাক্যভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তাই তেমন পাপকর্মফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অশ্ব কিংবা গরু নয়তো কুকুরদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, যেহেতু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে তাই সে সেখানেও অন্ন-পানীয়সহ মালা ও নানান অলংকার লাভ করে।

৬. এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অধিকন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যদি মনুষ্যদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয় তবে মনুষ্য ভূমিতেও সে মানবীয় পঞ্চকামগুণ সম্পদ লাভ করে।

যেহেতু ব্রাহ্মণ, সেই জন প্রাণিহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাই তেমন কর্মফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনুষ্যদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। যেহেতু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে তাই সে সেখানেও মানবীয় পঞ্চকামগুণ সম্পদ লাভ

করে।

এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অধিকন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যদি দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয় তবে দেব ভূমিতেও সে দিব্য পঞ্চকামগুণ সম্পদ লাভ করে।

যেহেতু ব্রাহ্মণ, সেই জন প্রাণিহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাই তেমন কর্মফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। যেহেতু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে তাই সে সেখানেও দিব্য পঞ্চকামগুণ সম্পদ লাভ করে। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ, দায়কের দানও নিষ্ফলা হয় না।

৭. "আশ্চর্য মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত মানীয় গৌতম, এই ভেবে হলেও দান দেয়া উচিত, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করা উচিত যে 'সত্যিই দাতাও দান দিয়ে নিষ্ফল হন না।"

"এরূপই ব্রাহ্মণ, দাতাও দান দিয়ে নিষ্ফলা হন না।"

"অতি অনুপম, অতি চমৎকার, মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথপ্রদর্শন কিংবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করলে যেমন চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পায়, ঠিক তদ্রুপ, মাননীয় গৌতম কর্তৃক বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত হলো। আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। মাননীয় গৌতম, আজ হতে আমায় শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" একাদশ সূত্র।

জানুশ্রোণি বর্গ সমাপ্ত।

(১৮) ৩. সাধুবর্গ

১. সাধু সূত্র

১৭৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, সাধু ও অসাধু সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অসাধু কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অসাধু।

ভিক্ষুগণ, সাধু কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় সাধু।" প্রথম সূত্র।

২. আর্যধর্ম সূত্র

১৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্য ও অনার্য সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অনার্য কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অনার্য।

ভিক্ষুগণ, আর্য কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় আর্য।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. কুশল সূত্র

১৮০.১. "হে ভিক্ষুগণ, কুশল ও অকুশল সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অকুশল কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও

মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অকুশল।

ভিক্ষুগণ, কুশল কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় কুশল।" তৃতীয় সূত্র।

৪. অর্থ বা মঙ্গল সূত্র

১৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অমঙ্গল কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অমঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মঙ্গল কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় মঙ্গল।" চতুর্থ সূত্র।

৫. ধর্ম সূত্র

১৮২.১. "হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অধর্ম।

ভিক্ষুগণ, ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় ধর্ম।" পঞ্চম সূত্র।

৬. আসব সূত্র

১৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, আসব ও অনাসব সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, আসব কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় আসব।

ভিক্ষুগণ, অনাসব কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় অনাসব।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. বদ্য বা দূষণীয় সূত্র

১৮৪.৪. "হে ভিক্ষুগণ, বদ্য বা দূষণীয় ও অনবদ্য সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, বদ্য বা দূষণীয় কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় বদ্য বা দূষণীয়।

ভিক্ষুগণ, অনবদ্য কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় অনবদ্য।" সপ্তম সূত্র।

৮. অনুতাপযোগ্য সূত্র

১৮৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, অনুতাপ যোগ্য ও অনুতাপের অযোগ্য সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অনুতাপ যোগ্য কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অনুতাপ যোগ্য।

ভিক্ষুগণ, অনুতাপের অযোগ্য কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় অনুতাপের অযোগ্য।" অষ্টম সূত্র।

৯. পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী সূত্র

১৮৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী ও পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী।

ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী।" নবম সূত্র।

১০. দুঃখের হেতুপ্রদ সূত্র

১৮৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম ও সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর

ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম।" দশম সূত্র।

১১. বিপাক সূত্র

১৮৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ বিপাক ও সুখ বিপাক সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, দুঃখ বিপাক কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় দুঃখ বিপাক।

ভিক্ষুগণ, সুখ বিপাক কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় সুখ বিপাক।" একাদশ সূত্র।

সাধু বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত।

(১৯) ৪. আর্যমার্গ বর্গ

১. আর্যমার্গ সূত্র

১৮৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, আর্যমার্গ ও অনার্যমার্গ সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ

করছি।”

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. “ভিক্ষুগণ, অনার্যমার্গ কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অনার্যমার্গ।

ভিক্ষুগণ, আর্যমার্গ কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় আর্যমার্গ।” প্রথম সূত্র।

২. কৃষ্ণমার্গ সূত্র

১৯০.১. “হে ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণমার্গ ও শুক্লমার্গ সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. “ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণমার্গ কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় কৃষ্ণমার্গ।

ভিক্ষুগণ, শুক্লমার্গ কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় শুক্লমার্গ।” দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সদ্ধর্ম সূত্র

১৯১.১. “হে ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম ও অসদ্ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. “ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য

বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অসদ্ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় সদ্ধর্ম।” তৃতীয় সূত্র।

৪. সৎপুরুষ ধর্ম সূত্র

১৯২.১. “হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ধর্ম ও অসৎপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. “ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অসৎপুরুষ ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় সৎপুরুষ ধর্ম।” চতুর্থ সূত্র।

৫. উৎপাদনযোগ্য ধর্ম সূত্র

১৯৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, উৎপাদনযোগ্য ধর্ম ও উৎপাদনের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।”

‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. “ভিক্ষুগণ, উৎপাদনের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় উৎপাদনের অযোগ্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, উৎপাদনযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় উৎপাদনযোগ্য ধর্ম।" পঞ্চম সূত্র।

৬. সম্পাদনযোগ্য ধর্ম সূত্র

১৯৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, সম্পাদনযোগ্য ধর্ম ও সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, সম্পাদনযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় সম্পাদনযোগ্য ধর্ম।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. ভাবিত করা উচিত ধর্ম সূত্র

১৯৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভাবিতব্য ধর্ম ও অভাবিতব্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অভাবিতব্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অভাবিতব্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, ভাবিতব্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় ভাবিতব্য ধর্ম।" সপ্তম সূত্র।

৮. বহুলীকৃতব্য সূত্র

১৯৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃতব্য ধর্ম ও অবহুলীকৃতব্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অবহুলীকৃতব্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অবহুলীকৃতব্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃতব্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় বহুলীকৃতব্য ধর্ম।" অষ্টম সূত্র।

৯. অনুস্মরণ যোগ্য সূত্র

১৯৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণ যোগ্য ধর্ম ও অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণ যোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার

হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় অনুস্মরণ যোগ্য ধর্ম।" নবম সূত্র।

১০. লাভ করা উচিত সূত্র

১৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, লাভ করা উচিত ধর্ম ও লাভ করা অনুচিত ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, লাভ করা অনুচিত ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় লাভ করা অনুচিত ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, লাভ করা উচিত ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণিহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় লাভ করা উচিত ধর্ম।" দশম সূত্র।

আর্যমার্গ বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত।

(২০) ৫. অপর পুদ্গল বর্গ

১-১২. ভজনার অযোগ্য প্রভৃতি সূত্র

১৯৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগত পুদ্গল বা ব্যক্তি সেবার অযোগ্য। সেই দশটি কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ এই দশটি বিষয়ে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার অযোগ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার যোগ্য। সেই দশটি কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক

দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার যোগ্য।” প্রথম সূত্র।

২০০.১. “হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগত পুদ্গল বা ব্যক্তি ভজনার অযোগ্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ এই দশটি বিষয়ে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার অযোগ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার যোগ্য। সেই দশটি প্রকার কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার যোগ্য।” দ্বিতীয় সূত্র।

২০১.১. “হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য নয়। সেই দশটি কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের অযোগ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য। সেই দশটি কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য।” তৃতীয় সূত্র।

২০২.১. “হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পূজনীয় নয়। সেই দশটি কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পূজনীয় নয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি পূজনীয়। সেই দশটি কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা

আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি পূজনীয়।" চতুর্থ সূত্র।

২০৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশংসার্হ নয়। সেই দশটি কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশংসার্হ নয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রশংসার্হ। সেই দশটি কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রশংসার্হ।" পঞ্চম সূত্র।

২০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গৌরবের অযোগ্য। সেই দশটি কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গৌরবের অযোগ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি গৌরবের যোগ্য। সেই দশটি কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি গৌরবের যোগ্য।" ষষ্ঠ সূত্র।

২০৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অবাধ্য। সেই দশটি কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অবাধ্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবাধ্য। সেই দশটি কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা

কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবাধ্য।" সপ্তম সূত্র।

২০৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো ক্ষেত্রে সফল হয় না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো ক্ষেত্রে সফল হয় না।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সর্বত্রই সফল হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সর্বত্রই সফল হয়।" অষ্টম সূত্র।

২০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ হয়। সেই দশটি কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ হয়।" নবম সূত্র।

২০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে পারে না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে পারে না।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে

সক্ষম হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।" দশম সূত্র।

২০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। সেই দশটি কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। " একাদশ সূত্র।

২১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয় না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : যে প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয় না। " দ্বাদশ সূত্র।

অপর পুদ্গল বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত।

চতুর্থ পঞ্চাশক সমাপ্ত।

(২১) ১. অপবিত্র কায় বর্গ

১. প্রথম নরক-স্বর্গ সূত্র

২১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগত জন তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতারক্ষিতা বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য

বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক!'

পুনঃ, কোনো কোনো জন মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত ব্যক্তি তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই দশটি কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, দণ্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্তদ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের

সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ক্রটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক'

পুনঃ, কোনো কোনো জন সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' এই দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত ব্যক্তি তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় নরক-স্বর্গ সূত্র

২১২.১. ... হুবহু পূর্বোক্ত সূত্রটির ন্যায় ...

৩. স্ত্রীজাতি সূত্র

২১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগতা একজন স্ত্রীলোক তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দশ প্রকার কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এমন স্ত্রীলোক আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ

বাক্য ভাষণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক!'

পুনঃ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত স্ত্রীলোক তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত স্ত্রীলোক তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই দশটি কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক রয়েছে যে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, দণ্ড-শস্ত্রহীনা, লজ্জাবোধসম্পন্না, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে অদত্তদ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এমন স্ত্রীলোক আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের

কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক'।

পুনঃ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' এই দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত স্ত্রীলোক তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. উপাসিকা সূত্র

২১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগতা একজন উপাসিকা তার

কর্মানুযায়ী নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দশটি কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এবং এমন উপাসিকা আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক।'

পুনঃ, কোনো কোনো উপাসিকা মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত উপাসিকা তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত উপাসিকা তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই দশ প্রকার কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা রয়েছে যে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, দণ্ড-শস্ত্রহীনা, লজ্জাবোধসম্পন্না, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে অদত্তদ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন উপাসিকা আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে

বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক!'

পুনঃ, কোনো কোনো উপাসিকা সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' এই দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত উপাসিকা তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. বিশারদ সূত্র

২১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগতা উপাসিকা অবিশারদ বা অদক্ষ হয়ে গৃহ বাস করে। সেই দশটি কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এবং এমন উপাসিকা আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক।'

পুনঃ, কোনো কোনো উপাসিকা মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত উপাসিকা অবিশারদ বা অদক্ষ হয়ে গৃহ বাস করে।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত উপাসিকা বিশারদ বা দক্ষ হয়ে গৃহ বাস করে। সেই দশ প্রকার কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা রয়েছে যে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, দণ্ড-শস্ত্রহীনা, লজ্জাবোধসম্পন্না, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে অদত্তদ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন উপাসিকা আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয়

হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক!'

পুনঃ, কোনো কোনো উপাসিকা সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' এই দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত উপাসিকা বিশারদ বা দক্ষ হয়ে গৃহ বাস করে।" পঞ্চম সূত্র।

৬. আবরণ উন্মোচনকরণ বা কর্মফল সম্বন্ধে বিচার সূত্র

২১৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, কর্মফল সম্বন্ধীয় ধর্মপর্যায় তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, আবরণ উন্মোচনকরণ ধর্মপর্যায় কাকে বলে? যথা : ভিক্ষুগণ, কর্মই সত্ত্বগণের স্বকীয়, কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু ও কর্মই আশ্রয়, সত্ত্বগণ ভালোমন্দ যেরূপ কর্মই করুক না

কেন তার উত্তরাধিকারীই হয়ে থাকে।

৩. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি নির্দয়ী। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৫. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সে

কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৬. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৭. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত

বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৮. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৯. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র

বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১০. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১১. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক!' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো

তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয়—'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যগ্‌কুল কিরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইঁদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যগ্‌প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

ভিক্ষুগণ, কর্মই সত্ত্বগণের স্বকীয়, কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু ও কর্মই আশ্রয়, সত্ত্বগণ ভালোমন্দ যেরূপ কর্মই করুক না কেন তার উত্তরাধিকারীই হয়ে থাকে।

১৩. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকে, দণ্ড, শস্ত্র ত্যাগী, লজ্জী, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী,

মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অদত্ত বস্তু ত্যাগ করে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৫. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত

হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৬. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৭. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য,

মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৮. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৯. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি

বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

২০. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

২১. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক!' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

২২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয়—'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান

যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে-সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরুৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুন পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

ভিক্ষুগণ, কর্মই সত্ত্বগণের স্বকীয়, কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু ও কর্মই আশ্রয়, সত্ত্বগণ ভালোমন্দ যেরূপ কর্মই করুক না কেন তার উত্তরাধিকারীই হয়ে থাকে।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রথম ইচ্ছাকৃত সূত্র

২১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

২. ভিক্ষুগণ, তথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশল রয়েছে। অনুরূপ চতুর্বিধ বাচনিক অকুশলকর্ম ও ত্রিবিধ মানসিক অকুশলকর্ম বিদ্যমান।

৩. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশলকর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি নির্দয়ী।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা

ব্যভিচারী হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশলকর্ম।

৪. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী চতুর্বিধ অপবিত্র ও অহিতকর বাচনিক অকুশলকর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী বাচনিক অকুশলকর্ম।

৫. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী

ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর মানসিক অকুশলকর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক!'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয়—'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।'

ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী মানসিক অকুশলকর্ম।

৬. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র ও অহিতকর ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনঃকর্মরূপ অকুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়; যেমন ভিক্ষুগণ, অবিমিশ্রিত মনি ঊর্ধ্বে ছুড়ে মারলে তা যেখানেই পড়ুক না কেন তথায় সুপ্রতিষ্ঠিতভাবেই পড়ে, এরূপেই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র ও অহিতকর ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনঃকর্মরূপ অকুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

তাই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

৭. ভিক্ষুগণ, তথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়িক কুশলকর্ম সম্পত্তি রয়েছে, অনুরূপ চতুর্বিধ বাচনিক কুশলকর্ম সম্পত্তি ও ত্রিবিধ মানসিক কুশলকর্ম সম্পত্তি বিদ্যমান।

৮. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়িক কুশলকর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত

থাকে, দণ্ড, শস্ত্র ত্যাগী, লজ্জী, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অদত্ত বস্তু ত্যাগ করে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী কায়িক কুশলকর্ম সম্পত্তি।

৯. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী চার প্রকার বাচনিক কুশলকর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত

সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী বাচনিক কুশলকর্ম সম্পত্তি।

১০. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ মানসিক কুশলকর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক!'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয়—'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।'

ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী মানসিক কুশলকর্ম সম্পত্তি।

১১. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনঃকর্মরূপ কুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, যেমন ভিক্ষুগণ, অবিমিশ্রিত মনি ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে মারলে তা যেখানেই পড়ুক না কেন তথায় সুপ্রতিষ্ঠিতভাবেই পড়ে, এরূপেই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনঃকর্মরূপ কুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

তাই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ

জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।” সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় ইচ্ছাকৃত সূত্র

২১৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

২. ভিক্ষুগণ, তথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশল রয়েছে। অনুরূপ চতুর্বিধ বাচনিক অকুশলকর্ম ও ত্রিবিধ মানসিক অকুশলকর্ম বিদ্যমান।

৩. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশলকর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি নির্দয়ী।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশলকর্ম।

৪. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী চতুর্বিধ অপবিত্র ও অহিতকর বাচনিক অকুশলকর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে

সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী বাচনিক অকুশলকর্ম।

৫. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর মানসিক অকুশলকর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক!'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয়—'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই,

এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।'

ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী মানসিক অকুশলকর্ম।

৬. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র ও অহিতকর ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনঃকর্মরূপ অকুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয় হয়।

তাই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

৭. ভিক্ষুগণ, তথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়িক কুশলকর্ম সম্পত্তি রয়েছে, অনুরূপ চতুর্বিধ বাচনিক কুশলকর্ম সম্পত্তি ও ত্রিবিধ মানসিক কুশলকর্ম সম্পত্তি বিদ্যমান।

৮. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়িক কুশলকর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকে, দণ্ড, শস্ত্র ত্যাগী, লজ্জী, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অদত্ত বস্তু ত্যাগ করে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী কায়িক কুশলকর্ম সম্পত্তি।

৯. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী চার প্রকার বাচনিক কুশলকর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী বাচনিক কুশলকর্ম সম্পত্তি।

১০. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ মানসিক কুশলকর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক!'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয়—'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।'

ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী মানসিক কুশলকর্ম সম্পত্তি।

১১. ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনঃকর্মরূপ কুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

তাই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।" অষ্টম সূত্র।

৯. অপবিত্র কায় সূত্র

২১৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহজীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

২. ভিক্ষুগণ, সেই অভিধ্যা ও ব্যাপাদহীন আর্যশ্রাবক এরূপে অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞানী ও মনোযোগী হয়ে মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা এক দিক বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সেরূপে দুইদিক, তিন ও চারদিকও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সে আরও ঊর্ধ্ব, অধঃ, তীর্যক, সর্বত্র, সকল অবস্থায়, সমগ্র জগৎকে, বিপুলভাবে, মহৎ ও অপ্রমাণরূপে অবৈর- অব্যাপাদ মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ব্যাপৃত করে অবস্থান করে।

সে এভাবে জানে যে পূর্বে আমার এই চিত্ত অল্পমাত্র ছিল এবং তা ছিল অভাবিত। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে এই চিত্ত অপ্রমাণ ও সুভাবিত। পরিমাণ করা যায় এমন যা কিছু কর্ম রয়েছে সেই শ্রেণিরূপে এই চিত্ত আর পরিগণিত হবে না এবং সেই শ্রেণিতে এই চিত্ত আর স্থিত নাই।

৩. তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, উঠতি বয়স হতে যদি কোনো বালক মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করে তবে তার দ্বারা কোনো পাপকর্ম সম্পাদিত হয় কি?"

"না ভন্তে"

"পাপকর্ম না করার দরুন তাকে কি দুঃখ পেতে হয়?"

"না, ভন্তে, পাপ না করলে সে দুঃখ কোত্থেকে পাবে!"

"ভিক্ষুগণ, তাই এই মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি স্ত্রী-পুরুষ সকলের অনুশীলন করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ এই ভূত-দেহ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। মৃত্যুতে শুধুই চিত্ত গমন করে। সে এরূপ জানে যে 'আমার দ্বারা এই অপবিত্র দেহে পূর্ব সম্পাদিত পাপকর্ম সমস্ত ইহলোকেই অনুভবযোগ্য, তা আর অনুগামী হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত বা অনুশীলিত হলে তা এই শাসনভুক্ত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর অনাগামী লাভের পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু তার উত্তরোত্তর বিমুক্তি অনুপলব্ধ থেকে যায়।

৪. সেই অভিধ্যা ও ব্যাপাদহীন আর্যশ্রাবক এরূপে অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞানী ও মনোযোগী হয়ে করুণাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা এক দিক বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সেরূপে দুইদিক, তিন ও চারদিকও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সে আরও ঊর্ধ্ব, অধঃ, তীর্যক, সর্বত্র, সকল অবস্থায়, সমগ্র জগৎকে, বিপুলভাবে, মহৎ ও অপ্রমাণরূপে অবৈর-অব্যাপাদ করুণাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ব্যাপৃত করে অবস্থান করে।

সে এভাবে জানে যে পূর্বে আমার এই চিত্ত অল্পমাত্র ছিল এবং তা ছিল অভাবিত। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে এই চিত্ত অপ্রমাণ ও সুভাবিত। পরিমাণ করা যায় এমন যা কিছু কর্ম রয়েছে সেই শ্রেণিরূপে এই চিত্ত আর পরিগণিত হবে না এবং সেই শ্রেণিতে এই চিত্ত আর স্থিত নাই।

৫. তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, উঠতি বয়স হতে যদি কোনো বালক করুণাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করে তবে তার দ্বারা কোনো পাপকর্ম সম্পাদিত হয় কি?"

"না ভন্তে"।

"পাপকর্ম না করার দরুন তাকে কি দুঃখ পেতে হয়?"

"না, ভন্তে, পাপ না করলে সে দুঃখ কোত্থেকে পাবে!"

"ভিক্ষুগণ, তাই এই করুণাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিও স্ত্রী-পুরুষ সকলের অনুশীলন করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ এই ভূত-দেহ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। মৃত্যুতে শুধুই চিত্ত গমন করে। সে এরূপ জানে যে 'আমার দ্বারা এই অপবিত্র দেহে পূর্ব সম্পাদিত পাপকর্ম সমস্ত ইহলোকেই অনুভবযোগ্য, তা আর অনুগামী হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে করুণাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত বা অনুশীলিত হলে তা এই শাসনভুক্ত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর অনাগামী লাভের পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু তার উত্তরোত্তর বিমুক্তি অনুপলব্ধ থেকে যায়।

৬. সেই অভিধ্যা ও ব্যাপাদহীন আর্যশ্রাবক এরূপে অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞানী ও মনোযোগী হয়ে মুদিতাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা এক দিক বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সেরূপে দুইদিক, তিন ও চারদিকও মুদিতাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সে আরও ঊর্ধ্ব, অধঃ, তীর্যক, সর্বত্র, সকল অবস্থায়, সমগ্র জগৎকে, বিপুলভাবে, মহৎ ও অপ্রমাণরূপে অবৈর-অব্যাপাদ মুদিতাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ব্যাপৃত করে অবস্থান করে।

সে এভাবে জানে যে পূর্বে আমার এই চিত্ত অল্পমাত্র ছিল এবং তা ছিল অভাবিত। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে এই চিত্ত অপ্রমাণ ও সুভাবিত। পরিমাণ করা যায় এমন যা কিছু কর্ম রয়েছে সেই শ্রেণিরূপে এই চিত্ত আর পরিগণিত হবে না এবং সেই শ্রেণিতে এই চিত্ত আর স্থিত নাই।

৭. তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, উঠতি বয়স হতে যদি কোনো বালক মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করে তবে তার দ্বারা কোনো পাপকর্ম সম্পাদিত হয় কি?"

"না ভন্তে"।

"পাপকর্ম না করার দরুন তাকে কি দুঃখ পেতে হয়?"

"না, ভন্তে, পাপ না করলে সে দুঃখ কোত্থেকে পাবে!"

"ভিক্ষুগণ, তাই এই মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিও স্ত্রী-পুরুষ সকলের অনুশীলন করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ এই ভূত-দেহ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। মৃত্যুতে শুধুই চিত্ত গমন করে। সে এরূপ জানে যে 'আমার দ্বারা এই অপবিত্র দেহে পূর্ব সম্পাদিত পাপকর্ম সমস্ত ইহলোকেই অনুভবযোগ্য, তা আর অনুগামী হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত বা অনুশীলিত হলে তা এই শাসনভুক্ত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর অনাগামী লাভের পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু তার উত্তরোত্তর বিমুক্তি অনুপলব্ধ থেকে যায়।

৮. সেই অভিধ্যা ও ব্যাপাদহীন আর্যশ্রাবক এরূপে অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞানী

ও মনোযোগী হয়ে উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা এক দিক বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সেরূপে দুইদিক, তিন ও চারদিকও উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সে আরও ঊর্ধ্ব, অধঃ, তীর্যক, সর্বত্র, সকল অবস্থায়, সমগ্র জগৎকে, বিপুলভাবে, মহৎ ও অপ্রমাণরূপে অবৈর-অব্যাপাদ উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ব্যাপৃত করে অবস্থান করে।

সে এভাবে জানে যে পূর্বে আমার এই চিত্ত অল্পমাত্র ছিল এবং তা ছিল অভাবিত। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে এই চিত্ত অপ্রমাণ ও সুভাবিত। পরিমাণ করা যায় এমন যা কিছু কর্ম রয়েছে সেই শ্রেণিরূপে এই চিত্ত আর পরিগণিত হবে না এবং সেই শ্রেণিতে এই চিত্ত আর স্থিত নাই।

৯. তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, উঠতি বয়স হতে যদি কোনো বালক উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করে তবে তার দ্বারা কোনো পাপকর্ম সম্পাদিত হয় কি?"

"না ভন্তে"

"পাপকর্ম না করার দরুন তাকে কি দুঃখ পেতে হয়?"

"না, ভন্তে, পাপ না করলে সে দুঃখ কোত্থেকে পাবে!"

"ভিক্ষুগণ, তাই এই উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিও স্ত্রী-পুরুষ সকলের অনুশীলন করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ এই ভূত-দেহ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। মৃত্যুতে শুধুই চিত্ত গমন করে। সে এরূপ জানে যে 'আমার দ্বারা এই অপবিত্র দেহে পূর্ব সম্পাদিত পাপকর্ম সমস্ত ইহলোকেই অনুভবযোগ্য, তা আর অনুগামী হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত বা অনুশীলিত হলে তা এই শাসনভুক্ত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর অনাগামী লাভের পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু তার উত্তরোত্তর বিমুক্তি অনুপলব্ধ থেকে যায়। নবম সূত্র।

১০. অধর্মচর্যা সূত্র

২২০.১. অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতি আলাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "মাননীয় গৌতম, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়?

"হে ব্রাহ্মণ, অধর্মচর্যার ন্যায় বিসমচর্যার দরুন এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।"

"মাননীয় গৌতম, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়?"

"ব্রাহ্মণ, ধর্মচর্যার ন্যায় সমচর্যার দরুন এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

৩. "আমি মাননীয় গৌতমের এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তৃতার্থ জ্ঞাত নই। সত্যিই তা উত্তম হয় যদি মাননীয় গৌতম সেরূপ ধর্মদেশনা করেন যাতে আমি মাননীয় গৌতম কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত হতে পারি।"

"তবে ব্রাহ্মণ, শুনুন, মনোযোগ দিয়ে। আমি বলছি সে কথা।"

"তাই হোক," বলে সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৪. "ব্রাহ্মণ, কায়িক ত্রিবিধ অধর্মচর্যা রয়েছে। আরও আছে চার প্রকার বাচনিক অধর্মচর্যা এবং তিন প্রকার মানসিক অধর্মচর্যা।

ব্রাহ্মণ, কায়িক ত্রিবিধ অধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণিহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্তদ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এবং এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যা কামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এরূপেই ব্রাহ্মণ, কায়িক অধর্মচর্যা তিন প্রকার।

৫. ব্রাহ্মণ, চার প্রকার বাচনিক অধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা

ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদাপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধোদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনা কারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে। ব্রাহ্মণ, এরূপে চার প্রকার বাচনিক অধর্মচর্যা রয়েছে।

৬. ব্রাহ্মণ, তিন প্রকার মানসিক অধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন অভিধ্যালু (পরদ্রব্যে লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে—‘অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো!’

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে ‘এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক!’

পুনঃ, কোনো কোনো জন মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে ‘দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পরলোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।’ ব্রাহ্মণ, এরূপে তিন প্রকার মানসিক অধর্মচর্যা রয়েছে।

ব্রাহ্মণ, এই অধর্মচর্যার ন্যায় বিসমচর্যার দরুন এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

৮. ব্রাহ্মণ, কায়িক ত্রিবিধ ধর্মচর্যা রয়েছে, আরও আছে চার প্রকার বাচনিক ধর্মচর্যা এবং তিন প্রকার মানসিক ধর্মচর্যা।

ব্রাহ্মণ, কায়িক ত্রিবিধ ধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, দণ্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্তদ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতারক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। এরূপেই ব্রাহ্মণ, কায়িক ধর্মচর্যা তিন প্রকার।

৯. ব্রাহ্মণ, চার প্রকার বাচনিক ধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে, নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদাপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাবকরণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর,

প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনঃপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয়সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে। ব্রাহ্মণ, এরূপে চার প্রকার বাচনিক ধর্মচর্যা রয়েছে।

১০. ব্রাহ্মণ, তিন প্রকার মানসিক ধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্নচিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক!'

পুনঃ, কোনো কোনো জন সম্যক দৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পরলোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ব্রাহ্মণ, এরূপে তিন প্রকার মানসিক ধর্মচর্যা রয়েছে।

"ব্রাহ্মণ, এই ধর্মচর্যার ন্যায় সমচর্যার দরুন এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" দশম সূত্র।

অপবিত্র কায়বর্গ সমাপ্ত।

(২২) ২. শ্রামণ্য বর্গ

২২১.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তদ্রব্য হরণ করে, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, মিথ্যাবাক্য বলে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, কর্কশভাষী হয়, বৃথালাপ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত

হয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

সে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাক্য বলে না, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে না, কর্কশভাষী হয় না, বৃথালাপ করে না এবং সে হয় অনভিধ্যালু, মৈত্রীপরায়ণ ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।" প্রথম সূত্র।

২২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে ও অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে এবং অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে ও অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে এবং অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে কর্কশভাষী হয় ও অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ করে ও অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং সে নিজে অভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই বিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয় ও অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না ও অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয় ও অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে এবং অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে মিষ্টভাষী হয় ও অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয় ও অন্যকে বৃথাবাক্য

ত্যাগের চেষ্টা করে এবং সে নিজে অনভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।” দ্বিতীয় সূত্র।

২২৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ত্রিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায় এবং প্রাণিহত্যাকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায় এবং অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যা কামাচারকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায় এবং কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই ত্রিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায় এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায় এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং

মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায় এবং মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্যক দৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।” তৃতীয় সূত্র।

২২৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, চল্লিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চল্লিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে, অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায়, প্রাণিহত্যাকে অনুমোদন করে এবং প্রাণিহত্যার গুণকীর্তন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণের গুণকীর্তন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যা কামাচারকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা কামাচারের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা ভাষণের প্রশংসা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে এবং ভেদবাক্যের প্রশংসা করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে এবং কর্কশ ভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে, বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণের প্রশংসা করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতার প্রশংসা করে।

সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা মিথ্যাদৃষ্টির প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২. ভিক্ষুগণ, চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই চল্লিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে এবং মিষ্টভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে, বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতির প্রশংসা করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অনভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতার গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, সম্যক দৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং সম্যক দৃষ্টি পোষণের প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

২২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে

প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তদ্রব্য হরণ করে, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, মিথ্যাবাক্য বলে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, কর্কশভাষী হয়, বৃথালাপ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

সে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাক্য বলে না, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে না, কর্কশভাষী হয় না, বৃথালাপ করে না এবং সে হয় অনভিধ্যালু, মৈত্রীপরায়ণ ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না।" পঞ্চম সূত্র।

২২৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে। সেই বিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে ও অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে এবং অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে ও অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে এবং অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে কর্কশভাষী হয় ও অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ করে ও অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং সে নিজে অভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।

২. ভিক্ষুগণ, বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না। সেই বিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয় ও অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না ও অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং

মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয় ও অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে এবং অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে মিষ্টভাষী হয় ও অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয় ও অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং সে নিজে অনভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না।" ষষ্ঠ সূত্র।

২২৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে। সেই ত্রিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায় এবং প্রাণিহত্যাকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায় এবং অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যা কামাচারকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায় এবং কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।

২. ভিক্ষুগণ, ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না। সেই ত্রিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায় এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন

করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায় এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায় এবং মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্যক দৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।” সপ্তম সূত্র।

২২৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, চল্লিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে। সেই চল্লিশ অভিধ্যাকে কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে, অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায়, প্রাণিহত্যাকে অনুমোদন করে এবং প্রাণিহত্যার গুণকীর্তন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণের গুণকীর্তন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যা কামাচারকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা কামাচারের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা ভাষণের প্রশংসা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে এবং ভেদবাক্যের প্রশংসা করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে এবং কর্কশ ভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য

বলানোর চেষ্টা করে, বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণের প্রশংসা করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতার প্রশংসা করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা মিথ্যাদৃষ্টির প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।

২. ভিক্ষুগণ, চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না। সেই চল্লিশ অভিধ্যাকে কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, মিষ্টভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিষ্টভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে, বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতির প্রশংসা করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অনভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতার গুণ বর্ণনা

করে। সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, সম্যক দৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং সম্যক দৃষ্টি পোষণের প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজেকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না।" অষ্টম সূত্র।

২২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তদ্রব্য হরণ করে, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, মিথ্যাবাক্য বলে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, কর্কশভাষী হয়, বৃথালাপ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

সে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাক্য বলে না, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে না, কর্কশভাষী হয় না, বৃথালাপ করে না এবং সে হয় অনভিধ্যালু, মৈত্রীপরায়ণ ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" নবম সূত্র।

২৩০.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সেই বিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে ও অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে এবং অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে ও অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে এবং অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে কর্কশভাষী হয় ও অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ করে ও অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং সে নিজে অভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে।

ভিক্ষুগণ, এই বিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

২. ভিক্ষুগণ, বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সেই বিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয় ও অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না ও অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয় ও অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে এবং অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে মিষ্টভাষী হয় ও অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয় ও অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং সে নিজে অনভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।” দশম সূত্র।

২৩১.১. “হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সেই ত্রিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায় এবং প্রাণিহত্যাকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায় এবং অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যা কামাচারকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায় এবং কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার

জন্য প্ররোচিত করে এবং অভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

২. ভিক্ষুগণ, ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সেই ত্রিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায় এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায় এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায় এবং মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্যক দৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।” একাদশ সূত্র।

২৩২.১. “হে ভিক্ষুগণ, চল্লিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সেই চল্লিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে, অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায়,

প্রাণিহত্যাকে অনুমোদন করে এবং প্রাণিহত্যার গুণকীর্তন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণের গুণকীর্তন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যা কামাচারকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা কামাচারের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা ভাষণের প্রশংসা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে এবং ভেদবাক্যের প্রশংসা করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে এবং কর্কশ ভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে, বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণের প্রশংসা করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতার প্রশংসা করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা মিথ্যাদৃষ্টির প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

২. ভিক্ষুগণ, চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সেই চল্লিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতির গুণ

বর্ণনা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে এবং মিষ্টভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে, বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতির প্রশংসা করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অনভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতার গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, সম্যক দৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং সম্যক দৃষ্টি পোষণের প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।” দ্বাদশ সূত্র।

২৩৩. “হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত জন বাল বা মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তদ্রব্য হরণ করে, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, মিথ্যাবাক্য বলে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, কর্কশভাষী হয়, বৃথালাপ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন বাল বা মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য।

২. ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। সেই দশটি কী কী? যথা :

সে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাক্য বলে না, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে না, কর্কশভাষী হয় না, বৃথালাপ করে না এবং সে হয় অনভিধ্যালু, মৈত্রীপরায়ণ ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য।” ত্রয়োদশ সূত্র।

২৩৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, বিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য। সেই বিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে ও অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, স্বয়ং

সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে এবং অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে ও অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে এবং অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে কর্কশভাষী হয় ও অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ করে ও অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং সে নিজে অভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য।

২. ভিক্ষুগণ, বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। সেই বিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয় ও অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না ও অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয় ও অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে এবং অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে মিষ্টভাষী হয় ও অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয় ও অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং সে নিজে অনভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য।" চতুর্দশ সূত্র।

২৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য। সেই ত্রিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায় এবং প্রাণিহত্যাকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায় এবং অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যা কামাচারকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ

বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায় এবং কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য।

২. ভিক্ষুগণ, ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। সেই ত্রিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায় এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায় এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায় এবং মিষ্টভাষণকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্যক দৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য।" পঞ্চদশ সূত্র।

২৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, চল্লিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ

বলে জ্ঞাতব্য। সেই চল্লিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা করে, অন্যকে প্রাণিহত্যাতে প্ররোচিত করায়, প্রাণিহত্যাকে অনুমোদন করে এবং প্রাণিহত্যার গুণকীর্তন করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণের গুণকীর্তন করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যা কামাচারকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা কামাচারের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা ভাষণের প্রশংসা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে এবং ভেদবাক্যের প্রশংসা করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে এবং কর্কশ ভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে, বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণের প্রশংসা করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতার প্রশংসা করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা মিথ্যাদৃষ্টির প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য।

২. ভিক্ষুগণ, চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। সেই চল্লিশ প্রকার কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, প্রাণিহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং প্রাণিহত্যা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং অদত্তদ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যা কামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, মিথ্যাবাক্য

বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে এবং মিষ্টভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে, বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতির প্রশংসা করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অনভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতার গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যক দৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, সম্যক দৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং সম্যক দৃষ্টি পোষণের প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য।”
ষষ্ঠদশ সূত্র।

শ্রামণ্য বর্গ সমাপ্ত।

২৩. রাগপেয়্যাল ইত্যাদি

২৩৭. “হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা ও নিরোধসংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।”

২৩৮. “হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অস্থিসংজ্ঞা, পুলবকসংজ্ঞা[১], বিনীলকসংজ্ঞা (মৃত দেহের ঈষৎ নীল রঙের

---

[১]। আমক শ্মশানে পরিত্যক্ত শবদেহ পঁচে গেলে তাতে ক্রিমিকীট উৎপন্ন হয়ে যখন পঁচা শবদেহ ভক্ষণ করতে থাকে, সেই সময়ে অশুভ ভাবনাকারী যোগী শবদেহের পরিবর্তে

অবস্থা), বিপুব্বকসংজ্ঞা (পূযযুক্ত মৃতদেহ), বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞা (মৃতদেহের ছিদ্রবিচ্ছিদ্র অবস্থা) ও উর্ধ্বমাতকসংজ্ঞা (স্ফীত হয়েছে এরূপ মৃতদেহ)। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

২৩৯. "হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্ট, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

২৪০-২৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা ও নিরোধসংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অস্থিসংজ্ঞা, পুলবকসংজ্ঞা, বিনীলকসংজ্ঞা (মৃত দেহের ঈষৎ নীল রঙের অবস্থা), বিপুব্বকসংজ্ঞা (পূযযুক্ত মৃতদেহ), বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞা (মৃতদেহের ছিদ্রবিচ্ছিদ্র অবস্থা) ও উর্ধ্বমাতক (স্ফীত হয়েছে এরূপ মৃতদেহ)-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং

'ক্রিমিকীটের দ্বারা ভক্ষিত হচ্ছে' বলে ভাবনায় বা ধ্যানে মনোনিবেশ করে থাকেন। একেই 'পুলবক-সংজ্ঞা' বলা হয়।

আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্ট, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

২৬৭-৭৪৬. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা ও নিরোধসংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, আহারে

প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অস্থিসংজ্ঞা, পুলবকসংজ্ঞা, বিনীলকসংজ্ঞা (মৃত দেহের ঈষৎ নীল রঙের অবস্থা), বিপুব্বকসংজ্ঞা (পূযযুক্ত মৃতদেহ), বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞা (মৃতদেহের ছিদ্রবিচ্ছিদ্র অবস্থা) ও উর্দ্ধমাতকসংজ্ঞা (স্ফীত হয়েছে এরূপ মৃতদেহ)। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশটি কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্ট, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

রাগ ইত্যাদি সমাপ্ত।

অঙ্গুত্তরনিকায় (দশম নিপাত) সমাপ্ত।

অঙ্গুত্তরনিকায়

একাদশ নিপাত

(১) নিশ্রয় বর্গ

১. কী উদ্দেশ্য সূত্র

১.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কুশলশীল পালনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"হে আনন্দ, কুশলশীল পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীনতা এবং ইহাই কুশলশীল পালনের সুফল বা আনিশংস।"

"ভন্তে, অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমানন্দ লাভ করা এবং পরমানন্দই অনুতাপহীনতার সুফল।"

"ভন্তে, পরমানন্দ লাভের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, পরমানন্দ লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রীতি এবং প্রীতিই পরমানন্দের সুফল।"

"ভন্তে, প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি অর্জন করা এবং প্রশান্তিই প্রীতির সুফল।"

"ভন্তে, প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ উপলব্ধি করা এবং সুখই প্রশান্তি অর্জনের ফল।"

"ভন্তে, সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাধি অর্জন করা এবং সমাধিই সুখোপলব্ধির ফল।"

"ভন্তে, সমাধি অর্জন করার উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়া এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়াই সমাধি অর্জনের ফল।"

"ভন্তে, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে নির্বেদ অর্জন এবং নির্বেদই যথাভূত জ্ঞানদর্শনের আনিশংস বা সুফল।"

"ভন্তে, নির্বেদ অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, নির্বেদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাগভাব অর্জন এবং বিরাগই নির্বেদ অর্জনের আনিশংস বা সুফল।"

"ভন্তে, বিরাগ অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, বিরাগভাবের উদ্দেশ্য হলো বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হওয়া এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই বিরাগভাব প্রাপ্তির আনিশংস বা সুফল।"

২. এরূপেই আনন্দ, কুশলশীলাদি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীন হওয়া এবং অনুতাপহীনতাই কুশলশীলাদি পালনের আনিশংস বা সুফল। অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমানন্দিত হওয়া এবং পরমানন্দই অনুতাপহীনতার সুফল। পরমানন্দিত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রীতি লাভ করা এবং প্রীতি অর্জনই হচ্ছে পরমানন্দের সুফল। প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি অর্জন এবং প্রশান্তিই প্রীতির সুফল। প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখোপলদ্ধি হওয়া এবং সুখই প্রশান্তির আনিশংস বা সুফল। সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাধি অর্জন এবং সমাধিই সুখের আনিশংস। সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শনই সমাধির সুফল। যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বেদ এবং নির্বেদই যথাভূত জ্ঞানদর্শনের সুফল। নির্বেদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাগভাব প্রাপ্তি এবং বিরাগই নির্বেদের সুফল। বিরাগী হওয়ার উদ্দেশ্য হলো বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই বিরাগের আনিশংস। এরূপে আনন্দ, কুশলশীলাদির পালন অনুক্রমে শ্রেষ্ঠে বা অর্হত্ত্বে উপনীত হয়।" প্রথম সূত্র।

২. চেতনা করণীয় সূত্র

২.১. "হে ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার মধ্যে অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হোক।' ভিক্ষুগণ, তার কারণ শীলবান, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর অনুতাপ উৎপন্ন না হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, অনুতাপহীন ভিক্ষুর এমন চৈতন্য অনুচিত; যথা : 'আমার

মধ্যে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, অনুতাপহীন ভিক্ষুর নিকট পরমানন্দভাব উৎপন্ন হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, প্রমোদিত (পরমানন্দিত) ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট প্রীতি উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, প্রমোদিত ভিক্ষুর নিকট প্রীতি উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, প্রীত ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার কায় প্রশান্ত হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, প্রীত ভিক্ষুর কায় প্রশান্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, প্রশান্ত কায়া ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট সুখ অনুভূত হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, প্রশান্ত কায়া ভিক্ষুর সুখোপলব্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, সুখী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার চিত্ত সমাধিস্থ হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ বা একাগ্র হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, সমাধিস্থ ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমি যাতে যথাভূত বিষয় জানতে ও দেখতে পারি।' তার কারণ ভিক্ষুগণ, সমাধিস্থ ভিক্ষু যথাভূত বিষয় জানে ও দেখে, ইহাই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, যথাভূত বিষয় জ্ঞাত ও দর্শনকারী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট নির্বেদজ্ঞান উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, যথাভূত বিষয় জ্ঞাত ও দর্শনকারী ভিক্ষুর নিকট নির্বেদজ্ঞান উৎপন্ন হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, নির্বেদলাভী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট বিরাগভাব উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, নির্বেদলাভী ভিক্ষুর নিকট বিরাগভাব উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, বিরাগী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট বিমুক্তি জ্ঞান উৎপন্ন হোক।' কেননা ভিক্ষুগণ, বিরাগী ভিক্ষুর নিকট বিমুক্তি জ্ঞানোদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

২. ভিক্ষুগণ, বিরাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন লাভ করা এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হলো বিরাগের আনিশংস। নির্বেদ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাগভাব অর্জন করা এবং বিরাগ হলো নির্বেদের আনিশংস। যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাগভাব প্রাপ্ত হওয়া যথাভূত জ্ঞানদর্শনের সুফল হচ্ছে বিরাগ। সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন এবং তার সুফলও তাই। সুখের উদ্দেশ্য ও আনিশংস হচ্ছে সমাধিস্থ হওয়া; প্রশান্তির

উদ্দেশ্য ও আনিশংস হচ্ছে সুখ। প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য এবং তার সুফলও হচ্ছে প্রশান্তি। পরমানন্দিত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং তার সুফল হচ্ছে প্রীতি। অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য এবং আসিশংস হচ্ছে পরমানন্দ লাভ করা। এবং কুশলশীলাদি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীন হওয়া এবং অনুতাপহীন হওয়াই হলো কুশলশীলাদি পালনের সুফল। ভিক্ষুগণ, এরূপে একটি বিষয়ের ধারা অপর বিষয়ে প্রবহমান, একটি বিষয় অপর বিষয়কে পরিপূর্ণ করে এবং নির্বাণ পারে নিয়ে যায়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. উপনিসা সূত্র

৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, ভিক্ষুগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু

নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই ভিক্ষুগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় উপনিসা সূত্র

৪.১. অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

"হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, আবুসোগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ

লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২. পুনশ্চ, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন আবুসোগণ, সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" চতুর্থ সূত্র।

৫. তৃতীয় উপনিসা সূত্র

৫.১. অতপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, আবুসোগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন

বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২. পুনশ্চ, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন আবুসোগণ, সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।” পঞ্চম সূত্র।

৬. ব্যসন সূত্র

৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশ করে, ভৎর্সনা করে এবং আর্যদের অপবাদ দেয়; তাহলে সে একাদশ প্রকারের ব্যসন বা বিনাশের মধ্যে অন্যতর বিনাশপ্রাপ্ত হবে তা যৌক্তিক ও সম্ভব।

২. ভিক্ষুগণ, সেই একাদশ প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয়ের পরিহানি ঘটে, সদ্ধর্ম তার নিকট উপলব্ধ হয় না, সদ্ধর্মে সে অধিমানী হয়, ব্রহ্মচর্যে অনভিরতি উৎপন্ন হয়, সংক্লিষ্ট অপরাধ সম্পাদন করে, শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন গৃহী জীবনে ফিরে যায়, অতিশয় রোগগ্রস্ত হয়, উন্মাদ হয়, বিক্ষিপ্ত চিত্তে মৃত্যুবরণ করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশ করে, ভর্ৎসনা করে ও আর্যদের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে সে এই একাদশ প্রকার বিনাশের অন্যতর বিনাশপ্রাপ্ত হবে তা যৌক্তিক ও সম্ভব।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সংজ্ঞা সূত্র

৭.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. “সত্যিই কি ভন্তে, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?”

৩. “হে আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং

মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

৪. "ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবীসংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৫. "আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই আনন্দ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

অতপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করে অনুমোদনপূর্বক আসন হতে উঠে ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট গেলেন। অতপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপ করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৬. "সত্যিই কী আবুসো সারিপুত্র, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ

করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৭. "হে আবুসো আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

৮. "আবুসো সারিপুত্র, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৯. "আবুসো আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই আনন্দ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে

উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

১০. "বন্ধু, তা অতি-আশ্চর্যকর, অতি অদ্ভুত যে শ্রেষ্ঠপদ বর্ণনায় গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক ব্যাখ্যার অর্থ ও ব্যঞ্জনা একই সাদৃশ্য, হুবহু মিল হয়েছে ও কোনোরূপ মতানৈক্য হয়নি।

বন্ধু, আমি ভগবানের নিকট গিয়ে একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ভগবান আমায় একই অক্ষর, একই পদবাক্য ও একই ব্যঞ্জনায় তা বর্ণনা করলেন যেরূপে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ব্যাখ্যা করেছেন। বন্ধু, সত্যিই অতি-আশ্চর্যকর, অতি অদ্ভুত যে শ্রেষ্ঠপদ বর্ণনায় গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক ব্যাখ্যার অর্থ ও ব্যঞ্জনা একই সাদৃশ্য, হুবহু মিল হয়েছে ও কোনোরূপ মতানৈক্য হয়নি।" সপ্তম সূত্র।

৮. মনোযোগ সূত্র

৮.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "সত্যিই কি ভন্তে, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও চক্ষুতে মনোযোগ দেন না, রূপ, কর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায় ও স্পষ্টব্য বিষয়েও মনোযোগ দেন না, আপ বা জলের প্রতি মনোযোগ দেন না, তেজ বা অগ্নি, বাতাসের প্রতিও মনোযোগ দেন না; আকাশ-অনন্তায়তনে মনোযোগ দেন না, বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তনে, আকিঞ্চনায়তনে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনেও মনোযোগ দেন না; ইহলোকের প্রতি মনোযোগ দেন না, পরলোকের প্রতিও মনোযোগ দেন না এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে মনোযোগ না দিয়ে শুধুই মনোযোগসম্পন্ন হন?"

৩. “হে আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও চক্ষুতে মনোযোগ দেয় না, রূপ, কর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায় ও স্পষ্টব্য বিষয়েও মনোযোগ দেয় না; আপ বা জলের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তেজ বা অগ্নি, বাতাসের প্রতিও মনোযোগ দেয় না; আকাশ-অনন্তায়তনে মনোযোগ দেয় না, বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তনে, আকিঞ্চনায়তনে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনেও মনোযোগ দেয় না; ইহলোকের প্রতি মনোযোগ দেয় না, পরলোকের প্রতিও মনোযোগ দেয় না এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে মনোযোগ না দিয়ে শুধুই মনোযোগসম্পন্ন হয়।”

৪. “ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও চক্ষুতে মনোযোগ দেন না, রূপ, কর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায় ও স্পষ্টব্য বিষয়েও মনোযোগ দেন না; আপ বা জলের প্রতি মনোযোগ দেন না, তেজ বা অগ্নি, বাতাসের প্রতিও মনোযোগ দেন না; আকাশ-অনন্তায়তনে মনোযোগ দেন না, বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তনে, আকিঞ্চনায়তনে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনেও মনোযোগ দেন না; ইহলোকের প্রতি মনোযোগ দেন না, পরলোকের প্রতিও মনোযোগ দেন না এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে মনোযোগ না দিয়ে শুধুই মনোযোগসম্পন্ন হন?”

৫. “আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : ‘সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।” এরূপেই আনন্দ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও চক্ষুতে মনোযোগ দেন না, রূপ, কর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায় ও স্পষ্টব্য বিষয়েও মনোযোগ দেন না; আপ বা জলের প্রতি মনোযোগ দেন না, তেজ বা অগ্নি, বাতাসের প্রতিও মনোযোগ দেন না; আকাশ-অনন্তায়তনে মনোযোগ দেন না, বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তনে, আকিঞ্চনায়তনে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনেও মনোযোগ দেন না; ইহলোকের প্রতি মনোযোগ দেন না, পরলোকের প্রতিও মনোযোগ দেন না এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে মনোযোগ না দিয়ে শুধুই মনোযোগসম্পন্ন হয়।”

৯. সদ্ধ সূত্র

৯.১. একসময় ভগবান নাতি ইষ্টক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সদ্ধ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সদ্ধকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে সদ্ধ, উৎকৃষ্ট ধ্যানই অনুশীলন কর, নিকৃষ্টতর নয়। নিকৃষ্টতর ধ্যান কিরূপ? যেমন, সদ্ধ, নিকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব রশিতে আবদ্ধ হলে 'ঘাস, ঘাস' বলে চিন্তা করতে থাকে। তার কারণ কী? কেননা, সদ্ধ, রশিতে বাধা নিকৃষ্ট জাতের অশ্বের এমন চিন্তা জাগে না যে 'সারথি (বা অশ্বচালক) কী বিষয় আজ আমায় করাবেন এবং আমি প্রত্যুত্তরে কী করতে পারি।' সে রশিতে বাধা অবস্থায় শুধুই 'ঘাস, ঘাস' বলে চিন্তা করতে থাকে।

ঠিক এরূপেই সদ্ধ, এক্ষেত্রে কিছু কিছু নিকৃষ্ট শ্রেণির ব্যক্তি আছে যে অরণ্য কিংবা বৃক্ষমূল অথবা শূন্যগৃহে উপস্থিত হয়েও কামরাগে পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে কামরাগকে অন্তরে গেঁথে নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে ব্যাপাদ বা বিদ্বেষে পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে ব্যাপাদকে অন্তরে গেঁথে নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে আলস্য-তন্দ্রাকে অন্তরে গেঁথে নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে ঔদ্ধত্য-অনুশোচনায় পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-অনুশোচনার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে ঔদ্ধত্য-অনুশোচনাকে অন্তরে গেঁথে নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে বিচিকিৎসা বা সন্দেহ-এর দ্বারা পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে বিচিকিৎসাকে অন্তরে গেঁথে নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু বিষয়কে আলম্বন করে চিন্তা করতে থাকে। আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন বিষয়কে আলম্বন করে চিন্তা করতে থাকে। সে ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকে এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও পুনঃপুন চিন্তা করতে থাকে। সদ্ধ, নিকৃষ্টজনের ধ্যান এরূপই হয়।

৩. সদ্ধ, উৎকৃষ্ট ধ্যান কিরূপ? যেমন, সদ্ধ, উৎকৃষ্ট শ্রেণির অশ্ব রশিতে আবদ্ধ হলে ‘ঘাস, ঘাস’ বলে চিন্তা করে না। তার কারণ কী? কেননা, সদ্ধ, উৎকৃষ্ট জাতের অশ্বের এমন চিন্তা জাগে যে ‘সারথি কী বিষয় আজ আমায় করাবেন এবং আমি প্রত্যুত্তরে কী করতে পারি।’ সে রশিতে বাঁধা অবস্থায় ‘ঘাস, ঘাস’ বলে চিন্তা করতে থাকে না। উন্নত শ্রেণির অশ্ব অঙ্কুশের আঘাত পাওয়াকে ঋণস্বরূপ, নিজের অবরুদ্ধ, দুর্ভাগ্য ও পরাজয় হিসাবে দেখে।

ঠিক এরূপেই, সদ্ধ, এক্ষেত্রে কিছু কিছু উন্নত শ্রেণির ব্যক্তি আছে যে অরণ্য কিংবা বৃক্ষমূল অথবা শূন্যগৃহে উপস্থিত হয়ে কামরাগে পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে ব্যাপাদ বা বিদ্বেষে পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে ঔদ্ধত্য-অনুশোচনায় পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-অনুশোচনার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে বিচিকিৎসা বা সন্দেহ-এর দ্বারা পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু বিষয়কে আলম্বন করে চিন্তা করতে থাকে

না। আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন বিষয়কে আলম্বন করে চিন্তা করতে থাকে না। সে ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধেও চিন্তা করা হতে বিরত হয় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয় রয়েছে সে-সমস্তও পুনঃপুন চিন্তা করা পরিত্যাগ করে শুধুই ধ্যান করে। সদ্ধ, উন্নত শ্রেণির ধ্যানী ব্যক্তিকে দেবরাজ ইন্দ্রসহ প্রজাপতি ব্রহ্মাগণও নমস্কার করেন :

'পুরুষশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম সেই জনকে নমস্কার
যাহা মোদের অলব্ধ, তাতে করছেন ধ্যান-মনস্কার।"

৪. এরূপ ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান সদ্ধ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন :

"ভন্তে, কিরূপে সেই উন্নত শ্রেণির ধ্যানীজন পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুকে আলম্বন স্বরূপ (ধেয়্য বিষয়) গ্রহণ না করে ধ্যান করেন? কিরূপে তিনি আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন বিষয়কে আলম্বনসরূপ গ্রহণ না করে ধ্যান করেন? কিরূপে তিনি ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধেও চিন্তা করা হতে বিরত হয়ে ধ্যান করেন এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয় রয়েছে সে-সমস্তও পুনঃপুন চিন্তা করা পরিত্যাগ করে শুধুই ধ্যানই করে যান? ভন্তে, কিরূপে ধ্যান করার দরুন সেই উন্নত শ্রেণির ধ্যানীজন দেবরাজ ইন্দ্রসহ প্রজাপতি ব্রহ্মাগণ কর্তৃক এভাবে নমস্কৃত হন যে

'পুরুষশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম সেই জনকে নমস্কার
যাহা মোদের অলব্ধ, তাতে করছেন ধ্যান-মনস্কার।"

৫. "এক্ষেত্রে সদ্ধ, উন্নত শ্রেণির ব্যক্তির নিকট পৃথিবীর প্রতি পৃথিবীসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, জলের প্রতি জলসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, তেজের প্রতি তেজসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে তার নিকট প্রতিভাত হয়, বায়ুর প্রতি বায়ুময় সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে তার মানসপটে প্রতিভাত হয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনের প্রতি আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনের প্রতি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়, আকিঞ্চন আয়তনের প্রতি আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় ও নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনের প্রতি নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, ইহলোকের প্রতি ইহলোক-সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, পরলোকের প্রতি পরলোক-সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে

প্রতিভাত হয় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয় রয়েছে তৎপ্রতিও সেরূপ সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সন্ধ, এরূপে উন্নত শ্রেণির ধ্যানী জন পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুকে আলম্বন স্বরূপ (ধেয়্য বিষয়) গ্রহণ না করে ধ্যান করে। এরূপেই সে আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন বিষয়কে আলম্বনসরূপ গ্রহণ না করে ধ্যান করে যায়। একইরূপে সে ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধেও চিন্তা করা হতে বিরত হয়ে ধ্যান করে এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয় রয়েছে সে-সমস্তও পুনঃপুন চিন্তা করা পরিত্যাগ করে শুধুই ধ্যানই করে যায়। সন্ধ, এভাবেই ধ্যান করার দরুন সেই উন্নত শ্রেণির ধ্যানীজন দেবরাজ ইন্দ্রসহ প্রজাপতি ব্রহ্মাগণ কর্তৃক এভাবে নমষ্কৃত হয় যে

'পুরুষশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম সেই জনকে নমষ্কার
যাহা মোদের অলব্ধ, তাতে করছেন ধ্যান-মনস্কার।" নবম সূত্র।

১০. ময়ূর নিবাপ সূত্র

১০.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের ময়ূর নিবাপের পরিব্রাজক আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় 'ভিক্ষুগণ' বলে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা সাড়া দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সেই তিনটি কী কী? যথা : সে অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্বন্ধসমন্বিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

ভিক্ষুগণ, অপর তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সেই তিন কী কী? যথা : ঋদ্ধিপ্রতিহার্য, আদেশ প্রতিহার্য ও অনুশাসনী প্রতিহার্য। ভিক্ষুগণ, এই অপর তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সেই তিনটি কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণধর্মেও গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

ভিক্ষুগণ, অপর দুটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সেই দুইটি কী কী? যথা : বিদ্যা ও আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই দুটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। ভিক্ষুগণ, তাই ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক এই গাথা উচ্চারিত হয়েছিল :

'কুলবংশ গৌরবে হয় জনমধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠতম,
দেব-নরের মধ্যে কিন্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন জনই শ্রেষ্ঠ অনুপম।'

ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক উচ্চারিত গাথা সুভাষিতই, দুর্ভাষিত নয়। তা অর্থপূর্ণ অনর্থকর নয় এবং আমার দ্বারা অনুমোদিত। আমিও ভিক্ষুগণ, এরূপ বলি যে—

'কুলবংশ গৌরবে হয় জনমধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠতম,
দেব-নরের মধ্যে কিন্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন জনই শ্রেষ্ঠ অনুপম।"

দশম সূত্র।

নিশ্রয়বর্গ প্রথম সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

কী উদ্দেশ্য, চেতনা, আর ত্রিবিধ উপনিসা সূত্র,
ব্যসন, দুই সংজ্ঞাসহ হলো মনস্কার সূত্র উক্ত,
সদ্ধ, ময়ূর নিবাপ সূত্র যোগে বর্গ গ্রথিত,
দশ সূত্রে নিশ্রয় বর্গ হলো উল্লেখিত।

২. অনুস্মৃতি বর্গ

১. প্রথম মহানাম সূত্র

১১.১. একসময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছিলেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।' মহানাম শাক্য শুনতে পেলেন যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আমি এরূপ শুনেছি যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।' ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?"

৩. "উত্তম, মহানাম, উত্তম। মহানাম, তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রদেরই ইহা সমুচিত যে তোমরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করা উচিত বলে মনে করছ—'ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?' মহানাম, শ্রদ্ধাবানই কৃতকার্য হয়, অশ্রদ্ধাবান নয়। আরব্ধবীর্য বা দৃঢ়উৎসাহী জনই কৃতকার্য হয় অলসজন নয়। স্মৃতিমানই কৃতকার্য হয়, বিস্মরণশীল জন নয়। সমাহিত জনই কৃতকার্য হয়, অসমাহিত জন নয়। প্রজ্ঞাবানই কৃতকার্য হয় দুষ্প্রাজ্ঞজন নয়। মহানাম, এই পাঁচটি গুণে গুণান্বিত হয়ে তুমি অপর ছয় প্রকার গুণ উত্তরোত্তর ভাবনানুশীলন করবে; যথা :

৪. এক্ষেত্রে মহানাম, তুমি তথাগতকে অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী ও দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত (বা পরাভূত) হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। তথাগতের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে

তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ বা জ্ঞান, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে বুদ্ধানুস্মৃতি অনুশীলন করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি ধর্মগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : ''ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষণীয়।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ধর্মের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে ধর্মানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি সংঘের গুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন (বা অগ্রসরমান), ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গাল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গালই চারি প্রত্যয় দান—আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। সংঘের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে

অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে সংঘানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করবে। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের শীলগুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। শীলগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে শীলানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্যমলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে মাৎসর্যমলহীন চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বণ্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ত্যাগগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে ত্যাগানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করবে; যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবতিংসবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং তাদের ঊর্ধ্বতন দেবগণও রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার

মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে দেবতানুস্মৃতি ভাবিত করেন।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় মহানাম সূত্র

১২.১. একসময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে মহানাম শাক্য শারীরিক অসুস্থতা হতে মাত্র সুস্থ হয়েছিলেন। তখন বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছিলেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

মহানাম শাক্য শুনতে পেলেন যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আমি এরূপ শুনেছি যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।' ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?"

৩. "উত্তম, মহানাম, উত্তম। মহানাম, তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রদেরই ইহা

সমুচিত যে তোমরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করা উচিত বলে মনে করছ—'ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?' মহানাম, শ্রদ্ধাবানই কৃতকার্য হয়, অশ্রদ্ধাবান নয়। আরব্ধবীর্য বা দৃঢ় উৎসাহী জনই কৃতকার্য হয় অলসজন নয়। স্মৃতিমানই কৃতকার্য হয়, বিস্মরণশীল জন নয়। সমাহিত জনই কৃতকার্য হয়, অসমাহিত জন নয়। প্রজ্ঞাবানই কৃতকার্য হয় দুষ্প্রাজ্ঞজন নয়। মহানাম, এই পাঁচটি গুণে গুণান্বিত হয়ে তুমি অপর ছয় প্রকার গুণ উত্তরোত্তর ভাবনানুশীলন করবে; যথা :

৪. এক্ষেত্রে মহানাম, তুমি তথাগতকে অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী ও দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত (বা পরাভূত) হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। তথাগতের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ বা জ্ঞান, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই বুদ্ধানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি ধর্মগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : ''ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষণীয়।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ধর্মের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই ধর্মানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে,

যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি সংঘের গুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন (বা অগ্রসরমান), ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান—আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। সংঘের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই সংঘানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি নিজের অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করবে। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের শীলগুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। শীলগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই শীলানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্যমলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে মাৎসর্যমলহীন চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত,

যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বণ্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগ গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ত্যাগগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই ত্যাগানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, কোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করবে; যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবতিংসবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং তাদের ঊর্ধ্বতন দেবগণও রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই দেবতানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. নন্দিয় সূত্র

১৩.১. একসময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন কোনো একদিন ভগবান শ্রবাস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নন্দিয় শাক্য তা শুনতে পেলেন যে 'ভগবান নাকি শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন।' তার পর নন্দিয় শাক্যের মনে চিন্তা জাগল যে 'তাহলে আমিও শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করব। সেখানে নিজ কার্যকর্ম সম্পাদন করব এবং যথাসময়ে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারব।'

অতঃপর ভগবান শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করলেন। নন্দিয় শাক্যও শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস কাটিয়ে নিজ কার্য সম্পাদন করলেন এবং যথাসময়ে ভগবানের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হলেন। তখন বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছিলেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

নন্দিয় শাক্য শুনতে পেলেন যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

অতঃপর নন্দিয় শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট নন্দিয় শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আমি এরূপ শুনেছি যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।' ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?"

৩. "উত্তম, নন্দিয়, উত্তম। নন্দিয়, তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রদেরই ইহা সমুচিত যে তোমরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করা উচিত বলে মনে করছ—'ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?' নন্দিয়, শ্রদ্ধাবানই কৃতকার্য হয়, অশ্রদ্ধাবান নয়। শীলবানই কৃতকার্য হয়, দুঃশীলধারী নয়। আরব্ধবীর্য বা দৃঢ়উৎসাহী জনই কৃতকার্য হয় অলসজন নয়। স্মৃতিমানই কৃতকার্য হয়, বিস্মরণশীল জন নয়। সমাহিত জনই কৃতকার্য হয়, অসমাহিত জন নয়। প্রজ্ঞাবানই কৃতকার্য হয় দুষ্প্রাজ্ঞজন নয়। নন্দিয়, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত হয়ে তুমি অপর পাঁচ প্রকার গুণ উত্তরোত্তর ভাবনানুশীলন করবে; যথা :

৪. এক্ষেত্রে নন্দিয়, তুমি তথাগতকে অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী ও দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' এরূপে নন্দিয়, তথাগতকে উপলক্ষ করে তোমার বুদ্ধানুস্মৃতি অনুশীলন করা উচিত (বা অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য)।

পুনশ্চ, নন্দিয়, তুমি ধর্মগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : ''ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষণীয়।' এরূপে নন্দিয়, ধর্মকে উপলক্ষ করে তোমার অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, নন্দিয়, তুমি কল্যাণমিত্রের গুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই আমার তা সুলব্ধ যে আমার কল্যাণমিত্রগণ আমার প্রতি অনুকম্পাকারী, মঙ্গলকামী, উপদেশদানকারী ও অনুশাসনকারী।' এরূপে নন্দিয়, কল্যাণমিত্রকে উপলক্ষ করে তোমার অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, নন্দিয়, তুমি নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্যমলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে মাৎসর্যমলহীন চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বণ্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি। এরূপে নন্দিয়, ত্যাগগুণকে উপলক্ষ করে তোমার অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, নন্দিয়, তুমি দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করবে; যথা : যেই দেবগণ কবলীকার আহারভোজী দেবতাদের অতিক্রমপূর্বক ঊর্ধ্বতম দেবগণের (ব্রহ্মকায়িক দেবগণের) সাহচর্যে অপূর্ব মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়, তারা নিজের জন্য অন্য কোনো করণীয় কর্তব্য ও সম্পাদিতব্য কর্ম খুঁজে পায় না। উপমাস্বরূপ নন্দিয়, অসময়-বিমুক্ত ভিক্ষু (পূর্ণাঙ্গরূপে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত) যেমন নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য অন্য কোনো করণীয় কর্তব্য ও সম্পাদিতব্য কর্ম খুঁজে পায় না; ঠিক এরূপেই নন্দিয়, যেই দেবগণ কবলীকার আহারভোজী দেবতাদের অতিক্রমপূর্বক ঊর্ধ্বতম দেবগণের (ব্রহ্মকায়িক দেবগণের) সাহচর্যে অপূর্ব মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়, তারা নিজের জন্য অন্য কোনো করণীয় কর্তব্য ও সম্পাদিতব্য কর্ম খুঁজে পায় না। এরূপে নন্দিয়, দেবতানুস্মৃতিকে উপলক্ষ করে তোমার অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

৫. নন্দিয়, এই এগারো প্রকার গুণে গুণান্বিত একজন আর্যশ্রাবক পাপ-অকুশলধর্ম পরিত্যাগ করে এবং তা আকড়ে ধরে থাকে না। উপমাস্বরূপ নন্দিয়, পানির কলসী উপুড় করলে যেমন কলসী স্থিত সমস্ত পানিই বের হয়ে যায় এবং সেঅবস্থায় পুনঃ কলসীতে জলই প্রবেশ করে না; যেমন নন্দিয়, শুষ্ক তৃণাদিতে আগুন ধরলে তা জ্বলে পুড়ে যায় এবং প্রজ্জ্বলিত তৃণাদি আগের অবস্থায় ফিরে আসে না; ঠিক তদ্রুপ নন্দিয়, এই এগারো প্রকার গুণে গুণান্বিত একজন আর্যশ্রাবক পাপ-অকুশলধর্ম পরিত্যাগ করে এবং তা আঁকড়ে ধরে থাকে না।" তৃতীয় সূত্র।

৪. সুভূতি সূত্র

১৪.১. অতঃপর আয়ুষ্মান সুভূতি সদ্ধ ভিক্ষুর সাথে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সুভূতিকে ভগবান এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

২. "হে সুভূতি, কে এই ভিক্ষু?"

"ভন্তে, ইনি সুদত্ত উপাসকের পুত্র, সদ্ধ নামক ভিক্ষু। ইনি শ্রদ্ধায় গৃহ হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়েছেন।"

"সুভূতি, শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত সুদত্ত উপাসকের পুত্র সদ্ধ ভিক্ষু কি শ্রদ্ধা-আচরণসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে?"

"ভগবান, এখনই সময়, সুগত, এখনই যথার্থ সময়। একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণসমূহ সম্বন্ধে ভগবান ভাষণ করুন। তাহলে আমি তা জানতে সক্ষম হব যে এই ভিক্ষু শ্রদ্ধা-আচরণসমূহে গুণান্বিত নাকি নয়।"

"তাহলে, সুভূতি, মন দিয়ে শুন, আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান সুভূতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৩. "এক্ষেত্রে সুভূতি, ভিক্ষু শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে; আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে; ইহা হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে-

সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে, ইহাও একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়। সুভূতি, যে ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়, ইহা হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়। সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়। সুভূতি, যে ভিক্ষু সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়, সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়, ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে, ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী

এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী হয়। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত

দিব্যচক্ষু দ্বারা ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

৪. এরূপ ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান সুভূতি ভগবানকে বললেন :

“ভন্তে, একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণসমূহ যেরূপে ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হলো, সে-সমস্ত গুণাবলি এই ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান। এবং এই ভিক্ষু সে-সমস্ত গুণাবলি সন্দর্শন করেছেন।

ভন্তে, এই ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করেন; আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অণুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে থাকেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী; যে-সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারেন, মনে ধারণ করেন ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী। তিনি ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে সুদক্ষ।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ, কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস এবং সে-সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী ও তা সযত্নে তদারক করে থাকেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মবিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্য, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি—এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তিনি তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ

করে অবস্থান করেন। ভন্তে, একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণসমূহ যেরূপে ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হলো, সে-সমস্ত গুণাবলি এই ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান। এই ভিক্ষু সে-সমস্ত গুণাবলি সন্দর্শন করেছেন।"

৫. "সাধু, সুভূতি, সাধু। তাহলে তুমি এই সদ্ধ ভিক্ষুর সাথেই অবস্থান কর। সুভূতি, তুমি যখন তথাগতের দর্শন লাভের ইচ্ছা করবে তখন এই সদ্ধ ভিক্ষুর সাথেই একত্রে তথাগতের দর্শনে উপস্থিত হয়ো।" চতুর্থ সূত্র।

৫. মৈত্রী সূত্র

১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি অনুশীলিত, ভাবিত, বহুলীকৃত হলে, পরস্পর যান সদৃশ যুক্ত, আয়ত্তাধীন, অনুষ্ঠিত, পরিচিত ও উত্তমরূপে গৃহীত হলে একাদশ প্রকার সুফল লাভ করা যায়। সেই একাদশ প্রকার কী কী? যথা :

২. মৈত্রীভাবনাকারী সুখে শয়ন করে, সুখে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়, কোনোরূপ পাপস্বপ্ন দেখে না, মনুষ্যদের প্রিয় হয়, অমনুষ্যদেরও প্রিয় হয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করে, অগ্নি, বিষ ও অস্ত্রের আঘাত হতে রক্ষা পায়, দ্রুত চিত্ত একাগ্র হয়, মুখচ্ছবি অত্যন্ত প্রসন্ন থাকে, সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে এবং অর্হত্ত্বফল লাভ না করলে মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি অনুশীলিত, ভাবিত, বহুলীকৃত হলে, পরস্পর যান সদৃশ যুক্ত, আয়ত্তাধীন, অনুষ্ঠিত, পরিচিত ও উত্তমরূপে গৃহীত হলে এই একাদশ প্রকার সুফল লাভ করা যায়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. অষ্টকনাগর সূত্র

১৬.১. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালীর বেলুবগ্রামের সন্নিকটে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর কোনো কার্যোপলক্ষ্যে পাটলিপুত্রে উপস্থিত হলেন। অতঃপর দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর কুক্কুটারামে গিয়ে জনৈক ভিক্ষুর নিকট জানতে চাইলেন :

"ভন্তে, বর্তমানে আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তে কোথায় অবস্থান করছেন? আমরা আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তের দর্শনেচ্ছু।"

"গৃহপতি, আয়ুষ্মান আনন্দ বর্তমানে বৈশালীর বেলুবগ্রামের সন্নিকটে অবস্থান করছেন।"

২. অতঃপর দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর পাটলিপুত্রে করণীয় কার্য সম্পাদন করে বৈশালীর বেলুবগ্রামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন।

অতঃপর দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৩. "ভন্তে, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে কি, যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়?"

"হ্যাঁ, গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে, যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।"

৪. "ভন্তে, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র ব্যাখ্যাত বিষয় কী যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়?"

"গৃহপতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক-বিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেন—'এই প্রথম ধ্যান অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মালোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমহেতু অধ্যাত্মভাবে প্রশান্ত ও চিত্তের একাগ্রময় বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয়

ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেন—'এই দ্বিতীয় ধ্যান অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মালোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করেন। যে ধ্যানস্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে ভিক্ষুটি অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেন—'এই তৃতীয় ধ্যান অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মালোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষুর শারীরিক সুখ-দুঃখবোধ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য প্রহীণ হয় এবং তিনি সেই না-সুখ, না-দুঃখরূপ উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেন—'এই চতুর্থ ধ্যান অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে

উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে একদিক ব্যাপৃত করে অবস্থান করেন। এভাবে দুইদিক, তিনদিক ও চারদিকে মৈত্রীদৃষ্টি প্রসার করেন। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক, সর্বত্র ও সমগ্র জগৎকে বিপুল, মহৎ অপ্রমাণভাবে অবৈরী, অব্যাপাদ ও মৈত্রীময় চিত্তে প্লাবিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ ভাবেন যে 'এই মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত-বিমুক্তি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু করুণার্দ্র চিত্তে একদিক ব্যাপৃত করে অবস্থান করেন। এভাবে দুইদিক, তিনদিক ও চারদিকে করুণাদৃষ্টি প্রসার করেন। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক, সর্বত্র ও সমগ্র জগৎকে বিপুল, মহৎ অপ্রমাণভাবে অবৈরী, অব্যাপাদ ও করুণার্দ্র চিত্তে প্লাবিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ ভাবেন যে 'এই করুণার্দ্র চিত্ত-বিমুক্তি অর্জিত হয়েছে

এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু মুদিতাপূর্ণ চিত্তে একদিক ব্যাপৃত করে অবস্থান করেন। এভাবে দুইদিক, তিনদিক ও চারদিকে মুদিতাদৃষ্টি প্রসার করেন। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক, সর্বত্র ও সমগ্র জগৎকে বিপুল, মহৎ অপ্রমাণভাবে অবৈরী, অব্যাপাদ ও মুদিতাপূর্ণ চিত্তে প্লাবিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ ভাবেন যে 'এই মুদিতাপূর্ণ চিত্ত-বিমুক্তি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তে একদিক ব্যাপৃত করে অবস্থান করেন। এভাবে দুইদিক, তিনদিক ও চারদিকে উপেক্ষাদৃষ্টি প্রসার করেন। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক, সর্বত্র ও সমগ্র জগৎকে বিপুল, মহৎ অপ্রমাণভাবে অবৈরী, অব্যাপাদ ও উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তে প্লাবিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ ভাবেন যে 'এই উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত-বিমুক্তি অর্জিত হয়েছে

এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু সর্ববিধ রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ সংজ্ঞার (হিংসাত্মক চিন্তা) বিলয় সাধন করে, নানান-সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে শুধুই 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ধ্যান করতে করতে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ চিন্তা করেন যে 'এই আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাধি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করে শুধুই 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ধ্যান করতে করতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ চিন্তা করেন যে 'এই বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাধি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত

থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করে শুধুই 'কিছু নাই বা আকিঞ্চন ' এরূপ ধ্যান করতে করতে আকিঞ্চন-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ চিন্তা করেন যে 'এই আকিঞ্চন-আয়তন সমাধি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থানকালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।"

৪. এরূপ ব্যক্ত হলে দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন :

"ভন্তে আনন্দ, যেমন কোনো ব্যক্তি একটি মাত্র গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে তৎমুহূর্তেই এগারোটি গুপ্তধনের ভান্ড খুজেঁ পায়; ঠিক তদ্রুপই ভন্তে, আমি একটি মাত্র অমৃতদ্বার খুঁজতে এসে একত্রে এগারোটি অমৃতের দ্বার উন্মোচনের জন্য খুঁজে পেলাম।

যেমন ভন্তে, কোনো ব্যক্তির এগারো দরজা বিশিষ্ট গৃহে যদি আগুন লাগে তবে সে আত্ম রক্ষার্থে যেকোনো এক দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয়; ঠিক তদ্রুপ, ভন্তে আনন্দ, আমি এই এগারোটি অমৃতের দরজার মধ্যে যেকোনো একটি দরজা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবো। ভন্তে,

অন্যতীর্থিয়রা নিজ আচার্যের জন্য যদি আচার্যধন (শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাদান) অন্বেষণ করতে পারে, তবে আমি কোনো আয়ুষ্মান আনন্দকে পূজা করব না।”

৫. অতঃপর দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর বৈশালী ও পাটলিপুত্রে অবস্থিত ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করায়ে উত্তম, খাদ্য-ভোজ্য সহস্তে পরিবেশন করলেন এবং সকলকে দান দিলেন। প্রত্যেক ভিক্ষুকে এক জোড়া চীবর দান করলেন এবং আনন্দ ভন্তেকে ত্রিচীবর প্রদান করলেন। তা ছাড়াও আয়ুষ্মান আনন্দের জন্য পাঁচশত মুদ্রা ব্যয়ে একটি বিহার নির্মাণ করালেন। ষষ্ঠ সূত্র।

৭. গোপাল সূত্র

১৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারো প্রকার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ[১] হয় না, লক্ষণ-দক্ষ[২] হয় না, ‘আশাটক[৩]’ পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক[৪] হয় না, ধূম[৫] দেয় না, তীর্থ[৬] জানে না, পানীয়[৭] জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন[৮] করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক[৯] বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, ‘আশাটক’

---

[১]। গরুর সংখ্যা, বর্ণ এবং অবয়বাদি বিদিত হয় না।

[২]। গো দেহে ধনু, শক্তি ও ত্রিশূলাদি ভেদে কৃত চিহ্নগুলো জানে না।

[৩]। গো-দেহে ক্ষতস্থান হতে নীল মাছির ডিমগুলো সড়িয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেয় না।

[৪]। ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে তা ঢেকে দেয় না।

[৫]। গোয়াল গৃহে নিয়মিত ধূম দেয় না।

[৬]। তীর্থ বা নদী-জলাশয়ের অবস্থা জানে না।

[৭]। গরু জল পান করেছে কি করে নাই অথবা কিরূপ জল পান করেছে তা জানে না।

[৮]। বাছুরের জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট না রেখে নিরবশেষে দুধ দোহন করে।

[৯]। বয়স্ক ও পিতৃস্থানীয় গরু।

ছাটে না, ব্রণ আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, বীথি জানে না, গোচর দক্ষ হয় না, নিরবশেষে দোহন করে, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যা কিছু রূপ 'চারি মহাভৌতিক ও চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ রয়েছে, সে-সমস্ত সে যথাযথভাবে জানে না। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষুটি রূপজ্ঞ হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি মূর্খের কর্মলক্ষণ ও পণ্ডিতের কর্মলক্ষণ যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি লক্ষণ-দক্ষ হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাটে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং কামবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। উৎপন্ন ব্যাপাদবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং ব্যাপাদবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং বিহিংসাবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি 'আশাটক' ছাটে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রণ আচ্ছাদক হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে

সংযত হয় না। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ব্রণ আচ্ছাদক হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধূম দেয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রুত ও অধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরকে বলে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধূম দেয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর, আগতাগম (আগমসিদ্ধ), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, ভিক্ষুদের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, এরূপে প্রতিপ্রশ্ন করে না যে 'ভন্তে, ইহা কিরূপ? ইহার অর্থই বা কী?' তার এরূপে প্রশ্ন না করার কারণে আয়ুষ্মানগণ আবৃত বিষয়কে অনাবৃত করেন না, অস্পষ্ট বিষয় প্রতিভাত করেন না এবং বিবিধ সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের উপর সন্দেহ অপনোদন করেন না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তীর্থ জানে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষ পানীয় জানে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয় দেশিত হলেও তাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান) ও ধর্মবেদ লাভ করে না এবং ধর্মরসানন্দে সিক্ত হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পানীয় জানে না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বীথি জানে না।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর দক্ষ হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি চারি স্মৃতি প্রস্থান সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি গোচর দক্ষ হয় না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাদান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীর পথ্য ও ভৈষজ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ভিক্ষুটিকে নিবেদন করেন। কিন্তু, ভিক্ষুটি প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নিরবশেষে দোহন করে।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা, সংঘপরিনায়ক, তাদের প্রতি ভিক্ষুটি প্রকাশ্যে বা পেছনে মৈত্রীময় কায় বাক্য ও মানসিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে না।

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না।

ভিক্ষুগণ, এই এগারো প্রকার অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সমর্থ হয় না।

৪. ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণান্বিত একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয়। সেই এগারো প্রকার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয়, লক্ষণ-দক্ষ হয়, 'আশাটক' পরিষ্কার করে, ব্রণ-আচ্ছাদক হয়, ধূম দেয়, তীর্থ জানে, পানীয় জানে, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে, গোচারণভূমির অবস্থা জানে, নিরবশেষে দোহন করে না, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয়। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণান্বিত হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয়।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণান্বিত হলে ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সমর্থ হয়। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়, লক্ষণ-দক্ষ হয়, 'আশাটক' ছাটে, ব্রণ আচ্ছাদক হয়, ধূম দেয়, তীর্থ জানে, পানীয় জানে, বীথি জানে, গোচর দক্ষ হয়, নিরবশেষে দোহন করে না, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যা কিছু রূপ 'চারি মহাভৌতিক ও চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ রয়েছে, সে-সমস্ত সে যথাযথভাবে জানে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষুটি রূপজ্ঞ হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি মূর্খের কর্মলক্ষণ ও পণ্ডিতের কর্মলক্ষণ যথাযথভাবে জানে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি লক্ষণ-দক্ষ হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাটে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক পোষণ করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ ঘটায় এবং কামবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়। উৎপন্ন ব্যাপাদবিতর্ক পোষণ করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ ঘটায় এবং ব্যাপাদবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়। উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক পোষণ করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ ঘটায় এবং বিহিংসাবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি 'আশাটক' ছাটে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রণ আচ্ছাদক হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান

করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ব্রণ আচ্ছাদক হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধূম দেয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রুত ও অধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরকে বলে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধূম দেয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর, আগতাগম (আগমসিদ্ধ), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, ভিক্ষুদের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, এরূপে প্রতিপ্রশ্ন করে যে 'ভন্তে, ইহা কিরূপ? ইহার অর্থই বা কী?' তার এরূপে প্রশ্ন করার কারণে আয়ুষ্মানগণ আবৃত বিষয়কে অনাবৃত করেন, অস্পষ্ট বিষয় প্রতিভাত করেন এবং বিবিধ সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের উপর সন্দেহ অপনোদন করেন। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তীর্থ জানে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষ পানীয় জানে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয় দেশিত হলে তাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান) ও ধর্মবেদ লাভ করে না এবং ধর্মরসানন্দে সিক্ত হয়। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পানীয় জানে।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বীথি জানে।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর দক্ষ হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি চারি স্মৃতিপ্রস্থান সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি গোচর দক্ষ হয়।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাদান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীর পথ্য ও ভৈষজ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ভিক্ষুটিকে নিবেদন করেন এবং ভিক্ষুটিও প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নিরবশেষে দোহন করে না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা, সংঘপরিনায়ক, তাদের প্রতি ভিক্ষুটি প্রকাশ্যে বা পেছনে মৈত্রীময় কায় বাক্য ও মানসিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে।

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে।

ভিক্ষুগণ, এই এগারো প্রকার অঙ্গে গুণান্বিত হলে ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সমর্থ হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. প্রথম সমাধি সূত্র

১৮.১. অতঃপর বেশ কিছু সংখ্যক ভিক্ষু একত্রে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর ভিক্ষুবৃন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "সত্যিই কি ভন্তে, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৩. "হে ভিক্ষুগণ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং

মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

৪. "ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৫. "ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।" অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় সমাধি সূত্র

১৯.১. তথায় ভগবান ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২. "সত্যিই কী ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-

সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়?"

"ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল আশ্রয়, ভগবানই আমাদের প্রতিশরণ। ভন্তে, সত্যিই তা উত্তম হয় যদি ভগবান এই ভাষণের বিস্তৃতার্থ আমাদের বর্ণনা করেন। ভগবানের নিকট হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুবৃন্দ তা অবগত হবেন।"

"তাহলে মন দিয়ে শুন, আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে" এরূপ বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন :

৩. "হে ভিক্ষুগণ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

৪. কিন্তু ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং

মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়?

৫. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।" নবম সূত্র।

১০. তৃতীয় সমাধি সূত্র

২০.১. অতঃপর বেশ কিছু সংখ্যক ভিক্ষু একত্রে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর ভিক্ষুবৃন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. "সত্যিই কী আবুসো সারিপুত্র, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৩. "হে আবুসোগণ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে

থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন।"

৪. "আবুসো সারিপুত্র, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৫. "আবুসোগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হন; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন।" দশম সূত্র।

১১. চতুর্থ সমাধি সূত্র

২১.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২. "সত্যিই কি আবুসোগণ, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

"আবুসো সারিপুত্র, আমরা দূর হতে আপনার এরূপ ভাষণের অর্থ জানার জন্য এসেছি। সত্যিই তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র এই ভাষণের বিস্তৃতার্থ আমাদের বর্ণনা করেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুবৃন্দ তা অবগত হবেন।"

"তাহলে আবুসোগণ, মন দিয়ে শুনুন, আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ আবুসো" এরূপ বলে ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলতে লাগলেন :

৩. "হে আবুসোগণ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চনায়তনকে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন।

৪. কিন্তু আবুসোগণ, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে

বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?

৫. এক্ষেত্রে আবুসোগণ, ভিক্ষুটি এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হন; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল-সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ-সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয়-সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞায়, আকিঞ্চন-আয়তনকে আকিঞ্চন-আয়তন-সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন-সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক-সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক-সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন।" একাদশম সূত্র।

অনুস্মৃতি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দুই মহানাম, নন্দিয় ও সূভূতি সূত্র হলো ব্যক্ত,
মৈত্রী, অষ্টকনাগর সূত্র ও গোপাল হলো উক্ত;
চারি সমাধি সূত্র যোগে বর্গ আলোচিত,
একাদশ সূত্র মালায় অনুস্মৃতি বর্গ সমাপ্ত।

৩. শ্রামণ্য বর্গ

২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারো প্রকার কী

কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুতে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' ছাটে না, ব্রণ আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, বীথি জানে না, গোচর দক্ষ হয় না, নিরবশেষে দোহন করে, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যা কিছু রূপ 'চারি মহাভৌতিক ও চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ রয়েছে, সে-সমস্ত সে যথাযথভাবে জানে না। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষুটি রূপজ্ঞ হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি মূর্খের কর্মলক্ষণ ও পণ্ডিতের কর্মলক্ষণ যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি লক্ষণ-দক্ষ হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাটে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং কামবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। উৎপন্ন ব্যাপাদবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং ব্যাপাদবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং বিহিংসাবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি 'আশাটক' ছাটে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রণ আচ্ছাদক হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে

এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ব্রণ আচ্ছাদক হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধূম দেয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রুত ও অধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরকে বলে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধূম দেয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর, আগতাগম (আগমসিদ্ধ), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, ভিক্ষুদের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, এরূপে প্রতিপ্রশ্ন করে না যে 'ভন্তে, ইহা কিরূপ? ইহার অর্থই বা কী?' তার এরূপে প্রশ্ন না করার কারণে আয়ুষ্মানগণ আবৃত

বিষয়কে অনাবৃত করেন না, অস্পষ্ট বিষয় প্রতিভাত করেন না এবং বিবিধ সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের উপর সন্দেহ অপনোদন করেন না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তীর্থ জানে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পানীয় জানে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তথাগত প্রবর্তিত ধর্মবিনয় দেশিত হলেও তাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান) ও ধর্মবেদ লাভ করে না এবং ধর্মরসানন্দে সিক্ত হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পানীয় জানে না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বীথি জানে না।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর দক্ষ হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি চারি স্মৃতি প্রস্থান সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি গোচর দক্ষ হয় না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাদান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীর পথ্য ও ভৈষজ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ভিক্ষুটিকে নিবেদন করেন। কিন্তু, ভিক্ষুটি প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নিরবশেষে দোহন করে।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, যে-সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা, সংঘপরিনায়ক, তাদের প্রতি ভিক্ষুটি প্রকাশ্যে বা পেছনে মৈত্রীময় কায় বাক্য ও মানসিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে না।

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না।

ভিক্ষুগণ, এই এগারো প্রকার অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুতে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়।"

২৩-২৯. "হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারো প্রকার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয়

জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুতে দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুতে অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুতে ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুতে ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুতে বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুতে নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুতে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ...(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।"

৩০-৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ...(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।"

৭০-১১৭. “হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারো প্রকার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, ‘আশাটক’ পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে ত বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)...।”

১১৮-১৬৫. “হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, ‘আশাটক’ পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুবিজ্ঞানে,

শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।”

১৬৬-২১৩. “হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, ‘আশাটক’ পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে

ও মনসংস্পর্শে বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।”

২১৪-২৬১. “হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, ‘আশাটক’ পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের

সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্বসূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।”

২৬২-৩০৯. “হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, ‘আশাটক’ পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।”

৩১০-৩৫৭. “হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, ‘আশাটক’

পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।”

৩৫৮-৪০৫. “হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, ‘আশাটক’ পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।"

৪০৬-৪৫৩. "হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায়

বিস্তারিতব্য)... রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।"

৪৫৪-৫০১. "হে ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগারোটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২. ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারোটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে দুঃখানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে অনাত্মানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে ক্ষয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে ব্যয়ানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে বিরাগানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে নিরোধানুদর্শী... (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য)... রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। ... (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য)... ।"

৫. রাগ পেয়্যাল

৫০২.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের অভিজ্ঞার জন্য একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই একাদশ প্রকার কী কী? যথা : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি, করুণাচিত্তবিমুক্তি, মুদিতাচিত্তবিমুক্তি, উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন এবং আকিঞ্চন-আয়তন। ভিক্ষুগণ, রাগের অভিজ্ঞার জন্য এই একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৩-৫১১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিজ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়ের নিমিত্তে, প্রহাণের জন্য, ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে, ব্যয়ের জন্য, রাগের প্রতি বিরাগভাবের জন্য, তার নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য এবং পটিনিসর্গ বা পরিত্যাগের নিমিত্তে একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই একাদশ প্রকার কী কী? যথা : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি, করুণাচিত্তবিমুক্তি, মুদিতাচিত্তবিমুক্তি, উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন এবং আকিঞ্চন-আয়তন। ভিক্ষুগণ, রাগের পরিজ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়ের নিমিত্তে, প্রহাণের জন্য, ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে, ব্যয়ের জন্য, রাগের প্রতি বিরাগভাবের জন্য, তার নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য এবং পটিনিসর্গ বা পরিত্যাগের নিমিত্তে একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১২-৬৭১. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, তার নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য এবং পটিনিসর্গ বা পরিত্যাগের নিমিত্তে একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই একাদশ প্রকার কী কী? যথা : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি, করুণাচিত্তবিমুক্তি, মুদিতাচিত্তবিমুক্তি, উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন এবং আকিঞ্চন-আয়তন। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়ের নিমিত্তে, প্রহাণের জন্য, ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে, ব্যয়ের জন্য, রাগের প্রতি বিরাগভাবের জন্য, তার নিরোধের জন্য, ত্যাগের

জন্য এবং পটিনিসর্গ বা পরিত্যাগের নিমিত্তে এই একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

ভগবান এরূপ বলায় উপস্থিত ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ আনন্দিত মনে গ্রহণ করলেন।

রাগপেয়্যাল সমাপ্ত।

নয় হাজার পাঁচশ সাতান্ন সূত্র যোগে
সমগ্র অঙ্গুত্তর নিকায় দেশিত হয়েছে।

অঙ্গুত্তরনিকায় (একাদশ নিপাত) সমাপ্ত।

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চম খণ্ড) সমাপ্ত।

পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড) সমাপ্ত।